কেদার রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

বুদ্ধ মার্গ, পাটনা-৮০০০০১

Kedar Rachanabali (Vol. I)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬০

সম্পাদনা ঃ

শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়

সন্তোষকুমার মজুমদার

ভগবান প্রসাদ মজুমদার

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

মায়া ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ

পাঁচুগোপাল শী

বিজন ভট্টাচার্য

প্রকাশক ঃ

আভাসকুমার চট্টোপাধ্যায়

নির্দেশক, বিহার বাঙলা আকাডেমি

বুদ্ধ মার্গ, পাটনা ৮০০০০১

পরিবেশক ঃ

শৈব্যা পুস্তকালয়

৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ

দুর্গাপদ ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দ প্রেস

১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬

বিহার বাঙলা আকাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ

খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক

দেশিকোত্তম বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

জন্ম ঃ

৪ঠা ফাল্গুন ১২৬৯

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩

মৃত্যু ঃ

১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

২৯শে নভেম্বর ১৯৪৯

সূচীপত্র

কোষ্ঠীর ফলাফল

১

আমার কোষ্ঠীতে নাকি লেখা ছিল,—চিরজীবন ঘুরিয়া মরিতে হইবে। তরুণ বয়সে কথাটা বেশ লাগিয়াছিল,—উৎসাহ আগ্রহও আনিয়াছিল।

যৌবনে মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিয়া এমন চাকুরী স্বীকার করিলাম যে, অল্পদিন মধ্যেই কোষ্ঠীর ফল দল বাঁধিয়া দেখা দিতে লাগিল; আমি কক্ষচ্যুত গ্রহের মত সবেগে সতের বৎসর নানাস্থানী হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম। সখ্ মিটিলেও ফলের good luck (শুভদৃষ্টি) তখনো তুঙ্গী,—জল, স্থল, মরু, গিরি নির্বিশেষে সমান ফলিতে লাগিল। শেষে চীনের প্রাচীরে পায়চারি করিয়া, মাঞ্চুরিয়ার মাটী মাড়াইয়া, রাজপুতানার মরুভূমি ভেদ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি—কোষ্ঠীখানি উইয়ের উদরস্থ হইয়াছে!

যাক্, আপদ গিয়াছে,—ফলের জড়্ মরিয়াছে—বাঁচা গেল! সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া যেরূপ ফ্যালাও ভাবে ফল ফলিয়াছে, তাহাতে সহজেই বুঝিলাম—নিশ্চয়ই চতুর্বর্গ লাভ হইয়া গিয়া থাকিবে; স্বর্গপ্রাপ্তির আর বেশী বিলম্ব নাই। এখন **Segregation camp-এ** (ভিন্ন গোয়ালে) অপেক্ষা করাই সুবুদ্ধি-সঙ্গত।

কাশী আমাদের ভূস্বর্গ, আপাততঃ সেই স্বর্গে থাকাই বিধেয়। তাড়াতাড়ি যাহা জুটিল পেন্‌সন্ লইয়া, পাত্তাড়ী গুটাইয়া কাশী রওনা হইয়া পড়িলাম।

২

৺কাশীধামে বাসা বাঁধিতেছিলাম, ইচ্ছা—আর নড়াচড়া নয়, একেবারে শিব হইয়া leave (ছুটী) লইব।

মানুষের স্পর্দ্ধা তাহাকে বুঝিতে দেয়না যে, তাহার নিজের ইচ্ছাই চরম নহে। পূর্ণিয়া হইতে পরমাত্মীয়দের জরুরী ডাক্ আসিল,—বিশেষ কাজ আছে!

অধিকার মত জগতের বহু বাহার আস্বাদন করিয়া কাশী আসিয়াছিলাম; এখন ধর্মকর্ম ছাড়া, অর্থাৎ আহার নিদ্রা ছাড়া যে আমার আর কোন কাজ থাকিতে পারে, তাহা মাথায় আসে নাই। যাহা হউক, কুটোকাটি পড়িয়া রহিল,—অপস্বর্গে পুনর্যাত্রা করিলাম।

পূর্ণিয়ায় পৌঁছিয়াই দেখি, সেই বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দেওঘর যাইবার পরোয়ানা প্রস্তুত! কি পাপ! "মরিয়া না মরে রাম—!"

নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার হইল নাকি! আবার যে ফল ধরে!

ব্রাহ্মণী পূর্ণিয়াতেই ছিলেন, তিনিই মুখপাত্রীরূপে (দুঃখদাত্রী বলা আইনে আটকায়) অগ্রবর্তিনী হইয়া বলিলেন,—"দেরী করলে ত' চলবে না, আর দিন নেই, শীগ্‌গির তয়ের হয়ে নাও।"

বলিলাম—"তয়ের হয়ে ত' অনেক দিন থেকেই রয়েছি, কেউ নেয় কই!" কথাটা বোধহয় তাঁহার ভাল লাগিল না, একটু বিরক্ত হইলেন,—কিন্তু তাগাদা বাহাল রহিল।

শুনিয়াছি সার্ উইলিয়ম্ জোন্স (**Sir William Jones**) সংস্কৃত শাস্ত্রে সেরা পণ্ডিত ছিলেন, আমাদের সকল শাস্ত্রই নাকি পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তখনকার নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত তাঁকে নূতন একটি শাস্ত্রের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন যেটির নাম "অনটন" শাস্ত্র, এবং যা তাঁর দেখা ছিল না।

কার্য হইতে অবসর লইবার জন্য আমার ছটফটানি ধরিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি অসময়েই **retire** (সেলাম) করি। উদ্দেশ্য,—নূতন আর কিছু দেখিতেছি না, অবস্থা আর যোগ্যতা মত সব কাজই করিয়া দেখা হইয়াছে,—এখন কাশী গিয়া নিশ্চিন্তে শেষ কয়টা দিন কাটানো। কিন্তু অচিরেই পরমাত্মীয়েরা, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণী, বাত্‌লে দিলেন,—"ব্যাগার" বলিয়া যে বড়-কাজটি আছে, তাহার অন্ত নাই, এবং কেহ তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বুঝিলাম—"ব্যাগারের" জন্যই এখন বাঁচিতে হইবে! যথা—দুধটো উনানে বসানো রইল, দেখো উথ্‌লে না পড়ে,—আমি আহ্নিকটে সেরে নি। মাছগুলো না বিড়ালে নে'যায়,—গা' ধুয়ে আসি! ননীগোপালকে নিয়ে একটু খেলা কর',—ও ভারি শান্ত ছেলে, আমি একবার হরিমতিদের বাড়ী যাচ্চি;—তাদের গুরুপুত্তুর এসেছেন—হারমোনিয়া বাজিয়ে কি হরিনামই করচেন, পশুপক্ষীতে থির হয়ে শোনে! —এই শাঁখটা রইল, সন্ধ্যে হয়ে যায় ত' তিনবার ফুঁ দিও (অর্থাৎ ফুঁকো) —ইত্যাদি।

শাঁখটা শিঙ্গা হইলেও ভাল হইত, ফুঁকিতে পারিলে আরাম ছিল। ননীগোপাল যে কিরূপ শান্ত ছেলে তা অষ্টপ্রহরই প্রত্যক্ষ করি আর পালাই পালাই করি। ওই বর্বরটির ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি এমনি উর্বর—এরি মধ্যে সে দেশলায়ের বাক্স সংগ্রহে সিদ্ধহস্ত। সেদিন ভাঁড়ার ঘরের বড়ির হাঁড়ির মধ্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া "মশারি-বাজি" খেলিয়াছিল! নিবাইতে নিবাইতে সাড়ে তিন হাত সাফ্। তখন সেই শান্ত ছেলে

লইয়া কত আদর, কত আশঙ্কা, কত মান্‌সিক ; কারণ—সোনারচাঁদ গিছ্‌লো আর কি,—হরি রক্ষা করেছেন !

পরে শুনতে হয়,—"হ্যাঁগা তুমি মানুষ না কি ! বাড়ীতে বসে রয়েছ"—ইত্যাদি ; এবং বলিতে হয়—"যদি চাল্লিশ বছরে না চিনে থাক', সেটা কি আমার অপরাধ !" তখন ফুল-বেঞ্চের রায়ে আমারই দোষ সাব্যস্ত,—আমিই গিল্টি [**guilty**] ! এই কিল্‌টি নীরবে হজম করাই নিয়ম।

সে যাহা হউক,—ছেলে শান্ত বটে ; কিন্তু প্রাকৃতিক-বেগ্‌ এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলগুলা ত' শান্ত অশান্ত ভেদে আসে না, আর সে-ফল্‌ চতুর্ব্বর্গে'র চৌহদ্দিও মাড়ায় না, অথচ ভোগটা পুরোপুরি চার-পো ! আবার বোঝাটা চাই—আহ্নিক আর হরিনাম [যাহা পশুপক্ষীতে থির্‌ হয়ে শোনে], তাহা আমার তরে নয়, তাহাতে আমার অধিকার পঞ্চাশ পেরিয়েও জন্মায় নাই ; বাকিগুলার তরেই বাঁচিয়া থাকা !

কোন দিন বা শুনিতে হয়—"একটু নড়াচড়া ভাল-গো,—বরাবর বাইরে বাইরে ঘুরেচ ;—একবার পায়ে পায়ে ঐ বোসেদের বেড়ার ধারে গিয়ে, বসে বসে চারটি সজনে-ফুল কুড়িয়ে আনো দিকি, আহার ওষুধ দুই-ই হবে,—এই নাও, এই ধামিটে নাও !" কি দয়া ! আবার হাইজিনের হাউই ছাড়ে যে !

কোন দিন বা দেখিতে হয়,—বড় নাতি তস্করের মত রুদ্ধদ্বারে—'টেবিল আয়নার' সম্মুখে, ভাস্কর-পণ্ডিতের ভণিতা ভাঁজিতেছে আর একটা মোটা পাশ-বালিসের ওয়াড়ের বন্ধন-রজ্জুতে একটা নিবন্ত বাতি একবার করিয়া ঠ্যাকাইতেছে আর—"সংহার সংহার" বলিয়া লাফাইয়া উঠিতেছে ! কিন্তু "সংহার" কথাটার কোন্‌ অক্ষরের উপর **accent** (ঝোঁক) পড়িলে জীবনটা সার্থক হয় তাহা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছে না ; কখন **accent on second half,** কখন **on third one third**-এর উপর চাপাইয়া দেখিতেছে । সঙ্গে সঙ্গে দানীবাবু সে-সময় কত ডিগ্রি **angle**-এ গ্রীবা বক্র করেন এবং তাঁহার নাসারন্ধ্র কতটা **diameter**-এ **dilated** (বিস্ফারিত) হয় ও অক্ষিগোলক খোল ছাড়িয়া কতটা বাহিরে আসে, তাহার কসরৎও চলিতেছে।

তখন ইচ্ছা হয় বলি—"ওরে রাস্‌কেল্‌, আসচে বারে কর্ক'ট জন্ম নিস্‌, ও দুঃখ থাকিবে না, চোখ ঠেলিয়া নাকের ডগার সমরেখায় অনায়াসে আনতে পারবি,—দু'শো বাহবা পড়ে যাবে, এবারটা দয়া করে চরকা কাট্‌,—বড় দুঃসময় !"

একটু পরেই গুন্‌গুন্‌ স্বরে কেশ-প্রসাধন,—গ্রিসিয়ান্‌ শ্লিপার পায়, ও গন্ধ-গোকুলের মত ভরভরে গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে বেগে জরুরি কার্য্যে পাঁচ ঘণ্টার মত

প্রস্থান। বাহিরে পা দিয়াই আওয়াজ—"দোরটা খোলা রইল—গরু না ঢোকে।" তখন বলিতে হয়—"পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ঢুকবে না,—ভয় নেই।"

কেই বা শোনে, বরং ক্রমোচ্চাব স্বরে **tidal progression**-এ, ধনুষ্টঙ্কার **curve**-এ, আমার কানে আসে "আ—মা—র দে—শ"। তখন হাসি পায়, মনে মনে বলি,—"তোমার চৌদ্দপুরুষের দেশ। ও "বেশে" দেশ হয় না রে পাজি।"

তবে ননীগোপাল বেঁচে থাকুক,—রাত্রে মশায় **rush** [তাড়া] করিলে, ফস্ করিয়া সুবর্ণচন্দ্র-কৃত সিঁদ্‌বোন্ দিয়া ছুটিয়া পালাইবার সুবিধা আছে।

কার্য হইতে অবসর লইলে দেখিতেছি সুবিধা বিস্তর! পূজনীয় শাস্ত্রকারেরা পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন কিন্তু সে-মুখো পা বাড়াইলেই **Forest department** (বনবিভাগ) ফেরার আসামী বলিয়া চালান দেন। কাজেই কাশী যাই, কারণ কাশীর অপর একটি নাম—"আনন্দ-কানন" ;—এই mild dose-ও বুঝি তলায় না! যদ্‌বিধের্মনসি স্থিতম্।

৩

পঞ্জিকা দেখার প্রয়োজন ছিল না,—পেন্‌সন্-প্রাপ্ত লোকের আর শুভ-অশুভ দিন কি! তাহার আবার বিপদ-আপদ কি? তাহার বাঁচিবার যত্নটাই যে হাসির কথা! যেহেতু জান্ থাকিতে সরকারিদান জোটে না। শাস্ত্রকারেরা 'মহাপাতক' বলিয়া একটা মহা অনর্থ ঘটাইয়া গিয়াছেন, নচেৎ যে গরু দুধ দেয় না বা ছটাক্ ছাড়ে, তাহাকে রাখাটা মস্ত একটা **economic problem**-এর (অর্থনৈতিক সমস্যার) মধ্যে পড়িয়া যাইত। এবং গো—ব্রাহ্মণ ত' চিরকাল এক ব্রাকেটের মধ্যে পড়িয়াই আছে।

তাই পঞ্জিকার পরিবর্তে টাইম-টেবেলের টান ধরিল। এক দুই ক্রমে তিনখানি নাড়াচাড়া করিয়া পথের পাত্তা লাগিল, কিন্তু আত্মা শুকাইয়া গেল। পূর্ণিয়া হইতে কাটিহার ; কাটিহার হইতে মনিহারি ঘাট ; পরে স্টিমারে গঙ্গাপার হইয়া সক্‌রিগলি-ঘাট ; তথা হইতে সাহেবগঞ্জ ; সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া কিউল ; কিউল হইতে যশিডি ; যশিড়ি হইতে **destination** অর্থাৎ ঠিকানায়। উল্লিখিত প্রত্যেক স্থানেই নাবা-ওঠা, যান-পরিবর্তন, অর্থাৎ আমার পক্ষে 'জান পরিবর্জন'।

এক টুকরো কাগজে এই সময় ওট্ বোসের তালিকা ছকিবার পর দেখি সেখানি যেন কালাজ্বরের **temperature chart** (নরম-গরমের নক্সা) দাঁড়াইয়াছে! এই জ্বর ভোগ

করিতে হইবে, উপায়ান্তর নাই। মনে হইল ইহা অপেক্ষা দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারে লাগিয়া পড়া সহজ।

তাগাদায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল" ভাবিয়া প্রাণভয়ে পলাতক প্রাণীর মত পরদিনই শুভাশুভ নিরপেক্ষ কোন এক মুহূর্ত্তে দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ভাগ্যবানেরা বলেন—**Life is holy and sweet,**—মিথ্যা নয়!

যাহা হউক, একটী সহকারী সঙ্গীও পাইলাম। ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাহা এক্ষণে ডিঃ গুপ্ত মহাশয়ের দাওয়ায়ের মত—"ফলেন পরিচীয়তে" থাকাই ভাল। নানা চিন্তা সমেত ইণ্টার ক্লাসে enter করা গেল,—কারণ আমরা মধ্যবিত্ত। চিন্তাগুলি 'নিরাকার' তাই রক্ষা, নচেৎ সে বোঝা গাড়ীতে ঢুকিত না,—'ব্রেক-ভানে' দিতে হইত, এবং তাহার পশ্চাতে পথের সম্বলও সাবাড় হইয়া যাইত।

শুনিয়াছি—সাপে-কাটা রোগীকে সর্বক্ষণ সজাগ রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়,—পাছে ঢুল্ ধরে। আমাদের কিসে কাটিয়াছিল সেটা ভাষায় না বলাই ভাল, তবে এ-যাত্রায় আমাদের ঢুল্ ধরিবার জো-টি ছিল না। ওট্-বোস করিতে করিতে দিনরাত কাটিতে লাগিল; সুতরাং সহজে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম,—এই গেঁটে যাত্রাটি সাপে-খাওয়া রোগীর একটি 'টোট্‌কা'। যাত্রাটি শুধুই গেঁটে ছিল না,—প্রত্যেক গাঁটের দু'পিটেই কাঁটা,—পাশ ফিরিলেই ফোটে,—কুলিদের বুলি শুনিলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়! তখনো জানিতাম না—আমার সহকারীটি, দাঁড়াইয়া এবং চক্ষু না বুজিয়া ঘুমাইতে পারেন।

৪

ক্রমে তখন কিউলে আসিয়া পড়িয়াছি। কুলি-জি আশ্বাস দিয়া গেলেন,—বিলম্ব আছে; ট্রেণ আসিলেই বোঝাই দিবেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দৌড়দার প্ল্যাটফর্মে শীতের হাওয়া হু হু করিয়া অবাধ ছুটিয়াছে। ট্রেণের অপেক্ষায় বহুলোক বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি লইয়া—কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া, হিম আর হাওয়ায় জড়সড়। আমাদের জন্য সর্বত্রই এই ঢালা-ব্যবস্থা আর খোলা দরবার। সব যেন মড়কের মাল। আচ্ছাদন-যুক্ত অংশটুকু প্রায় কোম্পানীর কুপুত্রেই ভরাট,—কুলি প্রভৃতিরা আপাদমস্তক ঢাকিয়া, লম্বা হইয়া দখল

করিয়াছে। দুইজন বা একজোড়া করিয়া বসিবার, দুইখানি বেঞ্চিও বর্তমান। পূর্বাগতরা তাহা পুঁটলি সমেত পূর্ণ করিয়াছেন, ও এমনি মুড়ি দিয়া গুঁড়ি মারিয়া আছেন যে, কোন্‌টি মাল কোন্‌টি মালিক তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন। তাহারি সম্মুখে কুলি-জি আমাদের সামান্য মালপত্রগুলি নামাইয়াছিলেন।

একস্থানে দাঁড়াইয়া সরাসরি হাওয়া খাওয়া অপেক্ষা একটু নড়িয়া চড়িয়া নাড়ী বজায় রাখিবার চেষ্টা পাওয়াই ভাল ভাবিয়া যেই দুই পদ অগ্রসর হইয়াছি, অলক্ষ্যে আকাশবাণী হইল,—"এটা পার্ক (**Park**) নয় মশাই—কিউল্‌ ইস্টেশন্‌,—পেছন ফিরলেই পুঁটলি সরে যায়। বরং বোঁচ্‌কার উপর চেপে **sit down** (বসুন)। এটা মহতের আড্ডা, তাঁরা যাত্রীদের ভার লাঘব করতে সর্বদাই যত্নবান!"

এদিক ওদিক তাকাইতেছি আবার আওয়াজ আসিল—"এই একটু আগে একজনের পুঁটলি পাচার হয়েছে, সে পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে।"

বুঝিলাম বেঞ্চিস্থিত দুইটি মোড়কের মধ্যে কোন একটি এই সতর্কবাণী ঘোষণা করিলেন। উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশানন্তর আমার বেতের ট্রাংকটি চাপিয়া বসিলাম, এবং নস্যদানিটি বাহিরের পকেট হইতে ভিতরের পকেটে চালান দিলাম।

আমার সহকারী-সঙ্গী জয়হরি—দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফিট, ওজনে সওয়া দুই মণ, এবং বয়সে সাতাশ, সুতরাং মনে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়াছিলাম। চাহিয়া দেখি, সে সোজা প্ল্যাটফর্ম ধরিয়া চলিয়াছে;—নিশ্চয়ই এই ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া কোন একটি স্বাভাবিক পীড়া প্রবল হইয়া থাকিবে।

মিনিটখানেক পরেই সেইদিকে একটা "মার্‌ মার্‌" শব্দে সকলকে সচকিত করিয়া দিল। কিন্তু সকলেই পুঁটুলির সঙ্গে বাঁধা! আমি জয়হরিকে না দেখিতে পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম; বেঞ্চি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম "অনুগ্রহ করে একটু দেখবেন, আমি আমার সঙ্গীটির খোঁজ লই, আর ব্যাপারটা কি তা শুনে আসি।" অনুমতিটা সহজেই পাইলাম; বুঝিলাম—তিনিও ঘটনাটা জানিবার জন্য উৎসুক।

এস্থলে একটা বিশেষ কথা আছে যাহা বাদ দিলে ঘটনাটা খোলসা হইবে না। কিউল্‌ ইস্টেশন্‌ হইতে অন্যূন পঞ্চাশ হাঁড়ি (কলস) দধি, প্রত্যহ রাত্রে কলিকাতায় চালান যায়, এবং প্রাতে,—রবিবাবুর ভাষায়—

"বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অতিরিক্ত করি"—লয় চুপে চুপে; অর্থাৎ রাজধানীর রসে—এক হাঁড়ি সাত হাঁড়িতে উন্নতিলাভ করিয়া, ক্রেতাদের দীর্ঘায়ু লাভে সাহায্য করে। (ইতি সায়েন্স্‌)।

কিউল্‌ সম্ভবতঃ গৌড়-মন্ডলের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে, বা গণ্ডী ঘেঁষিয়া থাকে;

আর গোড়-গয়লারাই এই মধু (সুধা) নিত্য সরবরাহ করে,—"গৌড়জন যাহে—"।

আজও সেই-সব দধিভাণ্ড—মধু ভাণ্ড—মধু চক্রাকারে প্ল্যাটফর্মের উপর গাড়ীর অপেক্ষায় রক্ষিত ছিল। মালিকেরা অদূরেই স্ব স্ব বাঁকের উপর বসিয়া, কেহ সুর ভাজিতে, কেহ খইনি টিপিতেছিল। ইস্টেশনে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুবই, কারণ অনেকেই "মধুংলিহ"। হেনকালে—

গিয়া যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে হাসিব কি কাঁদিব, কি মাথা খুঁড়িব, স্থির করিতে পারিলাম না।

দেখি—জয়হরি একদম সেই হাড়ি (হাঁড়ি) পাড়ার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; এবং বাঁকহস্তে 'গৌড়জন' তাহাকে ঘিরিয়া—এই মারে ত' এই মারে! যে-সব শক্ত বাত চলিয়াছে, তাহাতে রক্তপাত হইতে আর বিলম্ব নাই। এমন সময়ে সহসা জয়হরির চট্‌কা ভাঙ্গিল; সে একবার চারিদিক চাহিয়া আসন্ন মুহূর্ত্তে বলিল, "ভাই—শো গিয়া থা"!

দু'একজন বলিয়া উঠিল,—"হাঁ—নাক্ তো বোল্ রহা থা।"

আগুনে যেন জল পড়িল, একটা হাসির সঙ্গে Crisis over,—ফাঁড়া কাটিয়া গেল। তাহারা তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যূহের বাহির করিয়া দিল ও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগল,—"বাঙ্গালীকা সবই আজব হায়"।

আমি মনে মনে ভাঁজিতেছিলাম, বলিব—"রাতকানা হায়," নচেৎ নিস্তার নাই; সেটা ফাঁসিয়া গেল। বলিলাম—"কিছুদিন হইতে এই কঠিন রোগ আশ্রয় করিয়াছে, বড়ই শোচমে (দুর্ভাবনায়) পড়িয়াছি ভাই। সেদিন রাস্তায় নূতন গরম কোট্‌টী কে খুলিয়া লইয়াছে, উনি কিছুই টের পাননি। ডাক্তার বৈদ্যে জবাব দিয়া হায়—হাকিম হাল্ ছোড়া হায়। এখন সকলেরই রায়—ঝাড়ফোঁক্।"

তাহারা উৎসাহের সহিত বলিল—"ইয়ে তো বহুত ঠিক বাত হায়।" পরে আমাকে "চুড়ানন্দঝা"র ঠিকানা লিখাইয়া দিল, ও বলিল—"প্রেতমোচনের অমন ওস্তাদ্ দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই।" কাগজখানি তিনবার মাথায় ঠ্যাকাইয়া বুক-পকেটে রাখিলাম ও এইভাবে তাহাদের শ্রদ্ধা-সহানুভূতি আকর্ষণ ও উপদেশ অর্জ্জন করিয়া, আসামী লইয়া ফিরিলাম।

মোড়ক মধ্যস্থ মানুষটি উন্মুখ হইয়াছিলেন; মোদ্দাটা শুনিয়া বলিলেন "বলেন কি—এ যে পথে নারীরা বাবা! এক্ষুনি ওঁর কাছায় আর আপনার কোঁচায় গাঁটছড়া বেঁধে ফেলুন;—এমন বিপদও সঙ্গে আনে!"

জয়হরি অপ্রতিভের মত বলিল—"কখনো কখনো হয়ে যায়।"

অবিকশিত মোড়ক মহাশয় বলিলেন,—"বাবা—তোমার ওই 'কখনো'তেই কুম্ভকর্ণকে হটিয়ে দিয়েছ,—তিনি শুয়ে ঘুমুতেন।" পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন —"ওঁকে কতদূর টান্‌তে হবে?" বলিলাম "দেওঘর পর্যন্ত।" তিনি বলিলেন "ওঃ বৈদ্যনাথ যাচ্ছেন, ওঁর কল্যাণে 'হত্যা' দিতে বুঝি?"

আমি বুঝিলাম—"না, দেওঘরেই দরকার আছে।" তিনি বলিলেন—"ওই হোলো দেওঘর আর বৈদ্যনাথ ত ভিন্ন নয়; কাজটা সেরে এলেই ভাল হয়, আবার ত' ওঁকে নিয়ে ফিরতে হবে!"

আমি ত' অবাক্; দেওঘর আর বৈদ্যনাথ তবে কি একই জিনিস। মনে পড়িল, —পঠদ্দশায় একবার জিওগ্রাফির প্রশ্ন ছিল—"মম্‌বাসা কোথায় অবস্থিত?" আমি অনেক চিন্তার পর লিখিয়াছিলাম,—"গোদাবরী নদীর উপর।" অবশ্য কারণ ছিল,—এমন হৃষ্টপুষ্ট নাম, গোদাবরীর সান্নিধ্যেই থাকা সম্ভব; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চতন্ত্রের অনেক পাখীই গোদাবরী তীরস্থ শাল্মলী তরুতে বাসা বাঁধিত, সুতরাং মম্‌বাসা গোদাবরী তীরেই সম্ভব। পণ্ডিতেরা কেতাবের কথারই কদর করিতে জানেন, **imagination**-এর (কল্পনার) কদর জানেন না,—সেবার তাই মোট সাত নম্বর পাই। দুঃখ করিয়া লাভ নাই, ও বদ অভ্যাস তাঁহাদের যাইবার নয়।

যাহা হউক, ভাবিলাম মোড়ক-মধ্যস্থ মানুষটি নিশ্চয়ই কোন স্কুলের বিচক্ষণ শিক্ষক হইবেন, নচেৎ এত ঢাকিয়া ঢুকিয়া থাকেন কেন;—পরের মগজ নিজের মগজে রাখিতে হইলে বোধহয় ইহাই দস্তুর। পাছে বে-ফাঁস হইয়া পড়ে তাই আমাদের তালপত্রে লিখিত শাস্ত্রাদিকেও "ছিন্নবস্ত্র বিমণ্ডিত" হইয়া থাকিতে হয়। প্রবাদ আছে কোন এক "হবুচন্দ্র" নামধেয় মন্ত্রীও নাকি এই প্রথার দস্তুর-মত পক্ষপাতী ছিলেন। এইসব নজির বর্তমান থাকিতে আমাদের মোড়ক মহাশয়ের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না; নিশ্চয়ই দেওঘর ও বৈদ্যনাথ এক বস্তুই হইবে; জগতে এমন ত' বহুত হইয়াও গিয়াছে। বঙ্কিমবাবুর সাধের জাহানাবাদ এক্ষণে আরামবাগে দাঁড়াইয়াছে; সহপাঠী নসীরামকে 'নসীরাম' বলিলে বিরক্ত হয়, উত্তর দেয় না; সে এখন,—"সচ্চিদানন্দ স্বামী!" নিশ্চয়ই ৺বৈদ্যনাথধামও দেওঘর নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন। সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ অলক্ষ্যে শুড়শুড়ি দিয়া গেল। ৺বৈদ্যনাথধামে চলিয়াছি এ জ্ঞান থাকিলে আর একটি বুঁচ্‌কি বাড়িত,—ব্রাহ্মণী নিশ্চয়ই **front** (চড়োয়া) হইয়া দাঁড়াইতেন, এবং সেই ত্র্যহস্পর্শ ক্ষেত্রে চাইকি আমাকে মধ্য পথেই কোথাও লাফ মারিয়া হাঁপ ছাড়িতে হইত। এতদিন পরে আজ **ignorance is bliss** কথাটার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিয়া আরাম বোধ করিলাম।

এই সময়—"টিসন্ ছোড়া হৈঃ"—শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি হইতেই প্ল্যাটফর্মস্থিত সজীব নির্জীব পুঁটলিগুলি নড়িয়া উঠিল, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে সজীবগুলি—বোঁচকা-বুঁচকি কাচ্চা-বাচ্চা পৃষ্ঠে লইয়া "অপোজমের" মত ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমাদের কুলি বা কলি আসিয়া বলিলেন—"চলিয়ে বাবুজি—উ পালাট্ফারম্মে।"

তথাস্তু।

এ কি! দেখি এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ-মুখে উপস্থিত। সর্বনাশ—এর মধ্যে ত' আমাদের প্রণয়-ঘটিত কোন কথাই ছিল না, তবে এ বৃথা বিপদের মুখে আত্মসমর্পণ কেন; এ সিঁদবনে' মাথা দেওয়া **gallantry**-র (নির্ভীক নাগরালির) বাহবা দেবে কে! কিন্তু ভাবিবার সময় নাই, ট্রেণ—এলুম এলুম শব্দে তাহার আগমন ঘোষণা করিতেছে;—বৈতরণী পার হইতেই হইবে! দুর্গা বলিয়া স্রোতে গা ঢালিলাম। বহু পশ্চাৎ হইতে আওয়াজ আসিল—"পকেট সামলে ভাই,—এ ভিড় 'ভাসুরকে' ভরা।" এ যে সেই মোড়ক্ মহাশয়ের গলা!

যখন আবার আকাশের তলায় মাথা দেখা দিল, তখন এক-গা ঘামিয়া গিয়াছি। কবিদের তারকা-রাজি তখন হাসিতেছিল কি কাঁদিতেছিল, তাঁহারাই বলিতে পারেন; আমাদের তাহা দেখিয়া রাখিবার মত অবস্থা ছিল না। সম্মুখে তখন 'বিশ্বরূপ' উপস্থিত,—যাহা দেখিয়া অর্জুন আড়ষ্ট হইয়াছিলেন। দেখি অসংখ্য 'অভিনয়চঞ্চল' হস্ত, পদ, নাক, মুখ, চোখ, **improved by** (অধিকন্তু) হরেক রকমের বুলি! ('গীতা'য় এটুকু বাদ পড়িয়াছিল।) তাহা একত্র উদ্গত হইয়া যে শব্দের সৃষ্টি করিতেছে,—তাহাই বোধহয় 'দেবভাষা'! বুঝা ত দুঃসাধ্যই, কান পাতাই মুস্কিল! শুনিয়াছিলাম—ভগবান কোন কিছুই বৃথা করেন নাই—সবই দরকারী। বধিরতারও যে সার্থকতা আছে আজ তাহা বুঝিলাম।

যাহা হউক, এখন যাই কোথা? যাহা দেখিতেছি, তাহাতে ত' শনিরও প্রবেশ পথ নাই। এই সময় এক দ্বার দিয়া বহির্মুখী তিন মূর্তি খসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুখী তিরিশ মূর্তি ঢুঁকিল! সৃষ্টির সব জিনিসই দরকারী, দেখি,—জয়হরি **forward** হইয়া হাঁকিল—'আসুন' এবং হাত ধরিয়া টানিল। তখন—রামে বা রাবণে মারের অবস্থায় পড়িয়া গেলাম, অগ্রপশ্চাৎ সমান হইয়া দাঁড়াইল, একদম **Buffer State**!

অস্বীকার করিলে মহাপাতক হয়,—এতক্ষণে জয়হরির জবরদস্ত মূর্তি কাজে লাগিল। গত বৎসর সে 'লালিমুলির' একটা পাঁচ হাত পরিমিত কালো কম্ফটার কিনিয়াছিল ;—সদ্ব্যবহারে অধুনা সেটা এগারো হাতে পরিণত। তাহার তিনপাক্ মাথায়, এক ফেরে কর্ণ রোধ, এক ফের কণ্ঠে, তেহাই—বক্ষে ঢ্যারা—(×) রচনা করিয়া 'কটি বেড়ী বান্ধই' মধ্যস্থলে সুদৃশ্য গ্রন্থিরূপে কৃষ্ণ নাভিপদ্ম সৃষ্টি করতঃ 'দশম ভাগের ভাগ' ঝুরির মত ঝুলিতেছিল। ফুল-মোজার উপর মাল্‌কোঁচা। এই ছয়-ফিট্ জীবটির হাতে একটি বর্‌শা থাকিলে 'কিং-আর্থারে'র 'ল্যান্সলট্' না হইয়া যায় না। সুতরাং যাহারা দ্বার রোধ করিয়াছিল, তাহারা সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। সম্ভবতঃ বলিল—

"আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।"

এই বিশ্বরূপ মধ্যে মিশিয়া সাযুজ্য লাভের পূর্বেই—চক্ষু কর্ণ দুই-ই বুজিয়াছিলাম ; কারণ সে অবস্থায়—শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় রোধ করাটাই—তাহাদের প্রকৃত কাজে লাগানো। এতদ্দ্বারা 'ফিলজফি' একটু জটিল হইল বটে, কিন্তু সত্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন রহিল। যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখি—একস্থানে (বা অস্থানে) খাড়া **Straight line**-এর (সরল রেখার) মত দাঁড়াইয়া আছি। "তুমি আমি" আর নাই, সব জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, কেবল বিভিন্ন মুখ—ধড়্ এক।

শুনিয়াছিলাম—সাযুজ্য লাভের পর নাকি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আর শান্তি। কিন্তু অনেক আঁচিয়াও কোনটারই স্বাদ পাইলাম না, স্বেদের প্রাচুর্য যথেষ্টই পাইলাম। "অমন অবস্থায় পড়লে" নস্যখোরদের যা হয়, আমারও তাহাই হইল, অর্থাৎ—নস্য লইবার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু হাত তখন বে-হাত, নস্যদানী সাযুজ্যের গর্ভে,—শ্রীভগবানে সমর্পিত। সে কি আনন্দ-ঘন অবস্থা।

সহসা দ্বাররক্ষক বা দ্বার-রোধকদের মধ্যে একটি সোরগোল—"নহি—নহি" শব্দে প্রকাশ পাইল,—কারণটা সহজেই সকলে বুঝিয়া লইয়া তাহাতে যোগ দিলেন। কারণ সাযুজ্য অবস্থায় গ্রহণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, তখন লোকে প্রবৃত্তির পারে পৌঁছিয়া যায়, তাই (সরোষে ও সজোরে প্রবেশ-প্রার্থীদের ধাক্কা মারিয়া) ত্যাগই বিধি।

কিন্তু এ কি! এ যে আবার সেই সুপরিচিত স্বর! বোধহয় সুবিধা নয় দেখিয়া তিনি ধৈবতে হাঁকিলেন—"বোলো ভাই গান্ধী মহারাজ কি জয়!"

কি আশ্চর্য প্রভাব,—উত্তেজিতেরা বিমূঢ়বৎ হইয়া গেল। কাহারো আর কথা ফুটিল না—কণ্ঠে জড়তা আসিয়া গেল। কেহ কেহ বলিয়া ফেলিল—"আপনি স্থান

করিয়া লইতে পারেন ত' আমাদের কোন আপত্তি নাই।"—"ভাই ভাই এক ঠাঁই" বলিতে বলিতে তিনি ত' উঠিয়া পড়িলেন।

আরোহীগুলি গান্ধী মহারাজের নামে যেন গেঞ্জী বনিয়া গেল! তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, স্থানও ততই পরিসর হইতে লাগিল। বেশ সুবিধা করিয়া লইয়া তিনি আর একবার সিংহনাদ ছাড়িলেন,—"আউর এক্‌দফে প্রেমসে বোলো ভাই —মহাত্মা গান্ধীজিকি জয়"। সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী জয়ধ্বনি হইল, এবং তাহা আশপাশের গাড়ীতে সংক্রামিত হইয়া আদি ও অন্তে গিয়া অনন্তে মিশাইল। পরক্ষণেই দেখি—"আপ্‌ বৈঠিয়ে তো" বলিয়া পাঁচ সাত জন তাঁহাকে বসিবার স্থান করিয়া দিল। সজীব মন্ত্র বটে! কোন সুউচ্চ পদাভিষিক্ত ইংরাজ সত্যই বলিয়াছিলেন— **"He (Gandhi) was their (319, 000, 000 peoples') God, * * * Gandhi's was the most colossal experiment in world's history and it came within an inch of succeeding • * *"**

আগের কোন ইস্টেশন্‌ হইতে কয়েকটি ভব্য-বেশধারী বিহারী ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ সাযুজ্যের বহু পূর্বে, সালোক্য মাত্র লাভ করিয়াছিলেন, ও সতরঞ্চি বিছাইয়া পাঁচজনে দশজনের স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। ইঁহারা যে শিক্ষিত, তাহাতে কাহারো সন্দেহ করিবার কিছু ছিল না ; কারণ, পার্শ্বেই **Nice** লেখা বিস্কুটের বাক্সটির উপর **Three-Castle** সিগারেটের কৌটা ও তদুপরি **Vulcan** দেশলাই শোভা পাইতেছিল। তাঁহারা চা-পানান্তে "তিন-কেল্লা" ফুঁকিতেছিলেন। উল্লিখিত 'জয়নাদ' তাঁহাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। একজন প্ল্যাটফর্মের দিকে মুখ বাড়াইয়া, মিস্টার গার্ড—**Mr. Guard.** হাঁকিতে লাগিলেন। গার্ড একবার বক্রগ্রীবায় চাহিয়াই—সোনার-চশমা পরা কালো মুখখানা নজরে পড়িতেই, মুখ ফিরাইয়া সজোরে আলো দেখাইলেন—গাড়ী ছাড়িল।

ভগবান এমনি রহস্য-প্রিয় যে, ঠিক তাহাদেরি প্রায় সম্মুখেই আমাদের নব আগন্তুকটির আসন নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

কোম্পানীর আখমাড়া কলে ঢুকিয়া সকলেই অল্পাবিস্তর সরস হইয়া পড়িয়াছিলেন —সকলেরই ঘাম দেখা দিয়াছিল।

পাগড়িটি খুলিয়া ফেলায়, এতক্ষণে শব্দভেদী পরিচয় শেষ হইল—মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। বয়স পঞ্চাশের উপকূলে উপস্থিত; বেঁটে গড়ন,—ময়রার দোকানের মালিকের মত বেশ গোলগাল। চক্ষু দুইটি আলুবক্‌রার বিচি পরিমাণ, অথবা চতুর্দিকের মাংসের চাপে ঐরূপ দেখাইতেছিল, মাথাটি বড় কিন্তু কেশবিরল, মধ্যে টাক্ থাকায় অনেকটা ফাঁক; কাল চুল কয়গাছি সাদার আওতায় পড়িয়া গিয়াছে। সুপুষ্ট দুই গালের গর্ভে পড়িয়া নাসিকাটি কোনপ্রকারে আত্ম-রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যে কারণেই হউক গোঁফ জোড়াটি ত্যাগ করা হইয়াছে; কিন্তু তন্নিম্নে দন্তগুলি সবই বজায় আছে, এবং তাহারা জীবন্ত ছাগেরও ভয়ের কারণ বলিয়াই অনুমান করি। ইনি আয়েসা বা তিলোত্তমা নহেন যে, রূপ বর্ণনার আবশ্যকতা ছিল, কিন্তু আমার বহুক্ষণের আগ্রহটা যে-ভাবে মিটিল, তাহাও যে একক উপভোগ করার মত নহে!

এই আগন্তুকটির উপর কেল্লা-মারা (**Three-castle** সেবী) বাবু কয়টি খুবই চটিয়াছিলেন। একজন বিরক্তিব্যঞ্জক মুখে প্রশ্ন করিলেন—"আপ্ কাঁহাকে লোক হ্যায়!"

উত্তর—হাম্ কঁহিকে লোক্ নেহি হ্যায়।

বাবু—তব্ আপ্ ক্যা হায়?

উত্তর—"ধেমোশালিক" হায়!

আমি প্রমাদ গণিলাম। যাত্রা করিয়াছি মাঘ মাসে, যে মাসের পূর্ণিমাটি প্রসিদ্ধ হয়েছেন—"মঘা" সংযুক্ত হয়ে! এখন সামলাইতে পারিলে হয়। রায় মহাশয়ের রায়ে, মাত্র—"রেলে কলিসন্ হয়," এই কথাই আছে; এ যে আবার "ফ্লিক্‌সনের" উপক্রম!

বাবু—ধেমোশালিক কোন্ চিজ্ হায়?

উত্তর—বড়া অজব চিজ বাবুজি;—আপ মালিক হোকে নেহি জান্‌তে? যেমন জাত হারাকে বষ্টুম বন্‌তা হয়,—হাম্ ধেমোশালিক্ বন্ গিয়া।

বাবু—উ ক্যায়সা!

উত্তর—(নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) উ অ্যায়সা ;—লেকিন বর্ণনা কুছ বেশী হায়।

বাবু—আপ বোলিয়ে—

ব্যাখ্যাটা শুনিবার কৌতূহল সকলকেই পাইয়া বসিল। আগন্তুক আরম্ভ করিলেন—

"ধেমোশালিক্ বন্‌নেকে ওয়াস্তে সর্বপ্রথম,—মা কো জল্‌দি জল্‌দি গঙ্গা পাওয়ানো চাই। বাপ্‌কো ভি পাওয়াতে পারলে বহুত আচ্ছা—অসমর্থ পক্ষে কাশী যাত্রা করাবে। তারপর ভারি ভারি চিজ্—টেবিল, চেয়ার, খাট্, সিন্দুক, আলমারি, বাসন, বগায়রা নিলাম, আউর গরু বাছুর—দানপুণ্য করনে হোগা। গরীব আশ্রিত আত্মীয় কোই রহে তো—রাস্তাকে হাঁকা দেবে। কুত্তা থাকে তো মিউনিসিপালিটির লাঠির মুখে দেবে, আর বিল্লিকে আছাড়্ মারকে সাবাড়্ কোরবে। তদনন্তর স্ত্রী আর পুত্র-কন্যা লেকে রাস্তামে দাঁড়াবে। অতঃপর কোমর বাঁধকে প্যাঁকাটি জ্বালকে, হরিবোল্ দেকে,—ঘরবাড়ীর মুখাগ্নি করকে—ফুঁক্ দেনা চাই। এবম্-প্রকার-মে ভিটে ভস্ম হয়ে গেলে, তিন দফে বোলনা চাই—

বাংলার মাটি বাংলার জল—
শূন্য হোক্—শূন্য হোক্
হে ভগবান্!

পরে এক দৌড়ে রেজেস্ট্রী-আপিসমে যাকে, গেঁটের কড়ি দেকে,—জমি, জল, আর পোড়া-ভিটেকা নতুন নামকরণ কোরবে—"ঘুঘুডাঙ্গা"। ব্যস্, নিশ্চিন্ত হোকে ঘুঘুর নামে দান-পত্র দস্তখৎ করকে,—দেশের জলস্পর্শ না করকে, স্ত্রী-কন্যা লেকে, বগল্ বাজাকে, একদম টিসেন্ মুখে টেনে পাড়ি লাগাও। হাওড়া পুলের মাঝমধ্যিখানে পেঁছকে—গৃহদেবতা শালগ্রাম, বাণলিঙ্গ যো কুছ জঞ্জাল্ থাকে—গঙ্গাজিমে টপাটপ ডালো। Then টিসেন্ পেঁছকে টিকস্ কাটাও, আউর—পাটনা, গয়া, আরা, ছাপরা, মুঙ্গের, ভাগলপুর যাঁহা খুসী ভাগো। ঠিকানামে যাকে **nest** (বাসা) বানাও, ভাগবান্ বন্ যাও। অর্থাৎ বাংলাকে "ভূমি জল তৃণ" শূন্য, "আত্মীয় বিমুখ", "ভস্মভিট্" প্রমাণ করকে "উচ্ছন্ন" এফিডেভিট করো, তব্ আলবৎ সরকারি প্রসন্ন-সার্টিফিকট হাসিল্ হো যায়গা! তদনন্তর বড়ি মজিমে নোক্‌রি করো, চাক্‌রি বাজাও, বক্‌রি চরাও, টোক্‌রি বেচো, সব রাস্তা সাফ্।

—"বাবুজি, ইসিকা নাম "ধেমোশালিক্" হো-যানা—জিস্‌কো আপ্ উচ্চ শিক্ষিত

লোক্ রাজভাষামে—"ডোমিসাইল্ড্ (Domiciled) কহতে হে᠁। আপ্ তো গুজরাট্ হায়,—সব্ সমঝতে হে᠁।"

অপর একটি বাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সংযুক্ত অল্প কথায় বলিলেন,—"হাম্‌লোক্ গুজরাটকে নেহি, পাটনেকে হায়।"

আগন্তুক বলিলেন—"আপ লোক বি-এ পাশ তো হায় ?"

তখন অন্য একটি বাবু বলিলেন—**"O, you mean graduate"** (তোমার বলবার উদ্দেশ্য "গ্র্যাজুয়েট্ ?)"

উত্তর,—হাঁ বাবুজি—ওহি বাৎ।

শুনিয়া, বাবু কয়টির হাসি আর থামে না। হাসির হাওয়ায় ব্যাপারটা কিছু ফিকে হইয়া আসিল। ভাবিলাম—রক্ষা।

কি সর্বনাশ এ যে "দো দমা"! আবার আরম্ভ করিলেন ;—"আউর একটু হায় বাবুজি"—

বাবু,—বোলিয়ে—বোলিয়ে—

পুনরারম্ভ ঃ—কার্যস্থলকে duty-মে একদা কল্‌কাত্তা যানে পড়া। ধর্মশালামে কলা খাকে কাটিয়ে দিয়া, ইতিমধ্যে পত্নী পত্র ভেজা। সুরুমে দেখি লিখা হায়—"পরদেশী সেঁইয়া!" দেখ্‌তেহি বক্ষ একদম্ দশ হাত ভেঁইয়া! **Family Certificate**-ভি মিল গেঁইয়া!—

"আপ্ লোক্‌কে কৃপা সে, এক্ষণে কিঞ্চিৎ বেতন, কথঞ্চিত "ইদিক-উদিক" মিলা'কে মজিমে হায় বাবুজি। আত্মীয় কুটুম্ব ঘুচ গিয়া—কোই "বালাই" নেই। ইচ্ছা হায়—আগামী ভূতচতুর্দশীমে গয়াজি যাকে, আপনা পূর্বাশ্রমকে মুখমে পিণ্ডদান করতঃ, পাক্কা সহোদর বন্ যায়েঙ্গে—"কানাইলাল মিত্র"—কানাইয়া লাল মিশ্র হো যায়গা। আপ্ লোক অভয় দিজিয়ে বাবুজি।"

বাবুদের মুখের বর্ণ ক্রমে কাঁচা সিঁদুরে-আঁবের মত হইয়া আসিতেছিল, চক্ষুও চাপা বিদ্রোহ ব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়াইতেছিল। কিন্তু এই সময় কোন্ এক স্টেশনে ট্রেণ থামিল। দেখি, আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দুঃখের সহিত বলিলেন—"সব" বাত্ রয়ে গিয়া—মাপ করবেন বাবুজি,—মেহেরবাণী রাখবেন। অধুনা হাম্ সব ভাই ভাই হায় ; আমাদের **coal washing** (অঙ্গার ধৌতিকরণ) পুরা দস্তুর চল্ রহা হায় ; **purification** (শুদ্ধি) অচিরাৎ হো যায়গা ;—বোলো ভাই—**non-violence in spirit** কি (অহিংস মনোবৃত্তি কি) জয়! বড়িয়া ভ্রাতৃভাব কি

জয় !!" এই বলিতে বলিতে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়াই হাঁকিলেন—এইবার পবিত্র 'দিল্‌মে বোলো ভাই—"শ্রীগান্ধী মহারাজকি জয় !"

তখন রাত বোধহয় নয়টা। নৈশ-গগন, পবন, প্রান্তর, কাঁপাইয়া সহস্র সহস্র কন্ঠে তাহা একযোগে ধ্বনিয়া উঠিল। সেই তরঙ্গ তাড়নে নক্ষত্রগুলি যেন সচকিতে চাহিল। প্রকৃতির শান্ত অনাড়ম্বর সাঁওতাল ভূমির উপর, এই হীরামুখীরা যেমন অবাধে অবগুণ্ঠন মোচন করে, এমন বোধহয় আর কোথাও নয়। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ অতি সন্নিকট। কেহই সভ্যতাভিমানী মানুষের গর্বিত-হস্তের প্রসাদ গ্রহণ করে নাই,—স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

আগন্তুক ভিড়ের মধ্যে মিলিয়া গেলেন। বাবুদের কেহ বলিলেন—'idiot' (বিকৃত-মস্তিষ্ক), কেহ বলিলেন—"বিচ্ছু বাঙ্গালী"। যিনি একটু মাতব্বর গোছের ছিলেন, তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম—"লোকটা কোথায় কাজ করে জেনে নিতে পারলে না !" অর্থাৎ তা হ'লে—

সাধারণ আরোহীরা বলাবলি করিতে লাগিল—"মহারাজকি চেলা হায় ;—হিন্দুস্থানমে ওই এক্‌হি ইলম্‌দার জাত হায়," ইত্যাদি। তাহারা সরল প্রকৃতির অশিক্ষিত গাঁওয়াল লোক—আপিস-আদালতের সুধায় ক্ষুধা মেটায় না।

৭

গাড়ী ছাড়িল। প্ল্যাট্‌ফর্ম পার হইবার মুখেই দৈববাণীর মত আবার সেই কণ্ঠস্বর,—"মনে যেন থাকে—আপনাদের যশেডিতে নেবে অন্য গাড়ীতে উঠতে হবে। সঙ্গীটি—" বস্‌, গাড়ী সবেগে ছুটিল, উপদেশ অসমাপ্ত রহিয়া গেল। পথে পাওয়া বন্ধু—পথেই হারাইলাম—।

অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—কত কথাই স্রোতের মত হু হু করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল,—মাথার মধ্যে কি মনের উপর দিয়া সেটা লক্ষ্য ছিল না। লোকটির সবই বোধহয় ঠেকে-শেখা। দেহটা জ্বলিয়া পুড়িয়া—অঙ্গারে দাঁড়াইয়াছে। বোধহয় বহু আশা লইয়া 'বিদেশে চণ্ডীর কৃপা' ভাবিয়া আসিয়া পড়েন ; পরে চতুর্দিকের সহানুভূতিশূন্য আবেষ্টনীর ধাক্কায়—ঝোঁকা মিটিয়াছে,—দেহ-মন, আশা-উৎসাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেশে না থাকায়—ভিটে ভূমিসাৎ। তাহা এখন—জঙ্গল, পেচক শৃগাল আর ঘুঘুর দখলে। দেশের লোকের সহানুভূতি সরিয়া গিয়াছে,—কেহ

আপন বলিয়া কাছে আসে না। সাধিয়া কথা কহিলে কথা কয়,—সে কথার সুরে আন্তরিকতা নেই এবং এড়াইবার ঝোঁকই বেশী। ২০।২৫ বছরের ছেলে মেয়েরা চেনেই না,—হাঁ করিয়া দ্যাখে,—পর বা অপরিচিত ভাবিয়া সরিয়া যায়। দোষ ত' তাদের নয়। যে দেশের অন্নজলে, যে দেশের মাটিতে, যে দেশের ভালবাসা আত্মীয়তায়—এ দেহের, এ জীবনের প্রারম্ভ ও পুষ্টি, যে ভিটার প্রতি-রেণু পূজ্য-পিতামাতা ও পূর্ববর্তিগণের চরণ-স্পর্শে পূত ও তীর্থতুল্য, বোধহয়, যে বাটীর ভগ্ন দেউল সকল—দেবকার্যের শুভ হোমাবশেষ ঘৃতধারা আজিও মুছিয়া ফেলে নাই, এবং যাহা দেখিলে পূর্বপুরুষদের অশ্রুধারা বোধে নিশ্চয়ই বেদনায় প্রাণ হায় হায় করিয়া ওঠে, সে সব ঋণ যে অপরিশোধ্য। যাহাদের শাস্ত্রে সামান্য অতিথিকে বিমুখ করিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহারা কি এই আলিঙ্গন-উন্মুখ মহান্ অতিথিকে বিমুখ করিয়া কোথাও শান্তি পাইতে পারে! মানুষ ভুল করে, পরে ইচ্ছা সত্ত্বেও শোধরাইতে পারে না, কষ্টে দিন কাটায়।

ক্রমে আগন্তুকের 'ধেমোশালিক' অবস্থার—লাভের দিকটার একটা আনুমানিক চিত্র যেন দেখিতে পাইলাম; কয়েকখানি খোলার ঘর; উঠানে পালঙ শাক, ঘরের চালে লাউগাছ ঢেউ খেলিতেছে। ধোপা, ম্যাথর, আর আপিসের চাপরাসিরা সেলাম করিতেছে। মুদী, ডাক্তার আর কাপড়ের দোকানের তাগাদা দ্বারে উপস্থিত। কর্মস্থলে অধর্মই ভরসা, কারণ উন্নতির আশা আড়ষ্ট! সব তৈলটুকু নিঃশেষ করা হইয়াছে,—এখন গর্ভ পুড়িতেছে। সম্ভবতঃ বেহারে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সত্য অবস্থাও এই। যাহা হউক,—মুমূর্ষুর প্রায়ই সদিচ্ছা জাগে তাই স্বজাতির (আমাদের) প্রতি এই সহৃদয়তা; অর্থাৎ—এ অবস্থায় যতটুকু সম্ভব।

এই সব ভাবিয়া, তাঁহার ওই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অযাচিত সরল-স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্যে,—প্রাণটা উদাস হইয়া উঠিল। অন্তরে কেবলি মৃদু ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল

"পথিক—'অজানা—তব গীত' সুর
বাজিতেছে প্রাণে—ভীষণ ও মধুর"।

সহসা মাদলের আওয়াজ কানে গেল। বাহিরে চাহিয়া দেখি, বিশ্বস্রষ্টার এই নিভৃত নিকুঞ্জে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের কোলে, প্রকৃতির প্রিয় সন্তানেরা, সারাদিনের স্বাধীন শ্রমের পর, আনন্দ-সঙ্গীত তুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে নৃত্য করিতেছে। পূর্ব চিত্রটির সহিত কী বৈসাদৃশ্য! এখানে সভ্যতার শয়তানীর ঠাঁই নাই,—তাহার জ্বালা-যন্ত্রণার সরঞ্জাম নাই। মোটারের মদগর্ব, টাকার টঙ্কার, অট্টালিকার অহঙ্কার,

বিষয়ের বিষদাহ, খেতাবের খোয়েরবন্ধন, আজিও ইহাদের নির্মল আনন্দটুকু নষ্ট করিবার প্রবেশপথ পায় নাই। হায় রে সভ্যতা,—তোমাকে সাত সেলাম!

জয়হরি কি ভাবিতেছিল জানি না ; আমি তাহার দিকে চাহিতেই বলিল,—"কিছুই হল না মশাই!" ভাবিলাম—তাহারো বুঝি বৈরাগ্য আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হোলো না?" সে বলিল—"কেবল কথাতেই শেষ হয়ে গেল!" বুঝিলাম "হাতাহাতি" হইল না, ইহাই দুঃখের কারণ! আর একটা চিন্তা চাপিল ;—অধুনা এ-দিক্‌টাতেও সতর্ক থাকিতে হইবে! সুখের আর সীমা রহিল না। এই একশো-চুয়াল্লিশের মরসুমে,—সাথে এই সু-সঙ্গ!

৮

বোধ হয় রাত তখন ১০টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার যেমন গভীর—পাহাড়ে ঝিঁঝিঁর ডাকও তেমনি প্রবল। ট্রেন আবার এক স্টেশনে উপস্থিত হইল, কুলিরা হাঁকিল—"যশ্‌ডিজক্‌সেন্‌"। সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫টি মূর্তি—কেহ গাড়ীর হাতল্‌, কেহ রেলিং ধরিয়া টপাটপ পা'দানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"দেওঘর বৈদ্যনাথকে যাত্রী উতর আইয়ে।" পুনরায়—ভাষান্তরিত করিয়া—"বৈদ্যনাথ দেওঘরের যাত্রীর এইস্থানে উতর্‌তে হোবে বাবুজী।"

বেশ কথা।

দেখি, জয়হরি দরজার মুখে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং "দিন্‌না বাবুজি" বলিয়া তাহার হস্ত হইতে একজন বেতের ট্রাঙ্কটা টানিয়া লইতেছে ; তাহার পোষাক কিন্তু কুলির মত নয়। বলিলাম—"কার হাতে দিলে?" প্ল্যাট্‌ফর্ম হইতে উত্তর আসিল—"কোন চিন্তা নেই বাবুজি,—হামি বাবার পাণ্ডা আছে।"

কয়েকজন নামিবার পর, আমি ফাঁক পাইলাম। নামিয়া দেখি—জয়হরির 'নীল-কমলের' অবস্থা ; ৭।৮ জন ষণ্ডাষণ্ডা পাণ্ডায় তাহাকে ঘিরিয়া একই প্রশ্ন করিতেছে,—"মোশায়ের পাণ্ডার নামটি কি আছে,—পিতার নামটি কি আছে?"

জয়হরি বেশ সোজা পথটি অবলম্বন করিল। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, ছোট্ট দুই কথায় এত বড় বিপদটি সহজেই এড়াইল। বলিল—"উনি সব জানেন"! এতক্ষণে বুঝিলাম—বুদ্ধিও আছে।

এইবার আমার পালা। পলক না পড়িতেই যেন পোলো-চাপা পড়িলাম। আমার

বাড়ীর বদনাম পিসিমাও দিতে পারেন নাই, ভগবৎ কৃপায় আজিও ও-জিনিসটি আমাতে নাই। সরল ভাবেই বলিলাম—"পাণ্ডাজি, আমাদের আপনজন দেওঘরে থাকেন, তাঁদের বাড়ীতেই যাব, কাজ আছে। এখন কিছু বলিতে পারিব না। এ সম্বন্ধে আজ মাপ্ চাই। পাণ্ডা আর গুরু কখনো পর হন্ না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। যখন এসেছি, বাবা কৃপা করেন ত' দর্শন করিতেই হইবে।"

সকলেই বলিয়া উঠিল—"অবশ্য করবেন, বাবা জরুর কৃপা করবেন;—আহা—ভক্তি তো বাঙ্গালীর। এইরূপ মিষ্ট কথার পর তাহারা বলিল—ভুলবেন না বাবুজি, মনে রাখবেন—এই আমাদের জীবিকা, আপনারা আমাদের সম্পত্তি,—অন্নদাতা"। এই বলিয়া তাহারা অন্য যাত্রীর অনুসন্ধানে গেল। কেবল জামিন স্বরূপ যাঁহার হস্তে আমাদের বেতের ট্রাঙ্কটি গিয়া পড়িয়াছিল, তিনি বলিলেন,—"এখন চলুন বাবুজি গাড়ীমে বৈঠিয়ে দি।"—সেই বেশ কথা।

আমরা দেওঘরের গাড়ীতে বসিলে তিনি ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "কুছু দরকার রহে তো বলুন—আনিয়ে দি। গাড়ী এখন বহুৎ দের ঠ্যায়েরবে!" আমাদের কিছুরই আবশ্যক নাই শুনিয়া, তিনি বলিলেন,—"শেজ্ বিছাকে আরাম করুন, হামি ঠিক্ সময়মে আস্‌বে। কেউ পুছবে তো বলবেন—'আমরা নন্দকিশোরকা যাত্রী;—ভুলবেন না বাবুজি।" এই বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ অন্য শিকারের সন্ধানে গেলেন।

মধ্যে মধ্যে এক-একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল মূর্তি, সহসা গাড়ীর মধ্যে মুখ বাড়াইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল,—"মোশার নামটি কি আছে?—মোশার পিতার নামটি কি আছে?—মোশার পাণ্ডার নামটি কি আছে?"—সকলেরই ঐ তিন প্রশ্ন! আমাকে এই ত্র্যহস্পর্শ সামলাইবার আর "মোশার" কামড় ভোগ করিবার ভার দিয়া জয়হরি প্ল্যাটফর্মে বেড়াইতে লাগিল। ঠাণ্ডায় আর পাণ্ডায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। দেখি, জয়হরি একপ্রান্তে হিমের মধ্যে দাঁড়াইয়া, এক এক ভীম-টানে এক-একটি আস্তো সিগারেট আমূল শেষ করিয়া ফেলিতেছে! যাক্—জাগ্রত অবস্থায় আছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা হইল, গাড়ী ক্রমেই যেন গা ঢালিল,—নড়েও না, সাড়াও দেয় না। দারুণ শীত, অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে যাত্রীরা মুড়ি দিয়া নিস্তব্ধ; লোক আছে কি নাই বোঝা যায় না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই ভাবে বাকি

রাতটুকু কাটিয়া যায় ত' মন্দ নয় ; নচেৎ শীতের এই গভীর রাতে, কোথায় এক অজানা জায়গায় উপস্থিত করিয়া দিয়া তাড়া দিবে—নামিয়া যাও। কথাটা ভাবিতে ভয় হয়। কারণ সঙ্গে যে ঠিকানা আছে, সম্ভবতঃ তাহা সেটেল্‌মেণ্ট আপিসের কোন বিচক্ষণ সার্ভেয়ারের শরণাপন্ন না হইলে তাহার পাত্তা ল্যাগাইতে পারিব না। ভাবিয়াছিলাম স্টেশনে রাতটা কাটাইয়া দিব, কিন্তু পূর্বোক্ত আগন্তুকের নিকট তাহার চেহারার আভাস পাইয়া হতাশ হইয়াছি। সেটি জ্যামিতির 'বিন্দু'-বিশেষ—**without length and breadth,** দৈর্ঘ্যও নাই প্রস্থও নাই! সুতরাং একৈ ভরসা—নন্দকিশোর। সে বলিয়াছে—"কুছ চিন্তা নেই বাবুজি, ইচ্ছা করেন গরীবের ঘর আছে—সে আপনাদেরই ; না হয় টীসেনের সাত গজকে মধ্যে সুন্দর দো-মহলা ধরম্‌শালা আছে ; সেখানে বিশ্রাম করবেন। আপনার যা পছন্দ্‌ হয়। প্রাতঃকাল হোতেই হামি হাজির হোবে,—ঠিকানা ঢুঁড় দেবে। কুচ্ছু চিন্তা কোরবেন না বাবুজি।"—এমন সুমধুর কথা, এমন আন্তরিকতাপূর্ণ আশ্বাসবাণী,—অজানা অচেনা ভূমে, এই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর শীতের রাত্রে, কে শুনায়! উচ্চশিক্ষা পাইয়া যাঁহারা মূর্খতা বর্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে বোধ করি এমন নির্বোধ অল্পই আছেন।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি,—উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে—য তিষ্ঠতি স বান্ধব। জানিনা কি কারণে প্রবাস তীর্থের পাণ্ডারা বান্ধবের কোটা হইতে বাদ পড়িয়াছেন। চাণক্য বোধহয় দূর বিদেশের তীর্থের ধার ধারিতেন না। অধুনা "উৎসব" ত' প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে ;—"ব্যসনের" মধ্যে প্রধান দেখিতেছি ঘোড়দৌড়,—স্বয়ং সরকার তার স্বপক্ষে, সুতরাং কোন বালাই নাই ;—'দুর্ভিক্ষ' অভ্যাসের মধ্যে **absorbed,**—একবেলা চা খাইয়া বেশ চলে। তদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষ (**famine**) কথাটির যা ডেফিনেশন দেখা দিয়াছে, তাহাতে সে ত' ব্রহ্ম অপেক্ষাও নিরাকার দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র নাই—"রাষ্ট্রবিপ্লবের" চিন্তাও নাই ; যাঁহার আছে, চিন্তার ভার তাঁহার। "রাজদ্বারে" বান্ধবের অভাব নাই, বরং প্রাচুর্যই পাই,—অনেকেই ব্রিফ্‌লেস্‌ ঘুরিতেছেন ;—আর "শ্মশানে" মিউনিসিপালিটি আছেন—কাজেই 'বান্ধবের' সেকেলে ব্যাখ্যা এখন **obsolete**—অচল। এখন ভ্রমণ বা অজীর্ণ-দমন ব্যপদেশে অনেকেই সপরিবারে তীর্থাদি ক্ষেত্রে উপস্থিত হন্‌ ; অনেককেই এই পাণ্ডাদের আশ্রয়—অন্ততঃ সাহায্য লইতে হয়। এখন ঐ সেকেলে শ্লোকটি পরিবর্তিত হইয়া "তীর্থে ও চাকুরী-স্থলে য তিষ্ঠতি স বান্ধব" হইলেই যেন সঙ্গত হয়।

যাক্, ওসব পাণ্ডিতদের অধিকারের কথা।

আমি ভাবিতে লাগিলাম পাণ্ডা-বেচারীদের কথাই ;—ইহারা সর্বক্ষণই আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এবং করিয়াও থাকে। আমরা কিন্তু ইহাদের উপর যেন **predisposed** ভাবে (আগে থেকেই) বিরক্ত! বোধহয় ইহারা এক-কথা বারবার কয় বলিয়া। এমন কি ইহাদের একটা ভাল কথা বা সৎপরামর্শও সহিতে পারি না,—অবিশ্বাস করি, চটিয়া নিজেদের দৌর্বল্য দেখাইয়া বসি।

ইংরাজি শিক্ষায় সভ্য হইবার পর ভিক্ষুকদের উপর আমাদের এই মেজাজটা শতকরা সাতানব্বই জনের সুপ্রকট। পাণ্ডারা ভিক্ষুক নয়। তাহারা কিন্তু আমাদের এই অকারণ অসীম অবহেলা, অপমান, তিরস্কার, গায়ে না মাখিয়া যাত্রীদের ইচ্ছা-পালনে উন্মুখ ও তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যস্ত। তাহারা আমাদের এই মেজাজটার সহিত বিশেষ পরিচিত,—তাই তাহারা আমাদের চেনে,—আমরা তাহাদের চিনি না। পিতার নাম, পাণ্ডার নাম প্রভৃতি বারবার জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা বাধ্য, কারণ অপরের যাত্রী তাহারা ভাঙ্গাইয়া লইতে চায় না, নিজের অধিকারের লোকই তাহারা খোঁজে। পাণ্ডার নাম বলিতে পারিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। শিক্ষিত না হইলেও ইহারা পুরুষানুক্রমে এই নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

আর উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত আমরা—ভোট-সাধকেরা, আজ বারবার স্থলে শতবার লোকের দ্বারস্থ হইয়া একই কথা শতবার শুনাইতেছি ; মোটরের চাকা দিয়া তাহাদের ভিটা চষিয়া ফেলিতেছি ; তাহাদের ভদ্রস্বভাব ও চক্ষুলজ্জার সুবিধাটুকুর আশ্রয় লইয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (অনেক স্থলেই) মিথ্যাকে বরণ করাইতেছি এবং স্বার্থান্ধ হইয়া অন্যের ভোট ভাঙ্গাইয়া লইতেছি ; সম্মানী প্রতিযোগীর নাম কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বিলাতী রহস্য প্রকাশ করিতেছি। এসব উৎপাত উপদ্রব বোধ হয় বিরক্তিকর নহে, কারণ এসব নাকি দেশের ও দশের উপকারের জন্য করা হইয়া থাকে, এবং ইহাই নিয়ম। 'পাণ্ডা' কথাটা ইংরাজী শব্দ নয়, তাই তাহার ন্যায়সঙ্গত কাজটা বড়ই বিরক্তিকর উপদ্রব বলিয়া ঠ্যাকে। আমাদের **mentality** (মনোভাবের) মহিমাই এইখানে।

৯

ট্রেনখানি যেখানে দাঁড়াইয়া হিম খাইতেছিল, তাহার দুই ধারেই বিস্তৃত বালুময় ভূমি। মধ্যে মধ্যে এক-একখানি অতিকায় শিলাখন্ড মুখ গুঁজিয়া নিদ্রিত। অদূরে যশেডি পাহাড়। উপরে নক্ষত্রখচিত নির্মল আকাশ ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। রাত বারটার আমল,—চারিদিক নিস্তব্ধ।

সহসা গাড়ীর সন্নিকটেই একটা 'ফেউ' ডাকিয়া উঠিল। চারিদিকের নিবিড় নিস্তব্ধতা, তাহার সুস্পষ্টতা বাড়াইয়া, সকলকে সচকিত করিয়া দিল। দেখি জয়হরি সলম্ফে হুড়মুড় করিয়া দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্যের মত, গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া একদম 'বঙ্কের' উপর হাজির হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি!—গাড়ী ছাড়লো না কি?"

জয়হরি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"শুনতে পেলেন না!"

বলিলাম—"কি,—ফেউয়ের ডাক—তা হয়েছে কি!"

জয়হরি আশ্চর্য হইয়া বলিল—"বলেন কি মশাই!—ও ত' শুধু ফেউয়ের ডাক নয়,—সঙ্গে কর্তাও আছেন। ও-ডাকটা যোগরূঢ়ী"!

উদাহরণটা উপভোগ্য বটে। জয়হরির নিবাস—"লোহারাম শিরোমণির" সান্নিধ্যে।

বলিলাম—"তা হ'লেও তোমার ভয়টা কি? এ অঞ্চলে এতবড় বাঘ নেই যে তোমাকে কায়দা করে।"

জয়হরি বলিল—"আপনি দেখছি বাঘের শিকার দেখেন নি। ওর ছোট বড় নেই মশাই,—বড় বড় গরু নিয়ে যায়।"

বলিলাম—"তা হ'লে ভয়ের কথা বটে,—সাবধান হওয়াই ভাল।"

গাড়ী গা-নাড়া দিল। দেখি—নন্দকিশোর ঠিক আসিয়া হাজির! বলিল—"গাড়ী ছোড়চে বাবুজি। আধা ঘণ্টামে পৌঁহুছে দেবে।"

এ সংবাদে আমার বিশেষ সুখ ছিল না। বলিলাম—"তুমি কিন্তু আমাদের রাতটা কাটাবার একটা উপায় করে দিও।"

নন্দকিশোর বলিল,—"আপনি ফিকর্‌ করবেন না—ধরম্‌শালাতে উত্তম ঘরমে রাখিয়ে দেবে,—আরাম্‌সে বিশ্রাম করবেন। টিসেন্‌সে এক মিনিটও লাগবে না।

সেখানে হামার সব পরিচিত লোক আছে,—কুছ্ চিন্তার কারণ নেই। প্রয়োজন হোবে তো হামি সাথ্ সাথ্ থাকবে। প্রাতঃকাল হোতেই বাসায় পেঁহুছে দেবে। যেমন আজ্ঞা করবেন,—হামি তাবেদার আছে।”

আহা—এমন অভয়বাণী ত্রেতাযুগে মহর্ষি বাল্মীকি, অসহায়া জনক-রাজ-দুহিতাকে একবার শুনাইয়াছিলেন,—আর কলিতে নন্দকিশোর আজ আমাকে শুনাইল! আমি সোজা হইয়া বসিয়া—সজোরে একটিপ নস্য লইলাম। গাড়ী ছাড়িল।

অর্ধ-পথে আধখানা ইস্টেশন্ আছে। যে সকল ভদ্রলোকের ঐ অঞ্চলে স্বাস্থ্য-নিবাস আছে, তাঁহারা উক্ত ইস্টেশনে নামিবার অনুরোধ গার্ডকে পূর্বাহ্নে জানাইয়া রাখিলে, মিনিটখানেকের জন্য তথায় গাড়ী থামানো হয়। কাজ না থাকিলে সোজা পাড়ি চলে। আমাদের 'বুড়ি' ছুঁইয়াই অগ্রসর হইতে হইল,—দুইজন নামিয়া গেলেন।

এতক্ষণে এই গেঁটে-যাত্রার সমাপ্তি আসন্ন হইলেও,—তাহার পরের অবস্থাটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থাকায়,—মনে উদ্বেগই ঘনাইতে লাগিল। গাড়ীও বার-দুই ঘড়াং ঘড়াং করিয়া বস্-বস্ বলিতে বলিতে থামিল। নন্দকিশোর বেতের ট্রাংকটি দখল করিয়া,—“আসেন্ বাবুজি” বলিয়া নামিয়া পড়িল।

'আসেন' ছাড়া উপায়ও ছিল না ;—জয়হরির কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গাইতে হইল। উভয়ে নামিলাম। নন্দকিশোর বলিল—“ভিড় কম্তে দিন বাবুজি।” বাবুজির তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না ;—যতটা সময় কাটে।

এই অবসরে ইস্টেশনটি একবার দেখিয়া লইলাম। ছোট ছোট দুইখানি ঘরের সম্মুখে একটু বারাণ্ডা। সেটুকু যেন অনুপ্রাসের আড়ত্—বাক্স, বস্তা আর বাণ্ডিলে বোঝাই। 'দাশুরায়' ইস্টেশন্ মাস্টার থাকিলে, বোধহয় “বস্তার” উপর “বসিবার” অনুমতি পাইতে পারিতাম,—অনুপ্রাস অক্ষুণ্ণ থাকিত।

পাঁচ মিনিটেই ভিড় পাতলা হইয়া পড়িল। এ-রাত্রে সব গেল কোথায়, কিছুই বুঝিলাম না।

নন্দকিশোর বলিল—“আব্ আইয়ে বাবুজি।” এখন বেওয়ারিস্ মালের সামিল হইয়া পড়িয়াছি, বলিলাম—“চলিয়ে”।

ফটকের মুখে নন্দকিশোর বলিল,—“টিকস্ দিজিয়ে বাবুজি”।

প্রস্তুতই ছিলাম ;—টিকিট্ দু'খানি রেলের বাবুটির হস্তে দিলাম। তিনি টিকিটের

দিকে না দেখিয়া,—জয়হরিকে দেখিতে লাগিলেন ; ভাবটা—যেন বলিবেন—"এ'র একখানা টিকিটে হবে না মশাই !" সেটা আর বলিলেন না, অপাঙ্গে একটু হাসির রেখা টানিয়া বলিলেন—"বাঙ্গালী নাকি !"

তখন আমার উত্তর দিবার মত অবস্থা নয় ; সকলের প্রকৃতিও হস্য-সহ নয়। চাইকি এইবার সহানুভূতিবশে জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন—"এত রাত্রে আর যাবেন কোথায়··· ইত্যাদি"।

দুরাশা—

এমন সময় সহসা সুমধুর বংশীধ্বনির মত কর্ণে পশিল—"আসুন—আর হিম খাওয়া কেন !"

চমকিয়া চাহিলাম। এ বয়সে, আর এ-রাতে, এক ধর্মরাজের কাছেই এ আহ্বান আশা করিতে পারি,—তুমি কে বন্ধু !

জয়হরি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"জামাইবাবু যে !"

চাহিয়া দেখি,—ফুলকাটা চুলগুলি বাঁচিয়ে একখানা রাঙ্গা র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া হাস্যমধুর মুখ। তাই ত'—শ্রীমান নাতজামাই-ই ত' বটে ! এ কি স্বপ্ন না বারো আনার বৈদ্যুতিক তারের সুর-তার ! এই নাটকসুলভ (**dramatic**) অবস্থায় ইচ্ছা হইল জগৎসিংহের মত বলি—"আমি কোথায় ?"—আমার ইচ্ছাটাই হইয়াছিল, কিন্তু সত্য সত্যই—আয়েষার মত সুমিষ্টস্বরে **warning** আসিল—"কথা কহিবেন না"। অর্থাৎ—চলে আসুন।—বহুৎ বেশ !

সঙ্গে ঠাকুর চাকর হরিকেন্-হস্তে উপস্থিত ছিল ; তাহারা নন্দকিশোরের দখলী ট্রঙ্ক প্রভৃতি লইল। নন্দকিশোরের উৎসাহ-ভঙ্গ হয় দেখিয়া বলিলাম,—"তুমি ভেব না, সকালে দেখা হবে !"

শ্রীমানের পায়ে চটি দেখিয়া বলিলাম—"গাড়ী ঠিক করা আছে নাকি ?" শ্রীমান অস্ফুট হাস্যে বলিলেন—"আপনাকে কি হাঁটিয়ে নিয়ে যাব !"

সম্পর্ক ত' তা নয়।

ইস্টেশনের পনের-হাত পশ্চাতেই রাজপথ ; তাহা পার হইয়া অন্য একটি রাস্তায় পা দিয়াই বলিলাম—"গাড়ী কই ?"

"এই যে—উঠে পড়ুন" বলিয়াই শ্রীমান একখানি বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া পড়িলেন। চাকর পূর্বাহ্নেই পৌঁছিয়া, আলো হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। চার মিনিটে সকল চিন্তার অবসান !

হঠাৎ এই অভাবনীয় অবস্থাটার আনন্দ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই adventure-টা মাটি হইয়া যাওয়ার ক্ষোভও যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম। আশ্চর্য মানুষের প্রকৃতি!

নন্দকিশোর তখনো উপস্থিত,—একটু তফাতে পরের মত দাঁড়াইয়া।—পাঁচ মিনিট পূর্বে সেই ত' আমাদের অকূলের কাণ্ডারী ছিল! তাহাকে বলিলাম, "নন্দকিশোর, তুমি কোন সন্দেহ রেখ না, আমাদের অন্য পাণ্ডাও যদি থাকে, তা হ'লেও তুমি আমাদের নূতন পাণ্ডা রইলে, তোমাকে আমরা ছাড়ছি না, তুমি এখন আরাম করগে।"

সে বলিল—"বাবুজি, আমি আপনাদের তাবেদার, আপনাদেরি ভরসা রাখি। বাবা বৈদ্যনাথ আপনাদের মঙ্গল করবেন, গরীবকে ভুলিবেন না,—আমি সকালে আসবে।"

বলিলাম—"নিশ্চয় আসবে, একটু বেলায় এসো। তুমি না হলে আমাদের চলবে না।"

নন্দকিশোর খুসি হইয়া চলিয়া গেল। তাহাকে খুশি হইতে দেখিয়া আমার প্রাণটাও শান্তি বোধ করিল। এতক্ষণ কোথায় যেন একটা বেদনা ছিল।

পরবর্তী অধ্যায়টা পুরোপুরি—আনন্দ, আহার, আর, আরামের। প্রথম দশটা মিনিট অবশ্য খাঁটি ধর্ম-কথা শ্রবণে কাটিল, যথা—ভোঁদার-মা কেমন আছে; পাঁচীর পেটের অসুখ কেমন, স'তে এখনো সেজে-মোতে কি? ভুলো তেঁতুলের তেলো সাবাড় করচে না ত'! এবার কুমড়ো-বড়ি কেমন হল? পোড়ার-মুখো হনুমানের জ্বালায় আমাদের আর কিছু করবার যো নেই। এবারকার নতুন গরুটো খুব শান্ত—ঘুঁতুতে জানে না। দু'বেলায় তিনপো দুধ দিচ্ছে,—তা মন্দ কি! এক দোষ নেদে মরেন—পেটে কিছু সয় না—রাক্কুসীর জ্বালায় বাইরে কাপড় শুকুতে দেবার যো নেই—আদা-আদি খেয়ে ফ্যালে। সে-দিন সদীর নতুন র‍্যাপারখানা পেটে পুরেছেন,—মরেও না—হাড় জুড়োয়! ইত্যাদি।

গরম জল প্রস্তুতই ছিল,—মুখ হাত পা ধুইয়া বাঁচিলাম,—শীতে জড়সড় করিয়া দিয়াছিল। পরে—একাসনেই চা, লুচি, বেগুনভাজা, কপির তরকারি, রসগোল্লা —হুবহু আলাদীনের রাজত্ব! জয়হরি চুপি চুপি বলিল—"এ'রা বুঝি মাছ খান না?" বলিলাম—"চুপ্ চুপ্ মালপাড়ার গুরুর শিষ্য।" শুনিয়া সে একটু যেন মনমরা হইল।

আমার ইচ্ছা—চা খাইয়াই পা ছড়াই। জয়হরি ডাক্তারি পড়িয়াছিল; সে বলিল—"বলেন কি মশাই, এমন কাজটি করবেন না। এ শীতে শরীরের [heat and vitality] উষ্ণতা ও জীবনীশক্তি বজায় না রাখলে কি রক্ষা আছে!" এই বলিয়া সে ভর-পেট vitality বজায় করিতে লাগিল। ধর্মশালায় এ vitality রক্ষা যে কিসে হইত তাহা ভগবানই জানেন! আমি সামান্য কিছু মুখে দিলাম। রাত দুইটা বাজিয়াছে,—শয্যা লইতে পারিলে বাঁচি।

শয্যা প্রস্তুতই ছিল। সে রাত্রে আর কথা না বাড়াইয়া,—চার-পা লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া গেল,—অবশ্য দুই জনে!! "যোগরুঢ়ী" হইল কি না জানি না।—সে কি আরাম!

চক্ষু না বুজিতেই জয়হরির vitality-র পরিচয় পাওয়া গেল;—নাসিকাধ্বনির তাড়নায় গৃহ-মধ্যস্থ তৈজসাদি সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এই কসরতি trip-এ এত ক্লান্তি আসিয়াছিল—নিদ্রা রুকিল না; এই Rip van Winkle এর পার্শ্বে কি করিয়া ও কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না।

১০

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন বেলা সাড়ে সাতটা। "নিদ্রাভঙ্গ হইল" ঠিক নহে, লাঠালাঠি করিয়া তাহা ভাঙা হইল বলিলেই সত্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

দেখি, বাড়ীর সকলের মুখেই হাসি। তাহাতে শব্দের সংমিশ্রণ না থাকিলেও, বেশ eloquent (সুপ্রকট)। কারণটা পরে প্রকাশ পাইল,—জয়হরির নাসিকা-ধ্বনির তাড়নায় বাড়ীর কেহই ঘুমাইতে পারেন নাই।

বাড়ীর কৃতজ্ঞ কুকুরটা এই আকস্মিক উৎপাতের কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া প্রভুদের সজাগ রাখিবার জন্য যথাশক্তি চীৎকার করিয়াছে। অবশেষে স্বয়ং ভয় পাইয়া কোন প্রকারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক আত্মরক্ষার্থে কোথায় যে পলাইয়াছে, তাহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। প্রাণভয়ে পলায়নের সুদীর্ঘ নখচিহ্ন সকল প্রাচীর-গাত্রে প্রমাণ স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র।

আরো শুনিলাম—সেই নাসিকা-ধ্বনির মধ্যে বাড়ীর সকলেই সারারাত্রি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর পরিচয় পাইয়াছেন। এ স্থলে একটা জ্ঞাতব্য কথা আছে—বাড়ীর

কর্তা মহাশয় স্বয়ং সুরজ্ঞ লোক,—প্রত্যহ প্রত্যূষে পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া সঙ্গীত-চর্চা করেন, এবং সে সম্বন্ধে তাহাদের তালিম্ দিয়া থাকেন।

বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইতেই, নির্মল আকাশতলে সূর্য্যালোক-সমুজ্জ্বল যেন একখানি নূতন ছবি দেখিলাম। ঠাণ্ডা থাকিলেও শীতের হাওয়া বেশ সুমিষ্ট ও উপভোগ্য বোধ করিলাম; (moist) স্যাঁৎসেঁতে-ভাব নাই, বেশ ঝর্‌ঝরে। পা বাড়াইলেই পথ, বিশ গজের মধ্যেই ইস্টেশন্, ট্রেন দাঁড়াইয়া রোদ পোয়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে শিস্ দিয়া যেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। ছুটিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হইল।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিয়ার কথাটাও মনে পড়িল,—আলস্য আর অবসাদের আড্ডা, হাত-পায়ে যেন পাথর বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া রাখে। হচ্চে—হবে—থাক্,—এই ভাব। কাজেই লোক বিজ্ঞ হইতে বাধ্য; কারণ—"কি হবে!" "কি লাভ!" অর্থাৎ সব তাতেই লাভের দিক দিয়া কিছু হওয়াটা চাই,—এবং সেটা কাজের পূর্বেই চাই; নচেৎ নড়াচড়াটা সেরেফ্ নির্বুদ্ধিতা। ফলকথা,—মাটির গুণ—জলবায়ুর প্রভাব।

গরম জল, দন্ত-মঞ্জন (tooth-powder), তোয়ালে, সাবান, অর্থাৎ সভ্যযুগের ভব্য সরঞ্জাম সবই হাজির ছিল। সত্বর কাজ সারিয়া, কাপড় না ছাড়িতেই,—শুভ সন্দেশ ও চায়ের প্রবেশ।

শ্রীমান্ নাতজামাই বলিলেন,—"বাবা এখনো বাজার থেকে ফেরেন নি।" অর্থাৎ এখন সন্দেশেই কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। বলিলাম,—"তাই ত' বড় ত্রুটি হয়ে গেল,—তা হোক্।—আমরা পরে সামলাইয়া লইব; তোমাদের কোনরূপ দুঃখের কারণ রাখিতে আমরা আসি নাই, এবং তাহা থাকিতে ফিরিবও না।"

কর্তা গত-রাত্রে আমাদের vitality (জীবনী শক্তি) বজায় রাখিবার ভিত্তি-স্থাপনা দেখিয়া নিশ্চয়ই একটু ভাবিত হইয়া থাকিবেন, তাই ভোরেই বাজারে ছুটিয়াছিলেন।

এ বাটীতে বিংশ-শতাব্দীর ব্যতিক্রমের মধ্যে পাইলাম,—চায়ের অ-চর্চা। যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং অর্ধসের পরিমাণে এক-একটি আলুমিনিয়মের পাত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চা নহে,—দুগ্ধ-সংযুক্ত গরম চিনির-পানা। অবশ্য তাহাকে "বামনবাড়ীর চা" আখ্যা দিয়া গৌরব করা চলে।

বহুদিন যাবৎ একটি রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছি। তিনি আমার মাথাটি দখল করিয়া পাকা আশ্রয় লইয়াছেন, ও সেটিকে কৃপণের ধনাগার বানাইয়া

বসিয়াছেন। যিনি একবার সেখানে ঢোকেন, তাঁহার অগস্ত্য-গমন ঘটে,—তিনি থাকিয়াই যান, এবং মনটিকেও তাঁহার অনুচর করিয়া রাখেন। রাজ-বৈদ্যেরা রায় দিয়াছেন—"নার্ভাস্ ডিবিলিটি"—বা **"Nervous devil ইটি"**। সোজা কথায়—"ভূতে পাওয়া"!

এক চুমুক চা মুখে দিয়াই মনে পড়িল—"আচ্ছা,—আমি এখন কোথায়,—দেওঘরে না বৈদ্যনাথে?" শ্রীমান্‌কে প্রশ্ন করিলাম—"এ স্থানটির নাম কি?"

উত্তর পাইলাম—"কার্‌স্টেয়ার টাউন্"।

নাও কথা! সে আবার কি! আবার তেরোস্পর্শ জোটে যে! অন্যমনস্ক অবস্থায় আস্তো একটা সন্দেশ মুখে দিয়াছিলাম,—সে আর নাবে না,—হাঁ করিয়াই রহিলাম।

শ্রীমান্ বলিলেন—"কি হোলো! চা যে জুড়িয়ে যায়।"

কোন প্রকারে বলিলাম—"কি যে হল, তুমি তা বুঝবে না বন্ধু,—আমাকেও জুড়িয়ে আন্‌চে।"

শুনিয়া জয়হরি বেশ সহজ ভাবেই বলিল—তবে আর আপনি খেয়েচেন!—উচিতও নয়! (শেষ মন্তব্যটা বোধহয় ডাক্তারি হিসাবেই উচ্চারিত হইল।)—যে বলা—সেই কাজ! পরে জানিলাম বাকি সন্দেশ তিনটি তাঁরই গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!

শ্রীমান্ বলিলেন—"বেশ-এক-চুমুক চা খান দিকি,—নেবে যাবে!

চিকিৎসা-বিভ্রাট একেই বলে।

"এই নাও" বলিয়া রোগমুক্ত হইলাম, ও বলিলাম—"রোগ ত ওখানে ছিল না, তিনি এখনও মাথায় মজুদ্।—আসিতেছিলাম দেওঘরে, পথে দাঁড়াইল—বৈদ্যনাথ, পেঁাছে শুনচি—ঐ যে কি সুমধুর নাম নামটা শোনালে?"

শ্রীমান্—"কারস্টেয়ার টাউন্"।

"বেশ—তাই না হয় হল; কিন্তু আমি ত কুটুম্-বাড়ী "অমরকোষ" আয়ত্ত করতে আসিনি, এখন ঠিক নামটা বাতলাও বন্ধু।"

শ্রীমান হাসিয়া বলিলেন, **"But what is there in name!** (নামে কি আসে যায়)।"

বলিলাম—"তবে কন্যার নাম 'নিকষা' কি 'মন্থরা' না রেখে, রবি-বাবুকে বিরক্ত করে 'নূপুর' নাম আমদানী করতে ছোটা হয় কেন! এক স্থানটিকে লণ্ডন

বললে মন ওঠে কি ! রায়মহাশয়ও—'বিলেত দেশটা মাটির—সেটা সোনার রূপোর নয়' ব'লে, সাপ্টায় সেরেছেন,—"

শ্রীমান্—"কেন ? মাটি মাটিই, তা যেখানকারই হোক্।"

"তা ঠিক্ বটে, কিন্তু কাবুলের মাটিতে মেওয়া পাই, বাংলার মাটিতে লাউ-কুমড়োই জোটে ! যাক্, কই সব মাটিতে 'ফ্রেদম্' হয় এমন কথা ত' কোথাও বলে না বন্ধু ! শচীর দুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ায় প্রেমতরঙ্গ এনে সেই বন্যার মুখে সকল বাঁধ ভেঙ্গে যখন আচণ্ডালকে এক করে দিয়েছিলেন, তখন কোন প্রেমোন্মত্ত পোলিটিসন্ ভাবের নেশায় নদীয়ার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে বলেছিলেন—"এই মাটিতে 'ফ্রেদম্' হয়।" জিহ্বার জড়তায় 'ফ্রিডম্' (freedom) কথাটা স্পষ্ট না বেরিয়ে "ফ্রেদম" শুনিয়েছিল মাত্র। অর্থাৎ সেই অবস্থা যে মাটিতে আসে বা আনে, সেই মাটিতেই 'ফ্রিডম্' (স্বাধীনতা) ফলে। সব মাটি এক নয় বন্ধু !—এখন আসল নামটা শোনাও।"

শ্রীমান্,—"কি মুস্কিল ! প্রায় সকলেই বলেন—দেওঘর। দশবার দেওঘর বলতে গিয়ে একবার 'বৈদ্যনাথ'ও বেরিয়ে যায় ! কার্স্টেয়ার-টাউনটা উহারই অংশ বিশেষ। এখন বেড়াতে বেরুবেন ত' চলুন, ও নিয়ে মাথা ঘামানো কেন !"

বলিলাম—"সে বহুৎ কথা, তার ছোট একটা বলি। দ্যাখো—কার্স্টেয়ার-টাউনে বেড়াতে হলে, কাটা ছাঁটা আর আঁটা পোষাকে—এড়ি থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত খাড়া সরলরেখায় **straight and erect** (সোজা) রেখে সম-পদক্ষেপে পা-ঠুকে চলতে হয়,—এদিক ওদিক হেলবে-দুলবে না। কিন্তু দেওঘরে বেড়াতে হলে, পম্শু, লাগাম্-চড়ানে মোজা, আর কালাপাড়ের উপর পলেস্তারা (অল্স্টার) চড়িয়ে, মঙ্কি ক্যাপ মাথায় দিয়ে সিগারেট মুখে—ভাইন্স্টিক হাতে বেরুনো চলে।—এটা যেন আমাদের রাজভক্তি, এই ভাব। আর বৈদ্যনাথে চলতে হলে নগ্ন পদে, সংযত আর ভক্তিনত ভাবে, সকলকে পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশ ধরে নীরবে একাগ্র-পবিত্র মনে দীনের মত ধীরে ধীরে চলতে হয়। নামটাও মর্য্যাদা খোঁজে,—বুঝলে বন্ধু—মাথা ঘামে কেন !"

শ্রীমান্ হাসিয়া বলিলেন—"না মশায়, ও সব বাজে চিন্তার দরকার ত' বুঝলাম না।"

শ্রীমানের মুখে খাঁটি সত্য কথা শুনিয়া সুখি হইলাম—ভাবিলাম, তাহা হইলে এখনো আশা আছে !—"তা বটে" বলিয়া ঝেড়ে কোপ মারেন নি !

বলিলাম—"বেশ, এখন কি করতে হবে বল, প্রস্তুত আছি।"

এতক্ষণ শ্রীমুখ চাহিয়াই ছিলাম। আর সময় নাই বুঝিয়া কথা কহিতে কহিতে নীচে রেকাবিখানা হাতড়াইয়া দেখি—সর্বত্রই সমতল!

জয়হরি অপ্রতিভ ভাবে বলিল—"আপনি আর খেতেন নাকি! আমি যে—"

বাধা দিয়া বলিলাম—"বেশ করেছ; তোমার হাতে তুলে দেবার তরেই খুঁজছিলাম।" মনে মনে শাস্ত্রকারদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তাঁহারা নাকি উপদেশ দিয়াছেন,—আহারের সময় ভোজনপাত্র বাম হস্তে স্পর্শ করিয়া থাকিবে—এবং মাথা হেঁট করিয়া ও-কাজটি সারিবে। তাঁরা সব কি বিচক্ষণই ছিলেন!

শ্রীমান ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আপনার খাওয়াই হল না, দু'চারখানা আনি।" তাহাকে অনেক করিয়া নিরস্ত করিলাম ও—"এখন কোথায় যাবে চল্লো" বলিয়া, উঠিয়া পড়িলাম।

১১

বাহিরে পা বাড়াইতেই সম্মুখে দেখি,—বেশ সুউচ্চ এক দ্বিতল বাড়ী, গেটের দুই পার্শ্বে দৌড়দার রোয়াক। রৌদ্র, আলোক, বায়ু, তিনই বাধামুক্ত। শুনিলাম, এটি একটি ধর্মভীরু মাড়োয়ারি মহাজনের কীর্তি,—ধর্মশালা। ইস্টেশন ও ধর্মশালাটির মধ্যে রাজপথের প্রশস্ততাটুকু মাত্রই ব্যবধান,—এইটিই ইহার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। গতরাত্রের অনিশ্চিত ও অসহায় অবস্থার কথা মনে হইয়া—এই সহজলভ্য আশ্রয়টি আমার কাছে অমূল্য বস্তু বলিয়া বোধ হইল।

শুনিলাম বিদেশী আশ্রয়হীনা যাত্রী বা পথিক এখানে তিন দিন আরামে অতিবাহিত করিতে পারেন; তদধিক-কালের অবস্থান অনুমতিসাপেক্ষ। গত রাত্রে নন্দকিশোর এই ধর্মশালার কথাই কহিয়াছিল। সে যে বলিয়াছিল—"কুছু চিন্তার কারণ নেই বাবুজি—আরামসে থাকবেন", তা ঠিক। কেবল ভাইটালিটী বজায় রাখিবার (আহারের) ব্যবস্থাটা নিজেদের। হিন্দুর দেশ না হইলে, অর্থাৎ একজাত—৩২ চুলো আর ৩৬ ফ্যাঁসাদ বা ফোঁস না থাকিলে, পেটের ভারও সম্ভবতঃ শেঠেরা নিতেন।

গত রাত্রে অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই যে, আমাদের জন্য স্টেশনের পশ্চাতেই (ধর্মশালা হইতে দশ গজের মধ্যেই) কোম্পানী অনুকম্পাবশে **waiting-shade**

(বিশ্রামাচ্ছাদন) বানাইয়া রাখিয়াছেন। তাহা হাত কয়েক লম্বা বেড়াশূন্য ন্যাড়া, করোগেটের একটি খোঁয়াড়। এখানেও রৌদ্র, বায়ু, আলোক (দিবাভাগে) প্রচুর পরিমাণেই উপভোগ করা যায় ; অধিকন্তু—বৃষ্টির-ছাট্ বাহিরে অল্পই অপব্যয় হয়। আমরা যেমন দেবতা তার উপযুক্ত একখানি নৈবেদ্য বিশেষ ; সুতরাং আক্ষেপের কোন কারণই নাই। রাত্রে (দিনেও দেখিলাম) নিজেদের সম্পত্তি ভাবিয়া গরু, বাছুর, ছাগল, কুক্কুর, মায় বেতো-ঘোড়ায়, সেটি দখল করিয়া থাকে। তাহাদের এরূপ ভাবিবার এবং এরূপ কার্যের বিরুদ্ধে, বিশেষ আপত্তিকর কিছু পাইলাম না। কেবল যে তাহারা থাকে তাহাই নয়,—ধর্ম রক্ষাও করে, কারণ, থাকিতে হইলে, শরীর-ধর্ম বা প্রকৃতির পেছটান্ রক্ষা করিতেই হয়, এবং তাহা উচিতও। **Floor** বা মেঝে, বেশ উচ্চাব ।

বিশ-ত্রিশ পা অগ্রসর হইয়া শ্রীমান—একটু রোয়াকসংযুক্ত দুইখানি একত্র সংলগ্ন সাধারণ কুটুরি দেখাইয়া বলিলেন—"এইটি ব্রাহ্ম-মন্দির।" চমকিয়া উঠিলাম। মন্দির হইলেই তাহার চূড়া চাই ; তাহাও আছে। ইভ্নিং-ক্যাপের কার্নিস্ ঊর্ধ্বে উল্টাইয়া রাখার মত, ছাদের সম্মুখস্থ আলিসার উপর ক্রাউন বা মুকুট হিসাবে তাহা বর্তমান। বেশ সাদাসিদে। আবার বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত অনেকটা নিম্নভূমিতে থাকায়—বিনয়-ব্যঞ্জকও।

শ্রীমান না বলিলে বুঝিতেই পারিতাম না যে, এইটি ব্রাহ্মমন্দির। পরে বুঝিলাম, ভুলটা আমারি, প্রতিষ্ঠাতারা এত বড় ভুল করিতেই পারেন না। উক্ত চূড়ার ও-পিঠে বা ছাদ্-পিঠে "ব্রাহ্ম-মন্দির" বলিয়া বড় বড় হরফে লেখা আছে। কারণ ?

মন্দিরটির গাঁ ঘেঁসিয়াই রেললাইন্, স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইলে, যাত্রীরা বৈদ্যনাথের মাটি মাড়াইবার পূর্বে এই ধর্ম মন্দিরটির সংবাদ ও অবস্থিতি স্থান বিনা আয়াসেই জানিতে পারেন,—উদ্দেশ্য বোধহয় এই। যাহা হউক, ইহা কম লাভ নয়। বুঝিলাম, এই বৈপরীত্যের পশ্চাতে যথেষ্ট সদিচ্ছা ও বুদ্ধি খরচ বর্তমান। তবে আমার মত যাঁরা রাত দুপুরের আগন্তুক, তাঁহাদের জন্য এ পিঠে **P. T. O.** (পশ্চাৎভাগ দেখহ) দাগা থাকিলে যেন আরো ভাল হইত। মানুষের কিছুতেই মন উঠে না।

মন্দিরের **position** (স্থিতি স্থান) বেশ **strategic** (কৌশলানুকুল) হইলেও, দেয়ালগুলি "এণ্ড কোং" মহাশয়দের পোস্টারের আক্রমণে রক্তরঞ্জিত। ইঁহাদের **range** (দৌড়) ত' কম নয়,—২০৫ মাইল। জানি না ইঁহারা কি কারণে অনুমান করিয়া

লইয়াছেন যে, এখানে যাঁহারা আসেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের অন্ন-চিন্তা নাই,—বস্ত্র আর অলঙ্কারেরই একান্ত আবশ্যক।

বলিলাম—"চল ফেরা যাক।"

শ্রীমান আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"সে কি মশাই, এখনো ত' বাসা থেকে দু'শো গজের মধ্যেই আছি।"

বলিলাম—"আমি যে অনেক এগিয়ে পড়েছি হে।"

শ্রীমান—"আপনার এগুনো পেছুনোর **rate**-টা (হারটা) আমাদের বুদ্ধির বার্। কিন্তু পোস্ট্-আপিস্ হয়ে যে যেতেই হবে। দশটা বাজে, **window delivery** (জান্‌লা-বিদেয়) না নিলে, চিঠি পেতে সেই দুটো তিনটে।"

বলিলাম—"তাড়ার কিছু আছে না কি? না—'কেমন আছ' আর 'কেমন আছির' আদান প্রদান?"

শ্রীমান—"সকলে কেমন আছে, সেটা জানবার একটা ব্যাকুলতা থাকে না?"

বলিলাম—"কিছু না, আমাদের আবার কেমন থাকা-থাকির এত খোঁজ কেন? সব বেশ আছে। বড় জোর জ্বর, না হয় সর্দিকাসি। শাক্‌পাতাড় খেয়ে বাঁচতে হলে দু'বারের জায়গায় না হয় চারবার দাস্ত। আজো এসব স্বাভাবিক বলে ভাবতে শিখলে না! ক'দিন অন্তর এই পত্র-বেদনা চাগায়?"

শ্রীমান—"বাবার হুকুম,—রোজ পত্র যাওয়া চাই, আর রোজ পত্র পাওয়া চাই। না পেলেই অধীর হন, টেলিগ্রাফ্ করেন।"

বলিলাম—"বেশ স্বস্তির পথ খুঁজে নিয়েছেন ত'! হেলিসাহেব বিচক্ষণ লোক বটে, তিনি এদের ভরসাতেই বজেট্ বানিয়েছিলেন দেখছি। যাক,—কর্তার যখন **delivery pain**-এর (বেদনার) আশঙ্কা রয়েছে,—চলো।"

১২

একটু এগিয়েই বন্ধু বলিলেন—"এই দেওঘর পুলিস-স্টেশন।"

"বেশ—এঁরা দেশের শান্তি রক্ষা করেন, এঁদের এখান হইতেই নমস্কার করি। বোবার শত্রু নাই, চলো। এইবার বোধহয় জেলখানা?"

জয়হরি এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে থাকিতে পারিল না; সহসা বলিয়া উঠিল,—"সে এখন থাক্ মশাই, ওটা খাওয়া-দাওয়ার পরই ভাল।"

শ্রীমান বলিলেন—"আমি এইবার **short-cut,** অর্থাৎ আনাচ্ কানাচ্ ধরিলাম ; ও সব দেখতে গেলে **delivery** (পত্র বিলি) শেষ হয়ে যাবে।"

জয়হরি বলিল—"জগদম্বা মালিক্,—চলুন,—সেই ভাল।"

অদূরে একটা জনতা দেখা গেল। ধূম-বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া ভাবিলাম, আগুন লাগিয়া থাকিবে। জোর-কদমে যত নিকট হইতে লাগিলাম, ততই ইংরাজি-বাঙ্গলা মিশ্রিত কলরব কানে পৌঁছিতে লাগিল। দেখি, নানা বয়সের, নানা বেশের তিরিশ চল্লিশ জন বাঙ্গালী,—কেহ পথে, কেহ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া, একত্রে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া হাস্যালাপ করিতেছেন।

শ্রীমান কথাটা ভাঙ্গেন নাই, আমাদের দৌড় করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। নিকটে আসিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—"এইটি দেওঘর পোস্ট অফিস, উপস্থিত সকলেই পত্রপ্রাপ্তির উমেদার !"

বলিলাম—"বহুৎ ধন্যবাদ !"

কেই বা শোনে,—শ্রীমান তখন বেগে "বিতরণ বাতায়নে" হাজির।

দেখি,—তরুণ, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—নিজেরা দল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বের অণু-পরমাণু হইতে জীব-জগৎ এ কাজটিতে ভুল করে না ; কাহারো জাতি বা শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিতে হয় না, আপনারাই খুঁজিয়া লয় ও দানা বাঁধে। সম্প্রতি কেবল আমরাই এই শাশ্বত নিয়ম ভাঙ্গিয়া এক করিতে বসিয়াছি। তেলে জলে এক করিয়া বোধ হয় "তেজলো" হইতে পারিব। দেখা যাউক। এ মনোরথে যদি চলে ত' অমত নাই।

ইতিপূর্বেই পত্র-বিলি সুরু হইয়াছিল! সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনযাত্রীদের টিকিট কিনিবার মত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আশ্চর্য এই, আজিও পিক্-পকেট বা গাঁট্‌কাটারা, এ শুভ সংবাদটি পায় নাই। কেহ পত্র পাইয়াই পাঠ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, কেহ পকেটে পুরিতেছেন [সম্ভবতঃ সেগুলি মহিলাদের নামাঙ্কিত]। কাহারো মুখে আনন্দ বা আরাম আভা দিতেছে, কাহারো বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, যেন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা! কেহ তখনি পোস্টকার্ড লইয়া লিখিতে লাগিয়া গেলেন ; কেহ টেলিগ্রাফ্ করিবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

পত্রের প্রাপ্য বিষয়বস্তু আমাদের প্রায় একই রূপ ; সাধারণতঃ—ভাল আছি, অমুকের অসুখ, শোবার ঘরে সিঁদ, খুড়োর গঙ্গালাভ, পৌষের তত্ত্বের ফর্দ, আর

টাকা চাই। বড়লোকের—মালগুজারি, মকর্দ্দমা, আর মোটারের অবস্থা, এবং গ্রে-হাউণ্ড্টা আপনার বিরহে বিমর্ষ থাকে। আর তা-বড় লোকের অধিকন্তু,—সশস্ত্র ডাকাতিতে ষাট হাজার টাকার সম্পত্তি লাভ,—ও একটা গরীব কেরানীকে মোটরচাপা দিয়া ছোটবাবু সে-লোকটার শান্তির উপায় করিয়া দিলেও, স্বয়ং নিজের উপর অশান্তি আনিয়াছেন, এবং তিন হাজার টাকার জামিনে খালাস আছেন। হয়কে নয় করিতে পারেন, সত্বর এমন একটি সেরা ব্যারিস্টারের ও দু'তিনটি ভকিলের 'ফীস্' ব্যবস্থা করিবেন ;—মামলার তারিখ ১৩ই চৈত্র। এই টানা-পোড়েনে দুইটা টায়ার burst করিয়াছে (ফাটিয়া গিয়াছে) ও পেট্রল-ট্যাঙ্ক তেউড়িয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য নয়,—ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি, চিরদাস শ্রীভজহরি হাজরা।—ইত্যাকার।

কোন পত্রেই ত' দেখি না ;—ছেলেমেয়ের রং সাহেব-মেমের মত হইয়া গিয়াছে অথবা বাতগ্রস্ত পঙ্গু বৃদ্ধ-কর্তা সহসা যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছেন,—টাকাগুলার সদ্ব্যবহারের সুরাহা হইল।

এই পত্রের জন্য এই ভিড়,—এই ব্যাকুলতা! অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

যাহা হউক, একটা মস্ত মুস্কিল হইল—আমার সমবয়স্কের দল বাছিয়া লইয়া দুইটা বাক্যালাপের। আমি দাগী-আসামী, মুখের উপর বয়সটা দাগা রহিয়াছে,—গোঁফ পাকিয়াছে! এই দুর্দ্দৈবের সূত্রপাতেই স্থির করিয়াছিলাম, এ বালাই আর রাখা নয় ; কিন্তু ভৈরব ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখখানা মনে পড়ায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। সাহসে আর কুলায় নাই ; অর্থাৎ—সে মূর্তি আর বাড়ানো কেন! ক্রমে সেই পাকধরা গোঁফ্ অধুনা বেশ সুপক্ক। এ জমায়েতে প্রায় সকলেই গোঁফ্-শূন্য। যাঁহাকে ষাটের উপর বলিয়া সন্দেহ হয়, তাঁহারো এমন সাফ্ শেভিং (কামানো) যে একটু ফুঁপি পর্যন্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে,—ব্রহ্ম বলিলে হয় —আছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু অগোচর! ফ্যাসাদ এই, আবার সভ্যতা বলে নাকি—বয়স আর বেতন জিজ্ঞাসা করাটা অসভ্যতার চরম!

এ সম্বন্ধে একটু পূর্ব-অভিজ্ঞতাও ছিল।—তিনি ছিলেন একজন ভাল ভকীল, বয়স ষাট-বাষট্টি, কিন্তু আমদানীর আতিশয্য—তাঁর উৎসাহ-উদ্যমটাকে চাড়া দিয়া উঁচু করিয়া রাখিয়াছিল। আমার বয়স জিজ্ঞাসা করায় বলি একান্ন ; তখন তিনি দুই কক্ষে হাত দিয়া যথাসম্ভব erect (খাড়া) হইয়া, নিজেই প্রশ্ন করেন,—"আমার

কত আন্দাজ কর ?" বলিলাম—"পঞ্চাশ কখনো হয়নি।" তিনি ভ্রূদ্বয় কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া—স্মৃতি সানাইয়া লইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—প্রায় তা হোলো বই কি, পাঁচ সাত বছর আর ক'দিন,—ও হওয়াই ধরো !"

বেতন সম্বন্ধেও আমাদের দোয়ারিবাবু বেশ এক টোট্‌কা আবিষ্কার করিয়া বরাবর ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং বেশ সুফলও পাইয়াছিলেন। বেচারী—বাবুও ছিলেন, এবং বড় বংশেরও ছিলেন,—বেতনটি কেবল 'ছোট' ছিল। সেকালে বেতন জিজ্ঞাসা করিতে কাহারো বাধিত না, এমন কি সর্বাগ্রে 'ব্যাতন'টাই যেন জিজ্ঞাস্য ছিল। দোয়ারিবাবুর বেশভূষা দেখিয়া ও প্রশ্নটা অনেকেই করিতেন। তিনিও—"সেই পাঁচ কম্ হে বলিতে বলিতে দ্রুত চলিয়া যাইতেন ;—বড় জোর বলিতেন—"ব্যাটাদের কি আর বিচার আছে।"—ব্যস্।

কাজেই সন্দেহের উপর কোন কিছু করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। মধুসূদন রক্ষা করিলেন। সম্ভবতঃ আমার দু'এক কেলাস (class) উপরের, একটি প্রবীণ ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া হাস্য-বিজড়িত বদনে বলিলেন—"মশাইকে নূতন লোক দেখছি।" আমিও সেই ভাবেই উত্তর করিলাম "আজ্ঞে, লোক আমি খুব পুরাতন, এখানে নূতন আসিয়াছি।"

এটা অবশ্য জানা ছিল—গড়ের মাঠে নূতন ঘোড়ার আমদানী হইলে—আজকাল খোঁড়াও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছোটে,—"পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্।" এসব ভগবৎ কৃপা-সাপেক্ষ।

যেই কথা কহিয়াছি, দেখি দশজনের মধ্যে বেশ একটা সহাস সমালোচনার সাড়া পাইলাম, গণ্ডীও গাঢ় হইয়া ঘেঁসিয়া আসিল।

কারণটা বুঝিলাম না ! দেবযানীর অভিশাপটা যে কচের মারফত সকল ব্রাহ্মণের মধ্যেই সংক্রামিত হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ কখন করি নাই ; এখন আর সে সন্দেহ নাই। তাই সেদিন কার্যকালে ভুলিয়া গেলাম—"যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে"। তাবৎটা নাই বা বলিলাম !

প্রবীণ ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন দিনকতক থাকবেন ত' ?" বলিলাম "সংকল্প সেইরূপই ছিল, কিন্তু অদৃষ্ট সেইরূপ নয় দেখছি—"। কথা শেষ করিতে না দিয়াই, প্রৌঢ় গোছের একটি রোগা ভদ্রলোক বলিলেন—"কেন !—এই ত' চেঞ্জের সময়, এখন এখানকার জলহাওয়া খুবই ভাল, খুব ঘুরে বেড়াবেন ; যা, আর যত খান না, দু'ঘণ্টায় হজম্। দু'দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন।"

বুঝিলাম লোকটি থামিবার পাত্র নন,—শুধু ডিস্‌পেপ্‌টিক্‌ই (অজীর্ণ রোগী) নহেন,—বক্তাও ; এখনো অনেক কথা বলিবেন। তাই বাধা দিয়া বলিলাম—"মাপ করবেন,—আপনার কথায় আরও দমিয়া গেলাম।" পাছে আবার 'কেন ?' বলিয়া সুরু করেন, তাই দম না লইয়াই বলিতে লাগিলাম,—"আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না, কিন্তু ঐ যে বলিলেন "জলহাওয়া খুবই ভাল" ঐখানেই খট্‌কা'—আমার এমনি কপাল—"ভাল" কোন কিছু আমার কস্মিন্‌কালে সহে না। আর 'ঘোরা' সম্বন্ধে আমার নিজের কোন ওজর-আপত্তি চলিতে পারে না—কারণ ওটি আমার কোষ্ঠীর ঢালা হুকুম ; আমি ঘুরিতে না চাহিলেও সে আমাকে ঘুরাইবে। ও সম্পর্কে আমি সৌরজগতের গ্রহবিশেষ। কিন্তু ঐ যে শুনালেন—'যত খান্‌ না—দু'ঘণ্টায় হজম' ; ঐটিই দেখিতেছি থাকা সম্বন্ধে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।"

প্রাণায়াম-সিদ্ধ নহি,—দম না লইয়া মানুষ কতক্ষণ কথা কহিবে ! লোকটি একটু অপ্রতিভ হইবার মত হইয়া গেলেও, যেই শ্বাস লইব, অমনি আরম্ভ করিলেন,—"কেন ? এখানে মানুষ আসে আর কিসের জন্যে !"

তাড়াতাড়ি বলিলাম—"আপনি উত্তম আজ্ঞাই করেছেন,—তবে দেশের এই দুর্দিনে 'যতই খান না—দু'ঘণ্টায় হজম হইয়া গেলে,—বোধ হয় ইহাই দাঁড়ায় যে, ভোজনে ভিটেমাটি ফুঁকিয়া ফকিরি লইবার জন্যই এখানে আসা। এ অধিকারটা নিজের সম্পত্তিতে সকলেরই থাকিতে পারে, কিন্তু আমি যে একটি নিরীহ ভদ্রলোকের বাসায় আসিয়াছি,—আবার একা নই—সঙ্গে একটি বিরাট দোসর।"

ইতিমধ্যে পত্রাদি পকেটে পুরিয়া, দল ক্রমে বেশ পুষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কি কারণে হাসির একটা ঘূর্ণী বহিয়া গেল। রোগা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিও এবার সে হাসিতে যোগ দিলেন। বোধ হয় এতক্ষণে তাঁহার রহস্যানুভূতি হইল।

প্রবীণ ভদ্রলোকটি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আর 'ভাল' বলিব না, তবে এখানকার জলহাওয়াটা প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর,—আমার case-এ দেখছি খুবই suit করেচে।"

বলিলাম—"আপনার আমার প্রায় same case (একই হাল্‌) আমাকেও suit করা (সওয়া) সম্ভব।"

প্যাণ্ট্‌-অলস্টার-পরা, হ্যাট-হাতে, যুবাও নন্‌, প্রৌঢ়ও নন্‌ এমন একটি ভদ্রলোক বলিলেন—"তা বলা যায় না, ওঁর আর আপনার constitution (শারীরিক ও মানসিক গঠন বা ধাত) এক না হতেও পারে।"

চাহিয়া দেখি, পকেট হইতে সানায়ের শেষ-ভাগটা উঁকি মারিতেছে। এ পোষাকের সানাইওয়ালা দেখি নাই, অতএব নিশ্চয়ই ডাক্তার। সানাই সুর শোনায়,—এ যন্ত্রে সুর শুনিতে হয়, প্রভেদ অল্পই।

বলিলাম—"ডাক্তারবাবু, স্বদেশীর সময়ে অনেকেই তর্জন-গর্জন সহ নামে মাত্র অনেক কিছু বর্জন করিয়াছিলেন, পরে মায় সুদ সে সব পুনরর্জন করেছেন। উনি ও অধীন উভয়েই বোধ হয় সেই সময় হইতেই দন্তবর্জন সুরু করিয়াছি, এবং তাহা আর পুনর্গ্রহণের নামটি করি নাই। বরং এক্ষণে সমগ্র বর্জনের প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। এ বর্জনে আসল বস্তুর ফাঁক্ ছাড়া, ফাঁকির ফাঁক নাই, এতে স্বদেশীর ছাপমারা রুচিকর লুকোচুরি চলে না। সুতরাং 'জল-হাওয়ার' মত suitable (সুবিধার) জিনিস এখন আর আমাদের কি আছে,—তা এখানেই কি আর অন্যত্রেই কি,—চর্বণের চর্চা ত' উভয়েই একদম চুকিয়ে দিয়েছি! আমাদের same case হল না কি ডাক্তারবাবু! তা না ত' কালীঘাটেই স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিতে যাইতাম, এখানে কেন! কি বলেন?" এই বলিয়া প্রবীণ ভদ্রলোকটির দিকে চাহিতেই তিনি যুবকের মত ডিঙ্গি-মারিয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন—"very true" (ঠিক বলেছেন), এবং এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের নিবাস?" সকলে উৎকর্ণ।

বলিলাম—"পরিচয়ের আদান-প্রদান, কোথাও বসিয়া ধীরে-সুস্থিরে হইলেই ভাল হয়, আজ থাক; বেলাও বাড়িতেছে—আমার সঙ্গীটি বোধ হয় এতক্ষণে আধমরা হইয়া পড়িল;—কারণ হজমের মেয়াদ (দুই ঘণ্টা) অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে। কোন একটি জীবহত্যার পাপ সংগ্রহ করাও—আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য নয়।"

জন-দশেক বন্ধু পরিবৃত একটি লক্ষ্মীমন্ত ডউলের যুবক বলিয়া উঠিলেন—"সেই কথাই ভাল মশায়—এখন থাক্। বেলা তিনটে নাগাদ যদি অনুগ্রহ করে সকলে একবার বম্পাস্ টাউনের (**Bompass town**-এর) দিকে বেড়াতে আসেন ত' বড়ই আনন্দ হয়। আমাদের "***সদন" সদর রাস্তার উপরেই।" পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনি চা খান ত?"

বলিলাম—"বড় বড় ডাক্তারেরা দয়া করে নিষেধ করেছেন বটে,—কিন্তু খেতেই হয়।"

ডাক্তারবাবুটি ইকুইলিপটস মাখানো রুমালে মুখ মুছিতেছিলেন, একটু যেন আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন?"

বলিলাম—"কারণ, যাঁরা নিষেধ করেন তাঁরা সকলেই ওটা খান।"

ডাক্তার ছাড়িবার পাত্র নন, বলিলেন—"কিন্তু আপনার ধাতে চা নিষিদ্ধ হতে পারে। আপনার ডিস্পেপ্সিয়া থাকে ত' ওটা আপনার পক্ষে বিষ।"

বলিলাম—"আপনি উত্তম আজ্ঞা করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ,--কিন্তু যাচায়ে তা পেলাম কৈ! আমার তিনটি সহ-রোগী, ও সম-রোগী, তাঁদের কথায় চা ত্যাগ করে, অল্পদিনেই দেহটাসুদ্ধ ত্যাগ করে গেছেন। অপরাধ মাপ করবেন—আমিই কেবল ওটা ত্যাগ করিনি—উপায়ও ছিল না; কিন্তু তার পর এই সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর—চা এবং শরীর দুই-ই যে আমার বজায় আছে, সেটা অস্বীকার করি কি করে।"

একটি গাল-চড়ানো বাঁকারি-প্যাটার্নের কেশ-বিলাসী আপাদলম্বিত পাঞ্জাবী-পরা ভদ্রলোক, আমাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—"ডাক্তারবাবুদের কথা বলবেন না মশাই, ওঁরা পরের গায়ে অস্ত্র চালাতে দশভুজা—নিজের বেলায় জগন্নাথ! চা এক চিজই আলাদা; তা না ত **galloping** (লাফমারা) থাইসিসের (রাজ-যক্ষ্মার) মত এত দ্রুত **promotion** (উন্নতি) পেয়ে চলতো না। ভট্টপল্লীর সরসী স্মৃতিরত্ন মশাই তাঁর জামাতাকে পোষড়ার তত্ত্বের সঙ্গে তিন টিন লিপ্টন আর তিন টিন ব্রুকবণ্ড পাঠিয়েছেন—স্বচক্ষে দেখেছি। অতঃপর কে বলবে যে চা শাস্ত্রীয় উপকরণ নয়! কিন্তু আপনি ঐ যে দুটি কথা বললেন—"কিন্তু খেতেই হয়," আর 'ছাড়বারও উপায়ও ছিল না' এতে একটু ধোঁকায় পড়ে গেছি,—আপনার আপত্তি না থাকে ত'—"

বলিলাম—"কিছু নাঃ—একটু আধ্যাত্মিক অন্তরায়ের কথা। কি জানেন, বরাবরই ঐ উপাদেয় পানীয়টা 'গোবিন্দকে' নিবেদন কোরে—"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ, মহাশয়ের নামটি তাহ'লে—"

বলিলাম—"আজ্ঞে না, আমি প্রভু শ্রীগোবিন্দের কথাই বলচি। চা জিনিসটি চট্ করে অভ্যাসের মধ্যে এসে যায় কি না, সুতরাং বহুদিনের নিবেদনে যদি গোবিন্দের অভ্যাস হয়ে গিয়ে থাকে,—এখন প্রভুকে বঞ্চিত করি কোন্ অধিকারে?—এমন কাজ চণ্ডালেও পারে কি?"

"কখনই না, কখনই না, কে এমন নরাধম আছে" ইত্যাদি ইত্যাদি, সহাস-উচ্ছ্বাসের ধুম পড়িয়া গেল।

এইরূপ বহু আধ্যাত্মিক আলোচনায়, সেদিনকার দাঁড়া-দরবার ভঙ্গ হইল।

১৩

বাসায় ফিরিবার পথে শ্রীমান বলিলেন,—"খুব লোক ত' আপনি! ক'টা বেজেছে তা জানেন?"

বলিলাম—"দরকার? পঁচিশ বছর ঘড়ি ছিলেন আমার ইষ্ট-দেবতার শ্রীমুখ,—ওই দেখে—ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, নাওয়া-খাওয়া। এখন সে'টি তোমাদের দিয়ে ছুটি নিয়েছি। আর দিন-রাতের ধার ধারি না বন্ধু। এখন—না হেথায়—'দিন ভায়,—না নিশীথ তারা।' সব এক্‌সা।"

শ্রীমান। এতক্ষণ ত' কেবল বাজে ফাঁকা কথাই পেলুম।

বলিলাম—"ওঃ, **material** চাও,—নিরেট কিছু খুঁজচো!"

শ্রীমান। তা না ত' কি!

বলিলাম—"এ ত' তোফা কথা; কিন্তু সেটা ত' বৈঠকখানায় জন্মায় না, তার গড়ন হয় কারখানায়। সে ত' মুখে ফলে না,—দুখে গজায়;—একটু নড়তে-চড়তে হয়; পারবে কি? তবে,—তার সঙ্গে একটু বাজেরও চর্চা রেখো;—ভয় নেই—ঠোক্‌বে না, বরং থাকবে ভাল। কেঁচো-মেরে যেও না! কেঁচোগুলো মাটিকে **real** (খাঁটি) ভেবে 'মাটিরিয়েল' (**'material'**) নিয়ে আজন্ম ব্যস্ত। সে ভাবচে—মাটি-চেলে পৃথিবীটাকে কাঁকরশূন্য করে গর্ভে পুরবে! স্পর্ধার পার নেই! অজ্ঞানের ধারণা, সে নিরেট মেটিরিয়েল (বস্তু) চর্চা করছে,—কিন্তু বানিয়ে চলেছে 'ফাঁক'! কাটের-পোকাও দিন নেই, রাত নেই তার জীবনব্যাপী পরিশ্রমে, সশব্দে শুষ্ক কাট কেটেই চলেছে। তার কাটের কারবারে জন্মাচ্ছে কিন্তু 'ফাঁক'! বন্ধু—আমার মস্তিষ্কটি ছাড়া জগতের নিরেট অংশ আর কতটুকু! তাই বলছিলুম,—সজ্ঞানে ফাঁকের চাষ একটু রেখো! আমাদের শ্রদ্ধেয় কবি-সম্রাট রবিবাবু পেয়ালার ফাঁকটাই যে তার প্রধান অংশ সে দিন তা বুঝিয়ে বলে দিয়েছেন; তা না ত' চা-টুকু বাদ দিয়ে বাটি কামড়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়; রাজি আছ কি?—দলাদলি থাকতে পারে; ইংরেজের কথা না শুনলে যদি বিশ্বাস না হয় ত' শোনো—

"How can I drink a cup of tea? A cup is not a fluid, nor am I an Ostrich. Strictly, I shall drink the Tea of the cup, and not the cup of Tea."

আবার আমাদের মধুকবি ব্যারিস্টার মাইকেল ক'দিন ধরে এক নাপিতের মামলা—কয়েকটা কবির গান শুনে করে দিয়েছিলেন ;—তাইতেই হাজার-টাকার থোলের খোলের ফাঁকটা ভরে উপ্‌চে উঠেছিল !"

শ্রীমান। আর তাই তাঁর শেষ অবস্থাটাও খুব শোচনীয়,—মলেনও দাতব্য-চিকিৎসালয়ে।

বলিলাম—"মলেন !—না মরাকে বাঁচালেন ? কোন খবরই রাখ না বন্ধু। ত্রেতাযুগের মরা মেঘনাদকে সব-যুগে অমর করে গেলেন, আর নিজেও অমর হয়ে রইলেন ! তোমার মেটিরিয়েল 'মেশিনগনের' এত শক্তি নেই যে আর তাঁদের মারেন !—'বাজে' আছে তাই বাঁচোয়া ! তোমরা বস্তু-ব্যাপারীরাও কিছু হাসিল করতে হলেই ফাঁক খোঁজ ; তোমাদের মুখেই শুনি, 'ফাঁক্ পাচ্চি না—একবার ফাঁক্ পেলে হয়।' নয় কি ?"

শ্রীমান। তা যেন স্বীকার করলুম, এখন বলুন ত' আপনি অতক্ষণ ফাঁকা আলাপে—হাসিল করলেন কি ?

বলিলাম—"বহুৎ, যা খুঁজিতেছিলাম তাই। অর্থাৎ এখনো বৈদ্যনাথ পেঁছাইনি—দেওঘরেই ঘুরচি। যাঁদের সঙ্গে কথা হল তাঁরা কেহই বৈদ্যনাথে আসেন নাই, সকলেই দেওঘরের ঋতুবিহারী (**bird of season**) সখের দল। আর পেলাম,—এ অবস্থায় এঁদের যেটা স্বাভাবিক, অর্থাৎ—সময় কাটাবার নূতন নূতন লোক পাবার আগ্রহ, যাতে আমোদে-আনন্দে দিনগুলো বেশ কাটে। এঁদের অনেকেই আরাম ছাড়া অন্য চিন্তা কমই রাখেন ; পাঁচ-সাত জন স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত। পোস্ট-অফিসে নিত্য প্রাতে এই যে এত বড় জমায়েৎ হয়,—সেটা কেবল পত্রের টানেই নয়, তার মূলেও ঐ সম্মিলনের আনন্দ বর্তমান ; ওটা 'ক্লাবের' কাজও করে,—দেখা-শোনা, আলাপ-পরিচয়, খোঁজ-খবর, নতুন-লোক-পাক্‌ড়াও,—সবই চলে। ওটা সখের-সফরী বাবুদের **Feeder Station**—মনের খোরাক যোগায়। বাদ দেবার জিনিস নয়,—বড় দরকারী।"

শ্রীমান। বৈকালে তাহ'লে কম্পাস্ টাউনে যাচ্ছেন ত' !

বলিলাম—"আমার নিজের যাওয়ার আপত্তি নেই, আমার এখন ঐটাই দরকার ; কিন্তু তোমাদের নিয়ে যেতে রাজি নই।

শ্রীমান। কেন ?

বলিলাম—"বাবুটি যে ঠিকানা দিলেন, সেটা কেবল আমারি উপযোগী। কি

এক 'সদন' বললেন না ? আমার এই দীর্ঘ-জীবনে বিশেষ করে ত' একটিমাত্র 'সদনের' কথাই শোনা হয়েছে, আর সেটি তেমন লোভনীয়ও নয়। কুড়েরাম দত্তের নজিরে ফিরে আসতে পারি ত' ও-কথা পরে বিবেচ্য। কিন্তু তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাও ত' তুমি দিলে দেখলুম,—আবার "দূত" না আসে।"

শ্রীমান। আমাকে এম্নি পেলেন বুঝি। থাকি কার্স্টেয়ার টাউনে ইস্টেশনের গায়ে, ঠিকানা দিয়েছি উইলিয়মস্ টাউন্ নন্দন পাহাড় ঘেঁসে—তিন মাইলের তফাত !

বলিলাম—"ইস্—অপরাধ হয়ে গেছে ত' বটে, ভুলেই গিছলাম যে কলকেতায় থাকো। চোক্ কান্ বুজে law-টা (ওকিলীটা) দিয়ে ফ্যালো বন্ধু,—চট্ উন্নতি করতে পারবে।"

শ্রীমান আর কথা না কহিয়া, একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া পড়িল। বলিলাম—"এ আবার কোথায় ?"

দেখি, বামুন-ঠাকুর দরজা খুলিয়া দিল। জয়হরির উদ্দেশে ফিরিয়া দেখি, সে বহু পশ্চাতে,—হাতে একটা ঠোঙ্গা, মুখও বেশ সতেজে চলিতেছে। বোধ হয় বাসা যত নিকট হইতেছিল,—ঠোঙ্গা খালাসের কাজটা ততই দ্রুতবেগ ধরিতেছিল। শূন্য পত্র পথে পড়িল,—তিনিও বাসায় পা দিলেন, এবং একমুখ হাসিয়া বলিলেন—"এখানকার প্যাঁড়া খুব ভাল, মশাই !—ঠাকুর—দু'ঘটি জল আনো।"

১৪

"ভাল কথা—পত্রাদি কিছু পেলে" ?

শ্রীমান। বাবার বিলম্ব সহে কি, তিনি নিজেই গিয়ে এনেছেন।

গায়ের বোঝা নামাইতে নামাইতে বলিলাম—"দুশ্চিন্তা আর অশান্তি ডেকে আনার এ একটা বাতিক।"

এই সময় মাধুরী আসিয়া শ্রীমানকে বলিল—"মামা, দিদিমা বললেন—'গোবিন্দের কি কি অভ্যাস হয়ে গেছে তার একটা ফর্দ করে নিতে।"

তিনজনে অবাক্ হইয়া মুখ-চাওয়াচাওই করিলাম।

এ কথা এখানে পোঁছিল কি প্রকারে। জয়হরিকে আমার সাহায্যার্থে-ই সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল। এ পর্যন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহায্যের মধ্যে—তিনটি সন্দেশ সাবাড় করিয়াছিলেন মাত্র। এইবার সে ধর্ম রক্ষা করিল, বলিল—"খুকি, মাকে

বলগে, আমি ফর্দ নিয়ে যাচ্চি, আপাতক তিনি কিছু গরম গরম কচুরী আর সরভাজা দিয়ে গোবিন্দের পিত্তিটে সাম্‌লে দিন! সত্বর স্নানটা সেরে নিচ্চি, পরে সঘৃত অন্নাহার,—নিরামিষ নিষিদ্ধ ;—মনে থাকবে ত' খুকি ?"

মাধুরী হাসিমুখে 'থাকবে' বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি ত' সঙ্গীর কথা শুনিয়াই অবাক! পরিত্যক্ত ঠোঙার ব্যাস ও পরিধি হিসাবে অনুমান হয়, তিন-পো না হইলেও, অর্ধ-সের পেঁড়া বে-ওজর পেটে পড়িয়াছে। আবার বলে কি!

চাকর (বাণেশ্বর) ফুলেল তেলের বাটী আনিয়া আস্তিন গুটাইল। আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। জয়হরি একটা মোড়া টানিয়া লইয়া পা ছড়াইয়া দিয়া বসিল, বাণেশ্বর তৈল লইয়া ও বাবুকে লইয়া, ডলাইমলাই সুরু করিয়া দিল।

আমি এই দৃশ্যটা বরাবরই সহিতে পারি না,—আমার গায়ে অপরে হাত দিবে কেন! মুক্তকচ্ছ হইয়া জীবন্ত মাংসপিণ্ডবৎ, অপরের সাহায্যে তৈল-সেবা গ্রহণ—আমাদের অভিশপ্ত দেশের পঙ্গুদের বড়ই প্রিয়, এই মহিষ-মর্দন ব্যাপারটা নাকি সৌভাগ্য ব্যঞ্জক! যাক—আমি তাড়াতাড়ি মাথায় একটু তেল দিয়া স্নানটা সারিয়া ফেলিলাম। ভৃত্য তাহাতে যেন একটু কুণ্ঠিত হইল। তাহাকে দু'কথায় খুসী করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—"কর্তাকে দেখতে পাচ্চি না—তিনি কি এখনো বাজার থেকে ফেরেন নি ?"

ভৃত্য বলিল—"তিনি অনেকক্ষণ এসেছেন বাবু,—এসেই চিঠি লিখতে লেগে গেছেন। আজ দেখছি আমাকেই চিঠি ফেলতে ডাকঘর ছুটতে হবে।"

বলিলাম—"অন্য দিন তবে কে যায় ?"

ভৃত্য। বাবু নিজেই যান—তাই রক্ষে!

আমি। কেন রক্ষে আবার কি ?

ভৃত্য হাসিতে হাসিতে বলিল—চিঠি যে তাঁর কোম্পানীর কাগজ। আমরা রাস্তায় ফেলবো কি ছিঁড়ে ফেলে দেবো তার ঠিক কি!

শ্রীমান আসিয়া বলিল "কচুরী আর সরভাজা প্রস্তুত, কিন্তু বেলা হয়ে গেছে আহারটা এখন দু'অঙ্কে ভাগ না করে সেরে নিলেই ভাল হয়।"

এসম্বন্ধে জয়হরির মতই চূড়ান্ত। সে বলিল—"কোন আপত্তি নেই,—'ও-দুটো' গর্ভাঙ্কে ফেলে দিলেই হবে,—বিষয়বস্তু বাদ না গেলেই হল।"

"তা যাবে না" বলিয়া, শ্রীমান হাসিতে হাসিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

দশ মিনিটের মধ্যেই সমুখের ডাক পড়িল। গিয়া দেখি—ভিতর দালানে রীতিমত দুই প্রস্ত ষোড়শ সাজান' হইয়াছে,—সোপকর্ণ-অন্ন, ফলান্ন, মিষ্টান্ন, পরমান্ন, প্রভৃতি পরিপূর্ণ নৈবেদ্যে ভরাট!

সহসা যেন বিপদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। আসনখানা অনুসন্ধান করিয়া লইতে দু'তিন মিনিট গেল।

কর্তা খান্‌কয়েক পত্র হস্তে নিজের আসনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন—"বসে পড়ুন্—বসে পড়ুন, বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। বিদেশ, তায় বাসা-বাড়ী, কোন ব্যবস্থাই নেই; ও'র আবার অম্বলের অসুখ,—আগুন-তাত্ লাগানো বারণ; তাতে তবু একটু দমন্ থাকে। তার ওপর বিস্ফোটক—ছোট দৌহিত্রটির মিহিদানার অসুখ, তার সুর নাবচে না, চড়েই আছে! এই রকম একটা-না-একটা অসুখ সকলেরি লেগে রয়েছে,—কোন্‌টা সামলাই বলুন। বসে পড়ুন—বসে পড়ুন। কোন প্রকারে যা হল দু'টি মুখে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।"

আমার ত' দেখিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছিল; বিনয়ে বাধা দিয়া বলিলাম,—"অতিথি যে দেবতা সে সম্বন্ধে আপনার পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়ই পাইতেছি, এক্ষণে 'ভ্যো নমঃ' বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিন, আমরা সন্তুষ্ট হইয়া সরিয়া পড়ি। দেবতারা দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভোজ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন—এ কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই আমার ধৃষ্টতা—"

জয়হরি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আমি কিন্তু 'দেবতা' নই মশাই—"

বলিলাম—"ভয় নাই—তুমি যে 'দানব' সে পরিচয় ও'রা ইতঃপূর্বেই পেয়েছেন।"

যাহা হউক বসিতেই হইল। কর্তা আর বসেন না,—তিনি ভৃত্য বাণেশ্বরকে ডাকিয়া পত্র পোস্টিং সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন;—"হাত বেশ-করে মোছ্, ছ'খানা আছে গুণে নে। সোজা ডাকঘরে গিয়ে,—এক এক-খানা করে গুণে ডাকবাক্সে ফেল্‌বি। হাঁ করে এদিক্-ওদিক্ চেয়ে ফেলিস্‌নি,—দেখিস, 'সব যেন বাক্সের ভেতর যায়,—পিছ্‌লে বাইরে না পড়ে। পারবি ত'?"

বাণেশ্বর। এ আর শক্তটা কি বাবু; পার্‌ব না কেন?

বাবু। শক্ত নয়? আচ্ছা বল-দিকি কি বললুম?

বাণেশ্বর। চিঠিগুলো ডাক্‌বাক্সে ফেলে দিতে—

বাবু। তাই বল্লুম্ রে হারামজাদা! ক'খানা চিঠি তার খোঁজ নেই, কোথাকার

ডাকবাক্সে তার ঠিকানা নেই, ফেল্‌লেই হল রে পাজি! এ কি কুট্‌নোর খোসা, না নাকের নিশ্বাস!

বাণেশ্বর। আজ্ঞে, আমি খুব বুঝে নিয়েছি, আপনি ভাবচেন কেন—

বাবু। নাঃ, আমার আর ভেবে কাজ কি,—যত ভাবনা তোমার! কি বুঝেছিস বল্।

বাণেশ্বর। আজ্ঞে—ছ'খানা চিঠি গুণে গুণে ডাকবাক্সে ফেলে আস্‌বো—

বাবু। তোদের মেদিনীপুরের ডাকবাক্সে?

বাণেশ্বর। আজ্ঞে তা কেন,—দেওঘরের—ডাকখানার ডাকবাক্সে।

বাবু। তাই বল। যাবার সময় পথে কারুর সঙ্গে কথা ক'বিনি, কোথাও ব'সবিনি। আসবার সময়—ছ'খানা পোস্টকার্ড কিনে আনবি।

এই বলিয়া পত্র ও পয়সা বাণেশ্বরের হাতে দিলেন, এবং বলিলেন—"আজ সোমবার;—বুধ না হয়—বেস্পতিবার জবাব না আসে ত'—তোমার জবাব—সেটা জেনে রেখো।"

বাণেশ্বর। তাঁরা যদি না লেখেন হুজুর—

বাবু। তারা লিখবে না? তাদের ঘাড় লিখবে;—ব্যাপারটি কেমন!

বাণেশ্বর। তা কি করে জানব বাবু—

বাবু। তা জানবে কেন! বড় শীত বাবু, গরম কোট না হলে গেনু, গরম ব্যাপার না হলে মনু,—এসব ত' বেশ জানো—বেটারছেলে বেইমান্!—শুনিস্‌নি,—অমলার আজ পাঁচদিন ডিসেণ্ট্রী হয়েছে—

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বড় গুরুতর হইবে ভাবিয়া বাণেশ্বর মুখখানায় বেশ বিমর্ষভাব আনিতেছিল, কিন্তু কর্তার শেষ কথাটায় একটু আশ্চর্য আর অবিশ্বাস মিশ্রিত ভাব আনিয়া বলিল—"এ কি হতে পারে হুজুর—"

কর্তা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"শুনলেন ত'!—এইসব লোক নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়!"

বলিলাম—"খুব কঠিন বটে,—কি করে যে মাথা ঠিক রেখেছেন বলতে পারি না;—আমি ত' পাগল হয়ে যেতুম।"

কর্তা। তা কি আর বাকি আছে মশাই। তবু ভবিষ্যৎ ভেবে—বহু পূর্ব থেকে, নিত্য সকালে সাতটা করে বাদাম খেয়ে আসচি। বলে কিনা—'তাও কি হতে

পারে' !—"ক্যান রে ব্যাটা হতে পারে না,—তোর কথায় নাকি ? বড় বড় লোকের বাড়ী হচ্চে কি করে রে ছুঁচো !"

বাণেশ্বর এবার একটু বিরক্তিমিশ্রিত অভিমানে বলিল—"তিন বচরের মেয়ে দেশান্তরী হতে ত' জম্মে শুনিনি বাবু,—রাগ করেন্ ত' হো—("ক" টা পেটেই রহিয়া গেল ।)

বাবু । চুপ কর্ হারামজাদা,—ফের ঐ অলুক্ষুণে কথা মুখে আন্‌বি ত'—

শ্রীমানও আহারে বসিয়াছিল এবং মাথা হেঁট করিয়া, হাসি চাপিয়া নীরবে কাজ সারিতেছিল । এইবার বুঝিল—বাবার খাওয়া মাটি হয় । বলিল—"ডিসেণ্ট্রী, কথাটা ও কি করে বুঝবে বাবা,—'আমাশা' হয়েছে বললেই ত' হত—"

বাবু । আ—ব্যাটা মেদিনীপুরের ম্যাড়া,—জন্ম কাট্‌লো ঐ নিয়ে, আর 'ডিসেণ্ট্রী' বোঝ না ! আমাদের পদ্ম-ঝি যে বোঝে রে মুখখু । আমাশা,—আমাশা,—অমলার আমাশা হয়েছে রে গাধা ।

বাণেশ্বর । তাই বলুন বাবু,—তা এত ভাবচেন কেন !

বাবু । শোনো ব্যাটার কথা ! তবে কি করবো—নাচবো, করতালি দোব ! ভাববো না ত' কি নিয়ে থাকবো রে রাস্‌কেল্, ভদ্রলোকের ও-ছাড়া আর কি আছে !

বাণেশ্বর । "দেড়মাস হয়ে গেছে বাবু, আমিও ত' পত্তর পেয়েছ্যানু, আমার মায়ের আমাশা লেগেছে,—আর কোন খবর পাইনি । তা আমাদের আর উপায় কি,—ভাববারও ত' ফুরসত নেই ।" এই বলিয়া বাণেশ্বর মুখ নীচু করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল ।

বাবু একটু মোলায়েম হইয়া বলিলেন—"যেখানে থাকিস, সেখানে ডাক্তার-বদ্দি নেই ত' !"

বাণেশ্বর কাতর কণ্ঠে বলিল—"না হুজুর,—সাত কোশের ভেতর কেউ নেই ।"

বাবু । যাঃ বেঁচে গিছিস ! তোর আবার ভাবনা কি,—কিছু ভাবিসনি ;—তোর মা'কে মারে কে ! মারাবার কেউ চাই ত'—

বাণেশ্বর । আপনি তবে অত ভাবচেন কেন ?

বাবু । "আমি ভাবব না ত' ভাববে কে-রে গোমুক্ষু ! কলকেতা যে ডাক্তার-বদ্দির আড়োৎ,—তাদের মোটরগুলো মেটেগ্রহের মত কোসে মাটি চষে বোঁ-বোঁ ঘুরচে ! সে চক্রে পড়তেই হবে । তার ওপর বাবুদের টাকা আছেন ;—আর কি

বাঁচোয়া আছে! দু'য়ে মিলে রোগও দু'দিন জোম্‌তে দেয় না,—রুগীও জোম্‌তে দেয় না,—হয়েছে কি গেছে! আবার এ রোগটির বেগও যেমনি, আমাদের বদ্দি ডাকার বেগও তেমনি! সেখানে এতক্ষণ ঘটা পড়ে গিয়ে থাকবে! সাধে কি ভাবচিরে সিন্ধুঘোটক!"

শ্রীমান এইবার বিরক্ত হইয়া বলিল—"তাই তবে ভাবুন, ওদিকে আজকের ডাক চলে যাক।"

কর্তা চঞ্চল হইয়া বলিলেন—"মাথা খেয়েছে, ব্যাটা মজালে দেখ্‌চি! চিঠি ত' কখন দিয়েছি,—হারামজাদা কি নোড়বে!"

বাণেশ্বর মুখ ফিরাইয়া চাপা-হাসি হাসিতে হাসিতে দু'পা বাড়াইতেই কর্তা হাঁকিলেন—"ক'খানা বলে যা,—যেন পথেঘাটে নিবেদন কোরো না,—পোস্ট-আপিসের বাক্সে—বুঝলি? ওপরে নয়—মধ্যে।"

বাণেশ্বর আর কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল।

—"এই মোড়েই একটা টিনের ঢোল হাঁ-করে বসে আছে, ব্যাটা ঠিক সেই লালিমুলির গর্ভে ঝেড়ে আসবে দেখছি!"

বলিলাম "তা কি পারে!"

কর্তা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"ও কি না পারে!—মেদিনীপুর থেকে এখানে হেঁটে এসেছিল'—ও-বেটা আবার পারে না।"

এরূপ অকাট্য নজিরের উপর আর কথা চলে না, বলিলাম—"তা হলে পারে বটে। যাক্‌—এখন আহার করে নিন,—আমাদের যে শেষ হয়ে এল!"

কর্তা। না—না, এর মধ্যে ও কি কথা! কই—কি চাই বলচেন না ত'—দিয়ে যাও না গো।

বলিলাম—"আমার একটা ছোট আঁকুর্ষি আর এক গাছা ছোট ছিপ হলেই হবে। দূরের রেকাবীগুলো হাতের আয়ত্তের অনেক বাইবে,—আকর্ষী না হলে টেনে নেবার সুবিধা হবে না; আর ছিপ না হলে ঐসব কাঁশার-ডোবা থেকে মাছও তুলে নিতে পারব না। জয়হরি সুদীর্ঘ হস্ত সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সাষ্টাঙ্গ হয়ে কাজ সারছে।"

কর্তা সহাস্যে বলিলেন—"না—না,—মাছ কোথায়? সবে সাত সের মাছ, তা—এই সাতগুষ্টিতে খাওয়া!—ওগো, তুমি একবার এদিকে এসো না,—বাটীগুনো সরিয়ে দাও, উনি যে শীতে হাত বাড়াতে পাচ্চেন না! তুমি ত' অম্বুলে-রুগী,—তোমার এত লজ্জা কেন!"

দুইটি গুরুতর বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলাম,—বোধ হয় 'নালন্দার' খুব নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছি। প্রথম—মেদিনীপুর হইতে যে লোক হাঁটিয়া দেওঘর আসিতে পারে—সে পারে না এমন কাজই নাই; এবং দ্বিতীয়,—অম্বলের অসুখ থাকিলে স্ত্রীলোকের লজ্জা থাকিতে পারে না! গবেষণার বিষয় বটে!

এই বিবিধ ব্যঞ্জনের বেড়াজাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়,—বহু বিনয়বচনের পর পাইলাম—"গোবিন্দের কিসে কিসে পাকা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহা জানা না থাকায়, অনুমানে যতটুকু পারেন, তাহারি যত্ন পাইয়াছেন। বিদেশ, বাসা—" ইত্যাদি।

ভাবিলাম,—কথাটা কহিয়া কি বিপদই ডাকিয়া আনিয়াছি,—বিজ্ঞেরা তাই "বোবার শত্রু নাই" বলিয়া গিয়াছেন, এবং ও কাজের ভারটা উকীল, উন্মাদ আর বিশিষ্ট বিশিষ্ট বর্ষীয়সীদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েছেন। অধুনা একটু ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে বলিয়াই ভুল করিয়া ফেলি, কারণ নীরব সাধু-পুরুষও দণ্ডভোগ করিতেছেন। যাহা হউক,—আহারের এইরূপ পুনরভিনয় ঘটিলে,—জয়হরি যেরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাকে খোয়াইতে হইবে। বেল্লিক যেন বাসন মাজিতে বসিয়াছিল! কেবল কমলালেবুসংযুক্ত ছানার পায়সের জামবাটীটি ছোঁয় নাই! তাহার এ অরুচির কারণটা আমার অনুমানে আসিতেছিল না।

কর্তাকে বলিলাম—"আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ ভুল করা উচিত হয় নাই, শ্রীগোবিন্দের কিছুরই অভাব নাই। এ হিন্দুর দেশে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আরম্ভ করিয়া বামী-বষ্টুমীর শ্রীকুঞ্জে পর্যন্ত—নিত্যই তাঁহাকে বিবিধ ভোজ্য নিবেদন করা হয়। তদ্ভিন্ন তিনি 'ক্ষুদে'ও তৃপ্তি লাভ করেন—এমন প্রমাণও আছে। সুতরাং গোবিন্দের অভ্যাসটা দয়া করিয়া কেবল চা সম্বন্ধেই নোট্ করিবেন।"

শুনিয়া কর্তা বলিলেন—"বাসার এই যৎসামান্য আয়োজনের উল্লেখ করে আর লজ্জা দেবেন না,—এখন যাতে পেট ভরে তা' করুন।—"

—"একি! জয়হরি বাবু যে পায়সটা ফেলে রাখছেন বড়? ভাল হয়নি বুঝি! তা হোক্,—পায়েস্ ফেল্‌তে নেই, তা জানেন।"

বলিলাম—"কৃপা করুন, ওকে আর উৎসাহ দেবেন না। স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে যা ফ্যালে, সেটা ওর পক্ষে শুভ বলেই ভাববেন।"

জয়হরি উত্তেজনার সহিত বলিল—"আমাদের দেশেও—পায়সের অণুমাত্র ত্যাগ তনুত্যাগের তুল্য!"

হতাশ হইয়া বলিলাম—"তবে খাও,—যখন খেলেও যা, না খেলেও তাই,—তখন খেয়েই নাও।"

কর্তাকে বলিলাম—"উনি শ্রীগোবিন্দ নহেন, আর এটা প্রভাসও নয় ;—তবে উনি যে 'ভোজ্‌গোবিন্দ'—আর ওঁতে যে-বহু অসাধারণত্ব বর্তমান, তার প্রমাণ বোধ হয় অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের জানা না থাকলেও, এ স্থানটা যে "ভোজ্‌গোবিন্দের-প্রভাস" হতে পারে না তার প্রমাণ কি।"

কর্তা বলিলেন—"কেন বলুন দিকি আপনি অত বাধা দিচ্চেন ;—আপনি ওঁকে খেতে দেবেন না দেখ্চি।"

বলিলাম—"সে সম্বন্ধে আপনি ভাববেন না ;—পায়েস যথাস্থানে পঁউছে গেছে।"

জয়হরি বাজে কথায় কান দেয় না,—সে কর্তব্যকার্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু আমি এখন উঠি কি করিয়া এবং কি বলিয়া।—পাতে সবই মজুদ, অথচ পেটেও আর স্থান নাই।

বাণেশ্বর চিঠি ফেলিয়া আসিয়া সম্মুখস্থ উঠানেই কি করিতেছিল। রোগটা ত' জানাই হইয়াছিল, বলিলাম—"সে—চিটি—ফেল্‌তে গিয়েছে ত' এখন নয়, অন্য কোন ডাকঘর আছে নাকি ?"

কর্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আমায় ডোবালে দেখ্চি, হাঁ-করা বেটা নিশ্চয়ই কোথায় বসে আড্ডা দিচ্চে ;—দু'খানা ফেলেই যাবে, কি তিনখানা হাত পিচ্‌লেই পড়বে, তার ঠিক কি। নাঃ—দেখতে হল ;—আমি উঠতে পারি কি ?"

বলিলাম—"হয়ে থাকে ত' তাতে আর বাধা কি,—ব্যাপারটি ত' অবহেলা করবার মত নয়। আমাদের বিলম্ব রয়েছে।"

কর্তা। সে কথা কি কেউ ভাবে মশাই, তাহ'লে আর দুঃক্ষু কি! অম্বলের অসুখ ত' অস্বীকার করচি না, কিন্তু এসব ত' কাঁচা-লঙ্কাও নয় আর অড়র্‌ডালও নয় যে ঘেঁষতে বারণ। থাক্ আমি তবে উঠি ;—আমার অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আপনারা যেন উঠবেন না।

একটা আঁক ক্যাটিয়া—হাঁক মারিতে মারিতে উঠিলেন,—"বাণীকণ্ঠ—বাণীকণ্ঠ—ওরে ও বাণীকণ্ঠ—এসেছিস।—আমার মাথা এসেছে,—তার বয়ে গেছে! যা ভেবেছি ;—ঐ বেটাই আমায় মারবে।"

এই বলিতে বলিতে সবেগে 'কুয়ো'-তলায় উপস্থিত হইতেই বাণেশ্বর হাতে জল

ঢালিয়া দিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি দু'টো কুল্‌কুচো করিয়া—কোঁচায় মুখ মুছিতে মুছিতে—"বেটা কি কারুর উপনয়ন দিতে গেল,—অপরাহ্ন হল যে। ওরে ও বাণভট্ট,—বাণভট্ট,—" হাঁকিতে হাঁকিতে বাহির হইয়া পড়েন দেখিয়া, বাণেশ্বর চীৎকার করিয়া বলিল—"কাকে ডাকচেন বাবু ?'

কর্তা চমকিতভাবে ফিরিয়া বাণেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে হারামজাদা। চোর বেটা এলি কখন,—এত শীগ্‌গির যে। এই তেমাতানিতেই আমার মুণ্ডুপাত করেছ দেখছি। তা না ত' আর এত ডাকে উত্তর নেই—বেটা বেইমান—"

বাণেশ্বর। কি করে জানবো হুজুর যে—আমাকে ডাকচেন—

কর্তা। কাকে আর ডাকি রে হারামজাদা। জান না ব্যাটা—তুমি এ বাড়ীতে ঢুকে-অবধি আর ভগবানকেও ডাকা নেই। দিন নেই রাত নেই—"বাণলিঙ্গ আর বাণলিঙ্গ।"—

একটু মোলায়েম সুরে—"দিয়েছিস ত'—ছ'খানাই ?"

বাণেশ্বর। আপনি ব্রাহ্মণ—আপনার কাছে—

কর্তা। ওরে গর্দভ,—ব্রাহ্মণ কি আর আছি! তা হলে তোকেই বা এদ্দিন আস্তো রাখবো কেন,—আগে তোকে ভস্ম করে তবে অন্য কাজ করতুম—

আমরা আঁচাইবার জন্য উঠিয়াছিলাম। কর্তার উপাদেয় উপসংহারটুকু শুনিয়া, জয়হরি সোজা বহির্বাটীতে ছুটিল,—কারণ তাহার আর হাসিবার বা হাসি চাপিবার অবস্থা ছিল না। আমিও আর ইতস্ততঃ না করিয়া তাহারই অনুসরণ করিলাম।

১৫

হাসির জাবরকাটা আর শেষ হয় না। বত্রিশ নাড়ীতে পাক দিয়া এক একটা তরঙ্গ—গুড়্‌গুড়ে বানের মত উপর্যুপরি আসিয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কাহার মুখের দিকে তাকালেই বেগ্‌ বাড়িয়া যায়। আর একত্র থাকা যুক্তি নয়, লোকে পাগল ভাবিবে। একটু তফাত হইয়া পড়িলাম। জয়হরি আড় হইয়া ব্যথা খাইতে লাগিল।

শ্রীমান এক-রেকাবী পান লইয়া হাজির। তাহার কাছে শুনিলাম,—কাহারো অসুখ শুনিলে কর্তা এইরূপই বিচলিত হন,—বাণেশ্বরের উপর সব ঝোঁকটাই গিয়া

পড়ে। চিটি আর চাকর লইয়া তাঁহার সময় কাটে। বাণেশ্বরকে ভৎর্সনাও যত করেন—ভালও তত বাসেন। ইত্যাদি।

অদূরে দুইটি ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া শ্রীমান্ বলিল—"বেশ হয়েছে, মামা আসছেন, আপনার সঙ্গে মিলবে ভাল।"

কথাটা খোলসা হইবার পূর্বেই তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন;—নমস্কার বিনিময় হইয়া গেল।

মামাটি পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, বেশ পুষ্ট ও সবল,—মাথায় ব্রসের সযত্ন পরশ,—কেতা-দুরস্ত লোক। তাঁহার সঙ্গীটিকে দেখিয়াই চিনিলাম,—আমার বাল্য-সাথী অমর। তাহার হস্তে একটি বিলাতী বাদ্যযন্ত্র। বহুদিন পরে এই অভাবনীয় সাক্ষাতে বড়ই আনন্দ হইল! অমর কেবলই হাসে আর বলে—"অনেক কথা আছে—বলচি।"

অল্প পরিচয়েই বুঝিলাম,—মামা সেকালের বনেদী-ঘরের ছেলে। অধুনা অবস্থান্তর ঘটিয়াছে,—চাকুরী করেন। প্রকৃতি বেশ সরল। শুনিলাম—অমর ও তিনি পরস্পরের বৈবাহিক! ভাবিলাম—মন্দ নয়!—যত কুকুরে-কামড়ানো রোগী কসৌলিতে জমা হয়,—এটা কি তবে বৈবাহিক-চিকিৎসালয়! রোগটা জানা দরকার!

এই সময় শ্রীমান নীচু-গলায় আমাকে জানাইল—"মামার গলা খুব ভাল।" মাতুল বুঝিয়া লইয়া বলিলেন,—"সে আশা আর (অমরকে দেখাইয়া) ওঁর গর্ভেই দিয়েছি। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি কানের ভিতর প্রবেশ করলেই—শ্রীরাধা আকুল হতেন,—এঁর গর্ভে না পৌঁছুলে সাড়্ হয় না!"

বলিলাম—"বুঝিলাম না যে!"

মামা বলিলেন,—দুই বাল্য-সখায় সাক্ষাৎ হয়েছে—একটু নাড়াচাড়া করুন,—বুঝতে পারবেন! আমি দম্ নি।"

কথাটা জটিলতর দাঁড়াইল,—মনটা দমিয়া গেল,—অমরের মাথা কি তবে খারাপ হইয়াছে! কখনও হাসি, কখনও **indifferent** (নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব) দেখিতেছি বটে। শুনিয়াছি লোহার কারবারে বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছে, আহা—সজ্ঞানে ভোগ করিতে পারিল না!

যাহা হউক, সে বলিয়াছে—অনেক কথা আছে; শুনি কি বলে। বলিলাম—"ভায়া—চাকরি হল,—ব্যবসা হল,—এখন কি ব্যাণ্ডের (**Band**-এর) দল বানিয়েছ! যন্ত্রটা একবার বাজাও শুনি!"

অমর যন্ত্রটা কানে লাগাইয়া বলিল—"একটু বড় করে বল,—শুনতে পাই না!"

ও হরি,—বধির !—তবু ভাল। প্রহেলিকা পরিষ্কার হইল। ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠিতে লাগিলাম, "ডি-শার্পে'ও" (D-sharp) পায় না,—উদারা মুদারা শেষ করিয়া 'তারা'য় চড়িলে সাড়া পাই ! এ কসরৎ কতক্ষণ চলে ! নাড়ী পূর্ব হইতেই অবসন্ন ছিল ; অল্প কথায় সারিয়া, শুনিবার দিকটা দরাজ করাই ভাল।

জীবনে বিশেষ করিয়া—যৌবনে, অনেক তরঙ্গই আসে। কখনও ব্যায়াম, কখনও কন্‌সার্ট, কখনও থিয়েটার, কখনও লেকচার, কখনো সমাজ-সংস্কার, কখনো দেশোন্নতি, কখনো হঠযোগ,—ইত্যাদি ! আমাদের জীবনেও ইহাদের কোনটিরই অকৃপা ঘটে নাই। অমরের যৌবনটা কিন্তু একেবারেই প্রৌঢ়ত্বের রং ধরিয়া দেখা দিয়াছিল ; ওসব কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহার একমাত্র উৎসাহ ছিল অর্থোপার্জনে ;—সেই কথা ও তাহারই উপায় চিন্তা তাহাকে আনন্দ দিত। এ হাভাতেদের সঙ্গে তাই তাহার মৌখিক মিলন মাত্র ছিল। শেষ লোহার কারবার করিয়া সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাহারা কেবল উপার্জনই করে—অমর তাহাদেরই একজন। তাহার যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সে-টি মা-লক্ষ্মীকেও খড়ি পাতিয়া জানিতে হয়,—এমনি চাপা-চাল।

অমর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ আগে বলো !"

বলিলাম—অর্থাৎ হাঁকিলাম—"বেশ আছি, বয়সে ব্রাহ্মণী ক্রমশই ব্যাধিমন্দির বনিতেছেন,—নিজে বাতের সংবাদ পাইতেছি ;—বিষয়চিন্তা কোনদিনই ছিল না—আজো নাই। পুত্রসন্তান না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়রূপ হাতীর খোরাক যোগাইতে হয় না, এবং ছেলের বিবাহ ব্যপদেশে ব্রহ্মহত্যার পাতকও স্পর্শ করিবে না। বাক্স আছে চাবি নাই—বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা হয়।"

আমাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া অমর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি দেখছি সে-ই আছ, একটুকু বদলাওনি ! বেশ আছ—বেশ আছ ! তা—এতদিন যে চাকরি করলে—করলে কি ?"

বলিলাম—"চাকরি করলে যা যা করতে হয়, সবই করেছি ! মনিবের ভাল মন্দ হুকুম, নির্বিচারে আর কর্তব্যজ্ঞানে (?) পালন করেছি ; দরকার হলে মিথ্যা আটকায়নি, কারণ চাকরির চ্যাপটারে সত্যের মর্যাদা কমই,—ক্ষমাও নাই। চাকরির উপর হাড়ে হাড়ে চটেওচি,—চাকরিও করেছি, ফাঁক পেলে ফাঁকিও কম দিইনি। কেবল বড়বাবু হবার চেষ্টাটি পাইনি,—অনেকের অন্ন মারতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে শিশুহত্যাও হয়ে যায়, আর ঐ দুয়ে মিলে দুঃখিনী পত্নী ও মায়ের দীর্ঘশ্বাস আর

চোখের জল নীরবে আর নিভৃতে পড়লেও—সে ব্রহ্মাস্ত্র যে ব্যর্থ হয় এটা আমি ভাবতেই পারি না।"

"তা হলেও কেরানী জাতের মুখ হেঁট করি নাই। চল্লিশ টাকা বেতনে, ষাট টাকার সুট্ বানিয়েছি ; ভাল খেয়েছি, ভাল পরেছি, ভাল থেকেছি—অবশ্য স্ত্রী-পুরুষে। নির্ভীকের মত দেনা করেছি,—কেউ কাপুরুষ বলতে পারবে না। টাকায় তিনটে ন্যাংড়া, দেড় টাকা সের পটোল, সাতসিকের একটা ইলিশ, একটাকা পুঁজি এন্ডাওয়ালা-তোপসে, চায়ের সঙ্গে **Lady's Afternoon-biscuit** (বিস্কুট) খেয়েছি। ফার্স্ট-ক্লাস এসেন্স মেখেছি, বাউটি-ঘড়ি (**wrist watch**), সোনার চশমা পরেছি। একটা গ্রামোফোনও কিনেছি !—আর কি করতে বলো ?"—

অমর বোধহয় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এবার তাহার আর উচ্চহাস্য আসিল না ; তবু একটু মৃদুহাস্যে আমার মুখের উপর একদৃষ্টে চাহিয়া,—মাঝারি আওয়াজে বলিল—"বলি—রেখেছ কি ?"

বলিলাম—"আগেও যা ছিল,—কিঞ্চিৎ ঋণ ! তার কিছুমাত্র নষ্ট হতে দিইনি,—ঠিক তাই আছে। সম্পত্তির মধ্যে গেছে কেবল বইগুলি,—অবশ্য উইয়ের গর্ভে, আর দাঁত—কালের গর্ভে। বেড়েছে কেবল বয়স,—তা দু'জনেরি। আর হালে বেড়েছে চোতা খাতা আর টুক্‌রো কাগজ !"

এবার অমর আবার হো হো করিয়া হাসিয়া তাহার বৈবাহিককে বলিল—"ভায়ার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি—একভাবেই আছেন,—চল্লিশ'বচর আগে যা ছিলেন, ঠিক তাই। পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"বেশ আছ ; তবে কিছু টাকা,—আচ্ছা তুমি ত' কবিতা-টবিতা লিখতে, তাতে কিছু করতে পারলে না ?"

বলিলাম—"রবিঠাকুর বাজার মাটি করে রেখেছেন,—তা না হ'লে—"

অমর ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কে লোকটা,—কই নাম শুনিনি ত' ! মাড়োয়ারী ?"

বলিলাম—"পোদ্দারদের (পদ্যকারদের) কাছে শুনেছি—কব্যরী !"

অমর বলিল—"ওঃ বুঝেছি—গব্বয়দের কেউ,—না ? তাদের সঙ্গে পারবে কে ! কিসের কারবার ! একচেটে বুঝি ?"

বলিলাম—"দুনিয়ার সব সেরা রসই তাঁর একচেটে।"

অমর বলিল —"ওঃ, মদের কারবার ; ওতে মোটা লাভ হে। ওটা বরাবর আমার মাথায় আছে। আমাদের সে সময়ের সমাজ মনে পড়ে ত',—তার উপর পৈতে পরার পাপ ; তাই একটু ইতস্ততঃ ছিল। এখন হাড়ি-মুচিতে পৈতে পরে সে বালাই ঘুচিয়ে

দিয়েছে। গেল-বচর দেখি গণ্ডা-গণ্ডা গ্রাজুয়েট্,—কেউ ভট্টাচায্যি, কেউ মুখুয্যে,—আবগারী-তলায় আর্জির অঞ্জলি হাতে উমেদার, ঘাসের উপর গড়াগড়া বোসে বিড়ি খাচ্ছে! মদ, গুলি, গাঁজা—যা মেলে। আপদ যখন চুকে গেছে,—ধর্মতলার ডাকটা এবার ছেলেকে দিয়ে ডাকাবো। আর আমিও কাশী যাচ্চি, দেখি বিশ্বনাথ সেখানে কি করেন! হাঁ—মহাজনটির ঠিকানাটা কি?"

উঃ—এখনো অর্থোপার্জনের পিপাসা প্রবল,—আমার কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে,—ভালই হইয়াছে। বলিলাম—"লিখে দেব'খন!"

অমরের মাথা তখনো আবগারীর দখলে ছিল, সে বলিল—শর্মা ঝুঁক্‌লে—মদ তো মদ, ঝর্‌ঝরে গাঁজা থেকে রসের ঝরনা বেরিয়ে আসবে!"—হি হি হাস্য।

বলিলাম—"যখন লৌহ মোক্ষণ করেছ,—তোমার অসাধ্য কিছু নেই!"

শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে অমর বলিল—"লোহা থেকে যে-রস বার করেছি ভায়া,—সোমরস তার কাছে ছ্যা-ছ্যা!"

ক্রমে আমার অবস্থা তখন নাভিশ্বাসে দাঁড়াইয়াছে। একটু নীচু-সুরে মাতুলকে বলিলাম—এর চেয়ে ফুট্‌বল খেলা ভাল, তাতে তবু হাঁপ-ছাড়বার একটা হাফ্‌-টাইম আছে,—আর ত' পারি না!"

মাতুল বলিলেন—"তবে এখন থাক্‌—রাত্রে রেখে যাব'খন, দুই বাল্যবন্ধুতে বেশ কথাবার্তায় কাটাবেন!"

শুনিয়া সত্যই ভিতরে ভিতরে একটা আতঙ্ক অনুভব করিলাম! মুখে বলিলাম—"আহা, তার চেয়ে আর আনন্দ কি ছিল, কিন্তু আমি যে এই বৈকালের ট্রেনেই চল্লুম!"

সকলেই হাসিলেন, অমরও যোগ দিল।

মাতুলকে বলিলাম—"আপনার অসুখটা কি?—মাপ করবেন—দেখে ত বোধ হয়—ওজনটা কমাবার জন্যে আসা; তা হ'লে এখনো অনেক দিন দেরি। আশা করি—আসচে-বছর আসি ত' দেখা হবে।"

মাতুল হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভয় নেই, আপনার আর যেতে হবে না,—যেতে আমাকেই হবে! নিজের আমার কোন অসুখই নাই, 'বাড়ীর' জন্যই আসা। আমার কণ্ঠশ্বাস দেখে-শুনে আজ তিনি বলছিলেন,—'তুমিই যদি গেলে ত' আমার সেরে দরকার! —চল, ফিরি!"

আবার একটা হাসি পড়িয়া গেল। অমর আঁচিয়াছিল—তাহার বাহাদুরির প্রসঙ্গই চলিয়াছে। সে হাসিয়া বলিল—"ও'র কাছে কি শুনচো,—যে রস টেনেছে তার কাছে

শোনো।" এই বলিয়া লোহার ব্যবসায়ে, গত যুদ্ধের সময় সে কিরূপ ও কি পরিমাণ বুদ্ধি খরচ করিয়া লৌহরস শোষণ করিয়াছে,—বিপুল উৎসাহে তাহারই ইতিহাস আরম্ভ করিয়া দিল।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-জগতের প্রায় সব সম্পর্কই তাহার শেষ হইয়াছিল,—ছিল কেবল লোহার শব্দ, আর সংসারের বেসুরো দাবী শোনা। বাঙ্ময় জগৎই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সে-জগতে সে থাকিত না।

যাহা হউক, লৌহ-নির্য্যাস শোষণ ও সঞ্চয়ের কায়দা-কৌশল, সাহিত্যরস-লিপ্সুদের রুচিকর হইবে না; কারণ, সেটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জিনিস ও লক্ষ্মীমন্তদেরই তাহা প্রাপ্য। তাই সেটা বাদ দিলাম—তাঁদের কষ্ট দি কেন! আমাদের উপায় ছিল না—অতি কষ্টে অনেকটা সময় সেই কঠিন লৌহ-প্রসঙ্গ শুনিয়া কাটাইলাম,—রসটা বক্তারই রহিল।

বুঝিলাম—অমরের এই প্রিয়-প্রসঙ্গ কোন দিনই শেষ হইবে না, বলিলাম—"ভায়া—লোহা যে এমন সরস জিনিস, ইতঃপূর্বে তা জানা ছিল না,—ছাড়তে ইচ্ছে হচ্চে না, কিন্তু তোমার বৈবাহিকের সঙ্গে আমার নূতন সাক্ষাৎ,—তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ না করলে ভাল দেখায় না—"

অমর তাড়াতাড়ি বলিল,—"তা ঠিক—তা ঠিক, বেই 'খুব মজাদার লোক, আলাপ কর না—টের পাবে।"

তার তৃপ্ত্যর্থে বলিলাম—"কাল কিন্তু বাকিটুকু শোনাতে হবে ভাই,—"

অমর প্রফুল্ল হইয়া বলিল—"বেশ—কালই শুনো—হুঁ হুঁ, কেমন চিজ্, তা বলো।"

মাতুল মধ্যম সুরে বলিলেন—"তা ঠিক,—চিজ্ বটে,—আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ত' লোহারাম বানিয়েছেন,—আপনাকেও নির্ঘাত ইস্পাতরাম বানিয়ে ছাড়বেন।"

অমরকে বলিলাম—"তবে চল, বৈবাহিকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে একটু বেড়ানো যাক।"

অমর বলিল—"সেই ভাল—সেই ভাল!"

বাঁচিলাম;—আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

১৬

"দেখুন—আমাদের সঙ্ঘটা যখন বৈবাহিকের চতুষ্পাঠীতে দাঁড়িয়ে গেল, তখন

১, ২, দেগে মার্কা না দিলে, ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে ;—আপনাকে আমি 'মাতুলই' বোলব !"

মাতুল হাসিয়া বলিলেন—"এক-পা পেছিয়ে 'বাতুল'ও বলতে পারেন, কোন আপত্তি নেই। দিনরাত সপ্তমে সুর বেঁধে চেঁচিয়ে আর মাথার ঠিক নেই।"

কথাটা যে কতখানি সত্য, এই অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা আমার বিশেষ জানা হইয়া গিয়াছে। আমি সহানুভূতির ভূমিকা স্বরূপ বলিলাম—"সতীলক্ষ্মী বিশেষ ভয় পেয়েই বলেছেন—'তুমিই যদি গেলে, ত' আমার সেরে দরকার।' আহা, দুর্ভাগ্য মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের অন্ধকার জীবন-পথে, ওই শুভ্র সুখতারার স্নিগ্ধ জ্যোতিই একমাত্র সম্বল !"

মাতুল যেন প্রতিবাদের ইচ্ছায় আরম্ভ করিলেন—"কিন্তু—"

আমি আশ্চর্য হইয়া বাধা দিয়া বলিলাম—"ওর মধ্যে আর "কিন্তু' ঢোকাবেন না।"

মাতুল সামলাইতে গিয়া বলিলেন—"না—তা বলচি না,—তবে এইসব কঠিন রোগ —যার জন্যে স্বাস্থ্যকর স্থানের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়, তাতেও মধ্যবিত্তের মেরুদন্ড মোচ্‌কে যায় মশাই !

বলিলাম—"আপনার কথাও অস্বীকার করতে পারি না।—রোগটা কি !"

মাতুল ঈষৎ রাগমিশ্রিত দুঃখে বলিলেন—"তাই-ই যদি জানতে পাব ত' আজ এ ভোগাভোগ ভুগবে কে ! মেয়েটা একদিন বললে—'মা ত' আজ ছ-সাত বচর ভুগচেন, তুমি ত' বাবা সে খোঁজ রাখ না—মা কবে খান, কবে না-খান, —কি খান কখন খান, তাই-ই জান না !"

—"শুনলেন কথা ! এই মুক্ষু-জাত নিয়ে আমাদের সংসার করতে হয় !"

বলিলাম—"সে ত' চিরকালই হয়ে আসছে ; এখন দাঁড়িয়েছে কি ?"

মাতুল। এখন দাওয়ানী-মামলায় দাঁড়িয়ে গেছে,—জিতলে ফতুর, হারলে ফর্সা। শুনলাম আগে আগে মাথা ঘুরতো, মাথা ধোরত, বোধহয় জ্বরও হত। এখন বেশ ঘোরালো করে তুলেছেন,—বৈকালে ঘুসঘুসে জ্বর, আর মাথার ভেতর যেন হাতুড়ি পেটে ! 'ব্রহ্মচারী' দেখে শুনে আমাকেই দুষী করলেন ! বল্লেন—'এখনি কোন স্বাস্হ্যকর স্হানে নিয়ে যান, যা যা ব্যবস্হা দিলুম করবেন। এ ত' দু' এক মাসের রোগ নয়। কেবল চক্ষু বুজে সেবা নিয়েছেন ! এ দেশের আত্মসুখান্বেষী পুরুষেরাই এইসব স্ত্রীহত্যার জন্য দায়ী ;—এর কড়া আইন হওয়া উচিত।' —ইত্যাদি।

—"শুনে আমি ত' মশাই অবাক! আমারি বিপদ,—আর আমাকেই বকুনি!"

বলিলাম—"তাই ত' দেখচি,—ব্যবস্থা মন্দ নয়! আপনার বিপদ এতই সুস্পস্ট যে অন্ধেও তা দেখতে পায়,—ব্রহ্মচারী মশাই দেখতে পেলেন না! বলেন কি!—এটা তিনি বুঝলেন না—যিনি আত্মত্যাগের বা আত্মহত্যার এই দুরভিসন্ধিটা ভিতরে দাবিয়ে রেখে, বাইরে সারাজীবন কেবল স্বামীর আরাম খুঁজে স্বামীকে কাজের বার বানিয়েছেন, দুঃখ যন্ত্রণা বোগ নীরবে সহ্য করে—অকালে কি মুখে দিয়েছেন না দিয়েছেন, তা স্বামীকে দেখবার কষ্ট নিতেও বলেন নি, এত দিন এই বদমতলবটা মনে মনে পুষে, আজ ধীরে ধীরে তিনি সরে যাবার চেষ্টা করেন কোন অধিকারে! তাঁর এই অন্যায় অত্যাচারের জন্যে কি ব্রহ্মচারী মশাই আইনের আবশ্যক ভাবলেন না! মজার লোক বটে। আপনার বয়ে গেছে, আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—মাতুল!"

মাতুল এলোমেলো দু'চার কথা আরম্ভ করিতে গিয়া কোনটাই শেষ করিতে পারিলেন না; খানিকক্ষণ অগ্রসর হইতেই তাহা তাঁহার নিজের কানেই বোধহয় আলাপের মত বাজিতে লাগিল! শেষে বলিলেন—"তা কি হয় মশাই, দু'দিন না উঠলে সংসারের কল-কব্জা তেউড়ে যায়!"

বলিলাম—"তাই নাকি!"

মাতুল। তিন দিন মাথা তুলতে পারেন নি, চিঁড়ে চিবিয়ে চোয়াল ধরে যায় আর কি! একটু গরম জল জোটেনি—দাঁতগুলো কনকনিয়ে চিলে মেরে গেছে। কে গামছা-খানা দেয়, কে সাবান এনে দাঁড়ায়, কোথায় দেশালাই, কে ঠিক্‌রে খুঁজে দেয়! ক'দিন আর তেল-তামাক, পান-জরদা, লুচি-হালুয়া, ছুঁতে হয়নি! চেহারা দাঁড়িয়েছিল—ভাগ্যহীনের; কেবল কাছাটা গলায় ওঠেনি,—দ্বারস্থ পর্য্যন্ত হয়েছিলুম—চা'র জন্যে! কে বিছানা করে, কেই বা মশারি ফেলে দেয়, একদম ভেটেরাখানায় বাস,—ঘর-দ্বার যেন গোয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল!

বলিলাম—"তিনটে দিন আর চালিয়ে নিতে পারেন নি?"

মাতুল আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"আপনি বলেন কি! যাদের যা কাজ; কখন করেছি, না করবার দরকার হয়েছে!"

বলিলাম—"ঠিক বলেচেন,—আমার রাগ ত' তাই। যাঁরা এমন করে মানুষকে জানোয়ার বানিয়েছেন,—কুটোটি নাড়তে দেন না, তাঁদের উপর আবার দয়া কেন?"

মাতুল যেন কেমন বিমূঢ় বনিয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন—"এখন কি করি বলুন দিকি ?"

বলিলাম—"সাত বৎসর সমান ভাবে যা' করে এসেছেন, এখন যে তার চেয়ে কিছু বেশী করে উঠতে পারবেন, তা ত' বিশ্বাস হয় না। ঐ যে তাঁর মাথার মধ্যে হাতুড়ি পড়ে বললেন,—সেটা আপনি ছাড়া আর কেউ পেটে না। আমাদের অবহেলার অপমানই—অভিমান এনে তাঁদের নীরব করে মরণের পথে ছোটায়! শাস্ত্রে তাঁদের 'অবলা' বলা হয়েছে, —তাঁরা নিজেদের তরে কিছু বলবার জন্যে জন্মান না। প্রকাশ শক্তিহীন গরুর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে গাড়ীর প্রাণহীন-চাকাগুলো পর্যন্ত কাতর চীৎকারে প্রতিকার খোঁজে, আর সজীব স্বামী দেবতার কি এতটা উদাসীন থাকা উচিত মাতুল্? যাক্—চিন্তা করবেন না, খোঁজ-খবরটা নেবেন,—তাঁরাও মানুষ; তাহ'লেই সত্বর সেরে উঠবেন।"

কথাবার্তাটা ক্রমেই sermon-এ (ধর্মোপদেশে) ঝুঁকিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, পাল্টাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিলাম। তখন একটা বড় কম্পাউন্ড মাড়াইয়া চলিয়াছি। দেখি, তাহারই এক কোণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন অশ্বত্থ ও বট মিলিয়া একটি অন্ধকার অটবী রচনা করিয়াছে,—তলায় বড় বড় পাথর। সসম্ভ্রমে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলাম!

মাতুল যে খুব দুর্বল ধাতের ভীতু-লোক, তাহা বুঝিয়াছিলাম। তিনি শশব্যস্তে প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠাকুর মশাই ?" গম্ভীরভাবে বলিলাম—"যে-সে ঠাকুর নন,—বাবা-ঠাকুর!"

"বলেন কি মশ্যাই,—অ্যাঁ—এখানেও!" বলিয়া মাতুল দুই হাত শিথিলভাবে একত্র করিয়া—যেন একটি সুপুষ্ট কাবুলী কাম্‌রাঙ্গা কপালে ঠেকাইলেন ও ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন—অপরাধ নিওনা বাবা, বড় বিপদে পড়েছি—জানতেই পারচো, দয়া করে ভাল করে দাও; তা না হলে আমিও বে-খিদ্‌মতে মরে যাব ঠাকুর।"

মামার আবেদনটা যেমন সত্য, তেমনি আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল।

অমর কিছু বুঝিতে না পারিয়া, বিশেষ আগ্রহে দুই চক্ষু ও ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া, ঘাড়টা পশ্চাতে হেলাইয়া তাহার বৈবাহিককে প্রশ্ন করিল—"দেব্‌তা নাকি,—কোন্ দেব্‌তা ?"

মাতুল তাহার কানের কাছে ঝুঁকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"দেব্‌তা নয়—দেব্‌তার বাবা।"

"কাজ নেই বাবা, সকলকে সন্তুষ্ট রাখাই ভাল, কে কখন কি কাজে লাগে বলা যায় না।" এই বলিয়া অমরও নমস্কার করিল।

ভাবিলাম—ব্যবসা-বুদ্ধি একেই বলে; পরমহংসদেব বোধ হয় একেই বলিতেন—"পাটোয়ারী-বুদ্ধি!"

"আমারি মাথাটা খেলে,—দু'সন্ধ্যে এই পথেই আমার যাতায়াত," বলিয়া মাতুল একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক হইলেন। বুঝিলাম পূর্ব প্রসঙ্গ মাথা হইতে একদম সরিয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম—সুজলা-সুফলা দেশের এই মোলায়েম জাতটির নিরীহ ছেলেগুলি দৃঢ়তা বলিয়া কোন কিছুর ধার ধারে না, **Sentiment**-এর (খেয়ালের) উপর সাঁতার কাটে,—ডুব দিতে নারাজ।

সহসা আমার দক্ষিণ স্কন্ধে সজোরে একটা টিপুনি দিয়া অমর আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া নীচু সুরে বলিল—একটি সিদ্ধ পাঞ্জাবী গুরু পেয়েছি,—মহাপুরুষ! কি চেহারা—ওজনে দু'হন্দর তিন কোয়ার্টার,—দীর্ঘে ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি ৫ জ পাক্কা। বুঝলে—আসন ছেড়ে দেড় ফুট তিন ইঞ্চি "জ" পর্যন্ত ওঠেন। (এসব লোহা-লক্কড়ের মাপ)

বলিলাম—"বলো কি! তাহ'লে ত' বৈতরণীর পোল্ বেঁধে বসে আছে।"

অমর হাসিমুখে বলিল—"তোমার সে স্বভাব আজো যায়নি,—এতেও ঠাট্টা।"

বলিলাম—"ঠাট্টা নয় ভাই,—গুরু যা পাক্‌ড়েছ—ও মাল্ বহুৎ সৌভাগ্যে মেলে। যা শোনালে, বৈতরণীর কোথাও তাঁর ডুব-জল হবে না—হেঁটে মেরে দেবেন।"

অমর একটু বিরক্ত ভাবে বলিল—"তুমি সেই বেল্লিকই আছ, তোমার কাছে গুরুদেবের প্রসঙ্গ চলবে না। বরং তোমার কথাই শুনি, কাশীতে কাটাও—কি রকম পেলে?"

বলিলাম—"তুমি কি বলবে জানি না—আমার ভাগ্যে ভাই একটা পাঞ্জাবীজামাও জোটেনি।"

অমর বলিল—"নাঃ—তোমাকে পারলুম না! তা হোক, বহুকাল পরে পেয়ে ভারি আনন্দ হচ্চে, না বলেও থাকতে পারি না। কিছুদিন হল এখানে একজন অবধূত সন্ন্যাসী এসেছেন,—ধন্বন্তরি বললে হয়। তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে,—যাব?"

বলিলাম—"কেন, কাজ আছে না কি ?"

অমর। "বিনা মতলবে শর্মা কোথাও যান না। কানের জন্যে কবিরাজী, হাকিমী, ইউনানী, অ্যালোপাথী, জ্যোলোপাথী, ইলেক্‌ট্রো—সবই করেছি ; এখন একবার অবধূত সন্ন্যাসীর দৈব্যপাথী দেখব। তাঁদের কৃপা হলে মুহূর্তেই মার দিয়া !"

বলিলাম—"আর কেন অমর! মঙ্গলময় যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে। ছেলেরা এখন আমাদের "ওলড্-ফুল" Old fool ত' বলেই,—সেটা তোমার শুনতে হয় না ; বউমাদেরও একটু আরাম দেওয়া হয়—অসঙ্কোচে গলা সাধতে পারেন ; বিশেষ বিশেষ স্থলে—কোর্টে হলপ্ করে বলা চলে—'শুনিনি'। এসব ভগবানদত্ত সুবিধা ছাড়তে নেই।"

অমর হাসিয়া বলিল—"যা বলেছ, তবে কাছে পেয়ে দেখাটা ভাল,—এ সুবিধে ছাড়তে নেই হে।"

বলিলাম—"বেশ, রাজি আছি।"

অমর কি জানি কি ভাবিয়া মত পরিবর্তন করিল, বলিল—"তোমরা কাজ নিতে জান না, সব বিগড়ে না দাও!"

বলিলাম—"আচ্ছা, তুমিই আগে হয়ে এস।"

মাতুল যেন চট্‌কা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কোথায় ?"

বলিলাম—"সাধুর কাছে।"

মাতুল। "কান মেরামতের জন্যে বুঝি! যেন 'শিশি' নিয়ে যান।"

বলিলাম—"সাধুর কাছে শিশি কেন ?"

মাতুল। "পায়ের ধুলো দিন,—ঐ কথাই ত' আমিও বলি। আমি কি যেতে বাকি রেখেচি মশাই! মহাপুরুষ সব শুনে বল্লেন—'শিশি এনেছ!' আমি ত শুনেই বোকা মেরে গেলুম। সাধুর কাছে শিশি কি মশাই! শিশি ব্রহ্মচারী পর্যন্ত চলেছিল। সাধু একটু পায়ের ধুলো দিন, না হয় একটিপ বিভূতি ঝেড়ে অভয় দিন—'

বলিলাম—"বড় জোর তাতে একটা ফুঁ মেরে দিন—ব্যাস্।"

মাতুল। "এই ত', বলুন ত' মশাই, সেখানেও শিশি! এ কি বটকেষ্ট পালের দোকানে এসেছি,—বলুন ?"

বলিলাম—"ঠিক ত।"

১৭

কথা কহিতে কহিতে বম্‌পাস্‌ টাউনের (Bompas-town-এর) অনেকখানি অতিক্রম করিয়া ফেলা হইয়াছে। 'বম্‌পাসের' এপাশ ওপাশ দু'পাশেই বিশিষ্ট ব্যবধানে, উদ্যানসহ pompous (জাঁকালো) বিল্‌ডিং সকল বাঙ্গালীর বাহাদুরি ঘোষণা করিতেছে। বাঙ্গালার হাওয়া মাড়োয়ারী ধনেশদেরও ব্যাপ্‌টাইজ্‌ করিয়াছে; নূতন ব্রতীরা আর ধর্মশালাতেই তুষ্ট ন'ন,—বিলাস বালাখানায় ঝুঁকিয়াছেন। আরম্ভ দেখিয়া মনে হয়—অচিরে বাঙ্গালীর মতই সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিবেন!

সকল সৌধের ফটকেই কর্তাদের নামাঙ্কিত প্রস্তর বা ধাতুফলক দেখিলাম। নামের সহিত সংযুক্ত—কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, আবাস, নিবাস, নিকেতন, উদ্যান, আশ্রম, সৌধ, ধাম, ভবন, কুটীর, মন্দির, সদন, সবই পাইলাম,—পাইলাম না কেবল 'ঘর আর বাড়ী' সুতরাং সংসার-ছাড়া জিনিস। নির্মাণ-বৈচিত্র্য ও শিল্পাতিশয্য দেখিলে বিলাসের বাসা বলিতে ইচ্ছা হয়। তাহাদের মধ্যে হাঁপ ছাড়িবার হাঁসপাতালও আছে,—সাধন-কুটীর, শান্তিনিকেতনও আছে—সাধক বা শান্তিভোগীর সাক্ষাৎ মিলিল না। তবে খোস্‌খবর সর্বথা 'ওয়েল্‌-কম্‌'।

যাহা হউক, নামাঙ্কিত উক্ত ফলকগুলিতে বাঙ্গালার বড় বড় নামী জস্টিস্‌, ভকীল, ডেপুটি, ডাক্তার, ড্রগিস্ট্‌, কবিরাজ, শিক্ষক, লেখক, সম্পাদক, পাবলিসার, ব্যবসায়ী, প্রভৃতি অনেককেই পাইলাম। "হাউস্‌-অফ-লর্ড্‌স্‌" (House of Lords) বলিলেই হয়।

গোয়েন্‌কা গেটে সশস্ত্র শান্ত্রি পাহারা, নগেন্দ্র গেটে কিশোরী হস্তে কেশরঞ্জন। একটি গেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার সংশ্রবে সুকৌশলে নির্মিত একখানি (সুতরাং অদ্বিতীয়) প্রকাণ্ড পয়জার! যদি বিজ্ঞাপন হিসাবে হয়—ভাল; নচেৎ জান ও মান লইয়া সেথায় মাথা গলাইবার সাহস বোধহয় চোরের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ভাবিতে লাগিলাম—নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দুই হাজার বৎসর পরে এই সব ফলক-সাহায্যে বৌদ্ধস্তূপের বহুত কঙ্কাল আবিষ্কার করিবেন; এবং এই প্রস্তর বহুল সাঁওতাল প্রান্তরটি যে ভিক্ষু ও শ্রমণে শোভিত ছিল, তাহা নির্বিবাদে প্রমাণ হইয়া যাইবে।

বম্‌পাস্‌ টাউনের সমৃদ্ধ অংশের শেষ সীমা পর্যন্ত যাওয়া হইল। মধ্যে একটি নির্জলা পাহাড়ী নদী পড়ে,—বালুময়, কোথাও কোথাও প্রস্তর পঞ্জরমাত্র দৃশ্যমান!

শুনিলাম, একটু খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়, এবং সে জল নাকি যেমন স্বাদু তেমনি স্বাস্থ্যকর। উপরটা দেখিলে শ্রদ্ধা হয় না; নামটিও কবিদের মনে ধরিবে না, কাব্যেও অচল,—"ধাওড়া"।

স্থানে স্থানে সুন্দর উদ্যান-সংযুক্ত অট্টালিকা। ফাঁকে ফাঁকে আকাশ বাতাস আলো, মাঝে মাঝে খোলা ময়দান, অদূরে পাহাড়,—জমি বেশ খট্‌খটে। পথের দুই পার্শ্বে আম, জাম, কাঁটাল, মহুয়া প্রভৃতি ছায়াবহুল বৃক্ষের শ্রেণী;—সবই শরীর ও মনের অনুকূল, সুতরাং স্বাস্থ্যকর। এসব স্থানে যে দেহ-মন বল পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই,—যদি তাগাদা আর অনটনের চাপ বুকে-পিটে না থাকে। জল-হাওয়াটা অবশ্য স্থানের গুণ; তবে ওই যে "ভাল-লাগালাগি" সেটা বোধহয় ট্যাকসই নয়—নূতনের মোহ।

অমরকে বলিলাম—"এ স্থানটি 'কমলালয়',—তোমার ধাতে খুব সইবে। এ দেশের মাটিতে লোহা ফলে; জলেও লোহার অংশ বেশী। দিনকতক থাকলে ভীম বনে যাবে। এদেশবাসীদের দেহ আর রং লক্ষ করেছ কি?"

অমর হাসিয়া বলিল—"তুমি আর আমাকে বলবে কি, এসে পর্যন্ত ঐ কথাই মাথায় ঘুরচে। দেখি—"

বলিলাম—"যা কর নিজেই কোরো,—সস্ত্রীক নয়—"

অমর। কেন?

বলিলাম—"পুরুষে 'লোহার ভীম' হলে দুঃখু নেই, কিন্তু "ভীমা" নামের পুষ্করিণীও ভয়ংকর। 'লৌহ-কুসুম'টা আকাশ-কুসুম থাকাই ভাল।"

অমর। কোন কাজের কথাই তোমার সঙ্গে হবার যো নেই।

বলিলাম—"এবারটা থাক বন্ধু!"

মাতুল সহসা—"উঃ—এ ঘাড়ভাঙ্গা গাছগুলো কি গাছ মশাই? যেমন দেশ তার গাছও তেমনি," বলিয়া উঠিলেন।

বলিলাম—"যোজনগন্ধা,—বড় মিঠে গন্ধ।"

মাতুল বিরক্তি ও বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, হনুমানে শুঁকবে বলে শ্রীরামচন্দ্রের সৃষ্টি বুঝি! আহা, কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা বটে! দশরথের ওই ছেলেটিই মানুষের মত ছেলে ছিলেন কি না!"

বলিলাম—"হঠাৎ এ ভাব যে এল?"

মাতুল। মানুষকে ফুলের সৌরভ উপভোগ করতে হলে, আগে একখানি

এয়ারোপ্লেন্ কিনতে হয় ! ওই আপনুদে গাছের আগাটা দেখতে গিয়ে, ঘাড়টায় এমন খট্‌কা লেগে গেল ! বেশ আম জাম কাঁটাল চলছিল, কোত্থেকে মাঝখানে পাঁচপাঁচটা—কি বল্লেন—'ভোজন্‌রম্ভা' ?—হনুন্‌মানে-খেগো নাম বটে !"

শুনিয়া আমি ত অবাক। ভগবানের কাণ্ড দেখিয়া হাসি আর চাপিতে পারি না। চিরদিনই লক্ষ করিতেছি, যেখানেই যাই—আমার ভাগ্যে লোক জোটান ভাল ! চীনযাত্রায় এক চাড়ুয্যে জুটিয়াছিলেন।

হঠাৎ তিনি একদিন বলিয়া বসিলেন—"সেই গোপালকুণ্ডুর গল্পটা বলতেই হবে !" আমি ত কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না,—কোন গোপালকুণ্ডুর উল্লেখ কবে করিয়াছি। অনেক জেরা করিয়া বুঝিলাম, জাহাজ-যাত্রার প্রথম দিন অনেকের মনে অনেক ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল। সেই সময় কপালকুণ্ডলার কথাও ওঠে, এবং "কপালকুণ্ডলাই" চাড়ুয্যের কাছে "গোপালকুণ্ডু" দাঁড়াইয়াছে ! প্রাচীন শিলালিপি উদ্ধার অপেক্ষা এ কাজটি কঠিন ছিল কি না তাহার বিচার পণ্ডিতেরা করিবেন,—আমি আত্মহত্যা করিতে নারাজ।

আজ যোজনগন্ধাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে "ভোজন-রম্ভায় রূপান্তরিত করিতে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কে বড় ! চাড়ুয্যে না মাতুল !"

বলিলাম—"কেন মাতুল,—গাছের ওপর এত গরম হলেন কেন ?"

মাতুল ম্লানমুখে বলিলেন—"কি কুক্ষণেই যাত্রা করেছিলাম,—গলাটা ত' যেতেই বসেছিল,—এঁরা একেবারে গরদান্ নিলেন ! আপদ চুকে গেল—"

বুঝিলাম, মাতুলের ঘাড়ে মক্ষম্ লাগিয়াছে !

তিনি নিজেই বলিয়া চলিলেন—"এ সব কি গাছ, না মানুষমারা কল ! এখানে একটা **Health officer**-ও নেই ! এর জড় মেরে দেওয়া উচিত।"

মাতুলের বেশ তোয়াজের শরীর,—দেখিয়াই সেটা বুঝিয়াছিলাম। দেহের উপর ষোলআনা দৃষ্টি রাখেন, তাই পরিবারের অসুখটা বড়ই ভাবনার কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, বলিলাম—"এটা যে **Nonregulated** পরগনা—আইনের বড় একটা আঁট নেই।"

মাতুল। তা বুঝতে পেরেছি,—তা না ত' আর এইসব তাড়কার মত সৃষ্টি-ছাড়া গাছ খাড়া করে রেখেছে! রাখতে হয়—আধখানা করে বাদ দে না বাবা ;—আর রাখাই বা কেন! এ কি একটা জায়গা মশাই,—পছন্দ দেখুন না,—যা পেয়েছে পুঁতেই চলেছে! বাংলা দেশের মত দেশ আছে মশাই,—সব পদ্ধতি-দুরস্ত।—

এই রায়েদের শিব-মন্দির, গায়েই বিলেতী কেষ্টচুড়ো, পরেই আমলকী, তার পর কদম,—পাশেই কামিনী-বষ্টুমী বেগুনী ভাজচে, ধারেই নিমগাছ তার পর বকুল ;—তলাতেই পলটুর পানের দোকান ;—এক দোনা নিন—জরদা আর পানের বোঁটায় চুন চাইতে হয় না। তার পর গলিতে পা দিয়েই—ফুস্ করে বাড়ী ঢুকে পড়ুন,—হাস্না-হেনা ভর্-ভর্ করে গন্ধ ছড়াচ্ছে ;—বলুন ?

বলিলাম—"আহা, কি শুনালে মামা! ও-ছেড়ে স্বর্গও চাই না।" এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিলাম ঃ—

"নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি !
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি !
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব-ঘন আম্র-কানন, রাখালের খেলা-গেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
* * * দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজ গ্রামে।
কুমারের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে !
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে।"

মাতুলের আর অধিক শুনিবার সহিষ্ণুতা রহিল না, চোখমুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"ইয়া ঈশ্বরগুপ্ত না হলে এ কথা আর কে বলে, —কেমন, তিনিই ত' ?"

বলিলাম "আর কার সাধ্য !"

মাতুল। হুঁ, হুঁ, আর একবার বলুন ত' !

আবার আবৃত্তি করিলাম। শুনিয়া বিমুগ্ধ মাতুল বলিলেন—"সে-সব কবি আর জন্মাবে না !"

বলিলাম—"রামঃ—আর জন্মায় !"

মাতুলটি আগেকার বনেদী-বংশাবতংস, তাই পুরাতনের মত পক্ষপাতী। এ-সব ভুলচুক ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করা ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই।

কথায় কথায় কাস্‌টেয়ার টাউনের (**Carstair town**-এর) কেজোপটীতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। অনবরত ঢং ঢং শব্দে অস্থির করিয়া দিল।

অমর আমার হাত ধরিয়া সেই দিকেই টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল—"দেখবে এস,

এখানকার পেটা-লোহার জিনিস প্রসিদ্ধ। এরা লোহা পিটে পিটে বড় বড় কড়া, পরাত, কলসী, চাটু প্রভৃতি কি সুন্দর ত'য়ের করে ; কিনলে সাত-পুরুষ কেটে যায় ; এ ঢালায়ের জিনিস নয় যে, পড়লেই পাঁচ টুকরো ! সস্তাও বেশ।"

দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম বটে। আধ মোণ লোহার তাল হাতের জোরে টিপিয়া বড় বড় কটাহ বা পরাতে পরিণত করা, অর্থাৎ হাজার লোকের খোরাকের খপ্পোর বানানো, অসুরের শক্তিসাপেক্ষ। ছোট বড় সব সাইজ্ই পাওয়া যায়। কিন্তু যে কারণে খদ্দর ভদ্দর বাঙ্গালীর কাছে আজও কদর পায় নাই, ইহারাও সেই কারণেই অভদ্রের কোটায় পড়িয়া আছে ; যেহেতু সৌখীন সৌষ্ঠবের নহে ও ভারি,—তাই বাবুদের বাড়ী প্রবেশ নিষেধ। অন্যান্য প্রদেশে ইহাদের আদর যথেষ্ট, বিশেষ করিয়া ধনী রহিস্‌দের বাড়ী।

অমর বাবু নয়, সে একখানা মাঝারি কড়া কিনিয়া ফেলিল। কন্যাপক্ষ চিরদিনই অধমর্ণ, মাতুল তাই তাড়াতাড়ি সেখানি বহন করিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। অমর দিল না।

আমার পরাত লইবার বরাত নয়, মাটির সরায় শেষ দিন কয়টা সরাইয়া দিতে পারিব। আমি ভাবিতে লাগিলাম এই কর্মকারদের ভীম-শ্রমের কথা। এই শীতের দিনে, ঘর্মাক্ত কলেবরে উদয়াস্ত এই পেটাপিটির পর—'আধ-পেটা'য় সংসার-পালন !

কিছুক্ষণ পূর্বে একটি বাগিচায় ইঁদারা-খনন-কার্য দেখিয়া আসিয়াছি। মাটি কাটিয়া নয়,—পাথর কাটিয়া। তিন হাত মৃত্তিকা খননের পরই—পাষাণ-পিট্ দেখা দিয়াছে। ইহারই অন্ততঃ ৩০ ফিট্ কাটিতে হইবে। এক বৎসরে প্রায় পাঁচ ফিটে পেঁছান হইয়াছে। কাজ হাড়ভাঙ্গা, পাওনা আধপেটা।

ভারতে ইতর-সাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ গরীব শ্রমিকদের মধ্যে পাপের ভয়, ভগবানের নির্ভর, ইজ্জৎ-জ্ঞান এবং সংসার আছে,—তাই ইহাদের জেলের বাহিরে দেখিতে পাই।

মাতুল বলিয়া উঠিলেন—"ও-মশাই, এখানেও যে 'মেডিকেল্ হল্' হোমিওপ্যাথ, বৈদ্য, সবই বিদ্যমান ! তবে আর আমাদের কল্‌কেতা কসুরটা করলে কি ! গেরোয় টেনে এনেছে দেখচি,—বালা জোড়াটা যাবে কি না !"

বলিলাম—"অসুখবিসুখ আর কোথায় নেই মাতুল ; তবে এসব স্বাস্থ্যকর স্থান—এখানে কম। 'ঘদি'র উপায়ও ত' রাখতে হয় !"

মাতুল বলিলেন—"কি বলচেন মশাই, এঁরা ত' আর এখানে দল বেঁধে আর ঘর

বেঁধে, উপোস করতে আসেন নি। এই কি 'যদি'র আয়োজন! আবার "রাজ-বৈদ্য'টা কি মশাই? যেমন যক্ষ্মা—রাজ-যক্ষ্মা, মক্কা—পাটনেয়ে-মক্কা?"

বলিলাম—"রাজ-বৈদ্য" নামটি বোধ করি গৌরবাত্মক, অর্থাৎ—বৈদ্যের মধ্যে ওঁরা বোধহয় M. D. (London) রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কে নামে মাত্র। বুকে-পিঠে রাজ-বৈদ্য দেখচি,—এত রাজা-ই বা কোথায়?

মাতুল আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"আপনি বলেন কি মশাই, খবরের কাগজ দেখেন না বুঝি। 'বাণিজ্য-নিপাত' সমাচার আমি আজ বিশ বৎসর পেয়ে আসচি, এবং স্বচক্ষে দেখেও আসছি। তাতে দেখেছি—গরীবেরা বেশ নিয়মিত ভাবে মরচে আর কমচে; আর রাজা মহারাজা বচরে দু'তিন বার জন্মাচ্চেন। এ হারে জন্মালে, দিনকতক পরে এই গরীবের দেশটা—রাজার দেশে দাঁড়িয়ে যাবে; সঙ্গে সঙ্গে সব দুঃখের অবসান! এখন থেকে রাজ-বৈদ্য ত'য়ের না থাকলে—তখন 'ম্যাও' ধরবে কে?"

বলিলাম—"আপনার অনুমান অকাট্য বটে। মাথাটি মালগুদাম—"

কথা শেষ হইবার পূর্বেই মাতুল ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"একটু দাঁড়ান—এক-পো রাবড়ী নিয়ে নি। এই দোকানটা দেখে রাখুন—তোফা ত'য়ের করে।"

অন্য চর্চার সুযোগ হইল না, ভিন্ন পথে যে যাহার বাসায় ফিরিতে হইল। অমরকে বলিলাম—"সকালে আসচো ত'?"

মাতুল বলিলেন—"ভাববেন না—আমি নিজেই পেঁছে দেব।"

১৮

শ্রীমান অর্ধপথেই "কাজ আছে" বলিয়া জয়হরি সহ ফিরিয়াছিল। পেঁছিয়া দেখি—জয়হরি খুব মনোযোগের সহিত এককাঁসী লঙ্কা-ফোড়ন দেওয়া কড়াইশুঁটি ভাজা চর্বণ করিতেছে। আমি উপস্থিত হইতেই শ্রীমানের দিকে চাহিয়া, খুব উৎসাহের সহিত বলিল—"এইবার সব এনে ফেলুন!"

অর্থ-টা অচিরে আত্মপ্রকাশ করিল,—কড়াইশুঁটি-ভাজা, কচুরী, পান্তুয়া আর চা উপস্থিত হইল।

জয়হরি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—"আপনি না থাকায় এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয়েছে।"

অর্থাৎ 'তাঁর চুপ করে না থাকাটা' এইবার আরম্ভ হইবে।

চা'য়ের অনুরোধে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া যোগ দিলাম। দেখি দোরের কাছে সেই পলাতক কুকুরটা উঁকি মারিতেছে।

শ্রীমানকে বলিলাম—"এই যে—ও এল কখন ?"

শ্রীমান বলিল—"ওর ডাক শুনতে পেয়েই ত' ফিরেছিলুম। দেখি, ধাওড়া নদীর ধারে কেঁদে কেঁদে ফিরচে।"

বলিলাম—"আজকের ব্যবস্থা কি করবে ? নয় এটি নয় ওটি, একটিকে ধর্মশালায় পাঠান চাই।"

শ্রীমান হাসিয়া বলিল—"বাবা বলেচেন—তাঁর ঘরেই থাকবে।"

জয়হরি এ প্রসঙ্গে কর্ণপাতও করিল না—"উঃ—আস্তো একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছি" বলিয়া দুইটা পান্তুয়া একত্রেই গালে ফেলিল।

আহারের আয়োজন পর্দায় পর্দায় প্রমোসন্ পাইতে বা চড়িতে লাগিল। বিপ্রদাস বাবুর "পাকপ্রণালী" প্যাঁটরা ছাড়িয়া পাকশালায় পেঁাছিয়া পরিপাকের পথ মারবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। রাত্রে ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা,—একত্র-সংমিশ্রণে আলু কপি কড়াইশুঁটি ভাজা, গলদা-চিংড়ির কালিয়া, রোহিতের কোর্মা, পাঁপর প্রভৃতি ; এবং কমলা ও বাতাবির রস-কোষ সম্মিলনে—শ্বেত-পাথরের রেকাবী আলো-করা চাট্নি ; কাগজিলেবুর রস-সিক্ত লবণ-সংযুক্ত আদার সূত্রবৎ ফালি ; খেজুরে-গুড়ের সুজির পায়স, হালুয়া, রসগোল্লা, ইত্যাদি।

দেখি ভিতরটা নিরেট হইয়া গিয়াছে ;—সিগারেটের ধূম টাগরার ওপারে প্রবেশ-পথ পায় না। যাক্, ওটা তেমন মারাত্মক নয় ; এখন নিদ্রার প্রয়োজন, কিন্তু শিয়রে শত্রু।

শ্রীমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"নিকটে ভাল ডাক্তার আছেন কি ?"

শ্রীমান উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন—ডাক্তার কেন ?"

বলিলাম—"তা হলে একটা "মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌সন্" নিয়ে শুই। ভগবান কুকুরটার ত' কিনারা করে দিলেন, এখন—"

শ্রীমান কেবল হাসে। একের বিপদে অন্যের যে কি করিয়া হাসি আসে, তাহা বুঝিতে পারি না।

জয়হরি আশ্বাস দিয়া বলিল—"আজ অসাড়ে ঘুম হবে মশাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কার ?"

জয়হরি বেশ সহজভাবেই বলিল, তাহার নিজের !

বলিলাম—"সে সম্বন্ধে ত' কাহারো সন্দেহ উপস্থিত হয় নি। গত রাত্রে নিদ্রাটা কি তবে ভাল হয় নাই ?"

জয়হরি বলিল—"তা আমি ত' বুঝতে পারি নি ; বলচেন—'নাক ডেকেছিল' ; আজ আর তার ফাঁক নেই, তাই বলচি।"

হাসিবার কথা হইলেও, আমি কিন্তু শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম ; কারণ নিদ্রা সম্বন্ধে জয়হরির জানাশোনা অধিক কথাই সম্ভব।

যাহা হউক,—কাজে,—আসার অর্ধেক ফলও পাই নাই। স্মরণ আছে, এগার বার শেষ একটা পর্যন্ত বাজিতে শুনিয়াছিলাম। তাহার পর একটা অশ্রুতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। নাসিকাধ্বনির একটা দম্‌কা ধাক্কা মোটরের বিকট ওয়ার্নিং-এর (**warning**-এর) মত সহসা ধ্বনিয়া উঠিবার পরক্ষণেই জয়হরি জাগ্রতের মতই জোর গলায় বলিয়া উঠিল—"কে ডাকে ?"

বুঝিলাম, তাহারই নাকের আওয়াজটা তাহার নিজের কানে ঢুকিয়া এই বিভ্রম ঘটাইয়াছে। বলিলাম—"কেউ নয়। তুমি ঘুমোও।" বলাটা অবশ্য বাহুল্য ছিল।

অবাক হইয়া অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ এই অভিনব ব্যাপারটা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১৯

সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বেই একপশলা বৃষ্টি হইয়া গেল,—উঠিয়া পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি—সদ্যস্নাত প্রকৃতি যেন পত্র-পুষ্প-দূর্বাদির ডালা সাজাইয়া অরুণ-পূজার জন্য প্রস্তুত ! মৃদুমন্দ সমীরণ-সংঘাতে শাখা-পল্লব ব্যজনারম্ভ করিয়াছে,—পাখীদের কণ্ঠে আবাহন-গীতি। কি সুন্দর স্বচ্ছ প্রভাত !

সহসা একটি দোয়েলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চাহিয়া দেখি, অব্যবহার্য খেতাবের মত মিথ্যা অনেকটা জায়গা-যোড়া বাড়ীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণটির দূরপ্রান্তে, একটি কুলগাছে বসিয়া সে তাহার শ্রেষ্ঠ সম্বল ভগবানকে নিবেদন করিতেছে।

বিষয়ী লোক মাত্রেই "আয়" রাখিয়া কাজ করেন। কাবুলীরা কতটা বিষয়ী তাহা জানি না ; তাহারাও দেখি, পাঁচগজের পরিবর্তে—পঞ্চাশ গজের পাজামা বানায় ! এ বাড়ীটির নির্মাতাও সে সম্বন্ধে ভুল করেন নাই—খুব সজাগ ছিলেন। উঠানটি চার-

পাঁচ কাঠার কম হইবে না,—প্রাচীর দিয়া আঁটা। তিনটি কুলগাছ তাহার প্রায় অর্ধেকটা অধিকার করিয়াছে। এতবড় কুলগাছ ও তাহাতে কুলের এত প্রাচুর্য, বাস্তবিকই দর্শনীয় দৃশ্য! মাঘ মাসের পরিণত-বয়স্ক সুপুষ্ট সদ্য-ধৌত অসংখ্য কুলের উপর প্রাতঃকালের স্নিগ্ধোজ্জ্বল সূর্যরশ্মির পালিস এক বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। নীচে আশে-পাশে সবুজ লাল হলদে ফলে—দলে দলে লঙ্কাগাছ হাজির। এই সামান্য সম্বলেই তাহারা অনেক পাখী জড় করিয়া ফেলিয়াছে ও তাহাদের গান শুনিতেছে। আমিও তাহা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ নজরে পড়িল—বাড়ীটির আগম-নির্গমের পাঁচটি পথ! মানে কি? কোন অজানা তান্তিয়া-ভীল থাকিতেন না ত'? বাড়ীটি পুরাতনও বটে!

আমার সৌন্দর্য উপভোগের আরামটা সহসা সরিয়া গেল। কালধর্ম বেশ মনে হইল—'নজরের' জিনিস নয় ত'—সঙ্গে আবার ছ'ফুট্ ছন্দের জয়হরি!

অন্যমনস্ক হইয়া ইতিকর্তব্য ভাবিতেছি, এমন সময় কর্তার আওয়াজ পাইলাম, তিনি বলিতেছেন,—"এত ভোরে উঠে পড়েছেন যে,—ঘুম হয় নি বুঝি?"

বলিলাম—"না, ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নিয়েছি, ওইতেই আমার যথেষ্ট হয়। এখানকার প্রভাত বড় মনোরম, না উঠলে সেটা জানতেই পারতুম না। বাল্যকালে কুলগাছের সঙ্গে কম পরিচয় ছিল না, কিন্তু তার যে এত সৌন্দর্য, তখন সেটা লক্ষই করি নি। শুনেছি, কাশীধামে সকল তীর্থ-ই বর্তমান, বৈদ্যনাথধামেও এইটি বোধ হয় "বদরিকাশ্রম"। ধন্য আপনি ও আপনার ভাগ্য!"

তিনি বলিলেন,—"ধন্য বই কি! তবে বৈকালে দেখলে আপনাকে ঐ 'বোধ হয়', টুকু বাদ দিতে হবে, তখন আর সন্দেহ থাকবে না। সেই জন্যেই ত' এ বাড়ীর ওপর সকলের এত টান।"

বলিলাম,—"অলৌকিক কিছু আছে না কি।"

তিনি বলিলেন, "আমি ত' অলৌকিকই ভাবি। বিশ্বাসই ধর্মের মূল,—আপনি কি ভাববেন জানি না। আপনি ত' জানেন—ফিট্, অজীর্ণ, আর অম্বল—এই তিন সম্বলে বাঙ্গালীর সংসার। সোনার গহনা আর সোনালী-মোড়া জরদা সংযোগে —"সোনার সংসার"ও বলতে পারেন। পূর্বেই বলেছি—অম্বলে বড়ই কাতর থাকেন। আহারান্তেই ও রোগটার বৃদ্ধি। তখন কুলতলায় মাদুর পেতে 'হত্যা' দেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফললাভ! ফল—আকাশপথে টুপটাপ্ চলে আসে। ভুগে-ভুগে লোক রোজা হয়ে দাঁড়ায়;—অনুপান ও'দের জানাই আছে—লবণ সঙ্গেই থাকে, আর হাত বাড়ালেই

লঙ্কা। শাস্ত্রীয় সংখ্যা—১০৮ পুরো হলেই বেশ.চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। আশ্চর্য মহিমা, —অলৌকিক নয় কি?"

বলিলাম,—"নিশ্চয়ই, হিঁদুর সাধ্য কি যে সন্দেহ করে! আচ্ছা,—আর একটা জিনিস্ চোখে পোড়ল, সেটাও ঠিক বুঝতে পারি নি। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষই দেখেছি, আর পঞ্চানন—পঞ্চপাণ্ডব এঁরা ছিলেন শুনেছি, এমন পঞ্চমুখী বাড়ী ত' কখন দেখি নি! এতেও অলৌকিক কিছু আছে না কি!"

কর্তা হাসিয়া বলিলেন,—"একটু আছে বইকি! সংক্ষেপেই বলি,—আগে সদর আর খিড়কী মাত্রই ছিল। এক ভদ্রলোক ভাড়াটে এই বাড়ীতে কিছু দিন থাকেন। তাঁর ছিল দুই বিবাহ,—দুই স্ত্রীই সঙ্গে ছিলেন। তাই সুখ-শান্তির আতিশয্যে তিনি আত্মরক্ষার্থেই আর তিনটি দোর নিজের ব্যয়েই বানান। শান্তির চরম অবস্থার তাড়সে, —যে ফাঁকটা সামনে পেতেন সেইটে দিয়েই ছুটে পালাতেন। শুনতে পাই, কারো কারো কাছে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন,—কোন জিনিসই নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয় মশাই; এত' ভাবি এ বাড়ীতে আর ঢুকব না,—ঘণ্টাতিনেক পথে পথে ঘুরে, শেষে দেখি, একটা না একটা দোর দিয়ে এই শান্তি-কুটীরেই ঢুকে পড়েছি! পৃথিবীটে গোল হয়েই যত গোল বাঁধিয়েছে!"

বলিলাম,—"ভাগ্যে বুদ্ধদেব এটা দেখতে পাননি, তা হলে বোধহয় দেহত্যাগই করে বসতেন। যা হ'ক, বাঙ্গলার ইতিহাসের এইরূপ কত খাঁটি উপকরণই এখনো অনাবিষ্কৃত অবস্থায়, কত স্থানেই আত্মগোপন করে রয়েছে। শক্তিমান সরকার মশাই মোগল-পাঠান নিয়েই রইলেন,—ঘর সামলায় কে?"

জয়হরির চীৎকারে প্রসঙ্গটা থামিয়া গেল। সে বৃষ্টির সংবাদ রাখে নাই, উঠিয়াই আশ্চর্য হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে,--"একবার দেখুন মশাই—কী হিমটাই পড়েছে!—রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। এসব দেশ স্বাস্থ্যকর হবে না।—দেখুন না, এর মধ্যেই বেশ চন্‌চনে—" (বলিতে বলিতে দুইবার পেট্ চাপড়াইয়াই কর্তাকে দেখিতে পাইয়া সলজ্জ হাস্যে থামিয়া পড়িল।)

কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আমি ত' তা-ই চাই; আপনারা মুখ-হাত ধুতে ধুতে চা আর হালুয়া হয়ে যাচ্চে।"

আমি বিরক্তিটা সামলাইয়া বলিলাম,—"ক'দিন এসেছি—এখনো বৈদ্যনাথ দর্শন করি নি; আজ শুক্রবার—বাবাকে দর্শন করবার প্রশস্ত দিন, শীগ্‌গির কাজ সেরে চলো, দর্শন করে আসি—"

জয়হরি রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, সেই ভাল,—ঐ ধোঁওয়া দেখা দিয়ে দিয়েছে—কতক্ষণই বা লাগবে,—চা আর হালুয়া বই ত' নয়—"

কর্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"একটু দেরি করলে খানকতক গরম গরম ডালপুরি হয়ে যেতে পারে, ডাল ভিজানোই আছে, বেঁটে নিতে যা' দেরি,—কি বল ?"

"ভিজানো থাকলে আর কতক্ষণ—" বলিয়া জয়হরি উৎফুল্ল নেত্রে আমার দিকে তাকাইল ।

সে অবস্থায় মানুষকে হতাশ বা ক্ষুণ্ণ করবার সাজা নিজেকেই ভোগ করিতে হয়, এবং সে মন লইয়া দেবদর্শন করা অপেক্ষা না-করাই ভাল,—এই ভাবিয়া সহজভাবেই তাহাকে বলিলাম,—"আমার কোন আপত্তিই ছিল না, কিন্তু এত বড় পীঠস্থানে এসে কেন আর অনিয়মটা করা ! সব প্রস্তুতই থাকবে, দর্শন করে এসে খেলে দেখবে কত বেশী তৃপ্তি হয় । এক পো পথও নয়, রাস্তায় পা দিলেই মন্দির দেখা যায় ;—ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ফিরে আসা যাবে ।"

বাধাটা সে আশাই করে নাই, তাই একটু অবাক হইয়া শেষে বলিল,—"তা আচ্ছা—তবে—, কিন্তু ঐ যে বললেন—'এক-পো পথও নয়,' আর তার কারণ দেখালেন, "পথে পা দিলেই মন্দির দেখা যায়",—ওটা আপনার চোখ দিয়ে মাপা "পো" ; কিন্তু চোখ দিয়ে ত' হাঁটা চলবে না । পাহাড়ী জায়গায় অমন দেখায় ; তার মাপ কিন্তু আলাদা । আপনাকে কখনও কুকুরে কামড়ায়নি বুঝি ? আমাকে মশাই সরকারদের বেঁড়ে তেড়ে এসে কামড়ে দু'টি সুবিধে করে দিছল । বাড়ীসুদ্ধ সবাই সেধে সেধে ঘি খেতে দিত,—লুচি হালুয়া তিন চারবার পেতুম । এখন একবারও কেউ পোছে না ;—বেঁড়েটাও মরে গেছে । তার পর সরকারের পয়সায় কসৌলী গিয়ে পাহাড়ী মাপ্ শেখাও হল । দেখতুম, সিমলের পাহাড়ে ইলেকট্রিক্ আলো জ্বলছে ; বোধ হত যেন ও-পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ী—বড় জোর দশ মিনিটের পথ । পরে জানলুম—হেঁটে পেঁছুতে পাহাড়ীদেরও পুরো দু'দিন লাগে । যাক্—বেঁড়ে বেঁচে থাকলে আপনিও দেখে আসতে পারতেন—তা চলুন, একটা লণ্ঠান্ কিন্তু নেওয়া চাই ।"

ভাবিলাম, জয়হরি বুঝি রহস্য করিতেছে । কিন্তু গৃহস্বামীর দিকে চাহিয়া সে যখন বলিল,—'ফেউয়ের ডাক যদি শুনতে পান ত' ডালপুরিগুলো আর মিচে রাখবেন না,—খেয়ে ফেলবেন", তখন তাহার মুখের কাতর ভাব দেখিয়া আর সে সন্দেহের অবকাশ রহিল না । বোধ হইল সত্যই তাহাকে যেন 'দুর্গা' বলিয়া ঝুলিয়া পড়িবার

পথে টানা হইতেছে। মনে মনে দেব-দর্শনের আশা ত্যাগ করিলাম—ভাবিলাম—দেবতা অন্তর্যামী!—তিনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা জানিতে পরিতেছেন।

কর্তা কিন্তু জয়হরির ডালপুরির সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা শুনিয়া হাসি চাপিতে পারিলেন না। তিনি খুব হিসেবী লোক,—উকীলের আবাহাওয়ায় তাঁর বাস,—জয়হরিকে যথেষ্ট আশ্বাস ও অভয় দিয়া, এবং আমার অবস্থাটাও অনুমান করিয়া লইয়া, দু'দিক রক্ষা হয় এমন একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন।

আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবার আশ্বাস ইতিপূর্বে জয়হরিকে দিয়াছিলাম। তিনি সেই সূত্র টানিয়া একটু লম্বা করিয়া বলিলেন—"জয়হরিবাবু এক ঘণ্টার স্থলে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত দেব-দর্শনার্থ দিতে পারেন। দেড় ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইলে তিনি যেখানেই থাকুন, অসঙ্কোচে সরাসর বাসায় ফিরিয়া আসিবেন, তখন কিন্তু আপনার কোন কথা চলিবে না।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঢালা সম্মতি দিলাম, এবং মিনিট পনরো মধ্যে প্রস্তুত হইয়া নগ্ন-পদে 'শ্রীদুর্গা' বলিলাম।

শ্রীমান স্ব-ইচ্ছায় সঙ্গী হইল—যেহেতু আমাদের কিছুই জানা-শুনা নাই, পাণ্ডারা নানা প্রকার বাজে (item) 'বাবু' ? উল্লেখ করিয়া পয়সা ঠকাইয়া লইবে। শ্রীমান বাজের যেমন বিরোধী, ঠকিতেও তেমনি নারাজ।

২০

তখন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এ রাস্তাটি দেওঘরের বায়ু-সেবনার্থীদের জন্য নয়; ইহার দুইধারই দোকান আর মোকাম দিয়া আঁটা, বাতাস বাধা পায়—সুতরাং স্বাস্থ্য শিকারিব বেকাম। দৃশ্যটাও romantic—রম্য নয়।

কাপড়, জামা, বাসন, আসন, ছড়ি, ঘড়ি, ছাতা, চুড়ি, চশমা, সোডা, লিমনু, পান, বিড়ি, সিগার, এসেন্স, সোপ, সুগন্ধী, মনিহারের বিবিধ বিলাস-সম্ভার; আবার রাবড়ী, লাড্ডু, দধি, পেঁড়া—ইত্যাদি ইত্যাদির সমাবেশ। উপরন্তু—চায়ের দোকান;—অলমতি বিস্তরেন। কাশীর দশাশ্বমেধ হইতে বিশ্বনাথের গলির খস্ড়া বা rough sketch বলা চলে।

যাক,—খুঁটিনাটি চলিবে না, বেশী সময় নাই;—ডালপুরির প্যায়দার মত পিছু

লইয়াছে ও তাড়া দিতেছে। ঘড়ি জয়হরির দখলে, কেবল কোন একটি অনিশ্চিত আশঙ্কায়, তাহার অজ্ঞাতে ঘড়ির চাবিটি বাসায় রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীমান আমাদের গাইড্-রূপে এটা ওটা দেখাইতে দেখাইতে চলিয়াছিল। খুব উৎসাহের সহিত কয়েকটি মনিহারীর দোকান দেখাইয়া বলিল,—"এসব বাঙ্গালীর।"

ভদ্র বাঙ্গালী যুবকদের মনিহারী দোকান করাটা ধাতে সয় ভাল; কারণ, তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের বালাই নাই বলিলেই হয়; দোকান সাজানো আর নিজে সাজা দুই-ই চলে;—নাড়াচাড়া কেবল—ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে সুগন্ধী আর শৌখিন জিনিস। খরচের মধ্যে—মিষ্ট কথা আর হাসি মুখ, বড় জোর সিগারেট্ সেবন। খাতায় আঁক পাড়িতে হয় না।

এ ছাড়া এখানে বাঙ্গালীর আরো ব্যবসা আছে,—গোলাপবাগ (Rosary), মেডিকেল-হল্, ডিস্‌পেন্‌সারি, Newspaper Agency। ইহার কোনটিতেই কাহাকেও কৌলীন্য খোয়াইতে হয় না। আমদানী, রপ্তানীর কাজ যথানিয়ম মাড়োয়ারীরাই করিতেছেন।

শ্রীমান বলিলেন—"এক পয়সার বাতাসা, এক পয়সার ফুল আর দু'জনে দু'পয়সা দক্ষিণা দিলেই হবে,—'রেট্' খারাপ করবেন না।"

বুঝিলাম—সঙ্গে খুব কড়া হাকিম; অপরাধের জন্য রাস্তা রাখা চাই! বলিলাম—"ও সম্বন্ধে আর কথা আছে,—দেবতার স্থানে রেট্ খারাপ! তবে, দেশের অশিক্ষিত মেয়েদের মুখ্‌খুমী এড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে,—তাঁদের মান্‌সিকগুলোই মুশকিল বাধায়;—আবার দেবতারাও নাকি অন্তর্যামী। সুতরাং…"

শ্রীমান অসময়ে সাবধান করেন নাই, সম্মুখেই দেখি—মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশের সু-উচ্চ সিংহদ্বার,—চারিদিকে প্রস্তর-প্রাকার। দেখিলেই একটা বড় কিছুর আভাস দেয়! প্রবেশ করিতেই—সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ দর্শনে প্রাণে একটা স্বস্তি অনুভব করিলাম।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, দেবতাকে তাঁহার বিশ্ব হইতে বে-দখল করিয়া এক নিভৃত প্রান্তে কোণঠাসা করিয়া রাখা হইয়াছে! সেটা যেন,—ছেলেদের সর্বস্ব উইল করিয়া দিবার পর, বিরক্তিকর দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বাপের অন্যায় বাঁচিয়া থাকার সাজা-ভোগ! যাহা হউক, এখানে তেমন কোন স্থান-কুণ্ঠার বাধা বা আঘাত না থাকায়, বিমুক্ত প্রাঙ্গণে যেন একটা আনন্দের মুক্ত বাতাস গায়ে লাগিল।

মধ্যস্থলে—উন্নতচূড় বাবা বৈদ্যনাথের মন্দির। প্রাকারগাত্রে অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিষ্ঠান। সোম-শুক্রে যাত্রী-সমাগম ও ভক্তের ভিড় বেশী হয়,—আজ শুক্রবার।

কিন্তু বহিঃপ্রাঙ্গণ এত বড় যে, কাহারো কোন অসুবিধার কারণ নাই,—সকলেই বেশ স্বচ্ছন্দ।

নন্দকিশোর পাণ্ডাকে বহু অনুসন্ধানেও না পাইয়া মনটা বিমর্ষ হইয়া গেল। অপেক্ষা করাও অসম্ভব,—জয়হরি দেব-দর্শন বর্জন করিয়া অনায়াসে ডালপুরি চর্বণ শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে। কাজেই শ্রীমানের পরিচিত এক পাণ্ডার শরণ লওয়া গেল। তিনি সন্নিকটস্থ বারাণ্ডায় একজনের নিকট আমাদের উপস্থিত করিয়া দিয়া বলিলেন—"কি কি জল বাবার জন্যে চাই লিয়ে লিন্।"

জলাধিপটি বেশ স্থূলকায় বলিলেও অসঙ্গত হয় না। তিনি যেন শরীরের সুস্পষ্ট বিপুলতা প্রমাণ করিবার জন্য নিজের চতুর্দিকে—বড়, ছোট, খুদে, শিশি—শিশিকা, এমন কি শিশির-কণিকা, অণুকা, রেণুকা, পর্যন্ত সাজাইয়া বিরাজ করিতেছিলেন।

ভাবিলাম—বাবাকে বোধ হয় গোলাপ জল ও সুগন্ধী আতর প্রভৃতি উৎসর্গ করিবার রীতি আছে। পরে শ্রীমানের নিকট শুনিলাম,—ইনি গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী, ত্রিবেণী, সেতুবন্ধ, সাগর-সঙ্গম প্রভৃতি এবং কুম্ভাদি যোগের জল রাখেন। যাঁহার যে জল দিয়া বাবাকে স্নান করাইবার অভিলাষ, তিনি ইঁহার নিকট হইতে তাহা ক্রয় করিয়া লন,—ইত্যাদি।

আমি লোকটির দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—জলহস্তীরই ভাল নাম কি বরুণ!

দেখিলাম—গঙ্গা-যমুনাদির জল ড্রাম পরিমাণ দিবার পর শিশিকা হইতে রেণুকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রাধারগুলির জল, ফোঁটা হিসাবে লোটায় পড়িয়া, প্রায় ছ'-আউন্স একটি অ্যালোপ্যাথিক মিক্‌শ্চারে দাঁড়াইল। আধার যত ছোট, তাহার মাল ততই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য বুঝিতে হইবে। এই জল-দেবতা এমন সব দুর্লভ জিনিসও রাখেন, যাহাদের ড্রামের মূল্য কিং কোম্পানীর এক ড্রামের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহা কিন্তু অন্যায়ও নহে অন্যায্যও নহে; কারণ—ওই সব জল জাহাজেও আসে না, ল্যাবরেটারীতেও বনে না। গরীবেরা অধিকাংশ পথই পদব্রজে অতিক্রম করিয়া, সেতুবন্ধ দ্বারকা, মানস-সরোবর প্রভৃতি সুদূর দুর্গম তীর্থ হইতে অসীম শ্রমে বিপদ-সঙ্কুল পথে তাহা বহন করিয়া আনে। এই শ্রদ্ধার সামগ্রীর যথার্থ মূল্য আমরা দিতে পারি কি! পারি কেবল উপহাসের এক ফুৎকারে তাহাদের সৎকার করিতে।

দেখি—দূরাগত শত শত নিরক্ষর গরীব শ্রমিক,—সেই জল কতটা শ্রদ্ধার সহিত

কি আগ্রহেই লইতেছে ! পয়সা কম পড়ায়, একজনকে কি কাতর বিনয়েই সেই লোকটির হাতে পায়ে ধরিয়া একবিন্দু নর্মদার জল ভিক্ষা করিতে দেখিয়া, আমার উদ্গত কৌতূহলটা সহসা দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। সেই পবিত্র বারি লইয়া যেন কৃতার্থ হইয়া চরিতার্থতা-মাখা মুখে "জয় ঝাড়খণ্ডী বাবা" বলিতে বলিতে কি সরল বিশ্বাসেই তাহারা মন্দির মধ্যে ছুটিতেছে। আমার প্রাণ স্তব্ধ বিস্ময়ে, বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া, ব্যাকুল ভাবে দীন ভিক্ষুকের মত,—সেই বিশ্বাস ও ভক্তির কণামাত্র চাহিতে চাহিতে তাহাদের অনুসরণ করিল।

পথহারা অসহায়ের মত উদাস ভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—দয়াময়, তোমার কৃপা করিবার পথও অদ্ভুত ! আমরা হিঁদুর নিয়ম পালন করিতে আসি মাত্র ;—এ-বি-সির বিষ-ই আমাদের হৃদয় হইতে, উহাদের ঐ আন্তরিক ব্যাকুলতা ও সহজ বিশ্বাসের স্বাদ হরণ করিয়া, তথাকথিত জ্ঞানের অহঙ্কার দিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছে ! "চরিত্রহীনে" শরৎবাবুর "কিরণময়ী" সুরবালার মুখে এই সংবাদই পাইয়াছিলেন, বোধ করি পরাজয়ও স্বীকার করিয়াছিলেন। আবার দেখিতেছি,—য়ুরোপের গর্বিত ও মার্জিত সভ্যতার সংস্রবে গত মহাযুদ্ধের নররক্তপিপাসী হিংস্রলোলুপতার বীভৎস কথার উল্লেখ করিয়া ম্যাক্সিম্ গোর্কি (**Maxim Gorki**) বলিতেছেন—* * * **"Culture is in danger, the cultured nations are exhausted and are becoming primitive, and the victory remains on the side of Universal stupidity."**

মন্দির উদ্দেশে কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শ্রীমান এক-নিশ্বাসে বলিলেন—"দেখবেন,যেন মাড়িয়ে ফেলবেন না—এরা সব 'হত্যা' দিয়ে পড়ে আছে।"

চমকিয়া চাহিয়া দেখি,—সত্যই ত'—দশ-বারজন স্ত্রী-পুরুষ মন্দিরের বাহিরে শীর্ণ নিস্পন্দ দেহে করযোড়ে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে হীনতার লজ্জা নাই, সভ্যতার সঙ্কোচ নাই, দাম্ভিকের দয়ার পীড়ন নাই, আছে কেবল অধিকারের আনন্দ।

মাথাটা আপনা আপনি নত হইল। মাটির পৃথিবীর সংসারী মানুষের দুঃখ কষ্ট-বেদনা নিবেদন করিবার একটি 'আপন' স্থান চাই-ই, তা না ত' সে বাঁচে না, তাহার শান্তি থাকে না, তাহার চলেই না। বাপ, মা, সমাজ, ডাক্তার, বৈদ্যে যখন কুলায় না, তখন সে দেবতার শরণ লয়,—তিনিই তাহাকে শান্তি দেন। সাধারণ মানুষের এইটিই "হাই-কোর্ট"। এখানে হার হইলে, তাহার দুঃখের তীব্রতা তাহার

অজ্ঞাতেই হ্রাস হইয়া যায়। তখন সে শান্ত ভাবে বলে—"আমরা কতটুকুই বা বুঝি—দেবতা যা ভাল বুঝেছেন তাই করেচেন।"

এ কি কম কথা! শ্রদ্ধেয় রবিবাবু "ভারত কই" বলিয়া খুঁজিয়াছেন। বোধ হয়—এইসব প্রাচীন পাষাণভিত্তি আঁকড়িয়া, নিরন্ন দুর্বল ভারত—রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া, পরম নির্ভয়ে পড়িয়া আছে!

২১

বাবাকে দর্শনান্তে, এতদূরে আসিবার সার্থকতা অনুভব করিতে করিতে মন্দির-প্রাঙ্গণে পা দিয়াই, একটা ছোটখাটো জনতা ও হৈচৈয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

প্রথমেই চোখে পড়িল,—একটা কোট ঝড়াস্ করিয়া ভূমি স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তন্মধ্য হইতে ফড়াৎ করিয়া এক দৈত্য রঙ্গ-ভূমে উদয় হইয়া, রক্ত-নেত্রে ফটাফট্ তাল ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল—আও জিস্‌কা সাদ্দি হায়! পয়সা লুটকে বোট্‌কে-বোট্‌কে ভুঁড়ি বাগাতে আর গেঁড়া-মারকে পেঁড়া খাবে! সে-বান্দা হামকো পাওনি। ঠাকুর-দেবতা কারুকা বাবার জিনিস নেই হায় যে, পয়সা না দিলে দেখতে নেই দেগা;—এ কি এক্‌জিবিসনের তিন-পেয়ে বক্‌রি হায়!" ইত্যাদি।

সহসা দেখিয়া আমি ত' "ভানুমতির খেল্" ভাবিয়াছিলাম। কোট্‌টাকে সজোরে আছাড় মারিয়া দূরে নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এই দৈত্যোদ্ভব হওয়ায়—"অহিরাবণের জন্ম", বা রোষ-নিক্ষিপ্ত হর-জটা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তির অভিনয় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল এখন সে ভ্রম দূর হইল; বুঝিলাম—**hero**-টি (বীরবর) আন্দাজ বিশ বাইশ বৎসরের আর মণ দেড়েক ওজনের একটি বাঙ্গালী যুবক।

চতুর্দিকে চাহিয়া দেখি—রঙ্গভূমিটি পাণ্ডার বেড়া-জালে ঘেরা; তাহাদের সংখ্যা শতেকের কম হইবে না,—এক একটি জীবন্ত মুরদ;—কোনটির ওজন দু'মোণের নীচে, আড়াই-মোণী মূর্তিও আছেন! তাহাদের যে-কোন একজন আমাদের "হিরোকে" ছুঁড়িয়া প্রাচীরের ওপারে শিবগঙ্গায় সমর্পণ করিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই, তাহাদের অনেকেই এই যুবকের উন্মত্ত-উচ্ছ্বাস হাসিমুখে উপভোগ করিতেছিল। অল্পবয়স্কদের রক্ত এক একবার মুখচোখ পর্যন্ত দ্রুত ছুটিয়া গিয়া তখনি সরিয়া যাইতেছিল।

একজন ৬ ফুট × ২ ফুট বর্গ-বপুর গৌরবর্ণ প্রবীণ পাণ্ডাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া

প্রমাদ গণিলাম। তিনি কিন্তু ধীর অবিকৃত কণ্ঠে—"সাবাস্ বাবুজি—সাবাস্! আমরা কি আপনার সাথে পারে? আপনি ঠাণ্ডা হোন্ বাবুজি। আসেন হামার সঙ্গে—বাবাকে দর্শন করবেন," এই বলিতে বলিতে স্নেহস্পর্শে যুবাকে শান্ত করিয়া তাহার ভূলুণ্ঠিত কোটের ধূলা ঝাড়িয়া, তাহাকে পরাইয়া বলিলেন—"চলেন্, বাবাকে দর্শন করে আসবেন। দেবস্থানে গোসা কর্‌তে নেই বাবুজী—ভাব নষ্ট হয়ে যায়। পয়সা কোন্ চিজ্ আছে,—মানুষ তার বহুৎ বড়। আমরা লিখাপড়া জানি না, মূর্খ লোক—হামাদের ভাষা গোঁয়ারী, সে আপনাকে কড়া লাগে।—চলেন্ বাবুজি," বলিতে বলিতে তিনি যুবাকে শান্ত করিয়া লইয়া গেলেন। পাণ্ডার দল হাসি-মাখা চোখে যে-যার স্থানে চলিয়া গেল,—ভিড় ভাঙ্গিল।

শ্রীমান কাজের লোক, তিনি ইতিপূর্বেই—বাজার হইয়া যাইতে হইবে বলিয়া রওনা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—বাজার মানে বোধ হয় পোস্ট আপিস।

জয়হরি প্রসাদের হাঁড়ি হাতে করিয়া একাই পাড়ি দিতেন,—কারণ তাহার নাড়ী বরাবরই কম্পাসের কাঁটার মত বাড়ীমুখোই ছিল; কিন্তু লাঠালাঠি সম্বন্ধে তাহার একটু স্বাভাবিক উৎসাহ থাকায় আটকা পড়ে! প্রহসনটার প্রারম্ভে একবার মাত্র বলিয়াছিল—"সাক্ষী দিতে হলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে মশাই।" তাহার পর তাহার আর সাড়া পাই নাই।

আসর ঠাণ্ডা হইয়া গেল দেখিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল—"ও আগেই বুঝেছিলুম; —মিছিমিছি লোকের কাজ নষ্ট করা বই ত' নয়! সত্যিকার রক্ত দেখতে পাওয়া কি কম কথা মশাই, স্বপ্নেতে দেখতে পেলেও শুভ ফল,—তা-ই জোটে না! আজকাল এক ডিসেন্ট্রিই ভরসা,—চলুন।"

জয়হরির এই অভিনব "হতাশের আক্ষেপ" শুনিয়া হাসিও আসিল, বিচলিতও হইতে হইল। এখন এই রক্তপ্রিয় জীবটিকে ভালয় ভালয় যথাস্থানে জমা দিতে পারিলে উভয়েরই মঙ্গল। সময়টাও সুবিধার নয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি,—কারণ চতুর্দিকেই "বারো-বারং"!

মন্দিরের পশ্চাৎভাগে কম্পাউণ্ডের আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বার আছে। আমরা সেই দ্বার দিয়া বাহির হইবার সঙ্কল্প করায় পাণ্ডাঠাকুর পয়সা ভাঙ্গাইয়া এক-আধ আনার "পাই" সংগ্রহ করিয়া লইবার সদুপদেশ দিলেন,—কারণ বাহিরে ভিক্ষুকেরা বিরক্ত করিবে, তাহাদের একটা করিয়া "পাই" দিলেই চলিবে।

কথাটা মন দিয়া শুনি নাই, পরে কথাটা রক্ষা করিতে গিয়া দেখি,—ইনি সরকারী

চাকুরে মাত্রেরই সুপরিচিত "তাঁবার তেরস্পর্শ" বা তাম্র-স্রাব। আধ পয়সাও নয়, সিকি পয়সাও নয়,—"সিকি পয়সা" অর্থাৎ তিনটিতে এক পয়সা। হিসেব মেলাবার আর ছেলে ভোলাবার কাজে লাগেন,—দাতার আর খাতার ধর্ম রক্ষার্থে-ই এঁর জন্ম। এই তিন কর্ম ছাড়া ইহার ব্যবহার খুঁজিয়া পাই নাই। প্রেমিকদের কাছে ইহার যত্ন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চয়ই আছে; সেটা কিন্তু আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার মাথায় বা কাজে কোন দিন আসে নাই। বোধ হয় আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার সংখ্যাই বেশী। তাই মনে হয়, প্রতি মাসে এই প্রাপ্ত "পাই" (pie) গুলির অধিকাংশই নষ্ট হয়। অর্থনীতি জানা থাকিলে একটা দুর্ভাবনা জুটিত,—নারায়ণ রক্ষা করিয়াছেন।

স্মরণাতীত হইলেও, দিনকতক ইংরাজি ইস্কুলে গিয়াছিলাম। আদিত্য-মাস্টার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—"I by itself I" আমি শুনিয়াছিলাম বা বুঝিয়াছিলাম—"I by itself pie (পাই)"। এবং সেই ধারণাই দু'তিন বৎসর কায়েম রাখি। কি সূত্রে তাহা ঠিক স্মরণ নাই, একদিন ভ্রমটা শুধরাইয়া যায়। এখন আবার সারাজীবনের অভিজ্ঞতা বা ভোগাভোগ লইয়া বুঝিয়াছি,—ও-ভুল না শুধরাইলে কোন ক্ষতি ছিল না,—ও 'আই'-ও যা, "পাই"-ও তাই,—থাকিলেও যা, না থাকিলেও তাই, বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

যাহা হউক, এতকাল পরে—এখানে তাহা কাজে লাগে শুনিয়া—দম্‌কা দু'আনার ভাঙ্গাইয়া লইলাম। পরে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া—অসদ্ব্যবহারের মতই ঠেকিল। সেগুলা তিন চার জনকে দিয়াই শেষ করিয়া যেন স্বস্তি বোধ করিলাম। শুনিলাম বিক্রেতা পয়সায় তিনটি করিয়া যাত্রীদের দেন, এবং পয়সায় পাঁচটি করিয়া ভিক্ষুকদের কাছে খরিদ করেন। মন্দের ভাল বলিতে হয় বলুন।

২২

মন্দির-প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় দ্বারটি দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেখি, সেই দীর্ঘছন্দ গৌরবর্ণ পাণ্ডাজী আর সেই লড়ায়ে যুবকটি, বাবাকে দর্শনান্তে বাহিরে আসিয়াছেন।

পাণ্ডাঠাকুর বলিতেছেন—"তীর্থক্ষেত্রে কিছু 'তেয়াগ্‌' কর্‌তে হয়, তাতেই তীর্থের ফল লাভ হয়,—সেইটাই 'প্রতক্‌ষ্‌' (প্রত্যক্ষ) লাভ। সেবকদের বা গরীব-দুঃখীদের দু'এক পয়সা দেওয়াই ভাল, তার সার্থকতা হাতে হাতে।"

যুবা বিজ্ঞ বুঝদারদের মত বলিল—"পয়সা না দিলে তীর্থের ফল হয় না, এ কথা পাড়াগেঁয়ে ভূতদের বোঝানো সহজ,—আমরা ক্যালক্যাটার ছেলে, বুঝেছ পাণ্ডাজী।"

পাণ্ডাজী হাসিমুখে বলিলেন—"এটা বুঝা একটু কঠিন আছে বাবুজী! হাওড়া টিস্‌নে যিনি টিকিস্‌ কোরে পশ্চিমে রওনা হন, তাঁকেই বলতে শুনি—"কলকাত্তা" ঘর আছে! কিন্তু খাতা বগলে করে যখনি যজমানদের খবর নিতে গিছি—কলকাত্তায় বাসাড়ে কেরানী-বাবু ছাড়া কারুর পাত্তা পাইনি। তিরিশ মিল্‌, ষাট্‌ মিল্‌ মাঠ ভেঙ্গে, কাদা ঘেঁটে, সাঁতার দিয়ে বাবুদের ঘরের সাক্ষাৎ মিলেছে বাবুজী।"

যুবক সে কথায় কান না দিয়া বলিয়া চলিল—"বামুনদের ও-সব বসে-বসে পরের মুণ্ডে পেট চালাবার ফন্দি; আমরা "গড়পারের" ছেলে,—ওসব চাল এখানে খাটবে না,—দিতে হয় অন্ধ-খঞ্জকে দেব।"

পাণ্ডাঠাকুর পূর্ববৎ হাসিমাখা মুখে বলিলেন,—"ও উপদেশটা বুঝি আপনাদের ইংরাজি কিতাবে আছে! বামুনদের শাস্ত্রেও ত' তাদের দিতে বিশেষ কোনো বারণ নেই বাবুজী—তাই দিন না। দেওয়ার একটা আন্দাজ আছে—সেটা প্রাণ অনুভব করে, সেইটাকেই প্রতক্ষ্‌ লাভ বলছিলুম। দান, প্রেম, কি ভালবাসায় অতো বিচার আনতে নেই, তাতে তাদের অপমান কোরে মলিন করা হয়। প্রেমের দরবারে কাট্‌গোড়া নেই বাবুজী! আর—দান করা মানে ত' উপকার করা নয়, ওতে যদি কারুর উপকার থাকে ত' সেটা দাতার নিজের।"

আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম; এখন সবিস্ময়ে পাণ্ডাজীকে দেখিতে লাগিলাম। এ'তো মামুলি পাণ্ডা নয়! যুবক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"এ যুগমে বামুনদের ও-সব কথায় 'ভবি' ভুলতা নেই!"

কলকেতার ছেলে যে কথাবার্তায় এমন অসভ্য হইতে পারে, এটা ভাবিতেও আমার লজ্জাবোধ হইতেছিল।

পাণ্ডাঠাকুর পুনরায় সহাস্যেই বলিলেন—"ভবিকে চিরকালই বামুনদের কথায় ভুলতে হবে বাবুজী। ব্রাহ্মণ আপনি কা'কে বলেন। ব্রাহ্মণকে একটা আলাদা জাত ভেবে ভুল করবেন না, ওটা মানুষের একটা অবস্থা। সকল জাতের ভেতরেই ব্রাহ্মণ আছেন। দেশ কাল অনুসারে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান আর বিদ্যাদান করাই তাঁদের কাজ,—সকলের মঙ্গলই তাঁদের কাম্য। তাঁরা চিরদিনই থাকবেন। আজকাল ত' বহুত প্রাচীন জিনিস বেরুচ্ছে, কই বাবুজী অতগুলো মনু কি ব্যাস পরাশরের মধ্যে কারো অট্টালিকার একটুকরা ইট পাওয়া গেছে কি, না তাঁদের চৌঘুড়ির চাকা

বিল্বগ্রামের বুক চিরে লাঙ্গলের মুখে বেরিয়ে পড়েছে ! ত্যাগই যাঁদের ধর্ম, পর্ণ-কুটীরে বাস আর ভিক্ষান্নে জীবনধারণ—তাঁদের উপর ওরূপে বিদ্রূপ করতে নেই বাবুজী। আপনার কাছ থেকে কেউ ত' কিছু কেড়ে নিচ্চে না।"

এসব কথা পাথরকে শোনান হইতেছিল বলিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছিল।

কথাটা কিন্তু আর শোনা হইল না ; কোথা হইতে মাতুল ব্যস্তভাবে ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত।

শুনিলাম, তাঁহার বৈবাহিক মহাশয় (অমর বাবু) "গত রাত্রে চিঁড়ে চিনি রাবড়ী আর রম্ভার একটি বিরাট তাগাড় মারিয়া তেউড়ে 'হরেকরম্বা' দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, নিরেট হইয়া পড়িয়াছেন ; পেট যেন কচ্ছপের পিট—কোথাও একটু কোঁচ নাই, টিপিলে নোয় না,—একদম আধখানা সুডৌল ভূগোল-পরিচয় ! চিৎ হইলে চড়্‌চড়্ করে, উপুড় হইলে চাপে চক্ষু বাহিরে আসিতে চায়, কাৎ হইলেই ব্যতীপাৎ ! সকাল হইতে উবু হইয়া বসিয়া নাগাড় সোডা আর গুড়ুক চালাইতেছেন,—যেন কাটের জগন্নাথ !"

একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"আমার ত' মশাই হাত-পা আসছে না ; যে-সে কুটুম্ব নয়,—বৈবাহিক, আবার শুধু বৈবাহিক নয়—লাট্-বৈবাহিক—জামায়ের বাপ ! তায় মালদার,—এ দেনদারের বাড়ী একি ফ্যাঁশাদ মশাই। এক ত' প্রথম নম্বর—পরিবারের মাথা নিয়ে বুকের মধ্যে কাঁথা শেলাই চলেছে, তার ওপর আবার 'দ্বিতীয়ে চ' উপস্থিত বৈবাহিকের পেট !"

আমি বাস্তবিকই চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলাম। বৈবাহিকের-রোগ বর্ণনার রুদ্র "রেটরিকের" প্রচণ্ড ঘূর্ণীর মধ্যে হাঁ করিবার ফাঁক ছিল না। মাতুল যে "বার্কে'র" বাবা, এই তার প্রথম পরিচয় পাইলাম। এই সংকট অবস্থায় সহসা 'বসন্তের হাওয়ার মত'—বৈবাহিকের 'পেট' উপস্থিত হওয়ায়, সামলাইয়া গেলাম।

বলিলাম—"ভয় নেই মাতুল। ও আমি বিশ্বাস করি না ; এ যুগে আর শোনা যায় না,—আপনাকে আঁতুর বাঁধতে হবে না,—গিয়ে দেখবেন সামলে গেছেন। কিন্তু এ-বেলা যেন জলস্পর্শ না করেন।"

মাতুল বলিলেন—"না—তা করবেন না বলেছেন,—কেবল ফলস্পর্শ করবেন, তাই পেঁপের তল্লাসে ছুটেছি। বাজারে তার চিহ্নমাত্র নেই, শুনলুম—পড়তে পায় না, বাবুরা লুফে নেন। এটা যত অজীর্ণ রোগীর আড়ত কিনা, মেয়ে-মদ্দের চোয়া-ঢেঁকুর চলেছে,—পেঁপের পায়াও বেড়ে চলেছে। আর হবে নাই বা কেন,—চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি—Birds of Paradise-দের পেঁপে ছাড়িয়ে ডিসে করে দেওয়া হয়।

এখানকার শুভ-আগমনকারীদের মধ্যেও অনেকেই Birds of Paradise ত' —কি বলেন ?"

আমি চুপ করিয়া থাকায় মাতুল নিজেই বলিয়া চলিলেন—"বলবেন আর কি, —পূর্বজন্মের স্ক্যাভেঞ্জার ভরা ভাইস নিয়ে আমাদের মত পাইসহীন রাইসহীন birds of "হেলেডাইস্" যে কেন মরতে আসে তা বলতে পারি না। বাড়ীতে বেই দুর্মুস্ হয়ে বসলেন, বাইরে একটা পেঁপের জন্যে আমি ক্ষেপে যাবার দাখিল হলুম, ঘুরে ঘুরে পায়ের ডিমগুলো গুড়িয়ে গুরখা মেরে গেল!—সাত টাকা দামের নতুন জুতো জোড়াটা ধুলো মেখে যেন ভেড়ার বাচ্চা হয়ে দাঁড়ালো! চুলোয় যাক শালা "শ্যাংফুং" (চীনে মুচী), আর তারই বা দোষ কি, এ কি রাস্তা মশাই—যেন খরশান্ —বেরুলেই এক পুরু পাচার। যদি খালি-পায় হাঁটি ত' জ্যান্তো চামড়া নেয়,— এখন করি কি বলুন! আবার বাড়ীতে বলেন—"সব দিকে নজর রাখতে হয়!" আরে শ্বশুরকা-বেটী, জুতোর তলায় নজর দি কি করে। রাস্তা যদি গোরস্থান হত, আর আমি যদি একখানি প্যাঁচামুখো চশমা পরে গোরে যেতুম ত' তোফা শুয়ে শুয়ে..."

আমি মাতুলের সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িতেছিলাম—তাঁর এলোমেলো কথাগুলি ছুঁচোবাজির মত এদিক ওদিক ছুটোছুটি আরম্ভ করিয়াছিল।

সেটাকে প্রসঙ্গান্তরে মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—প্যাঁচামুখো চশমাটা আবার কি মাতুল!"

মাতুল উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"দ্যাখেন নি, ঐ যে যা চোখে দিলে ছেলেদের অমন সুন্দর মুখগুলো কি কদাকারই দেখায়, শিশুরা বাপকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে মার কাছে ছোটে! প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল—যশোরের কারখানার নূতন আবিষ্কার, ছোট ছোট মেয়েদের মাথার বাঁক্-চিরুণী! ভাইপো লাবণ্যময়ের কাছে শুনলাম— চশমা। বললেন—"ভারি সুন্দর জিনিস—এই নতুন আমদানী হয়েছে, পরলে আরামও যেমনি, উপকারও তেমনি, মেট্যালের মত তাতে না, নাক কি কান ঝল্সে যাবার বা ফোশ্কা পড়ে দাগী হবার সম্ভাবনা একদম্ নেই। কত-বড় সব মাথা এর পেছনে রয়েছে!" ভাবলুম—তা রয়েছে বই কি—আমাদের গ্রহগুলো কি শুধু আকাশেই ঘোরে। বললুম—"কাটামোটা কিসের বাবাজী?" বললেন—"ওটা রোল্‌গোল্ডের ওপর গটাপার্চা হবে—ভেতরে সোনার ফ্রেম থাকে।" বলিলাম—"ওঃ —গোকুল-পিটে বলো,—রোলগোল্ডের গেলাপ বললেই হত!" সেদিন সারা

বিকেলটা গুড়ুক খেয়েছি আর ভেবেছি—উঃ, এখনো ঝাড়া দু'শো বচর ! আসছে বচর ওইতেই চারটি লোম লাগিয়ে আনবে, বাবাজীরাও পাল্লা দিয়ে পরবেন—কি মোলায়েম ! ঐ গটাপার্চা আরো কটা বাচ্চা ছাড়বে তা ভগবানই জানেন। গয়না-গুলো কবে ঐ পোশাকটা পচন্দ করবে ! বেঁচে থাক্‌তে সে সুদিন কি আসবে মশাই !"

আমার দুর্ভাবনা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, মাতুলের মাথায় আজ কোন সরস্বতী ভর করিয়াছিলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না,—তাঁহার মুখে আজ যে-কোনো কথা মহাকাব্য হইয়া বাহিরে আসিতেছিল, পাথর মাত্রেই আজ হিমালয় !—আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"কিছু ভাববেন না মাতুল, সুদিনটে যখন পশ্চিম থেকে ঝুঁকেছে—সে হুড়মুড় করে এলো বলে। জানেন ত' অমোঘা পশ্চিমে মেঘা !"

শুনিয়া মাতুল বলিলেন—"পায়ের ধুলো দিন মশাই—তাই আসুক। কি বলব দেব্‌তা—এক ভিনোলিয়ায় লুট লিয়া ! আমরা হলুম ফতুর ফিঙে, বায়ু-পরিবর্তন কি—"

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম—"তা'তো বটেই, পৈতৃক পয়সা, উপরি-উপায়, না থাকলে কি আর বায়ু-পরিবর্তনের বাতিক চাগে !—আমাদের সনাতন ব্যবস্থামত নিজের ঘরে শুয়ে আয়ু বর্জনই বিধি। ওসব ফাল্‌তো পয়সার ফুট—"

মাতুল 'কিন্তু' হইয়া বিমর্ষ ভাবে বলিলেন "জীবনে এই আমার প্রথম ভুল মশাই। ধর্মের ঘরে পাপ সয় না। বালা জোড়াটা ত' জন্মের মত গেলই, এখন বেইমশাই দয়া করে হার-ছড়াটা ছেড়ে দিলে যে হরিরলুট দিয়ে বাঁচি !

এই কথা কয়টি তিনি ছোট অথচ সার্থক একটি নিঃশ্বাসের সহিত শেষ করিলেন। বুঝিলাম—এতক্ষণে মাতুল জাতে নামিয়াছেন।

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া ও অবস্থা ভাবিয়া সত্য সত্যই ব্যথা পাইলাম। আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"মাঝে মাঝে অমরের ওরকম হয়ে থাকে, ওতে ভয়ের কারণ কিছু নেই। ডাক্তার-বদ্দি ডাকা তাঁর অভ্যাস নেই, আপনাকেও ডাকতে দেবেন না। চারটি জোনে-নুনে একঢোক জলের সঙ্গে খেতে দিলে, তিনি খুশী হয়ে খাবেন, সেরেও যাবেন। তাঁকে বলতে শুনেছি—"ডাক্তার-বদ্দি ডাকার খরচটা বাজি পোড়াবার মত' সেরেফ্‌ একটা বাজে খরচ। তবে বাজিগুলো দয়া করে নিজেরাই পোড়ে, ও'রা গেরোস্তোকে পোড়ান, আর রোগীকে ত' নিশ্চয়ই,—এই যা প্রভেদ।" যাক্‌,—'পেঁপেটা তাঁর খুব পেয়ারের জিনিস, কেউ দিয়ে গেলে খুবই খুশী হতে দেখেছি। এখন পাওয়া যাবে কি ?'

মাতুল বোধ হয় একটু বল পাইয়া বলিলেন—"শুনেছি মন্দিরের খুব কাছেই "পাঁড়ের বাগান" বলে একটা বাগিচা আছে ; তার ফলের প্রশংসা বৈবাহিকের মুখেই শুনেছি,—চলুন একবার দেখে আসি।"

কথাটা শ্রীমানের মুখে আমারও শোনা হইয়াছিল। ভাবিলাম—এটা 'নার্সারির অঞ্চল, নিশ্চয়ই জবর কিছু হবে—দেখা উচিত। তদ্ভিন্ন আমার 'না' বলিবার ত' পথই ছিল না।

জয়হরি আমার ভাব বুঝিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—একটা টাকা থাকে ত' দিন, আমি ততক্ষণ একটা চৌপলে হাতলাণ্ঠান আর দু'টো বাতি কিনে রাখি। মোটা একগাছা বাঁশের লাঠি পেলেও নেবো—সন্ধ্যে ত' হয়েই এলো।"

তাহার কথার অর্থ-টা বুঝিয়া হাসিও পাইল, লজ্জিতও হইলাম, কিন্তু মাতুলকে ক্ষুণ্ণ করার অভদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা আমার নিকট সুস্পষ্ট।

বলিলাম—"এই পাশেই বাগান, ফিরতে আমাদের আধঘণ্টাও লাগবে না। এখন বেলা ১০টা বেজেছে মাত্র,—চল না, ভাল কিছু পাওয়া যায় ত' পেট ভরেই ভোগ লাগানো যাবে।"

শেষ কথাটায় কাজ হইল।

২৩

বাগানে প্রবেশ করিয়াই দেখি সামনেই—সানবাঁধানো প্রকাণ্ড এক 'কুয়া'। স্বয়ং মালিক পাঁড়েজি স্নান করিতেছিলেন ; আমাদের দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আইয়ে বাবুজী—এ আপনকারই বাগিচা আছে। বাঙ্গালী বাবুরা বৈদ্যনাথজি ভি দর্শন করেন,—এ বাগিচা ভি দর্শন করেন। এই কুয়ার জল আউর এই বাগিচার ফল সক্কোলে তাল্লাস করেন, আর তারিফ করকে খান। বড়া বড়া বাংগালী জজ, ডিপুটি, লাক্‌পতি সবাইকে আমিই কেলা খাওয়াই। দু'রোজ সবুর করেন—আপনাদেরও খাওয়াবো। একটু আগাড়ী ধুরন্ধর বাবু, জলন্ধর বাবু, হিড়িম্বা বাবু, রজক বাবু আউর মাকুন্দি বাবু—কেলা ভি, পেঁপিয়া ভি বিলকুল লইয়ে গেছেন। এই দ্যাখেন পাঁচটাকা দশ আনা পড়িয়ে রয়েছে। কলকাত্তাসে দুই বড়া বড়া বালিস্‌চোর (ব্যারিষ্টার) সাহেব আইয়েছেন—মছলি শিকার করবেন। এ-স্থানে দরদস্তুর নেই বাবুজি,—কেলা খেয়ে খুসী হয়ে টাকা ফেলে দ্যান।"

…ইত্যাদি বিরক্তিকর বক্তৃতার পর পাঁড়েজি বলিলেন—"যাইয়ে একবার বাগিচা ঘুরিয়ে আসেন, যো ফল পছন্দি হোবে, এখানে টিকস্ আছে, আপন দস্তখৎ করকে তাতে লোটকে দেন ;—পাকলে লইয়ে যাবেন। এখানে অবিশ্বাসের কাজ নেই বাবুজি,—এ তীর্থস্থান আছে।"

বাগিচার দিকে চাহিয়া কিছুই বুঝিলাম না ; কোথাও নির্দিষ্ট কোন পথও দেখিলাম না ;—যিনি যে স্থান দিয়া যান—সেইটিই তাঁর পথ। সেই হিসাবেই অগ্রসর হওয়া গেল। দেখিলাম নেবু, পেঁপে, পেয়ারা আর কলাবন, বোধ হয় আম, কাঁটাল, আনারসও ছিল। অবশিষ্ট স্থান বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ভরা, দৃশ্য আদৌ উপ-ভোগ্য নহে। পেঁপেগাছে পেঁপে, কলাগাছে কলা, পেয়ারাগাছে পেয়ারা (অবশ্য উল্লেখযোগ্য নহে) রহিয়াছে ;—সব ফলই কাঁচা।

একটু তফাতে একটা পেঁপেগাছে একটি পেঁপের রং ধরিয়াছে দেখিতে পাইয়া মাতুল সাগ্রহে ও সবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া পরক্ষণেই দ্বিগুণ বেগে চেত্তা খাইয়া পশ্চাতে (বিপরীত) লাফ মারিতে গিয়া, ঝাঁটিবনে মাটি লইলেন।

আমাদেরই মত ফলান্বেষী আর দুইটি বাবুও 'চোরকাঁটার' ভয়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া সন্তর্পণে ঘুরিতেছিলেন। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু হইবে ভাবিয়া তাঁহারা চোরকাঁটার চিন্তা ত্যাগ করিয়া পড়ি ত' মরি ভাবে ছুটিয়া একদম গেটে (**gate**-এ) হাজির। গেটটি ছিল—আগড়ের ক্রমোন্নতির অবস্থা বিশেষ।

আমি দ্রুত গিয়া দেখি—মাতুল উঠিবার পূর্বে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশগুলি সারিয়া লইতেছেন।

বুদ্ধিটা বিচলিত হওয়ায়, কি ভদ্রতার খাতিরে ঠিক বলা কঠিন, একটা দুঃসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলাম ;—তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতে গেলাম। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কথাটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মাতুলকে তুলিতে যাওয়া মানেই নিজের পড়িতে যাওয়া, কারণ তিনি ছিলেন আমার তিন গুণ ভারি। যাহা হউক, মাতুল নিজগুণেই উঠিয়া পড়িলেন, আমি রক্ষা পাইলাম। উঠিয়াই কোঁচা ঝাড়িতে আর চোরকাঁটা বাছিতে মন দিলেন।

মাতুল আসলে ছিলেন প্রচ্ছন্ন-বিলাসী। দেহটিকে তোয়াজে রাখা, প্রসাধনপ্রীতি, পোশাকপ্রিয়তা, পরিচ্ছন্নতা, এসব ছিল তাঁর ধাতের জিনিস, তাই সামান্য কোন আঁচ লাগিলেই তিনি অসামান্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। যাক—

ওদিকে গেটের বাহিরে গিয়া পূর্বোক্ত বাবু দুটি তখন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক

পাড়িতেছেন—"ওখান থেকে শীগ্‌গির চলে আসুন মশাই, শীগ্‌গির ; আঃ, করচেন কি —ওখানে আর তিলার্ধ দাঁড়াবেন না।"

এ সহানুভূতির অর্থ—ব্যাপারটা ফাঁকে ফাঁকে শুনিয়া সরিয়া পড়া। না শুনিয়াও নড়িতে পারিতেছেন না।

জয়হরি তখন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া পাঁড়েজির পেয়ারা গাছে উঠিয়া যথালাভ হিসাবে—আস্তো একটা কোষ্ঠো পেয়ারা মুখে পুরিয়াছে, এবং আর একটা ঐ জাতীয় মেওয়া লক্ষ্য করিয়া হাত বাড়াইয়াছে। তাহার কানে সহসা ওরূপ তাড়ার ডাক প্রবেশ করিতেই, পটাস্ করিয়া সেই নাবালক ফলটি সংগ্রহ করতঃ এক লম্ফে ভূমি স্পর্শ ও এক দৌড়ে জমি পার হইয়া কুয়াতলায় হাজির হইল।

পাঁড়েজী তখন উচ্চরবে "সর্ব মঙ্গল্যে মঙ্গলা শিবে সর্বার্থ সাধিকো', আবৃত্তি করিতে করিতে জল তুলিতেছিলেন।

জয়হরি পিপাসা জানাইয়া জলপানার্থে অঞ্জলি পাতিতেই, তিনি এক-বালতি জল তুলিয়া পিপাসিতের হস্তে ঢালিতে লাগিলেন। মাতুলকে লইয়া আমিও আসিয়া পেঁীছিলাম।

বালতিটি খুব বড় না হইলেও বেশ মাঝারি সাইজের ছিল। তাহার সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ করিয়া জয়হরি উটের মত গড়গড় শব্দে একটা লম্বা উদ্‌গার শেষ করিল।

পাঁড়েজি অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলেন, বলিলেন—"সাবাস্ বাবুজি—গেইয়াকে ভি (গরুকেও) হারায় দিয়েছেন!" তাহার পর আরম্ভ করিলেন—"এ বাগিচার পেয়ারা কেমন মিঠা বলুন,—এক বালতি জল টানিয়াছে। পিতল-বাবু (সম্ভবতঃ প্রতুলবাবু) একঠো এক আনা করকে লিয়ে যান।"

আমিও পাঁড়েজির শেষের কথাগুলি শুনিয়া কম অবাক হই নাই,—তাঁহার দূর-দর্শিতা তথা সূক্ষ্মদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। জয়হরি বাগিচার এক প্রান্তে ঝোপের মধ্যে পেয়ারা-পর্বে মন দিয়াছিল, কিন্তু পাঁড়েজির স্তোত্র-স্তিমিত চক্ষু তাহা এড়ায় নাই। তাঁহার কথাগুলি ত' কেবল শব্দ নয়, সে যে দু' আনার বিল (**bill**)! যাক যে কারণেই হউক, সেটা আর তিনি লন নাই।

আমি তখন এ মধুবন হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি। পাঁড়েজির বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিলাম—"আজ তবে নমস্কার হই—বেলা হয়েছে।"

তিনি খুসী হইয়া বলিলেন,—"দু'চার রোজ বাদ আসবেন বাবুজি।"

তথাস্তু।

গেটের বাহিরে আসিতেই সেই বাবু দুইটি আমাদের ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং দুই জনেই সচিন্ত আগ্রহে মাতুলকে প্রশ্ন করিলেন—"কি সাপ্ মশাই,—গাছেই ছিল ?"

মাতুল এসব বিষয়ে বেশ হুঁশিয়ার, তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—'কি সাপ আবার জিজ্ঞাসা করচেন—আসল 'খোয়ে"।

শুনিয়া উভয়ে শিহরিয়া বলিলেন—"বাপরে, বলেন কি !"

মাতুল ভয়-ভক্তি মিশ্রিত মুখে বলিলেন—"ভগবান রক্ষে করেছেন মশাই, খেয়েছিল আর কি ! এই বলিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে শূন্যে নমস্কার করিলেন।

বাবু দুইটি প্রশ্ন করিলেন—"কত বড় হবে মশাই ?"

মাতুল সেই ভাবেই বলিলেন—"কি করে বলব মশাই—তিন চার পাক ত' গাছেই ছিল, আর ফণা তুলে ঝুলে এসেছিল তাও তিন হাতের কম হবে না,—আর যদি এক পা বাড়াই"—এই পর্যন্ত বলিয়া মাতুল এমন শিউরে উঠলেন যে, বাবু দুটিও কাঁপিয়া গেলেন। একজন আর একজনকে বলিলেন—"আর পেঁপে খেয়ে কাজ নেই বাবা, জান্‌টা জন্মের মত যেতো আর কি ! বাপ্—বাগিচা না যমের বাড়ী !"

দ্বিতীয়টি বলিলেন--"আর এক মিনিট এর ত্রিসীমায় নয় বাবা, সরে পড়'—সরে পড়' !" এই বলিয়াই তাঁহারা দ্রুতপদে অন্যপথ ধরিলেন।

ব্যাপারটা জানিবার জন্য আমিও মাতুলকে বারতিনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন—"পরে বলচি"। এখন আবার ঔৎসুক্যের সহিত বলিলাম—"বলো না কি মাতুল—সত্যি সাপ না কি ?"

মাতুল বলিলেন—"সে কপাল আমার নয় মশাই—এখনও কষ্টের এরিয়ার (arrear) মেটাতে পাক্কা তিরিশ ইয়ার্ (year) নেবে। গিয়ে যদি দেখতে হয় বৈবাহিক উদুখল মেরে দাওয়ায় খাড়া হয়ে বসে আছেন—তার চেয়ে আমার সর্পাঘাত ভাল ছিল মশাই !"

মাতুলের এসব 'কথার কথা' মাত্র, মরিবার ভয় তাঁর অতিরিক্ত, এগুলো সাময়িক জ্বালার উচ্ছ্বাস।

আমি আশ্বাস দিয়া বলিলাম,—"গিয়ে দেখবেন—চা খেয়ে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন—সে ভাব কেটে গেছে।"

মাতুল। আঃ—তাই বলুন মশাই।

বলিলাম—"ভাববেন না, ও সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কলিতে চায়ের চেয়ে আর ওষুধ নাই। মেয়েদের হিস্টিরিয়া সেরে যায়,—অন্ততঃ চা খাবার ওক্তোটিতে

হয় না। মনে আছে,—স্মৃতিতীর্থ মশাইকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া গেল, তাঁর শেষ মুহূর্ত প্রায় উপস্থিত। পুত্র ব্যোপদেবকে সকলে বললেন—"ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল মুখে দাও!" কথাটা তাঁর কানে পেঁছেছিল, তিনি অতি কষ্টে ঘাড় নেড়ে বললেন—"উহুঁ—উহুঁ, এক-টু—চা।" ছ' মিনিট পরেই ছুটি!

"যাক—এখন বলুন ত', পেঁপে দেখতে গিয়ে অমন চমকে উঠে পেছু হঠেছিলেন কেন?"

মাতুল। পায়ের ধুলো দিন—বলচি।

এটা ছিল মাতুলের বনেদি বিনয়।

বলিলেন—"চেয়ে দেখি—পেঁপের গায়ে টিকিট মারা,—তাতে লেখা রয়েছে—**Right reserved—advanced annas ten** (স্বত্ব সংরক্ষিত, দশ আনা আগাম দেওয়া হইয়াছে) তার পর ইনি-শিয়াল (initial) কি একটা ছুঁচো, তা লেখা দেখে বোঝা কঠিন। দেখেই ত' মশাই মাথাটা বোঁ করে উঠলো,—মনে হল—ফলটিতে ত' দুবেলার মত মাল নেই—মূল্য কিন্তু দশ আনা। সুতরাং এই ফল-হরি পুজো আমাকে কিছুদিন কায়েম রাখতে হলে—হারছড়াটাও গেল! কপালে অমনি কে যেন চাট্ মারলে,—তার পরই বীরশয্যা!"

আবার মহাকাব্যের সূচনা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম—"বল কি মাতুল,—একটা পেঁপে দশ আনা! বৈবাহিককে ত' বেদানা খাওয়ালেই হয়।"

মাতুল বলিলেন—"আমি সম্ভ্রম সামলাবার জন্যে বেদানার কথাই তুলেছিলুম। তাতে যা শুনলুম তা এই—না—না, বেদানা আমি প্রায়ই খাচ্চি, কালও খেয়েছি। ওতে পয়সা খরচ করতে যেও না,—পেঁপেটা যত পাও এনো।"

"শুনে আমি ত' মশাই একদম এতটুকু! কখন খেলেন, কে এনে দিলে—কিছুই জানি না।" তবে কি নিজে কিনে খাচ্ছেন! বড়ই অপ্রতিভভাবে বললুম—"এ কি কথা বে'ই—আপনি নিজে,—আমাকে একটু হুকুম করলেই ...."

বৈবাহিক বলিলেন,—"আমি বেদানা কিনে খাবো—শেষে এইটে তুমি ঠাওরালে! তাহ'লে আমি পাগল হয়েছি বলো!—স্বপ্নে হে—স্বপ্নে,—স্বপ্নে খাই। তাতে আস্বাদেরও তফাত নেই, পেটও ভরে,—আবার কি চাই? তবে একটু সর্দি'ভাব আসে,—বেশী খাওয়া হয়ে যায় কি না।"

—"শুনে আমি ত' মশাই 'থ'! ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বন্। আমার ত' মশাই এই পঁয়তাল্লিস বচরে স্বপ্নে একটা আমড়াও জোটে নি।"

অমরের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়, তাই এই অভিনব বেদানা খাওয়ায় আমার আশ্চর্য হইবার কিছুই ছিল না।

দেখি—দুইটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দ্রুতবেগে বাগান-মুখো আসিতেছেন। একটি বৃদ্ধ হইলেও সঙ্গী যুবকটির সহিত 'কুইক-মার্চ' চালাইয়াছেন।

আমাদের পেঁপে-প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল।

উভয়কেই পোস্ট-অফিসের দাঁড়া মজলিসে দেখিয়াছিলাম। সামনাসামনি হইতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন—"এই যে,—আপনার কথা রোজই হয়,—আমরা ভাবলুম চলে গেছেন, —দেখতে পাইনা যে বড়!"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিয়াই চলিলেন,—"বাগিচায় গেছলেন বুঝি,—ও যে যেতেই হবে! হুঁ হুঁ—আমরাও চলেছি। আহারের পর **fruits** (ফল) একটা **important item** (জরুরি জিনিস) কিনা; যেমন উপকারী তেমনি **palatable** (মুখরোচক)—তালু তর্ করে দেয়! না? এখন এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে—ও নাহ'লে যেন নেড়ানেড়া বোধ হয়,—যেন খাওয়াই হল না।"

বলিলাম—"তা' তো হবারই কথা, ওটা যেমন বিবাহের পর বাসর। বাসরটি না থাকলে বিবাহ ব্যাপারটাই আলুনি মেরে যেত,—মজাই থাকতো না।

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন—"ইয়াঃ! আপনি একদম ওর মর্ম্মস্থানটিতে পেঁচেছেন।"

বলিলাম—"আমি আর কি পেঁছুব, বৃহদারণ্যক-ঘোঁটা ডারউইন্ সাহেবের মতে আমরা যাঁদের বংশাবতংস, তাঁরা ফল খেয়েই থাকেন, বলও তেমনি ধরেন, বাঁচেনও ততোধিক—আবার বুদ্ধিতেও কম যান না। য়ুরোপ-আমেরিকার আত্মীয়েরা ওটা বুঝে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে আরম্ভ করে দিয়েছেন,—বাঁচ্‌চেনও বেশ লম্বা।"

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"**very** ঠিক (খুব ঠিক) বলেচেন,—কিন্তু আমাদের দেশ ওটা ধরতে পারে নি।"

মাতুল আমাদের এরূপ অজ্ঞতার অভিযোগ সহ্য করিতে বরাবরই নারাজ। ভারতে ছিল না—জগতে এমন কিছুর নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, বা ভারতের লোক কোন একটা বিষয় জানিত না—যাহা অন্যদেশের লোক আগে জানিয়াছে,—এসব কথা তিনি বিশ্বাস করেন না, সহিতেও পারেন না। তাই তিনি শুরু করিলেন—

"মাপ্ করবেন মশাই—একটা কথা নিবেদন করি,—ওরা কত দিনের সভ্য যে ওরা ধরে ফেললে আর আমাদের দেশ সেটা ধরতে পারলে না,—হাঁ করে বোসে 'চোলু' ধরিয়ে ফেললে।"

পুনশ্চ—

"যিনি যাই বলুন মশাই,—ভাষা শুরু হয়েছে 'গালাগাল' থেকে—এটা স্বীকার করতেই হবে। আদিতে মাত্র 'মুখভঙ্গী' ছিল। পরে রোকের-মাথায় গলা চিরে মুখ ছুট্‌লো বা ফুট্‌লো—'গালাগালে';—এবং তখন থেকেই আমরা পুরুষানুক্রমে বড়দের কাছ থেকে—"কলাপোড়া খাও, এই উপদেশটা পেয়ে আসছি। কলার গুণ ধরতে না পারলে তাঁরা কখনই অপত্যদের জন্য এ ব্যবস্থা করতেন না।—কি বলেন?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আচমকা একজন অপরিচিতের **challenge**-এর (যুদ্ধং দেহির) এই চোট্‌ পেয়ে, মাতুলের দিকে নির্বাক চেয়ে রইলেন।

মাতুল মেতে গিছলেন। আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম।

মাতুল বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমাদের দেশে ওর গুণ ধরা না পোড়লে, —বরণডালায় উনি ষোল-কলায় উপস্থিত থেকে বরের কপাল স্পর্শ করে তাঁর ভাগ্য পর্যন্ত পেঁছুবার সুযোগ পেতেন না। দেবতার নৈবেদ্যে "অষ্টরম্ভার" বিধানও আজকের নয়। গুণ জানা থাকলে তার আদর তার সম্মান সকলেই করে থাকেন, এমন কি তার নামটি প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে স্মরণীয় করে রাখেন। আমাদের দেশেও 'কলা'কে সেই সম্মান, অজানা প্রাচীন যুগ থেকে প্রদত্ত হয়ে আসছে। দু'একটার উল্লেখ করি,—সুন্দরী স্বর্গ-বিদ্যাধরীর নাম রাখা হয়েছিল—"রম্ভা", সত্যনারায়ণের কথার প্রধানা নায়িকা—"কলাবতী"; দুর্গোৎসবে গণেশ-গৃহিণী—"কলাবউ"। উপাধিতে—"কলানিধি"। স্থান সংশ্রবে —"কলা-বাড়ী জয়নগর",—"কলাগেছে"; কোথাও আবার গৌরবার্থে—"কাঁদি"। ইত্যাদি ইত্যাদি—

"আর যা কলাবিদের অতি প্রিয়—অজন্তাগুহার—পাতুরে কলা! সে-ত' আজকের কথা নয় মশাই—"

কি বিভ্রাট, আমি তাহার উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কিংকর্তব্য; ভাবিতেছি, দেখি যে আবার আরম্ভ করিলেন—

"ব্যাকরণের দিকে ছেলেরা ঘেঁষতে চায় না, তাদের লোভ দেখাবার জন্যে ব্যাকরণের নাম হল—"কলা"-প।"

কি প্রলাপ! মাতুল যে বেজায় চড়োয়া হইয়া উঠিলেন!

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একবার আমার দিকে চান, একবার তাঁর দিকে তাকান। তাঁহার

যুবা সঙ্গীটি সম্ভবতঃ জামাই হইবেন, তাই B. Sc. হইয়াও নীরব হাস্যে শ্রোতা হইয়াই রহিলেন।

মাতুল থামেন না। "বুঝলেন মশাই" বলিয়া আরম্ভ করিলেন—"আমাদের দেশে কলার শ্রীবৃদ্ধি দিন দিন দ্রুত বেড়ে চলেছে,—সব বিদ্যামন্দিরেই কলা-চাষের জোর আয়োজন। অচিরেই ছেলেরা সব কলাবিদ্যায় পেকে বেরুবে,—তখন প্রেম্‌সে কলা উপভোগ করুন না—কত করবেন!"

কথাটা শুনিয়া আমি সংকুচিত হইতেছি, এমন সময় বৃদ্ধ যুবা সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমিও তাতে যোগ দিলাম।

মাতুল গম্ভীর ভাবেই দেশের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, তিনি সেই ভাবেই বলিলেন—"অত কথাতেই বা কাজ কি, এই যে আমাদের এক একটি নধর মূর্তি দেখছেন, আঁতুড়ের সেটেরাপুজো থেকে শ্রাদ্ধ-বাসরে পিণ্ড দেওয়া এবং খাওয়া পর্যন্ত কলায় বে-ফাঁক্ ভরাট! আর বিশেষ করে এই জন্যেই আমাদের পুত্রের দরকার হয়, 'পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্' কিনা! সুপুত্রেরা বেইমানি করেন না—বেঁচে থাকতেই আরম্ভ করে দ্যান।"

বৃদ্ধ লোকটি সহাস্যে বলিলেন—ব্র্যাভো মশাই!

মাতুল উৎসাহ পাইয়া বলিলেন—"মশাই, যাদের কথা পূর্বে বলেছেন, তারা ক'দিনই বা কলা খাচ্চে? আমাদের হিসেবে ওরা ত' এই সেদিন শুরু করেছে! তবে ওরা যেরকম বুদ্ধিমান জাত, চট্ আমাদের টোপ্‌কে যেতে পারে। তা মশাই কারুর মন্দ চাই না,—আশীর্বাদ করি ভালই হোক।"

পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া মাতুল বলিলেন—"আপনি যে চুপ করেই রইলেন, এত বড় কথাটায় একটুও যে মতামত ছাড়ছেন না।"

বলিলাম—"কলা সম্বন্ধে বলার ত' কিছু বাকি রাখেননি, কেবল কাঁচা, মোচা আর থোড় বাদ দিয়েছেন। বলা দরকার যে আমরা ওগুলির চর্চাও রীতিমত রাখি।"

এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল ওঁরা **regularly** (নিয়মিত ভাবে) আহারান্তে **fruits**-টা (ফলটা) ব্যবহার করে থাকেন,—এটা ওঁদের চাই-ই। আমাদের তেমন কোন **routine**-ও নেই, চাড়ও নেই। তাই বলতে হয়—ওর উপকারিতা জানা থাকলেও সে উপকারটা নেওয়া সম্বন্ধে আমরা বড়ই উদাসীন।"

কিছু বলিবার ভারটা যেন আমার উপর দিয়া মাতুল আমার দিকে চাহিয়া

রহিলেন। বলিলাম—"আপনি যা বললেন তা ঠিক—কিন্তু 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' বলে একটা বহু প্রাচীন সত্য চলে আসছে। আদি পুরুষদের ওপর টেক্কা মেরে কাপড় পরেই সেটা ঘটিয়ে বসেছি। কাপড়খানা ফেলতে পারলে, আবার **regularity** রক্ষা করে সকলের মাথার ওপর বেড়ান যায়। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে তাঁদের পরিচয় পেয়েছিলেন। আর ডারউইন্ সাহেব অনেক খুঁজে এই সে-দিন পূর্বপুরুষ বার-করেচেন বটে, কিন্তু তাঁদের মুখ চাননি। বেচারারা একটি ফলে হাত বাড়ালে পটাপট্ গুলি চলে, অথচ ও-জিনিসটি যুগ-যুগান্তর ধরে ওঁদেরই ভোগ-দখলে ছিল! আমরা কিন্তু অমন **regularly** (নিয়মিত ভাবে) অন্যের অধিকার গ্রাস করতে নারাজ! আমরা বরং হনুমানজির মন্দিরও বানাই, পূজোও করি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এর ওপর আর কথা চলে না, কিন্তু (মাতুলকে দেখাইয়া) এঁকে দেখে ত' বোধ হয় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ইনি বেশ নজর রাখেন। উনি যাই বলুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয়ই **fruit** (ফল) ব্যবহার করে থাকেন; **digestive system** কে (পাকস্থলী) সবল না রাখলে, চেহারায় কখনই অমন লাবণ্য থাকত না। দেখলে আনন্দ হয়।"

কথাটায় মাতুল বেশ একটু আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিলেন। চট্ রুমালখানা পকেট হইতে টানিয়া মুখখানা সজোরে মুছিয়া, বিনীত ভাবে বলিলেন—"কোথায় পাবো মশাই, সবই পয়সার খেলা, তার ওপর দশজনেই দেহটা দ-পড়িয়ে দিলে!"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"ও আপনি কি বলচেন,—নিজের শরীরটে আগে মশাই,—পাঁচজন তার পরে।"

বুঝিলাম—এ চ্যাপ্টার্ (অধ্যায়) আরম্ভ হইলে জয়হরির অনুমানই ঠিক হইবে, সেও লাণ্ঠান না কিনিয়া ছাড়িবে না। তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকটিকে বলিলাম "ওঁর fruit খাওয়া সম্বন্ধে আপনার অনুমানটা নির্ভুল বললেই হয়, তবে বুদ্ধি খেলিয়ে উনি সেটাকে এমন সহজ করে নিয়েছেন যে অসময়েও, এমন কি মরুভূমেও ওঁর ফল পাওয়া ও খাওয়াটা নিয়মিতই চলে।"

ভদ্রলোকটি সাগ্রহে ও সানুনয়ে বলিলেন—"বলতে যদি বাধা না থাকে ত' বড়ই উপকার করা হবে। আমার ওটা আফিং-এর মতই অনিবার্য দাঁড়িয়ে গেছে, আমি বেঁচে যাই মশাই।"

বলিলাম—"আজ্ঞে উনি ফ্রুট্-সল্ট্ (**fruit-salt**) ধরেছেন।"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—"জিত কিন্তু আমারি রইলো। আপনার

সঙ্গে প্রথম দেখার পর এত আনন্দ উপভোগ্ একদিনও করিনি। আপনার সঙ্গী-ভাগ্য খুব জবর বটে, তা না ত' এমন সরস যোগাযোগ ঘোটত' না।"

বলিলাম—"ওর যে একটা কারণ আছে—"

ভদ্রলোকটিও বলিলেন—"সেটাও বলতে হয়েছে মশাই।"

বলিলাম—"শোনবার মত কিছু নেই, সংক্ষেপেই বলি। ভূমিস্পর্শটা আমার খাস আর্য্যাবর্তেই ঘটেছিল। ষষ্ঠীপূজার পুরোহিতও পাওয়া গিছলো খাঁটি। ইক্ষ্বাকুবংশের। আমার ভাগ্যলিপি লেখবার লেখনির জন্যে মা ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীর ওপর খাঁকের-কলম এনে দেবার ভার দেন, কারণ অন্য কলম নাকি বিধাতাপুরুষের হাতে অচল। তিনি যা এনে দ্যান সেটা খাঁক নয়—আক,—অপেক্ষাকৃত সরু হলেও, তাকে বাগিয়ে ধরা এক বিধাতাপুরুষেরই সম্ভব ছিল। তাই দিয়েই তিনি আমার ভাগ্যলিপি দেগে দিয়ে যান! তাই বোধ হয় বরাবরই আমার ভাগ্যে রসন্ত সঙ্গীই জোটে,—সন্ত্রস্তও থাকতে হয়।"

ভদ্রলোকটি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ,—বেশ আছেন আপনারা!"

পরে বলিলেন—"এতদূর এলুম, বাগিচাটা একবার দেখেই যাই, কি বলেন?"

বলিলাম—"আমরা বাগিচা থেকে এই আসছি, পাকা-ফল একটিও নেই, নিষ্ফলই ফিরতে হবে। পাঁড়েজি খুব অমায়িক লোক, তিন চার দিন পরে আসতে বললেন। আজ সকালে কে ধুরন্ধরবাবু, জলন্ধরবাবু, হিড়িম্বাবাবু, রজকবাবু, মাকুন্দিবাবু—যা ছিল সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছেন। 'বেহারী' বাবুদেরও ফলের ঝোঁক চেগেছে দেখছি।"

ভদ্রলোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া, সঙ্গী ছোকরাটিকে বলিলেন—"চিন্তে পারলে? আমাদের "বম্পাসে"র ধরণীধরবাবু, জলধরবাবু, হেরম্ববাবু, রজতবাবু আর মুকুন্দবাবু! ওঁদের 'ধরণী ধামে' আজ ভারি ধুম, কলকেতা থেকে দু'জন ব্যারিস্টার গেস্ট (guest) আসছেন—(কি এসে গেছেন)—মিস্টার পাঁজা and মিস্টার কাড়া। শুনলুম ক্যালক্যাটা "বারে"র (Bar-এর) shining star (উজ্জ্বল নক্ষত্র)। ভারি শিকারের ঝোঁক, ব্রিফ্ ছোন না, ছিপ নিয়ে বেড়ান। আমিও কার্ড (card) পেয়েছি। আজ অনেক কাজ,—হুইল ঠিক করতে আছে, কেঁচো কম্‌সে কম দু'শো চাই, ওটা অব্যর্থ টোপ্।"

পরে আমাকে বলিলেন, "আপনার নিশ্চয়ই এ শখ আছে,—বিকেলে চলুন না; hunting and sporting-এর মত interesting and manly game আর নেই

(শিকারের মত প্রাণ-মাতানো মরদের খেলা আর নেই)। ওতে শরীর মন দুই সতেজ থাকে। আমার ওতে ভারি বাই মশাই—"

ছিপে মাছ ধরাটা যে কত বড় মরদী-খেলা, তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না; সুতরাং কথা না বাড়াইয়া বলিলাম—"ও আর আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না,—তের চৌদ্দ বচর বয়সেই ওটা শুরু করেছিলুম। উঃ কি ফুর্তি'ই ছিল! এখনো মনে হলে muscle (পেশী) নিসপিস করে"—

ভদ্রলোকটি খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তের চৌদ্দ বচর—বলেন কি! হিস্ট্রীটা শুনতেই হবে। ও-বয়সে এ-রকম স্পোর্টিং স্পিরিট্ খুব রেয়ার (rare)—দেখা যায় না। এইতেই পূর্ব সংস্কার মানতে হয়।"

ভাবটা—পূর্বজন্মে যেন ব্যাধের-বাচ্চা ছিলুম,—বাঘ মেরে ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছি!

বলিলাম—"আজ বেলা হয়েছে, আপনাদেরও বেলা হয়ে যাবে,—আমার সাথীরাও দড়ি-ছেঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিন শুনলেই যেন ভাল হয়,—বলেও সুখ হয়।"

বলিলেন,—"আচ্ছা তবে থাক,—কিন্তু শোনাতেই হবে মশাই। শিকারের কথা ক'জন বাঙ্গালীর মুখে শুনতে পাই বলুন! এ chance (সুবিধে) ছাড়া হবে না।

বলিলাম,—"নিশ্চয়ই শোনাবো,—আমি নিজেই কি শোনাবার লোক পাই মশাই!"

নমস্কার আদান-প্রদানান্তে বিদায় লইলেন। ভাবিতে লাগিলাম, খাবার পরবার ভাবনা না থাকিলে এ জাতিটি আড্ডা আর অবান্তর গল্প লইয়া জীবনটা বেশ কাটাইয়া দিতে পারে।

২৫

যে-যার চলিয়া যাওয়ায়—সহসা চট্কা ভাঙিল,—দেখি একা একটা গলি-রাস্তায় দাঁড়িয়ে! সূর্যদেব ঠিক মাথার উপর। জয়হরি কোথায়,—মাতুলই বা কই!

একধারে কয়েকটা কাকের আওয়াজ পাইয়া চাহিয়া দেখি—একদম "সিনেমা!" অদূরে এক পাণ্ডার বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে জয়হরি দেয়াল ঠেশ্ দিয়া পা গুটাইয়া বসিয়াছে,—হাঁটুদ্বয়ের মধ্যে প্রসাদের হাঁড়ি! হাত দু'খানি বোধহয় হাঁটুদ্বয় বেষ্টন করিয়া হাঁড়ির রক্ষাবন্ধনি হিসাবে ছিল, অধুনা স্খলিত। নাসিকা তাহার অস্বাভাবিক সুর সাধিতেছে। রোয়াকের উপর হাত-পাঁচেক তফাতে থাকিয়া, তাহার

উভয় পার্শ্বে দুই-তিনটা কাক হাঁড়ির উপর লক্ষ্য করিতেছে—নীচে একটা কুকুর—জয়হরির নাসিকাগর্জনের উদাত্ত অনুদাত্ত অনুসারে—তিন পদ পিছাইতেছে আবার দুই পদ অগ্রসর হইতেছে,—ফলে দূরে থাকিয়াই যাইতেছে।

আমি অবাক হইয়া এই অভিনব অভিনয় দেখিতেছি, এমন সময়—শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন বাধা-ব্যতিক্রম ঘটাতেই হউক, বা নিদ্রামগ্ন হইবার অব্যবহিতপূর্ব-গৃহীত প্রসাদী পেঁড়ার কিয়দংশ মুখে থাকিয়া গিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্যই হউক, গ্রীবা সঞ্চালনের সহিত জয়হরির নাক মুখ দুই-ই একটা বিকট বেসুরো উচ্ছ্বাসে মোড় ফিরিল। ব্যাপারটা আচমকা ঘটায়—কুকুরটা একবার কেঁউ করিয়াই দ্রুত ছুট মারিল; কাকগুলা ত্বরিতগতিতে নিকটস্থ অশ্বত্থগাছটায় গিয়া বসিল।

আমি আর অপেক্ষা না করিয়া, রোয়াকটায় উঠিয়া তাহার ক্রোড়স্থিত প্রসাদের হাঁড়িটা তুলিয়া লইলাম এবং তাহাকেও তুলিলাম। দেখি—হাঁড়িটা একদম পেঁড়াশূন্য। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—মাতুল এই নিতান্ত আবশ্যকীয় কাজটি এইখানেই নির্বিঘ্নে শেষ করিয়া গিয়াছেন,—কারণ তাঁহার বাসার ব্যবস্থা অনিশ্চিত। তবে জয়হরি সবটা শপথ করিয়া বলিতে পারিল না,—সম্ভবতঃ সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যতদূর স্মরণ হয়—মাতুল তাহার পার্শ্বেই উপু হইয়া বসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—গিয়ে যদি দেখি বৈবাহিক মশাই statue (মুরোদ) মেরে গেছেন, আর গড়েরমাঠ আলো করে আউটর‍্যামের পাশে লোহারাম হয়ে বসবার নোটিশ দিচ্ছেন, এবং সে মাল যদি তাঁকেই পোঁছে দিতে হয়, তা হলে তাঁকে এইরূপ প্রসাদ পেয়েই এ জন্মটা নাকি প্রাণ ধারণ করতে হবে!—

টীকা অনাবশ্যক। মাতুলকে যখন তখন বলিতে শুনিয়াছি—"আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই"—অর্থাৎ নিজের আত্মাকে! আজ বুঝিলাম—তিনি কেবলই বলেন না, যা বলেন তা কাজেও করেন;—প্রকৃত কর্মবীর!

যাহা হউক—এখন উপায়? 'একজন ত' আত্মাকে তুষ্ট করিতে প্রসাদের হাঁড়িটি পাতা-সার করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য—তাঁহাকে দুষিতে পারি না, কারণ প্রথম পরিচয়কালে তিনি বলিয়াই রাখিয়াছেন——"আমাকে মাতুলও বলিতে পারেন, বাতুলও বলিতে পারেন!" কিন্তু বাবা বৈদ্যনাথ দর্শনান্তে কুটুম্বের বাসায় প্রসাদশূন্য হস্তে কি করিয়া প্রবেশ করিব, বালক-বালিকাদের হাতেই বা কি দিব!

জয়হরি আশ্বাস দিল—"আপনি অত ভাবচেন কেন,—লাণ্ঠান যদি কিনতে না হয় ত' সেই টাকায় ত' পেঁড়া কেনা যেতে পারে। এখানকার পেঁড়া লাণ্ঠানের চেয়ে ঢের ভাল জিনিস মশাই।"

তার বস্তুবিচার সম্বন্ধে জ্ঞান দেখিয়া আমি ত' অবাক। বলিলাম—"সেটাকে কি প্রসাদ বলা চলবে?"

জয়হরি আশ্চর্য হইয়া বলিল,—"কেন চলবে না মশাই, এ হাঁড়িটা ত' সেই প্রসাদের! স্পর্শ দোষ যদি থাকে ত' স্পর্শ গুণও আছে! এই দেখুন না—মহাপ্রসাদ বাড়ে কি করে,—মায়ের কাছে ত' একটি বাচ্চা-পাঁটা কাটা হয়,—খাবে কিন্তু তিনশো লোক,—সকলেই চান মহাপ্রসাদ! তখন পগারে আর পাঁচটা কুপিয়ে এনে, তাতে মিশিয়ে দিয়েই ত' তাদের মহাপ্রসাদ বানিয়ে নিতে হয়! দিন টাকা দিন।"

এ উদাহরণ উদরস্থ করিতেই হইল,—জয়হরিও সের খানেক পেঁড়া আনিয়া প্রসাদী হাঁড়ির মধ্যে প্রমোসন্ দিলেন!

বোধ হয় সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল—কাজটা আমার মনঃপুত হয় নাই, তাই অকস্মাৎ মধ্য-পথে আরম্ভ করিল—"আমাদের গাঁয়ের কারখানাবাড়ীর ম্যানেজার সায়েব কেরাণী—কুঞ্জ নন্দীর কান ধরে টেনেছিল; মশাই সেই মাস থেকেই তার দশ দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি।"

আমি তার মতলব বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—"সে কিছু বললে না?"

জয়হরি বলিল—"বলবে কি মশাই! ওরাই জাগ্রত দেবতা,—স্পর্শ-গুণটা দেখুন না! আর এটা ত' আপনার জানাই আছে—গরম গরম একখানা ইলিসমাছ-ভাজা পাতে মজুত দেখে,—ভাতে কেবল ঠেকিয়েই—দু-থলি বেশ উড়িয়ে দেওয়া যায়। স্পর্শ-গুণ আর কাকে বলবেন? এ দুটোই আমার নিজের দেখা।"

বাসার সামনেই আসিয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—"এখন আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই জয়হরি—এ কথা কিন্তু আর নয়।"

বেলা বারোটা হইয়া যাওয়ায় মনে মনে লজ্জা অনুভব করিতেছিলাম, ভাল মানুষটির মত রোয়াকে উঠিতেই রন্ধনশালার সুমধুর ছ্যাঁক্-ছ্যাক্ শব্দ—প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া নিরুদ্বেগ করিয়া দিল। কর্তা বাহিরের ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া—অন্দরের দিকে ফিরিয়া তাড়া দিলেন—এঁরা এসে গেছেন—গরম গরম ভেজে দাও।" অর্থাৎ সেই ডালপুরি!

আমার নিষেধ সত্ত্বেও ডালপুরি ও চা আসিয়া পড়িল। কর্তা বলিলেন—"এ সম্বন্ধে আপনার মতামতের কোন মূল্য নেই, সকালে আপনিই জয়হরি বাবুর মুখের গ্রাস নষ্ট করেছেন।"

জয়হরি তখন কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে,—একবার কেবল মাথা তুলিয়া বলিল—"একবার মুখে দিয়ে দেখুন—কি বাড়িয়া হয়েছে। এদিকে ছ'খানা তল্‌গড়্।"

কর্তা উৎসাহ দিয়া হাসিলেন, আমি কিন্তু পুরো দেড়খানারও খবর লইতে পারিলাম না। তাহার পর একটা সিগারেট সম্পূর্ণ দগ্ধ করিবার পূর্বেই আহারের জন্য ডাক পড়িল। মনে মনে ভাবিলাম—এটা মিথ্যা ভোগাভোগ মাত্র ;—কিন্তু উপায়ান্তরও ছিল না, উঠিতেই হইল।

আহার্যের ও আহারের বিবরণ বাদ দেওয়াই ভাল,—রাবিশ বাড়াইতে আর ইচ্ছা নাই। বোধ হয় এই বলিলেই বিশদ হইবে—বাড়ীওয়ালারাও নিত্য নব নব উপকরণে দুর্বাসার পারণের পাহাড় বানাইতেছিলেন, আমার সঙ্গেও ছিলেন—অকৃত্রিম দামোদর !

রহস্যপ্রিয় "নিঠুর কালিয়া" মানুষের যেন এইসব অবস্থাই খোঁজেন। আহার আরম্ভ হইবার পর, এই অসময়ে—দু'খানা করে গরম গরম ইলিস-মাছ ভাজা,—তার তীব্র মধুর গন্ধ সহ, প্রত্যেকের পাতে আসিয়া পড়িল !—জয়হরির উদাহরণের কি মধুর উপসংহার—আশ্চর্য যোগাযোগ ! সে মাথা তুলিয়া হর্ষোৎফুল্লনেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিতে জানাইল—"দেখিয়ে দিচ্চি !"

আমি ভীত হইলাম ; প্রাণটা কাতরে বলিয়া উঠিল—"এবার ফিরাও মোরে।"

কর্তা তখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্য বাণেশ্বরের সহিত কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন,—জয়হরির ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি তাহাকে বলিতেছেন—"সারাদিন কোথায় ছিলিরে বেটা বেণী-সংহার ?—" সারাদিন অর্থে,—সে আমাদের চা দিয়া কি কাজে বাজারে গিয়াছিল।

বাণেশ্বর। আলু আন্‌তি গেছনু বাবু।

কর্তা। ক' পয়সা সরালি ?

বাণেশ্বর। সরাবো কি বাবু !

কর্তা। আ-বেটা মেদিনীপুরের মুখ্‌খু—সাধুভাষা বোঝ না,—মরবে যে দুখখে,—চুরি—চুরি রে হারামজাদা ! তোদের ওখানে আজো সাহিত্য-পরিষৎ

ঢোকেনি বুঝি ? আচ্ছা,—কত করে সের পেলি ! ঠিক বলিস্, এই আমি ভাত ছুঁয়ে রইলুম !

বাণেশ্বর। চৌদ্দ পয়সা সের নিলে বাবু।

কর্তা। নিলে,—আর তুমি দিলে। তুইও তাদের কাউন্‌সিলের মেম্বার না কি রে বেটা ! আর আমি যে এই আজই ছ'পয়সা করে সের রাঙা-আলু এনেছি রে পাজি !

বাণেশ্বর হাসি-মাখানো মুখে বলিল—"সে যে রাঙা-আলু বাবু, আমি যে গোল-আলু আন্‌নু।"

কর্তা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"শুনলেন বেটা বেণীমাধবের কথা। উঃ—এরি জন্যেই Mass Education দরকার ; এসব লোকসেনে মুখ্‌খুকে নিয়ে আর ত' পারি না মশাই !"

বলিলাম—"আপনি যে কি করে পারচেন, —এসে পর্যন্ত সেই কথাই সর্বক্ষণ ভাবছি। এতে বশিষ্টকে অশিষ্ট করে তোলে ;—এ যাতনা আর রাখা কেন ?"

কর্তা সবেগে বলিলেন—"রাখা ?—ও বেটাকে কি আমি রেখেছি ? ঐ বেটাই ত' আমার কয়েদীর-কম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে,—কি শীত কি গ্রীষ্ম তোফা জড়িয়ে থাকো ! হারামজাদা বলে কি না—আমি যে গোল-আলু আন্‌নু।—ওরে গো-মুখ্‌খু—রাঙা আলু বড়, না গোল-আলু বড় ! রাঙা আলু গতরে বড়, মালে বেশী, তার রঙের একটা দাম আছে, মিষ্টতার আলাদা মূল্য আছে, তোর গোলের খরচটা কি ? সূর্য গোল, চন্দ্র গোল, সারা পৃথিবীটেই গোল,—কারুর তাতেএক পয়সা লেগেছে, না কেউ তা চায় ? তবে কোন্ হিসেবে তোর গোল আলুর দর বেশী হবে রে রাস্‌কেল ?—চুপ করে রইলি যে ?"

বাণেশ্বর কাতর কণ্ঠে বলিল—"আমাকে আর রাখবেন না বাবু"—

কর্তা একটু মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেল—"কেন—তোমার হুকুমে ! তোরে রাখবো না ত' কারে রাখবো রে পাজি ;—তোর জোড়া আর মিলবে ?"

বাণেশ্বর। তা কি জানি বাবু—

কর্তা। তবে ?—তুই বেটাই জানিস—আমার সিন্দুক প্যাঁটরা নেই, টাকাপয়সা যেথা-সেথা পড়ে থাকে ;—সেসব আর আমাকে ফিরে দেখতে হয় না। তুই গেলে সে কাজ করবে কে রে বেইমান !—পারবে কেউ ? বেরো সামনে থেকে ;—বেটা যেন কোলু, —কাপড় দেখ না !—যাঃ, ঐ মাঝের কুলুঙ্গিতে আছে,—এখুনি কাপড় কিনে পর—

জয়হরি ইতিমধ্যে এক থাল অন্ন শেষ করিয়া তর্জণী তুলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে সেটা জানাইয়াছিল। এইবার তর্জণী ও মধ্যমা তুলিল ;—আমি নিষেধ-কটাক্ষসহ চাপা-গলায় বলিলাম—"বস্"।

এবার সে কর্তার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই ! তিনি সহাস্যে বলিলেন,—"জয়হরি বাবু দেখছি সর্বশক্তিমান ! উনি কি করে জানলেন যে কুলুঙ্গিতে দু' টাকা আছে !"

নারায়ণ রক্ষা করিলেন, বলিলাম—"জোড়া মিলবে না বলেই আপনি ভাবছিলেন না !"

কর্তা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—"আরে বাপ রে—এমন কথা বলবেন না,—সে কি কথা—"

কর্তার দৌহিত্রী—মাধুরী মেয়েটি আসিয়া বলিল,—"দিদিমা বলচেন—"

কর্তা বাধা দিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ-হ্যাঁ—সে জানি,—এই ভাতগুলি সব খেতে ত' ? তা বলবেন বই কি,—চাল খুব সস্তা কি না !"

মাধুরী মুখখানা ঘুরাইয়া বলিল—"আহা—তাই বলচেন না কি ? বাণেশ্বর এই সিদিন কাপড় পেয়েছে,—যেখানা পরে রয়েছে, ওখানা ত' নতুন,—ময়লা হয়েছে বই ত' নয়। এসব বাজেখরচ নয় কি ?"

কর্তা আশ্চর্য হইয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ—বলিস কি ! কই ও-বেটা তা বললে না ত' ! ইস্—বেশ নীরবে সর্বনাশ করে চলেছে দেখচি ! হারাম-জাদা থাকে থাকে যায় কোথায় বল দিকি ?—এই ত্রিবেণীশংকর,—ওরে বানোয়ারী ?—বেটা সটকালো নাকি !"

পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখুন—লোক চিনি না তা ত' নয়। রোজই দেখি—কি রোদ কি বৃষ্টি বেটা কাজকর্ম সেরে দিব্বি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্চে। ভদ্দোর লোকের এমন ঘুম হয় মশাই ? আবার উঠেই—ঝাঁটা নিয়ে উঠোন ঝাঁট্ ! ক্যানর‍্যা ব্যাটা,—বাবার উঠোন পেয়েছ ! ভদ্দোর লোকের বাড়ী ভাড়া নিয়েছি পাঁচ মাসে উঠনটা পুকুর' বনে যাক ! ছেলেপুলেগুলো যেরকম ধীর—বজায় খঞ্জন পাখীর ল্যাজ,—একদম তলায় গিয়ে নাচুক, আর আমরা ডাঙায় ডিগ্‌বাজী খাই। উঃ, চোর ব্যাটার কি দুরভিসন্ধি মশাই ! লোক চিনি না ! আর দেখুন এটাও বরাবর লক্ষ্য করছি—বেটা রোজই নাম বদলায় ! এ তো ভাল কথা নয়,—ফেরারী আসামী নয় ত' ! উঃ—আমি ত' আর ভাবতে পারিনে মশাই, আপনারা আছেন, দয়া করে যা বিহিত হয় করুন ; আমি আর চোর বেটার মুখ দেখব না ;—তা আপনারা

আমাকে ভালই বলুন আর মন্দই বলুন ;—নাঃ—কখনই না ।—কোথায় গেলি,—ওরে ও বক্রেশ্বর । এই যে ব্যাটা ! নে ত' বাবা—বাবুদের খাওয়া হয়ে গেছে, হাতে জল দে ।"

বলিলাম—"মাধুরী বাজে-খরচের কথা কি বলছিল না ?"

কর্তা বেশ সহজ ভাবেই বলিলেন—"সে দুঃখের কথা আর কেন বলেন, শিল নয়, পেরেক নয়, যাতে সংসার গোছায়—দু'চার পুরুষ থাকে ;—কাল দুম করে দু' আনার ধুনো কিনে ফেললেন ! উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া চাই ত' ! যাক্—আমি আর ক'দিন দেখবো । ঘুম থেকে উঠেই দেখি—রান্নাঘরে ধোঁ—একি একদিন মশাই,—রোজ ; আর কি বলবো ।"

মাধুরী মাথা নাড়িয়া বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গীতে বলিল—"আহা—আমি বুঝি ঐ কথা বললুম !"

কর্তা বলিলেন—"নাঃ, আমি যেন মেম-সাহেবের কথা বুঝতে পারি না ;—যাঃ, এখন খেগে যা ।"

আমরা ত' অবাক্ !

২৬

জয়হরিকে বলিলাম—তুমি যেরকম load (বোঝাই) নিয়েছ, একটু গড়াও, আমি একবার অমরকে দেখে আসি ।

সে বলিল—গড়াবো কি মশাই, আমাকেও যেতে হবে ।

বলিলাম,—"যেতে হবে—তার মানে ?"

জয়হরি গম্ভীর ভাবে বলিল,—অসাক্ষাতে কারুর কিছু নেওয়াকেই ত' অপহরণ বলে । মাতুল সেই কাজটি করে গেছেন, অনেকগুলি পেঁড়া গেঁড়া মেরেছেন, না হয় উড়িয়েছেন ! মনটা ভারী বিগড়ে রয়েছে, দেখলেন না খেতে পারলুম না । পেঁড়াগুলো খুব উঁচুদরের ছিল মশাই ।

বলিলাম,—অপহরণটা হল কি করে, তুমি ত' উপস্থিতই ছিলে ।

জয়হরি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিল,—"আমি জ্যান্তো থাকলে আর এমন সর্বনাশটা ঘটে !"

"কি করতে ?"

"মাতুল একখানা গালে দিলে আমি পাঁচখানা গালে দিতুম—দেখতুম কেমন খান !"

বলিলাম—তাহ'লে বুঝি যেমন প্রসাদ তেমনি মজুদ থাকতো, প্রসাদের **second edition**-এর (দ্বিতীয় সংস্করণের) আর দরকার হত না ?

একটু ভাবিয়া বলিল—"তা আমি ত' প্রসাদ পেটে নিয়ে এই বাসাতেই ফিরতুম,—অন্য কোথাও ত' যেতুম না মশাই !"

এ যুক্তির উপর শক্তি ছিল না যে কথা কই।

আবার বলে—"এডিসন্ যত হয় হোক না,—সেটা আমি খুব পচন্দ করি মশাই !"

বলিলাম—"তোমার এই 'খুব পচন্দ করাটা' মস্ত একটা ত্যাগ স্বীকার বটে,—এতে উদারতাও যথেষ্ট রয়েছে ! যাক,—এখন মাতুলের বাসায় যাবার উদ্দেশ্যটা কি শুনি !"

জয়হরি বলিল—"শোধটা নিতেই হবে মশাই,—বোলবো—আজ রাত্রে এইখানেই মুখ বদলাব মাতুল !—"

বলিলাম—তাঁর বাড়ী আজ যে রকম বিভ্রাট—একজন দেহ বদলাবার জোগাড় করে বসেছেন, এ সময় কি মুখ-বদলাবার কথা মুখে আনতে আছে। অমর সামলে উঠলে একদিন দেখা যাবে।

তাহার প্রস্তাবের মধ্যে আমারো পার্ট থাকিবার আভাস পাইয়া সে আনন্দের সহিত সম্মত হইল। উভয়ে বাহির হইয়া পড়িলাম।

একটা মোড় ফিরিয়াই দেখি—মাতুল আমাদের দিকেই আসিতেছেন। দূর হইতেই হাত নাড়িয়া জানাইলেন—"যেতে হবে না।"

নিকটে আসিয়া বলিলেন, "পায়ের ধুলো দিন মশাই,—যা বলেছিলেন তাই,—দু' কাপ্ চা গলা থেকে নাবতেই পেটে যেন পুলিশ্ ঢুকলো, পাঁচ মিনিটে সব ভিড় সাফ ! * * * এসে বললেন, 'আঃ বাঁচলুম, একটু গড়াই—ঘুম ভাঙিয়ো না। আজ আর জলগ্রহণ নয়, উঠে সেরফ্ আধ-সেরটাক গরম মোহনভোগ গ্রহণ। মাঝে মাঝে উপোস দেওয়াটা ভাল।"

"এ কি রকম উপোস মশাই ! বেদানা থেকে বাঁচলুম ত' ওষুধের বাবা,—খাঁটি বোগ্দাদী বুলেটিন্,—হেকিমী হালুয়া। চণ্ডে-স্যাকরা কি কু-লগ্নেই হার ছড়াটায় হাত দিয়েছিল ! এখন আর ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সাধ্য নেই যে, সেটাকে বাঁচায়।

চুলোয় যাক, আপনি বলতে পারেন—ত্রিকূট পাহাড়ে বাঘ বেরোয় কখন? রোজ বেরোয় ত' ?"

বলিলাম—"কেন, এ খোঁজ কেন ?"

মাতুল আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"কেন কি মশাই! এখন বাঘ ছাড়া আর বন্ধু কে? —খেলেই বাঁচি! মুশকিল—তাদের education (শিক্ষা) নেই যে engagement করি। এ কি অন্য দেশ যে শ্যাল-কুকুরেরও education চাই। হায় গোখলে—তুমি বৃথাই ছোক্‌লে (sketched)! এখন কোথায় গিয়ে বনে জঙ্গলে বাঘ হাতড়ে বেড়াই বলুন দিকি! আমার ভাগ্য ত' দেখচেন;—সেদিন নিশ্চয়ই তাদের মধুপুর বেড়াবার শখ চাগবে;—এ আপনি দেখে নেবেন!"

কি বিভ্রাট! বলিলাম—'এত ভাবচেন কেন,—দেখবেন দু'দিনেই চাঙ্গা হয়ে যেখানকার বে'ই সেখানে গেছেন, যেখানকার হার ঠিক সেখানেই শোভা পাচ্চে; এত অধীর হবেন না। মোহনভোগটা খুব বেশী ঘি ঢেলে যেন করা হয়। দু'বারের বেশী তিনবার গাড়ু হাতে করতে হলে "মাঝে মাঝে"র ফ্যাঁসাদটা ঐ সঙ্গেই ফুরিয়ে যাবে,—বেই মশার উপোসে আর রুচী থাকবে না।"

"যে আজ্ঞে, তাই করেই দেখি। আমি তবে এখন বাজারে চললুম, কখন তাঁর ঘুম ভাঙবে তারও ঠিক নেই।" এই বলিয়া মাতুল গমনোদ্যত হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহার হয়েছে ?"

"আর আহার! একবার বসেছিলুম মাত্র, দুর্ভাবনাতেই পেট ভরপুর,"—বলিতে বলিতে মাতুল দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

জয়হরি আমার গা টিপিয়া বলিল—"পেঁড়ায় যে আকণ্ঠ বোঝাই!"

তাহার কথা আমার ভাল লাগিল না। বুঝিয়াছি মাতুল একটি সুখের পায়রা,—জুতা জোড়াটিতে ব্রুশো না লাগাইয়া তিনি মুদির দোকানেও মুখ দেখাইতে পারেন না—অর্ধ পথ হইতে ফিরিয়া আসেন; প্রাতে শয্যা ত্যাগান্তে তাঁহার প্রধান কাজ চুল-ফেরানো। তাহা হইলেও তিনি কেরানী,—তাঁহার সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট নিশ্চয়ই বহু। তাঁহার এই মোহনভোগের আয়োজনের জন্য ছোটার পশ্চাতে যে কতটা ভদ্রতা বজায়ের চিন্তা-ভোগ অহরহ রহিয়াছে, সেই ভাবনাই আসিয়া গেল,—

অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—"হায় রে মধ্যবিত্ত ভদ্র কেরানী! তোমার মত দুঃখী জগতে নাই। তোমার মত দুর্ভাবনাবাহী চিরসহিষ্ণু বীরও জগতে নাই। ধনী তোমাকে চেনে না, উচ্চশিক্ষিতে বোঝে না, লেখক-বক্তারা আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার্থে

বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। সম্মুখে তোমার পেষণ-যন্ত্র—আপিস,—পশ্চাতে তোমার গুরুভার—সংসার, দুই পার্শ্বে—পাওনাদারের তাগাদা! বিনয়, কাতরোক্তি, মিথ্যা উদ্ভাবন ভিন্ন তোমার উপায়ান্তর নাই। তাহারাই তোমার রক্ষা-কবচ! চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় সাতটি মুখে অন্ন, সাতটি দেহে আবরণ, ইস্কুলের মাইনে,—পড়ার বই, দুর্গোৎসবের যথা-কর্তব্য, লোক-লৌকিকতা রক্ষা, কন্যার বিবাহ,—তত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি! জগতের বড় বড় আশ্চর্যগুলি ইহার কাছে কত তুচ্ছ! তোমার এ দুঃখ কেহ জানে না—জানিতেও চায় না, বোঝে না—বুঝিতে চায়ও না, কেহ ভাবে না—ভাবিবার আবশ্যক বোধও করে না! জানেন কেবল একজন,—যিনি অন্তর্যামী! আর ভাবেন, —যিনি এই নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝখানে—সংসারের সর্বত্র তাঁর জীর্ণ দীর্ণ হতাশ দেহ ও হৃদয়খানি পাতিয়া দিয়া নীরবে যথাসাধ্য টানিয়া চলিয়াছেন ও সামলাইতেছেন।—যিনি স্বামীর বিষন্ন মুখে একটু প্রফুল্লতা জাগাইবার জন্য অঙ্গের এক-একখানি প্রিয় অলংকার খুলিয়া দিয়া, ক্রমে ক্রমে নিজেকে নিরাভরণা করিয়া—মাত্র শাঁখা-সিন্দুরধারিণী! যিনি শত বেদনা বক্ষে চাপিয়া স্বামীর সম্মুখে প্রফুল্ল,—অন্তরালে—নিষ্প্রভ কুসুম। যাঁর একমাত্র আশা ভরসা ও আশ্রয়,—উঠানের তুলসী-গাছটি, যাঁর পাদমূলে তাঁর মাথা—তাঁর প্রাণ, কাতর নিবেদন সহ দিনে শতবার নত হয়! টেক্স-দারগা আসিয়া ছয় গণ্ডা পয়সার জন্য যমের মত দ্বারে হানা দিয়াছে —ঘরে ছয়টি পয়সাও নাই! স্বামী, লজ্জা-ম্লান মুখে খিড়কি-দ্বার দিয়া স্নানে সরিয়া গেলেন,—অর্ধাবগুণ্ঠনে যিনি দ্বারপার্শ্বে গিয়া, লজ্জা-কাতর, মুমূর্ষু-কণ্ঠে বলিতে বাধ্য হন—"তিনি বাড়ী নাই।" এবং ফিরিয়াই তুলসীতলায় ব্যাধবিদ্ধের মত লুটাইয়া মর্মন্তুদ ক্রন্দনে ক্ষমা চান, আর বলেন—"ঠাকুর, লজ্জা রাখো, উপায় করে দাও,—এ যে আর পারি না ঠাকুর!"

—"একমাত্র এই গৃহলক্ষ্মীটিই দুঃস্থ কেরানীর ভাবনা ভাবেন—তাঁর কুশল যাচেন। গৃহলক্ষ্মী কথাটির এমন সত্য প্রয়োগ বুঝি আর নাই! অন্যত্রের জন্য অনেক ভাল ভাল শব্দ অভিধান আলো করিয়া থাকিতে পারে যাহা গৌরবের ও আদরের—এটি যেন দুঃখ-দারিদ্র্যের মহিমায় উজ্জ্বল!—

"অনেকেই বোধ হয় জানেন না—কেরানীরাই এই দুঃখ কষ্ট বেদনা বহন করিয়া বাঙ্গলা-দেশের বহু ভদ্রপরিবারের ভার লইয়া আছে ও তিল তিল করিয়া আত্মদান করিতেছে। মাইনে কি মজুরি বাড়াইবার জন্য সকলেই ধর্মঘট করিতে পারেন;—

পারে না ও করে না কেবল কেরানী ! কারণ তার যে একদিন চলিবার মতও সঙ্গতি থাকে না,—থাকে কেবল—মুখ চাহিয়া বৃহৎ একটি পরিবার !”

দুর্বল-স্নায়ুর লোকেদের মাথায় নিরর্থক চিন্তাগুলো বেশ সহজেই ঢুকিয়া পড়ে আর অবিরাম গতিও লাভ করে। আমার মাথাটারও এ সম্বন্ধে উদারতা যথেষ্ট। জয়হরি বাধা না দিলে চিন্তাটা বোধ হয় স্বরাজ পর্যন্ত পেঁৗছিয়া যাইত। সে বলিয়া উঠিল—‘চলুন তবে, ফেরা যাক।”

বলিলাম—“না, এ অবেলায় আর গড়ানো নয়। চল—একটু ঘুরে আসি।”

২৭

আহার সম্বন্ধে জয়হরির ওজন-জ্ঞানটা কোন দিনই ছিল না ! আজ সেটার ঝুঁকিতি পেটের উপর অত্যধিক ভর করিয়াছিল। তারই গ্রাভিটেশন্ তাকে শয্যায় টানিয়া রাখিল।

একাই উইলিয়ম্‌স্ টাউনের দিকে গিয়া পড়িলাম। চিন্তা মাত্র সঙ্গী,—সবই অবান্তর এবং চারিদিকে প্রান্তর।

এমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান, মুক্ত বায়ুর অবাধ বিচরণ, বৃক্ষ শ্রেণীর নির্লিপ্ত অবস্থান,—স্বভাবের বে-পরোয়া বালকেরা দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করিয়া প্রাণ খুলিয়া গান ধরিয়াছে ;—সবই বেশ ভালো লাগিতেছিল।

হঠাৎ দূরে দৃষ্টি পড়ায়,—প্রকৃতির রাজ্যে বিকৃতির মত—আদালতের আবির্ভাবটা আঁস্তাকুড়ের মত ঠেকিল। সেটা যেন উপকারের নামে—অযাচিত উপসর্গ। বড়ই বে-মানান।

একটা প্রস্তর-স্তূপ পাইয়া বসিলাম। ভাবিতে লাগিলাম,—আচ্ছা এ-ভাব আসে কেন ? বোধহয়—সংস্কার দোষ···

সহসা—“বাঃ, দিব্যি আসন করেছেন ত’ ! আজ একা যে বড় ?”

চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি,—সেই ফ্রুট্-প্রিয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে যুবা সঙ্গীটি, আর চলন্ত গরুর-গাড়ির মত একটি স্থানীয় ভৃত্য। মাথায় চেয়ার, তদুপরি চায়ের সরঞ্জাম, হস্তে—টিফিন কেরিয়ার, বিস্কুটের বাক্স, স্টোভ, স্কন্ধে ছিপ্, ইত্যাদি ইত্যাদি। মায় বঁড়শিতে-বেঁধা একটি বাদুড়,—তখনো বেঁচে ! বজায় বিশ্বরূপ !

বলিলাম,—"মাছ যে চিঁ চিঁ করে! ফ্লাইং-ফিশ না কি?"

সহাস্যে বলিলেন,—"তেঁতুল-তলায় বসা হয়েছিল, ফাত্‌না ডুবতেই যেই উঁচুটান্‌, অমনি ওপর থেকে এসে পড়লো। মাছও খুব আছে মশাই!"

"তেঁতুল গাছে না কি?"

হাসিয়া বলিলেন—"না-পুকুরটায়। মিস্টার কাড়া—ইয়া এক তিন-পো কালবোস্‌ সাঁ-করে তুলে ফেললেন! তাঁর টি-টম্‌সনের বাড়ীর বিলিতী সরঞ্জাম কিনা।—"

—"আজ ফার্স্ট-ডে, ওর ওই আনন্দটাই লাভ। প্রেসারে মাথাটা ধরে গেছে।"

বলিলাম—"ওর আনন্দ কি মাছের ওজন ধরে চলে······"

"ইয়াঃ, আপনি দেখছি ওর হাড়হদ্দ বোঝেন! বাই-দি বাই, আজ আপনার কথা না শুনে উঠছি না,—এই বসলুম।"

উভয়ে পাষাণ-আসন লইলেন এবং ভৃত্যটিকে নানা-ভাষার সংমিশ্রণে উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

"এইবার বলুন··"

বলিলাম—"কথাটা খুব সামান্যই, স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি—কথাটা **beginner**-দের (নূতন ব্রতীদের) সম্বন্ধে, কাজেই **beginning**-টা **small**—হাতে খড়ির মত।"

তিনি বলিলেন—"তাতে হয়েছে কি, 'প্রিন্‌সিপল্‌' নিয়ে কথা।"

সঙ্গীটিকে বলিলেন—"ভারী এক্‌সাইটিং হবে! উঃ, মাথাটা দপ্‌ দপ্‌ করছে—"

বলিলাম—"তখন ইংরিজি ইস্কুলে ঢুকেছি, বাঙ্গলা ব'য়ের মধ্যে ছিল কেবল "বোধোদয়"। গ্রীষ্মের ছুটি হল। সব কাজেই 'মানব' ছিল আমার **'guiding spirit'** (নাটের গুরু) আর আমি ছিলুম তার **'constant quantity'** (কেলে-হাঁড়ি)—সর্বক্ষণই তার পাশে হাজির। সে ছিল পাক্কা বীর-বংশোদ্ভব। তার বৃদ্ধ পিতামহ কিলিয়ে কচ্ছপ মেরে, সাবর্ণ চৌধুরী মশাইদের বাড়ী থেকে বার্ষিক আদায় করেছিলেন। মানব তাঁরই প্রতিনিধি রূপে—ঘোড়ার-চালে দু'ধাপ পেছিয়ে দেখা দেয়।

গ্রামের ওস্তাদদের মুখে শুনলুম,—শালিখ-পাখীর বোশেখী-বাচ্চা পাওয়াটা বড় ভাগ্যের কথা, তারা নাকি অষ্টম গর্ভের সন্তানের মত ধুরন্ধর হয়,—যা শোনে তাই শেখে,—পুরো জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হয়ে দাঁড়ায়।

শুনে কিন্তু দু'জনেই একটু দোমে যাই,—ভাল পড়াশোনা যে হবে না সেটা বুঝতেই

পারলুম ; কারণ দু'জনেরি জন্ম কার্তিক মাসে। বিবাহের আশা পর্যন্ত ঘুচে গেল। মানব হেসে বললে—"চুলোয় যাক, তবে পড়াশোনা আর কার জন্যে!"

ওটা তার রহস্যের কথা, কারণ লেখাপড়া সম্বন্ধে মানবের স্বতন্ত্র এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। তার বুদ্ধিটা বয়সকে ডিঙিয়ে অনেকটা এগিয়ে পড়েছিল।

এতদিন পরে সব কথাগুলো তার নিজের ভাষাতে দিতে পারব বলে মনে হয় না। সে বোলত—পরের এঁটো খাওয়া ভাল নয় রে, তাতে মানুষ নিজেকে হারিয়ে—পরের কথা, পরের ভাব, পরের ধাত পেয়ে—প্রকৃতি বোদলে পর-ই হয়ে যায়। এত বড় ক্ষেতি আর নেই রে। আমি বেশ করে দেখেছি—একটা গাছের দু'টো পাতা কি দু'টো ফল —ঠিক একরকম নয়। দু'টো মানুষও একরকম নয়, তাদের পাওনাও (পাথেয় বা মাল-মশলাও) এক রকম নয়। তাদের সবাইকে এক ছাঁচে ঢাললে, তাদের জন্মটাই মাটি করে দেওয়া হয়,···তাদের যে-কাজের জন্যে আসা, তা থেকেও জগৎকে বঞ্চিত করা হয়। তার নিজের সম্পত্তি নষ্ট করে সে নিজের মধ্যেই পর হয়ে যায় ; তাতে হয় এই —সে নিজেকে ত' পেলেই না, আর ঠিক ঠিক পর হতে পেরেছে কি না তা বলাও কঠিন। আমার মনে হয়···সদা সত্য কথা কহিবে, চুরি করা পাপ, হিংসা করিও না, কাহাকেও মনকষ্ট দিও না, সকলকে ভালবাসিবে,···এ কথাগুলো সবার তরেই এক। ভাল ভাল লোকের বিশ-ত্রিশখানা ইংরিজি বাংলা ভাল ভাল বই পড়তে আর বুঝতে পারলেই ঢের হল। রামায়ণ মহাভারত নিশ্চয়ই পড়বি। একটা কথা মনে রাখিস— নিজের ধর্মগ্রন্থ ভাল করে না বুঝে খবরদার পরের ধর্ম-পুস্তক পড়িসনি। কিন্তু কারুর ধর্মকে ছোটও ভাবিস নি। জাতি-বিচার ছেড়ে গরীবকে দেখবি—ভালবাসবি, তাদের সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা ক'বি···আহা, তারা তাও পায় না রে! ঘৃণা কারুকে করিসনি। 'মন' ইচ্ছা করলেও 'প্রাণ' যদি খুঁৎ খুঁৎ করে, সে কাজ কখ্খনো করবিনি, জানবি —মা বারণ করচেন। বাস্, এই আমার লেখা পড়া।" এই বলে সে হাসতো। আমি এসব কথা তখন ভাল বুঝতে পারতুম না, তার ভালবাসামুগ্ধ শিষ্যের মত শুধু হাঁ করে শুনতুম।

কোন কোন ছেলে ছেলেবেলা থেকেই স্বাভাবিক সর্দার ;—তারা অনেক অনন্য-সাধারণ গুণ নিয়ে জন্মায়—যেগুলোকে সমাজের বিজ্ঞেরা নিতে না পেরে মুখ্খুমি বলেন, কিন্তু বিপদে পড়লে সেই মুখ্খুদেরই সাহায্য নিয়ে উদ্ধার হন। তারপর নেপথ্যে এই "সেয়ানা-কোম্পানীর"—সহাস চোখ-টেপাটেপি চলে! সে যা হোক— মানব সেই সব ছেলেদেরই একজন ছিল। যাক—

ছুটির মুখে আমাদের ঝোঁক চাপালো শালিখের বোশেখী-বাচ্চা সংগ্রহ করতেই হবে। রোজ রোদোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বোধোদয় মুড়ে অনুসন্ধান সুরু করা গেল। সেটা ছিল বেস্পতিবার,—দেখি মানব কপালে রক্তের ধারা নিয়ে ছুটে আসছে; পাঁচ ছ'টা শালিখ সচীৎকারে ঠোকরাতে ঠোকরাতে তার পশ্চাতে ধাবমান! আমি বিদ্যুৎবেগে একটা ভেরেণ্ডার ডাল ভেঙ্গে অকুতোভয়ে সেই শত্রুব্যূহ নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে দিলুম। মানব ততক্ষণে নিরাপদ স্থান নিয়ে ফেলেছে! দেখি, তার দু'হাতে দুই বোশেখী-বাচ্চা! সে কি আনন্দ!

চৈত্রমাসে মানব বাবা তারকনাথকে মাথার চুলগুলি দিয়ে এসেছিল। দেখি মাথাটা ঠুকরে আর খুবলে যেন কোলকের "পাণ্ডপ্রুফ" ঢাকনি বানিয়ে দিয়েছে! যাক—সেদিকে তার লক্ষ্যই রইল না;—কাজের ঘটা পড়ে গেল,—খাঁচা, বাটি, ছাতু ইত্যাদি।

তার পর শিকারের শুভ beginning (সূচনা), ফড়িং চাই! পাঁচ সাতগাছা খেজুর ছড়ি বানিয়ে গঙ্গা-ফড়িং, গোদা-ফড়িং, ঘোড়া-ফড়িং, এস্তোক খড়কে-ফড়িং শিকারে, নির্ভয়ে বনজঙ্গল, পাহাড় পর্বত, কন্দরকান্তার, মাঠ তট নিত্য প্রবলবেগে তাড়না করে বেড়াতে লাগলুম।

আপনি বোধ করি পাহাড় পর্বতের কথা শুনে সন্দেহ করছেন! Adventurer-রা ("ঘোড়াবাইগ্রস্ত" ডানপিটেরা) দেখে থাকবেন—বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে বড় বড় বংশের বড় বড় বাড়ীর অতিকায় ভগ্ন-স্তূপের উপর দূর্বো গজাচ্চে। ম্যালেরিয়া মজুদ থাকলে—দু'এক শতাব্দি পরে শশীবাবু এসে যদি 'ভূগোল পরিচয়' লেখেন, তখন ছেলেরা পড়বে—বঙ্গভূমি একটি পর্বতবহুল পাহাড়-প্রধান অসমতল দেশ!

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন—very true and very interesting—বাঃ, খুব ঠিক—তার পর?"

বলিলাম—"তার পর জয়দ্রথ বধের পালা! শ্রীকৃষ্ণ যেমন সুদর্শন দিয়ে সূর্যদেবকে ঢেকেছিলেন, আমাদেরও তেমনি বোশেখ জ্যেষ্ঠির সমস্ত রোদ্দুরটুকু মাথায় করে ফড়িং-মারা মৃগয়া চলতে লাগলো। মানব প্রতিজ্ঞা করলে মাণ্ডব্যমুনির কীর্তিটা ম্লান করে ছাড়বে।"

"একটুকুও সময় নষ্ট করার ছিল না,—দু'গাছা ছিপও সঙ্গে থাকতো, পুকুর পেলেই যথালাভের পন্থা চলতো। ফেরবার সময় ফড়িং আর মাছ নিয়ে আসা যেত। বাড়ীর বকুনি এড়াতে মাছের মত জিনিস আর নেই,—মাছ দেখলেই মেয়েরা খুশী,—সঙ্গে সঙ্গেই তার পরদিন বেশী করে আনবার জন্যে উৎসাহদান! রসনার তৃপ্তির এই

লোভটুকুই সকল ছোটবড় কাজের কলকাটি,—প্রাণশক্তি ! দেখুন না, যুদ্ধ করতে গিয়ে আসোরের মাঝখানে অর্জুন কি রকম ভোড়কে গিছলো,—বলে ঘাম দিচ্ছে ! তাকে চাঙ্গা করতে কেষ্টকে পুরো আঠারো পর্বের আমদানী করতে হয়েছিল। কি ফ্যাঁসাদ বলুন দিকি ! কেন ?—কারণ ওতে রসনাতৃপ্তির কিছুই ছিল না ; সেটি না থাকলে সব রকম মৃগয়ারই 'মৃ' টুকু মুছে গিয়ে সেরেফ 'গয়া' প্রাপ্তি ঘটে ! যদি কর্ণের কালিয়া, কি শকুনী সড়সড়ি চলতো, তাহ'লে দেখতেন কেষ্টকে কষ্ট করে অত বাজে বোকতে হত না,—অর্জুনের গাণ্ডীব আপনিই বোঁ-বোঁ করে বাণ ছাড়তো। নয় কি ?"

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"এটি অকাট্য কথা ;—তার পর ?"

কি মুশকিল,—এখনো "তারপর" ! বলিলাম—"তারপর তিন হপ্তায় মাথার সব রসটুকু সূর্যদেব শুষে নিয়ে মগজ দু'টিকে 'খড়ুলি,' বানিয়ে দিলেন ! নাড়লেই আকরোটের শুকনো শাঁসের মত খট্‌খট্ করে নড়ে ! মানব হেসে বললে—'তাতে হয়েছে কি—মস্তিষ্কের জল মোরে খাঁটি দাঁড়াচ্চে রে ! বিশ্বাস না হয় শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞেস কর,—তিনি ত' মিছে কথা কবেন না। ওরে বলে—টনক নড়া —টনক নড়া,—ওটা বড় লোকের চিহ্ন রে। আমাদেরও মাথাটা বোধ হয় এইবার 'টনকে' দাঁড়িয়ে গেল !' শুনে মনে মনে একটু গর্ব-সুখ অনুভব করলুম— কারণ, মানব ছিল আমার চেয়ে বচর দেড়েকের বড়, আর তার প্রধান গুণ ছিল—সে কোন অবস্থাতেই মিছে কথা কইত না,—বাঘা বেণী-মাস্টারের বেতের ভয়েও নয় ।"

২৮

গুরুগর্জনে বর্ষা এসে পোড়ল। মানব বললে—"এইবার শিকারের মজা রে। মহাদেবের মাথায় গঙ্গা নেবেছিলেন, আমাদের সর্বাঙ্গে বর্ষা নাবালেন—ওটা শুভ লক্ষণ ।"

একদিন বিকেলের দিকটায় মানব বললে—"জ্বর এলো রে ।" বললুম—"তবে আর কাজ নেই—বাড়ী ফেরা যাক ।" সে বললে—"একটু জ্বর এসেছে ত' হয়েছে কি— "চকোসা" দেখা দিয়েছে, দীঘিটে দেখে যাই চ ।"

তখন পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ,—কিন্তু পূর্বদিকে একখানা মেঘ উঠছে। দীঘির

ধারে পেঁছেই দেখি—আট নয় হাত দূরে, জলের প্রায় ওপরেই একটা মস্ত কাতলা-মাছের মন্থর গতি। মানবকে বলবার আগেই একখানা আদলা ইট ঝপাং করে মাছটার মাথায় গিয়ে পোড়লো। মানব—"ঠিক লেগেছে" বলেই এক লাফে ছয় সাত হাত দূরে পড়েই ডুব। মিনিট খানেকের মধ্যেই মাছ নিয়ে ভেসে উঠলো।

মাথা তুলে চেয়েই—"শীগ্‌গির নোনা-গাছটায় উঠে পড়—শীগ্‌গির" বলেই, দু' সেকেণ্ডে ডাঙ্গায় এসে উঠলো।

বললুম—"কেন?" সে ধমক দিয়ে বললে—"বলছি—আগে ওঠ্, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির!"

আর বলতে হল না, হাত তিন চার উঠেই ফিরে দেখি—সর্বনাশ! একেবারে কাট-মেরে গেলুম! লাফাবার শব্দ আর জলনাড়া পেয়ে, এক ভীষণ কেউটে দীঘির ভেতর থেকে মাথা তুলে, মানবকে লক্ষ্য করে তীরবেগে আসছে! আমার মুখ থেকে কেবল বেরুলো—'পালাও'।—তখন তার আর গাছে ওঠবার সময় নেই।

মানব মাছটা ডাঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়ে, কাছেই একটা হাঁড়ি পড়েছিল, সেটা বাঁহাতে নিয়েই এক-হাঁটু-গেড়ে বসতে না বসতে—সেই বিস্তৃত-ফনা কাল একদম সামনে এসেই —প্রায় আড়াই হাত খাড়া হয়ে—মানবের বুকে সজোরে ছোবোল মারলে! অগ্র-পশ্চাতের সময় ছিল না—বোধ হয় একসঙ্গে আর এক সময়েই—মানবের মুখ থেকে এমন জোরে 'খবরদার' শব্দটা বেরুলো যে জল, জঙ্গল, আকাশ, বাতাস, শিউরে উঠলো। দীঘির পানকউড়ি ডাকপাখীগুলো সভয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো। আমি কেঁদে "মা বাঁচাও" বলেই চোখ বুজলুম।

পরক্ষণেই মানব ডাকলে, "শীগ্‌গির আয়!" পোড়তে পোড়তে গিয়ে দেখি—সাপের গলা আর ফণার প্রায় অর্ধেকটা মানবের মুঠোর মধ্যে!

বৃদ্ধ লোকটি একটা দমকা দম ফেলে বলে উঠলেন—"ও, **God is great**! ধন্য ভগবান!" যুবাটি বলিলেন "**miraculous**—অলৌকিক!"

আমি বলিলাম—সাপটা তখন তার হাতে জড়াবার চেষ্টা পাচ্ছে,—মানব তাকে একটা জিওল গাছের গুঁড়িতে আছড়াচ্চে আর এক একবার মুখটা সেই গাছেই ঘষছে। মিনিটপাঁচেক এই কস্তাকস্তির পর, সাপটা নির্জীব হয়ে পোড়লো, মুখদে কতকটা রক্ত বেরিয়ে গেল। তখন মানব সেটাকে "যা বেটা" বলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে; দেখি তখনো সে সাড়ে চার হাত!

মানব সাপটাকে এত জোরে ধরেছিল যে, সেটাকে ফেলে দেবার পর দেখি—হাতের তেলোটা লাল হয়ে ঘেমে উঠেছে, আর তাতে যেন ফণার ফটো উঠে এসেছে,—সেটা ছাল কি আঁশ বুঝতে পারলুম না। মানব এক-মুঠো মাটি নিয়ে দীঘির জলে বেশ করে হাতটা ধুয়ে ফেললে।

আমার চোখে সে ছাপ কিন্তু এমন পাকা রংয়ে আঁকা হয়ে গিছলো,—আমি তখনো তার তেলোয় সেই ভীষণ বিষধরের ফণা দেখছিলুম। বললুম—"কামড়ায়নি ত' ?"

মানব আমার জলভরা আওয়াজ পেয়ে,—আমার মুখের ওপর চেয়ে বললে—"কি রে—মেয়েমানুষ না কি, কাঁদিচস কেন ? ও কামড়ালে পাঁচ মিনিটও কেউ বাঁচে না। মনে রাখিস—মানুষ সবার বড়, নিজেকে ছোট মনে করলেই মোরবি ! জ্বরে হাতের ঠিক ছিল না—যদি ফসকায়,—যম কি না,—ভাবলুম গেলুম ! মাকে ডাকতেই—সব ঠিক হয়ে গেল। আর নয়—বাড়ী চ'। মাছটা আমি নিতে পারব না—আট নয় সের হবে। মাথাটা দপ্ দপ্ করচে—জ্বর বোধহয় তিনের কম নয়, দেখচি তোর কাঁধে ভর দিয়েই যেতে হবে,—আমার হাতে-পায়ে আর বল নেই। এটা সাপের আড্ডা রে, আসবার সময় আরো দু'টো দেখেছিলুম—ভয় পাবি বলে বলিনি ! একলা কখ্খনো এদিকে আসিস নি।"

অন্ধকার করে বৃষ্টি এল, কিন্তু মানবের গায়ের "তাতে" আমার কাঁধ পুড়ে যেতে লাগল।

আমি ভয় পেলুম। বললুম,—"জ্বরটা যে বড় বেশী হল ভাই !"

"একটু জ্বর বই তো নয়,—পুরুষমানুষ—ভয় কি রে !" বলে একটু হাসলে।

মানব যখন-তখন ওই—'পুরুষমানুষ' কথাটা এমন জোর দিয়ে উচ্চারণ করতো তাতে তার সর্ব-শরীর দিয়ে যেন শক্তির একটা তড়িৎতরঙ্গ ছুটে বেরিয়ে আসতো ! সঙ্গে সঙ্গে তার পেশীগুলো—প্রেরণায় পুষ্ট হয়ে উঠতো ! নিজে অসীম বল অনুভব করতো,—আমাকেও বল যোগাতো !—

—"তার সেই বিশ্বাস-দৃঢ় সরল হাসিমুখের মাঝে, আমার—সব শক্তি, সব উৎসাহ, সব আশা সজীব হয়ে উঠতো।"

তখন দিনের আলো ছিল কি না জানি না ; যদিও থাকে ত' মেঘবৃষ্টিতে সেটুকু ঢেকে দিছলো ! মানব আমার কাঁধে খুব আলগা ভর দিয়ে আসছিল—পাছে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু জ্বরটা খুব বেশী বেড়ে চলায়, তার অজ্ঞাতে তার সে চেষ্টা মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল,—তার মাথাটা আমার কাঁধের ওপর অসহায়ের মতই লুটিয়ে পড়ছিল। আবার চমক এলেই সে মাথাটা তুলে নিচ্ছিল আর বলছিল,—"আমি বড্ড ভারী, না ? তোকে আজ বড় ভোগাচ্ছি।"

তখন পল্লীর মধ্যে পড়েছি,—পাড়ার আঁকাবাঁকা কাঁচাপথে চলেছি। সহসা কে যেন কিসের উপর কঠিন আঘাত করলে—এই রকম একটা শুষ্ক-শব্দ কানে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মানব সবেগে আমার কাঁধ থেকে মাথা তুলে উৎকর্ণ হয়েছে। পরক্ষণেই মূকের একটা অস্পষ্ট অন্তিম যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনির মত শোনা গেল।

কোথায় গেল মানবের একশো তিন ডিগ্রী জ্বর,—কোথায় গেল তার পায়ের জড়তা, সে তীরের মত বেরিয়ে গেল। আমার নিষেধ তার কানে পেঁছিবারও সময় পেলে না,—পেছনে ছুটলুম।

সামনের বেঁকটা ফিরেই দেখি,—একটা পাঁচ-সাত হাত বংশ-খণ্ড হাতে সিধু ভট্‌চায্যি রাগে ফুলচেন,—এক পায় খড়ম, কাচাটা কাদায় লুটোলুটি খাচ্চে। তিন চার হাত তফাতে একটা গরু চক্ষু কপালে তুলে, সারা দেহটা রাস্তার উপর এলিয়ে নিস্পন্দ পড়ে। তার কপাল আর কান-মুতো বেয়ে রক্তের ধারা নেবেছে। ভক্ত ভট্‌চায্যি মশাই তার একটা শিং সাবাড় করে দিয়েছেন !

মানব কাদার ওপর বসে গরুটির গলায় ধীরে ধীরে হাত বুলুচ্চে। আমাকে দেখতে পেয়েই বললে—"শীগ্‌গির জল আন ভাই।"

জলের অভাব ছিল না—পাশেই পুকুর ; একটা পরিত্যক্ত হাঁড়ি কুড়িয়ে জল এনে দিতেই ভট্‌চায্যি পাঁচ পা পেছিয়ে দাঁড়ালেন, পাছে ছিটে লাগে। মানব গরুটির চোখ-মুখ ধুইয়ে, ধীরে ধীরে তার মাথায় আর সেই সদ্য-ভগ্ন শিংয়ের মূলে জল ঢালতে লাগলো। তিন চার হাঁড়ি জল এনে দেবার পর আমাকে বললে—"এখন ধীরে ধীরে ওর গায়ে হাত বুলো।" সে একটা মান-পাতা এনে তার মাথায় হাওয়া করতে লাগলো।

মিনিটদশেক পরে গরুটা কান নাড়লে। মানব বললে, "এইবার চট্ করে হরেদের বাড়ী থেকে একটু রেড়ির তেল নিয়ে আয় ভাই।" তেল আনতেই নিজের কাপড় ছিঁড়ে তেলে ভিজিয়ে সেই ভাঙ্গা শিংয়ের গোড়ায় যে সাদা অংশটুকু বেরিয়ে পড়েছিল তাইতে জড়িয়ে বেঁধে, জবজবে করে তেলে ভিজিয়ে দিলে। গরুটা একটু একটু মাথা নাড়তে লাগলো, আর তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। পা চারখানা দু' একবার নেড়ে যেন ওঠবার চেষ্টা করলে,—পারলে না।

মানব নিজের কোঁচা দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছিল, সে বলে উঠল—"এতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল, এইবার যাতনা অনুভব করছে ; উঃ, ভারী কষ্ট পাচ্ছে রে—বলতে ত' পাচ্চে না!" মানবের গলার আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি—তারও চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে!—তার চোখে এই আমার প্রথম জল দেখা। আমি অবাক হয়ে গেলুম। সে বললে—"ও এখন উঠতে চায়, উঠতে পারলে বোধ হয় নিজের ইচ্ছেমত স্বস্তির উপায় খুঁজে নিতে পারে—আমরা ত' সেটা জানি না! আমার আজ হাতে পায়ে এমন বল নেই যে ওকে তুলে দি,—তোর কর্ম্মও নয়।"

* * * *

পাড়ার ঐ গলি-পথটার ধারেই সিদ্ধেশ্বর ভট্চায্যির রাং-চিত্তিরের বেড়া ঘেরা খানিকটে জমি। তার মধ্যে কলকাসুন্দে, আপাং, ওক্ড়া আর সেওড়া গাছের সঙ্গে সমন্বয় করে পাঁচ সাতটা বেগুন গাছও মিলেমিশে ছিল ; অবশ্য সূক্ষ্মদর্শী ছাড়া সেটা অন্যের নজরে পড়া কঠিন। বেড়ার গায়ে শজনে গাছটির সে-বচরের মত "বেন্" ফুরোবার পর, ভট্চায্যি মশাই মাচা হিসেবে তার ওপর একটা লাউ গাছ তুলে দিছিলেন, —কারণ কবিতা বনিতা আর লতার একটা আশ্রয় দরকার ;—তিনি অশাস্ত্রীয় কাজ করেন নি। কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞানহীন একটা লাউডগা আশ্রয় ছেড়ে স্বাধীন ভাবে গলি-পথের ওপর ঝুলে পড়ায়, কান্ডজ্ঞানহীন গরুটা তার হাত-দেড়েক টেনে নিয়ে খাবার উদ্‌যোগ করছিল, ইতিমধ্যে এই দুর্যোগ!

গরুটা নড়চে না দেখে ভট্চায্যি ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে গিছলেন,—তারপর তাকে একটু নড়তে দেখে, তাঁর সে ভাবটা ফিকে হয়ে আসছিল। এমন সময় গরুটাকে দাঁড় করিয়ে দেবার কথাটা তাঁর কানে পৌঁছুতেই, হাতের বাঁশটা বাগানের মধ্যে ফেলে ব্যস্ত ভাবে বললেন—"আমি ধরচি।" অর্থাৎ তিনি তখন বামাল সরিয়ে—চোখের আড়াল করতে পারলে বাঁচেন,—অন্যত্র যা হয় হোক গে ;—মতলবটা এই।

মানব সবেগে মাথা তুলে বললে—"এদিকে আসবেন না। নিজের নিজের যমকে

সকলেই চেনে! আমি স্বচক্ষে দেখেছি—কসাই কাছে এলে গরু শুয়ে পড়ে—থর্ থর্ করে কাঁপে। এখন যাতনায় ওর প্রাণ ওলোট্‌পালোট্ খাচ্চে, আপনাকে দেখলেই ও মরে যাবে।"

সিধু ভট্‌চায্যি বুঝেছিলেন—গরুটা এ-যাত্রা আর মরচে না সেই সাহসে চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন—"কি, তুই আমাকে কসাই বলিস!"

মানব সহজ ভাবেই বললে—আমার বলবার ত' দরকার নেই ভট্‌চায্যি মশাই, ও যে সেটা বুঝেছে!"

ভট্‌চায্যি চীৎকারের মাত্রা বাড়িয়ে বললেন—"কি—ব্রাহ্মণকে এত বড় কথা, উচ্ছন্ন যাবি,—জানিস তোর জ্যাঠা আমার পায়ের ধুলো নেয়! দিনান্তে দু'টো শাস্ত্রীয়-গ্রাস মুখে দিতে হয়, তাই কত করে দু'টো সাত্ত্বিক-আহারের বীজ চারিয়ে রেখেছি,—এর মূল্য তোরা কি বুঝবি। ধর্মের যে অন্তরায়,—তার একটা কেন—একশোটা খুন—"

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন, এজন্মে আপনার সাত্ত্বিক আহারের অভাবই হবে না।"

ভস্মলোচন কিভাবে চাইতেন জানি না, কিন্তু সিধু ভট্‌চায্যি আমার দিকে যেভাবে চাইলেন, তাতে আমার সেই সার্থক চক্ষুরত্নটিকেই মনে পড়েছিল।

মানব একটু উৎফুল্ল মুখে সহসা আমাকে লক্ষ করে বলে উঠলো—"মা কালীকে কখ্‌খনো ভুলিসনি রে—অমন মা আর নেই! বিপদে ডাকলেই উপায় করে দেন;—যেই ডেকেছি—ঐ দ্যাখ্, মা 'দোস্ত'কে পাঠিয়ে দেছেন! এ আমি অনেকবার দেখেছি রে।"

৩০

চেয়ে দেখি, সত্যিই আজিজ্ আসছে। আজিজ্‌কে আগে আমরা 'আগা সায়েব বলে ডাকতুম। সে আমাদের গ্রামে মেওয়া বেচতে আসতো। তার সঙ্গে মানবের বন্ধুত্বের একটু ইতিহাস আছে,—সেটা না বললে কথাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে,—ওদের দু'জনকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারবেন না।

যুবাটি বলিলেন—"দয়া করে সবটাই বলবেন।"

বলিলাম—"একুশ-বাইশ বচরের এই সাড়ে-ছ'ফুট পুরুষটি সাত-ফুট লাঠি হাতে করে, বড় বড় কুচ্‌কুচে-চুল আর ঢিলে পোশাকের ওপর কোমরে নীল রংয়ের চাদর আর মাথায় কাল রংয়ের পাগড়ি বেঁধে, প্রথম যেদিন আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে, সেদিন মেয়ে পুরুষ সকলেই সভয়ে দোরে খিল দিছল, আর ছেলেমেয়ে সামলে ছিল ;—এমন কি বারবার গুণে দেখেছিল—সবগুলো আছে কিনা। কারণ—লোকটি যে "ছেলেধরা" তার প্রমাণ খুঁজতে কারুরই বাড়ীর বার হবার দরকার হয় নি,—তার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা আর তার মেওয়ার ঝোলাটাই সেটার প্রমাণ দিচ্ছিল। তার ওপর তার কোমরে একখানা ছোরা থাকায়, আর তার বাঁটের ওপর পেতলের পেরেকগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করে জ্বলতে থাকায়—সকলকে ভয়ে আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। তার অমন সুন্দর নাক চোখ আর গোলাপী আভাযুক্ত গৌরবর্ণটাও তার বিপক্ষেই দাঁড়িয়ে গিছলো, কারণ—ঐ বাড়াবাড়িটাই ত' ভাল নয় !

গ্রামে তা-বড় তা-বড় নিরীহ-পীড়ক মামলাবাজ, "বাস্তু-ভক্ষক" শূরবীর থাকা সত্ত্বেও সেদিন কারো সাড়াশব্দ ছিল না। কেবল তের বচরের মানবই একা,—"পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়" শব্দের মধ্যে—এগিয়ে গিয়ে তাকে বলেছিল—"তুমি কোন্‌ হায়,—তোমরা বাড়ী কোথায়,—এখানে কেন আয়া,—মতলব কি হায় ?" ইত্যাদি।

আজিজ্‌ তাকে সহাস্য-মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর দেয়,—সে কাবুলের লোক, মেওয়া বেচতে এসেছে, কিছুদিন "উদ্দরপোড়ায়" (উত্তরপাড়ায়) থাকতো, এখন "হালুম-বাজারে" (আলমবাজারে) থাকে।

এইরূপ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দু'জনের প্রথম আলাপ হয়। পরে মানব তাকে বলে —"আচ্ছা ভাই, বেশ বাত্‌ হায়—অন্য দিন আও ;—আমি সকলকে বোল্‌কে রাখবো —আজ কিন্তু চোল্‌কে যাও। তোম্‌কো দেখে মেয়েরা ডর পেয়েছে—বেরুতে পারতা নেই।"

আজিজ্‌ জিজ্ঞাসা করে—"কেয়া মরদ্‌-লোগ্‌ভি ডর্‌তা হায় ?" তাতে মানব বলে —"হ্যাঁ, তা ডর্‌তা বইকি—সব মেয়ে-মরদ হ্যায় যে। তাদের আমি সব বুঝিয়ে দেগা, তুমি দু'চার দিন পরমে এসো।"

আজিজ্‌ খুব খুশী হয়ে বললে—তুম্‌ সাচ্চা মরদ হায়,—আজ্‌সে হামারা দোস্ত, —হাত মিলাও"—এই বোলে হাত বাড়াতেই, মানবও হাত বাড়িয়ে দিলে।

আজিজ্‌ সপ্রেমে তার হাত ধরে বললে—"আচ্ছা দোস্ত্‌—আজ হাম্‌ যাতা হায়,

ইস্‌মেসে যো খুশী উঠা লেও—ইয়ে তোমারই হায়” বোলে মেওয়ার ঝোলা খুলে তার সামনে রেখে দিলে।

মানব ইতস্ততঃ করে বললে—“তুমি বেচতে আয়া হায়, আমি তোমরা লোকসান করতে পারেগা নেই।”

আজিজ্‌ তাতে বলে—“তাহ'লে আমি এখান থেকে এক-পা নড়চি না।” পরে তার সবিনয় আর সপ্রেম অনুরোধ এড়াতে না পেরে মানব বললে—“আচ্ছা ভাই, হাম্‌কো একটা বেদানা দেও—সন্ন্যাসী জেলের লেড়কার বড় বিমার, তারা বড় গরীব—কিন্‌তে পারতা নেই,—তাকে দেগা। তাতে তোমার ভালো হোগা—তারা কতো আশীর্বাদ করেগা।”

আজিজ্‌ আধ মিনিট তার মুখের পানে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে,—চোখেমুখে হাসি ফুটিয়ে বললে—“বাঃ, মরদ আউর দরদ এক্‌হিমে—বাঃ! ইয়ে লেও তোমরা সাড়াশীকে লেড়কাকে ওয়াস্তে,”—এই বোলে—দু'টো বেদানা আর দু'টো অ্যাপেল দিয়ে তার দুহাত জোড়া করে দিয়ে চট্‌ করে তার কোঁচাটা টেনে নিয়ে, তাতে চারটে বেদানা চারটে অ্যাপেল 'এক পেটি আঙ্গুর আর এক আঁজলা আকরোট্‌ বেঁধে দিলে। মানবের কোন ওজর কোন আপত্তি কাজ দিলে না। তখন সে বললে,—“আচ্ছা,—একদিন এর বদ্‌লা আমি লেগা, তখন মজা টের পায়গা!”

শুনে আজিজ্‌ হো হো করে হাসতে হাসতে বললে,—“আচ্ছা দোস্ত্‌, লেনা—দেখা যায় গা!”

তার সেই বিশাল বুকভরা সরল হাসি, আর বুকভরা আওয়াজ্‌ আমাদের ক্ষুদ্র পাহাড়টির রন্ধ্রে পোঁছে গিছলো। তারপর সে মানবদের বাড়ীটা দেখে নিয়ে,—“আচ্ছা দোস্ত্‌ আজ হাম্‌ বড়া খুশ্‌ হোকে চলা” বোলে, তার সঙ্গে সেলামের আদান-প্রদানের পর—স্ফূর্তি আর আনন্দ মাখা মুখে মশ্‌মশ্‌ করে বেরিয়ে গেল।

[ওই “বদ্‌লা” নেবার কথাটা এইখানেই শুনিয়ে রাখি,—পরে আর অবকাশ পাব না।—]

—গ্রামের মধ্যে সর্বোচ্চ একটি নারকোল-গাছ ছিল। তার ডাবগুলি দেখতে ছিল লাল, খেতেও তেমনি সুমিষ্ট। কিন্তু অত উঁচুতে উঠতে কেহ সাহস পেত না।—

একদিন মানব সেই গাছ থেকে এক-কাঁদি ডাব একহাতে ঝুলিয়ে যখন নাবতে মাত্র আরম্ভ করেছে,—আজিজ্‌ এসে পড়লো।

—দেখেই তার মুখ শুকিয়ে গেল। বিচলিত ভাবে ঝোলা ফেলে—নেমাজ পড়তে বসলো,—পারলেনা। উঠে গাছতলায় গিয়ে দু'হাত বিস্তার করে দাঁড়ালো। বিপদাশঙ্কায় অভিভূত।

—মানব ভূমিস্পর্শ করলে তার সংজ্ঞা এলো,—বদ্ধ নিশ্বাস বুক খালি করে বেরিয়ে গেল। সে মানবকে বুকে চেপে ধরলে—"এ্যায়সা আউর মত্ করো দোস্ত্।" —পাহাড় গলে যেন ভালবাসার ঝরণা বেরিয়ে এলো।—

—মানব সে-দিকে দেখেনি, সে তাড়াতাড়ি সেই কাঁদিটি তার ঝোলার মধ্যে ভরে দিয়ে—হাসতে হাসতে বললে—"বদ্‌লা হায়!"

আজিজ্ সেলাম করে বলল—"দোস্ত হাম্ হার গিয়া।"

বীরের ভালবাসা—বীরের মতই হয়! যেমন অপরিসীম তেমনি মধুর!

* * * * *

এইবার যে যার নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে মানবকে ঘিরে, কেহ তিরস্কার, কেহ উপদেশ, কেহ পরামর্শ বিলুতে আরম্ভ করলেন। কেহ বললেন— "ডানপিটে ছেলে কোন দিন মরবে দেখচি!"

রাখাল রায় বললেন—"আমরা বেরুলুম না আর মদ্দামি করে উনি এগিয়ে গেলেন। গ্রামে ত' আর মাতব্বর কেউ ছিল না! কেন,—আমাদের ভয় ছিল না কি! অমন ঢের দেখেচি! তবে কি না ও-বেটারা ম্লেচ্ছাচারী মন্ত্রবাজ, তুক্‌তাক্ ঢের জানে। হিঁদুর ছেলে,—মন্ত্রশক্তি ত' মানি,—তাই! যাক—ওসব কাছে রাখিসনি, আমি কাপড় ছেড়ে এসেছি, দে গঙ্গায় দিয়ে আসি!"

দীনু গাঙ্গুলী কথা কবার জন্যে তিনচার বার হাঁ করেছিলেন, ফাঁক পেতেই বলে উঠলেন,—"ওরে বাপ্‌রে—শুনেছি ওদের কাবুলে বাড়ী, সেটা কি মানুষের দেশ! হুঁ হুঁ—কামিখ্যে থেকেই মানুষ ফেরে না, আর কাবুল ত' তার আরো উদিকে! খবরদার ও-সব খাস্‌নি, রক্ত উঠে মরবি,—ফেলে দে—"

সিধু ভট্‌চায্যি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—"উহুঁ উহুঁ—আমি ওর ব্যবস্থা ঠাউরেছি,—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর না হলে হবে না; বেটা আমাদের কাছে মামদোবাজি দেখাতে এসেছে! ও-সব দে-দিকি আমায়,—নারায়ণকে নিবেদন করে দিয়ে ওর ভিরকুটি বার করে দিচ্ছি। হুঁ হুঁ—আমার বাড়ীতে জাগ্রত দামোদর রয়েছেন—যা দেবে তখুনি ভস্ম! বেদানা ত' বেদানা—কামানের গোলা উড়ে যায়! শুনলে—ব্যাটা আর এ-পথ মাড়াবে না। তোর কোনো ভয় নেই,—দে তুই আমাকে দে।" এই বলে কোঁচাটা পাতলেন।

মানব প্রথমে 'থ' মেরে গেছলো ; সিধু ভট্চাষ্যির কথা শুনে বললে,—"বাঃ, ঠাকুর-দেবতা আমাদের মা-বাপ না ? যা নিজে খেতে পারি না—তাই খাইয়ে মা-বাপের মুখে রক্ত তোলা কেন ?"

রাখাল রায় বললেন—"ঠাকুর-দেবতার কথা আর আমাদের কথা ! ও পাপ রাখিস্নি—ল্যাটা চোকাতে দে—"

মানব একদম সাফ জবাব দিলে—"যান—আমি দেব না ।"

রায় মশায় তখন চটে বললেন—"তবে মরগে যা,—তখন কেউ যেন না বলে—সিধু ভট্চাষ্যি, রাখাল রায় এঁরা উপস্থিত থেকে, সব জেনে শুনেও কোনো কথা কন্নি । তোমরা সবাই শুনলে ত',—বস্ আমরা খালাস ।"

মানব সন্ন্যাসীর জেলের ছেলেটির জন্যেই সব বেদানা আর আপেল দিয়ে এলো ; আঙুরগুলো পরে দেবে বলে রাখলে। কেবল একটা বেদানা আর একটা আপেল নিলে,—আর আকরোট্গুলো সব। ছেলেদের দিলে পাছে তাদের মা-বাপ ভয় পান, তাই দিতে পারলে না,—আমরা দু'জনেই গঙ্গার ঘাটে বোসে ভোগ লাগালুম ।

*   *   *   *   *

আজিজের সঙ্গে মানবের এই প্রথম দিনের পরিচয় । তারপর সেটা কি প্রেমেই পরিণত হয়েছিল ! যাক, কি বলতে গিয়ে কি সব বলে চলেছি ? মানব কি আজিজের কথা পড়লে আমার হুঁস্ থাকে না,—মাপ করবেন । এ জীবনে আর আমার এ দুর্বলতা যাবে না । আপনাদের বললেই হত—আজিজ্ ছিল কাবুলী মেওয়াওলা, মানবের সঙ্গে ছিল তার খুব ভাব ।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"আপনি মাপ করবার কথা কি বলচেন ! আপনার দুর্বলতার দৌলতেই না পুরো জিনিসটে শুনতে পাবার পথ পেয়েছি । আজ তিন মাস তিনটি "প"য়ের পাল্লায় পড়ে জীবনটা বড় একঘেয়ে বোধ হচ্ছে ; সকালে—পোস্ট অফিস, দুপুরে 'পাসা,' বিকেলে 'পাইচারি' ;—রাতের 'পরোটা' ভক্ষণটা না হয় বাদ দিলুম,—কারণ যেখানেই থাকি—পেটে ওটা পড়াই চাই ! না—ত' হবে না মশাই, ওটা in detail—ওর সবটা বলতেই হবে ।"

হাসিয়া বলিলাম—"আগে গরুটারই একটা উপায় হোক !"

ভদ্রলোকটি একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন—"ইস্ তাই ত,' তা ত বটেই—মাপ করবেন!"

আজিজ্ হাসি-মুখে উপস্থিত হয়ে—মানবের চোখমুখ দেখেই বলে উঠলো—"কেয়া দোস্ত্—তোমরা ক্যা হুয়া!" পরে গরুটির ওপর দৃষ্টি পড়ায়—"ইয়ে ক্যা হায়, শিং কোন্ তোড়া,—মর গিয়া ?"

এই সময় গরুটা আর একবার ওঠবার চেষ্টা করায়, সে বলে উঠলো—"সুকুর খোদা [ভগবানকে ধন্যবাদ] জিতা হায়।"

মানব বললে—"হাঁ দোস্ত্ জিতা হায়, কিন্তু বড় কষ্ট পাতা হায়, উঠতে চাতা—উঠতে পারনে সেক্তা নেই। আমার বড় জোর্-বোখার হুয়া ভাই, তাকত্ নেই যে খাড়া করকে দি। তাই বোসকে বোসকে ভাবতা থা, কালী মা তোমাকে পাঠিয়ে দিলে, একবার হাত লাগাও দোস্ত্। কিন্তু ছোড়কে মত্ দিও; কি জানি দাঁড়ানে পারেগা কি না, বড়া কঠিন চোট্ খায়া ভেইয়া। বোলতে ত' পারতা নেই"—বলতে বলতে মানবের গলা আবার ধরে এলো। সে মাথা নীচু করে গরুটির চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলো; লুকিয়ে নিজের চোখও মুছে ফেললে! সেটা আজিজের চোখ এড়ালো না।

আজিজ্ ঠাউরেছিল,—মানব বোধহয় কোন কারণে রাগের মাথায় হঠাৎ মেরে থাকবে! এখন তার আর সে সন্দেহ রইল না; সে দ্রুত মানবের পাশে বসে-পড়ে, তার পিঠে হাত দিয়েই চমকে গেল! আজিজের মুখের গোলাপী আভা ফস্ করে ফ্যাকাসে হয়ে গেল; সে স্নেহমধুর আগ্রহে বললে—"চলো দোস্ত, তুম্‌কো পহ্‌লে ঘর্ পোঁছাদে;—ইয়ে কাম্ হামারে উপর ছোড়ো।"

মানব বললে—"আমি আচ্ছা আছি ভাই, তুমি ইস্‌কো ধীরে ধীরে একবার খাড়া কোর্‌কে দাও—আমি দেখি।"

আজিজ্ আর দ্বিরুক্তি না করে—ঝোলা ফেলে, আস্তিন গুটিয়ে, গরুটিকে কায়দা করে ধরতেই, মানব তার গলা তুলে ধরলে। আজিজ্ নিমেষ মধ্যে তাকে বেড়াল ছানাটির মত তুলতেই, মানব ব্যস্তভাবে বলে উঠলো—"পাকড়ে থাক্‌না ভাই।" আজিজের মুখে একটু হাসি এলো, সে বললে—"ডরো মত্ ভাই, হাম্ ছোড়েঙ্গে নেই।"

দাঁড় করিয়ে দিতেই গরুটি একটা কাতরধ্বনি করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার নাক দিয়ে আধপোর বেশী রক্ত সর্‌সর্ করে বেরিয়ে গেল।

"সব মিথ্যে হল, সাত্ত্বিক-গোহন্তা অ্যাকেবারে মেরে ফেলেছে রে,—তুই দেখিস লোকেন, যে অজ্ঞান অসহায়কে এমন করে মারে, তার কখ্‌খনো ভাল হবে না !"

আজিজ্‌ শুনলে,—বোধহয় বুঝলে, সব চেয়ে বেশী বুঝলে—তার দোস্তকে লোকটা কি বেদনা দিয়েছে ; কিন্তু কথা কইলে না,—সেই তিন-চার মোণ জীবটিকে এক ভাবেই ধরে রইল। গরুটি কেবলই নিজের ভারটা চারটি পায়ে চারিয়ে দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা পাচ্ছিল। ওর রক্তটাই প্রাণপথ রোধ করে তার যাতনার কারণ হয়েছিল। সেটা নিঃশেষে বেরিয়ে যেতেই সে ফোঁশ্‌ করে একটা বন্ধ নিঃশ্বেস ফেলে চার পায়ে ভর দিতে পারলে।

শিশু যখন প্রথম হাঁটবার আগ্রহ দেখায়, মা যেমন আনন্দ গভীর অন্তরে—হাসিভরা চোখে, হাত ধরে ধরে তাকে অজানা জীবন পথে যাত্রার প্রথম পা-ফেলাটি শেখান, আজিজও আজ গরুটিকে সেই ভাবে মিনিট দশেক মক্স করিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে।

মানব বলতেই আমি তাড়াতাড়ি জল এনে গরুটাকে খাওয়ালুম। কি তেষ্টাই তার পেয়েছিল ! সোঁ সোঁ করে তিন হাঁড়ি জল খেয়ে ফেললে। তার পর সে মাথা তুলে একবার আজিজ্‌কে, একবার আমাকে দেখে নিয়ে—চঞ্চল ভাবে ডান দিকে ফিরেই তখুনি বাঁ দিকে গ্রীবা বক্র করে স্থির হল। মানব আর দাঁড়াতে পারছিল না, বেড়ায় ঠেশ দিয়ে বসে পড়েছিল ! তাকে দেখতে পেয়েই গরুটা দু'পা ঘুরে তার দিকে এক দৃষ্টিতে অপলক-নেত্রে চেয়ে রইল ; তার চোখ দু'টো আবার জলে ভরে উঠলো ! মানব তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এই ভাবে দু'চার মিনিট কাটবার পর, মানব তাকে বললে—"যাও মা—এইবার বাড়ী যাও।" মানবের কথা সে যেন বুঝতে পারলে,—সে ধীরে ধীরে পা ফেলতে ফেলতে গিয়ে অক্ষয় গুরুমশাই-এর পাঠশালায় আশ্রয় নিলে।

ব্যাপারটা দেখে আজিজ্‌ বলে উঠলো—"বাঃ খোদা ! তুহি সবকুছ !"

আমি অবাক হয়ে গেলুম। ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। বহুদিন পরে কাশীতে একজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"বেদান্ত পড়া হয়েছে ?" আমি বলেছিলুম—"আজ্ঞে না, পড়া হয় নি,—দেখা হয়েছে !"

মানব বললে—"লোকেন, ওকে আজ ফ্যান এনে খাওয়াস,—তাতে একটু নুন দিস ভাই ; আমি আজ আর কিছু পারছি না। আর একটা কাজ করিস,—আমি পারলুম না, তোকেই করতে হবে ভাই। ঐ সাত্ত্বিক-খেগো খোক্কোসের লাউডগাগুলো একটাও

যেন ওর সাত্ত্বিক-গর্ভে না যায়—সবগুলি কেটে গরুকে খাওয়াবি। থাকলেই আবার ও গো-হত্যা করবে। আহা—মুখে মাত্র করেছিল,—পাষণ্ড খেতেও দেয়নি,—ঐ পড়ে রয়েছে দ্যাখ্না! আজ রাতেই খাওয়াতে হবে,—জড়টা আর মারিস নি। কেমন—পারবি ত'?"

আমি একটা "কাজের-মত-কাজ" পেয়ে খুব উৎসাহে ঘাড় নেড়ে একটা জোর "হুঁ" দিলুম। তার তরে ত' বড়-কাজ পাবার জো ছিল না—বেলদার হয়েই থাকতে হত। এতে এমন বুঝবেন না যে সেটা সে বাহাদুরী নেবার জন্যে কোরত; আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলার জন্যেই কোরত,—আমার গায়ে না আঁচ লাগে। তেমন ভাল আর কে বাসবে,—সে ভালবাসা আর কারুর কাছে পাইনি!

আজিজ্ বাংলা কথা বুঝতে শিখেছিল; এতক্ষণ পরে বলে উঠলো "আব্ কহো তো দোস্ত্—ইয়ে কোন্ কসাইকে কাম হায়?"

মানব তাড়াতাড়ি বললে—"উস্‌কো তুমি নেঁহি জান্‌তা,—যানে দেও ভাই।" কিন্তু আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"জান্‌তা বই কি, ঐ যে হরিসভামে সব্‌সে বেশী কুদ্‌তা আর কাঁদতা!"

আমি তখন লক্ষ্য করিনি যে, এতক্ষণ আজিজের আফগান রক্ত চোখে মুখে ছুটে এসেছে। মানব সেটা লক্ষ্য করে তাকে থামাবার তরেই বলেছিল—"তুমি তাকে নেঁহি জান্‌তা—যানে দেও ভাই!"

আজিজ্ আমার দিকে চেয়ে বললে—"ওহি সিদেষাঁড় ভুট্টাজি (সিদ্ধেশ্বর ভট্‌চায্যি)? কাফর্, বেদরদ্, সয়তান, হামারা দোস্তকা দিল্ এত্‌না দুখায়া কে আঁশু (অশ্রু) দেখনে পড়া! উস্‌কো হাম্ জান্‌সে মার দেগা—আজ-ই!"

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বক্ষণেই মেঘটা সরে গিয়ে, একটু চাঁপা রংয়ের আলো দেখা দিছলো। আজিজের দিকে চেয়ে দেখি—

সর্বনাশ! আমার বুক কেঁপে গেল। মানব আমার দিকে তিরস্কারপূর্ণ চোখ চেয়েই, ধীর-পদে এগিয়ে—আজিজের হাত দু'টি ধরে তার বুকে মাথাটি রাখলে। মুহূর্তেই আজিজের বুকটা স্ফীত হয়ে একটা তপ্ত শ্বাস বেরিয়ে গেল। তার তুলিতে-আঁকা চোখ দু'টি নত হয়ে মানবের কাতর মুখটির ওপর স্থির হল,—সে মানবের পিঠে সস্নেহে হাত বুলুতে লাগলো। মানব নিজের আবেদনপূর্ণ চোখ দু'টি আজিজের চোখের উপর রেখে বললে,—"ভাই, আমার দোস্ত্ কি কভি না মরদ হতে সেক্তা, সে শিয়াল নেঁহি মারতা—শের্ (বাঘ) মারতা! সরম্ মত্ নিয়ো দোস্ত্—ওকে মাপ করো।"

আজিজ্ আধামিনিটটাক তাকে বুকে চেপে থেকে শেষ বলে উঠলো—"তুম হামারা সচ্চা বাহাদুর হায়,—আচ্ছা—দোস্ত্,—আব্ চলো ঘর পেঁছাদেঁ।"

বাড়ীর দোরগোড়ায় পেঁছে মানব আজিজ্‌কে সেলাম করে, বালকের মত সরল কণ্ঠে বললে—"ফের কব্ আসবে ?" আজিজ্ বললে—"সোচো মত্—হাম্ রোজ আওয়েগা দোস্ত্।"

মানব তখন আমার দিকে ফিরে,—"দাঁড়াতে পাচ্ছি না রে—সকালে আসিস ভাই," বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল। আজিজ্ আর আমি তখনো সেইখানেই আছি, দেখি মানব ফিরে আসছে। আজিজ্ বলে উঠলো—"কেয়া দোস্ত্—কোই বাত হায় ?" মানব কেবল—"ভুল গিয়াথা" বলে, হাসিভরা চোখে আজিজকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে'ই জলভরা চোখে দ্রুত বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আজিজের মুখ থেকে রংটা সহসা সরে গেল, ঠোঁটদুখানা ফাঁক হয়ে গেল, সচিন্ত সুরে তার মুখ থেকে বেরুলো "ইয়ে ক্যা"। আমি কথা কইতে পারলুম না। আজিজ্ যেন কেমন হয়ে গেল।

সে আমার হাত ধরে খানিকটে নিয়ে গিয়ে একটা পোলের ওপর বসিয়ে নিজেও বসলো ; তার পর সেদিনকার সারাদিনের সব ঘটনা শুনতে চাইলে। আমি এক এক করে সব বলে গেলুম,—জ্বর-গায়ে এক-ঢিলে জলের মধ্যে সাত আট সের মাছ মারা, —সঙ্গে সঙ্গেই ডুব,—উঠেই এক প্রকাণ্ড কেউটের সাম্‌নাসাম্‌নি,—সাক্ষাৎ-মৃত্যু সেই ভীষণ ক্রোধোন্মত্ত ক্রূর বিষধরকে নিমেষে মুঠোর মধ্যে ধরা, আর তাকে শেষ করে ফেলে দেওয়া ; ভিজে কাপড়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় চলতে চলতে লাঠির শব্দ আর কাতরধ্বনি শুনে তীরবেগে ছুট,—গরুর শুশ্রূষা,—তার পর আজিজ্ নিজেই সব দেখেছিল।

আজিজ্ উত্তেজিত গর্বোৎফুল্ল ভাবে বলে উঠলো—"হামারা দোস্ত্ পুরা 'আলি' হায়,—তোমার বাংলাকে শের্ হায় !" পরক্ষণেই তার ভাবান্তর দেখলুম ; চিন্তিত ভাবে বললে—"বোখারকে উপর বহুত্ ধাক্কা লগা,—খুন শিরমে পেঁছ গিয়া হোগা ; —বোখার বিগড়্ যা সক্তা ; আচ্ছা-হাকিম্ বোলানে কহো। রুপেয়া কোই চিজ্ নেহি —হাম্ দেগা ;—সমঝা বাহাদুর ?" (আজিজ্ আমাকে বাহাদুর বল্‌তো) এই বলে ছ'টা বেদানা আর একপেটি আঙ্গুর আমার হাতে দিয়ে বললে—"দোস্তকে ওয়াস্তে হায়,—দেকে ঘর্ জানা। কহনা—হাম্ রোজ্ আয়গা !"

আজিজ্ চলে গেল।

আমি মানবদের বাড়ী বেদানা আর আঙ্গুর দিয়ে ফিরলুম ; তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। মানবের হুকুম মনে পোড়ল,—বাড়ী যাওয়া হল না। সোজা সিধু ভট্চায্যির শজনে গাছে উঠলুম। ছুরি ট্যাকেই থাকতো, বার করে হাতে নিতেই—দোর খোলার শব্দ পেলুম। এক হাতে লাণ্ঠান, এক হাতে একটা হাঁড়ি নিয়ে—এদিক-ওদিক দেখে, গামচা-পরা সিধু ভট্চায্যি বেরুলো। ভাবলুম—দেখতে পেলে নাকি! লাউপাতার আড়ালে স্থির হয়ে রইলুম। দেখি—বকের মত পা-ফেলে এসে, যেখানে গরুটা শুয়ে পড়েছিল—সেইখানে লাণ্ঠান নিয়ে—দু-পা ফাঁক করে কখনো বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে—আঁজলা আঁজলা মাটি তার ওপর চাপা দিতে লাগলো। বুঝলুম—গোরক্ত গোপন করা হচ্চে। তারপর পবিত্র করণের মশলাগোলা হাঁড়ি নিয়ে, তার ওপর ছড়া দিয়ে, চোরের মত চট্ গিয়ে দোরে খিল দিলে। হিন্দুধর্ম হাসলেন কি কাঁদলেন বলতে পারি না।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে—সাত্ত্বিক লাউডগাগুলি নির্বিঘ্নে সাফ করে নাবলুম। সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে গরুটির সামনে ধরে দিয়ে গর্ব-মিশ্রিত আনন্দ নিয়ে বাড়ী গেলুম। ঘণ্টাখানেক পরে ফ্যান্ খাওয়াতে এসে দেখি—ডগাগুলি প্রায় সবই খেয়ে ফেলেছে,—সকাল না হতে বাকি ক'গাছার চিহ্নও থাকবে না,—সে সম্বন্ধে আর উদ্বেগ রইল না।

* * *

মাছ দেখে দিদি এত খুসী ছিলেন যে ফ্যান কি নুন চাওয়ায়, সে দিন—"ক্যান্-রা" পর্যন্ত তাঁর মুখে আসেনি! যাক, সেদিন একলা একটা কাজের-মত কাজ করে—মুখে আর বুকে আনন্দ আর গর্ব ধরছিল না। মানব শুনে কি খুসীই হবে,—এই কথাটাই ছিল তার প্রধান আশ্রয়। যে-কাজের বাহবা দেবার কেউ নেই—মানুষ সে কাজ স্বইচ্ছায় করে না,—সে কাজ যে প্রেমশূন্য! এখন কিন্তু বুঝেছি—মানুষ নানা কারণে নানা কাজ করে থাকে। বুঝে কিন্তু সুখ পাইনি,—না বুঝাই ছিল ভাল।

* * *

শরীর মন দুই-ই শ্রান্ত আর অবসন্ন ছিল ;—ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা হয়ে

গেছে। মানবের কাছে ছুটলুম। দেখি—গরুটা সামলে উঠেছে,—আমাদের পাড়ায় চরে বেড়াচ্ছে। একটা ভাবনা গেল।

মানব জেগেই ছিল,—আমি ঘরে ঢুকতেই—"গরুটাকে দেখে এসেছিস ত',—বোস," বলেই আমার মুখের দিকে চেয়ে উঠে বোসলো। তার চোখ তখনো লাল হয়ে রয়েছে দেখে, খবরটা হেসে দিতে গিয়ে পারলুম না ; সহজ ভাবেই বললুম—"সে আমাদের পাড়ায় চরে বেড়াচ্ছে।" শুনে সে বললে—"হবে না—মা কালীকে জানিয়েছিলুম,—তবু ভাল করে বলতে পারিনি রে! মাথা যেন ফেটে যাচ্ছিলো,—দেখলি ত,।" জিজ্ঞাসা করলুম—"এখন কেমন আছ?"—"ততোটা নেই,—তবে আছে।"

গায়ে হাত দিয়ে দেখি—বেশ গরম! সে হেসে বললে—"ও কিছু নয় ; হ্যাঁ—সিধু ভট্‌চায্যির সাত্ত্বিক ডগাগুলোর কিছু করতে পারিসনি বোধহয়,—ও কি তুই রাত্তিরে পারিস!"

আমি সগর্বে বললুম—"কেন পারব না,—তুমি ত' আমাকে কিছু করতে দাও না—তাই! সে কাজ সেরে, গরুকে দিয়ে তবে বাড়ী গিছলুম, একটি ডগাও রাখিনি।"

সে আনন্দে আমার হাত দু'খানা নিজের হাত দু'খানার মধ্যে চেপে ধরে—একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—"ইয়াঃ—এই ত' চাই!" পরে হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—"আমি কি জানি না রে—তুই পারিস ; কি করবো ভাই—যে কাজে একটুও বিপদের ভয় থাকতে পারে, সে কাজ যে তোকে একা করতে দিতে আমার মন সরে না,—তোর যে মা নেই, তোকে সামলাবে কে ভাই! কিছু হলে—তোকে উঠতে বসতে হাজারো কথা শোনাবে, পাঁচ দিন উপোসী থাকলে ডেকেও কেউ খাওয়াবে না, তখন অন্যের দোষগুলোও তোর ওপরেই চাপবে ; দিদি কথা কইতে পারবেন না,—লুকিয়ে কেবল কাঁদবেন। ওরে, যার মা নেই রে,—"

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ সে থেমে গেল, তার গলাও ভার হয়ে এসেছিল। আমার চোখে জল দেখে—আমার পিঠে হাত দিয়ে,—জোর করে চোখের কোণে একটু হাসি টেনে বললে—"ওসব বলতে হয় তাই বলা,—ভয় কিরে—বড় মা ত' মরে না, মা কালী আছেন—আমাদের আবার ভাবনা কি, সেই ত' আসল মা রে! এইবার থেকে সব কাজ তুই-ই করিস, আপনাকে বাঁচাবার জন্যে মিছে কথা কইতে পাবিনি কিন্তু। যা কিছু করা—সবই ত' দুঃখী আর দুর্বলের তরে, তাতে আবার ভয়টা কি? কেমন, পারবি ত'?"

তার কথাগুলো এমন একটা উৎসাহ আর স্নেহ মেখে বেরিয়ে আসতো—তাতে সব ভুলে যেতুম। প্রাণটা নেচে উঠলো, বললুম—"কেন পারব না,—তুমি বললেই পারব।"

মানবের মা দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে তা দেখতে পায়নি! যখন সে বলেছিল—"ওরে যার মা নেইরে—উঃ!" তিনি আর দাঁড়াতে পারেন নি, চোখে আঁচল চেপে নিঃশব্দে সরে যান।

আমি তার কোন কথাই আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। অনেক দিন সেই সবই ছিল আমার ধ্যান। কিছুদিন পরে বুঝেছিলুম—"যার মা নেই রে—উঃ" উচ্চারণ করেই, সে বুঝেছিল এ কথাটা আমায় কতদূর ভেদ করবে; বলে ফেলে নিজেও সে খুব ব্যথিত হয়েছিল, তাই পরক্ষণেই আমার মনটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবার জন্যেই অতগুলো উৎসাহের কথার অবতারণা করেছিল,—তার মধ্যেও অসত্যের আশ্রয় সে এতটুকু নেয়নি। অমন ব্যথার-ব্যাথীও আর দেখলুম না!

আমি যখন, লণ্ঠান হাতে সিধু ভট্চাযার প্রবেশ,—চারিদিক চেয়ে গো-রক্তের গোরু দেওয়া, আর ওপর গোবর-জল ছড়া দিয়ে স্থান শুদ্ধিকরণ, শেষ চোরের মত অন্তর্ধানের কথা বললুম, শুনে মানব হেসে বলেছিল—"মিথ্যেটাকেই লোক মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে যায় আর ঢাকতে চায়! এই চাপা-ঢাকাই আমাদের সত্য ধর্মটাকে গলা টিপে মারলে রে! বুঝতে পারি না—এরা ঐ সঙ্গে নিজের মনটাকে চাপাচুপি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে কি করে!"

এখন ভাবি,—জ্বর-অবস্থায় সে যে-সব কথা বলেছিল, সে-সব যেন—আমার খেলার-সাথী মানবের কথা নয়!

* * *

তার পর জ্বর কমে বাড়ে,—ছাড়ে না। গ্রামের ডাক্তার আসেন যান, ওষুধ দেন—আশ্বাসও দেন। আমিই সর্বক্ষণ কাছে থাকি। আজিজ্ রোজই আসে;—এসে প্রথমেই বেদানা আর আঙুর পাঠিয়ে দেয়। কে অত খাবে—পাঁচ ভূতে খায়। তার পর সে সারাদিন উদাস দৃষ্টিতে বাইরে বসে থাকে। বাড়ী থেকে যে বেরোয় তাকেই জিজ্ঞাসা করে—"দোস্তকে কেমন দেখলে, কোনো ভয় নেই ত'।" তা ছাড়া আমাকে দশবার ডেকে পাঠায়, কত প্রশ্নই করে,—"দোস্ত্ এখন কি করছে" ইত্যাদি। ফি-বারেই সেই একই সব প্রশ্ন! আবার হঠাৎ যেন চটকা ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি নিজেই বলে, "তুমি

দেরি কোরো না—দোস্তের কাছে যাও।" সন্ধ্যে হয়ে গেলে—'বিমনার মত' ধীরে ধীরে চলে যায়।

ন'দিনের দিন বিকার দেখা দিলে, গ্রামের ডাক্তার বললেন—ভয় নেই। আজিজ্ শুনেই বসে পড়লো একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ রেগে বলে উঠলো—"তোমরা দোস্ত্‌কে মেরে ফেলবে,—আমি বরাবর বলচি ভালো ডাক্তার ডাকো—টাকার জন্যে চিন্তা নেই,—তোমরা যে কেন শুনচ না জানি না! আজ আমি দোস্ত্‌কে একবার দেখবই, কারুর মানা শুনব না,—কোন বাধা মানবো না।" তার মুখের ভাব দেখে সকলেই ভয় পেলে।

৩৩

আজিজকে দেখবার জন্যে মানব রোজই অধীর হত, আজিজও তার জ্যাঠামশাই তারিণী বাঁড়ুয্যের কাছে নিত্য হাত জোড় করে দেখবার অনুমতি চাইত; কিন্তু কোন ফল হত না,—ধর্ম নাকি পথ জুড়ে ছিল!—মানব যে ঘরে ছিল, সে ঘরে যেতে হলে —ঠাকুর-ঘর পেরিয়ে (অর্থাৎ তার পাশ দিয়ে) যেতে হয়!

এই বিচ্ছেদ মানবকেও যত কাঁদিয়েছে, আজিজের বুকেও ততোধিক বেদনা দিয়েছে। শেষ—মানবের জাটতুতো ভাই রজনী, বাপকে বললে—"বেশ ত' ঠাকুরকে পঞ্চগব্য দিয়ে নাইয়ে নিলেই ত' হবে—সে আর শক্তটা কি! না হয় ঠাকুরকে অন্য ঘরে নিয়ে রাখুন না। রাজমিস্ত্রীরা ঘর ম্যারামত করতে এলে ত' তাই করা হয়। না হয় গোপনে আমি ওদের দেখা করিয়ে দেব। তা না হলে—সে যে-ধাতের ছেলে—ভারী অভিমান আর অপমান বোধ করবে,—এত বড় অসুখের ওপর সে-আঘাতে মানব মারা যাবে—দেখবেন!" বাপ বললেন—"খবরদার—লুকিয়ে যেন কিছু করা না হয়,—সে কথা চাপা থাকবে না,—ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে। আচ্ছা—আগে আমি পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি—তার পর বলবো।" ইত্যাদি।

গ্রামের বড়-বড় নামজাদা অর্থাৎ জোঁদা মাতব্বরদের পাশাখেলার আড্ডা ছিল—তারিণী বাঁড়ুয্যের বাড়ী। সন্ধ্যার পর—খড়ম পায়—হুঁকো হাতে, অনেকেই হাজির হতেন। সে দিনও—রাখাল রায়, দিনু গাঙ্গুলী, সিধু ভট্‌চায্যি, হর মুকুর্য্যে উপস্থিত হলেন। পাঁচজনে মিলে—রজনীর উত্থাপিত প্রস্তাব ধরে—পরামর্শ সভা বসলো। কিন্তু মঞ্জুরী পাওয়া গেল না। সাব্যস্ত হল—আজিজ্ শুধু মোছলমান নয়,—সুষ্যি-মামার দেশের

লোক—ওরা মগ, আবার "দোম্বা" খায়—যার কুকুদ্‌টা হয় পশ্চাতে! সুতরাং সব ফেঁসে গেল।

*   *   *   *

অনেক করে, আজিজকে নিরস্ত করলুম, বললুম—মানবের বাপ নেই, জ্যেঠা-ই অভিভাবক, তুমি ও-কাজ করলে, এরা আর মানবকে দেখবে না,—সে অযত্নে মারা যাবে।

আজিজ্‌ বুঝলে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"হামারা দোস্তুকে মাফিক্‌ দরদী হাম নেহি দেখা,—ইয়ে লোগ্‌ কেঁও অ্যায়সা বেদরদ্‌ হায়!" এই ক'টি কথা বলতে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো; সে চুপ করে রইল। পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"হাম্‌ মাহিন্দর বাবুকে লানে চলা—উও বড়া ডাক্তার হায়;—রুপেয়া হাম দেগা।"

বরাহনগরের মহেন্দ্রবাবু সত্যই বড় ডাক্তার ছিলেন; বাগবাজারের পোলের উত্তরে পাঁচ ছ' কোশের মধ্যে অতবড় ডাক্তার আর কেউ ছিলেন না। মানবের অসুখ ছিল আজিজের দিনরাতের দুর্ভাবনা,—সে তাই বড় ডাক্তারের নাম-ধাম সংগ্রহ করেছিল!

আজিজের সঙ্কল্প শুনে রজনী ব্যগ্রভাবে বললে—"আগা-সাহেব দাঁড়াও, আমি বাবাকে একবার জানিয়ে, তোমার সঙ্গেই যাচ্চি;—বাবাই টাকা দেবেন।"

সে অনেক বুঝিয়ে বাপকে রাজি করে এসে আজিজকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রজনী ছিল মানবের চেয়ে অনেক বড়; কিন্তু মানবের ওপর তার এতটা টান কখনও দেখিনি,—এটা হঠাৎ দেখা দিছল,—বোধহয় আজিজের ব্যবহার দেখে। একজন বিদেশী বিধর্মীর কাছে ছোট না হতে হয়।

মহেন্দ্র ডাক্তার তিন দিন এলেন। আজিজ্‌ আসবার সময় গাড়ী ভাড়া করে তাঁকে নিয়ে আসতো। গাড়োয়ানকে নিজেই যাতায়াতের ভাড়া আগাম দিয়ে রাখতো।

মহেন্দ্রবাবুর আসবার চারদিনের দিন সকালে শুনতে পেলুম—তারিণী জ্যেঠামশাই রুক্ষকণ্ঠে রজনীকে বলচেন,—"মহেন্দ্র ডাক্তারের রোজ আসবার দরকারটা কি? কি হয়েছে কি, জ্বর বইতো নয়। বেটা মগ ভারি মজা পেয়েছে! তার ইচ্ছে মত চলতে হবে নাকি! বেটা আমার ভিটেয় বসে নেমাজ পড়ে—তাও সয়ে যাচ্চি, কিন্তু আর সইব না। শুনলে না কাল সিধু-ভট্‌চায্যি ঢুকে গেল! যাবে না,—সৎ-ব্রাহ্মণে সইতে পারে কি,—হিঁদুর পাড়া! ডাক্তারকে আজ বলে দিও—তিনচার দিন অন্তর এলেই হবে। ওরা নামেই বড় ডাক্তার,—উপকারটা কি হচ্ছে! গোবিন্দ-নাপ্‌তের পিল্‌

খেলে জ্বর এদ্দিন বাপ্ বাপ্ করে পালাতে পথ পেতো না! লেখাপড়া নাইবা জানলে—লোকটা ধন্বন্তরি;—আট আনা দাও তাতেই খুসী। কেবল তোমার আবদারে"—ইত্যাদি। ছেলের সঙ্গে একটু বচসাও হয়ে গেল।

আজিজের ব্যাকুলতা নিত্যই বেড়ে চলেছিল। কাজ-কর্ম ত' ছেড়েই দিছলো,—তারিণী জ্যাঠার সদরে সারাদিন উদাস বসে থাকত। এখন আর সে এক-স্থানে স্থির থাকতে পারছিল না,—ছট্‌ফট্ করে বেড়াতো। ডাক্তার মানবকে দেখে নীচে এলে,—তাঁর কাছে খবর নিয়ে, আর সেখানে দাঁড়াত না। ম্লান মুখে চলে এসে আমাদের কাঁটাল-তলায়, ঘাসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতো। সব দিন তার নাওয়া-খাওয়া ছিল বলে বোধ হয় না। দুর্বল হয়ে আসছিল, তাতেও কিন্তু ডাক্তারের কাছে ছুটো-ছুটির তার কমি ছিল না,—মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠেই বেরিয়ে যেতো।

সেদিন সকালে গিয়ে সে মহেন্দ্র ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে আর বলেছে—"হামারা দোস্ত্‌কো আচ্ছা কর্‌দো বাবাজি,—পরদেশী'পর মেহেরবাণী করো! হাম্ গরীব হায়—যো কুছ হায়—ইয়েই হায়,—ইয়ে গেয়ারা-শো রুপেয়া তুম্ লো, ভাইকো আচ্ছা কর্‌দো, খোদা তোমারা আচ্ছা করেগা, তুম্‌কো সব কুছ্ দেগা।" এই বলে তার চামড়ার ব্যাগ্‌টি তাঁর পায়ে রেখে দিয়েছিল!

মহেন্দ্রবাবু ভাবতেন—রোগীর বাড়ীর সঙ্গে লোকটার মেওয়া-বিক্রী সূত্রে পরিচয় আছে; আর এই অঞ্চলেই থাকে—তাই সে-ই তাঁকে নিতে আসে,—এতটা পথ গাড়ীতেও তার যাওয়া হয়।

কত ক্ষুদ্র আমাদের হিসাব আর অনুমান গুলো!

সেদিন তিনি তাই আশ্চর্য হয়ে বোকার মত চেয়ে রইলেন। এই পাঠানের পাষাণের মত বুকটা-ঢাকা এমন স্নিগ্ধ-কোমল জিনিসও থাকতে পারে! ডাক্তার নিজে ছিলেন শোক-সন্তপ্ত লোক;—ভিজে চোখে ভারি-গলায় বললেন,—"আগা-সাহেব, এ টাকা তোমার কাছেই থাক, আমি তোমার দোস্ত্‌কে আরাম করতে প্রাণপণ চেষ্টা পাব, যতবার যাবার দরকার বুঝবো নিজেই যাব। খোদা যদি কৃপা করেন, তুমি বাইশ দিনের দিন আমাকে যা দেবে আমি লাকো-টাকা ভেবে নেব। এখন নিজের কাছে রাখ। খোদা ভালই করবেন,—চলো তোমার দোস্ত্‌কে দেখে আসি।"

সেদিন ডাক্তার অনেক করে আজিজকে টাকা তুলে রাখতে রাজি করে আসেন। রোগীর এক ভাবই চলছিল। দেখার পর ডাক্তার বাড়ীর কর্তাকে বললেন—"আমাকে ভিজিটের টাকা আর দিতে হবে না, আমি যতবার আসা দরকার বোধ করবো, নিজেই

এসে দেখে যাব।' এ'কটা দিন বোধহয় এই ভাবেই চলবে,—এ জ্বর তাড়াহুড়ো করে তাড়ানো যায় না।"

আজিজও কি জানি কি বুঝে আমাদের কাঁটালতলাতেই আস্তানা নিলে,—সেইখানেই নেমাজ পড়তো—সময় অসময় ছিল না। তারিণী জ্যেঠামশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রজনীকে বললেন—"দেখলি—নারায়ণের কাছে সৎ-ব্রাহ্মণের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না—এখনো সে-তেজ রাখি!" রজনী কেবল বললে—"তবে মানবের জন্যেও একটু জানাবেন বাবা।"

৩৪

উনিশ দিনের শেষ রাত্রে মানব সহসা "মা" বলে ডাকলে। মা সেই ঘরে মেঝেতেই পড়েছিলেন। আজ দশ দিনের পর মায়ের চিরকাম্য প্রাণ-জুড়ানো দুর্লভ শব্দটি কানে যেতেই,—"কেন বাবা—এই যে আমি" বলেই তিনি পাগলিনীর মত এসে, তার বুকে হাত দিয়ে বসে বললেন, "কি বাবা মানু—কেমন আছ বাবা!"

"কাঁদচো কেন—বেশ আছি ত' মা! তুমি পায়ের ধুলো দাও" বলে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দিলে, আর বললে—"ঠাকুরদের চরণামৃত একটু দাও না মা"। মা তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে চরণামৃত এনে তার চোখে মুখে দিলেন। "আর ভয় কি মা" বলে মার হাতটি নিয়ে নিজের মাথায় দিলে। মা ধীরে ধীরে তার এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে সরিয়ে যথাস্থানে দিতে লাগলেন।

আমি তার বাঁ-দিকে একখানি চেয়ারে বসে থাকতুম, সময় মত ওষুধ খাওয়াতুম, বেদানার রস দিতুম, 'টেম্পারেচার' নিয়ে লিখে রাখতুম। আজিজের ছোঁয়া জল অচল বলে, তার-আনা বরফ ব্যবহার করতে মানা হয়ে গিছলো, কাজেই সব দিন জুটতো না!

মানব জিজ্ঞাসা করলে, "মা, লোকেন কেমন আছে?" মা বললেন—"সেই ত' দিন রাত তোমার কাছে রয়েছে বাবা!"

এই যে আমি ভাই বলে কাছে যেতেই, একগাল হেসে সে আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরলে। বললে—"আমি তোর তরে মনে মনে ছট্‌ফট্ করছিলুম রে; দোস্ত্ কেমন আছে ভাই!"—"সে সারাদিন এইখানেই থাকে" এইটুকু মাত্র বললুম।

"আচ্ছা শোন—একটা কথা আগে বলি—আবার ভুলে যাব—দোস্ত্‌কে ত' ভোলবার ভয় নেই।"

তার শেষ কথাটা খুবই ঠিক। বিকারে কেবল দোস্তের কথাই কয়েছে, মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথাও ছিল, আর মা কালী আর ছিরু দুলে। কিন্তু এত অসম্বন্ধ যে ভাল বুঝতে পারতুম না।

বললে "ভাল করে শোন। আমার সেই র‍্যাপারখানা শিবুর কাছে রেখে, তিনটাকা এনে ঐ ব্রাকেটটার ওপর রেখেছি—একদম দ্যালের গা ঘেঁসে। টাকা ক'টা ভাই ছিরুকে আজই দিয়ে আয়, গরীব বড় বিপদে পড়েছে। মজুরী করে রোজ দশটি পয়সা পায়—পাঁচটি লোক খেতে। চালে খড় নেই—"দু'আনার বিচুলি কিনতে পারে না—সবাই বসে ভেজে। আজই দিস ভাই—তা না ত' কসাই ছাড়বে না। আজ কি বার র‍্যা?"

বললুম—"বুধবার"। বললে—"শুক্কুরবার তার ঘটি-বাটী টেনে নে-যাবে বলেছে। আর যা বলেছে,—যাক।"

ইতিমধ্যে যে দু' শুক্কুরবার চলে গেছে, সেটা মানবের খবর নেই! ভাবলুম—বিকার অবস্থার খেয়াল—এখনো সে-ঝোঁক পুরো কাটেনি। বললুম—"কে টেনে নে' যাবে, স্বপ্ন দেখলে নাকি!"

"ওরে না না—তোকে বলা হয় নি বুঝি,—শোন। দু'মাস আগে—ছিরু রাখাল রায়ের কাছে আটআনা ধার করেছিল,—দু'মাসে তার সুদ চাই দু'টাকা! দেখি রায় মশাই একদম তার দাওয়ায়,—আর ছিরু হাত জোড় কোরে অবস্থা জানিয়ে কাঁদচে,—একটু সবুর করতে হবে ঠাকুর মশাই—হরি জানেন, সবাই আজ পাঁচ-দিন মুড়ি আর জল খেয়ে কাটাচ্ছি,—কাজ মিলচে না," ইত্যাদি। পাষণ্ড তার বিধবা মেয়েকে দেখিয়ে এমন একটা খারাপ কথা বললে, ইচ্ছে হল এক চড়ে তার মুখটা ভেঙ্গে দি! ছিরু নিজে কান দু'টো দু'হাতে চেপে কাঁদতে লাগলো!"

"হুঁ—তোদের ঘরে আবার অ্যাতো! আচ্ছা—শুক্কুরবার টাকা না পেলে কি হাল করি তা দেখবি—ওর কাপড় টেনে,"—বলেই আমাকে দেখতে পেয়ে, চট্‌ নেবে সরে গেল। রজনীদার সখের টেবিল হারমোনিয়ামটা আমার মাথায় ছিল, আকড়া থেকে বাড়ী আনতে বলেছিলেন। বেকারদায় তাড়াতাড়ি নাবানোও যায় না,—জানিস ত' কি রকম লোক,—মাথাটা জ্বলে উঠলো,—চুপ

করে চলে আসতে হল,—পাপ হল কিন্তু। উঃ—আবার মাথাটা কেমন করে উঠছে রে!"

বললুম—"থাক—আর কথা কয়ে কাজ নেই,—আমি ছিরুকে দিয়ে আসবো'খন।"

"আর কেবল একটা কথা,—দোস্তকে একবার দেখাতে পারলিনি ভাই,—তাকে পেলে আমি সেরে উঠতুম!" এই কথা ক'টি এমন উদাস আর কাতর-কন্ঠে বলে একটা নিঃশ্বাস ফেললে,—আমার মর্মটা যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে দিলে। পীড়িত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেন আজ শৃগালের কাছে ভিক্ষার আবেদন পাঠালে। বুকটা ফেটে গেল, ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে আজিজকে ডেকে আনি। হায—কতটুকু দুর্বলতায় মানুষের ক্ষমতা মানুষের স্বাধীনতা আটকে থাকে! কেঁদে ফেললুম, বললুম—"কি করে তা হবে ভাই, ওঁরা বলেন—হিঁদুর বাড়ী,—ঠাকুর রয়েছেন!"

মানব একটু ম্লান-হাসি মুখে এনে হতাশ ভাবে বল্লে "ঠাকুরই আমার বাধা হলেন। ছিঃ, ঠাকুরের নামে এমন বদনাম কখনো করিসনি ভাই।" এই বলে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে দু'হাত এক করে মাথায় ঠ্যাকালে। তার পর সে যেন ভাবনা চিন্তার পরপারে দাঁড়িয়ে মুক্ত পুরুষের মত বললে—"দোস্তকে আমার সেলাম্ জানাস—মাপ করতে বলিস। আর দ্যাখ্ লোকেন—হিঁদু হোসনি ভাই,—মানুষ হোস্! একটু জল",—জল খেয়ে সে পাশ ফিরে শুলো। বাইরে তখন আলো দেখা দিয়েছে।

আজ বিশ দিন! বেলা সাড়ে আটটার সময় ডাক্তার এলেন, সব শুনলেন; —দেখলেন কিন্তু নিত্য যা দেখেন,—সেই পূর্বভাব। ওষুধ লিখে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গেলেন।

আমরা ভেবেছিলুম বিকার কেটে গেছে। মা-ও তাই আজ অনেক দিন পরে গঙ্গাস্নান করে মা মুক্তকেশীর পূজো দিতে গিছলেন।

ক'দিন পরে আজিজ্ আজ কান প্রাণ সজাগ করে, আমার কাছে সব শুনলে। —"দোস্তকে পেলে আমি সেরে উঠতুম,—দোস্তকে আমার সেলাম জানাস, আমাকে মাপ করতে বলিস"—মানবের এই কথা কয়টি, সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চার-পাঁচবার আমাকে বলালে আর নিজে শুনলে। তারপর ঝড়ের মত একটা নিঃশ্বাস ফেলে, সামর্থ সত্ত্বেও উপায়হীনের মত বলে উঠলো—"হাম্ তোমারে ওয়াস্তে জান্ দে সেক্তা দোস্ত্, লেকিন তোমারে পাশ নেহি পোঁছ সেকা। হিন্দু তোম্‌কো মার্

ডালা—আউর হাম্‌কো আউরাৎ বানা দিয়া। দোস্ত্‌ হাম ক্যা করে—হাম্‌ ক্যা করে—হাম্‌ ক্যা করে !!"

নিরুপায়ের এই শেষের তিনটি মর্মছেঁড়া উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে এমন জোরে মাথা নেড়েছিল—আর তার লম্বা লম্বা রেশমগুচ্ছের মত চুলগুলি শূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে এমন সবেগে ইতস্ততঃ ছড়াচ্ছিল, দেখে আমার ভয় হল—নিদারুণ হতাশায় তার প্রাণটা বুঝি ঐ সঙ্গে বেরিয়ে যায়,—না হয় সে পাগল হয়ে গেল !

একটু পরে আমার দিকে চেয়ে বিরক্তিমাখা হুকুমের সুরে বললে—"যা-ও" ! ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো,—আমি তাড়াতাড়ি সরে এলুম। আড়াল থেকে দেখি,—সে ঘাসের উপর উপুর হয়ে শুয়ে ছেলেদের মত ফুলে-ফুলে কাঁদছে, তার সর্বাঙ্গ নড়ে নড়ে উঠছে। আমিও না কেঁদে থাকতে পারলুম না,—আড়ালে খানিকক্ষণ কেঁদে নিলুম। মানবের ঘরেই দিনরাত কাটাই,—সেখানে পাষাণের মত থাকতে হয়।

অন্য দিনের মত সেদিন আজিজের কাছে যেতে সাহস হয়নি। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল,—তাই যাবার আগে ডেকে পাঠায়। অমি যেতেই, সে আমার মাথায়, পিঠে হাত বুলতে বুলতে বললে—"হাম আজ তুম্‌কো বড়া দুখ দিয়া, মাপ করো বাহাদুর, হামারা মগজ্‌ ঠিকানামে নেহি ভাই।" আমি কেঁদে ফেললুম। সে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আমার চোখ মোচাতে মোচাতে—দশবার নিজের চোখও মুছলে। সে স্নেহের তুলনা নেই ! মানবের তরে আমাদের উভয়ের চোখই অশ্রুতে উব্‌চে থাকতো,—যে-কোনও উপলক্ষ ধরে তা বেরিয়ে আসতো !

তার পর আজিজ্‌ বেশ স্পষ্ট আর দৃঢ়কণ্ঠে বললে,—"বাহাদুর, কাল্‌ হাম দোস্তকো দেখেগা। হাম গঙ্গাজিমে নাহাকে কাপড়া বদল্‌কে আয়েগা। কাল্‌ হাম্‌কো কোই নেহি রোক্‌ সেকেগা।" এই বলেই সে—দ্রুত চলে গেল।

৩৫

একুশ দিনের দিন বেলা আটটার পর গগনভেদী হাহাকার ভেদ করে, মানবের দেহটি মাত্র নিয়ে যখন বাইরে আসা হল,—সামনেই দেখি—আজিজ্‌ বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ, নিস্পলক দাঁড়িয়ে।

সে আজ হিন্দু-মতে গঙ্গাস্নান করে, শুচি হয়ে, নূতন একখানি নীল লুঙ্গী পরে নূতন একখানি ধানি রংয়ের উত্তরীয় মাত্র গায়ে দিয়ে, খালি পায়ে দোস্তকে দেখবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছিল। তার সেই লম্বা লম্বা চুল বেয়ে মুক্তাধারার মত জল ঝরছিল। অদূরেই তার ভিজে কাপড়, ভিজে ঝোলা—আর তার ওপর তার ছোরাখানি পড়ে আছে দেখলুম। আজিজকে দেখাচ্ছিল,—যেন নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগার প্রবেশে প্রস্তুত ইন্দ্রজিৎ।

তার ধীর গম্ভীর কণ্ঠ হতে বেরুল—"উতারো!" শুনে সকলে চমকে গেল,—সকলে তারিণী জ্যেঠার দিকে চাইলে।

দীনু গাঙ্গুলী বললেন—"তারিণীর দিকে চাইছ কি,—গ্রামের মঙ্গলা-মঙ্গল ত' ও'র একার নয়,—'তোলা মড়া' কি নাবাতে আছে!" নবীনবাবু বললেন—"তাতে এমন দোষটা কি,—লোকটা ওকে ভালোবাসত,—একবার দেখতে ইচ্ছে করে; এই যে দূর থেকে যারা আনে, তাদের মাঝে-মাঝে ত' নাবাতেই হয়!"

রাখাল রায় বললেন—"ওঃ—নবীন সিমলের বড় দপ্তরে চাক্‌রী করে কি না।" সিধু ভট্‌চায্যি বললেন—"দূর থেকে আস্‌লে নাবায়—সেটা আমরাও জানিহে;—তারা নিজের গ্রামে নাবায় কি বলতে পার?"

নবীনবাবু বললেন—"যেখানেই নাবাক—কোন গ্রাম ত' সেটা,—সে গ্রামেও লোক থাকে, তাদেরও ত' মঙ্গলামঙ্গল আছে।"

"ওঃ"—"ইস্" প্রভৃতি শব্দের মধ্যে আজিজ্ বজ্র-কঠিন কণ্ঠে বললে—"হাম্ দোস্তকো দেখেগা,—উতারো!" সকলে চমকে গেল। যারা কাঁধ দিয়েছিল তারা "এই রইল" যেই বলা, তারিণী জ্যেঠা তাড়াতাড়ি—"এই—এই,—রাস্তাটায়" বলতে না বলতেই, তারা দোরের পাশেই নাবিয়ে সরে দাঁড়াল;—আমি স্পর্শ করে রইলুম।

"দোস্ত্!" বলেই আজিজ্ মানবের মুখের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। মিনিট খানেক তার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থেকে বললে—"মেরে যানেসে আগর্ তোমারে হিন্দু লোগ তোমারা তজ্‌বিজ্ (যত্ন) না-করে—তোমকো নফরত্ (ঘৃণা) করে, ইস ডরসে হম ধোখা খা গেয়া—তোমারে পাশ পঁউচ্ না সেকা; নহি তো জান্ দেনে জো তৈয়ার থা উস্‌কো কোন রুখ সেক্‌তা। হাম্‌কো মাফ করো, হাম্ বড়া ধোকা খায়া। দোস্ত্ হাম্ একদফে হাজির ভি না হো সেকা,—হামারা কিস্‌মত!" তারপর একটু থেমে বললে—"অচ্ছা আর এক বাত কহে যাও ভাই,—তুম্ যাঁহা চলে —হম্ উঁহা তুম্‌সে মিল সেকেগা? উঁহা তো হিন্দু নেহি!—বোলো—বোলো

দোস্ত্—তোম হাম্”—বলিতে বলিতে কে যেন তাহাকে বাধা দিলে, সে হতাশ ভাবে বললে,—“লেকিন্ তুম্ হাম্‌কো কহা থা—‘হমারা দোস্ত্ না-মরদ্ নেহি হ্যায়,—না-মর্দকে সরম্ শির্‌মে না উঠাও’!—তো হম্ ক্যা করে”—বলেই আশাহত উন্মাদের মত সজোরে মাথা নাড়লে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের জল ঠিক্‌রে গিয়ে মানবের ঠোঁট্ ভিজিয়ে যেন তার দোস্তকে দেখবার—গত বিশ দিনের প্রচণ্ড পিপাসা আজ মিটিয়ে দিলে।

ঘনকৃষ্ণ ভ্রূর নীচে আজিজের চোখ দু'টি এতক্ষণ যেন পাষাণমূর্তির ওপর পালিশ-করা ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করছিল,—এইবার সেই পাষাণ ফেটে ঝর্ণা বেরিয়ে এল। সে মানবের বুকের ওপর মাথা রেখে কি অশান্ত কান্নাটাই কাঁদলে। তার বুকের দুধার-বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। আমার ঠিক বোধ হল—মানবের ওই বিশ দিনের বিচ্ছেদ-দগ্ধ বুকটা সে জুড়িয়ে দিলে। তারপর সে মুখ তুলে যা বললে তা এই,—“আজ একুশ দিন বন্ধু—এই দুষমণ জ্বরের প্রথম দিন তোমাকে বাড়ী পোঁছে দিতে আসি। তুমি সেলাম করে ভেতরে চলে গেলে, পরক্ষণেই দেখি—ছুটে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে বল্‌লে—‘দোস্ত্—ভুলে গিছলুম—প্রাণটা কেমন করে উঠল’—বলেই আবার ছুটে ভেতরে চলে গেলে। প্রাণটা আমার ঝাঁৎ করে উঠেছিল, কিন্তু বুঝিনি—তুমি বিদায় নিলে। আও দোস্ত্—আজ ছুটিকা দিন্ হামারা ছাতিপর্ আও”—বলেই তাকে ন্যাকড়ার পুতুলটির মত বুকে তুলে নিয়ে দাঁড়াল;—দেবতা যেন সত্যব্রত নির্ভীক নিষ্কলুষ “মানব”কে তুলে নিলেন,—শিব যেন সতী-দেহ নিয়ে দাঁড়ালেন!

আজিজ্ মানবের বুকে মাথা রাখতেই—“ইস্—পরকালটাও গেল!” প্রভৃতি সময়োচিত ইঙ্গিত কানে এসেছিল, এখন “হাঁ—হাঁ” শব্দের সঙ্গে “অ্যা—হ্যা-হ্যা, ছোঁড়া শেষটা জাতিচ্যুত ধর্মচ্যুতও হল! ও-সব ছেলের ওই-রকমই হবে বই কি!” প্রভৃতি স্বজোনিত গুঞ্জন শোনা গেল।—গুঞ্জনকারীদের পশ্চাতে হুলটা থাকেই,—সেটাও দেখা দিলে—“ও মড়া আর ছোঁবে কে!”

আজিজ্ দোস্তকে সযত্নে—সন্তর্পণে শুইয়ে দিয়ে—ব্যাগ থেকে দু'বার দু'মুঠো টাকা নিয়ে তার দু'পাশে রেখে আমার দিকে চেয়ে বললে—“দোস্তকা কোই কামমে লগে তো অচ্ছা,”—নহি তো গরীবোঁকো বাঁট্ দেনা বাহাদুর।” তারপর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বিষাদ মিশ্রিত বিনয়ে বললে—“আব্ যো খুসি করো ভাই!”

প্রবীণেরা তারিণী জ্যেঠাকে ঘিরে কর্তব্য নির্ধারণে ব্যস্ত হলেন। পাঁচ মিনিট পরেই লাস উঠে গেল! আজিজ্ হাঁটু গেড়ে সেলাম করলে।

* * *

মানবের মৃত্যু-সংবাদে গ্রামের মেয়ে পুরুষ—বিশেষ করে ইতর সাধারণ,—জেলে-পাড়া, দুলেপাড়া, মুসলমানপাড়া—ভেঙ্গে পড়েছিল! সকলের মুখেই "হায় হায়—" আর তার কাছে কে কবে কি উপকার পেয়েছিল, কবে কি বিপদে সে কাকে রক্ষা করে-ছিল—সেই সব কথা,—সকলের চোখেই জল।

আজিজ্ এই পাঁচ-সাতশো লোকের সহানুভূতি দেখে উৎসাহে সবার দিকে চেয়ে বলে উঠল—"তোমারা বাদশা চলা গিয়া, মরদ অওর নহি রহা,—আব্ একদফে দোস্তকা সাথ্-সাথ্ যাও ভেইয়া" বলে, হাতজোড় করতেই, জনতা মন্ত্রচালিতের মত তার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে চল্‌ল।

জমিদার কি রায়-বাহাদুরের মৃত্যুতে এ দৃশ্য দেখিনি! আমি তখন টাকা গুণে তারিণী জ্যেঠার হাতে দিচ্ছিলুম,—তাঁর মিতেরা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আজিজ্ ডাকলে—"বাহাদুর"! এমন সুমিষ্ট মৃদু-মধুর কণ্ঠ পূর্বেও শুনিনি—পরেও শুনিনি—যেন শিরায় শিরায় শিরীষ ফুল বুলিয়ে দিলে! ইচ্ছে হল—তার বুকে গিয়ে লুটিয়ে পড়ি। আমার দিকে চাইতেই তার চোখে জল গড়িয়ে এল,—পিঠে হাত দিয়ে বিষাদ-বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে—"বাহাদুর—যাও ভাই, দেখো যাকে—দোস্তকে সব কাম পুরা পুরা ঠিক্ ঠিক্ হোয়ে;—যাও- ইঁহা আওর কোন্ কাম্ রহা ভাই! আওর এক বাত—মায়ীকো জরুর দেখনা বাহাদুর"—এই বলে তার ধানি রংয়ের উত্তরীর দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিলে,—আর "আচ্ছা যাও" বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আমি অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে এগুলুম। তাকে ছেড়ে যেতে আমার পা উঠ্‌ছিল না। মানবের শেষ কথা—"তোর মা নেই লোকেন,—তাই তোকে মা দিয়ে চল্‌লুম"—মনে হয় চোখের জলে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না।

মানব পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসত—খেলায় হার-জিৎ উপলক্ষ ক'রে—নিজে হেরে—তাদের ইচ্ছামত খাবার এনে খাওয়াত;—খেলার জিনিসও কিনে দিত। দশ-বারো বছরের ছেলেদের নিয়ে মধ্যে মধ্যে লাফানো, দৌড়ানো, সাঁতার দেওয়া, গাছে ওঠা আর বাচ্‌খেলার পরীক্ষা হত—পুরস্কার দেওয়াও হত। তাই সে তাদের উপাস্য বন্ধু ছিল। সেদিন সব ছেলেমেয়েই ছুটে এসেছিল; বন্ধুহারা

বিষাদে ছল-ছল চোখে চুপচাপ্ দাঁড়িয়ে ছিল ;—যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা মাঝে মাঝে চোখ মুছ্‌ছিল।

আমি চলে গেলে আজিজ্ তার ঝোলাটি উপুড় করে তাদের সামনে ছড়িয়ে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে—সে আর পেছু ফিরে চায়নি। সেদিন কেবল বেদানা আর আপেল ছিল—অনেক। ছেলেমেয়েগুলির মনের অবস্থা এমন ছিল যে সে-সব কুড়ুতে তাদের উৎসাহই ছিল না,—কেবল চার পাঁচ বছরের কয়েকটি ছেলেমেয়ে দু' একটি ফল হাতে করেছিল মাত্র ;—অমনি উপস্থিত বুদ্ধিমানেরা হুঁকো ফেলে ক্ষুধার্ত কাঙ্গালের মত এসে পড়েন—"ভূতে খেলে আর হবে কি, নারায়ণকে দিলে কাজ হবে" বলে কোঁচড় ভর্তি করে সত্বর যে-যার বাড়ী ফেরেন।

নবীনবাবু এই ব্যাপার দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যান। আমি এ কথা তাঁর কাছেই শুনেছিলুম। চূড়ামণি মশাই শুনে বলেছিলেন—"ওরাই জাতটার মুখ পোড়ালে!"

* * *

আমাদের গ্রামের প্রচলিত প্রথা ছিল,—দিনের যে-কোন সময়ে সৎকার শেষ হলেও—সন্ধ্যায় "তারা" দেখে স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন। তাই সন্ধ্যার সময় স্নান করে যখন উঠি,—তখন অনেকেই গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যা-বন্দনাদি কচ্ছিলেন।

সেই চরম ক্ষণে হরিসভার অশ্রুউৎস পরম ভক্ত মাতব্বর সিধু ভট্‌চায্যি চাপা গলায় রাখাল রায়কে বললেন—"একটা এখনও রইলো!"

বৃদ্ধ লোকটি নীরবে চক্ষু মুছিতেছিলেন, সরোষে বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি! a beast—পশু! উঃ"—

যুবা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"পাপিষ্ঠ পিশাচ? বাঙ্গালাদেশে এ-ছেলের জীবন-কথা এখন ত'—সত্যনারায়ণের কথা!"

বলিলাম—"আপনারা তার কতটুকুই বা শুনলেন! তার জীবনটাই যে ছিলো অসহায় বিপন্নের জন্যে! তার ষোলো বছরের শেষ পাঁচ ছয় বছর আমার কাছে ব্রহ্ম-সূত্র! হামিদের বাড়ীর আগুন আজও আমার চোখ থেকে নেবেনি! তার লেলিহান শিখা এখনও আমাকে শিউরে দেয়! হাজারো লোক দাঁড়িয়ে নিরুপায় হামিদের পাগলের মত চীৎকার শুনছিলো! তার স্ত্রী, সদ্য প্রসূত শিশু নিয়ে আঁতুড়ে, সেই বহ্নিব্যূহে! তার বিশগজ তফাতেও দাঁড়ায় কার সাধ্য!

গামছা পরা, ভিজে-থলে মাথায় একজন ছুটে সেই জলন্ত চিতায় প্রবেশ করলে। সকলে স্তম্ভিত—হামিদই হবে।

দু' মিনিটেই কাঁথা আর মাদুরে জড়ানো শিশু সমেত বউটিকে নিয়ে এসে ফেলেই—অজ্ঞান।

মানব তাতেও মরেনি!

দু'হাতের চেটোর ছাল উঠে গিয়েছিলো—ঝুঁকে-পড়া জলন্ত চালা ঠেলে তাদের বার-করে আনতে হয়েছিলো।

জ্ঞান হলে তার প্রথম কথা—"তারা ভাল আছে ত' ?—হাতদু'খানা বড় জ্বলছেরে" —পরক্ষণেই হাসিমুখে—"ও কিছুনা"। সেটা—আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া।

জীবনে তার চেয়ে বড় কিছু আর পাইনি। সব ইচ্ছা উৎসাহই, তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে।

ভদ্রলোকটি বললেন—"উঃ-তা হতেই পারে। এর উপর আর কথা কবার কিছু নেই। তবু—আজিজের····· "

বললুম,—ফিরে গিয়ে দেখি—তার ভিজে কাপড়গুলি আর ছোরাখানি যেখানে সে ফেলেছিল—সেইখানেই পড়ে আছে ;—ঝোলাটা একটু তফাতে পেলুম। তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বেড়ার গায়ে শুকুতে দিলুম,—ছোরাখানি তুলে রাখ্‌লুম।

পরদিন চারপাঁচজনের কাছে এক-কথাই শুনলুম,—আজিজ্‌ এক মনে রাস্তার এক-ধার ধরে যখন দ্রুত চলেছিল, তখন তার চোখ-ফেটে রক্ত গড়িয়ে বুকে এসে পড়ছিল! তার এই অবস্থা দেখে আর মানবকে মনে পড়ে, পরিচিত লোকের প্রাণ হুহু করে কেঁদে উঠেছে, কিন্তু কেউ কোন কথা কইতে সাহস করেনি—অনেকেই সরে গেছে। অপরিচিত লোক ভেবেছে—"উন্মাদ, না হয়ে খুনে।"

রোড-ইনিস্‌পেক্টার রাসমোহনবাবু সাইকেল ছুটিয়ে থানায় গিয়ে খবর দেন। দারোগাবাবু বড় ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি দু'জন কনেস্টবল নিয়ে রাস্তায় এসে অপেক্ষা করেন। আজিজকে তিনি চিনতেন। তাকে দেখেই তাঁর ধারণা হয়—চোখে নিশ্চয়ই কিছু বিঁধে আছে—না হয় কোন কিছুর খোঁচা লেগেছে, তাই ব্যস্তভাবে বলেন—"একদম কাশীপুর হাঁসপাতালে চলে যাও।" আজিজ্‌ কোন উত্তর দেয় নি।

* * *

তারপর কত খুঁজেছি, কত খবর নিয়েছি,—দিন গেছে, মাস গেছে বছরের পর

বছর গেছে,—আজিজ্ আর ফেরেনি। তার কাপড়গুলি এক এক করে গরীব দুঃখীদের দিয়ে দিছি। কেবল তার হাতের ছোরাখানি অন্যের হাতে দিতে পারিনি,—অযোগ্যের হাতেই রয়ে গেছে।

চোখ দিয়ে রক্ত পড়ার কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করেনি,—আমিও ও-সম্বন্ধে অনেক দিন ভেবেছিলুম।

পাঁচ বছর পরে ভেবেচি—পাহাড়ঘেরা মরুধূসর খুন-খেলার দেশের লোকের প্রাণে এ ভালবাসা—এ প্রেম কোথা থেকে এল, এর সামনে যে বিশ্ব ভেসে যায়!—এ যে সৃষ্টিও করতে পারে, প্রলয়ও আনতে পারে!

দশ বছর পরে ভেবেচি—পাহাড়ের মুক্ত বায়ু, ঝর্ণার মুক্তধারা,—আঙ্গুর-আপেলের সরস যৌবন-সৌন্দর্য,—পিচ ফুলের হোলিরাগ,—সৌরভ-মন্দির গোলাপ-কুঞ্জের উষা-লাবণ্য—শূন্যভরা বিহঙ্গ-সঙ্গীত,—সর্বোপরি তার বাধাহীন স্বাধীন জীবনই তার হৃদয়টাকে প্রেম-মধুর করে গড়ে তুলেছিল,—তার বিশাল বুকখানাকে প্রেম সম্পদে ভ'রে দিছলো।

বিশ বছর পরে যখন দেখলুম—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাই বলেছেন,—"কখন-কখন উপাসনার সময় প্রবল হৃদয়াবেগে কেশব বাবুর চোখে রক্ত বেরিয়ে আসত," তখন বিচ্ছেদ-ব্যথা-মথিত প্রেমোন্মত্ত আফগানের রক্ত-যে আজিজের চোখ দিয়ে গড়িয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার আর দ্বিধার অবকাশ থাকেনি।

আজ আমি তাদের দু'জনকেই গভীর শ্রদ্ধায় নমস্কার করি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আর তাঁর সঙ্গী যুবাটি উভয়েই হাত তুলে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোকটি বললেন—"মাফ করবেন—আপনাকে বড়ই মনঃকষ্ট দিলুম,—আমরাও কিন্তু কম পেলুম না।"

বলিলাম—"আমার এই কষ্টের মাঝে অশ্রু-তর্পণের যে একটা আনন্দও আছে, তা না ত' কি অনাবশ্যক এতটা বকতে পারি! পূর্বেই আপনাদের বলেছি,—মানব কি আজিজের কথায় আমি সব ভুলে যাই—মাত্রাজ্ঞান থাকে না; তারা যে আজও আমার দিনের চিন্তা—রাতের স্বপ্ন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"হতেই পারে—আমরাও বোধহয় ভুলতে পারবনা। তা হোক—এ ব্যথা বহন করেও সুখ আছে।"

ইহার পর কাহারো আর কোন কথার উৎসাহ রহিল না, দু'একটা শোকোচ্ছ্বাসের পর তাঁহারা বিদায় লইলেন।

অন্তরে বাহিরে সন্ধ্যা লইয়া বাসায় ফিরিলাম। দুই দিন উদাসভাবেই কাটিল, এবং একটিন সিগারেট ভস্ম হইল। যাহা ঘটে তাহা অতীতের গর্ভে অদৃশ্য হইয়া মুছিয়া যায় না কেন!

তৃতীয় দিন বাহির হইলাম,—বেড়াইবার আনন্দ উপভোগের জন্য নহে। মনটা আধ্যাত্মিক আক্রমণ মুক্ত নহে, তার সুরটা পুরবীর পর্দায় বাঁধা। সে স্থান কাল ঘেঁসিয়া চলিতে চায়।

বেলা তখনো বোধহয় ঘণ্টা খানেক আছে,—শিবগঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলাম। দৃশ্যটি মনোরম, যেন প্রকাণ্ড একখানি ফ্রেমে আঁটা আরসি। তাহার বক্ষে চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজির প্রতিবিম্ব পড়ায় এবং সোপানের উপরেই একটি সুদৃশ্য রাজ-ধর্মশালা থাকায়, তাহাদের ছায়াপাতে শিবগঙ্গা যেন একখানি ছবির মতই দেখাইতেছিল।

সংসার-কোলাহলের বাহিরে ইহা স্বতঃই শান্তি আনিয়া দেয়। মনে হয়,—এমন সব স্থান থাকিতে, সহরের সহস্র চাঞ্চল্যকে মানুষ কি সুখে বরণ করিয়া নিজেদের অশান্তির ও অস্বস্তির মধ্যে ফেলিয়াছে! কিন্তু জীবন যাত্রা বলিয়া জিনিসটা মনে পড়িলে এ মোহ স্থায়ী হয় না।

হঠাৎ একটি সুগভীর শ্বাস মোচনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণস্পর্শী সুরে "গুরুদেব" শব্দটি আমার প্রাণে প্রবেশ করায় মনটা যেন নিজের সুরের সাড়া পাইল।—সমস্ত দেহ-মনকে করুণ আঘাতে সেই দিকে ফিরাইয়া দিল।

দেখি একটি সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ আনত নেত্রে চিন্তার প্রতিমূর্তি রূপে মন্দির-প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় দ্বারটি দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পরক্ষণেই আমাদের পরিচিত দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ পাণ্ডাজী দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি কোন চিন্তা রাখবেন না বাবা, মায়ের কাছে আমি নিজে উপস্থিত থাকব, ভয়ের কোন কারণ নেই। বাবার কাছে আরও কত লোক হত্যা দিয়ে রয়েছে,—তিনি সকলেরই কামনা পূর্ণ করেন।"

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বেশ নিবিষ্টভাবে দেখিয়া শেষে বলিলেন, "বাবা তুমি কে?—তোমাকে ত' পূর্বে আমি কখনও দেখি নাই, তোমার সহৃদয়তা আমার অর্ধেক ভাবনা লাঘব করে দিলে।"

পাণ্ডাজী বল্লেন,—"বাবা আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ, আমাদের তিন পুরুষ এই স্থানে কেটেছে—তাই আমাকে এই রকম দেখছেন। আমরা বাবার সেবক আপনাকে বড় কাতর দেখে ছুটে এলুম। আপনি মায়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি মাকে দেখবো।"

এই কয়েক দিনের মধ্যে ওই পাণ্ডাজীকে আমি যতই দেখিয়াছি ততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। তিনি "বাঙ্গালী" এ কথা শুনিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দ অনুভবটা স্বাভাবিক। আমার মনটা আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল, 'ভগবান, তুমি কোথায় কি যে মাধুরী লুকিয়ে রেখেছ! গর্বিত মূঢ় মানব কেবল আঘাত করিতেই জানে,—দীনজনেরাই যথার্থ ধনী। অসহায় চিন্তাকুল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এইমাত্র পাণ্ডাজী যতটা দিলেন, ততটা সম্পত্তি আমাদের কয়জনের আছে!

ব্রাহ্মণ ছলছল নেত্রে পাণ্ডাজীর পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি সত্যই ব্রাহ্মণ,—বৈদ্যনাথ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় চললুম।" পাণ্ডাজী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি থাকিতে পারিলাম না, একটু অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ক্ষমা করবেন, আপনাকে এত কাতর দেখছি কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবা, আমি বড় বিপদগ্রস্ত,—নিজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে—চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হয়ে—আমাদের একমাত্র পুত্রকে ইংরাজী পড়তে দিয়েছিলাম। পশ্চাতে নিশ্চয়ই আমাদের একটা লোভ ছিল যা ব্রাহ্মণোচিত ছিল না। এ সেই পাপের সাজা।"

ভাবিলাম ছেলেটির নিশ্চয়ই কোনও শঙ্কট পীড়া, তাই এঁরা বাবার শরণ লইতে আসিয়াছেন। বলিলাম "বাবা বৈদ্যনাথের যখন শরণ নিয়েছেন তখন আর দ্বিধা রাখবেন না—মঙ্গলই হবে।"

ব্রাহ্মণ বাষ্পাকুল নেত্রে বলিলেন, "শ্যামসুন্দর আমার বরাবরই যেমন পিতৃমাতৃ ভক্ত তেমনি বাধ্য ও বিনয়ী ছেলে; কলকাতা থেকে লেখাপড়া করছিল। আজ পনেরো ষোল দিন হল মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী এসেছে। কিন্তু আমাদের পাপে শ্যামসুন্দরের মাথাটি একটু বিগড়ে গেছে বাবা,—উন্মাদের লক্ষণ,—গুরুদেব!"

বলিলাম, "আপনাদের এরূপ অনুমানের কারণটা কি, পরিবর্তনটা কিসে লক্ষ্য করলেন,—কথাবার্তায়, ভাবভঙ্গীতে, কি ব্যবহারে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না বাবা সে সব কিছু নয়, তা হলে ত' এত সত্বর গ্রামে এ নিয়ে

একটা লজ্জাকর কানাঘুষো সৃষ্টি হত না। আমি বাবা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক—রসময় ন্যায়ালঙ্কার,—গ্রামটিতে বহু ব্রাহ্মণের বাস, সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা সম্মান করেন,—চতুষ্পাঠীতে এসে বসেন। শ্যামসুন্দর যেদিন কলিকাতা থেকে বাড়ী এল—অনেকেই তখন উপস্থিত ছিলেন। এসে সকলেরই পায়ের ধুলো নিলে, সকলকেই যথাযথ প্রণাম করে তবে বাড়ী ঢুকল। সকলে কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন—শ্যামসুন্দরের দুদিক-কার গোঁফ আধাআধি কামানো। সকলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, বলে গেলেন—'আহা এমন ছেলে—নারায়ণ না করুন—আপনি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবেন না।'—

"আমি ভেবেছিলুম বাবা—কোনো মেড়ো নাপিতের ভুলচুক্। তাঁদের কথায় আমার মাথায় যেন বজ্র হানলে—আমি অন্ধকার দেখলুম। সত্যই ত'—যখন চুল ফিরিয়েছে তখন আয়না সামনে ছিলই,—মুখও দেখেছে ; ভুলচুক্ হলে সবটা কামিয়ে ফেলতে পারত। ব্রাহ্মণ পন্ডিতের ছেলের সেইটাই ত' নিয়ম। তাতে ত' আর লজ্জা বা অপমানের কিছু ছিল না। কিন্তু ওই বিকৃতি সত্বেও ছেলে কি করে এতটা পথ ওই মুখ দেখাতে দেখাতে গ্রামের মধ্য দিয়ে বাড়ী এসে ঢুকল! এতো প্রকৃতিস্থের লক্ষণ নয়,—বিশেষ, যে শিক্ষিত—জ্ঞানবান। আবার কিনা প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে নিজের হাতে ওই কার্জটিই করে! নীলমণি আচার্য বলছিলেন—পাগলা গারদে,—গুরুদেব!"

একটু সামলাইয়া বলিলেন, "যথাসর্বস্ব খুইয়ে কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে দিয়ে-ছিলুম বাবা,—তার পরিবর্তে পেলুম একটি পাগল! আজ কিনা গ্রাম ও গ্রামান্তরের ইতর-ভদ্র মেয়ে-পুরুষেরা ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ীর চারিদিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে উঁকি মারছে, কেউ বলছে, 'পাশকরা-পাগল দেখে আসি'!—শ্যামসুন্দর নির্বোধের মত বসে বসে হাসছে। তার গর্ভধারিণী কত করে পাগলকালীর বালা আনালেন,—ধারণ করাতে পারলেন না।

"সেদিন শরৎবাবু বললেন, 'ন্যায়ালঙ্কার মশাই কচ্ছেন কি, আর বিলম্ব করবেন না, রোগটি এদেশী রোগ নয়, তার ওপর আক্রমণটা মস্তিষ্কের পাঁচইঞ্চির মধ্যে হওয়ায় বড়ই আশঙ্কার কথা রয়েছে। হঠাৎ বিকটাকারে প্রকট হতে পারে। শ্যামসুন্দরের জন্যে বাবা বৈদ্যনাথের কাছে হত্যা দেওয়া হোক। প্রসন্ন না হলে এ সব রোগ যায় না, ডাক্তার বদ্যির কাজ নয়।' শরৎবাবু এ সব বিষয়ে বোঝেন ভাল, তাই বাবার চরণে এসে পড়েছি বাবা, এখন তাঁর কৃপাই ভরসা—গুরুদেব!"

আমি ত' শুনে একদম অবাক্! কি সর্বনাশ,—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার। বাংলা দেশে এমন গ্রামও আছে যেখানে এই অভিনব গুঁপো-শিল্পটা এখনও অপরিজ্ঞাত!

এই "ডেয়ার্কি'র" স্টাইলটা বাঙ্গালাদেশে পুরাতন হয়ে ক্রমে একদিক কামিয়ে একদিক মাত্র রাখবার সময় হয়ে এলো, এখনো দেবগ্রামে এর সাড়া পর্যন্ত নেই। সে অঞ্চলে কি জামাই-ষষ্ঠীও নেই! বলিলাম, "বাবার কৃপায় সত্বরই আপনারা শান্তি পাবেন, আপনাদের এই মানসিক কষ্ট সম্পূর্ণ নিবৃত্তি পাবে।"

তিনি বলিলেন, "তোমার বাক্য বাবা বৈদ্যনাথ সার্থক করুন; আমি অপরাধী, এতটা আশা কোন সাহসে করি। প্রার্থনা করি পুত্র সংস্রবে তুমি সুখী হও।"

বলিলাম, "আপনাদের আশীর্বাদে ভগবান আমাকে সে সুখ দিয়েছেন,—আমি অপুত্রক।"

ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "এ্যাঁ—উঃ, খুব বেঁচে গেছ, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি বাবা! এ্যাঁ, পুত্র নেই, কি শান্তি!"

* * * *

জয়হরি আমাদের কোন কথাই শোনে নাই; শিবগঙ্গার ধারে বসিয়া মুড়ির-চাক্তি খাইতেছিল—মাছেদেরও খাওয়াইতেছিল। বাসার পথে হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা মশাই, উনি রাঙা-আলু কেন কিনলেন? কই, তার ত' কিছু দেখলুম না!"

আমি প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলাম না, পরে কর্তার তত্ত্ব ও গবেষণামূলক আলুর দর নির্ণয় ব্যাপারটা মনে পড়িল, বলিলাম, "বাড়ীতেই যখন রয়েছে, তাড়াতাড়ি কেন? তুমি যেন প্রশ্নটা তাঁদের কাছে কোবো না।"

কি মুশকিল, বলে—"ওঁবা যদি ভুলে যান!"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"ভুলে যান, ভুলে যাবেন, তোমার মাথাব্যথায় কাজ নেই।"

"না, আমি ভাবছিলুম, ওতে কি কি হতে পারে।"

সেই ভাবেই বলিলাম, "ওতে মুখ হেঁট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

জয়হরি বেশ সপ্রতিভের মত সহাস্যে বলিল, "সে ত' খাবার সময় হবেই মশায়, কিন্তু—"

আমি চাপা গলায় "ব্যাস্" বলিয়া বাসার রোয়াকে উঠিয়া পড়িলাম।

* * * *

পরদিন বেলা নয়টা আন্দাজ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলাম—"অত বিচলিত হবেন না—ওই আকস্মিক পরিবর্তনের অর্থ

মুখে বলে বা টীকার দ্বারা বুঝিয়ে আপনার মত পণ্ডিতকে বিশ্বাস করান কঠিন, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে আসুন।”

পোস্ট অফিসের চিঠি-বিলি শেষ হইয়া গেল, ভদ্র বায়ুভুক্‌দের মজলিস ভাঙিল। ওই চল্লিশ পঞ্চাশ জনের মধ্যে আমার সঙ্কেত-মত তিনি বিস্ফারিত নেত্রে সতেরোটি শ্যামসুন্দর মূর্তি দর্শন করিলেন!

* * * *

বলিলাম, “ইঁহাদের মধ্যে—জমিদার, ডাক্তার, ডেপুটী এমন কি ব্যারিস্টারসাহেব হইতে মোসাহেব পর্যন্ত আছেন, এঁদের সকলেরই মাথা খারাপ বলতে চান কি?”

“না বাবা—এখন বলতে চাই—আমরই মাথা খারাপ! কিন্তু কারণ ত’ বুঝলাম না; আর কোন্‌ টোলই বা এর বিধান দিয়েছেন?”

বলিলাম—“কারণ নির্ণয় করা কঠিন; বোধহয় এটা কোনও একজাতীয় কলা,—মুখের সঙ্গেই নিকট সম্বন্ধ। কোনও টোলের বিধানে এ ভোল্‌ আসেনি; এ সম্বন্ধে অত বড় বিশ্ব-বিখ্যাত “আনাটোল” পর্যন্ত নীরব।

এই সময় ছেঁড়া অলস্টর গায়ে, খালি পা, চুল ফেরানো, হাতে বাজারের সুদৃশ্য সাজি বা বাস্কেট্‌,—একটি যুবক পত্র লইতে, হাঁফাইতে হাঁফাইতে হাফছুটে হাজির। দেখি তাহারও ন্যাজামুড়ো বাদ দেওয়া গোঁফ্‌। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—তমলুকে তার বাড়ী। মস্ত বড় বাবুর রাঁধুনী বামুন। প্রশ্ন করিলাম, “গোঁফের এ দুর্দশা কেন?”

শুনিলাম—“ছোটবাবুর হুকুম—অসভ্যের মত থাকলে চলবেক না। ছোট-বাবু ত’ কেও-কেটা লন্‌। লাটসাহেবের লিবি (levy) খান্‌। ‘লিবি’ কি বাবু,—এঁটো?

বলিলাম—“এঁটো নয়—ঘেঁটো।” সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণকে বলিলাম, “আপনার ত’ স্বচক্ষে সব দেখাও হল, স্বকর্ণে সব শোনাও হল, এখন ঠাওরাচ্ছেন কি?”

ব্রাহ্মণ চিন্তাকুল ভাবে বলিলেন, “ছেলেটাকে মিথ্যা অনেক পীড়া দেওয়া হয়েছে,—না বুঝে উপযুক্ত ছেলেকে অপমানও করা হয়েছে। এখন সত্বর বাড়ী ফিরে সে-সব স্বীকার করাই উচিত। আজই ফিরবো;—সে না অভিমানে একটা কিছু করে বসে;—উঃ কি অন্যায়ই করেছি! এ-সব হরীতকী রাজধানীতে পাকে, তা ত’ জানা ছিলনা বাবা।” ব্রাহ্মণ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

আমি প্রণাম করিলাম। ব্রাহ্মণ আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, “বাবা

বৈদ্যনাথ তোমায় একটি পুত্র দিন। তোমাকে না পেলে আমাদের কি দশাই হত!"

বলিলাম, "আবার এ কি বলছেন, পুত্র কি!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তখন কি মাথার ঠিক ছিল বাবা। পুত্র সুদুর্লভ জিনিস,—না হলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা থাকত না; ওটি চাই বাবা। ওর চেয়ে বড় প্রার্থনা, কি বড় আশীর্বাদ আর নেই। আচ্ছা, তাহ'লে তোমাদের উচ্চ শিক্ষিত অঞ্চলে মেটেকার্তিকের গোঁফেও এ কলা ফলতে সুরু হয়েছে কি বাবা? কুমোরটুলি কলকেতায় না!"

বুঝিলাম, রসময় ন্যায়ালঙ্কার নিতান্ত বেকায়দায় পড়েই এতক্ষণ বিরস মেরে-ছিলেন। বলিলাম, "বাঙলা দেশে বোধহয় শিল্পোন্নতি আসন্ন, তাই এই সৌন্দর্য-বোধটা দেখা দিয়েছে; এগুলো সাময়িক আপৎকাল মাত্র, তার পরেই নিন্‌না—"

—আমাদের শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র বাবুও বলছেন—'শুধু ভারতবর্ষ নয় সব দেশের শিল্পই এমনই এক একটা দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে, একটা থেকে একটায় যাবার মধ্যের পথে এই সব সঙ্কট দেখা দেয়'—ইত্যাদি। সুতরাং শাস্ত্রনুসারেও এ সময়—অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ,—নয় কি?

তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বেচে থাক বাবা, চিরসুখী হও। তোমাকে পাবার মত লাভ আমার কোন দিন ঘটেনি। দুঃখ এই—এখনি হারাতে হবে,—শ্যামসুন্দরকে দ্যাখবার জন্যে ভেতরটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে বাবা।"

তাঁদের বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া প্রণামান্তে ফিরিলাম।

ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি,—মানুষ অবস্থার দাস না হইলে জগতে বৈচিত্র্য বলিয়া কথাটা একটা কথার-কথা হইয়া অভিধানের মধ্যে আত্মহত্যা করিত। সে নানা অবস্থায় জগৎটাকে নানারূপে উপলব্ধি করায় বলিয়াই বৈচিত্র্য।

কানে আসিল—"এই যে আপনি!" চাহিয়া দেখি—জয়হরি।

সে বলিল, "আপনার জন্যে বসে বসে শেষ ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখে দু-কাপ্ চা-ই খেতে হল।"

বলিলাম, "তাইত, বড় কষ্ট দিয়েছি ত'! অনুপানগুলো থাকলেই হবে, তার ত' ঠাণ্ডা হবার ভয় নেই।"

"ভয় নেই কি মশায়! ও'রা যে আজ এক-রেকাবী, গরম গরম সিঙাড়া দিছ্‌লেন,

ভেতরে বাদাম আর পেস্তার পুর ছিল। খেতে যা হয়েছিল মশাই, একেবারে স্বয়ং! এখন আপশোষ হচ্ছে আপনাকে খাওয়াতে পারলুম না।"

বলিলাম—"বাড়ীতে আর নেই কি? নিশ্চয়ই আছে।"

জয়হরি মাথা নাড়িয়া দুঃখের সুরে জানাইল, "না মশায়, ওইটেই আমার ভুল হয়ে গেছে, ঠান্ডা হয়ে গেলে খেতে পারবেননা বলে আমি যে সব চেয়ে নিলুম।"

বলিলাম,—"বুদ্ধির কাজই করেছ, ও জিনিস ঠাণ্ডা খেলে কি আর রক্ষে ছিল!"

জয়হরি ভীতভাবে বলিল, "কেন বলুন দিকি! আমি যে খান দশেক ঠাণ্ডাও খেয়ে ফেলেছি!"

বলিলাম—"তাতে আর হয়েছে কি? তার ভেতরে ত' গরম জিনিস পোরা।"

জয়হরি—"তাই বলুন মশাই!"

বলিলাম—"চা-টা ত' খেতেই হবে জয়হরি!"

জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিল, "চলুন না—বাজারে দোকান মজুদ, মুখ বদলান যাবে।"

৩৭

চায়ের দোকানের সামনে আসিয়া দেখি, **Welcome** (স্বাগত) বলিয়া সাইনবোর্ড আবাহন করিতেছে। তাহার নীচেই—**Readymade Hot Darjeeling Tea**— (সদ্য-প্রস্তুত গরম দার্জিলিং চা)। তন্নিম্নে,—চা-প্রস্তুত-প্রণালী-অনভিজ্ঞেরা ভদ্রলোকদের চায়ের কাপে করিয়া কেবল পাঁচন খাইতে দেয়। এই তীর্থপীঠে সে কাজ করিয়া অধর্ম সঞ্চয় করিবার জন্য এ দোকান খোলা হয় নাই। জাপান হইতে চা প্রস্তুত বিদ্যা ও সার্টিফিকেট লাভান্তে এই কার্যে নামিয়াছি। উদ্দেশ্য—'নানা মুনির নানা মত' বা 'মানুষের বিভিন্ন রুচি' এই দুইটি প্রচলিত প্রবচনকে, চা সম্বন্ধে অপ্রমাণ করিয়া দিব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅমৃত কুণ্ডু
Tea Expert
(চা-প্রস্তুত-প্রণালী-বিশারদ—).

দেওঘরে আসিয়া পর্যন্ত চা হিসাবে গরম সরবৎ চলিতেছিল। নিতান্ত নেশার খাতিরে পেশা বজায় রাখিয়া চলিতেছিলাম। সাইনবোর্ড দেখিয়াই রসনাটা আমূল সরস হইয়া উঠিল!

রাস্তার উপরেই দোকান। প্রবেশ করিতে করিতেই—চোখ বুজিয়া, দু'কাপের অর্ডার দিয়া ফেলিলাম। তাহার পর দেখি—একটি সাত হাত লম্বা,—চার হাত চওড়া ঘরে—ঢুকিয়া পড়িয়াছি! মধ্যস্থলে,—বোধহয় কোন আপিসের দপ্তুরি-পরিত্যক্ত একটি নিরেট টেবিল। তাহার সর্বাঙ্গে বিবিধ ছটায়—কাল, লাল, নীল কালি—জন্মের মত জমি লইয়াছে। তাহাতে আবার লেই নামক দ্রব্যের মামড়ি, স্থানে স্থানে কাগজের টুকরা,—ক্ষতের মত বা গতজন্মের কর্মফলের মত, লেপ্‌টিয়া ধরিয়াছে! তাহার উপর নিত্যই চায়ের এক এক পোঁচ্ ছোপ্ ধরিয়া দৃশ্যে ও গন্ধে সেটিকে এমন অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছে যে মহাত্মা গান্ধীও তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে এমন একখানি বেঞ্চি আর দুইখানি চেয়ার;—বেঞ্চিতে তিনটি ভদ্রলোক একই মুখে হাসির আমেজ ও সিগারেট্—দুইই টানিতেছেন, সম্মুখে তিন কাপ্ চা প্রায় অভুক্তই বর্তমান।

প্যাকিং-কেসের একটি ছোট র‍্যাকে (rack-এ) কয়েক বাক্স সিগারেট, আড়াই প্যাকেট দেশলাই আর একটি ছিপিশূন্য ফাঁদালো শিশির মধ্যে খানকয়েক খাঁটি আটার বিস্কুট,—অবস্থা অবর্ণনীয়। এ সবই মেনকা মার্কা—ধূলি-ধূসরিত,—দেখিলেই মুখে আসে—'উঠ মা বাঁধ কুন্তল', ইত্যাদি··· ।

সহসা শুনিলাম—"বসেন বাবু।"

চাহিয়া দেখি একটি উনিশ কুড়ি বৎসরের ছোকরা, মলিন মুখ, গায়ে একখানি সুতি-র‍্যাপার,—সম্ভবতঃ চায়ের বিজ্ঞাপন,—সর্বত্রই চা-চর্চিত। বোধহয় ওখানি চা ছাঁকা ও গায় দেওয়া দু' কাজেই লাগে। ছোকরাটি বিহারী কি বাঙালী বুঝিতে পারিলাম না। কারণ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভদ্র বেহারীরা বাঙালীকে চাননা বটে কিন্তু বাঙালীর পোষাক আর চালচলনটা চান,—ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়।

চেয়ার দু'খানি খালি থাকায়, পায়া আছে কি না দেখিয়া ধুলো ঝাড়িয়া বসিলাম। ছোকরাটি চায়ের কাপ্ তিনটি বাবুদের সম্মুখ হইতে তুলিয়া লইয়া অন্দরে অন্তর্ধান

হইল। সেই ঘর সংলগ্ন একটি দ্বারে চটের একখানি ছেঁড়া পর্দা—শত ছিদ্র হইয়া একাকারের বিরুদ্ধে যুঝিতেছিল।

দুই তিন মিনিটেই বুঝিলাম বাবুত্রয় কেন বেঞ্চে গিয়া বসিয়াছেন এবং বাঙালীর বদনে এতক্ষণস্থায়ী হাস্যভাবই বা কিরূপে সম্ভব হইয়াছে। চেয়ার দু'খানি ছারপোকার ধর্মশালা। এতকাল পরে শিবু পণ্ডিতকে মনে পড়িল। বাল্যকালে তিনি কয়েকবার জলবিছুটির ইন্‌জেক্‌শন (injection) দিয়া না রাখিলে, এ কামড়ে আর রক্ষা ছিল না—মরিয়াই যাইতাম।

জয়হরি 'বাপ্‌রে' বলিয়াই একলাফে রাস্তায় হাজির! বলিলাম—"ও কি, এস চা এসে গেছে।"

জয়হরির দুই-হাতেই তখন একটা গ্রাম্য অভ্যাসে নিযুক্ত, সে বলিল "ও দু'কাপই আপনি খান মশাই। ও ভাগ্যিস্‌ লেখা পড়া শিখিনি মশাই—তা-হলেই চাকুরী করতে হত, গিছলুম আর কি!"

বলিলাম—"কারণ?"

সে বলিল, "আজ্ঞে, চেয়ারে বসতে হত ত,' ওরে বাবারে—মা সরস্বতী রক্ষে করেছেন। এখন কত নেবে জানি না।"

বলিলাম, "কেন? কে কত নেবে!"

সে বলিল, "আর কে—মুচি! গেরো একেই বলে,—প্যাঁড়া খেলেই হত।"

এইবার বাবু তিনটি হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। অনেক বলায় জয়হরি রোয়াকে উঠিল—ঘরে আর ঢুকিল না।

ছোকরাটি চা লইয়া আসিতেই আমি দাঁড়াইয়া বাঁচিলাম ও বলিলাম, "টেবিলে রেখো না, হাতে দাও।"

এক কাপ বাহিরে জয়হরির হাতে দিয়া দ্বিতীয়টি নিজে লইলাম। প্রথমে দাঁড়া-চুমুক মুখে লইতেই তাহা বহির্মুখী হইয়া পড়িল;—যেমন বিট্‌কেল্‌ স্বাদ তেমনই একটা ন্যাতা-নিংড়ানো গন্ধ। তুলনা-রহিত, বোধহয় ব্রহ্মদেশের নাপ্পী বাপ্পী!

আহারে অদ্বিতীয় নির্বিকার, সর্বভুক জয়হরিও দেখি থু থু করিতেছে।

ফেলিয়া দিতে যাইতেছি দেখিয়া ছোকরাটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"ফেলবেননাই মশাই, আমাকে দ্যান," বলিয়া কাপ দুইটি লইয়াই চট্‌ পর্দার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পরক্ষণেই আসিয়া বলিল, "ছাগলের দুধ দেওয়া হয় কিনা—তাই আপনকারদের ভাল লাগে নাই। কুণ্ডু মশাই বলেন—ওঠা ভারী উপকারী,

চায়ের অপকারীতা ত' নষ্ট করেই, তাছাড়া 'থাইসিস্' হতি দ্যায় না। তেনা যে ডাক্তার গো বাবু।"

জ্বালায়, মনোভঙ্গে প্রাণটা বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল, বলিলাম, "আমরা ত' ডাক্তারখানায় আসি নাই বাবা। আচ্ছা তাঁকে একবার ডাক ত' বাপু, দু'টো উপদেশ নেওয়া যাক।"

ছোকরা বলিল, "তেনার কি এখানে থাকলি চলে বাবু ক্যাল (call) এসে কত ! একটা 'ব্লড-মিক্চার' (Blood mixture) বেনিয়েছেন, তাই হপ্তায় একদিন এখানে আসতি হয়,—হাটে কাটতি কত বাবু !"

বলিলাম, "এটা কি ব্লড-মিক্শ্চারের কারখানা ?"

ছোকরা বলিল, "এজ্ঞে—এই খেনেই বানান !"

জয়হরি চটিয়াছিল, বলিল,—"বুঝছেন না,—ও আমাদেরই ব্লডের মিক্শ্চার মশাই ; ওই সজারু-মার্কা চেয়ারেই ত' ব্লড মিকশ্চারের বীজ ত'য়ের হয়ে থাকচে। তিনি এসে কেবল বাছা বাছা ব্লড-পুষ্ট পাঁড় ছারপোকাগুলি ঝেড়ে নিয়ে চায়ের কেটলিতে ফুটিয়ে শিশি ভর্তি করেন। তা-নাত' চায়ের অমন সুতার।"

জয়হরি যে ভাবেই কথাগুলি ব্যক্ত করিয়া থাকুক, তাহা স্থান কাল পাত্র হিসাবে কাহারও কানে বেসুরো বা অসম্ভব ঠেকিল না। বাবু তিনটি অর্থপূর্ণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন।

আমি বলিলাম, "হ্যাঁহে বাপু, ওই যে ঠাকুরদের দেখানো পাঁচ কাপ থাইসিসের ওষুধ ভাঁড়ারে ঢোকালে—ওতেও কিছু বনে নাকি ?"

ছোকরা বলিল, "আজ্ঞে না মশাই, পাঁটিটে আবার গব্বিনী কিনা,—ওই খায় বলেই দু'বেলা দেড় সের দুধ পাওয়া যায়, বুড়ো হয়েছে—ওই খেয়েই থাকে।"

বলিলাম, "দিন কত কাপ বানাও ?"

ছোকরা বলিল "এজ্ঞে, চল্লিশ প'য়তাল্লিশ হবে।"

"বল কি হে" বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সবটাই ত' দেখছি পাঁটির পেটে যায়।

জয়হরির রাগ পড়ে নাই, কারণ তখনো তাহার দুই হাতই দ্রুত চলিতেছিল, সে বলিল, "শোনেন কেন মশাই, অত চা খেলে সে হ্যাট মাথায় দিয়ে বেড়াত, ভ্যা-ভ্যা করত না—ড্যাম্-ড্যাম্ করতো। ওই এক কেট্লি গাঁদালের-ঝোল ত'য়ের হয়, সেইটে সারাদিন ঘর-বার করে,—রাত্রে পাঁটির পেটে যায়, আবার সকালে দুধ হয়ে বেরোয়। জল বাষ্প হয়ে আকাশে গিয়ে মেঘ হয়—আবার বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে।

চোরব্যাটারা ফিজিকেল্ (**Physical geography**) পড়েছে! ঠক্ ব্যাটারা জাতও নিলে একপুরু ছালও নিলে !"

বাবুরা আবার হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—**"It defeats Dickens"** (ডিকেন্সকেও হার মানিয়েছেন)।

ভাবিলাম ছোকরা বুঝি চটে, কিন্তু পাঁচ জন লোকের একই রায় পাইয়া সে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। বেচারাকে দেখিয়া দুঃখ হইল, এক বাক্স কাঁচি মার্কা সিগারেট দিতে বলিলাম!

বাক্স হইতে সিগারেট বাহির করিতেছি, একটি বাবু বলিলেন—"দেখে খাবেন।"

আমি তাঁহাদের একটি **offer** করিলাম। তাঁহারা হাতে লইয়াই হাসিলেন। দেখি সিগারেটগুলির উপর লেখা **"Red lamp** (রেড্ ল্যাম্প)!" তাঁহাদের দিকে চাহিতেই হাসিটা আওয়াজ দিয়া উঠিল।

বলিলাম "মাপ করবেন মশাই, আমি ভাবতুম কাঁচি-সিগারেটের আদি স্বত্বাধিকারী নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরের **higher dilution** (হায়ার ডাইলুসন্) হবেন, তাই সিগারেটের পূর্বে "কাঁচি" কথাটি যোগ করে ধর্ম-রক্ষা করতে ভোলেন নি; কারণ—কাঁচি আর কাঁচি-সিগারেট উভয়েই পকেট মারতে মজবুত। আরও জানা ছিল—ওরা উভয়েই সম্পাদকের প্রিয় সহচর। এটা জানতুম না যে উনি **"red lamp"** ও দেখাতে পারেন—"

জয়হরির হাত-কামাই ছিল না, সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দেখাবে না,—'লালবাতি' (**red lamp**) দেখান ত' আরও ঢের আগেই উচিত ছিল।"

জয়হরির উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া আমি ত' ভীত হইলাম, বাবুরা কিন্তু হাসিয়া উঠিলেন। ছোকরাটি অতি কিন্তু হইয়া বলিল, "আমি কি করব বাবু, ওসব কুণ্ডু মশাই জানেন।"

জয়হরি বলিল, "ঢের ঢের কুণ্ডু দেখেছি, কাশী যে অমন 'কুণ্ডু' প্রধান স্থান,—'অগস্ত' থেকে আরম্ভ করে 'হনুমান' পর্যন্ত—এন্তার কুণ্ডুর দৌড় রয়েছে, কিন্তু তাদের এমন মক্ষম কামড় নেই মশাই, কেউ এমন **biting**-কুণ্ডু (কামড়ানে-কুণ্ডু) নয়, সব লক্ষ্মী কুণ্ডু! বাপ্—এক একটা যেন কচ্ছপের বাচ্চা! ইংরেজেরা মিথ্যে কথা কবার লোক নয়,—ও জাতকে ওরা তাই 'বাগ' (**bug**) বলে"—

আমি তাহাকে বিষয়ান্তরে লইয়া যাইবার আশায় বলিলাম, "**B. N. W.** রেলে কখনও যাতায়াত করেছ জয়হরি ?"

জয়হরি বলিল,—"হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক। কিন্তু তাতে একটা ব'াচোয়া আছে মশাই, বৃহৎ কাষ্ট—এক মাইল দৌড়,—কামড়গুলো দু'হাজার লোকের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। আর একটা সুবিধে—ওটার নামই হচ্ছে 'কুলী-লাইন,'—পোড়া কাঠের মত যত অনাহারী ভুখো কঙ্কাল চা-বাগানে চালান যায়, তাদের শরীরে রক্ত খুঁজতে গিয়ে হাড়ে হুল্ ঠেকে ঠেকে বাবাজীরে ভেঁাতা মেরে বসে আছেন। আর এখানে যে বাবু-বেঁধা বেওনেট্ মশাই!"

বাবু তিনটি বেজায় হাসিতে লাগিলেন। ভাবিলাম জ্বালায় জয়হরিকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে,—আমার নিজের অবস্থাও নিতান্ত খাটো নয়। তবে একটা লাভও করিলাম, বুঝিলাম—চটিলেই জয়হরির সরস দিকটা দেখা দেয়—মাথা খোলে।

বলিলাম "নিখরচায় প'াটী পোষা দেখে একটা কথা মনে পড়ল, সেইটে বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ওই B. N. W. রেলের অনেকগুলো ইস্টিশানেই 'উপোস' বিক্রির খাতা বন্দোবস্ত আছে।"

বাবুত্রয় সাগ্রহে বলে উঠলেন,—"সে কি রকম মশাই!"

বলিলাম—"রেলের ফিরিওয়ালাদের বোধহয় দূর থেকেই আসতে হয়। সকালে গরম পুরী, ত্যালাকুচো সেদ্ধ, আর দেওয়ালীর-প্যাঁড়া নিয়ে আসে। সে পুরীর নামই "গরম-পুরী," কারণ রাত ন'টা পর্যন্ত সে ওই নামেই চলে। অত রাতে বাড়ী ফিরতে হয় তাই দু'টো কুকুরও সঙ্গে আসে, তারা রাতে তার বাড়ী চৌকি দেয়, ·আর তার প্রহরী হয়ে সঙ্গে আসে যায়;—খায় কিন্তু রেল-যাত্রী খরিদ্দারদের। কারণ সে পুরী আর প্যাঁড়া এমন মালমশলায় তৈরী যে খরিদ্দারেরা ক্ষিধের চোটে কিনলেও গন্ধের চোটে কামড় মেরেই ফেলে দেয়! পরিণাম-দর্শী কুকুরগুলো মুকিয়েই থাকে,—এক টুকরোও নষ্ট হতে দেয় না। ক্রেতাদের কিন্তু কেনা হল—উপোস!—এখানেও রয়েছেন—পয়স্বিণী-পাঁটী!

"যাক বেলা হয়েছে, এ অমৃতকুণ্ডু থেকে উঠে পড়"—বলিয়া ছোকরাটির পাওনা চুকাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম,—বাবু তিনটিও উঠিলেন।

দু'পা অগ্রসর হইতেই শুনিলাম জয়হরি বলিতেছে, "দেখো বাবা—আজকালের গোঁফ-ফেলা পেলব-প্যাটার্ণের মূর্তি এ অমৃতকুণ্ডে পড়লেই সাবড়ে যাবে। ও বিষ এক কাপ পেটে গেলে ত' বাঁচবেই না—চাই কি তার আগেই ছারপোকায় চুবলে মেরে

ফেলবে। তুমি গরীবের ছেলে সাবধান! কুন্ডু ত' ক্যালে (call-এ) থাকেন, দেখছি জ্যালের (Jail-এর) ভার তোমার। সরে পড়, সরে পড়।"

ছোকরার মুখে চোখে তখন ভয়ের ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সে বলিতেছে, "যাক মশাই ছ'টাকা,—সে আর দিচ্ছে না। এ চাকরি আর নয়।"

বেচারার মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছে। জয়হরিকে ধমক দিয়া ডাকিলাম।

"বিকেলে আবার আসছি" বলে ওকে একটু encourage (চাঙ্গা) করছিলুম 'মশাই' —বলিতে বলিতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভগবান আমাকে কি অদ্ভুত সঙ্গীই জুটিয়ে দিয়েছেন!

বাবু তিনটি হাসিমুখে বলিলেন, "সত্যি আসছেন কি? তাহলে কখন আসবেন বলুন, আমরাও আসি।"

বলিলাম, "বৈদ্যনাথে কি হত্যা মানসিক আছে?"

একজন বলিলেন, "আজ্ঞে না, সেটার লোভ একেবারেই নেই; আর আমাদের যে কাজে এখানে আসা, তাতে এক মিনিটও নষ্ট করা চলে না,—পাপ আছে। কিন্তু আপনাদের পাবার লোভটাও যে ত্যাগ করতে পারছি না।"

বলিলাম, "বেশ ত', অবস্থাটা যদি এতই সংকট দাঁড়িয়ে থাকে, আমি আমার সঙ্গীটিকে দু'দিনের তরে পোষাণি দিতে রাজি আছি—নে' যান না।"

একজন বলিলেন "gladly—এখ্‌খুনি নাকি।"

বলিলাম, "আচ্ছা, আগে বলুন ত' এখানে আপনাদের এমন কি কাজে আসা যাতে এক মিনিট নষ্ট করলেও পাপ,—বাবার মন্দিরে বসে নিত্য একলক্ষ জপের কথা নাকি!"

তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে তার চেয়েও কঠিন। তাতে ত' আর কারুকে হিসেব দিতে হয় না—কেউ টাকাও চায় না, টাকাও দেয় না,—বললেই হল লক্ষ জপ করে উঠলুম। শিবকে ফাঁকি দেওয়া ত' শক্ত নয়—তিনি হচ্ছেন নির্বিকার মঙ্গলময়,—আমাদের কারবার যে জীবকে নিয়ে মশাই, যিনি হচ্ছেন হিসিবি শুভংকর—ভয়ংকরের ওপর!"

এই সময় এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, যেখানে আর দুইটি রাস্তা আসিয়া মিলিয়া পথিকদের বিচ্ছেদের ব্যবস্থা সহজ করিয়া দিয়াছে।

বক্তা বাবুটি বলিলেন—"তাই ত'! বেলাও হয়েছে, আমাদের এই বাঁ দিকটাই যে ধরতে হবে।"

জয়হরির জঠর বোধহয় কঠোর তাগাদা লাগাইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমাদেরও এই ডান দিকেই ডান হাতের ব্যবস্থা।"

বাবুটি বলিলেন, "সেকি—আপনাকে ত' আজ আমরা নে' যাব!"

জয়হরি আমার দিকে চাহিল। বলিলাম, "ভয় কি, ও'রা ত' আর pound-keeper (খোঁড়-রক্ষক) নন।"—সে যেন একটু মুশকিলে পড়িল, ধীরে বলিল,—"কিন্তু রাঙা আলু—"

বলিলাম, "হ্যাঁ—তা কি হয়েছে?"

জয়হরি বিলোমপদে বলিল, "হয়নি,—যদি হয়।" বলিয়াই বাবুগুলিকে সবিনয়ে জানাইল—"বাসার ঠিকানাটা বলুন, ভাববেন না, আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব। ও-বাসার খবরটা একবার নিয়ে আসি, মনটা বড় চঞ্চল হয়ে আছে।"

বাবুটি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কেন, কারুর অসুখ নাকি? তাহ'লে আজ না হয় থাক, কাল কিন্তু ছাড়ছিনে!" এই বলিয়া তিনি বাসার বায়নাক্কা বুঝাইয়া দিলেন ও আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তাইত—আমাদের কাজটার কথা বলার ত' আজ সময় হল না,—সেটা এক কথায়—দেশের উপকার, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্রমহিলাদের—যাঁরা দু'পায়ে অচল। আমরা কিন্তু তাঁদের দু'পেয়ে বাইসিকিল বানাবার ব্যবস্থা নিয়ে বেরিয়েছি। কাল রবিবার, অনুগ্রহ করে স্কুল 'হলে' হাজির হবেন, সেইখানে বেলা আটটার সময় আমাদের বক্তব্যটা শুনবেন—আর আপনাদের কর্তব্যটাও করবেন।" এই বলিয়া তাঁহারা ত্রিপদী-পথটার দীর্ঘ দিকটা ধরিলেন, আমরা লঘু-লেন্‌টার সাহায্যে বাসায় উপস্থিত হইলাম।

স্নানাহার সমাপনান্তে জয়হরি উদাস ভাবে বলিয়া উঠিল—"যাকগে, আমরা আর কি করব!"

বলিলাম—"কিসের কি?"

সে সেই নির্লিপ্ত ভাবেই উত্তর দিল "সেই অপয়া Red potato (রাঙা আলু) গুলো! যাক ইঁদুরে বাঁদরেই খাবে দেখছি!"

আমি আর কথা কহিলাম না।

অমৃতকুণ্ডে পাওয়া ওভারকোট আঁটা, লাগাম লাগানো মোজা পায়, স্বদেশ-প্রাণ বাবু তিনটির কর্মপরিচয় পাইবার জন্য সত্যই একটু কৌতূহল ছিল। নির্দিষ্ট স্কুলটিও ছিল আমাদের বাসার নিকটেই। বেলা আটটার মধ্যে প্রধান-প্রাতঃকৃত্য—চা পানটা সারিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

জয়হরিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাবে কি ?"

সে বলিল, "আমাকে ত' যেতেই হবে মশাই, এঁদের জন্যে ভদ্রলোকদের কাল ক্ষুন্ন করেছি,—আজ কি আর—না বলা চলে !"

বলিলাম, "এঁদের জন্যে কেন ? এঁদের অপরাধ !"

"রাঙা-আলু যে লোহার সিন্দুকে রাখবার জন্যে লোক কেনে তা কি করে বুঝব বলুন। যাক—ও'রা এখন এলে হয় !"

পথে আর কথা বাড়াইলাম না। ইস্কুল কম্পাউণ্ডে পা দিয়া বলিলাম, "তাঁরা যদি আজ কিছু না বলেন ত' যেওনা।"

"সে কি মশাই, ভদ্রলোকের এক কথা—আবার বলবেন কি ?"

তখন 'হলে' ঢুকিয়া পড়িয়াছি। ও-কথা বন্ধ করিতে হইল।

দেখি তিরিশ চল্লিশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁরা সবই পোস্টআফিস মজলিশের মেম্বার ; তদ্ভিন্ন ইস্কুল মাস্টার প্রভৃতিও আছেন। চেয়ারগুলি সবই ভরতি, বেঞ্চে যথেষ্ট স্থান আছে। টেবিলের আশ-পাশের চেয়ারে বাবু তিনটি উপস্থিত। বোধ হইল একজন কিছু বলিতেছিলেন, চোখাচোখি হইতেই সহাস্য ইঙ্গিতেই আহ্বান করিলেন।

চেয়ারে বসিবার জন্য অনুরোধ করায় জয়হরি 'বাপরে !' বলিয়া একটি ছোট্ট নমস্কার নিবেদন করিয়া টেবিলের নিকটস্থ বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। আমি ধীরে জানাইলাম —"বড় কাহিল আছি, ফেরবার পথে 'হোমো গ্লোবিন' নিয়ে যেতে হবে" বলিয়া, আমিও বেঞ্চ লইলাম। বাবুটি আর জেদ না করিয়া একটু হাসিয়া জানাইলেন, "এটা 'কুম্ভু-কেবিন' নয় !" তাহার পর তাঁহার প্রারব্ধ বক্তৃতা চলিল।

শুনিব কি, সামনের চেয়ার হইতে—এক চেহারা, এক সেলাম আর "একটু ভাল করে শুনে লবেন বাবু"—লাভ হইল।

ভাল করিয়া শোনা অপেক্ষা তাহাকে আমার ভাল করিয়া দেখার কাজটাই আরম্ভ হইয়া গেল। লোকটি গৌরবর্ণ, হাড় ও শিরা-প্রধান, বিরল কেশের উপর ফেজ্-ক্যাপ, কটা গোঁপ দাড়ী—যেন গজাবার মুখেই বাধা পাইয়াছে ও স্থানে স্থানে ঝরিয়া গিয়াছে! কপাল কপোল মায় মুখ-চোখের দুই' পাশ 'গিলে' করা,—বেশ **furrowed** বা **finely corrugated**। গায়ে গরম খাকী কোট। এক হাতে নোট-বুক, অন্য হাতে আধখানা পেন্সিল। বয়েস প'য়ত্রিশও হতে পারে—পঞ্চান্ন বললেও কেউ সন্দেহ করবেন না।

আমি অবাক হইয়া তাহাকেই দেখিতে লাগিলাম। দেখি চক্ষু বুজিয়া নোট-বুক ভরতি করিয়া চলিয়াছে,—ক্ষমতা অসাধারণ! আবার লেখা অপেক্ষা পেন্সিল চলিতেছে নিজের গায়েই বেশী। কখনও রগে, কখনও গালে, কখনও গলায়, কখনও কানে, কখনও টুপীর ভিতর, কখনও আস্তিনের মধ্যে। আবার নোট-বুকে ফিরিয়াও আসিতেছে। প্রতি মিনিটে সে এতগুলি কাজে ব্যস্ত!

এ লোকটি কে? এদিক ওদিক ফিরিয়া দেখি—লোকটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চুপি চুপি তাহার আলোচনাই চলিয়াছে। একজন বলিতেছেন, 'বুঝছেন না, লোকটা কোকেনের কুম্ভকর্ণ,—ও জিনিসের **symptom**-ই ওই।' এমন সময় একটা জোর '**hear, hear**' শব্দ হওয়ায় আমি বক্তৃতার দিকে কান দিলাম, বক্তা বলিতেছেন—

—"জগতে লোকে কি চায়,—শান্তি। ইংরাজীতে একটা সেরা কথা আছে—**one who laughs last laughs best**—মরবার সময় যে হাসতে পারে তার হাসিই হাসি, ও সে-হাসি লাভের কাছে কাশীলাভও লাগে না। কিন্তু সে হাসি লাভ করবার উপায় আমাদের পনের-আনা লোকের জানা নেই। আমরা আমাদের গরীব-দেশের দুস্থ ভ্রাতাদের জন্য সেই হাসির ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছি। এখন আপনারা আমাদের হিতেচ্ছায় সহায় হউন—ভগবান আপনাদের সেই বুদ্ধি দিন—এই আমাদের প্রার্থনা। কয়েকটি দেশপ্রাণ হিতৈষীর হেফাজতে 'দারিদ্র-দমন বীমা সঙ্ঘ' নামে একটি খাঁটি স্বদেশী সংঘ খোলা হয়েছে, যার রাশ নাম 'স্বদেশী সোসিও ইকনমিক প্রপেগেণ্ডা।' এখন এগিয়ে আসুন, আমাদের এই সংঘে জীবন উৎসর্গ করে শান্তির সম্বল সঞ্চয় করুন। আর বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। একটা **Premium** (অগ্র-দক্ষিণা) দিয়ে মলেও স্ত্রী-পুত্রদের হাসি মুখ দেখে,—দেশের টাকা দেশে রেখে, হাসতে হাসতে যাত্রা করতে পারবেন। আমরা অন্ততঃ

দশ হাজার টাকা প্রত্যেকের হাতে তুলে দিতে চাই,—ডাকাতি করেও যা জমা করতে পারবেন না।—

—"মলেই টাকা। রবিবাবুর মত বিশ্বমানব তা নাহলে ত' কখনই বলতেন না 'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'।—

—"মৃত্যু মৃত্যু বলে পূর্বে একটা মিছে ভয় ছিল বটে, কিন্তু বাঙলাদেশের লোক এখন বুঝেছে, মৃত্যুর মত বন্ধু আমাদের আর নাই। তারা বেশ জেনেছে,—তারা জন্মেই মরে আছে, কেবল হাড় ক'খানা চরে বেড়ায় আর চোখের জলে সেগুলোকে তাজা রাখবার বৃথা প্রয়াস পায়। তাই কবি বলেছেন—"মরে বেঁচে কিবা ফল—আগে চল—আগে চল।" এখানে আগে মানে ঊর্ধ্বে, যেমন ফললাভ করতে হলে গাছে উঠতে হয় তেমনি বড়-ফল লাভ করতে হলে আরো ঊর্ধ্বে অর্থাৎ স্বর্গে ছুটতে হয়। (**hear, hear**)

—"আমার এই আজানুলম্বিত দক্ষিণহস্ত-সম প্রিয় সহচর করুণানন্দ সেদিন সহসা শপথ করে বসেছে,—এতেও যদি আপনাদের সুমতি না হয়,—সে নারী-বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে। ভগবান আপনাদের সে বিপদ হতে রক্ষা করুন!"—

"আবার আমার করি-শুণ্ড-লাঞ্ছন বামহস্ত-সদৃশ এই যে রামকিঙ্কর চুপটি করে বসে রয়েছে, ওকে আপনারা চেনেন না। ও একটি ডিনামাইটের পুঁটুলি। আমাদের সদুদ্দেশ্য দেশের লোক যদি না বোঝে, আমাদের সদুপদেশ যদি না গ্রহণ করে, ও ঘরে-বাইরে আগুন লাগাবে বলে কড়া প্রতিজ্ঞারদ্ধ। যাক—সে সব কথার এখন সময় আসেনি। না এলেই আপনাদের মঙ্গল।—

—"এখন আশা করি দেশের মুখ চেয়ে আর আপন আপন স্ত্রী-পুত্রের মুখ চেয়ে আপনারা সকলেই এই বীমাকে বরণ করে নিয়ে শান্তিলাভ করতে অগ্রসর হবেন। মনে রাখবেন, তদনন্তর যত দিন না আপনারা প্রত্যেকে মরচেন ততদিন দেশের—প্রধানতঃ স্ত্রীপুত্রের সুখ নাই, স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। আমাদের একটি মাত্র **premium** (অগ্র-দান) দিয়ে গেলে হবে। আর ইতস্ততঃ করবেন না।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু।

চায়ের-দোকানে-পাওয়া এই ত্রিমূর্তির দেশের কাজের পরিচয় পাইয়া, বিশেষতঃ করুণানন্দ ও রামকিঙ্করের নিদারুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় মিটিং গা নাড়া দিল,—কারণ **Post office**-এ **Window delivery**-র (চিঠি বিলির) সময় আসন্ন।

একজন বায়ুভুক (হাওয়া-খোর) প্রৌঢ় উকীল উঠিয়া বলিল,—"দেশের অল্পের মধ্যে এমন সুমধুর কাজের-কথা কমই শোনা যায়। আপনাদের স্বদেশ সেবা সফল হউক। আমাদের অর্থাৎ যাঁহাদের মৃত্যু কাম্য তাঁদের সম্পর্কে আপনাদের কাজ আজ হয়েই গেল, এখন আপনাদের একটু কষ্ট স্বীকার করে লোকের বাড়ী বাড়ী যাওয়াটা আবশ্যক হবে। কারণ আমাদের জীবন-স্বত্বাধিকারী ও মরণ-উপস্বত্বভোগীরা সেখানে থাকেন। তাঁদের অনেকেই দশ হাজার টাকার bargain-টা (দাঁওটা) সাগ্রহে এগিয়ে নেবার জন্যে আপনাদের সদুদ্দেশ্যের সম্যক সহায়তা করতে পারেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের কাছে তাঁদের ইচ্ছা ভগবৎ-ইচ্ছা অপেক্ষা বলবৎ; —আপনাদের বেশী কষ্ট পেতে হবে না। আমি আপনাদের কাজের মধ্যে খাঁটি মহাপ্রাণতার স্পষ্ট চেহারা দেখতে পাচ্ছি, কারণ আমাদেরও ওই কাজ। কোর্টে হলে এই পরামর্শটি ছাড়বার জন্য চল্লিশটি টাকা নিতুম, কিন্তু কাকের মাংস কাকে খায় না। এখন আপনাদের ধন্যবাদান্তে আমরা চললুম।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং করতালি দিতেই একটা করকাম্পাত হইয়া গেল। সভাও ভঙ্গ হইল।

৩৯

উঠিবার উপক্রম করিতেছি,—সহসা আমার হাঁটুতে হস্তক্ষেপ। দেখি সেই মূর্তি বলছে, "মেহেরবাণী করে দু'মিনিট বসেন বাবুজী, বড় একটা বেওকুবী হয়ে গিছে, গল্‌তিটে শুধুরে লি।"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বললে—"কর্তা প্রাচীন লোক, আপনাকে কইতি আর সরম কি; বান্দা ত' আপনার বাচ্চা। মোদের কাম রেতেই বেশী, লিদ্রের ফুরসদ্‌ নেই,—কামেরও ঠিক-ঠিকানা নেই। সার্বেং (surveying), ফুটোগ্রাপী বি, টৌলি-গ্রাপী বি,—এক্ষেনে শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টারের (short-hand reporter-এর) কামে আস্‌ছি। বহুত ইলেম জাস্তি হয় জনাব। আজ লিদ্রের ঝোঁকে হুঁস ছিল নাই। ইলেমে ইলেমে টক্কর লেগে সব গড়বড় করে দিছে। শর্টহ্যাণ্ড সুরু করলাম, তারপর দ্যাখছি টৌলিগ্রাপীর "টরে টক্কা" লাগাইছি,—ইটার মধ্যে উটা ঘুসে গোল পাকিয়ে দিছে। দু'টাই ইলেক্‌ আর লোক্তার ইলেম্‌ কিনা, দুই সয়তানই এক দর্‌জায়। তোবা তোবা—ব্যাবাক টরে টরে টক্কায় লোটবুক ভরাচ।"

অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখে চিন্তার ভাব আনিয়া বলিলাম, "তাইত,' এতটা পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেল।"

সে বলিল, "আপনাদিগের দুয়ায় আজ লাগাৎ বান্দার পরিশ্রম কখনো বৃথা হয় নি,—ও সব ঠিক করে লবার ইলেমও গোলাম আলি জানে। ও আর ভরে লতি কতক্ষণ! জনাব ত' সব শুনেচেন। মেহেরবাণী করে দু'চারটে কথা মদদ্ (সাহায্য) করলেই বাকী সব গোলাম লেগিয়ে লেবে। ও সব পুলিটিকেল বক্তারদের রা মোদের বহুত জানা আছে হুজুর,—একটা লেগিয়ে দিলেই চলে যায়। দু'চারটে জবর জবর লবজ পালেই হবে।"

বলে কি! এতে পলিটিক্স পায় কোথায়! তাহাকে বলিলাম, "ওতে ত' পলিটিক্সের কিছু পেলুম না; বক্তা ত' বললেন, 'সত্বর সকলে জীবনবীমা করে ফেলুন, মলে স্ত্রীপুত্রের উপায় থাকবে। দশ হাজার টাকা ডাকাতি করেও মিলবে না। আবার যে যত শীঘ্র মরবে তার তত লাভ! ওঁদের—খাঁটি স্বদেশী সঙ্ঘ, দেশের মঙ্গলের জন্য দেশপ্রাণ লোকদের ওই সঙ্ঘে জীবন উৎসর্গ করে শান্তিতে স্বর্গলাভ করবার দরকার হয়েছে। নচেৎ, ওঁর বন্ধু করুণানন্দ নারীবিদ্রোহ সৃষ্টি করতে বাধ্য হবেন, আর ওঁর দ্বিতীয় সঙ্গী রামকিঙ্করটি—একটি ডিনামাইটের পুঁটলী, সে রাগলে লঙ্কাকাণ্ড করবেই। তবে তাঁদের সঙ্ঘের মারফত সকলে জীবন উৎসর্গ করলে দেশটা অগ্নিকাণ্ড এড়াতে পারে।"

গোলাম আলি বাধা দিয়া বলিল, "বহুত সেলাম বাবুজী—আর লয়, পেল্লায় মাল হাত লাগছে। এতেই তাজমহল বন্‌তি পারে। সংঙ্ঘ আছে, দ্যাশের মঙ্গল মজুদ্, জীবন উচ্ছুগ্য আছে, ডাকাতী আছে, স্বর্গলাভের লালচ আছে, ডিনামাইট রইছে, অগ্নিকাণ্ড রইছে—প্রতিজ্ঞাভি রয়েছে! আপনি পুলিটিক্স কারে কন কর্তা? এখন রিপোর্ট ছক্‌তি আধঘণ্টাও লাগবেক নাই! বহুত স্যালাম বাবু!"

আমি মনে মনে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেবের কোন ডিপার্টমেণ্টে কাজ করা হয়,—এ রিপোর্ট যাবে কোথায়?"

গোলাম আলি সাহেব বলিলেন, "নসিব বাবু সাহেব—নসিব! কাজের কি কদর আছে জনাব। খোদা মালিক, ইলাম্ থাক্‌লি জঙ্গলেও রুটি মিলবে! এখন প্রাইবেট্ কাম লিয়ে আছি! আখবরে—সংবাদ-পত্রে রিপোর্ট পেটিয়ে দিই। জবর চিজ পালি বিশটাকাও মেলে। গোলামের উপর বড় বড় কাগজের এত্‌বার আছে! তারা সমজ-দার আছে, লায়েক-লোক চট্ চিন্‌তি পারে। আপনাদের দুয়াতে ভালই চলে যায়।

জনাবের ইখানে কোথা থাকা হয় ? আপনি রিপোর্ট দেখলিই বান্দার ইলেম্ বুঝতে পারবেন,—একবার লয়ে যাব ।"

জয়হরি উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল, সে সত্বর ও সটান বলিল—"আমাদের বাসা খুঁজছেন ? উইলিয়ম-টাউনে জিজ্ঞসলেই হবে—রায় সাহেব কোথা থাকেন ।"

লোকটা শুনিয়া দু'হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "গরীবের গোস্তাকী মাপ করবেন, বান্দার বহুত বেয়াদবী হয়ে গিছে,—তা আপনি ত' মোদেরই বড়ভাইজান্ লাগেন্ । বান্দা লিজ্জস্ হাজির হবে । রিপোর্ট বেনিয়ে আজকের ডাকেই ভেজিয়ে দিব । এখন ইজাজত দেন ।"

এই বলিয়াই লম্বা লম্বা সেলাম দিয়া সে চলিয়া গেল ।

আমার ভাবনাটা দু-ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল । জয়হরি যে এতটা বোঝে ও এমন জবাব দিতে পারে—সেটা এইমাত্র আমার কাছে ধরা পড়িল ও আমাকে আশ্চর্য করিয়া দিল । ততোধিক আশ্চর্য হইলাম ব্রাহ্মণীর বিচক্ষণতায়, তিনিই আমার রক্ষাকবচরূপে এই সহকারীর সিলেকশন করিয়াছিলেন । গোলান আলির সম্বন্ধে কিছুই বুঝিলাম না । লোকটা বোধহয় পূর্বে কোথাও ভাল চাকরি করিত, নানা ইলেমের গরমে সেটি খতম্ হওয়ায় মাথা খারাপ হইয়া থাকিবে । কাজটায় বোধহয় তাহার খুব উৎসাহ ছিল—মজ্জাগত-ধর্মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাই অভ্যাসটা যায় নাই—অভিনয়েও আনন্দ পায় ।

সে পশ্চাৎ ফিরিতেই জয়হরি ব্যস্ত ভাবে বলিল, "ও'রা আমার জন্যে অপেক্ষা করচেন, আমি তবে চললুম ;—আরও দু'জন আছেন,—ব্যাপারটা খুব বড়িয়াই হবে দেখছি ।"

বলিলাম, "ও'দের অপেক্ষা না করিয়ে এতক্ষণ গেলেই হত !"

জয়হরি বলিল, "বলেন কি মশাই । আপনাকে ওই গোলেবকাউলির পাল্লায় ফেলে,—ওকে বিশ্বাস আছে ! মুখখানা যেন পট্-পটির মাদুর,—ও সোজা লোক নয় মশাই ।"

তাহার এরূপ আশঙ্কার নিশ্চয়ই আরও সব অদ্ভুত অদ্ভুত কারণ ও প্রমাণ ছিল এবং তাহা শুনিতে উপভোগ্যও হইত ; কিন্তু আমি সে লোভ সংবরণ করিয়া বলিলাম, "সকাল সকাল ফিরো—বেপরোয়ার মত খেও না ।"

সে বলিল, আপনি সে ভয় রাখবেন না । তবে যেরকম আহারটা হবে বুঝতে পারছি, তাতে একটু গড়াতেই হবে । তারপর চায়ের সঙ্গে কিছু খাবার শেষ করেই

ফিরব,—ধরুন সাড়ে চারটে। আপনি এখন সোজা বাসায় যান। দেখবেন ও'রা যেন উপরি হাঙ্গাম টাঙ্গাম না করে বসেন।"

বলিলাম, "উপরি হাঙ্গামাটা আবার কি?"

জয়হরি—"ওই সেই যে রেড্—"

বলিলাম, "আচ্ছা এখন যাও।"

সে দ্রুত গিয়া দেশপ্রাণদের দলে মিশিল। দেখি সত্যই আরও দুইটি যুবক জুটিয়েছে তাহারা রওনা হইবার পর আমিও বাসায় ফিরিলাম। রাঙা আলু যে কোন্ গুণে জয়হরির এতটা অস্বস্তির কারণ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতেই পারিলাম না।

৪০

সর্বক্ষণের সঙ্গীরা মামুলি মাল হইয়া দাঁড়ায়; আমরা তাহাদের বিশেষত্ব বুঝি না, কদরও করি না; তাহারাও কদর কি আদরে নজর রাখে না। জয়হরিকে বিদায় দিয়া যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। বাসায় ফিরিয়া সংবাদটা দেওয়ায়,—কাজটা কেহই অনুমোদন করিলেন না। কর্তা ও বাড়ীর মেয়েরা বলিলেন—"অমন সাদাসিদে হাবা-গোবা লোককে এই অজানা জায়গায় অচেনা মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নি।" দেখি বাণেশ্বরেরও সেই মত।

আজ রান্নাঘরের কাজকর্ম সহসা শিথিল হইয়া গেল। উনুন দুইটা সকাল সকাল নিবিয়া বাঁচিল। আহারের সময়টা সকলেরই বেশ আনন্দে কাটিত, অন্য দিনের পাঁচ-কোয়ার্টারের কাজ আজ পনের মিনিটেই শেষ হইয়া গেল। নূতন কিছু প্রস্তুত করিয়া বা গরম গরম মাছ ভাজা লইয়া মেয়েদের ছুটাছুটি—জয়হরিকে ঠকাইবার প্রয়াস,—কলহাস্য প্রভৃতি উপভোগ্য বিষয় হইতে আজ বঞ্চিত হইতে হইল। আজ যেন সব—"কাজ-সারা" মাত্র।

আহারান্তে বাহিরে আসিয়াও স্বস্তি নাই। কর্তা মাঝে মাঝে আসেন আর বলেন,—"নাঃ—কাজ ভাল করেন নি।"

শুইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। সেটা আজ ডবল ডোজে চলিল। কোন জিনিসের মূল্য যে কোন অবস্থায় বাড়ে-কমে তা বোঝা কঠিন। আজ জয়হরির

নাসিকা-ধ্বনির অভাবে আমি চোখ বুজিতে পারিলাম না ! তার ব্যক্তিত্বটা যে কোন সময়ে আমার অজ্ঞাতে সহসা এত বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সে আমাদের এতখানি দখল করিয়া লইয়াছে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আবার কর্তার চটির শব্দ ! আসিয়াই বলিলেন, "দেখুন দিকি, তিনটে বেজে গেল, এখনও দেখা নেই ! এ ত' তৃতীয় প্রহরে আদ্যশ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খাওয়া নয়। এঁরা বলছেন, জয়হরিবাবু এলে তবে চায়ের জল চড়াবেন।"

বুঝিলাম, তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা—অপরাধের সাজা হিসাবে জয়হরিকে খুঁজিয়া আনিতে এখনি আমার বাহির হইয়া পড়া উচিত, বলিলাম, "সে বলেছে, বৈকালে জল যোগ আর চা সেইখানে সেরে সাড়ে চারটার মধ্যে ফিরবে।"

কর্তা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন,—"সাড়ে চারটে ! শীতকালের বেলা—তাহ'লে সন্ধ্যে বলুন।" তখন চাকরকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ওরে বাগেশ্রী—সব লাণ্ঠান ক'টাই ত'য়ের করে ফ্যাল, আর আমার সেই তেজবলের লাঠি গাছটা বার করে রাখ, —বুঝলি ?"

বাগেশ্বর বলিল, "কেন বাবু—আজ নাগপঞ্চমী নাকি ? এখানে খুব সাপটাপ বেরয় বুঝি ? ওরে বাপ্‌রে ! মা মনসা ! দেশে গিয়ে দুধকলা দেব মা !" বলিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইল।

কর্তা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনলেন হারামজাদার কথা। ওরে ব্যাটা, এই যে মাইফেলে মজলিশে বত্রিশটে ঝাড় লাণ্ঠান জ্বলে,—সাপ বেরুবে বলে রে পাজী, —না দু'টোর বেশী লাণ্ঠান জ্বাললেই নাগপঞ্চমী হয়।

জয়হরির অভাবে আমি পূর্ব হইতেই অন্তরে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে-ছিলাম, তাহার উপর বাড়ীশুদ্ধ লোকের ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া নিজের কাছেই নিজের অপরাধ ক্রমশঃ যেন সুপষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং জয়হরির জন্য একটা ভাবনা ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় প্রভু-ভৃত্য-সংবাদ আরম্ভ হইতে দেখিয়া ভয় পাইলাম,—কারণ প্রভুর এই প্রিয় প্রসঙ্গ সহজে থামিতে চায় না। বেশ বুঝিলাম, জয়হরির কথা ভুলিয়া নাগপঞ্চমীতে ঝুঁকিতে তাঁর আর অধিক বিলম্ব নাই। কাজেই ঘড়িটা খুলিয়া বলিলাম, "এটা দেখছি ভারি ফাস্ট যাচ্ছে—এর মধ্যে চারটে বেজে বসে আছে।"

তিনি চমকিত ভাবে বলিলেন, "অ্যাঁ,—বলেন কি,—এ ব্যাটা ত' নড়বে না।"

"ওকে আর নড়তে হবে না, আমিই এই নড়লুম" বলিয়াই উঠিয়া বাহির হইয়া

পড়িলাম। কিন্তু যাই কোথা, ঠিকানা ত' মনে নাই। তাহা সত্বেও কিন্তু চলিতে হইবে —তাই চলিলাম—এই অবস্থায় পা কখন তাহার পরিচিত পথ বাছিয়া লইয়াছে,— বাজারের পথই ধরিয়াছি !

কয়েক মিনিট পরেই হঠাৎ কানে আসিল—"আমি এইখানে ?"

গলাটা ঠিক জয়হরির না হইলেও সুরের সাদৃশ্য থাকায় এদিক ওদিক চাহিতেই দেখি, জয়হরিই ত' বটে ! সম্মুখে শূন্য শালপাতা—পার্শ্বে এক লোটা জল ! আমাকে দেখিতে পাইয়া পাতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাড়াতাড়ি তাহা মুখে পুরিয়া যথাস্থানে জমা দিবার কসরতে সে ব্যস্ত ! তাহার সেই অবস্থার আওয়াজটা বেসুরা শুনাইয়াছিল।

"তাড়াতাড়ি কেন, ধীরে ধীরে খাও" বলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম —"ব্যাপার কি, এটা ভোজন না ভোজবাজি ! নিশ্চয়ই কিছুপূর্বে নিমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ কর্তা উভয়কেই সারিয়া আসিয়াছে, আবার এ কি !"

জয়হরি কোন দিনই গম্ভীর নয়। মুখে সর্বক্ষণই একটা নিশ্চিন্ত ভাবের অন্তরালে আনন্দাভাস থাকে। আজ তাহার চোখমুখ বেশ ভারী-ভারী। এক-লোটা জল টানিয়া, মাঝারি একটা উদ্‌গারের সহিত উঠিয়া সে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম, "দোকানদারকে পয়সা দেওয়া হয়েছে ?" জয়হরি নীরবেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "হয়েছে"। চাহিয়া দেখি, মুখে একটা মলিন ছায়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি উদাস, কোথাও তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্তির লেশমাত্রও নাই। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটিয়াছে।

পথে পড়িয়া উভয়ে দু' এক মিনিট নীরবে চলিবার পর বলিলাম, "চল—এখন বাসাতেই যেতে হবে, সকলেই তোমার তরে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন। তোমাকে একলা ছেড়ে দেওয়ায় সকলেই আমাকে দুষছেন,—মায় বাণেশ্বর। সকলেই ভাবছেন, সকলেরই মনমরা ভাব। আমি সারাদিনটা অপরাধীর মত কাটিয়েছি। তোমাকে না হাজির করলে তাঁরা চা পর্যন্ত চড়াবেন না।"

জয়হরি আমার পশ্চাতেই ছিল। স্নেহের এই পরোক্ষ পরশেই সে বালকের মত ফোঁপাইয়া উঠিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখি—চোখে জল ! আমি তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, "এ কি ! কি হয়েছে জয়হরি ?"

সে কথা না কহিয়া হাঁটুর কাপড় তুলিয়া ধরিতেই দেখিলাম তাহা রক্তরঞ্জিত এবং

কটি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে পাড় পর্য্যন্ত পিঁজিয়া, ছিঁড়িয়া সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন দুই পা-ই ক্ষত-বিক্ষত।

দেখিয়া ভয়ে ভাবনায় সমবেদনায় আমি কেমন হইয়া গেলাম। পরে তাহার পিঠে হাত দিয়া 'চল' বলিয়া তাহাকে লইয়া নিকটস্থ "ভিক্টোরিয়া হলে" ঢুকিয়া সেখানকার অভিজ্ঞদের দ্বারা যথাকর্তব্য করাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে গিয়া স্কুল-কম্পাউণ্ডে ঢুকিলাম,—তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কম্পাউণ্ডের এক স্থানে ভূগর্ভোত্থিত একখানি প্রস্তরের উপর তাহাকে বসাইয়া নিজেও বসিলাম।

৪১

উভয়েই দু' এক মিনিট নীরব থাকিবার পর, সস্নেহে জয়হরির নিকট ব্যাপারটা জানিতে চাহিলাম। তাহার পর অর্দ্ধঘণ্টাকাল অবাক হইয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতে সেই সন্ধ্যার মেঘের মতই আমারও ভিতরটা নানা ভাবান্তরের মধ্য দিয়া—শেষ আঁধার মলিন হইয়াই গেল। শুনিলাম—

দেশহিতৈষীদের বাসায় পৌঁছিয়াই দেশপ্রাণদের দ্বিতীয় (Next best) করুণানন্দটি সহাস্যে বলেন, "আমাকে এখন ঘণ্টা-দেড়েকের ছুটি দিতে হবে। মটন্‌টা যখন মনের-মত মিলেছে তখন সেটা আনাড়ীর হাতে দিয়ে মাটি করতে পারব না। আপনারা ততক্ষণ দেশের-কাজ এগিয়ে ফেলুন। আমি কালিয়াদমনটা সেরেই আসছি—আর খানকতক কাশ্মিরী কিমাও। হ্যাণ্ড-বাগটা নিয়েই যাই, নম্বর থ্রী থার্মমিটার দরকার হবে, ধুপ্‌ছায়া আঁচের (heat regulate-এর) ওপরেই ওর জান।"

দলপতি—আমাদের পরিচিত বক্তা দয়াল দফাদার U. G. (অর্থাৎ Under Graduate) বলিলেন,—"এঁদের পরীক্ষাটা সেরে গেলে হতনা!"

"উত্তীর্ণ বলেই ধরে রাখুন না—বন্ধুদের নিরাশ করতে হবে নাকি। তারপর গ্রামোফোন চালান, আমি এলুম বলে।"

দলের এই দ্বিতীয়—আমাদের সেই অজানুলম্বিত দক্ষিণ-হস্ত সদৃশ করুণানন্দ আবার নাকি একজন অদ্বিতীয় M. D. তিনি সর্বসাধারণের কার্য-সৌকর্য্যার্থে তাঁর roaring practice —গুরুগর্জনশীল ফ্যালাও ব্যবসা ফেলে দেশ-সেবার জন্য ভুখো

ভ্রাম্যমান-ভৈরব হয়ে ব্যাড়াচ্ছেন। পেল্লায় প্রাক্‌টিস্‌ পায়ে ঠেলে পরিব্রজা গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে ঢাকায় এক নবাব সংসারে নিযুক্ত ছিলেন—বংশলোপ আসন্ন দেখে তাঁরা প্রসন্নচিত্তে পেন্সেন্‌ অর্থাৎ বিদায় দিয়েছেন।

এই শেষোক্ত সংবাদটি আমরা পরে পাই।

দলপতি দয়াল-দফাদার মহা চোকোস্‌-চ্যাপ্‌; তিনি হাস্যমুখে সামনে দু' প্যাকেট কাঁচি-সিগারেট আর একটা দেশলায়ের বাক্স পটাপট্‌ ফেলে দিয়ে বল্লেন, "নিন ধোঁয়াযাত্রাটা ভাল, ক্রমে ধুমাৎ বহ্নি—অর্থাৎ চন্‌চনে ক্ষুধা।" তার পর নিজেও একটা ধরাতে ধরাতে বল্লেন, "এইবার গ্রামোফোন চলুক। এ যা শুনবেন তা সকলের জন্যে নয়। অতবড় কলকাতা-সহরে এ জিনিসটি মিলবে না। এর একটু ইতিহাস আছে। —বর্ধমান ছেড়ে আমরা একদম বৃন্দাবনে যাই,—সময়টা ছিল রাসের, সুতরাং হতাশের মধ্যেই পড়ে গেলুম। হরিনাম শুনি আর পরিণাম ভাবি। যমুনার জলটুকু কচ্ছপে দখল করে ঘোলাচ্ছে,—শীতকাল, মেঘ ডাকবার আশাও নেই, 'উইল্‌' করে পা বাড়াতে হয়। না নেয়ে নেয়ে তিনজনের মাথাই অশ্বত্থামার মাথা হয়ে দাঁড়াল।—

রামকিঙ্করের প্রতিভা ছিল পঞ্চমুখী, সেখানে গিয়ে তার উপর সিদ্ধিটাও বৃদ্ধি পেলে। তার দাদামশাই ছিলেন পরমভক্ত। তাঁর 'ইস্টেট্‌' ছিল হুঁকো, কলকে জপের মালা, চশমা, ভক্তমালা, মকরধ্বজ, মধু আর খল। এক দিন তিনি ভক্তমাল পড়ছিলেন আর চোখ মুছছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা জরুরী কাজে তাঁকে যেতে হয়—গ্রন্থখানি মোড়বার মত সময়ও পান নি। যাক্‌—তিনি খেতেন মকরধ্বজ আর প্রিয় রামকিঙ্কর পেতেন দু'চার ফোঁটা মধু। সে নাকি তখন তিন বছরের। কিন্তু বুদ্ধিটি ধরত ঢের বেশী। দাদামশায়ের জরুরী-ডাকের ফাঁকে সে তাঁর মধুভাণ্ডটি নিয়ে যে কাণ্ডটি করে বসে, তাতে ভক্তমালের পাতা ভক্তিরসে না হলেও, সরস হয়ে পড়ে! ফলে, অনেকগুলি ভক্তিসহ তিন পাতা মধুমাখা-ভক্তমালও তাকে উদরস্থ করতে হয়। দাদামশাই-ই বলেন—'ওই ছেলে হতেই তাঁদের বংশ ধন্য হবে, যে জিনিস ওর পেটে পোঁচেছে তার এক একটি অক্ষর এক একটি ব্রহ্ম বীজ—সে একদিন ফুটবেই ফুটবে।

"কিন্তু এতবড় অভিব্যক্তিটা দেখবার জন্যে তিনি ত' অপেক্ষা করে বসে রইলেন না, সেই বীজ ফুটলো ব্রজের মাটিতে আর দেখতে হল আমাদেরই।

"কাজ কর্ম না থাকায় দিনে ভোগ আর ঘুম, সন্ধ্যায়, সংকীর্তনশোনার -ধুম

চলতে লাগল। বলা নেই কওয়া নেই রামকিঙ্কর হঠাৎ একদিন হাত তুলে join (জয়েন্) করে ফেললে,—তারপর আছাড় খায় আর গড়াগড়ি দেয়। আচমকা ছুঁচো-বাজীর মত সোঁ করে লোকের পায়ের মধ্যে ঢুকেও পড়ে। ক্রমে তার ভাবাবেশ সুরু হ'ল। কুঞ্জে—পুঞ্জে পুঞ্জে ভক্তের ভিড় লাগল—পায়ের ধুলোর জন্যে। কিন্তু তাঁদেরই পায়ের ধুলোয় ছোট আঙিনাটি কুস্তীর আখড়ার মত এক হাঁটু খাস্তা হয়ে দাঁড়াল, —মুলোর চাষ চলে। ভালর মধ্যে আল্‌পো মাল্‌পো মিলতে লাগল। রাম-কিঙ্করের পেটে যাঁরা ভক্তমাল থেকে মধুর অনুপান হয়ে ঢুকে পড়েছিলেন তাঁদের আবির্ভাব হতে লাগলো।—

"রেকর্ড করতে জানতুম, —Plate পরিষ্কার করে রাখলুম।—প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাব হলেই তাঁর দুর্লভ বাণীর অক্ষয় ছাপ লাভ করতেই হবে। মাঘীপূর্ণিমার সন্ধ্যায়,"—

এই পর্যন্ত বলেই দফাদার সজোরে শিউরে নমস্কার করে বললেন—"ঠাকুরের আবির্ভাব হ'ল। উঃ! সে কি ভাব! রেকর্ড Plate বাগানই ছিল, মহাপুরুষের শ্রীমুখ হতে সুধা বর্ষণ সুরু হতেই রেকর্ডেও তার স্পর্শন ঘর্ষণ,—সোনার কাঠি বুলিয়ে চলল। সে আর এ অধমের মুখে শুনে কাজ নেই।"

এই বলেই U. G. দফাদার তাঁর গ্রামোফোনে পিন্ পরিয়ে, দীনের উদাস ভাব নিলেন।

প্রভুও আওয়াজ দিলেন,—"হে প্রিয় ভক্তগণ, তোমাদের ইচ্ছা আমি অবগত আছি। —যাতে মনুষ্য-জন্মের চরম সার্থকতা—তা তোমরা শুনতে চাও। আমার সময় অল্প—সারটুকু শুনে নাও। যখন আচার্য গোঁসাই মহাপ্রভুকে জানালেন—'এ হাটে না বিকায় চাউল'—তার অর্থ ছিল—লোকের চাল কেনবার আর পয়সা নেই, দেশ গরীব হয়ে আসছে। অন্নচিন্তার চাপে ধর্ম চাপা পড়ে যাচ্ছে। পরে পরবর্তী মহাজনেরা প্রচার করলেন—জীব মাত্রেই নারায়ণ,—তাদের সেবাই নারায়ণের সেবা! সেই হচ্ছে ধর্মের সেরা। শিক্ষিতেরা সেটা বাহবা দিয়ে স্বীকার করে নিলেন। তার পর অবাক হয়ে দেখেন—নারায়ণ বটে, কিন্তু সব দরিদ্র নারায়ণ!—এ নারায়ণে ভারত ভরাট! আবার বাংলার শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বাড়ী-গুলির বার আনাই দরিদ্রনারায়ণদের অজ্ঞাতবাসের বিরাট-ভবন! উপায়? শ্রীভগবান বহু পূর্বেই ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে পথ বানিয়ে রাখেন—ভগীরথকে দিয়ে গঙ্গা আনিয়ে পাতক ধোবার পন্থা করে রাখেন—পেল্লয়ে পেল্লেয়ে সব পাতকী এসে পৌঁছুবার

পূর্বেই। দয়াময়ের সব কাজেই দূরদর্শিতা পাবে। তোমরা ভক্ত—ভক্তিপথ দ্বৈতের পথ—যেমন তুমি-আমি, স্ত্রী-পুরুষ, চা-চপ্ এক কথায় ডেয়ার্কি। ধর্ম-অর্থও তেমনি এক ব্রাকেটের জিনিস। তাই অর্থ ছাড়া ধর্মও এ যুগের জন্য নয়। অর্থ সংযোগেই সেটা ঘোরাল হয়—সার্থক হয়। সে অর্থ পাবার সহজ উপায়ও তিনি আনিয়ে দিয়েছেন,—সেটি—জীবনবীমা। এ কথাটি ভুলোনা; তবে যে যেমন অধিকারী। তোমাদের সুমতি হোক।" গ্রামোফোন থামতেই দয়াল গড় হয়ে প্রণাম করিলেন।

রামকিঙ্কর কোথা থেকে সোঁ-করে এসে বলে উঠলেন, "নাড়ী নোটীস দিচ্ছে, নাও ফরম্‌গুলো (form) দেগে ফেল। আজ করুণানন্দ যে কাণ্ড করেছে—আহারের পর ত' সব অজগর!"

"তা বটে" বলেই দফাদার কালি কলম আর ফরম্ তিনজনকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "নিন লিখে ফেলুন। আপনারা শিক্ষিত লোক—ফরম্ ভরতে পাঁচ মিনিট। আজ পেট ভরতে বটে পাকা পাঁচ-কোয়াটার নেবে। হ্যাঁ, ভাল কথা—ডাক্তারের ফী আপনাদের লাগবে না। আমাদের সঙ্ঘই তা suffer করবে—সইবে। এ-যে দেশের কাজ রে brother (ব্রাদার)!"

* * * * *

জয়হরি আগাগোড়া মাটির মানুষের মত নির্বাক বসিয়া ছিল। বোলের ও কলের শব্দগুলো তাহার কানে পৌঁছিতেছিল—প্রাণে প্রবেশ করে নাই। আজ তাহার প্রাণে যাহা প্রবেশ করিতেছিল তাহা নাসারন্ধ্র দিয়া। তাহার সারা প্রাণটা পড়িয়াছিল রন্ধনশালায়। দেওঘরে আসিয়া পর্যন্ত মাংসের মুখ না দেখিয়া সে প্রায় মহাপ্রভুরজন দাঁড়াইয়া যাইতেছিল।

করুণানন্দের কালিয়াদমন-কাব্যের অমৃতাক্ষর শুনিয়া পর্যন্ত সে একপ্রকার তন্ময়ই ছিল। মনে মনে সেই সুধা-স্মরণে কয়দিনের ক্ষতি-পূরণের মত ক্ষুধা সঞ্চয়ও করিয়া আনিতেছিল। এই মটন-মথনের মন্ত্রের মধ্যে, খালিপেটে কলম কাগজ ঢুকিয়া তাহার মগজ বিগড়াইয়া দিল।—"জাফরাণ শুঁকিয়ে দলিল দস্তখত করাতে চায়,—এরা মানুষ ভাল নয়!" সে ভয়ে রাগে নৈরাশ্যে সব ভুলিয়া গেল। পৈতাটা কানে দিতে দিতে 'আসছি' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এ সঙ্কেতের উপর কাহারও প্রশ্ন চলে না—কেহ বাধা দিল না। উপনয়নের পনের বৎসর পরে পৈতাটি আজ কাজে লাগিল। সেটার উপকারিতা বোধহয় আজ সে প্রথম উপলব্ধি করিল।

বাসটা ছিল বড় রাস্তার ধারেই। জয়হরি মোটর লরির সাড়া পাইয়াই গা-ঝাড়া দিয়াছিল। সেখানা তখন সামনে আসিয়া পড়িয়াছে। জয়হরি প্রাণপণে ছুটিয়া তাহার হাতল ধরিয়া "চলো" বলিতে বলিতে কোনও প্রকারে বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া পড়ে। আঘাত পাইলেও সেদিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না।

মানসিক বিকারের আকস্মিক উত্তেজনায় ঘটিলেও, জয়হরির এই ত্যাগ স্বীকারটি যে কত-বড় ছিল তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। রাজ্যত্যাগ, বিত্তত্যাগ, গৃহত্যাগ প্রভৃতির পশ্চাতে একটা পরমার্থাদি লাভের প্রতি লোকের লক্ষ্য থাকে। দধীচি হাড় ছাড়িয়াছিলেন,—জয়হরির মাংস-ছাড়াটা তদপেক্ষা ছোট ত্যাগ ছিলনা, সেটা সমজদারে সহজেই স্বীকার করিবেন।

আমাদের বাসাটা দেওঘর স্টেশনের নিকটেই ছিল। "লরী" আসিয়া প্রত্যহই সেখানে দাঁড়াইত ও যাত্রী লইয়া দুমকা পর্যন্ত যাতায়াত করিত।

সত্বর বীমার সীমা এড়াইয়া বাসায় পৌঁছিবার আশায় জয়হরি লরী ধরিয়াছিল। একটু সামলাইয়া চাহিয়া দেখে চারিদিকে জনশূন্য প্রান্তর! যখন মন্দির চূড়াও নজরে পড়িল না তখন সে চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কোথায় 'চলেছি?" একজন মাড়ওয়ারী কালেক্টার বলিয়া উঠিল, "দুমকা,—তুম্ কাঁহা যাওগে!"

"দেওঘর ইস্টিশান!"

"পাগল হো! সাড়ে চার মিল্ মুফৎ আয়ে! দেও—রুপেয়া নিকালো।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য জয়হরি লাফ মারিল। মাংস ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগে সে বোধহয় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। তাহারা গাড়ী না থামাইয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

আরোহী কয়টি ছিলেন 'গো-মাতার' ভক্ত সেবক। গাঁয়ে গাঁয়ে দুধ ঘি সংগ্রহ করিয়া শোধনার্থ কারখানায় চালান দেন;—গোরক্ষার জন্য অশ্রুমিশ্রিত বক্তৃতাও করেন। মিশ্রণটাই তাঁহাদের ধর্মের ও কর্মের সেরা মশলা। নর-নারায়ণ দুধ দেয় না! তাহার রক্ষার্থে মাথাব্যথা ছিল না।

রাস্তার ধারে একপাল গরু চরিতেছিল, সে তাহারই একটির উপর গিয়া পড়ে। পৃষ্ঠোপরি এই আড়াই মণি জীবটির সবেগ পতনে, আহত ও ভীত গাভীটি সলম্ফ বিকট চীৎকারে রাস্তা হইতে মাঠে পড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে নিরুদ্দেশ রওনা হয়। গাভীটির সশঙ্ক লম্ফনের শূন্যপথেই জয়হরির সবেগে উৎক্ষিপ্ত পতন ও দেড়গজ ঘর্ষণ এবং মাঠের মধ্যেই বীরশয্যা গ্রহণ—একই সময়ে সমাধা হয়। মরণের সহিত পূর্বপরিচয়

না থাকায় বিমূঢ় জয়হরি ভাবিয়াছিল—সে মরিয়া গিয়াছে। চেতনার যা একটু আভাস মাত্র ছিল তাহার সাহায্যে সে বহুক্ষণ ঠিক করিতেই পারে নাই—সে আছে কি নাই—এটা তার পারলৌকিক অবস্থা কি না। তাহার বুদ্ধি ও স্মৃতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনেক এলো-মেলো চিন্তার পর হঠাৎ সে নিজের গায়ে চিমটি কাটিয়া দেখিল—লাগে। তখন—

—"ওরে বাবারে! পোড়ালে সইতে পারব না!" বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে ও সভয়ে চারিদিকে চাহিতে থাকে। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া লরী (Lorry) যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ ধরে। বেদনা কি আঘাতের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না।

অর্ধাধিক পথ অতিক্রম করিবার পর, পথের ধারে একটি কুয়ায় একটি সাঁওতাল স্ত্রীলোককে জল তুলিতে দেখিয়া সে দীনের মত গিয়া দাঁড়ায়। তাহার অবস্থাই ছিল তাহার আবেদন original copy—বা অলিখিত আর্জি। স্ত্রীলোকটি জল তুলিয়া তাহার সম্মুখে ধরে ও তাহাকে হাত পা ধুইয়া ফেলিতে বলে।

সারাদিনের অনাহার ও নির্মম রূঢ়তায় সে শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। রমণীর এই প্রস্তাবের ভিতরকার স্নেহটুকু সহজেই তাহার প্রাণে পেঁছিল। সে হাত পা ধুইতে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখের জলটাও ধুইল। এক স্থানে ব্যথার সঞ্চার হইতেই তাহার শরীরের ব্যথাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জল খাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দির কত দূরে।" "বেশী দূর নয়—ওই চূড়া দেখা যাচ্ছে" বলিয়া স্ত্রীলোকটি অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিল।

জয়হরি ধীরে ধীরে রওনা হইল। বুঝিল এখন তাহার সর্বপ্রধান আবশ্যক—পেটে কিছু দেওয়া,—নচেৎ বাসায় পেঁছিতে পারিবে না,—পথেই গা ঢালিতে হইবে। তাই সে মন্দির-চূড়ায় লক্ষ্য রাখিয়া চুড়ার (চিঁড়ের) আড্ডায় গিয়া পড়ে। ট্যাঁকে যে দশগণ্ডা পয়সা পুঁজি ছিল নিঃশেষে তাহা ওঝা ঠাকুরের হাতে দিয়া পাতে ভরপেট বোঝা চাপাইবার মত অর্ডার দেয়। ওঝারাই এই তীর্থস্থানের ক্ষুধাদষ্ট যাত্রী-দের রোজা।

এই ফলারের final blow বা সর্বগ্রাসের সময়েই আমার সহিত জয়হরির সাক্ষাৎ। পরিশিষ্টটা পূর্বেই বলিয়াছি।

সব শুনিয়া আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এতটা জ্বর পেলে কেন! প্রাণটা যে গিয়েছিল!"

সে উত্তেজিত ভাবে বলিল, "ভয় পাবনা, আপনি বলেন কি! ঠাকুর্দা মশাইকে খেতে বলে পাঁচজনে খত সই করিয়ে নেয়। তার ফলে সর্বস্বান্ত হতে হয়—মায় জেলে যাবার জোগাড়!"

আমি আর কথা না বাড়াইয়া বলিলাম, "ভগবান রক্ষে করেছেন, চল বাসায় যাই, সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন,—অত্যন্ত ভাবছেন। আজ আর খাবে না ত'—চা খেয়েই শুয়ে পড়বে চল।"

জয়হরি কোন কথা কহিল না—ধীরে ধীরে চলিল।

পথেই কর্তার সহিত সাক্ষাৎ। তিনি আমাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন। হাতে তেজ্‌বলের লাঠি, সঙ্গে—লাণ্ঠান হাতে বাণেশ্বর। আমাদের দেখিতে পাইয়া তিনি উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"জয় বৈদ্যনাথ! ওঃ, কি দুর্ভাবনাতেই সকলের দিন কেটেছে। বাঁচলুম,—খবর ভাল ত'।"

বলিলাম, "হ্যাঁ—চিন্তার কোনও কারণ নাই।"

"চলুন তবে বাসায় গিয়ে শোনা যাবে—চায়ের জল চড়ানই আছে।" তাহার পর বাণেশ্বরকে কি বলিলেন, শেষটা কানে আসিল, "ফটকের পাশে সেই চতুরি চোবের দোকান,—মনে থাকবে ত'।"

"তা আর থাকবেকনি বাবু!"

"তা আর থাকবেকনি! উঠনো চলছে যে! তোর ভাত খাওয়া কমে গেছে সেটা কি আর লক্ষ্য করিনি রে হারামজাদা! আচ্ছা যা, পাঁচসিকের—বুঝলি!"

সে কোনও কথা না কহিয়া চলিয়া গেল, আমরা বাসায় আসিয়া পেঁছিলাম।

৪২

জয়হরিকে দেখিবার জন্য বৈঠকখানার দোর-জানালায় মেয়েদের সাগ্রহ চক্ষুগুলি চৌদ্দ পিদ্দীমের মত জ্বলিয়া উঠিল;—সে সহসা যেন দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়াছে!

আমি দিনের দুর্ঘটনা-গুলো দু'চার কথায় শেষ করিয়া দিলাম। রাত্রের আহারটা যাহাতে বাদ পড়ে সেই আশাতেই ফলারের কথাটাও বলিতে বাধ্য হইলাম। কৈফিয়ৎ হিসাবে বলিলাম,—নচেৎ তাহার পক্ষে বাসায় পেঁছান অসম্ভব ছিল।

"ছেলেমানুষ পেয়ে—," "ভাল মানুষ দেখে,"—"জোচ্চোরের পাল্লায়,"—"আহা,

—আ মরি মরি",—"প্রাণটা নিতো"—"মা দুর্গা রক্ষে করেছেন,—" "পরের ছেলে" ইত্যাদি কড়ি-মধ্যমের উচ্ছ্বাস গুলোই কানে আসিল।

মাধুরী আসিয়া বলিল,—"দিদিমা বলচেন—বাবা বৈদ্যনাথের পুজো—কাল সকালেই পাঠানো চাই।"

"সে ভাবনা ও'র ভাবতে হবে না ; শুধু সকালে কেন,—দু'বেলাই তা পেঁচুচ্ছে! বেনারসী বেটা সকাল-সন্ধ্যেই চড়াচ্ছে।"

"সে আবার কে!"

"বিলেত থেকে এলি যে!—তোদের গুণধর চাকর রে! কলকেতার আশেপাশের ছেলেরা এল্-এ ফেল্ ক'রে রেল্ আপিস ধরে ;—যাদের কড়া জান—তারা তোদের তরে উপন্সী-উপন্যাস লেখে। এ চোর বেটা দেখচি—'ঘরে বাইরে' না পড়ে বাড়ী ছাড়েনি! দেখছিস না—বেটার ভাত খাওয়া ক্রমেই কমে আসছে। তা দেখবে কেন!"

"ওমা—কমচে কি বলো! কোনদিন তিন বার ক'রে না নেয়! দই দিলে চারবার চাই!"

"বলিস কি,—এ বোকোস্ পোষা কেন? দূর করে দাও—দূর করে দাও, সর্বস্ব খেলে যে। আর তোদেরি বা দই আনতে বলে কে! আজ থেকে সেরেফ্ দুধ চলবে,—বলে দিস।"

"কাকে,—চাকরকে?"

"তা না ত' আবার কা'কে! বেটা দই খেয়েছে—দুধ খাবে না! ওর বাবা খাবে। মজা দেখুক একবার—"

"কি বলেন?" বলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। বলিলাম, "আলবৎ খাবে,—ঠিক সাজা হয়েছে! এই ত' ন্যায়নিষ্ঠের কাজ, তাঁরা নিজের জাতকে এই রকম কড়া সাজা না দিয়ে ছাড়েন না। মেকলে সাহেব ত' আর ফির্‌চেন না, আর সবাই কিছু রঘুনন্দন নন,—পুরানো পেনাল কোড্‌খানার পঙ্কোদ্ধারে যদি লেগে পড়েন ত' একটা রদ্দী-জিনিস রক্ষা পায়। দেশ-সুদ্ধ লোক জেলে গিয়ে দুধ খেয়ে সুখরে আসতে পারি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"না—না আপনি তামাসা করছেন। বরং পঞ্চাশ পেরিয়ে জঙ্গলে যাওয়াটাই দরকার ছিল ;—এখুন বুঝি আর হয় না—সাতান্নয় পেঁছে গিছি।"

"হবে না কেন,—তবে, সস্ত্রীক যেতে হয়।'

"কেন—সেখানে ত' বাঘের কমতি ছিল না! তারা সব মরে গেছে নাকি!"

জানালার ওপারে চাপা গলা শোনা গেল—"মিন্‌সেকে বাজে বকতে বারণ কর্‌তো মাধুরি। মাথার ঠিক আছে কি—দইটে রোজ আনে কে?"

কর্তা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"শুনলেন,—আচ্ছা আপনিই বলুন, যদি দই-ই না খেলুম ত' বৈদ্যনাথে কি করতে আসা!. বলুন?"

আমাকে আর বলিতে হইল না,—নেপথ্যে শোনা গেল—"ছেলেটার সারাদিন খাওয়া নেই, সে চিন্তা চুলোয় গেল,—ও'র গুরু-পুত্তুর দই খাবেন কি দুধ খাবেন তারি ঘোঁট চললো!—আয়—চলে আয় মাধুরি।"

"সে কি কথা,—খাবেন বই কি; কে বলেছে খাবেন না। কি খাবেন বলুন ত' জয়হরি বাবু!"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"আজ আর ও'র জলস্পর্শ নয়। এই সন্ধ্যার মুখে ওঝার হোটেলে দশ আনার চিঁড়ের বোঝা নিয়েছেন, এক একটি সাঁওতালী-চিঁড়ে ফুলুরির মত ফুল্‌বে। এক-কাপ্‌ চা খেয়ে শুয়ে পড়ুক।"

"তা কি হয়,—সে কি হয়, রাত-উপোসে হাতী মারা যায়"—

জয়হরি নিজেই বলিল—"না—উপোসই দি।—গা-গতোর ব্যথা হলে দাদামশাইও উপোস করতে বলতেন আর দাওয়াই দিতেন গরম গরম লুচি আর হালুয়া। তা'তে খুব উপকার হোতো কিন্তু।"

"ঠিক্‌-ঠিক্‌—ঠিকই ত'। ওর দাওয়াই-ই ত' ওই। ও যে ভারি ওস্তাদ।—নাঃ, আর বেশী দিন নয়,—সব ভুল হতে আরম্ভ হয়েছে। ওটা যে আমারও জানা জিনিস,—ঠিকই ত'। সেই ভালো,—আজ উপোসই দিন।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি চুপচাপ বিরক্তিটা গায়ে মাখিয়া জয়হরিকে বলিলাম—"ফেরবার ইচ্ছে নেই বুঝি!"

সে বলিল, "কাশী যাই চলুন।"

কর্তা আসিয়া পড়িয়াছিলেন,—বলিলেন—"কি—কি,—কাশী? কেন? আচ্ছা সে কথা পরে হবে। হরিরলুট হয়ে গেছে,—প্রসাদ আর চা-টা আগে চলুকতো। জয়হরিবাবু দু কাপ খান।"

* * *

হ্যাঁ—এইবার বলুন ত' কাশী যাবার কথাটা হঠাৎ উঠ্‌লো যে! বাইরে বেরুলে অনেক কষ্ট, বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সেটা বুঝেছি—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"না—না, রামঃ, আপনি কি বলছেন। জয়হরি ওই দেশপ্রাণদের ভদ্রবেশী বেদের-দল বলে ঠাউরেছে! কেন জানিনা ওদের সম্বন্ধে ওর একটা অস্বাভাবিক আতঙ্ক এসে গেছে। ঐ U. G দফাদারটি নাকি দফা-রফার ফাদ্দার বা সর্দার! ওর ভয়—ওরা খুঁজে এসে ধরবে। পূর্ণিয়ার ঠিকানাও জেনেছে, তাই কাশী যেতে চাচ্ছে। ওর ধারণা—চোখোচোখি হলে,—তাদের প্রভাব ও এড়াতে পারবেনা। ওর রাশি নাকি ভারি পাতলা; আজ শুনলুম—মেষরাশি। আমার ধারণা ছিল—কুম্ভ।"

কর্তা হাসিয়া বলিলেন, "আমার সিংহরাশি হে জয়হরি বাবু। তাই বনের দিকেই ঝোঁক বেশী। কি বলবো, একটু গাফিলিতে—এক গোধূলিলগ্নে গোয়ালে পুরে ফেলেছে,—প্রজাপতির নির্বন্ধ। যাক,—এদিকে কেউ ঘেঁষবে না সে ভার আমার।—"

—এই ভয়ে কাশী যেতে চান! এমন ভুল করবেন না, বরং বাগেরহাটে বেফিকির পড়ে থাকতে পারেন। গত বৎসর পূজার পর ভারি অরুচি ধোরলো, মুখ বদ্‌লাতে কাশী গিয়ে এক বন্ধুর বাসায় ডেরা ডালি। বাসাটি তাঁর ভেলুপুরে। গা-ঘেঁষে থানা আর জলের কল সর্বদাই সজাগ;—বেশ সশঙ্ক করে রাখে,—সতর্ক থাকতে হয়। কাশী ব'লে ভ্রম হবার যো নেই। ভদ্রলোকের ভিড় না থাকায়—মৌখিকতার মক্স, কি বাঘ মারার কাহিনী—একদম বন্ধ। মিছে-কথার নম্বর ক্রমেই কমে আসতে লাগলো। জুতো জোড়াটা যে মণ্টথের সিনিয়ার মিস্ত্রীর স্বপাক,—অনেকদিনের কষ্টমার বলেই সতেরো টাকায় পেয়েছি,—এ কথাটা জানিয়ে দি, এমন লোকও জোটে না। রোজই মনে হয়—দশাশ্বমেধ ঘেঁষে গঙ্গার ঘাটে না বসতে পারলে, এ সব ক্ষতি-পূরণের সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, সে যাত্রা সে সুযোগ আর হল না। যাক—"

"হরিশ্চন্দ্র ঘাটটাই আমার দিকে এগিয়েছিল,—সাহস বাড়াবার জন্যেই হোক বা গা-সওয়া করে রাখবার জন্যেই হোক, সেই ঘাটেই ঝুঁকলুম। সে-দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে,—অন্ধকার পক্ষ। শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু বলেছেন—অন্ধকারের রূপ আছে, তাই বোধহয় রাস্তার আলোগুলো—অন্ধকার দেখবার জন্যে দূরে দূরে গা ঢাকা হয়ে উঁকি

মারছে। আমি প্র্যাক্‌টিস্‌ বজায় করে ফিরছি। সহসা খুব একটা চেনা গলা—কানে যেন শলার মত আঘাত করলে—'হিন্দু পাঁউরুটি বিস্কুট্‌'—

—"নাঃ—তা কি সম্ভব,"—চাল্‌ বজায় রেখেই চললুম। আরব্ধ রোখে না,—একটা পানের দোকানের বেশ প্রদীপ্ত আলোর সামনে দু'জনের চোখোচোখি! একদম বাঘের দেখা,—দু'জনেই অপলক! মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"কি—কেশব নাকি! চাকরি করছিলে না?"

সে একটু নীরস হাসি টেনে, সপ্রতিভ ভাবেই বললে—"চাকরিও করি।"

"তবে?—সংসার বেড়েছে নাকি,—না ডবল প্রোমোশন নিয়েছো? দ্বিতীয় পক্ষ…"

"না—**Life Insure** (জীবন-বীমা) করেছি, অর্থাৎ করতেই হয়েছে। উকিলের কাছে মামলা পড়ে; ডাক্তার-বদ্দির হাতে জান্‌ পড়ে; মাস্টার প্রফেসারের হাতে ছেলে পড়ে; বেকারের হাতে অন্ধকারের সুযোগ পড়ে; **U. G.** দের হাতে ছেলে টিউশনী পড়ে; অফিসের বাবুদের হাতে চাকরি ত' পড়েই আছে; দোকানে ধার পড়ে;—এখানে সবাই এজেণ্ট, এড়াই কাকে!—"

—যিনি অসময়ের রসময়—ধার দেন, উঠ্‌নো পাই,—তাঁর সদুপদেশ অগ্রাহ্য করতে সাহস হ'লনা। মাসে মাসে সাড়ে সাত টাকা দেবার কড়ারে—গিন্নির আঁচলে তিন হাজার টাকা বেঁধে দিলুম। আমি মলেই মিলবে! এটা সেই সাড়ে সাতের উপায়!—

"মা ধান ভেনে চাল বার করেন। পুত্রাধম হরে রাসকেলের মাস্টার আবার মুকিয়ে রয়েছে,—আমেরিকা থেকে মঞ্জুরি এলেই তিনি মা'র পা দুখানা ইনসিওর করে দেবেন। পায়ে পক্ষাঘাত হলে, ঢেঁকি ছেড়ে নাকি ঘরে বসে দেড় হাজার মিলবে! খরচ নামমাত্র—মাসে মাসে পাঁচ সিকে ছাড়লেই ব্যস্‌!—"

"প্যায়দায় পথ বাত্‌লে দিলে। চক্কোত্তি মশার দোকানে গিয়ে এই রেতো রোজ-গার—**night duty** নিয়েছি। এতে দু'দুটো **prospect** (প্রত্যাশা) রয়েছে,—গাড়ী চাপা না হয়, **heart fail** (হার্ট-ফেল),—দু'টোতেই তিন হাজার **plus Bonus**—উপরি লাভ। কাজে ঢুকে **same feather**-এর (এক জাতের) বহুৎ বন্ধু মিলে গেল, অর্থাৎ—যে দিকে ফিরাই আঁখি—"

"এই দু'হপ্তা আগে বিশু মুকুয্যে বললে—'মার দিয়া!' জিজ্ঞাসা করলুম,—অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ—রক্ত উঠ্‌ছে,—অর্থাৎ—সাড়ে এক হাজার!"

মাধুরী আসিয়া সংবাদ দিল,—"দাওয়াই পেকেছে,—গরম গরম খাওয়া চাই ত'! আসুন,—জায়গা হয়েছে।"

তথাস্তু।

জয়হরিকে দাওয়াই যোগাইতে ডাক বসিয়া গেল! তাহার ওপর আবার কর্তার তাড়া! বলিলাম—"আপনি করছেন কি,—আগন্তুকরা যেখানে ঢুকছে, সেটা ত' ভাঁড়ার ঘর নয়—মানুষের পেট।" কে শোনে!

বাণেশ্বর টোয়ালে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্তা তাহাকে পাইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, "ব্যাটা চারবার করে নাকি ভাত নেওয়া হয়, স্বরাজ পেয়েছ হারামজাদা!" পরে জনান্তিকে,—"খবরদার,—বেটাকে আর ভাত দিওনা,—লুচি খেয়ে থাকতে পারে—থাক,—এই বলে দিলুম—বুঝলে! এ মগের মুল্লুক নয় যে, যে যা ইচ্ছে করবেন তাই করবেন—"

এ rhetoric (গয়না-পরা বক্তৃতা) এখন রাতভোর চলিতে পারে ভাবিয়া, আমি আর দাঁড়াইলাম না। অপরদিক হইতে কানে আসিল—"ছাই দেবো!"

বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখি,—জয়হরির নাক ডাকিতেছে! অন্য দিন নাকও ডাকে,—কথার উত্তরও পাই;—আজ আর সে ভাব পাইলাম না। আমাকেও হরিরলুট মানতে হবে নাকি! তাহার গাভী-মর্দন লম্ফন প্রবল পতন,—দশ আনার "চূড়া-করণ" ও দমভোর দাওয়াই ভক্ষণ,—এই স্বকৃত চতুর্বিধ ফাঁড়া সৃজন, প্রভৃতি চিন্তায় মাথাটা ভরাট ছিল।—এ জখুমি জিনিস মোকামে জমা দিতে পারিলে যে বাঁচি!

আবার সিগারেটের শরণ লইলাম। টানে টানে রাজ্যের চিন্তার টান ধরিল। জীবন-বীমাই অগ্রদূত হইয়া দেখা দিল।

বীমাটা ত' ভাল বলিয়াই জানি, আজ তবে এসব কি শুনিলাম! বোধহয় বহু দায়িত্বজ্ঞানহীন বেকার দালাল দাঁড়াইয়াছে, তাহারা অসমর্থকেও মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া হালাল করে, আর কোম্পানীর কাছে বাহাদুরী লয়, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। কেহ দু'টি কিস্তি দিয়াই ইস্তফার স্বস্তি লাভ করে, কেহ পাঁউরুটি পর্যন্ত পোঁছায়,—কেহ রক্ত উঠিলেই রেহাই পায়!

সিগারেট শেষ হইল। দূর করো—রাতটাও শেষ হবে নাকি! আলোটা না

নিবাইয়াই লেপ মুড়ি দিলাম। মনে পড়িল—মাতুলকে অনেক দিন দেখি নাই। বেইয়ের সঙ্গে বেশ বনিয়া গিয়া থাকিবে,—বেয়াড়া মারিলে সাড়া পাওয়া যাইত। কাল একবার খবর লইতে হইবে।

একলা একখানা আস্তো লেপের মধ্যে যে এত আরাম তা বড় একটা জানা ছিল না,—সুযোগ ঘটে নাই। দেখি যতদূর হাত-পা ছড়াই—ততদূর রাজত্তি! কেহ আপত্তি করে না,—বাঃ!

লেপের মধ্যে হাত দু'খানা কখনো বুকের আশ্রয়ে কখনো পাঁজরার পাশে, কখনো বা কাঁধচাপা (অবশ্য নিজের)— থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের বাড় (**growth**) মরিয়া গিয়াছিল। পদও নিরাপদ ছিল না।

আজ রাত্রে ঠাণ্ডাটা খুবই ছিল, তাই লেপ-খানা লইয়া কতকটা পাছতলায় মুড়িয়া দিলাম, আর দু'ধার টানিয়া গুটাইয়া খোল বানাইয়া ফেলিলাম। বাঃ, বেশ ত'! এতদিন এ আরাম-শিল্পটা শিক্ষার সুযোগই হয় নাই। হাত-পার অবস্থা ত' পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। তাহার উপর ব্রাহ্মণী পাশ ফিরিলে লেপের আশ আর থাকিত না,—"নিয়ে নড়তেন।"

সবসে উপভোগ্য ছিল,—প্রণয়ের প্রভাতী পালাটা। নিদ্রান্তে আমাকে শয্যাপ্রান্তে এই অবস্থায় দেখিয়া যখন সরোষে বলিতেন,—"সারা নেপখানা যে বড় আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন,—এত গরম কিসের। একটা শক্ত কিছু না পাকিয়ে ছাড়বেনা বুঝি! আমার আর সে গতোর নেই।"

ওই সুমধুর "সে" শব্দটার অর্থ যদি জিজ্ঞাসা করি ত' অনর্থ অনিবার্য।

একদিন বলিয়াছিলাম, "ও কিছু নয়, তুমি ভেব না, ও একটা সাধনা। গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়—
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।'

—তাই লেপখানা থেকে আরম্ভ করে দেখছি!"

তিনি স্থির চক্ষে একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া বলেন—"বটে!—বারেন্দর' বললে না? তিনি ত' হরিমতিদের গুরু, তোমার আবার গুরু হলেন কবে! না—না, ও সব হবে না, রোগ হলে তিনি দেখতে আসবেন কিনা! যত সব অলুক্ষুণে মোক্তোর! ফ্যালা ফেলি আবার কি!"

বৈকালে গায়ের কাপড় খুঁজিয়া পাই না,—সব সিন্দুকে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

বলিলেন—"হ্যাঁ,—দিলুম আর কি, তারপর "পথপ্রান্তে" হয়ে যাক!"

কি মুশকিল! জগৎটা এইরূপ বোঝাবুঝি লইয়া বেশ চলিয়াছে।

যাক,—বহুদিন পরে আজ লেপখানা ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করিতে পাইয়া ব্রাহ্মণীর স্মৃতি বাহির হইয়া পড়িল। তাঁহার সেইসব চিন্তাদুষ্ট ফরমাজ-পুষ্ট প্রগাঢ় প্রণয়বার্তা,—দূরাগত সুমধুর সুরে প্রাণে পৌঁছিতে লাগিল। তাহার মদির-মিষ্টতায় কখন যে গাঢ় নিদ্রার গর্ভে তলাইয়া গেলাম,—বুঝিতেই পারিলাম না।

৪৪

স্বপ্ন দেখিলাম—ব্রাহ্মণী বেশ ভদ্রলোকের মত ভূমিকা আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন—"তোমাকে আর কত ভোগাবো, অখণ্ড পেরমাই নিয়ে এসেছি,—আবার "ঢিস্পিয়া" (অনুমান—"ডিস্পেপ্সিয়া") ধরলো, যা খাই তাই জীর্ণ হয়না। এ আবার কি হ'ল বল দিকি!"

বলিলাম—"একটা কিছু হয়েছে বই কি;—তা সেটা ত' তাদৃশ মন্দ ঠেকছেনা। আমার এ রোজগারে সব-কিছু জীর্ণ হওয়াটাই ত' মারাত্মক। তবে জীর্ণ হচ্ছে বই কি,—এই দেখনা যেমন হাতীতে খাওয়া বেল, এই যেমন আমার শরীর, বাইরে কি টের পাওয়া যায়। তুমি ও-ভেবে শীর্ণ হয়োনা। ও জীর্ণ শীর্ণ কথাগুলো জোড় বেঁধে কবিদের কাছেই থাকে। তোমার ভাই কিশলয় ত' একজন বড় কবি,—টেঁপির বে'তে টপাটপ্ পদ্য লিখে দিলে। —চেহারাখানা দেখেছ ত,'—যেন নাটমন্দিরের দেরকো! ওরা একসঙ্গে থাকলে ওই 'রকমই হয়। ও সব চিন্তা ছেড়ে দাও।

এততেও তিনি তাতলেন না; কেবল বললেন—ও সব তামাশার কথা নয়;—শেষ কি আমাকে নিয়ে ভুগবে। এমন অদেষ্টও করেছিলুম, কেবল জ্বালাতেই জন্মালুম! ওরা সব,—ছিঃ বলতে লজ্জা করে, তার চেয়ে মরে গেলেই ভাল ছিল—"

বলিলাম—"তবে ত' আমার জন্যে তোমার ভারি ভাবনা দেখছি।"

"ওরা বলে কিনা—ছিঃ, কি ঘেন্নার কথা,—মেয়ে-মানুষের আবার, আমরা ত' বড়মানুষ নই—হালুয়া, রাবড়ী, রসগোল্লা নয় নাই হোলো,—তা পেট ত' আছে,

দু'টি মুড়ি কড়াইও ত' তাকে দিতে হয়। এই নতুন বুটভাজা উঠেছে—এক একটি যেন টোপোর,—সময়ের জিনিস, রাক্ষুসীরে সব মড়মড় করে খাচ্ছে—মস্‌মস্‌ করে চিবুচ্চে। কি অভাগ্যি বল দিকি। ওরা সব বলছিল,—মরণ আর কি,—দাঁত বাঁধানো। —তা মিছেও নয়, ঐ মল্লিকদের মোক্ষদা, জান ত',—সময়ে ম'লে তিনবার জন্মাতো। গুরুঠাকুরের পাদকজল টুকু পর্যন্ত হজম হ'তনা,—মাগী দাঁত বাঁধিয়ে—মহাপ্রসাদের জাঁতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মরেও না,—ইচ্ছে ও করে। তা আমার ত' আর সখ নয়,—রোগের জ্বালায়……"

গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তা ত' বটেই, এর তরে তোমার এত কুণ্ঠা কেন। আর তুমি ত' জান—জাতের গোঁড়ামী আমার একদম নেই। ঔষধার্থে আমাদের শাস্ত্রও মহাপ্রসাদের 'প্রপিতামহ পর্যন্ত পে'ৗছেচেন,—তোমাকে বাঁচ্‌তে বলে কে। তুমি "জাত-বাঁচানো—জাত-বাঁচানো" করে মোরচো কেন;—আমাদের জাত নেবার মত জাত আজো জন্মায় নি। স্বামী দেবতা—আমি অনুমতি দিচ্চি—তুমি অনায়াসে ধরে ফ্যালো—"

সরোষে বলিলেন—

"কানের মাথাও খেয়েছ। আমি কি 'জাত বাঁচানো' বললুম। মরণ হ'লেই বাঁচি।

বিস্ফারিত নেত্রে, নির্বাক,—ভাবিলাম—"কার?"

চক্ষে বিদ্যুৎবহ্নি আর অঞ্চল তাড়নে জটায়ুর ঝাপ্টাটাই মনে আছে। নিষ্ক্রমণ বেগের দাপটে দোরটা সভয়ে ও সশব্দে যেন—'দোহাই বাবা' বলিয়া ধাক্কা খাইল—

এই দুর্যোগে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বুকটা ঢিপ ঢিপ্‌ করিতেছে, এক-গা ঘামিয়াছি। তাড়াতাড়ি মুখের ঢাকাটা খুলিয়া বিমূঢ়ের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। তবে কি স্বপ্ন!—কি স্বস্তি!

* * * *

কই—জয়হরি কোথায়;—বিছানায় ত' নাই,—লেপখানাও ত' নাই। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম,—অবশ্য শয্যাতেই।

ল্যাম্পটা জ্বলিতেছিল। দেখি—তাহার লেপখানা বিছানার বাহিরে দ্বার পর্যন্ত প্রলম্ব অবস্থায় পড়িয়া। ভাবিলাম—রাত্রে যেরূপ দাওয়ায়ের ডোজ্‌ লইয়াছিল,

নিশ্চয়ই গাত্রদাহে গড়াইয়া গিয়া শীতল ভূমিশয্যা লইয়াছে। কিন্তু সে ত' নীরব-কবি নহে,—আওয়াজ কই? তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

লেপ টিপিয়া মাল পাই না। খুলিয়া ফেলিলাম—পাইলাম—চটি আর গেঞ্জি। মানুষ কই। দেখি দোরও একটু ফাঁক। হৃদ্পিণ্ডটা নড়িয়া উঠিল। দ্বার বন্ধ করিতে কি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কি কুক্ষণেই পাঁজির পরিবর্তে 'টাইম্-টেব্‌ল" দেখিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। তা—আমার অপরাধ কি? দু'দিন আগেও ত' পাঁজির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। আমার দরকার ঋণ গ্রহণের দিনটা, পাত ওল্‌টালেই পাই—মেহ, প্রমেহ, প্রপিতামেহ। দূর করো। তাইনা অস্পৃশ্য বোধ হইয়াছিল। এখন উপায়। তারা সত্যি 'বেদে' নাকি। মাথা ঘুরে গেল।

দেখি বাণেশ্বর অতি সন্তর্পণে দোরটা খুলিতেছে। আমি চমকিয়া "কি র‍্যা" বলিতেই সে বলিল,—"বাবু এই যে উঠেছেন;—ছোটবাবুর টোয়ালেখানা নিতে এসেছি, তিনি"—

—আর বলেনা।

চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তিনি কোথায়?"

—"আজ্ঞে,—গাড়ু-কর্মে গেছেন"—

কি পাপ। যাক—ভগবান রক্ষা করলেন। দাওয়ায়ের দেওট্‌টা মনে পড়িল। এখন, শুধু গাড়ু-যাত্রায় থামিলে যে বাঁচি।

বাণেশ্বর টোয়ালে লইয়া চলিয়া গেল। আমি ল্যাম্পটা নিবাইয়া পূর্বস্থানে পুনঃপ্রবেশ করিলাম। নিদ্রার আশায় নহে,—মাথাটা ঠাণ্ডা করিবার জন্য।

কিন্তু **fertile brains**-এর (উর্বর মস্তিষ্কের) কি কখনো স্বস্তি আছে। পেটের খোরাক না জুটিলেও,—তার খোরাকের কম্‌তি নেই।

ভাবিলাম,—ভোরের স্বপ্ন শুনিয়াছি সত্য হয়। তবে কি এই কয়দিনে সাতটাই সাফ্—গোটা সাতেকই ত' ছিল। আশ্চর্য কি,—শজনে খাড়াও ত' বেশ পলতুলে পেকেছে।

এখনো বচর ফেরেনি, শোনালেন—"আমি থাকতেই তোমাকে ধানসুদ্ধ খই খাওয়াতে হচ্ছে, একি আমার কম কষ্ট—কত পাপই করেছিলুম। ডাল বাচতে পারিনা,—চোক গেলো ত' জগৎ গেল। এ বচর তপ্পোণের তরে তিল না দিয়ে ক'দিনই তিসি দিয়েছি। তা তোমারও ত' ধরা উচিত ছিল। বালিসের ওয়াড়-সেলায়ের জন্যে এখন কিনা দরজীর দোরে ঘুরতে হচ্ছে, আর আগে পাড়ার যত

সূক্ষ্ম কাজ এই শিবানী না করে দিলে কারুর মনে ধরতো না। মুয়ে-আগুন চোক গেলে আর বাঁচা কেন! কোন্‌দিন পথে ঘাটে কার ঘাড়ে পোড়বো দেখচি।"

শেষ কথাটা শুনে সে বেচারার জন্যে চমকে উঠেছিলুম।—যাহা হউক, ইত্যাদি ইত্যাদি—শুভ ও অশুভ শুনিয়ে চশমা চাড়িয়ে ফ্যালেন। আবার স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তাহ'লে আমার আর মিথ্যা ফেরা। দু'পাটি দন্ত যোগাতে আমাকে ত'—'কৌপীনবন্ত' হতেই হবে।

নাঃ—বিদ্যাসাগর মশাই মহাপুরুষ ছিলেন,—তিনি বলে গেছেন—"স্বপ্ন সত্য নহে।"

একটু চাঙ্গা বোধ করিলাম।

এমন সময় হি হি শব্দে জয়হরির প্রবেশ। দেখি—একদম আদুড়-গা। বলিলাম,—"একি,—কোথায় গিছলে?"

"—আজ্ঞে, এই—সকলে যেথায়"—

বলিলাম,—"সেটা ত' যমের বাড়ী—"

"—আর একটা যে ভুলে যাচ্ছেন"—

"—তা গেঞ্জীটে গায়ে দিয়ে যাওনি কেন?"

—"আজ্ঞে, তা হ'লে আর বাইরে যেতে হোতোনা।"

—"তা লেপখানা অমন করে"—

এইবার জয়হরি বেশ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"দুনিয়া দেখা হয়ে গেল মশাই,—কারুকে চেনবার যো নেই,—তা যতই ভাল-ভাল করুন আর আপুনার-আপনার বলুন,—অসময়ে কেউ কারো নয়। প্রাণ সব জিনিসের আছে মশাই—সব জিনিসের। আর তার সঙ্গে ভেতরে ভেতরে বজ্জাতিও! উঃ! হুঁঃ, বোসজা মশাই কেবল গাছের প্রাণটি দেখতে পেয়েছেন,—আর নেপের বুঝি নেই! পড়তেন পাল্লায়! উঃ—কি বজ্জাতি! যত ছাড়াতে চাই—ততই জড়ায়! শেষ দোর পর্যন্ত ধাওয়া! এই দেখুন না,—এখন টের পাচ্ছি, তখন কি হুঁস্ ছিল,—তেমন অবস্থায় পড়লে"—

দেখিলাম তাহার ডান দিকের রগটা আশ্বিনের নতুন আলুর আধখানার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে—কাটিয়াও গিয়াছে।

—"ঠাকুরদের নাম ভুলিয়ে দেয় মশাই। আপ্সোস্ মনে পড়ে গেল,—'দোহাই

বাবা' বলে দড়াম্ করে দোরটা দিয়ে ফেলতে, তবে পাপ ছাড়ে। বজ্জাৎ বেটা কি কম। ওতে আর আমি নেই মশাই,—আদুড়-গায়ে পড়ে থাকবো—সো ভি আচ্ছা।"

বলিলাম—"তার পর একটা কাণ্ড ঘটাও আর কি!"

—"তা হোক—কোন কাণ্ডই তেমনটি হবে না মশাই,—যে রকম ঘটা করে ঘটনোন্মুখ হয়েছিল, কুটুমবাড়ী আজ আর মুখ দেখাতে হ'ত না। বাবাই রক্ষা করেছেন।" এই বলিয়া তাঁর উদ্দেশে দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। পরে বলিল—

"সে আপনি বুঝতে পারবেন না। গাছের বুঝেছেন বোসজা—বোধহয় পড়ে-টড়ে গিছলেন; আর আজ নেপের বুঝলেন—জয়হরি। বলে আবার প্রাণ নেই!"

একটু নীরব থাকিয়া বলিলাম,—"জয়হরি—আর নয়,—অনেকদিন হল; এখন ফেরাই উচিত। যে-সব দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, কোনদিন কি অনর্থ ঘটে যাবে।"

সে বলিল—"রোজ আর কে লুচি খাওয়াচ্ছে মশাই,—আপনি সে ভয় করবেন না। আর নেপ্‌তো ছেড়েই দিলুম"—

বলিলাম—"আমি সে কথা বলছি না। হাওয়াটা আর ভাল বলে বোধ হচ্ছে না"—

"আপনি ত' পাগড়ি বাঁধেন। —তবে আপনার ও কম্পোর্ট্‌টা কুচ্ কাম্‌কা নেই। আমার ত' দরকারই হয় না, লাগান দিকি আমারটা। দেখতে কালো হলে কি হয় —জিনিসটি খাস্ লালিমলির। লোম বোধহয় African Lion-এর—মরুভূমের সিঙ্গ কিনা—একদম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! আপনি হাওয়ার ভয় করবেন না—ওতে হাওয়া ঠেকেছে, কি—লু!"

বলিলাম—"সে কথা নয় জয়হরি। দেখচ না—দুর্যোগ দুর্বিপাক দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কুটুমবাড়ী—জান মান নিয়ে ফেরাটাই ভাল না?

বলে—"আপনাকে কেউ অসম্মান করুক না দেখি, শুধু নিজেদের কেন—তার জান্‌ও নিয়ে ফিরবো! আপনি নির্ভয়ে থাকুন!"

জয়হরির উৎসাহ বাক্যে ভরসার যথেষ্ট আশ্বাস থাকিলেও আমাকে ভীত করিয়া

তুলিল, কারণ সে-বাক্যের মধ্যে বিপদের বুদবুদই বেশী পাইলাম। এখন কি উপায়ে ইহাকে বুঝাই!

নিজেই সে কথা কহিল,—একটু চিন্তাকাতর মুখে বলিল,—"লোকে এখানে শরীর সারতে আসে,—আমাদের লাভের রক্ত পঞ্চগ্রাসী হয়ে ছারপোকায় শুষলে, ব্লাড্-মিক্-শ্চার বোন্‌লো, কতক লাফ্ মেরে সাফ্ হোলো, শেষ দাওয়ায়ের দু'ফোঁটা দরজায়-নমঃ হয়ে গেল। হাতে রইল কপাল কাটা! যাক্ গো! তা আপনার কেন ভাল লাগছেনা কে-জানে,—পোলাও পাকাতে বলবো?"

কি পাপ! 'চুপ্ চুপ্'—হাসিয়া ফেলিলাম। ইস্টুপিড্ বলে কি! একে কি করিয়া ফিরাই? আমাকে চিন্তায় ফেলিয়া দিল। এই সব সরল লোকই বোধহয় সুখী, ইহাকে ক্ষুন্ন করিতেও কষ্ট হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বলতো জয়হরি—আর ক'দিন থাকলে ক্ষতিপূরণ হয়ে লাভে দাঁড়ায়?"

সে একগাল হাসিয়া বলিল—"সেটা ভোজনের আয়োজনের ওপর নির্ভর করে মশাই,—ওজন নিয়ে কথা কিনা।—আচ্ছা বলছি", বলিয়াই বিলিতি কম্বলখানা মুড়ি দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এ আবার কি, গেল কোথায়? যাহা হউক, আর থাকা নয়। সূচনাগুলা রগ ঘেঁষিয়া, যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে, মন শঙ্কা-চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে,—সিগারেটের আগুনও নেবেনা!

* * *

"দু'টো কাজই সেরে এলুম মশাই" বলিতে বলিতে জয়হরি ভিতর দিক দিয়া বৈঠকে প্রবেশ করিল। ভিতর হইতে আসিতে দেখিয়া, আর কাজের সংখ্যা শুনিয়া আশঙ্কা হইল,—আবার গাড়ু-যাত্রা নাকি! জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইলনা, মাত্র বলিলাম,—"ভিতরে গেলে কখন!"

"খিড়কি যে খোলা ছিল,—কর্তা ভোরেই বেরিয়েছেন কিনা। আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হবে বলে—'এদিক দিয়ে যাননি। জানেন না ত' যাক। ইস্টিশনে ওজন হয়ে এলুম মশাই। আর পাঁচটা-পো হলেই হয়, তারপর যেমন বলবেন"—

ভয়ে ভয়ে বলিলাম—"এ ত হ'ল একটা,—দ্বিতীয় কাজটা কি?"

সে চিন্তা ও সন্দেহ মিশ্রিত মুখে বলিল—"তাও ত' নয় মশাই,—কোথাও মাটি খোঁড়া ত' দেখলুম না!"

"মাটি খোঁড়া হবে কেন,—কিসের জন্যে?"

—"না তাই বলছি—সন্দেহ ছিল কিনা। বেফায়দা অত জায়গা পড়ে রয়েছে, যদি গাছ পুতেই থাকেন! কিছু না—কিছু না। সে ঠিক আছে—বাড়ীতেই আছে।"

—"কি পাগলের মত বোকচো,—কি ঠিক আছে?"

—"আপনি বড্ডো ভুলে যান,—সেই Red P!"

এত ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে, এমন কি এত দুর্য্যোগের মধ্যে, আজ পনেরো দিন পূর্বের "রাঙা" আলুর কথা—ইস্টুপিডের মাথা হইতে নড়ে নাই! কি জানি ও কি ঠাওরাইয়াছে। মনে মনে ভারি চটিয়া গেলাম,—সহানুভূতি সরিয়া গেল। বলিলাম —"চুলোয় যাক তোমার রাঙা আলু আমি আর থাকচি না!" এই বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া রহিলাম।

তিন চার মিনিট নীরবে কাটিবার পর সে সম্পূর্ণ অন্য সুরে, অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে—থামিয়া থামিয়া, ধীরে ধীরে বলিল—"আমি একবার বাজারটা হয়ে আসি, মা বলেছিলেন—বৈদ্যনাথ থেকে ফেরবার সময় যা ভাল দেখতে পাবে, ছেলেদের তরে নিয়ে এসো। আর হাতোল্-দেওয়া একখানা চাটু,—আর যদি কিছু সস্তা পাওয়া যায়"—

তাহার দিকে তাকাই নাই। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখি—কিছু পূর্বের সে উৎসাহপূর্ণ উৎফুল্ল মুখে সহসা কি একটা হতাশকাতর প্রলেপ আর অপরাধ-মলিন দীনতা ফুটিয়া উঠিয়াছে!

উঃ—কি আঘাতই দিয়াছি! প্রাণটা ছি ছি করিয়া ধিক্কার দিয়া উঠিল। সভ্যতার সান্ আর পান্ দেওয়া শেল্—আজ সরলতায় ঠেকিয়া আমারি বুকে ফিরিয়া আসিল! নিজেরা আনন্দের অধিকারী হই নাই, আনন্দ উপভোগ করিতে জানি না, কঠিন আঘাতে অন্যের আনন্দ নষ্ট করিতেই পারি!

জয়হরি সরল প্রকৃতির মানুষ,—উচ্চশিক্ষার সাত-পাঁচ তার মধ্যে ঢোকে নাই;—তাহাকে তার পূর্ব-প্রফুল্লতা দিতে দেরী হইল না। শেষ,—রফা হইল—পাঁচ পো পেরিয়ে আমরা পাড়ি ধরিব। তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

পরে বলিলাম—"তাড়াতাড়ির কোন কারণই ছিল না, Constipation (কষাণ্) না ধরলে,—এমন জায়গা ছেড়ে—যাবার কথা মুখেই আসতো না। এমন স্থান কি আছে,—একাধারে—বৈদ্যনাথ, দেওঘর, পেঁড়া, দধি সবই দেবভোগ্য।"

আমি অসাবধানে ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়া বসিলে, জয়হরিও ইংরাজী ধরিত।

তাহার পূর্ব-প্রফুল্লতা ফিরিয়াও আসিয়াছিল। আমি Constipation কথাটা উল্লেখ করিয়া, সে বেশ সহজ ভাবেই সুরু করিল—

"ওটা আপনার Self-hypnotisation (মনগড়া) মশাই। বেশ:করে ভোজেtion (আহার) লাগান দিকি ; নস্যির মতো নাকেtion-এ কি Constipation তাড়ানো যায়। মোহনভোগেtion-এর সঙ্গে লুচি ঠেশন্ দিন কেমন না Constipation-এর transportation (দ্বীপান্তর) হয়। তা হলে কিন্তু ঐ নেপের মধ্যে sleepation (নিদ্রা) ছাড়তে হবে। ও বজ্জাতকে আর বিশ্বাস নেই মশাই"।

অসময়ে বাধা পড়িল।

বাহির হইতে কে ডাকিল—"জয়হরিবাবু উঠেছেন কি ?"

গলাটা আধ্‌চেনা,—কতকটা মাতুলের মত, কিঞ্চিত চাপা !

"আসুন" বলিয়া দোর খুলতেই,—রুমাল মুখে মাতুলের প্রবেশ !

৪৫

অত সকালেও মাতুল জুতো জোড়াটিতে ব্রুশো না লাগাইয়া এবং চুলের পাট না সারিয়া বাহিরে পা বাড়াননি। এ কয় দিনে চেহারার চাকচিক্যও বাড়িয়াছে। কিন্তু কুশল জিজ্ঞাসা করিলেই কাঁদুনি শুনিতে হইবে। এইটিও তাঁর বনেদি-বৈশিষ্ট।

বলিলাম—"ব্যাপার কি,—দেখতে পাই না যে। বৌ'ই মশার কুশল ত',—আর marble statue (পাতুরে কার্তিক) মারেননি ত' ?"

মাতুল রুমাল মুখে চাপিয়া, নাকিসুরে বলিলেন—"আর মশাই, একা মানুষ,—হাজারো ফয়ড়া। আনলুম তাঁর মাথা সারাতে,—গেলো আমারই মাথাটা। কেবল বাজারই করছি। এ ত' আর হরিনাম করা নয়,—এটি ত' আর শুধু হাতে হয় না মশাই। গৌরীসেন ত' আর বেঁচে নেই,—আমরা মাটিতে পা না দিতেই অমন লোকটা কেন যে পা বাড়িয়ে বসলেন। কি যে তাঁর তাড়াতাড়ি ছিল তাতো বুঝলুম না। কি সময়টাই গেছে। আমরা পেলুম কেশবসেন। তিনি খুলে দিলেন ধর্মের ঢালা দান ছত্তোর। ওইটেরই যেন বড় অভাব হয়েছিল,—বাংলা দেশ কাংলা হয়ে বেড়াচ্ছিল। অদেষ্টো মশাই অদেষ্টো। (ওয়াক্)"

এই সময়ে বাণেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া, দুইবার চাপা 'ওয়াক' শব্দের পর বামহস্তের দুইটি অঙ্গুলি তুলিয়া জানাইলেন—"দু'টো পান—আর দুটি জরদা। (ওয়াক)"

—"বাজার যদি করতে হয় ত' চাকর বনে'। গেলুম বাজার করতে,—ফিরলুম পয়সা ট্যাঁকে। ডাক্তারদের ফোড়া কাটা আর কি,—রক্তপাতটা পরের,—পয়সাটা নিজের।" (ওয়াক) নাকিসুরে—"বাণেশ্বর"—

"এই যে বাবু" বলিয়া সে দুইটা পান ও জরদা দিয়া গেল।

"দাঁড়া বাবা—শোন, মাধুরীকে জিজ্ঞেস কর—এসেন্স টেসেন্স আছে কি?"

—"আছে বই কি।"

ব্যাপার কি! জিজ্ঞাসা করিলাম—"সকালে এ ভাব? রাত্রে বেইয়ের সঙ্গে গুরু-রাহার কিছু ছিল বুঝি?"

"আর আহার! চেহারা দেখচেন না! বেই খেতেন রাবড়ী, উনি খান—উনি আর কি খান, ওঁকে রোগে খাওয়ায়—লুচি, ওইটেই ওঁর 'খাদনীয়' কিনা; আর আমার ঘুররাহার,—ঘুরপাক খাওয়া। দেহ আর থাকচে না মশাই।" (ওয়াক্)

জয়হরি তাঁর পেঁড়া খাওয়ার কথা ভোলে নাই, ভিতরে ভিতরে বোধহয় রাগও ছিল। বলিল—"নাঃ, দেহ আর থাকচে কই, দেখতে দেখতে বপু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে!"

জয়হরির ইঙ্গিতটা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলাম—"তোমাদের ওসব ঠাট্টা তামাসা এখন থাক। এখন বলুন ত' মাতুল এ উপসর্গটা বাগালেন কোথা থেকে? গ্রাণ্ড গোছের ভোজ-টোজ ছিল বুঝি,—বোঝ্‌টা বেয়ান্দাজ পেঁছে গেছে।"

"ভোজ! আপনি কোন খোঁজই রাখেন না। আর কি সেকাল আছে মশাই,—কি কালই ছিল! বাপ মাই ছিল কতো, বারো মাসই মরছে—লুচির লুট—মোণ্ডার মইমাড়ান। এখন কি জানি মশাই আর তেমন অগুণতি বাপ-মাও জন্মায় না,—" (ওয়াক)

জানি, মাতুলের নিকট কোন কথারই সদুত্তর সহজপ্রাপ্য নয়, শাখা সৃষ্টি করিবেনই। তাই তাঁর ওয়াকের ফাঁকে বলিলাম—"ঠিক কথাই বলেছেন,—তবে এ অস্বস্তিটা কি গৃহ-জাত,—সোপার্জিত?"

"ঠিক স্বোপার্জিতও নয়, দৈব বলাই উচিত। শুধু দৈবই বা বলি কেন—দৈব 'কিউব'। ছেলেরা আজকাল লেখাপড়া ছেড়ে লেখক হয়; আমার ভোমলা লেখাপড়া ছেড়ে—বিবাহিত—হ'ল। তারপর দু' বছর চুপচাপ,—বেটা নড়েও না চড়েও না! জানতুম—সে বরাবরই বেজায় জিদ্দি বাচ্ছা—একটা কিছু এঁচেছে। ঠিক তাই বটে,

পুত্রলাভ না করে চাকরি লাভ করলেই না। ছেলেও হ'ল—আমারও পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি। তদুপরি—ভার্য্যার ভোজনে অরুচি। নবকুমার একদম তেহাই মেরে এলো। দৈব বলবো না ত' কি মশাই।" (ওয়াক্)

—"ভোজনে অরুচিটাও কি"—

—"আজ্ঞে আলবৎ। তা না ত'—দিনো মুদির দেনা এ জন্মে যেতো,—নিধনে অপি—মোলেও বেটা **follow** করতো (পেছু নিতো)। যাক—সেই 'লগ্নচাঁদা' ছেলের অন্নপ্রাশন! চারদিন হ'ল হঠাৎ ভোমলা এসে হাজির—সস্ত্রীক এবং সহ মিত্র। শুনলুম—মানত ছিল বাবা বৈদ্যনাথের দরবারে, এই শুভ কাজটি করা হবে। বললুম—'পুরোহিত'?"

ভোমলা বললে,—"তাইতো পিনুকে পাকড়াও করে আনলুম। এক সঙ্গে পড়েছিলুম। ও এখন স্যাংস্কৃটে এম-এ। পুরো নাম পিনাকী ভূষণ ভট্টাচার্য—"

—"খোস্ নাম কিছু আছে?"

—"ওর উপাধি—বিদ্যাসুন্দর। গেঁড়াতলায় থাকে। সে-পল্লীর পুরুতই ওই। বেশ দশকর্মান্বিত, হরিরলুটেও না নেই। ভারি **simple** (সাদাসিদে),—ও-পাড়ার ইস্কুলে পণ্ডিতি করে, আবার 'মাসিকে' গল্পও লেখে। কি প্রাণস্পর্শী লেখা! পড়ে দু'টি তরুণী তৎক্ষণাৎ গলায় দড়ি দিলে!"

"বলিস কি রে,—সে লেখা সঙ্গে নেই ত'।"

—ভোমলা হেসে বললে—"না বাবা, আমার বলবার উদ্দেশ্য—লেখা খুব ধারালো। পত্রিকাধিকারীরা বিজ্ঞাপনে 'করুণরসের কৌশল্যা' বলে ছেপে দেছেন।"

—"টিকি আছে কি? কই দেখতে পেলুম না ত'!"

"ভোমলা বললে—সংস্কারে ও-যে সেকালের ওপোর, জাবালিযুগের চালে চলে। কলকেতা থেকে আসবার সময়,—চুল ছাঁটা হল না বলে খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। শেষে, পোস্তা থেকে বেছে মনের মত একটা বাঁধাকপি কিনে নিয়ে তবে আসে। কত সাবধানে যে এনেছে।

—"জিজ্ঞাসা করলুম—কেন?"

—"ঐ **sample** (নমুনো) দেখিয়ে চুল ছাঁটাবে ব'লে। মাথার ব্যাপার—বেহারী **barber**-এর (নাপিতের) বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে নারাজ। বলে—চুল বড় সূক্ষ্ম জিনিস, ওর যে কতটুকুতে পতন—"

বাধা দিয়ে বললুম—"কিন্তু টিকি ? সেটা ত' উত্থান। সে ত' এসব দেশের শীর্ষ-শিল্প রে। কেঁদো কুণ্ডুলি তেড়ে বেরোয় টুপিতে ধরে না!"

বললে—"আপনি ভুল করছেন বাবা; ও sample-এর সবটাই টিকি বলে নিন না। সামনেটাকে পেছন বুঝতে হবে, বাকি সাড়ে তিনদিক—বেড়ী কামানোর হিসেব; যা হাতে রইল (I mean মাথায় রইল) তা টিকি। ওর নাম "থোপ্-টিকি"। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের (Improved Edition) উন্নত সংস্করণ।"

পিতা পুত্রের প্রশ্নোত্তর শেষ করিয়া মাতুল বলিলেন—"এ সব যোগাযোগকে দৈব বলব না ত' কি বলব বলুন। সবই সেই পিতৃপুরুষদের পুণ্যে। বৃদ্ধ পিতামহ গোকুল গোঁসাই ছিলেন ডাকসাইটে দেবতা। Moral class Book (নীতি বোধ) পড়েই লায়েক হয়ে পড়েন। Forest Department (বন বিভাগে) চট্ চাকরি জুটে গেল। পুণ্যের শরীর—দরখাস্ত হাতে করে—ডগ্ ব্রাদাস্, কি হগ্‌সন্ কোম্পানীর চৌকাটে চোট্ খেয়ে বেড়াতে হয়নি। Pappa's back alternate Pappa-কে (বৃদ্ধ পিতামহকে) বন্দুক দেওয়া হয়। দেশে তখন ও দেবতার পুরুত ছিল না। ধর্মের সংসার—বাড়ীতে কান্না পড়ে গেল। কি করেন—রাখাল তপস্বী মশার বিধান নিয়ে, ঐ জাগ্রত দেবতার চোখের ওপর সাড়ে-চুয়াত্তোর-দাগা সিল্ মেরে, গোপীচন্দনের ফোঁটা তিলক চড়িয়ে, পুজার ঘরে রাখেন।

"বনে জঙ্গলে ঘোরা কিনা,—ঘোড়াও পেয়েছিলেন। তার গলায়ও তুলসীর মালা চড়িয়ে দিলেন! নিজে চড়তেন না, সওয়ার হোতো—চিঁড়ে, গুড়, লোটা আর পিতলের দু'খানা কানা-উঁচু থাল। নিজে চিঁড়ের ফলার করতেন, ঘোঁড়াও প্রসাদ পেতো। ঘোড়াটি শেষ ফলারে-ঘোড়া দাঁড়িয়ে যায়। নামাবলীর দু'খানা বালাপোষ বানিয়ে, একখানি নিজে গায়ে দিতেন, একখানি ঘোড়ার গায়ে চড়াতেন। জীবে দয়া একেই বলে! আর—সেই বংশধর মোরা,—শীতে ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে মরি, কেউ একখানা বোম্বাই চাদর দিয়েও পোঁছে না! এ দেশের ভাল হবে ভাবছেন! উচ্ছন্ন যাবে—দেখে নেবেন।

বনেই থাকতেন—পরম ভাগবত দাঁড়িয়ে যান। পরিপক্ক অবস্থায় পেন্‌সেন্ নিয়ে,—নিত্যানন্দের বংশধর খুঁজে—ঘোড়াটি দান করেন। উদ্দেশ্য ছিল মহান্,—ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত হরিনাম প্রচারটা চলবে। সে সব লোক কি আর জন্মায় মশাই! তিনি কি মানুষ ছিলেন! পেণ্টুলেনেও তাঁর কাছা ছিল!

সেই বংশে জন্মে—হতভাগ্য আমি কিছুই পারলুম না। তবে তাঁদের one of

the পুত্রবধূs—এই হতভাগ্যের পত্নী, যথাসাধ্য কিছু করেছে। বুদ্দি-গাইটে বেন্ বন্ধ করে বসে বসে খাচ্ছিল, ছাড়লেই থানায় ছ'গণ্ডা। সেই জ্যান্তো গো-হাড় পুরুত-ঠাকুরকে ঝাঁ করে দান করে ফেললে। কি নাড়ী-জ্ঞান মশাই—তাঁর বাড়ী থেকে তিন দিনের মধ্যেই সে ভাগাড়ে পৌঁছে গেল, আর পুরুত মশাই ঋণ পরিশোধ করলেন ন-'সিকে! গো-দান মহাপুণ্য,—গরু ত' বটে, গাধা ত' কেউ বলবে না। কিছু আমাতে অর্শাবেই। কি বলেন?" (ওয়াক্)

কি আর মাথামুণ্ড বলিব,--মাথা নাড়িয়া সায় দিলাম। তিনি তখনো প্রত্যাশাপন্ন। বলিলাম—"মাতুল, আজ কি কথাই শোনাচ্ছেন, যেন কাশীরাম দাসের মুখে শুনছি;—সবই অমৃত সমান।"

তিনি নমস্কার করিয়া বলিলেন—"কিছু না মশাই—কিছু না। সবই তাঁদের পুণ্যে। সেই বংশে জন্মে—হতভাগ্য আমি, কিছুই পারলাম না। তবে, পারি না পারি তবু বংশানুক্রমে থোড়া থোড়া এসেই যায়। ধর্ম কর্ম নেই নেই—তবু হিঁদুর বংশগত অভ্যাস যাবে কোথা। সে-যে মজ্জাগত মশাই। এই দেখুন না—একাদশী অমাবস্যা, পূর্ণিমায় বরাবর লুচি টেনে আসছি। জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, রামনবমী, দোল, শিবরাত্রি কি শ্রীপঞ্চমীতেও ওই "ডিটো"। অন্নাহার নেই। কোজাগরের রাত্রে উপরন্তু নারকোল আর চিঁড়ে চিবুই; অরন্ধে পান্তা আর ইলিস্ মাছেই আনন্দ; শীতল ষষ্ঠিতে গোটা বেগুন, গোটা সীমাটা খেতেই হয়,—ধর্মের টানে লাগেও ভাল। পৌষ মাসটা পিঠে খেয়েই পাচার করি; জ্যৈষ্ঠে জামাই ষষ্ঠী বরাবরই রক্ষা করে আসছি। তাছাড়া—বড়দিন ছোটদিন দুইই করি, কারুর ধর্ম ফেলি না মশাই—লুচি পাঁটা চালাই,—কি করি—রাজধর্ম। তার ওপর আজ রথ, কাল কলসী উৎসর্গ, পরশু চড়ক, তরশু রাস প্রভৃতি ত' রয়েইছে,—ঐ লুচি। এ কি হিঁদুর ছেলেকে শেখাতে হয়! ভাত খাই আর ক'দিন,—উপবাসে উপবাসে বচর কাবার! তাঁদের পুণ্যের জোরে—এই শরীরে সবই সয়ে আসছে। তা না ত' আমার ভাগ্যে এ সুযোগ হবে—স্বপ্নেও ভাবিনি মশাই একে দৈব বলবো না ত' কি!" (ওয়াক্)

৪৬

মাধুরি দু'খানা রেকাবিতে—বেসম'দে আলু-ভাজা আর মরিচ'দে কড়াইশুঁটি-সিদ্ধ, আনিয়া উপস্থিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাণেশ্বর চা লইয়া হাজির।

মাতুল বলিলেন—"মায়ি,—একটা পাতি নেবু দু'খানা করে কেটে আনতো মা।" (ওয়াক্)

সে চলিয়া গেল। "বাঃ, বেশ গন্ধ বেরিয়েছে ত'!" বলিয়া মাতুল এক থাবা কড়াইশুঁটি তুলিতেই জয়হরির মুখ শুকাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি এক ডিস্ তুলিয়া লইয়া—আলাদা হইয়া পড়িল।

মাতুলের মুখ চলিল। বলিলেন—"হাঁ—এই সব হলেই **passage** পায় (চলে), তোফা হয়েছে। বাসায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত গলায় গলছে না।"

বলিলাম—"নেবু কি হবে?"

"রসটা চা-য়ে দিলে তবে চলবে; এটা পিনুবাবুর প্রেস্ক্রিপ্শন। তিনি চায়ের 'গালব' কিনা—ছ'বার চা খান। সরঞ্জাম সমেত এসেছেন, মায় স্টোভ্টি, তাই রক্ষে! গেস্টের মান রাখতে আমাকেও খেতে হচ্ছে। বলেন—'চা জিনিসটি চীনের তুলসী পাতা,—পারমার্থিক জ্ঞানেই পান গ্রহণ করা। শরীরের অণুপরমাণু পর্যন্ত হরি-সুধায় **saturated** (সিক্ত) হয়ে থাকবে।' ঐটুকু বাচ্ছা,—বিদ্যের জাহাজ মশাই!—

"গবেষণা নিয়েই থাকেন; সম্প্রতি মুসুর ডালে মগ্ন। বলেন—'মশাই, এম্-এ তে থেমে থাকতে পারছি না—কোন কদর নেই। **Ph. D.** (পি-এইচ্-ডি) হতেই হবে, তাই মুসুর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। শ্বশুর বলেন, **success** (সাফল্য) দেখলেই বিলেতের ব্যয়-ভারও বহন করবেন।

পিনু পণ্ডিতের গবেষণা-পর্ব শেষ করে, মাতুল বললেন—"দৈব বলবো নাতো কি বলবো মশাই। তা না ত' যোগাযোগটি ঘটে! সবই সেই তাঁদের পুণ্যে। এরাই আসল চিনিবাস।"

বলিলাম—"তার মানে?"

মাতুল আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"সে কি মশাই, আপনি জানেন না?—প্রতিভাবান।"

"ওঃ—জিনিয়াস।"

মাতুল—"ওই হোলো।"

পুনশ্চ,—"পরশু অন্নপ্রাশনের আগে ভোমলাকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করালেন কি না। তিন পুরুষের ত' চাই, কাজেই আমাদেরও ডাক পড়লো। বলে দিলেন,—আপনাদের এখন কিছুই করতে হবে না, চুপ-চাপ্ চোক বুজে বসে ভাবুন—যেন স্বর্গে বেড়াচ্ছেন।"

"বিপদ দেখুন ! ছেলে-ছুলে হয়ে তবু নরকের খোঁজ খবর মিলছে,—স্বর্গের ত' কোনো **idea**-ই (ধারণাই) নেই। ভারি মুশকিলে ফেলে দিলে। ভাগ্যি মশাই থিয়েটরে যাওয়াটা রপ্ত ছিল,—কাজে লেগে গেল। অমরাবতীর ছেঁড়া পটখানা চট্ মনে পড়ে গেল। কিন্তু কতক্ষণ তা মনে ধরে মশাই। তখন নিজের চোখে দেখা স্বর্গে নেবে পড়লুম,—পট ছেড়ে ঘটে। চৌরঙ্গী, বালিগঞ্জ, সারকুলার রোড সেরে, মল্লিক মহল, কাসেল্, বর্ধমান প্যালেস্ ঘুরে বেড়াচ্ছি। শ্রাদ্ধের মন্তর তখন পঞ্চমে চড়ে পাড়া তোলপাড় করছে। পিনু ঠাকুরের **pronunciation** (উচ্চারণ) কি সুস্পষ্ট ! **Accent after accent** (গমকের পর গমক) যেন হাতুড়ি পিটছে,—স্যাংস্কৃটগুলো যেন ইংরেজি হয়ে বেরুচ্ছে।" (ওয়াক্)

বলিলাম—"কই—এ অস্বস্তিটার কারণ ত' শুনতে পেলুম না মাতুল।"

"এই যে নিন না,—এইবার হাঁ করলেই হয়," বলিয়া সুরু করিলেন।

"আমি সেই মাত্র প্যালেস্ (প্রাসাদ) ছেড়ে 'পেলেটিতে' ঢুকেছি—সপ্তম স্বর্গ কিনা,—কি বলেন ? এমন সময় ভোমলা-বেটা বলে কিনা…"ধরুন।"

চেয়ে দেখি, তার হাতে এক থাবা পিণ্ডি ! "ও কি রে" বলতেই পিনু-পুরোহিত বললেন—"হ্যাঁ—ওটা খেয়ে ফেলুন,—ওঁকেও দেওয়া হচ্ছে। এ আর ক'জনের ভাগ্যে জোটে,—সৌভাগ্যসাপেক্ষ। ছেলেরও জন্ম সার্থক,—হাতে হাতে দিতে পারলে ! বিলম্ব করবেন না। দেখছেন না—পিতামহ, প্রপিতামহ লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছেন।"

"প্রথমটা ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল, প্রাণটাও বিগড়ে গেল ;—এ কি, পেলেটি থেকে একদম পিণ্ডে পতন ! পিনু কিন্তু বাপ্ বলতেও দিলে না—মা বলতেও দিলে না, স্যাংস্কৃট কলেজের এম-এ তায় পি. এইচ্-ডি'তে পোঁছুলো বলে,—ছাড়বে কেন ! উদিকে আবার বেটার-ছেলের হাত ত' নয়, যেন সেকেলে জামবাটী,—পাক্কা তিনপো তুলেছে।"

পিনু বললেন—"আজ ওই খেয়েই থাকতে হয়।"

পাশেই ছিলেন,—শুনতে পেয়েই পতিপ্রাণা বললেন—'ভোমলা—আমার থেকেও অর্ধেকটা দে,—আর কিছু ত' খাবেন না।' মাতৃভক্ত হারামজাদাও কিনা তাই শুনলে।"

"পিনুর কমা-ফুলিস্টপ্ নেই,—তাড়া কি ! বললেন—"শাস্ত্রীয় আহার, খুব শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করুন,—ইতস্ততঃ করতে নেই। উনির তরেই পুত্র-কামনা। আজ আপনাদের জন্ম সার্থক।"

"তা ত' বুঝলুম। কিন্তু পেলেটীর প্লেটের গন্ধ তখনো মগজ মসগুল্ করে রেখে-ছিল,—তার এ কি উপসংহার!"

পশ্চাৎ হতে পত্নী অঙ্গুলির অগ্রভাগ'দে পৃষ্ঠদেশে ইলেকট্রিক্ shock (বৈদ্যুতিক ঠ্যালা) হেনে, রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"ও কি ন্যাকামো, অকল্যেণ হবে যে। নাও —বেলা হয়েছে—ও আর কত-ক'টি!"

"অকল্যাণ,—তাও ত' বটে। তখন মরিয়া হয়ে—mine plus তাঁর অর্ধেকটা নাবিয়ে দিয়ে মুখ টিপে রইলুম,—ভোমলার-মার পিণ্ডি ভক্ষণটা দেখবার লোভে। তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত হাত বাড়িয়ে নিয়ে ঘোমটার মধ্যে চালান দিলেন। তাঁর তাৎকালীক মুখশ্রীটা দেখতে পেলুম না। বোধহয় ভালই হয়েছে!" (ওয়াক্ ওয়াক্)

"যাক্—আমরা ছুটি পেলুম। কিন্তু ঘরে ঢুকতে তর সইল না। শ্রুত ছিলাম, —'পাপ আর পারা চাপা থাকবে না,'—একটি বাড়লো। দু'জনের জোর competi-tion-এ (পাল্লায়) নাড়ী টাটিয়ে উঠলো।"

"কাজ সেরে এসে—ঘরের আর আমাদের অবস্থা দেখে ভোমলা ভেবরে গেল। পিনু ঠাকুর দমবার লোক নন, বললেন—"ইয়াঃ। পাক্‌টি ঠিক নেবেছিল। শাস্ত্রীয় অন্ন দেবতাদের জন্যে;—একবার পেটে পড়লে আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না,—তার লক্ষণই এই। ওর কণিকা মাত্র তলালেই যথেষ্ট। শোনেন নি;—মহাপুরুষ গর্ভে এলে—মর্তের গর্ভধারিণীরা উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। ধারণ করা বড় কঠিন। এও তাই। ভাববেন না—মন্ত্রপূত হয়েছে, কিছু থাকবেই। ক্ষুধায় আর হাহা করে বেড়াতে হবে না। অমৃত লাভ করলেন,—অমৃতস্য পুত্র হলেন।"

"এ সব,—দৈব বলবো না ত' কি মশাই! তারপর দু' এক বোতল লাইম্ যুস্ আর ল্যাভেণ্ডার লাগলো সামলাতে। বাস,—আর ক্ষুধাও নেই—তৃষ্ণাও নেই,—দু'-জনে দেব-দেবী বনে বসে আছি। কিন্তু ওই—(ওয়াক্)—

"কালই কলকেতায় রওনা হচ্ছি!"

বলিলাম—"কাল?—কেন?"

মাতুল কপালে ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন,—"কেন?—হার ছড়াটা আর বিদেশে যায় কেন,—দেশের লোকের গর্ভে দিই গে। তা নাতো কি আর ভোমলার মাকে বাঁচাতে পারবো। চিঁ-চিঁ করছে,—পান জর্দায় পর্যন্ত অরুচি! আর কি বাঁচবে মশাই—" এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বলিলাম—"ভাববেন না, সত্বরই সামলে উঠবেন।"

"তাই বলুন মশাই ; আমার মত অসহায় কেউ নেই, রাত্রে একলা উঠতে পর্যন্ত পারি না।"

আমি জোর অভয় দিলাম, ও ভাবিতে লাগিলাম—মাতুল সত্যই বিচলিত হইয়াছেন, নচেৎ এতবড় সত্য কথাটা সহসা প্রকাশ করিতেন না। বিপদই সত্য বলায়।

মাতুলের কথা কিন্তু থামিল না। তাঁর ধাতটাই উচ্ছ্বাসপ্রিয়। বলিয়া চলিলেন—

"হুঃ—লোকে হিঁদু-শাস্তোর মানে না ; এমন **complete work** (চৌকোস্ পুঁথি) কিন্তু কারুর নেই। হাঁচি টিক্‌টিকি পর্যন্ত বাদ পড়েনি। এখনকার সব—হেসে উড়িয়ে দেন,—আমাকেও সেই গেরোয় ধরেছিল,—তা না ত' এমন হবে কেন।—

"আসবার দিন চৌকাট থেকে পা বাড়িয়েছি, আর গেঁটে ঝি হারামজাদি সেঁটে এমন এক হাব্‌সি-হাঁচি হাঁচলে, দালানের এক চাপড়া বালি ঝড়াস্ করে খসে পড়লো, বাড়ী 'সুদ্ধু' টিকটিকিগুলো টউরে ডেকে উঠল। বিলিসী বেরালটা ম্যাও ম্যাও শব্দে বেড়া টোপ্‌কে বঙ্কিদের বাগানে পড়ে একটা ঝগড়ার সুত্রপাত করে ফেললে! ভোমলার বাগানে মা আড়ষ্ট হয়ে আমার দিকে সভয়ে চেয়ে বললেন—"ঝি হারামজাদির আক্কেল-খানা দেখলে! কি বল,—আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই।" মনটা দমিয়ে দিলেও, পুরুষ-বাচ্ছার মত হেসে বললুম—"পাগল নাকি, এযুগে ও-সব 'হামবাগ' হয়ে গেছে। চল,—দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।" তিনি তখন ঘাড় বেঁকিয়ে ঝির ওপর একটি তক্ষকের কটাক্ষ হেনে, দাঁতে দাঁত চেপে "হারামজাদি,—বাবা ভালয় ভালয় ফিরতে দিন আগে" ব'লে পা বাড়ালেন ;—দুর্গা নামটা আর বেরুল না। যাক,—এখন হলত' মশাই! যতক্ষণ ল্যাজে পা পড়ে না, ততক্ষণই "হাম্‌বাগ্!" এখন হারছড়া যে যায়,—বাঁচান না! কই, মিস্টার 'গুডাড়াডে'রা এগোন্ না!"

জিজ্ঞাসা করিলাম "তিনি আবার কে? তেলেগু নাকি?"

"না মশাই—তেলেগু হবে কেন ; আমাদেরই পাড়ায় সনাতন দাসদের নাতী,—গুরুদাস দাস দে। বিলেত থেকে বাঁউড়ে এসে এখন "গুডাড়াডে" বনেছেন।—"

"তা যা হোক মশাই,—এই শুভ কাজটিতে খুসি আছি। স্যাংস্কৃটে এম-এ, ওদের কাছে ত' চালাকি চলে না,—শাস্তোর শুষে খেয়েছে। এতো আর শিবু পুরুত নয় যে—এক মোস্তোর আউড়ে রাজ্যের লোকের শ্রাদ্ধ সারবে। হুঃ—মরা মানুষকে সবাই পিঁডি চড়াতে পারে। এদের কর্তব্যজ্ঞান কত,—তেমনি **moral courage** (সৎসাহস)

মশাই। আমাদের অবর্তমানে ও ভোমলা ইস্টুপিড্ কি পিণ্ডি চড়াতো? বাস্—এখন পরকাল পাকা হয়ে ত' রইলো, (ওয়াক্)। ওর মার কাছে শুনলুম, পাজী এখুনি নাকি স্বাস্থ্য-ব্যপদেশে শ্বশুরবাড়ী থাকতে চায়! ব্যপদেশে কি গণ্ডদেশে সেটা এখনো বাত্লাইনি।" (ওয়াক্)

"তাই বলছিলুম,—সবই তাঁদের পুণ্যে;—দৈব বলবো না ত' কি মশাই। বাংলা দেশের যে বরাত, পিনু এখন বাঁচলে হয়।—"

"আচ্ছা মশাই,—এত' থাকতেও আমাদের এ দুর্দশা কেন? মহা-পুরুষেরা কোনো কিছুর ত' কমতি রেখে যান নি। (ওয়াক্)

মাতুল আজ ক্রমাগতই পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছিলেন। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র নয়, সকলেই সমান মর্যাদা পাইয়া থাকে। শ্রোতা কিন্তু সমজদার হওয়া চাই। আমাতে তিনি সে গুণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রশ্ন করিলে কিন্তু বলাই চাই; বলিলাম,—"বোধহয় ঐ-সব বিপুল সম্পত্তির চাপে আমাদের দাবিয়ে দিয়েছে, সব দিকেই যেন কাট্ছাঁট দরকার হয়েছে।"

"ঠিক ঠাউরেছেন মশাই। তাঁরা যা করেছিলেন—সব 'অজরামরবত্'! প্রাজ্ঞ ছিলেন কিনা। পিঁড়েখানা চাগাতে মজুর ডাকতে হয়,—

"খুনে আসবাব মশাই—খুনে আসবাব। আবার এমন সিন্দুক ছেড়ে গেছেন—সে একটি **Continent** (মহাদেশ)—অবশ্য আরশোলার। দোর বসিয়ে আঁতুর-ঘর বানিয়ে নিয়েছি মশাই। কি করি কাজ নেওয়া চাই ত'।—"

এই সময়,—পায় নাগরা, মাথায় পাগড়ী, গায়ে খদ্দরের চাদর, নাকে সোনার চশমা, হাতে ব্যাগ, বগলে কম্বল, দু'টি যুবক, বাঙ্গলা ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন,—"সামনের এই ধর্মশালায় বাঙ্গালীদের থাকতে দেয় মশাই?"

বলিলাম—"তিন দিন স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন।"

আরো দু'চারটি প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হওয়ায়, মাতুলের মুখ বন্ধ হইল। তিনি অন্য-মনা হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন!

৪৭

যুবকদ্বয় চলিয়া গেলেন।

মাতুল বলিলেন—"নিন এইবার সামলান। যখন ধর্মশালা ধরলে তখন ধর্মকর্ম

কিছু না করিয়ে ছাড়ছে না। যা ভাল বোঝেন করুন। আমার সখ শুকিয়ে গেছে, বিদায় নিতে এসেছিলুম ;—কালই যাচ্ছি। কত অপরাধ হয়ে থাকবে—ক্ষমা করবেন।"

"সে কি,—সত্যি সত্যি আমাদের ফেলে"—

"আজ্ঞে—তা না ত' ওঁকে ফেলতে হয়। তা' ছাড়া শুভাকাঙক্ষী বেই মশাই কখন হুড়্‌মুড়্‌ করে সস্ত্রীক এসে পড়েন বলে। ট্রেনের সাড়া পেলে ব্রেন্‌ (মস্তিষ্কটা) বোঁ বোঁ করতে থাকে। বাঙ্গালী জাতটি কি মশাই। যেই আমার স্ত্রীর মাথার অসুখ একটু কমেছে,—অমনি তাঁর স্ত্রীর মাথার অসুখ বাড়লো। রোজই বলতেন,— "বেশ জায়গা ত'—বে'নের অত-বড় শিরঃপীড়াটা সেরে গেলো। আর সেখানে তিনি কি কষ্টটাই পাচ্ছেন। তেলে তেলে বাড়ী কলুর-বাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ লক্ষ্মীবিলাস, কাল শচীবিলাস, পরশু কৌমুদী, তরশু রঞ্জন, তারপর মন্দার, মকরন্দ, আকন্দ, মকরধ্বজ, মালতী,—কিছুতে মানছে না। যাক, এনেই ফেলি, দু' বে'নে দিব্যি থাকবেন। সুবিধে যখন রয়েছে—ইনি একা'টি কেন কষ্ট পান। তখন দেখবে —কেমন ওস্তাদ,—রসগোল্লা, লেডিকেনি, সরপুরিয়া, বাদশাভোগ,—বেবাক জানে হে! আর ওই-সব করতেই ভালবাসে! রোজ খাওয়াবে,—ওই তাঁর সখ। তিনি বলে বলে দেবেন—ইনি বানিয়ে ফেলবেন,—চট্‌ হয়ে যাবে,—এঁর শেখাও হবে।

দেড়মাস নিত্য এই বয়ান শুনিয়ে—রোজ কাঁচ্চা হিসেবে ধরলেও, আমার সাড়ে প'য়তাল্লিশ কাঁচ্চা রক্ত শুষে,—বাকিটুকুর ব্যবস্থা করতে বেরিয়েছেন। কাল ক্লাইভ্‌ স্ট্রীটে মা রণচণ্ডীর পুজো আছে, ১০৮ পাঁঠা পড়বে। ভারি ধুম—মা যুদ্ধেশ্বরীকে জাগানো চাই—যাতে আবার যুদ্ধ চাগে। গুদামে মাল ডাঁই মেরে গেছে। তার পরই তিনি এখানে রওনা হবেন,—আর তার আগেই শর্মা সরবেন। কি করি,—বালা ত' আর চারগাছা ছিল না মশাই।"

বলিলাম—"তিনি নাও আসতে পারেন ত' ?"

মাতুল বলিলেন—"মাপ করবেন,—আপনি জাতটিকে চেনেন নি। আমার পরিবারের শিরঃপীড়া সেরেছে যে। সেটাকে পুর্বাবস্থায় ঠেলে তোলা চাই ত'।"

"এখনো মাসখানেক ছুটি রয়েছে না মাতুল ?"

"বলেন কেনো,—গেরো যখন ধরে—আটঘাট বেঁধেই ধরে। এতদিন দুখে সুখে চলছিলো ; পরশু রাত্রে তামাক সাজতে বসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল—আপিসের টেবিলের দেরাজ দু'টো সাফ্‌ করে আসা হয়নি। ছোট সাহেব বেটা বেজায় বিচ্ছু,

—টানলেই চাকরি পর্য্যন্ত টান ধরাবে।”

“কেনো?”

“আর কেনো! গ্রেটব্র্যাগার্ড ঐ ভোমলা বেটা মশাই সখ করে দু’ দু’টো গেরোবাজ পুষলে—হরগিজ কথা শুনলে না। আর কি রক্ষে আছে,—চাকরি চার-পা তুলে বসে আছে! চণ্ডে ত’ জীওনোই রয়েছে! বেটা জন্মাষ্টমীতে এসেছে,—জানটা ও-ই নেবে। ‘হাঁ’ দেখেই শিউরে ছিলুম—দৌড় কি,—এ-কান থেকে ও-কান! তিনটে পানও তাঁর গালে ঢিলে মারে! বরাবর যুগিয়ে এসেছি মশাই।”

“কে সে?”

“আর কে! রাঘব-বোয়ালের **brother-in-law** (বড় বাবুর শ্যালক)—আমার যম! বালাও **gone** (গেল) চাকরিও **going** (চুকে যাচ্ছে), এদিকে পিণ্ডিও **eaten** (গেলা হয়েছে)! বাকী যা রইলেন—তা অনাহারেই এসে যাবে!”

“অতো ভাবচেন কেন মাতুল। দেরাজে কি কোনো দরকারী কাগজ ফেলে এসেছেন?”

“তা হলে ত’ বাঁচতুম মশাই। অমন ঢের কাগজ কলকেয় দি’ছি!—দু’টি দেরাজ ঠাশা টিকে আর তামাক—ফজদুরি-বালাখানার ব্রাণ্ড বানিয়ে রেখে এসেছি মশাই! কাজের সময় আর পেতুম কতটুকু। বেটাদের উচ্ছন্ন দিতে আর তামাক খেতেই দিন কাবার! তা বেইমানি করবনা মশাই,—তাইতেই বচর বচর পাঁচটাকা করে বেড়ে এসেছে। আর সেই পুণ্যেই ওদেরও রাজ্যটা আছে, শেকোড়ও সন্‌সন্‌ পাতালে পেঁছে যাচ্ছে,—মা বাসুকীর মাথায় ঠ্যাকে বলে। তাও বলি—তিনি একবার মাথা নাড়লেই—হুঁ হুঁ! তবে তদ্দিনে আমি আরামসে কাটিয়ে পাড়ি মারবো।—”

—“আর আরামসে! এখন মা মঙ্গলচণ্ডী চোর বেটাদের চোখে ধুলোপড়া দেন—তবেই রক্ষে! এই পঁয়তাল্লিশ চলেছে, এ বয়সে কি আর চাকরি মিলবে মশাই, —কিন্তু পাঁচগণ্ডা ভোমলা—”

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—“ওসব কেন বলচেন মাতুল। আপনি এসেছেন দেড়মাস,—এর মধ্যে—সে টিকে তামাক কে রেখেছে তার প্রমাণ কি! সেগুলি ত’ আপনার দস্তখৎ করা জিনিস নয়। মিছে মাথা খারাপ করবেন না।”

মাতুল মুখ’দে হাউইয়ের শব্দে হাওয়া ছেড়ে “উঃ **thank god**,—বাঁচালেন মশাই!” বলেই পায়ের ধুলো নিলেন। পরে,—“তাইত—কোন ব্যাটা রেখেছে। কেন, আর কেউ রাখতে পারে না নাকি? তিনকড়ি বাবু তামাক খান না? যদু চৌধুরী ত’ গুড়ুকের গুবরেপোকা—কাঁচা খায়। বেটাদের জন্যে কখনো একছিলিম্‌ আখণ্ড

খেতে পাইনা মশাই। আমি হুঁকো হাতে করলেই—বীরবাহুদের হাত বেড়ে আসে,—চোখ সামলানো দায়! বেটারা সবাই খায়—আর নাম করবার বেলায় আমার! বলুক না দেখি একবার!"

মাতুল গত দু'রাত্রে যে সব কল্পিত চার্জে নিজেকে ফেলে ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলেন—এখন জোরসে counter-charge (উলটো চাপ) ভেঁজে, খোলসা হয়ে হাঁপ ছাড়লেন। এইবার re-action (উজান বাওয়া) সুরু হল।

"আহা,—কি তামাকই ছিল—যেন মধু! বললে বিশ্বাস করবেন না,—সুগন্ধই বা কি,—কানে দিয়ে মজলিস্ মারা যায়। টিকেগুলোও কি তেমনি মিলেছিল,—দেশালাই ছোঁয়াতে হয় না—দেখালেই চন্দ্রকলা! একদম চতুর্থীর চাঁদ! পাঁচ ভূতের পেটে গেল মশাই,—পাঁচ বেটায় খেলে!"

বলিলাম—তা যাক মাতুল, আপনারো ত' একটা চিন্তা গেল। এখন হপ্তাখানেক পরেও যেতে পারেন।"

মাতুল একটু বিমর্ষভাবে বলিলেন—আপনাদের সঙ্গ ছাড়তে বড়ই কষ্ট বোধ করছি; কি করি—আপনাদের কাছে আর গোপন করব কি,—পুঁজিও পনেরোটি টাকায় ঠেকেছে। বে'ই in pair (জোড়ে) এসে পড়লেই—বেহাল! পিনু পণ্ডিতের পাল্লায় পাঁচজনের Return Pass (ফিরতি-পাস) আছে"—

বলিলাম—"না মাতুল, আমি এ সুবিধে ছাড়তে বলিনা। তবে আপনাকে পেয়ে বড় আনন্দেই কাটছিল,—তাই"—

দেখি—মাতুলের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিতেছে। জয়হরিরও বোধহয় পেঁড়ার রাগ পড়িয়া গিয়াছে, তারও মুখটা বেদনার আভাস দিতেছে।

মাতুল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"নানা কারণে এখানে থাকা আর উচিত নয়,—সুখও নেই। বিপত্তি ক্রমেই বাড়তে সুরু হয়েছে। পোস্ট আফিসে যাবার সুখ গেছে; কে এক মাগি বঙ্গালী ঝি, দেখলেই পা জড়িয়ে ধরে,—বলে—'আমার মেয়ের চিঠিখানা দিতে বলনা বাবা,—আমি যে গেলুম! পোড়ারমুখোরা আমাকে তা দেবেনা,—আমি কি করি গো!' ইত্যাদি—নিত্য। সে পাগলিকে ছাড়ানো দায়, পথ বাজার বন্ধ। এমন পাপ দেখিনি। দেখে কষ্টও হয়—রাগও হয়। আমাদের মাথা হেঁট করাতে এখানে মরতে আসে কেন!—

"আবার নম্বর টু'ও হাজির। এটি সাংঘাতিকও যেমনি, সম্মান-হানিকরও তেমনি। আমরা এসেছি—ঝঞ্ঝাটের বাইরে শরীরটে সুধরে নিতে,—একটু স্ফূর্তিতে কাটাতে;

তার ওপর এসব চাল কেন বাবা ! পয়সা নেইতো বাইরে পা বাড়ানোর সখ কেন,—গাঁয়ে বসে গুড়ুক খাওনা। না হয় 'বালা' ছাড়ো। দেখতে ত' মশাই দিব্যি ধপধপে, নাকটি বাঁশীর মতো, চোখেও চশমা, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেহটি বটে—মেডিকেল কলেজের ছেলেদের,—নরকঙ্কাল বলে ঝেড়ে দেওয়া চলে,—অ্যানাটমির জ্যান্তো মমি (**mummy**)।—এক গুণ্ডাগোছের ষণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলেন, সে বাসা দিয়েছিল,—বাবুর পয়সা নেই। সে কম্বল টম্বল কেড়ে নিয়ে—বটতলায় বসিয়ে দিয়েছে। মাথা হেঁট করে কাটখোট্টার কেটো-সম্ভাষণ শুনতে হচ্ছে। হবেই ত'।

—ছি ছি—এরাই তাড়ালে। সে-দিক মাড়াতে পারলুম না মশাই,—ভদ্রলোকের মত সাঁ-করে সরে পড়তে হ'ল। পাণ্ডারা আমাদের বাবু বলে নমস্কার করে, দশ বিশ টাকা দরকার হলে পাওয়া যায়। আর সে সম্মান থাকবে ? সরে পড়াই সুযুক্তি মশাই। মনে যদি সুখই না রইলো, রাস্তা বদলে বেড়াতেই হল, তবে আর থেকে কোন সুখ। পয়সা খরচ করে পালিয়ে বেড়াই কেন ? কি বলেন ? এক বাঁচোয়া—নড়ে চড়ে চাঁদা চেয়ে বেড়াবার মত দেখলুম না। তা হ'লেও মনটায় ত' ময়লা লেগে রইল। বিদেশে আমাদের বেইজ্জৎ বাড়িয়ে জাতের শত্রুতা সাধা কেন মশাই।"

আজ মাতুলই আসর লইয়াছিলেন। কথা কহিবার সব ভারটাই তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যে শিবের গীত পর্যন্ত না শুনাইয়া নিরস্ত হইবেন না ও বক্তব্য শেষ করিবেন না, এটা তাঁহার শ্রোতাদের জ্ঞানের মধ্যে আসিয়া গিয়াছিল এবং অন্য অনেক কিছুও। যেমন,—নিজের দুঃখের কাহিনী শুনাইতে তিনি অদ্বিতীয় **tragedy**-র **Thomas Hardy**। আবার তাঁহার মত ফিটফাট লোকও কম দেখা যায়। এই যে বাঙ্গালী ঝি আর বাঙ্গালী বাবুটির কথার উল্লেখ করিলেন,—তাহারা যে তাঁহার কোন্‌খানটায় সত্য সত্য আঘাত করিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট করিতে হইলে পাঠকদের একটু কষ্ট দিতে হয় ;—

—জনৈক বাঙ্গালী ভবঘুরের (**globe-trotter**) মুখে শুনিয়াছিলাম—য়ুরোপে এ বিষয়ে নাকি ভারি কড়াকড়ি। কাহারো মন খারাপ করিবার অধিকার কাহারো নাই। কারো প্রাণে অশান্তির আঁচ লাগাইলে আর রক্ষা থাকে না, তাহার আইন ও সাজা দুই-ই শক্ত। যতটা স্মরণ আছে—তাঁহার কথাতেই বলিব—

"আমি মশাই সে-দিন সারাদিন ঘুরে ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত—তখন একটু জল পেলে বাঁচি ;—সন্ধ্যা হতেও বড় বিলম্ব নেই। স্থানটা সহরতলী। দেখি একটি বৃদ্ধা—আশির কোটায় না পড়িলেও—খুব গা ঘেঁসে গেছেন,—গোলাপী রংয়ের

গাউনের কাঁধে নীল রংয়ের cape (কাঁধঘোম্‌টা) চড়িয়ে, শোন নুটির মত চুলের ওপর রক্ত-রাঙা (Turkey-red) টুপি লাগিয়ে, ছোট একটি টেবিলের সামনে—বারাণ্ডায় বেতের চেয়ারে বসেছেন। সেখানে সাবিত্রী-শাঁখার রেওয়াজ নেই—হাতে কিছু দেখলুম না। পল্লীটায় লোক চলাচল কম। বাড়ীর বাইরে কি জানালায় কারুর সাক্ষাৎ নেই। তেষ্টায় তখন আমার তিষ্ঠানো দায়। অনেকক্ষণ থেকে ভাবতে ভাবতে আসছিলুম—কোন বাড়ীতে কোন বর্ষীয়সীকে দেখতে পেলে, সেলাম ঠুকে এক গেলাস জলের আবেদন জানাই ;—মায়ের জাত--দেবেনই। ঐ বৃদ্ধাটিকে দেখে—ভারি ভরসা পেলুম। পথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেই তিনি আমার দিকে চাইলেন। চোখের ভাব বোঝবার মত চোখ তাঁর নয় বা ছিল না। আমি কাতর কণ্ঠে জানালুম—'মা আমি বড় তৃষ্ণার্ত, দয়া করে এক গ্লাস জল যদি দেন।' তিনি তাড়াতাড়ি তড়াক করে উঠে চেয়ারখানা পা' দে' ঠেলে দিয়ে দুড়দুড় করে নেবে গেলেন।"

"আঃ বাঁচলুম,—কি দয়া, তা না ত' কি এরা এত বড় হয়! সাক্ষাৎ—সেকেলে ভগবতী। ভগবানকে ধন্যবাদ। জল এলো বলে।—মিনিট তিনেক পরেই একজন বেশ হাতে-বহরে কনেস্টবল এসে,—জলের গেলাসের জন্যে আমার বাগানো উৎসুক হাতটি বেশ কড়া টিপুনি দিয়ে টাইট্ করে ধরলে। বললুম—'আমি চোর নই,—একটু জল চেয়েছি হে! মেম সাহেব আনতে গেছেন,—এখুনি দেখতে পাবে।' সে-সব কথায় কান না দিয়ে চোখ পাকিয়ে সে বললে—'you are more than a thief' (তুমি চোরের বাবা)। রহস্যটা মন্দ নয়,—বেটার মন্দামী এই মাটি হয় ভেবে আমার মুখে একটু হাসিও ফুটলো!—হেনকালে সেই করুণাময়ী বৃদ্ধা-বিবির ভৈরবী-মূর্তিতে বারাণ্ডায় আবির্ভাব! মেয়ে মানুষের এমন কর্কশ কণ্ঠ কখনও শুনিনি মশাই! হাত পা নেড়ে, কেঁপে, দাঁতেতে মাড়িতে মিশিয়ে, যা মুখে এল সুরু করে দিলে। সৌভাগ্য এই যে তাদের ভাষা বুঝলুম না, সেটা ইংরিজি নয়। অবাক হয়ে হাসি মুখে উপভোগ করতে লাগলুম। তার লাফালাফি আর চীৎকারে লোক জমে গেল।—"

—"দুনিয়া ঘুরে অনেক দেখলুম মশাই, কিন্তু ভগবানের মত রহস্যপ্রিয় লোক কোথাও মেলেনি! তার পর ডিঙিমেরে কুঁদুনীর climax-এ কুণ্ডলিনী জাগিয়ে কণ্ঠ ছেড়ে কনেস্টবলকে যেই সে বলেছে—'এই blacky-কে (কেলেকে) এখ্‌খুনি—'

ঐ 'এখ্‌খুনি'র সঙ্গে সঙ্গে তখ্‌খুনি—কি একটা ফেনার মত তার মুখ থেকে ঝড়াস করে রাস্তায় এসে পড়লো! কি সর্বনাশ—এ যে মড়ার দাঁত—মাঢ়ি ছেড়ে হাজির! লেলিয়ে দিলে নাকি! চেয়ে দেখি—মেমের লাল মুখ চুপসে মনেক্কা মেরে গেছে,—কথা

বেরুচ্ছে না। কনেস্টবল সাহেব জমায়েতকে **take care please** (মাল সামলাবেন) বলেই তাড়াতাড়ি আমার হাতে এক হ্যাঁচকা মেরে তাঁর হুকুম তামিল করে লম্বা-ছে ধরলেন। ভাবতে ভাবতে চললুম—"একেই কি বলে **Tragi-comedy** (মিঠে কড়া) না **Divina** (লীলা)।

"যাক,—নমস্কার বাবা সভ্যতার পায়, আর যাঁরা তার তারিফ করে বাঙ্গলায় সে-টার তরজমা করাতে তৎপর—তাঁদেরও শতকোটী! আশী ঘেঁসেই এত দয়া,—বিশে বোধহয় স্বহস্তে গো-বেড়েন গাঁট্টা চালায়! বাপ্‌—জল চেয়ে জেল! ভাবলুম—ভালই হল, নাকুর বদলে—রাত কাটাবার একটু স্থান আর একখানা কম্বল মিলতে পারে। কিন্তু অপরাধটা ত' আক্কেলে আসছে না।—কনেস্টবল সাহেব আমাকে থানায় নে'গে একজন ভদ্রবেশী যুবা কর্মচারীর কাছে মাল জমা করে, বয়ান বাতলে বেরিয়ে গেল। কর্মচারীটি বয়ান শুনতে শুনতে বার দুই চোখ কপালে তুলে চমকে উঠেছিলেন—সেটা লক্ষ্য করেছিলুম! তাইতে আমার মুখটেপা হাসিটুকু হটে গিছলো। এইবার তিনি আমার দিকে শুভদৃষ্টি ফেলে সবিস্ময়ে আমাকে কিছুক্ষণ দেখে নিলেন। তারপর এক নিঃশ্বাসে তিনটি ভাষায় একই প্রশ্ন করলেন—তুমি য়ুরোপের কোন ভাষা জানো! যখন শুনলেন ইংরাজিটে জানি, তখন নাম, ধাম বিষয়কর্ম (অবশ্য পিতৃপুরুষ বাদ) বার করে নিয়ে খাতাবান্দি করতে বসলেন। ছোকরার চেহারাটা তারিফের না হলেও তাড়সের নয়। তাই কৌতূহলীর মত জিজ্ঞাসা করলুম—"মাপ্‌ করবেন, ব্যাপারটা কি? আমাকে চোরের মত' ধরে আনা হল, কেন,—আমার অপরাধ?"

"তিনি সাঁ করে মুখ তুলে আমার দিকে নিষ্পলক চেয়ে বললেন—"আশ্চর্য! তুমি এখনো তোমার অপরাধ বুঝতে পারনি! তুমি অসভ্য ইণ্ডিয়ান্‌ হলেও, তোমরা এখনো যে এতটা **backward** (বর্বর) তা ভাবতে পারিনি। এই যোগ্যতার জোরে তোমরাই না দলবেঁধে **self-determination**-এর (কর্তামীর) দাবী করো!" এই বলে তিনি একটা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। পরে বললেন—"তোমার (**Crime**) অপরাধটি একদম ভয়ংকর বহরের।"

"**Crime!**" (অপরাধ)।

"**Yes sir** (হাঁ মহাপুরুষ)। জাননা—কিরূপ আরামের মুখে, একটি মহিলার মনের উপর তুমি কিরূপ অমানুষিক উৎপাত করে, তাঁর আজকের দিনটাই মাটি করে দিয়েছ!"

"আমি?"

"হাঁ তুমি।"

"আমি ত' বুঝতে পারছি না মশাই।"

"কাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিন মাস ঘানি ঘোরাবার আদেশ পেলেই বুঝবে।"

আমার ভাগ্যে ত' মহাশয় কোন মহিলার দর্শনলাভই মেলেনি। একটি বৃদ্ধার কাছে এক গ্লাস তৃষ্ণার-জল চেয়েছিলাম মাত্র।"

"আর অপরাধ বাড়িও না,—তিনিই ত' মহিলা। ও'রা respectable (সম্ভ্রান্ত), —ও'র ছেলের মত' রুটি ত'য়ের করতে আসপাশের পাঁচখানা পল্লীতে কেউ পারে না! তার খোশনাম কত! Duke (তালুকদার) তার রুটী খান। এখানকার রুটী আর পিটে প্রদর্শনীতে তার তখমা (মেডেল) মেলবার ষোলআনা সম্ভাবনা।"

"তা রুটীওয়ালার মা এতো চটলেন কেন মশাই?"

"তিনি প্রসাধনান্তে আরাম-চা খাবেন বলে, আধঘণ্টা ধরে মনের মত সরঞ্জাম সাজিয়ে খুব সম্ভব একটি love song (প্রণয়-সঙ্গীত) গুণ গুণ করতে করতে, কিরূপ উৎফুল্ল মনে—কত সাধের বৈকালিক চায়ে চুমুক দেবেন, সেই সময় কিনা ব্যাঘাতের বেয়াড়া মূর্তির মতো এক গেলাস জল চেয়ে—তুমি তাঁর অঙ্গ জল করে দিলে, তিনি চমকে গেলেন! Milton (কবি মিলটন) এই রকম কোন একটি অবস্থা লক্ষ্য করেই বোধহয় তাঁর Paradise Lost (স্বর্গচ্যুতি) লিখে থাকবেন। তুমিও একটি মহিলার উৎফুল্ল চিত্তের সামনে সহসা ফাঁসিকাঠের মত উদয় হয়ে তাঁকে স্বর্গচ্যুত করেছে। তিনি ত' বালিকা নন"—

"তা স্বীকার করছি মশাই, তিনি বারো তেরটি বালিকার যোগসমষ্টি হবেন।"

—"সাবধান হয়ে কথা ক'য়ো। ওরূপ অবস্থায়, তোমাদের শনির দৃষ্টিতে একজনের মানস স্বর্গ যে সহসা কতটা শ্রীভ্রষ্ট হয়ে যায়, তা তোমার idea (ধারণাই) নেই। তুমি কি জাননা,—বড় লোকেদের সামনে দীনদুঃখী কি ভিক্ষুক উপস্থিত হলে, তাঁদের সমস্ত সুখশান্তি মুহূর্তে মুষড়ে মাটি হয়ে যায়। তাঁদের মনোরাজ্যের আশাদিপ্ত শোভা-সৌন্দর্য তোমার মত cad-এর (হা-ঘোরের) বদ্‌চেহারা দেখলেই বিগড়ে বেয়াড়া মেরে যায়। Comfort (আরামের) জন্য তাঁদের বিপুল ব্যয়টা বৃথা হয়ে যায়। এই লজ্জাকর কুদৃশ্যটা তাঁদের আভিজাত্যকে আঘাত করে, মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। তা হলে সুখশান্তির জন্য এতটা ব্যয়ের সার্থকতা রইলো কোথায়! তাই কারুর মনের সুখ মাটি করবার,—আয়েসে আঘাত দেবার অধিকার

কারো নাই,—বুঝলে। তুমি এই ভয়ঙ্কর অপরাধটি করেছ। কাল তার বহর বুঝতে পারবে।—

—"তবে,—তোমার বাঁচোয়ার দু'টি পথ আছে। প্রথম নম্বর,—নিজেকে পাগল প্রমাণ করে পাগলা গারদে যাওয়া। দ্বিতীয়,—তুমি অসভ্য ইণ্ডিয়ান,—ভাগ্যগুণে বিশ্বের Blue-book-এ (দাগী-খতে) বর্বর শ্রেণীভুক্ত। এটিও তোমাকে সাহায্য করতে পারে।"

"ধন্যবাদ দিতেই হল। যাক,—আমাকে কিন্তু তিন দিনের বেশী গারদে থাকতে হয়নি। Blackey-এর (কেলোর) সঙ্গে সভ্য দেশের শ্রীমানদের চোরও থাকতে চাইলে না,—নরহন্তাও নারাজ! আমার তরে নূতন ব্যবস্থার সুবিধে হ'ল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চৌহদ্দি ছেড়ে চলে যেতে হুকুম হল।—তথাস্তু।"

ভবঘুরে ভদ্রলোকটির কথা আমি অবাক হইয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সবটা বিশ্বাস করি নাই। তবে তাঁহার কাহিনীর শেষাংশে পুলিশ কর্মচারিটি তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে যে সুন্দর ও সুস্পষ্ট কারণগুলি শুনাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বেশ ওস্তাদী-রসিকতা প্রচ্ছন্ন থাকিলেও আমাদের মাতুলের mentality-র (মনোভাবের) মালমশলা তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান বলিয়াই,—তাঁহার কথাগুলি যথাযথ ভাবে পুনরাবৃত্তি করিলাম। মাতুল মধ্যবিত্ত লোক হইলেও (অবশ্য পূর্ব আভিজাত্যের আঁচ থাকিতে পারে) বিদেশে জাতীয় সম্মান রক্ষার মেজাজটা তাঁর খুব সজাগ। সেটা জাতের জন্য, কি আত্মতৃপ্তির জন্য—বোঝা কঠিন। যাহা হউক,—সেই লজ্জাটা তাঁহাকে তাহাদের উপর অক্ষম রোষে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত,—তিনি সহিতে পারিতেন না। অর্থাৎ—বেশ স্ফূর্তিতে, মানুষের মত বেশে শিস্ দিয়ে বেড়াবার—তারাই যেন অন্তরায়।

তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম—"মাতুল আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। ঘর নয়, বাড়ী নয়, বিদেশে পড়ে পড়ে বেইজ্জৎ হওয়া কেন। আপনি রওনা হলে—আমাদের আর এখানে রইতে সত্যই মন সরবে না! বড় জোর আর এক হপ্তা—"

হঠাৎ জয়হরির আওয়াজ পাইলাম, সে বলিতেছে—"হ্যাঁ আর নয়!"

তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম—মাতুল চলিলেন শুনিয়া সে কতকটা ব্যথা বোধ করিতেছে। সে মাতুলকে বলল—"আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য হয়, বলতে একটুও সঙ্কোচ রাখবেন না,—বাঙ্গালী বলে আমাকে "বাবুর" কোটায় ফেলবেন না,—মোটমাট ত' আছে—"

মাতুল গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমার বহু সৌভাগ্যে আপনাদের মত মানুষের সঙ্গ সুখ পেয়েছিলুম। আমার অসচ্ছল জীবনে এই ক'টা দিনই সুখের হয়ে রইলো। যাই, ভেতরে একবার দেখা করে আসি।"

মাতুল যেন নির্জীবের মত চলিলেন। মনটা সত্যই অবসাদগ্রস্ত হইয়া গেল। জয়হরি নীরবে উঠিয়া উদাসভাবে বাহিরের রকটায় গিয়া দাঁড়াইল। আমি অন্যমনস্কে একটা সিগারেট ভস্ম করিয়া ফেলিলাম। অভ্যাস।

মাতুল মিনিট পনেরো পরে—পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া বলিলেন,—কিছু না খাইয়ে ছাড়লেন না। আবার চারটে রসগোল্লা, দুটো কমলালেবু খেতে হ'ল। মাধুরীও রুমালখানা ল্যাভেণ্ডারে ভিজিয়ে দিলে। এই সব ছেড়ে যেতে হবে। বাড়ীতে কেউ ডেকে একগাল মুড়িও দেবে না,—আর ল্যাভেণ্ডার—সেই নেউকী-পুকুরের পানা পচা জল।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

বলিলাম—"তবু দেশ—মাতুল।"

"আজ্ঞে তা বটে, যদি জ্ঞাতিরা দয়া করে না থাকতেন।"

আবার branch line (ফ্যাঁকড়া) বাহির হইবার উপক্রম দেখিয়া বলিলাম,—"আমার একটা কথা স্মরণ রাখবেন মাতুল। পূর্বপুরুষের পুণ্যে—ঐ যা লাভটা করেছেন, ও-কথাটি দেশে কা'কেও বলবেন না, বাড়ীর লোককেও না! ওঁকেও নিষেধ করে দেবেন।"

"বুঝেছি,—হিংসে,—ঠিক ধরেছেন,—পায়ের ধুলো দিন। ঐ যে জ্ঞাতির কথা বলছিলুম না, বাপ্—বাঘ ভাল্লুক ঢের ভালো মশাই। একদম "উদয়কাল"—উদয় থেকেই ছোবল সুরু করেন। শুনলে কি আর রক্ষে আছে, ঘর ঘর পাল্লা মেরে পিণ্ড খাবে। পিণ্ডির পোযোড়া পড়ে যাবে। আমি পিণ্ড খেয়েছি, তা সইবে।"

তাড়াতাড়ি বলিলাম—"সে ত' বটেই, তাছাড়া—গোপন কথাটা হচ্ছে,—এ সব ভাগ্যলব্ধ পুণ্যকর্ম—দৈবাধীন। প্রকাশ করলে কেবল যে নিষ্ফল হয়ে যায় তাই নয়, অধিকন্তু প্রত্যবায় আছে। এ শাস্ত্রীয় অনুশাসনটি অমান্য করবেন না।"

"বাপ্‌রে—আর বলি! কিন্তু ওঁকে বাঁচাতে হবে ত'! যে-ভাব নিয়েছেন সে ত' অভাবেরই আয়োজন। ডাক্তারকে ত' বলা চাই।"

বলিলাম—"তীর্থে ক্রিয়াদি উপলক্ষে "চরু" খেতে হয়েছিল,—তার পরই সুরু।"

"বাঁচালেন মশাই,—বাস্। দুর্ভাগা আমি, তাই আপনাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে।"

এ সব উপদেশ কে ছাড়তো। সব বেটা গেঁটে পাপী—ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসে গড়ুক মারছে। কি করি শিরে সংক্রান্তি,—বেই যোড়ে আসছেন। তা না ত'—"

"না না,—ও সব আর ভাববেন না। যা মনস্থ করেছেন তার ব্যবস্থা করুন গে; —সময় নষ্ট করে কাজ নেই, আবার ত' দেখা হবে।"

"কর্তার সঙ্গে দেখা হল না;—আপনি একটু বলে দেবেন।" বলিয়া পদধূলি গ্রহণান্তর মাতুল ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মুখে বাহির হইয়া গিয়া জয়হরির হাত ধরিয়া দু'এক কথার বেশী বলিতে পারিলেন না। জয়হরি কোন কথাই কহিতে পারিল না,—মাথা নীচু করিয়া রহিল।

ঘরে ঢুকিলে দেখি,—সে যেন তার সমস্ত উৎসাহ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

৪৮

স্বভাব-সরল সদা প্রফুল্ল জয়হরির বিষণ্ণ ভাব আমি আদৌ সহিতে পারিতাম না,—আমাকে বড় বাজিত। স্বস্তি থাকিত না—মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিতাম। তাহার মনটাকে অন্যদিকে মোড় ফিরাইবার জন্য বলিলাম—

"জয়হরি,—আমার একটা কাজ করবে,—আমি আজ আর বেরুতে পারছি না।"

সে সচকিত হইয়া বলিল—"বলুন না, আমি ত' কাজই খুঁজছি। মামা চললেন—"

আমি আর ও-প্রসঙ্গ বাড়িতে না দিয়া বলিলাম—"সে ত' জানা কথা জয়হরি,—আমরা কেহই ত' এখানে থাকতে আসিনি। আমরাও ত' যাব। কাচ্চা-বাচ্চাওলা গৃহস্থলোক বাড়ী ছেড়ে কতদিন থাকতে পারে।"

"তা বটে,—সেটা ঠিকও নয়। তবে এক সঙ্গে—যাক,—কষ্ট হয়ই। হ্যাঁ—কি করতে হবে বলুন,—এই ত' সবে পউনে ন'টা।"

বলিলাম—"আমাকে একখানি—তোমার পচন্দ মতো, খুব ভালো—দেশী কালাপেড়ে ধুতি এনে দিতে হবে। ধোয়া দশহাতি। তোমার মনের মতো হওয়া চাই কিন্তু। ১১ হাত × ৪৮" পেলে—তাই নিও।"

জয়হরি উৎফুল্ল উৎসাহে বলিল—"ওঃ—বুঝেছি, মাতুলের জন্যে। আপনি দেখে নেবেন—কি রকম কাপড় আনি। আমি নিজে কুঁচিয়ে দেব।"

"তা দিও, তোমার মনের মত হলেই—আমার পচন্দ হবে।" এই বলিয়া দশ টাকার একখানি নোট্ তার হাতে দিলাম। সে আগ্রহের সহিত লইয়া—আনন্দে বাহির হইয়া গেল।

জয়হরির ধাতে বাবুর গন্ধ না থাকিলেও আমি বরাবরই দুইটি বস্তুতে তাহার সখ ও যত্ন লক্ষ্য করিতাম। তাহার দিশি কালাপেড়ে কাপড়খানি নিমন্ত্রণাদি রক্ষাক্ষেত্রে বাহির হইত। ব্যবহারান্তে ময়লা না হইলেও, বেশী পয়সা দিয়া সেখানি কাচাইয়া ও স্বয়ং কোঁচাইয়া, ভবিষ্যৎ ভোজের জন্য প্রস্তুত রাখিত। আর তাহার নামাঙ্কিত শীল-আংটী। সেটি সে অর্ডার দিয়া কলিকাতা হইতে তৈয়ার করাইয়া আনায়। তাহার ধারণা—অন্যত্র তেমন হাই-পালিস্ সম্ভবই নয়। আংটীটি বরাবরই **velvet lined case**-এ (মখমল্ বসানো বাক্সে) নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিত। এখানে আসা অবধি তাহার আলোক দর্শন ঘটিয়াছে,—আঙুলে উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহার উপর খড়ি-পালিসও চলিতেছে।

বীমা-দুর্য্যোগে তার সেই সখের কালপেড়েখানির দুর্দশা ঘটায়, সেই ক্ষতিপূরণের জন্যই তাহাকে কাপড় কিনিতে পাঠানো।

জয়হরি চলিয়া যাইবার পর কত কি কথা—এলো-মেলো অগ্রথিত-ভাবে মনটাকে ভাগাভাগি আরম্ভ করিয়া দিল। কোনটাই ধরা দেয় না ;—"এলুম" বলিয়া আসে, —"দাঁড়াও" বলিলেই সরিয়া যায়।

ফল কথা,—এখানে আর বসিয়া থাকা কেন,—কোন্ কাজে? আবার, যেখানে যাইব—যাওয়া ছাড়া সেখানেই বা কোন্ কাজটা আমার প্রতীক্ষায় আছে! কোন্ ক্ষতিটা বা কাহার ক্ষতিটা নিবারণ হইবে!

বৈরাগ্য নয়,—এ এক অদ্ভুত অবস্থা। কোথাও একটা বড় রকমের টান নাই,— কোনটাতেই জোর পড়ে না! জগতে—পাওয়ার দাবী ফুরাইলে, শুধু থাকার দাবীটা বোধহয় বিড়ম্বনা।

যাক,—উঠিয়া পড়িলাম। একটু নড়াচড়া না করিলে—এ জড়তাও নড়িবে না। শরীর বা মন কোনটাই দূরে যাইবার মত ছিল না! ইস্কুলটি নিকটেই—কম্পাউণ্ড বড়। এক কোণে বৃদ্ধ-বটবৃক্ষ কয়টি—প্রস্তরাসন ও ছায়া দুই-ই পাতিয়া রাখিয়াছে। এক-পাক ঘুরিতেই—সেইখানেই যেন ডাক পড়িল,—আমি আসন লইলাম। একদিন এই বটকুঞ্জের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া—মাতুলকে দেবতার ভয় দেখানো হইয়াছিল। অন্ধকার রাত হইলে আমাকেও আজ দূর হইতেই নমস্কার করিতে হইত।

সম্মুখেই রাজপথ,—রাজ-রজ-রঞ্জিত যাত্রীর কোলাহল ;—নিকটেই বালকদের বাণী-ভবন—কল্লোল-কুঞ্জ। তবুও স্থানটি বেশ নিভৃত আর নির্জন,—বড় আরাম বোধ করিলাম। ভাবিলাম সর্ব-বন্ধন-শূন্য দ্রষ্টার মত বসিয়া থাকি। কিন্তু জো কি! গত রাত্রের স্বপ্ন-বিভীষিকা,—জাগরণ,—জয়হরি-হরণ, এই ত্র্যহস্পর্শে বাতিক বৃদ্ধি ত' ঘটিয়াই ছিল,—সহসা মনে পড়িল—ফিরিবার দিন নিকট হইয়া আসিল,—কই স্থানটা সম্বন্ধে মনে যে সমস্যাটা উঠেছিল—এর কতটাই বা বৈদ্যনাথ আর কত খানিই বা দেওঘর,—তাহা ত' মিটে নাই—অপূর্ণই রহিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব ?

এ সম্বন্ধে যে আমার চিন্তা ছিল না তাহা নয় ; যেহেতু—নিষ্কর্মা বাজে লোকেও বাঁচে, এবং বাঁচিতে হইলে—মাথাটা বাদ দিয়া বাঁচা চলে না। চিন্তা আসিত ;—স্থানাভাব দেখিয়া সরিয়া যাইত।

বিদ্যালয়ের বাউণ্ড্রির (গণ্ডীর) মধ্যে থাকায়,—স্থান-মাহাত্ম্যেই হউক বা যে-কারণেই হউক,—ছাত্রাবস্থার একটা স্মৃতি সহসা উদয় হইল। সে-বৎসর এণ্ট্রেন্স দিব,—পরীক্ষা আসন্ন,—গণিতের একটা জটিল অঙ্ক—নানা পন্থা অবলম্বনে কসিয়াও ঠিক উত্তর পাইতেছি না। দূর কর—বলিয়া হতাশ হইয়া হলের (**hall**-এর) পাশ দিয়া যাইবার সময় দেখি—ফোর্থ-ইয়ারের (**4th year**-এর) একটি দাঁড়িগোঁফধারী চেয়ারজোড়া স্থূলকায় ছাত্র, টেবিলের উপর **Political Economy** এবং তদুপরি মাথা রাখিয়া নাসিকাধ্বনি করিতেছেন। তাঁহাকে সকলেই চিনিত, কারণ তিনি নাকি **knowledge** (জ্ঞান) অর্জনের জন্য ক্লাসে তিন বৎসর করিয়া কাটাইয়া আসিয়াছেন, এবং ফোর্থ-ইয়ারেও এইটা তাঁর তৃতীয় বৎসর! বহু আয়াসে এই নিয়মটি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। প্রফেসার পীরি সাহেব তাঁহাকে **wide** (**wise**) **man** (দিগ্‌গজ) বলিতেন।—

এ-হেন পাকা লোক পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি সশব্দে "হলে" ঢুকিলাম। কোন প্রফেসার ভাবিয়া তিনি সচকিত ভাবে মাথা তুলিলেন। তিনি যেমন মাংসল, তাঁহার মেজাজটিও তেমনি মোলায়েম ছিল। তাঁহাকে আমার অবস্থা জানাইয়া—অঙ্কটি একবার কসিয়া দেখাইয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি অঙ্কটি দেখিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—"এটা পারো নি! খুব সোজা যে হে—তখন এক মিনিটও লাগতো না ;—দেখি" বলিয়া—আমার খাতা আর পেন্‌সিল্‌টি লইয়া—লাগিয়া গেলেন।

—দুর্ভাগ্যক্রমে আমার খাতায়—পাঁচখানি পৃষ্ঠা মাত্র ব্যবহার্য হিসাবে বাকি

ছিল। তাহা খতম করিয়া বলিলেন,—"কাগজ কই?—আচ্ছা থাক। কেনই বা এত' গোলমালে যাওয়া,—এক্স্ (X) লাগালে এতক্ষণ কবে হয়ে যেতো। তুমি এক কাজ কর—একটা এক্স্ (X) লাগিও,—ব্যস্, আর কিছু করতে হবে না, আপ্‌সে বেরিয়ে আসবে। কথাটা—বুঝেছে কি না—সর্বদা মনে রেখো difficulty (মুশকিল) দেখলেই—এক্স্ (X) লাগাবে বুঝলে?" বলিতে বলিতে বেশ সপ্রতিভ ভাবে সটান্ চলিয়া গেলেন। যাক—

এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার সেই উপদেশটি হঠাৎ যেন দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিল। মনটা বল পাইল।

এক্সের শক্তির কথা যাঁহাতক মনে পড়া, সঙ্গে সঙ্গেই—এই ইস্কুলের সহিত একদিন যাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সেই—শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের—"সেকাল আর একাল," যেন পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সম্মুখে আসিয়া হাজির! তখন বক্সুর মিঞা লিখিতে হইলে—"ক্সু" না দিয়া এক্স্ লিখিয়া তাহাতে উকার যোগ করা হইত—যথা—বXুর! কি সোজা ব্যবস্থা!

মনে পড়িল—ক্রিশ্চানেরা—উপাসনায় বা সঙ্কটে—হাত দু'টি বুকে এক্সের আকারে স্থাপন করেন। ওইটি তাঁহাদের যিশু স্মরণ ও বিপদবারণ মুদ্রা।—ধরম ও চরম ক্ষেত্রে ওই এক্স্‌ই নিরুপায়ের উপায়,—মুশকিলাসান।

এই সব প্রমাণ থাকায় বুঝিলাম এক্সের মত অমন ইংরাজি "মধুসূদন" আর দ্বিতীয় নাই। Victoria Cross-এর প্রভাব সকলেই জানেন। আর X'mas ত' ঠাকুরদের কথা—বার দিন ছুটি!

তাই—পাঠ্যজীবনের সেই পাক্কা wide man-এর (বিদ্যা-দিগ্‌গজের) কথাই শিরোধার্য করিয়া স্থির করিলাম,—সময় মত' একটা এক্স্ (X) লাগাইয়া কার্যোদ্ধার করিয়া লইব।

যাক, দুশ্চিন্তা গেল,—নিশ্চিন্ত হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

ফলকথা ও-গবেষণায় আর গা ছিলনা—জয়হরিকে লইয়া ফিরিতে পারিলেই বাঁচি।

৪৯

বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখি,—কর্তা বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া বাগেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন। আমি তাঁহার সামনে দিয়া বৈঠকে গিয়া ঢুকিলাম।

বাণেশ্বর বলিতেছে—"মাটির মানুষ ছিলেন"—

কর্তা—"এই না বললি—রসগোল্লা খেয়ে গেলেন। তুই বেটা আমাকে জানোয়ার পেয়েছিস, যা বলবি তাই বিশ্বাস করতে হবে! মাটির মানুষে রসগোল্লা খায় রে হারামজাদা?"

বাণেশ্বর—"না হুজুর—সত্যিই বড় ভাল লোক—"

কর্তা,—"কিসে ভাল লোক?"

বাণেশ্বর—"আজ্ঞে—কথাবার্তা কেমন মিষ্টি।"

কর্তা—"বটে। আর আমাদের পকেটটা কেবল মিষ্টি! যে যার খায়—তার কথা কি কারুর ভাল লাগে রে বেইমান!"

সত্বর বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্নান আহ্নিক সারা হয়ে গেছে নাকি?"

"এই যে! কখন এলেন? ঘরেই ছিলেন বুঝি?"

"আপনার সামনে'দেই ত' এলুম"।

"কই আমি ত' দেখতে পাইনি! এ বেটার জন্যে কি কিছু দেখবার শোনবার জো আছে! বেরো বেটা—আবার কে আসবে দেখতে পাব না।"

অবস্থা সুবিধার নয় দেখিয়া, স্নানের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া বাণেশ্বরকে সরাইয়া দিলাম।

এইবার কর্তার চমক ভাঙিল,—আমাকে যেন এই দেখিলেন।

বলিলেন—"হ্যাঁ,—শুনছি নাকি যাবার চক্রান্ত চলছে? ওটার কথা ছেড়ে দিন, (অর্থাৎ মাতুলের কথা,—মাতুল ছিলেন কর্তার কি-এক সম্পর্কের শ্যালক)—পরিবারের মাথার অসুখ বলে দেড়মাসে এক ক্যানেস্তারা ঘি শুষেছে,—পরিবার দেড় পো পেয়ে থাকেন ত' ঢের। রাবড়ী কিনে রাস্তায় সাবাড় করে বাড়ী ঢোকে। ও কেবল নিজের পেট আর পোষাক বোঝে। পরিবারের মাথা ঘুরেছে কি অমনি,—ওই ঘুরিয়েছে। ওর যাওয়াই ভাল। তা বলে আপনাদেরও খেয়াল আসছে কেন! এই এইটাই ত' এখানে ভাল সময়। না—না—না, ও সব মতলব করবেন না।"

বলিলাম—"জয়হরিকে এখানে রাখতে আর সাহস পাচ্ছি না,—বড় হালকা বুদ্ধি, কোন্ দিন কি—"

তিনি সহাস্যে বলিলেন—"ওঃ—বুদ্ধির কথা বলছেন? সকলে আমাকে ভারি বুদ্ধিমান বলতো। ভারি-বুদ্ধি নিয়ে জারির কাজটা কি করা হয়েছে। বুদ্ধিমানে—বিবাহ করে? সেটি আমি করেছি। বুদ্ধিমানে—ভেজাল বাড়ায়? সেটি আমি

বাড়িয়েছি,—এক ছিলুম—এগারো হয়েছি। বহু হওয়াটা ভগবানেরই পোষায়। বুদ্ধিমানে—গীতা পড়ে,—যাতে বলে—সেরেফ খেটে যাও,—পয়সার পিত্তেস্ রেখো না ? আমি তা পড়ি।"

"কেন পড়েন ?"

"পড়ি কি সাধে,—ওর মাহাত্ম্যে যে মেরে রেখেছে মশাই। নিত্য পড়লে আর গীতা দান করলে নাকি,—দানও যে করিনি তা নয় ; যদিও তাঁর বাঁধাতে বার আনা লাগবে,—ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হন। তা এই সতেরো বচর ত' পড়ছি, কিন্তু যাক্—বুদ্ধির কথা আর বলবেন না,—বড় ঠকেছি। এখনো একটু কমে ত' বাঁচি !"

বলিলাম—"অন্ততঃ—ছেলে মেয়েদের !"

"আঃ—সেইটে আশীর্বাদ করুন। এর ওপর কি আর কথা আছে ! আপনি দেখছি অন্তর্যামী। আপনারা থাকায় বেশ আছি, বাড়ীতে সব—আরো বেশ আছেন, যাবার কথা আর নয়। ভাল কথা জয়হরি বাবুকে যে দেখতে পাচ্ছি না বড় !"

"এই নিকটেই গেছেন।"

তিনি চঞ্চল হইয়া বলিলেন—"বলেন কি ! সবার চেয়ে নিকট যে ইস্টেশন। যদি খালি গাড়ী দেখে উঠে বসতে সখ্ হয়,—তার পর—ছাড়লেই ত' লাফ"—

হাসিতে গিয়া প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল,—কথাটা আদৌ অসম্ভব নয়।

তিনি চঞ্চল ভাবে—"এই বাণীকুঞ্জ—ওরে বাণীকুঞ্জ" হাঁকিতে হাঁকিতে অন্দরের দিকে ছুটিলেন। আমিও শিরস্থ-রক্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত র‍্যাপারখানা লইতে বৈঠকের মধ্যে ঢুকিলাম।—সত্যই ত', বাজার ত' দূর নহে,—সে গিয়াছে নয়টার পূর্বে—এখন এগারোটা অতীত।

অন্দর হইতে কর্তার আওয়াজ পাইলাম—"এই যে জয়হরিবাবু—এখানে এ-কি হচ্ছে !"

"এই সাবুটো মা'কে দিয়ে ত'য়ের করিয়ে নিচ্ছি।"

"বেলা হয়েছে—ক্ষিদে পাবারই কথা।—"

আর শোনা গেল না। একটা আরামের নিঃশ্বাস পড়িল। কিন্তু শয্যাগত অজ্ঞান অবস্থার পূর্বে জয়হরি সাবু খাইবে,—এরূপ একটা অসম্ভব কথা—মানুষের মাথা খারাপ না হইলে সেখানে ঘেঁসিতেই পারে না। দুর্মতিকে—এ সুমতি দিল কে ? বিশেষ বাড়াবাড়ি সুরু হয় নাই ত' ? কাপড় কিনিতে গিয়াছিল,—কাপড়ই বা কই ! ঘরটা ভাল করিয়া দেখিলাম। কই—কাপড় কোথায় !

বাণেশ্বর স্নানের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"জয়হরিবাবু সাবু খাচ্ছেন কেন র্যা,—কেমন আছেন?"

"তিনি ত' ভালই আছেন বাবু,—তিনি সাবু খাবেন কেন? ও আর-কার তরে ত'য়ের করিয়ে নে-গেলেন।"

"সে আবার কি! তাঁর নিজের নাওয়া-খাওয়া নেই?"

বাণেশ্বর বলিল—"বলে গেলেন—তাঁর একটু দেরী হবে,—আপনারা খেয়ে নেবেন। তিনি মা'দের সঙ্গে খাবেন।"

কথাটায় আশ্চর্য বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। জয়হরির মধ্যে এমন কিছু আছে—যাহার সহজ শক্তি দু' এক দিনের পরিচয়েই স্ত্রীলোকদের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া সঙ্কোচশূন্য করিয়া লয়। তাঁহারা তাহার চিরদিনের পরমাত্মীয়া হইয়া যান,—এবং তাহাকে পাইলে একটা স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ও আনন্দ অনুভব করেন,—কেহ তাহার মা, কেহ মাসীমা, কেহ দিদি—কেহ ভগ্নী হইতে বাধ্য। আবার একদণ্ডের মধ্যে বালক-বালিকাদের কাছে সে সমবয়স্ক খেলার-সাথী বনিয়া যায়। পরিচিত স্ত্রীলোকদের ও বালকের নিকট সে শিশু ভিন্ন আর কিছুই নহে,—ছেলেধরায় তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে!

তাই মেয়েদের সঙ্গে খাবে শুনিয়া আমি আদৌ আশ্চর্য হই নাই। কিন্তু—এ আবার কি! সাবু কাহার জন্য,—সে গেল কোথায়,—আমার সঙ্গে দেখা করিল না কেন? আবার কি কিছু ঘটাইল নাকি!

ভাল জল-হাওয়া ত' সকলেই খোঁজেন, গ্রহেরাও ত' সকলের বাহিরে নহেন,—তাঁহাদেরও এখানে গতিবিধি—ভবন নিকেতন থাকা সম্ভব। কর্তা বলিলেন—এখানে এই সময়টাই ভাল সময়,—এখন যাবার নাম করবেন না। না,—সে হতেই পারে না।

* * * *

আহারটা আজ যেন কর্তব্য সমাধা করিবার অস্বস্তি লইয়া আরম্ভ হইল। কর্তার মুখে যেন অস্বাচ্ছন্দ্য মাখানো। তিনি চটিবার একটা অবলম্বনের অনুসন্ধানে ছিলেন। বাণেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"এই বেটা বীণাপানি—জয়হরি বাবুকে চট্ করে ডেকে আন।—দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

"—আজ্ঞে তিনি কোথায় গেছেন তা ত' জানিনে বাবু।"

"জানতে কেউ মানা করেছিল রে হারামজাদা।"

এই সময় খিড়কি দিয়া জয়হরি ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাগেশ্বর নিষ্কৃতি পাইল,—আমিও কম নয়।

কর্ত্তা বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আমাদের এঁরা বললেন বসতে,—দেখ দেখি —কি বিচ্ছিরি কাজটা হ'ল। দাও—জয়হরি বাবুকেও দাও"—

জয়হরি বিনম্র স্বরে বলিল—"আপনারা খেয়ে নিন,—তাতে কি হয়েছে। আজ যে আমি মায়ের সঙ্গে খাব।"

"ওঃ—আপনারো অম্বল চাগিয়েছে বুঝি, তবে সেই ভাল,—সেই ভাল, ওই হেঁসেল-ঘরে বসাই ভাল,—ওটি অম্বলের ভৈষজ্য-রত্নাকর। হাতের কাছে সব রকম পাবেন।"

জয়হরির কথার সুরটা যেন বৈরাগ্য-মিশ্রিত-বিনয়ের মত বাজিল। সে আমার দিকে না তাকাইয়া সরিয়া যাইতেছিল। তাহার ভাব দেখিয়া সন্দেহ হওয়ায় বলিলাম, —"আহারান্তে আমার কাছে এসো,—কথা আছে।"

সে নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ব্যাপার কি!

৫০

সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মনটাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া কূল না পাইয়া শূন্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বেড়াইতেছিল। জয়হরি কখন নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে লক্ষ্যই করি নাই। ফিরিয়া দেখি সে বিষণ্নমুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া। চুল আঁচড়ায় নাই, গায়ে মাথা-গলানো একটা ময়লা গেঞ্জি। গাঁদা ফুলের মালা আর সিঁদুরের টিপ্ থাকিলে —পাড়াগেঁয়ে যাত্রী বলিয়া বলিয়া ভ্রম হইত।

বলিলাম—"ব্যাপারটা কি,—শরীর কি খুব খারাপ?—সকালে এত উৎসাহ করে নোট নিয়ে কাপড় কিনতে গেলে,—এনেছ?"

সে মুখখানা আরো নীচু করিয়া মাথা নাড়িল মাত্র। বুঝিলাম—আনা হয় নাই।

"নোটখানা হারিয়েছ?"—কারণ সেটা তাহার পক্ষে খুব সোজা কাজ।

আবার পূর্ব্ববৎ মাথা নাড়িল। হঠাৎ একটা সন্দেহ মনে জাগায়, চাহিয়া দেখি—

তাহার সাধের আংটিও আঙুলে নাই। কি সর্বনাশ! নিশ্চয়ই কোনো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়িয়াছিল দেখিতেছি। গায়ের কাপড়ই বা কোথায়? গায়ে নাই,—এ ঘরেও ত' দেখিতেছি না!

বলিলাম, "জয়হরি—কি হয়েছে ঠিক করে বলো,—আমাকে আর ভাবিও না। আংটী দেখছি না,—গায়ের র‍্যাপারটাই বা কোথায়,—নোটখানাও নেই!"

মুখ না তুলিয়াই সে ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি গেলেও আপনার থাকতো না,—সে আপনি দেখলে থাকতে পারতেন না। গায়ের কাপড় আমার দরকারই হয় না—আংটীর সখও আমার মিটে গেছে।—যাই, মামাকে বলে আসিগে—কাপড় পাঠিয়ে দেব।"

বলিলাম—"খবরদার, এমন কাজ কোরো না, সে কাপড় মামার জন্যে নয়। কিন্তু যা সুন্দর হিসেব দিলে, তাতে ত' কিছুই খোলসা হল না।"

সে একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল—"হিসেব কি করে হবে মশাই! কাপড় কিনতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কোথায় বটতলায় সেই অসহায় বাঙালীটি বসে আছেন, তাঁর খবরটাও ত' নিতে হবে,—আর সেই বদমাইস পাষণ্ড বেটাকে"—

সভয়ে বলিলাম—"মারামারি করনি ত'!"

"না,—তা আর হল কই।—এখনো ইচ্ছে আছ;—চোর বেটা! দেখি—ভিড় রয়েছে। পাষণ্ড বেটা সব কেড়ে নিয়েছে। ব্যায়রামী মানুষ—এই শীতে একখানি কম্বল জড়িয়ে হেঁট হয়ে বসে আছেন,—সেখানাও চায়! বেটার গলা যেন কাঠের তয়েরি,—একটু রস নেই। যেমন আওয়াজ তেমনি ভাষা! বেটা কথা কইছে যেন গণ্ডারের চামড়ায় লাঠি পিঠছে! বাঙ্গালী যেন চিরকাল মাছের-ঝোল ভাত আর লাউ-চিংড়ি খায়,—সরস থাকবে মশাই।—

"বাবুটি দেখি ধীরে ধীরে কম্বলখানি গা থেকে খুলে মাটিতে ফেলে দিলেন। তাঁর গায়ে রইলো—টুইলের একটি ছেঁড়া সার্ট, আর তাঁর পাঁজরা ক'খানি। পাপিষ্ঠ বেটা—কম্বলখানা তুলে নিতে যেই হাত বাড়ালে,—আমার সব রক্তটা চন্ করে মাথায় পেঁছে গেল—মুখ থেকে বেরুলো—"খবরদার" আমি সেই অবস্থায় নিজের গায়ের কাপড়খানা তাড়াতাড়ি তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে,—বটের একটা ঝুরি একটানে ছিঁড়ে নিয়ে বললুম—"পাষণ্ড তোম একজন অসহায় ব্যায়রামি বেক্তির কম্বল—এই শীতকা দিনে গায়েমে-থেকে উতরে লেকে বাড়ী যাবে,—আও—লেও। হামারা শরীরমে জান থাকতে—তোমরা সাদ্যি নেই হোগা,—আও;—কেতনা শক্তি হায় একবার দেখি!"

বলিতে বলিতে জয়হরি—স্থানকাল ভুলিয়া—ফুলিয়া উঠিল,—মালকোঁচা মারিয়া ফেলিল। আজ সে চুল আঁচড়ায় নাই—তাহার অধিকাংশই উৎক্ষিপ্ত ছিল। সবটার সমাবেশে—দুঃশাসনের রক্তপানের অব্যবহিত পূর্বাবস্থায় দাঁড়াইয়া গেল। আমি ভীত হইলাম, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম—"জয়হরি করছ কি,—এঁরা এখনি ছুটে আসবেন। যাক—মারোটারোনি ত' ?"

অনাবশ্যক উত্তেজনাটা কতক সম্বরণ করিয়া সে বলিল—"মারা-মারি ?—ইচ্ছাটা কেবল হয়। দুর্বলের ওপর অন্যায় অত্যাচার দেখলে চুপ করে সভ্যতার পরিচয় দেবার মত উচ্চ শিক্ষা হয়নি বলেই হয়। অসহায় দুর্বল ভাইকে কি মা-বোনকে পশুর হাতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অত্যাচারিত হ'তে দেখলে, শিস দিতে দিতে সোজা বাড়ী এসে, চা খেতে খেতে গ্রামোফোন ঘুরিয়ে—"মানুষ আমরা নহি ত' মেষ" শোনবার মত' সুবুদ্ধি আসেনা মশাই। বরং ইচ্ছা হয়—ঐ মিথ্যাভাষী চাকায় (প্লেট) ভেঙে আকায় দি !"

অবাক হইয়া শুনিতেছি আর ভাবিতেছি—এ আবার কি ! এ আবার কবে এমন বক্তা হ'ল ! যাহার যাহা প্রিয়, কোন এক শুভ বা অশুভ লগ্নে তাহার সাড়া মানুষকে বোধহয় শক্তি যোগায়। সে বস্তুটি হৃদয়ের কোনো গভীর গুহায় গোপন থাকে এবং সহসা একদিন বাহির হইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দেয়।

বলিলাম—"তার পর ?"

"তার পর আর কি ! তিনি কিছুই করতে দিলেন না ! জোড়হাত করে বললেন —'ভাই—আমার জন্যে নিজেকে বিপন্ন কোরো না। আমার যদি কোনো আশা ভরসা থাকতো—তোমার এ সব সার্থক হ'ত। আমার শেষ হয়ে এসেছে,—গায়ের কাপড় আর আমাকে রক্ষা করতে পারবে না,—উনি নিয়ে যান। আমি ঋণী।"—

—"সে সব অনেক ভাল ভাল কথা,—সে আমার আসে না,—মনেও নেই। অমন মানুষের এত কষ্ট,—উঃ !"

দেখি—জয়হরি অন্য দিকে ফিরিয়া চোখের জল সামলাইতেছে। পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সে সব শুনে কি হবে !" অর্থাৎ সে আর বলিতে পারিতেছিল না।

বলিলাম—"চিন্তা কি জয়হরি—যিনি এত বড় বিশ্ব সামলাচ্ছেন, সেই ভগবান তাঁরও উপায় করে দেবেন।"

সে একটু স্থির হইয়া বলিল—"আপনারা ওই যে সাধু ভাষায় প্রভু প্রভু, ভগবান

ভগবান বলেন ;—উনিও বলছিলেন,—আপনাদের ও সভ্য-ঠাকুরটি কিন্তু নেই! কোথাও চেহারা দেখেছেন কি ? তা না থাকলে লোক কোথায় দুঃখু জানাবে। ঐ ভুল করেই উনি এত' কষ্ট পেয়েছেন দেখছি! আমাদের মা-কালীকে ডাকলে কখ্খনো এমন হ'ত না। কি জাগ্রত মশাই,—তারক তেলির ছেলে কলেরায় গিয়েইছিল,—মা-কালীর এক-ফোঁটা চরণামৃত গলায় যেতেই বেঁচে উঠলো। চক্ষে দেখেছি। তবে,—তার না বাঁচাই ভাল ছিল,—বেটা এখন চোর হয়েছে।"

এতক্ষণে জয়হরিকে ফিরিয়া পাইলাম। মনে মনে হাসিয়া, বলিলাম "শেষটা কি হ'ল ?"

"শেষ আর কি—তেমন শীত নেই যে র‍্যাপার চাই, বে-পৈতে নয় যে—আংটির দরকার। কেবল অকেজো আসবাব ব'য়ে বেড়ানো আর খবরদারী করা। সে দিন নাকটা ছ'ড়ে রক্তারক্তি! অর্ধেক রাতে সন্দেহ হ'ল আংটী বুঝি নেই,—তাড়াতাড়ি আঙুলটো নাকে ঘষে দেখতে গিয়ে ওই কাণ্ড! যাক—ভালই হয়েছে,—আমার ত' মশাই বেশ ঝাড়া-হাত-পা বোধ হচ্ছে।"

"তা যেন হচ্ছে, কিন্তু শেষটা হ'ল কি ? সে সব গেল কোথায় ?"

"আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না,—ও র‍্যাপার থাকত না মশাই,—ছিঁড়ে যেতই—না হয় কেউ গা' থেকে খুলে নিতো—আর আংটি আমি হারাতুমই। ছাতা, ছড়ি, ছুরি—সবই ত' হাতের জিনিস,—কই, একটাও রইলো কি।"

"কি পাপ! বলই না কি করেছ, আমি ত' কিছু বলছি না।"

"আপনি ত' লাভটা দেখছেনই না। আপনি থাকলে কিন্তু অনেক পোড়্তো,—সে দুশ্মন-বেটা পেয়ে বোসতো! বেটা আমার কাছেই ঠারা টাকা চায়! আপনি হলে দিয়ে বসতেন। বেটা আমার কাছে ঠারা টাকা নেবে—আমায় এমনই মুখ্খু পেয়েছে! আমি সেই ছ'গণ্ডা টাকার আংটি দিয়ে সেরে দিয়েছি।—বললুম—"তোমরা কেত্তা টাকা চাই ?" বেটা থতমত খেয়ে বলে ফেললে—বাবুকে ঠারা রোজ ঘরমে রেখেসে—সাবু খিসিয়েসে,—ঠারা টাকা চাই।" বললুম—"ঠারা ফারা বুঝি না—এই আংটি লেও—এর বেশী দিতে পারেগাও নেই,—মাথা মুখ থুঁড়ে ক্ষত বিক্ষত করলেও মিলেগা নেই,—এবং পত্রপাঠ বাবুকা সব জিনিস পত্তোর শুড়্ শুড়্ করকে নিয়েস্কে দেও।" বেটা ভয়ে ভয়ে আর কথাটি কইতে পারলে না। তিনখানা কম্বোল, একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, একটা টিনের মগ, আধখানা সানলাইট সাবান, একখানা ছেঁড়া

কাপড়, আর একখানা বোধহয় **Word Book** (ওয়ার্ড বুক) বার করে দিলে ৷৷ **"Worth"** মানে কি মশাই ?

"মূল্য" ।

হ্যাঁ ঠিক হয়েছে ।

"বাবুটি বলিলেন—'ভাই—তুমি কার জন্যে এ সব করছ,—হাতের আংটি দিও না—আমার বেদনা বাড়িও না । আমার শক্তি নাই যে বাধা দি,—অশ্রু নাই যে কাঁদি, স্থানও নেই, প্রাণও থাকছে না,—রাস্তার ধারেই ও-গুলো পড়ে থাকবে । উনি নিয়ে যান,—আংটি নষ্ট করোনা ভাই । ঐ ব্যাগে দু' তিনখানা কাগজ আছে—তা যদি দেন,—থাকগে । আর কি হবে ! তুমি কিছু মনে কেরোনা ভাই,—আংটি ফিরিয়ে নাও । তুমি আমাকে যা দিয়েছ—তাই আমার যাত্রা-পথের যথেষ্ট পাথেয়,—জগতে অসহায়দের দেখবার মানুষ আছে,—এ দুর্লভ দান তোমারি !" তার মানে কি মশাই ? থাকগে ।

"ওই বলে, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে—ওপর দিকে চেয়ে বুকে হাত ঘসতে ঘসতে—'জল দাও—প্রভু জল দাও, এত করুণার মাঝে, এ মরু রেখো না ! অন্ধকেও এ কৃপা করেছ—এক বিন্দু দাও,—আমি, আমি তোমাকে নিবেদন কোরবো, বলতে বলতে তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন । চেয়ে দেখি লোকজন সরে গেছে । সেই সকাল-বেলায় যে দু'টি ছোকরা ধর্মশালার খোঁজ নিচ্ছিল—তাদের একজন আমার পাশে !—

"আমি জলের জন্য ব্যস্ত হতে সে ছোকরা বললে—"জল চাই না, একখানা গাড়ী দেখুন ।"

* * *

—"তাঁকে এখন ধর্মশালায় এনে রেখেছি । সে ছোকরা দু'টিও আছে । কিন্তু তিন-চার দিনের বেশী ত' থাকতে দেবে না ! একটু সেবা-যত্ন পেলে বোধ-হয় বাঁচতে পারেন । নিশ্চয় স্ত্রীপুত্র আছে,—উঃ—ভাবা যায় না মশাই ! বেশ বাংলা জানেন—আমি সে সব বুঝতে পারি না । বোধহয় মাইনার ইস্কুলের পণ্ডিত ছিলেন, উন্নতির আশায় ইংরিজিও শিখছিলেন,—**Word Book**-ও কিনেছিলেন,—আহা ! রোগে এগুতে দেয় নি,—পৈতে রয়েছে দেখলুম । এ বাসায় ত' স্থান নেই,—আর এ অবস্থায় ওঁকে একলা ফেলেও ত' যাওয়া যায় না । আপনি কি বলেন ?"

আমি যতই শুনিতেছিলাম ততই চিন্তার চাপ বাড়িতে ছিল । শেষটা কি এইখানেই

থাকিতে হইবে—না একেই খোয়াইতে হইবে। দেখিতেছি—ব্রাহ্মণী আমার গলায় একটি প্রবল গ্রহ বাঁধিয়া দিয়াছেন। বলিলাম—"তোমার বলাটাই আগে শেষ হোক।"

জয়হরির মুখখানা চিন্তাপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সে বলিল—"আপনি কি একা পূর্ণিমায় যেতে পারবেন। না, তা'হলে মা কি মনে করবেন। চলুন কাল আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসিগে। আপনি ত' ফেরবার তরে ব্যস্ত হয়েছেন?"

বলে কি! আমি যেন আমার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। এর মতলবটা কি। বলিলাম—"তার পর?"

সে কাতর ভাবে বলিল—"ভদ্রলোক এই বিদেশে বড়ই অসহায়। তা না ত' মারাই যাবেন। দেখে শুনে—আপনি আর গোটা কতক টাকা যদি দেন,—সে দশ টাকা—এক জোড়া কাপড়, দুটো জামা, আধসের বেদানা আর গাড়ী ভাড়াতেই হয়ে গেছে। আমি মাইনে পেলেই"—

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম—"দেখ জয়হরি—দুনিয়ায় রোগ শোক দুঃখ কষ্টের কম্‌তি নেই,—তুমি কয়জন লোকের কতটুকু অভাব দূর করতে পার। সাধ্যমত যা করেছ ভালই করেছ, আর বাড়াবাড়িতে যেও না। বাকিটা অপরকে করতে দাও। কেউ না কেউ দেখবে, ভগবান দেখবেন।"

"আবার ওই ভগবান বলছেন, মা কালী বলুন না। তা তিনি ত' আমাদের গাঁয়েই আছেন,—তাই ত' সেখানে—। সেখানে চাষের যা হয় আছে, পুকুরে মাছ আছে, গরুর দুধ আছে,—মা আছেন, আর সে,—তার আর কাজ কি আছে। রান্না, বাসন মাজা, জল তোলা আর গরুর সেবা—এই। সেও দেখতে পারবে। যদি বাড়ী যেতে পারেন আর চান ত' পৌঁছে দিয়ে আসি। বিদেশে ভদ্রলোককে এ অবস্থায় ছেড়ে,—আপনি মাপ করবেন"—

তাহার কণ্ঠ ভার হইয়া আসিল, চক্ষু দেখি—অশ্রুসিক্ত! সস্নেহে বলিলাম—"জয়হরি তার কোন পরিচয় নিয়েছে! পরিচয়টা খুব পাওয়া দরকার। অপরিচিত"—

"অপরিচিত কি মশাই! তিনি কতটা অসহায়,—সাহায্য তাঁর কতটা দরকার,—সে পরিচয় ত' তাঁর শরীর, তাঁর চোখ মুখ, তাঁর অবস্থা—দিয়েই দিচ্ছে। তাঁর মুখের কথা শুনে আর কি লাভ মশাই। আমাদের যেটুকু দরকার তা ত' পেয়েছি।"

শেষে সে কাতর ভাবে বলিল—"আপনি একবার দেখবেন না।"

লজ্জায় অন্তরটা ছি ছি করিয়া উঠিল। সংসারে আজন্ম হিসাবের পথে চলার অভ্যাস সম্মুখের সহজ পথটা মুছিয়া দেয়! কথায় কাহার কতটুকু পরিচয় আমরা

পাই। কিছু পূর্বে জয়হরির কতটুকু জানিতাম! লোকের পরিচয় ত' কেবল কথায় আবদ্ধ নয়,—বরং কথাই তাহা গোপন রাখে।

এই চরম পরাজয়ে বড়ই মানসিক গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম।

"চল জয়হরি," বলিয়া,—উঠিলাম।

৫১

ধর্মশালায় উপস্থিত হইলাম। মাতুলের বর্ণনাটাকে মূর্ত রূপে সম্মুখে পাইয়া, বিস্মিত ভাবে দ্বারের বাহিরে থামিয়া পড়িলাম। সকালের সেই যুবকদ্বয় বেদানা ছাড়াইতেছিল। বাবুটি আমার দিকে চাহিয়া যেন সংকোচ-চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

"সংকোচের কোন কারণ নাই—আমি আপনারই মত একজন", বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

"আমি বড় দুর্বল, সহসা দাঁড়িয়ে উঠতে পারি না" বলিতে বলিতে বাবুটি দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন ও বসিতে দিবার একটা-কিছুর জন্য—ঘরের এদিক ওদিক চাহিতেই, আমি তাঁর শয্যায় বসিয়া পড়িলাম।

মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া তিনি বলিলেন—"দেখুন দিকি—এঁরা আমাকে গাছতলা থেকে তুলে এনে বেদানা খাওয়াবার তরে ব্যস্ত;—আমি কি করে মুখে তুলবো! আমার তরে এ ঐশ্বর্য্যের আয়োজন করবেন না,—আমার"—এই পর্যন্ত বলিয়াই সহসা তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নত নয়নে বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বুঝিলাম—কোনো গোপন স্থানে তাহা আঘাত করিতেছে, বলিলাম,—"আপনাকে দেখে কে না বুঝবে আপনি পীড়িত, ওটা এখন-ত' ঐশ্বর্য নয়—আপনার ঔষধ। ওর সঙ্গে এখন ত' অন্য কোনো ভাব মিশতেই পারে না। ঐশ্বর্য হ'লে কি মৃৎপাত্রে উপস্থিত হ'ত,—ও যে ওর সব অহংকার ছেড়ে—মায়ের বুক থেকে স্নেহ-সরস হয়ে আসছে।"

তিনি মিনিট খানেক অবাক হয়ে আমার মুখের ওপর চেয়ে থেকে, শেষ একটি নিঃশ্বাস ফেলে যেন আবিষ্ট ভাবে বললেন—"দয়াময় তাঁর কৃপার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে

আমাকে নিয়ে চলেছেন। রোগ না হ'লে কত বড় অভাগ্য নিয়েই আমাকে যেতে হ'ত। —ক্ষমা করবেন,—আপনি কে?"

"আমি একজন অতি সাধারণ লোক,—অল্প কয়েক দিনের জন্য এখানে এসেছি। জয়হরির কাছে আপনার অসুখের কথা শুনে দেখতে এলাম।"

আবার তিনি আমার মুখে একদৃষ্টে চেয়ে সিক্ত কণ্ঠে বললেন—"আমাকে দেখতে এসেছেন! পথের জিনিস ছিলাম,—ঘর পেয়ে,—হৃদয় পেয়ে—আজ আবার বাঁচতে ইচ্ছা হয়!" এই বলে একটা হতাশের নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বুকে হাত ঘষ্‌তে লাগলেন,—যেন যন্ত্রণা বোধ করছেন।

বলিলাম—"এত হতাশ হচ্ছেন কেন,—আপনি সত্বরই ভাল হয়ে উঠবেন। আজ আর বেশী কথা কয়ে কাজ নেই,—একটু বিশ্রাম করুন।"

তিনি একটু সামলে বললেন—"এখন আমি ভাল আছি, এই সময় যতটুকু পারি বলি। আপনারা আমার শেষ সহায়—আপনাদের আর কবে পাব। বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু আমি একটু আরাম পাব; ক্ষমা করবেন—"

তিনি বাধার অবকাশ না দিয়া বলিয়া চলিলেন,—"প্রায় তিন বৎসর আমি ভয়ানক অজীর্ণে দিন দিন জীর্ণ হচ্ছিলাম। এখানে আসার তৃতীয় দিনেই আমি নিজেকে রোগমুক্ত অনুভব করলাম। অতবড় অজীর্ণ—যা আমাকে প্রতিনিয়ত ক্ষয় করে এই অবস্থায় এনেছে, তা যে কোন্ অলৌকিক শক্তি-সংঘাতে সরে গেল বলতে পারি না। পাণ্ডাজি—যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁকে আমি বারবার বলেছিলাম,—'আমি একেবারেই নিঃস্ব, বাবার মন্দিরে পড়ে থাকতে এসেছি।'—বলা সত্ত্বেও তিনি আমাকে স্থান দেন; আর আমার রুগ্নাবস্থায় যা আহার ছিল—এক পয়সার সাবু আর এক পয়সার মিছরি, জলে সিদ্ধ করে দুইবারে খাওয়া—তাও তিনি দেন। এখন জানছি—তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি—আমি যে আশাহীন নিঃস্ব তা বুঝতে পারেন নি;—আমার যে ভবিষ্যৎ নেই তা তিনি কি করে বুঝবেন। ভেবেছিলেন—পত্র লিখে টাকা আনিয়ে নেবে,—তীর্থের ঋণ কোনো বাঙ্গালী ভদ্রলোক রাখেন না।—'যাক,—পূর্বে জল সাবুও আমার হজম হচ্ছিল না, ক্ষুধা একেবারেই ছিল না। এখানে আসার পর রোগমুক্তি আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ক্ষুধা—আমার মস্ত বিপদ হয়ে দেখা দিলে। আমি ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর হ'তে লাগলুম,—পাথর খেলেও বোধ করি হজম হ'ত। কিন্তু সেই এক পয়সার সাবু খেয়েই থাকতে লাগলুম। আমি নিজে ত' জানি আমি কপর্দকশূন্য নিরুপায়,—যা পাচ্ছি তা

আমার ভিক্ষান্ন। নিঃস্বের ক্ষুধা যে উপদ্রবেরই নামান্তর! আমি ক্ষুধার কথা কি করে বলবো,—কা'কে বলবো, আমার কোন অধিকার আছে। কি করি ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় তিন দিন ছট্‌ফট্‌ করেছি,—নিকটে একটা নদী নাই যে অঞ্জলি পুরে আকণ্ঠ জল খাই।—একটা কুকুর সেই গলিতে ঘুরে বেড়ায়, আমারি মত কঙ্কাল ব'য়ে। যাত্রীদের খাদ্যাবশিষ্ট সামনে পড়লেও খেতে পায় না, সে যে রুগ্ন, দুর্বল। ক্ষুধার জ্বালায় সে ছুটে যায় কিন্তু অন্য কুকুর দেখলে এগুতে পারে না। তার সামর্থ্যের সঙ্গে সব দাবীই সে হারিয়েছে। তখন সে হতাশ বিষন্ন-মুখে কুয়াতলায় গিয়ে কাদাজল খেয়ে, আমারি দেলের পাশে এসে শুয়ে পড়ে। সে রূপও হারিয়েছে—কেউ তার দিকে চেয়েও দেখে না। এমনি করেই কি মারতে হয় প্রভু!—

"চতুর্থ দিনের বৈকাল পর্যন্ত সে-ই আমার মনটাকে দখল করে অন্যমনস্ক করে রাখলে। কিন্তু আর ত' পারি না! প্রাণ বলে উঠলো—"বাবা, তিন চারখানা দেলের পরেই তুমি রয়েছ, এই দেল ক'খানা কি তোমারো দৃষ্টির অন্তরায় হ'ল! তবে আর কে দেখবে! আমি—পেলে খাই, ও যে পেয়েও খেতে পাচ্ছে না ঠাকুর!"

"সামানের বট গাছটায় দু'তিনটে চিলের বাসা ছিল,—বাচ্চা হয়েছিল। তাদের মায়েরা এক একবার এসে বাচ্চাদের কিছু খাইয়ে যাচ্ছে,—দেখতে লাগলুম। মনে হল,—আজ চারদিন ক্ষুধায় মরছি—মা তুমি কোথায়! আকাশের দিকে চাইলুম। শূন্য হ'তে একটা চিলের পা থেকে একটা কি খসে কুকুরের মুখের কাছে পড়লো। চেয়ে দেখি—দু'খানা লুচি! নিমেষে চারদিক দেখে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি খেতে লাগল। ঠিক অনুভব করতে লাগলুম—যেন আমিই খাচ্ছি; ভারি তৃপ্তি বোধ হচ্ছিল! এখন আর ত' আমি মানুষ নই,—আমি তার মতই ক্ষুধা-পীড়িত প্রাণী। আমার কাছে আর তফাৎ ছিল না,—শেষ পর্যন্ত যেন না থাকে। এই মানুষের খোলটাই আমাকে অভিমান দিয়ে বড় কষ্ট দিয়েছে, বড় বঞ্চনা করেছে। ভদ্র মধ্যবিত্তের মত দুঃখী আর সহিষ্ণু দুনিয়ায় নেই,—তার বেশ, তার শিক্ষা, তার ব্যবহার—তার সত্যকে চেপে মেরেছে। এই আবরণ সে আমরণ বহন করে আত্মসম্মানের দাসত্ব করে চলেছে—তার কাছে সে জোড়হাত। সে আত্মমর্যাদার মুখ চেয়ে মৃত্যু স্বীকার করে,—সত্যের মর্য্যাদা রাখতে পারে না!—

"তখন ঘুমের আমার বড় দরকার, তাহ'লে ক্ষুধার জ্বালাকে কিছুক্ষণ ফাঁকি দিতে পারি—কিন্তু তা দরকার হয় না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, ভাবলুম এই তৃপ্তিটা নিয়ে শুয়ে

পাড়িগে—ঘুম আসতে পারে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলুম ; পেছন থেকে কে আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে সামলে শুইয়ে দিলে।—”

“চেয়ে দেখি স্ত্রীলোক,—এদের বাড়ী দুধ দেয় ;—আমার দিকে বিস্ময়-করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বললে ‘তোমার শরীরে যে কিছু নেই! তোমার হাতটা ধরতে আমার মনে হ’ল এ কি মানুষের হাত! বড় ভয়ও হ’ল। তুমি দুধ খাওনা কেন! তোমাকে দুধ খেতে হবে!” আমার মর্মে যেন মায়ের কথার সাড়া এল,—আমার চোখের সামনে মাতৃমূর্তি দেখলুম—আমাকে দুধ খেতে আদেশ করছেন। কোথায় গেল আত্মাভিমান! সত্য সহজেই বুক ছেড়ে মুখে বেরিয়ে এল—“মা, দুধ আমি কোথায় পাব,—আমার ত’ পয়সা নেই!” এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই এতদিনের আত্মাভি-মানের মরচে-ধরা বর্মটা খস্ করে খসে পড়ে গেল—আমি যেন তার দম্ভ-কর্কশ ধ্বনিটা পর্যন্ত শুনতে পেলুম।—

“তিনি কেবল বললেন (ক্ষমা করবেন, আমি তাঁকে তিনিই বলব) ‘আমার ছেলেরা দুধ খেয়ে যা বাঁচে তাই আমি বেচি। এখন একটু খাও,—খেতে হবে।’ এই বলে আমাকে আধসেরটাক দুধ খাইয়ে বললেন, ‘আমি এই সময় রোজ খাইয়ে যাব’।”

তিনি আমাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমার ক্ষুধার পক্ষে তা কিছুই নয়—ক্ষুধা ছিল তার সাতগুণ। দু’বেলা দুটি ভাত পাবার তরে ছট্‌ফট্ করেছি। গত দু’দিন থেকে **prostration** এসেছে। আর দাঁড়াতে বসতে পারছি না। আমার বোধ হয়—”

জয়হরি ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিল—সহসা দ্রুত ঘরে ঢুকিয়া বেদা-নার খুরিখানা লইয়া “আগে এই ক’টা খেয়ে ফেলুন ত’” বলিয়া নিজে হাতে করিয়া তাহার মুখে দিতে লাগিল। “সবগুলো খাওয়া চাই” বলিয়া একটি ছোকরার হাতে খুরিখানা দিয়া আবার দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

—“যদি আঠার দিন আগে এই ভাইটি দিতেন!” বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে বলিলেন “ও’র কথা রক্ষা না করলে আমার ওপারেও রক্ষা নাই। আমি এখন সব স্পষ্ট বুঝতে পারছি। সকালে গাছতলায় অসহায় প্রাণটা যখন ‘গেলুম গো’ করে উঠেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ওই ভাইটির প্রাণও ‘গেলুম গো’ বলে প্রতিধ্বনি পাঠিয়েছিল!”

বলিলাম “আপনাকে বড় বেশী কথা কওয়াচ্ছি—নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে,—আরও অব-সন্ন হয়ে পড়বেন,—এখন থাক।”

"নীরবে বৎসর চলে গেছে, কতকাল কথা কইনি। নিঃস্বকে দেখলে সবাই সরে যায়, আলাপে ভয় পায়। কারুর দোষ নেই, অভাব যে বড় ভয়ের জিনিস। তার উপর আমি পীড়িত। মানুষ আনন্দ চায়—শান্তি খোঁজে, অভাবের স্মৃতিটাও যে ও-দুটিকে নষ্ট করে। তাই কথার পথ বন্ধ করে—দেখার-পথ খুলে রেখেছিলুম। প্রকৃতি আমাকে তাঁর সকল দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। আজ আমার চারিদিকে উন্মুক্ত হৃদয়—আমাকে কথা কইতে দিন।"

৫২

সিঁড়িতে লোক উঠিবার শব্দ হইল। কানে আসিল জয়হরি বলিতেছে—"এই ঘর।" দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখি হ্যাট-কোট পরা সৌম্যদর্শন একটি ভদ্রলোক—প্রায় প্রবীণ। পূর্বেও দেখিয়াছি—ইনি এখানকার নামী ডাক্তার।—পশ্চাতে জয়হরি।

ঘরে ঢুকিয়া জয়হরি মুশকিলে পড়িয়া গেল—কোথায় তাঁহাকে বসাইবে। তিনি বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন, এটা ত' তোমার বাড়ী নয়,— — আর আমিও ত' বাঙ্গালী'—রোগীর বিছানাই আমাদের বরাসন।"

রোগীকে আর নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইল না! তিনি স্বয়ং গিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। মিনিট কয়েক রোগীর দিকে নির্বাক নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন, পরে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া যাহা যাহা জানিবার তাহা শুনিয়া লইলেন।

জয়হরি চুপচাপ দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হাতটা ভাল করে দেখতে হবে ডাক্তারবাবু। উনি বলছিলেন **prostration set in** করেছে। আপনার ত' এই সবে পনের মিনিট হয়েছে!"

আমি অবাক হইয়া বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিলাম,—তার এই অভদ্র ইঙ্গিতটায় সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু সেটা বোধকরি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "পরীক্ষা করব বই কি! আমাকে ত' এক ঘণ্টা থাকতেই হবে—তুমি ত' তার আগে ছেড়ে দেবে না।"

শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিলাম মাত্র।

ডাক্তারবাবু ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া জয়হরিকে বলিলেন, "ওটা, **prostration** নয়। বেশী রকমের **weakness** বটে—অন্য কোনও গোলমাল নেই। উনি যখন

নিজেই বলেছেন আর অনুভব করছেন ও'র আসল অসুখ সেরে গেছে খুব সম্ভবও তাই। এখন ও'কে দেখবার ভার তোমার রইল। আমি কেবল সুবিধামত এক এক-বার খবর নিয়ে যাব।"

জয়হরি বলিল, "আমি কি দেখব। আপনি ওষুধ দেবেন না?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন "ওষুধের আবশ্যক নেই। ও'কে দেওয়া চাই—সকালে আধসের দুধ, বেলা এগারটার মধ্যে মাছের ঝোল আর ভাত, বৈকালে আধসের দুধ আর রাত ন'টার মধ্যে মাছের ঝোল ভাত। এখন এক সপ্তাহ নিয়মিত এই চলবে। এ সপ্তাহটা উঠে হেঁটে বেড়ান নয়—পড়ে গেলে ভয়ের কারণ আছে। এই সব তুমি দেখবে—তোমার ভার,—কেমন!"

জয়হরি বলিল "যে আজ্ঞে, সে আমি পারব! কিন্তু আপনারও রোজ আসা চাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে ত' বলেছি—কিন্তু আমার কাজ করবে কখন?"

জয়হরি হাত জোড় করিয়া খুব বিনয়ের সহিত বলিল, "আপনি যখন বলেন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন "কিন্তু এ'কে দেখবার ভার নিলে যে!"

জয়হরি চিন্তিত ভাবে বলিল, "ভোরে গেলে হয় না? আপনি যা বলেন!"

ডাক্তারবাবু গম্ভীর ভবে বলিলেন, "তবে এ কয়টা দিন থাক—ইঁনি সেরে উঠুন। তারপর কিন্তু—"

সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "যে আজ্ঞে—সে আর বলতে হবে না,—এখানে আমার ত' আর অন্য কোনও কাজ নেই।"

"বেশ—সেই কথাই ভাল, এখন ওর জন্যে যে একটু গরম গরম দুদ্ধ দরকার।"

"এই যে" বলিয়াই জয়হরি দ্রুত বাহিব হইয়া গেল।

আমি বিমূঢ়বৎ উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলাম; কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেবল উৎকণ্ঠা বাড়িতেছিল।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছোকরাটি কে মশাই,—আপনার কেউ?"

"কেন বলুন দেখি, আমি ও'র দাদাবাবু।"

"নাঃ—বেশ লোক। খাড়া **warrant** (ওয়ারেণ্ট) কথাটা শোনাই ছিল—এই দেখলুম। বলে—'দাদার বড় অসুখ, আপনাকে এখুনি যেতে হবে, তা না ত' অসহায় ব্রাহ্মণ বিদেশে মারা যাবেন—তাঁর স্ত্রীপুত্রও আছে।' বললুম—'দু'জন লোক অনেক-

ক্ষণ থেকে বসে আছেন, আগে ওঁদের রুগী দেখে আসি। সন্ধ্যার পূর্বে ফিরতে পারি ত' যাব—ঠিকানা রেখে যান ;—তানা ত' কাল সকালে।—

—"বলে—'সে হবে না ডাক্তারবাবু—আমাদের দরকার আমি বুঝতে পারছেন না।' বললুম—'ওঁদেরও ত' দরকার—তানা ত' কেউ কি আসে,—না পয়সা দেয়।' তাতে বলে—'আপনার সে ভয় নেই ডাক্তারবাবু—আমি এক পয়সাও দেব না। ওদের পয়সা আছে—ওরা অন্য ডাক্তার নিয়ে যেতে পারে।"—

—যুক্তিটা যেমন সুন্দর তেমনি লাভের! ভাবলুম—মাথার গোলমাল আছে,—কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে এসে বসেছিলুম—উঠতে ইচ্ছা করছিল না,—কথাগুলো মন্দও লাগছিল না,—একটু চলুক না—হিসেবে বললুম, 'পয়সা দেবে না, যারা পয়সা দেবে তাদের অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠাবে—তুমি খুব লোক ত' ?'—

তখন কাতর হয়ে বললে, 'আমি মুখ্খু লোক—তাই আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না ডাক্তারবাবু, আমি কি বললে আপনি বুঝবেন তা যে আমি জামি না। যে পয়সা দিতে পারে না সে কি কিছুই দেয় না ডাক্তারবাবু!" এই বলে ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেললে।—

"এইবার আমি মুশকিলে পড়লুম। বললুম 'ও কি হে, তুমি জোয়ান পুরুষ মানুষ, তুমি—' আমাকে শেষ করতে না দিয়ে হাত জোড় করে বললে, "হ্যা', তা আমি খুব পারি,—রাঁধতে, জল তুলতে, বাসন মাজতে, যা বলবেন আমি রোজ এসে করে যাব—আপনি কিন্তু দয়া করে চলুন।'—

আমার পরিবার বোধকরি পাশের কামরা থেকে সব শুনেছিলেন, তিনি দোরটা খুলতেই তাঁর দিকে চেয়ে বললে, 'আপনি একবার বলুন ত' মা, আমাদের বড় বিপদ—তা উনি বুঝতে পারছেন না।' তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'উনি যাবেন বই কি—এক্ষুনি যাবেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছে রেখো।'

'আমি এক ঘণ্টার বেশী রাখব না মা।'

'তাই রেখো, কিন্তু কাল আমাকে ডেকে খবর দিয়ে যেও—তোমার দাদা কেমন থাকেন!' একথাও বলে দিলেন, 'ওঁর সব কথাই বুঝতে একটু দেরী হয়—তুমি কিছু মনে করো না বাবা!' তারপর অনেক কথা।—

"আমার আটচল্লিশ বছর বয়সে এমন একটি লোক দেখিনি—এরা-সব-কিছু করতে পারে, আবার অপরকেও সব-কিছু করাতে পারে,—পাগলের সঙ্গে এদের এই প্রভেদ। ভাল কথা—(রোগীর দিকে চাহিয়া) উনি আপনার কি রকম ভাই,—সহোদর ?"

বাবুটি চক্ষু বুজিয়া বুকে হাত ঘষিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই বলিলেন, "সহোদর ভায়ের স্নেহের সঙ্গে অজ্ঞাতে দেনা-পাওনার একটা দাবী থাকে,—এর কেবল সেইটে নেই, অন্ততঃ পাওনার পরওয়া নেই। দীনেন্দ্র ছিলেন আমার সহোদর ভাই—ভগবান আমার বই-পড়া ধারণাগুলোর ব্যর্থতা বুঝিয়ে দিতে তাকেই আবার মিলিয়ে দিলেন।"

ডাক্তারবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন—"তা হ'তে পারে, কিন্তু বুকে অত' হাত বোলাচ্ছেন কেন? আমি কয়েকবার লক্ষ্য করলুম,—এটা কি অভ্যাস?"

"না ডাক্তারবাবু—অভ্যাস নয়। তিন বৎসরের ভাবনা চিন্তার তপ্তশ্বাসে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পুড়ে জীবনটাকে মরুভূমি করে দিয়েছে। চোখে জল এলে একটু শান্তি পাই,—শুকিয়ে গেছে, সে আর আসে না। হৃদয়টা কিন্তু বাইরে এসে আত্মপ্রকাশ করতে চায়,—পারে না, আমাকে যন্ত্রণা দেয়। এই রকম করে সামলাই।"

ডাক্তারবাবু তন্ময়বৎ শুনিতেছিলেন,—তাঁর একটা নিঃশ্বাস পড়িল। বলিলেন—"আপনার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আপনার কিছু কিছু আমার শোনা দরকার বলে মনে হয়। আপনি দেখছি শিক্ষিত লোক, ডাক্তারকে সাহায্য করবার মত' যেটুকু দরকার আপনি তা বোঝেন—"

বাবুটি বলিলেন—"বোঝাবুঝির শক্তি বোধ হয়না যে আর আমার আছে। যারা এখানে উপস্থিত, তাঁদের কাছে আমার কোন সঙ্কোচ বা বাধা করবার মত' কিছুই নেই। তিন বৎসর প্রকাশের পথ না পেয়ে যারা আমাকে জীর্ণ করেছে আর আমার মধ্যেই জীর্ণ হয়েছে, তারা মুক্ত হলে, আমি একটু হালকা হয়ে আরাম পেতে পারি।"

জয়হরি এক বাটি গরম দুধ লইয়া আসিল, এবং ডাক্তারবাবুকে বলিল—"এক ঘণ্টা হয়েছে—তা জানেন? আর দেরী করবেন না।"

"হ্যাঁ—এই উঠলুম বলে। একটা দরকারী কথা শুনে নিয়ে যাচ্ছি।"

"মাকে কিন্তু বলবেন—আমি এক ঘণ্টার বেশী থাকতে বলিনি, আপনিই দেরী করছেন।"

*   *   *   *

আমি কেবল দেখিতে আর শুনিতেছিলাম। সবটাই আমার কাছে আশ্চর্যবৎ ঠেকিতেছিল। রোগীর শয্যায় একখানা **Wordsworth** পড়িয়াছিল, তাহাই নাড়াচাড়া করিতেছিলাম ও ভাবিতেছিলাম—এই **Words-worth**-ই জয়হরির কাছে মাইনর

স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় স্বরূপে Word book হইয়া থাকিবে। রোগীর সম্বন্ধে কিছু জানিবার ঔৎসুক্য যে না বোধ করিতেছিলাম এমন নহে। কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসার লজ্জাকর পরাজয়ে, সে প্রলোভন—আপনার মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গটা তুলিয়া আমাকে উৎকর্ণ করিয়া দিলেন।

ডাক্তার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া জয়হরি বলিল,—"তবে তামাক সাজি।"

ডাক্তরবাবু সহাস্যে বলিলেন—"ও কাজটার কথা ত' হয়নি ;—আমি তামাক খাইনা।"

জয়হরি আশ্চর্য হইয়া বলিল—"আপনি তামাক খান না! তবে আপনার call (ডাকা) কি করে হয়! যে ডাক্তার তামাক খান—তাঁকেই ত' লোক খোঁজে,—নাড়ী টিপেই গাড়ীতে পা বাড়াতে পারেন না। দু'দণ্ড পাওয়া যায়।"

ডাক্তারবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"জয়হরির যুক্তিগুলি যেমন নূতন তেমনি অকাট্য! দেখছি ওঁদের গ্রামে আমার অন্ন হ'ত না!"

জয়হরি ছিল গুড়ুকের যম ; তবে মাতুলের মত তোয়াজী ছিল না, ভালমন্দ বাছিত না। তার টানে টানে ধূমাবতী মূর্তিমতী হইতেন, কুয়াশার সৃষ্টি হইত! চাকরটা খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাইত না, ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিত,—"বাবু ঘরে নাই!" সে আমার সামনে তামাক খাইত না, অথচ কি করিয়া যে বাঁচিয়া ছিল, সেটাও আমার একটা চিন্তার বিষয় ছিল। তাই দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার সিগারেটের টিনটা আমাকে বৈঠকখানায় ভুলিয়া যাইতে হইত।

ডাক্তারবাবু যেন একটু ব্যস্ত ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—এইবার সংক্ষেপে বলে ফেলুন ত'—রোগটা দেখা দেবার কিছু পূর্ব থেকে ;—যা আপনি নিজে উল্লেখযোগ্য মনে করেন।"

তিনি বলিলেন—"না ডাক্তারবাবু, আমার সে সব আর আসবে না। আপনারা আমার দৈবলব্ধ শেষ আশ্রয়, আপনাদের কাছে আমি যতটুকু পারি বলে যাই—তাতে আমি শান্তি পাব। তবে আমার জীবনের কোনো কথাটার মূল্য আর আমার কাছে নাই। তারা কেবল—নিদ্রার দুঃস্বপ্ন আর জাগ্রত অবস্থায় সাজা। যা আমার জীবনটাকে সংক্ষেপ করে দিলে,—তা আমি সংক্ষেপেই বলে যাব। তার অনেক কথাই ডাক্তারবাবুর কাজে আসবে না, কিন্তু না বললেও আপনাদের রহস্যের মধ্যে রেখে যেতে হবে,—তাই বলা।—

"—আমাদের বাড়ী ছিল খিদিরপুরে। বাবা সামান্য চাকরি করতেন। তাঁর জীবনের একমাত্র প্রয়াস ছিল আমাদের দুই ভাইকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া। মায়ের দেখা দিলে—রক্তপিত্ত।—তিনি দ্রুত অপটু হয়ে পড়ায়, আমি বি-এ পাস করার পরই আমার বিবাহ দেওয়া হয়; এম্-এ পড়তে পড়তে ল-য়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। এই আমার অতিরিক্ত পরিশ্রমের আরম্ভ।

"আমিও এম্-এ পাস্ হলাম, মাও দেহত্যাগ করে রোগমুক্ত হলেন। বাবা এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না,—তিন মাসের মধ্যেই হৃদ-রোগে মারা গেলেন। আমাকে বল সঞ্চয় করতে হল। দুইটি প্রাইভেট্ টিউসনি স্বীকার করে ল-টা দিলুম,—পাস হলুম। আমার 'অনাথ' তখন হয়েছে, মাস সাতেক পরে 'মলিনা'ও হল। পত্নীর খাটুনীর অন্ত নাই। ছোট ভাই দীনেন কিন্তু দিন দিন কেমন নীরব হয়ে এল,—নিভৃত খুঁজে বেড়ায়,—একান্তে থাকে। আমার পথদে' হাঁটে না—কি বাইরে কি অন্তরে!

"অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্তনেও আমার আশা আকাঙ্ক্ষা আমাকে ঠেলে নিয়ে ছুটছিল,—দীনেন কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে! উৎসাহের মধ্যে তার রইলো—তার বৌদিদিকে সাহায্য করাটা। দু'বছর সম্পূর্ণ করে বি-এ আর দিলে না,—পড়া ছেড়ে দিলে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে—'কি হবে, পড়া ত' হয়েছে, সবই এক কথা! তার চেয়ে ফি'র (fee) টাকায় আপনি একটা ঝি রেখে দিন—অনাথের বড় অযত্ন হচ্ছে!'—

—"এখন তাদের কে দেখছে ভাই! কেউ আছে কি নেই তাও ত' জানিনা!" উদাস মৃদু কণ্ঠে এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সামলাইয়া বলিলেন—দীনেন্দ্রকে অনেক বোঝালুম,—কিছুতে উৎসাহিত করতে পারলুম না। সে বললে—'আচ্ছা—একবার দিনকতক ঘুরে আসি,—বাংলা দেশটা দেখে নি। শুধু ব'য়ের মধ্যে দিয়ে দেখলে, আর তারপর জীবনটা টাকা রোজগারে উৎসর্গ করলে কেবল পেৌছিয়েই পড়া হয়,—জন্মটা বিফল হয়ে যায়।' ফল কথা—তরুণ হৃদয়ে কঠিন আঘাতগুলা তাকে উৎসাহহীন করে দিয়েছিল,—সে ভগবানের মধ্যে আশ্রয় বা আরাম খুঁজছিল। আমি মনে মনে হাসলুম—কারণ দুর্বলেরাই ওই আশ্রয় খোঁজে;—ব্যথাও বোধ করলুম,—বাধা দিলুম না।

মাস-চারেক পরে সে জ্বর নিয়ে ফিরে এলো। আমার প্রাণটা দমে গেল। সে হেসে বললে—"ও কিছু নয়, পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরে হয়েছে। কষ্টে ক্লান্তিতে বিপদে তাঁর

কৃপা চাক্ষুষ করেছি, তার বাড়া লাভ আর কি আছে,—শান্তি বোধ করেছি।” ইত্যাদি।—

—“এ সব বকে কি! শুনে আমার ভয় হল—মাথা খারাপ হ'ল নাকি! যাক, আমি ল-টা পাস করে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলুম, সেও শয্যা নিলে। ডাক্তারেরা বললেন—থাইসিসের সূচনা। তাঁরা যা যা বললেন তাই করলুম,—শেষ বাড়ী বাঁধা দিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে রইলুম। যা ঘটবার তাই ঘটলো। ভাই গেল, বাড়ী গেল,—সর্বস্বান্ত হয়ে আবার প্র্যাক্‌টিস্‌ আরম্ভ করলুম। তাতে চলে যাচ্ছিল। এইবার নিজের অজীর্ণ দেখা দিলে, অল্পদিনেই অপটু করে ফেললে। ডাক্তারেরা বললেন—সত্বর পশ্চিমে গিয়ে কোনো ভাল জায়গায় থাকা চাই—অন্ততঃ তিন মাস। হাতে মাত্র তিনশত টাকা জমে ছিল। অর্ধেক স্ত্রীর হাতে দিয়ে তাঁকে তাঁর পিত্রালয়ে রেখে অর্ধেক নিজে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম,—সে প্রায় তিন বছর পূর্বের কথা। সে টাকায় কোনো প্রকারে পাঁচ মাস চালিয়ে ছিলাম;—তার পর আমাকে যে অবস্থায় পেয়েছেন সেই অবস্থায় কেটেছে। কোথাও রোগের উপশম হয় নাই। কি কি ভাবে কেটেছে—সে অনেক কথা। দু'টি পয়সার অভাবে আজ নয় মাস কারুর সংবাদ নিতে পারিনি! এ শরীর নিয়ে ফিরেই বা ফল কি, যাবই বা কোথায়? শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। তখন আমি বহুদূরেও—টুণ্ডুলায়। তারপর—'এখানে এসেছি' বললে ঠিক বলা হ'ল না,—'এখানে আনলেন।'

“কোথায় কি ভাবে আর কেমন করে যে এই দীর্ঘ দিন কেটেছে, সেটা আমার নিজের কাছেই রহস্যময়। এত বড় অসম্ভব সম্ভব হওয়া আমি এখন নিজেই বিশ্বাস করতে বা মনে করতে পারি না। এই মাত্র স্মরণ আছে—চিন্তা, দৈন্য, অনশন, অনিয়ম, অনিদ্রা, অনিশ্চিতের উপর ও নির্বাহ, যথা তথা যাপন, শরীর নিগ্রহ,—এরা আমাকে রোগের যন্ত্রণা আর স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা থেকে কোথায় সরিয়ে আড়াল করে রেখেছিল!—সকলকেই বন্ধুভাবে পেয়েছিলাম!—

“আমার শিক্ষাই আমাকে সব চেয়ে ভুগিয়েছে। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে অস্বীকার করে, সহজে ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিতে পারিনি। দীনেন্দ্র বলেছিল—“একটা ভুল না হয় করলেন,—তাতে বড় বেশী ঠকতে হবে না।” আমার অহঙ্কার কিন্তু তাতে সায় দেয়নি,—শিক্ষিতের কাছে সেটা যে আত্মপ্রবঞ্চনা,—সে যে প্রমাণ চায় কিন্তু আড়াই বছরের বৈচিত্র্যময় অবস্থা আমাকে কতই দুরূহ সমস্যা আর সঙ্কটের ভেতর দিয়ে টেনে এনেছে—বিচার বুদ্ধির মধ্যে যার সমাধান নেই। কাঁহাতক্‌ই বা

তাদের accident বলে মন শান্তি পায়! কিছু বুঝতে না পেরে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি শেষ লজ্জায় মাথা নুইয়েছে! দেখুন,—কি অবস্থায় যে মৃত্যু বলে জিনিসটাকে পাওয়া যায় বলিতে পারি না। আমি কতবারই সে সীমা অতিক্রম করে গিয়েছি বলিয়া মনে হয়!"

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনার নামটি শোনা হয় নি।"

"গণেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।"

ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন—দেখুন গণেনবাবু, আমি ডাক্তার, আমার উচিত আপনাকে বিশ্রাম দেওয়া। আপনার মত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কপর্দকশূন্য ও রুগ্ন শরীরে, অপরিচিত-অবলম্বনে প্রবাসে আড়াই বছর কাটানই একটা অত্যাশ্চার্য ব্যাপার! সে শোনবার ইচ্ছা আমাদের স্বাভাবিক। কিন্তু আজ নয়—আগে আপনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। আজ কেবল একটি মাত্র কথা শুনে উঠবো—টুণ্ডুলা থেকে বৈদ্যনাথ অল্প পথ নয়—এলেন কি উপায়ে? সেখানে ছিলেনই বা কোথায়—কি ভাবে?"

গণেনবাবু বলিলেন, "এ ব্যাপারটার মধ্যে তেমন বিস্ময়কর কিছুই নেই। আর উপায় বা উপায়-চিন্তা আমাকে কোনো দিনই নিজেকে করতে হয়নি,—কারণ সেটা সেই পারে যার কোন একটা কিছুর উপর দাঁড়িয়ে ভাববার ভিত্ আছে।—

"একটু আগে থেকেই বলতে হয়। এটোয়া খুব স্বাস্থ্যকর স্থান; কেবল স্থান আর আমাকে কতটুকু সাহায্য করবে! কোন প্রকারে কিছুদিন কাটিয়া কোনো ফল পেলুম না। কি করি,—কোথায় যাই! নিত্য ইস্টেশনে এসে উদাস ভাবে ট্রেনের যাতায়াত দেখি, আর কত-কি ভাবি। গার্ডেরা বোধহয় লক্ষ্য করতো! সম-অবস্থাই সমবেদনা আনে। একজন গার্ড একদিন নিজে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন,—খুব মধুর ও করুণ তাঁর কথাগুলি! একজন খাঁটি ইংরেজ—আমাকে ডেকে এমন ভাবে কথা কচ্ছেন! আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। —আমি কেন নিত্য উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি,—এর পশ্চাতে কোনো কঠিন আঘাত আছে কি? তাঁর দ্বারা যদি সামান্য সাহায্যও সম্ভব হয় ত' তা বলতে আমি যেন সঙ্কোচ বোধ না করি।" ইত্যাদি। এ কি!—

"বহুদিন পরে আমার বেদনাতুর হৃদয়ে সহসা কে যেন শীতল প্রলেপ দিলে। আমি আমার তখনকার অবস্থা ও মনোভাব তাঁর কাছে একটুও গোপন করতে পারলুম না,—তারা সহজ পথ পেয়ে বেরিয়ে গেল,—সে যেন আত্মায় আত্মায় কোলাকুলি!

তিনি বললেন—"টুণ্ডুলায় অনেক বাঙ্গালী বাবু থাকেন—রেলে কাজ করেন ; চল সেখানেই তোমাকে পৌঁছে দি। কষ্ট হবে না,—স্থানও স্বাস্থ্যকর।" তাঁর সঙ্গে টুণ্ডুলায় চলে এলুম। ইস্টেশনে পৌঁছে—তিনি আমাকে সঙ্গে করে কেলনার কোম্পানীর হোটেলে ঢুকে আমার জল-সাবুর ও আর যা যা দরকার হবে তার ব্যবস্থা করে—তাঁর নিজের নামে বিল করতে বলে দিলেন। তারপর আমার করমর্দন করে বললেন—"তুমি কেন হতাশ হচ্ছ বন্ধু—তোমার ত' সবই রয়েছে,—তুমি সেরে যাবে। আচ্ছা—আবার দেখা হবে,"—বলেই ট্রেনে উঠে ফ্ল্যাগ্ দেখালেন। ট্রেন চলে গেল। আমার যেন স্বপ্ন ভাঙলো! ট্রেনখানা চলার সঙ্গে আমার হৃদয়টাতে টান পড়তে লাগলো,—আমার যে কতখানি ওর সঙ্গে চলেছে—!

—সবে তিন সপ্তাহ হ'ল—গার্ড সাহেবের পত্নী-বিয়োগ হয়েছিল। হৃদয়ের শূন্য স্থানটা কিছু দিয়েই তিনি পূর্ণ করতে পারছিলেন না, বেদনা-ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলেন,—কোনো কিছুই তাঁকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। নিজের দুঃখকষ্ট—অপরের দুঃখকষ্ট মোচন করে,—ত্যাগের মাধুরী তৃপ্তি দেয়। তাঁর শোকার্ত হৃদয় আমার মুখে প্রতিচ্ছবি পেয়ে সমবেদনায় আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। তা-ছাড়া আমি ত' এই আকস্মিক ঘটনার অন্য কারণ খুঁজে পাই না।

* * * *

"অনেকগুলি বাঙালী বাবু সেখানকার রেলে কাজ করেন। অনেকেরই দিনরাত পালা করে খাটুনি। কোম্পানীর দেওয়া কোয়ার্টারে স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকেন। যাঁরা একক তাঁরা তিনচার জনে মেস্ করে একটি কোয়ার্টারে কাটান। শুধু খাটুনি আর খাওয়া নিয়ে মানুষের থাকা কঠিন, যদি আনন্দের অবকাশ না থাকে। সেটা তাঁরা করে নিয়েছেন। তাঁদের থিয়েটার, কন্সার্ট দুই-ই আছে আর তাতে খুব উৎসাহও আছে।—

"যাঁরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকেন—তাঁদের কোয়ার্টারে স্থান পাওয়া সম্ভবই ছিল না। আর মেসে গান বাজনা অভিনয়ের মধ্যে আমার মত পীড়িত অকর্মণ্যের থাকা কোনো পক্ষেরই সুবিধার নয়। ওয়েটিং-রুমে রাত্রে রেলের ফিরিঙ্গী কর্মচারীদের অবিরাম আসা যাওয়া, আড্ডা দেওয়া, ইত্যাদি। যাই কোথা! শীতবস্ত্র নেই,—হাওয়ায় একটু আড়ালও পাই না। কখনো প্ল্যাট্‌ফর্মের বেঞ্চে শুই, আবার উঠে এদিক ওদিক বেড়াই—না নিদ্রা, না স্বস্তি। এই ভাবে তিন দিন কাটলো, আরো দুর্বল হয়ে পড়লুম, মাথা ঘুরতে লাগলো। যা একটু আশার আলো ধরে যুঝছিলুম সেটুকু

নিবে গেল। সেই দিন ভগবানের স্মরণ নিলুম—মানুষের শেষ অবলম্বন। দীনেন বলেছিল—'বড় বেশী ঠকতে হবে না।—'

—"শরীর মন তখন চিন্তা-চেষ্টার বাইরে গিয়ে পড়েছে, আমি পরের জিনিসের মত একখানা বেঞ্চে পড়ে রইলুম। ক্লান্ত দুর্বলদেহে সংজ্ঞা ছিল না। ঘণ্টার শব্দে আর লোকের গোলমালে ঘুম ভাঙলো। দেখি চার ঘণ্টা কেটে গেছে, একটু স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। এক্সপ্রেস্ আগের ইস্টেশন ছেড়েছে, তাই যাত্রীদের এত চাঞ্চল্য। আমি যে বেঞ্চিখানিতে ছিলুম—তার আশে পাশে আর সামনে সস্ত্রীক একটি বাঙ্গালী বাবু ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে আর অনেকগুলি পোঁটলা পুঁটলি ট্রাঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত,—কুলিরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একটি তিনচার বছরের ছেলে—বেঞ্চির ওপর, আমার পাশেই বসে একটা বল আর একটা কমলালেবু নিয়ে এক মনে খেলছে। এত গোলমালে তার কোনো দিকেই নজর নেই। গাড়ী যত নিকটে হ'তে লাগলো চাঞ্চল্যও সেই পরিমাণে বাড়তে লাগলো। কুলীরা বাবুটিকে বললে—"বাবুজী গাড়ী আজ বহুত লেট্ হায়—আধা ঘণ্টাসে উপর,—জাস্তি ঠ্যারেগা নেহি, জলদি ঠিক ঠাক করলে না।" বাবুটি আরো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গাড়ী ইস্টেশনে না দাঁড়াতেই চারজন কুলি মোট নিয়ে ছুটলো, বাবুটি স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে অনুসরণ করলেন।

"আমি সেই দিকেই চেয়েছিলুম। দু'তিনবার ঘোরা-ঘুরির পর কুলিদের তাড়ায় একখানা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে তাঁরা উঠে পড়লেন, প্রথম ঘণ্টার ঘাও পড়লো! আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলুম। তখন চোখ ফিরিয়ে দেখি সেই তিনচার বছরের ছেলেটি তখনো তার বল আর কমলালেবু নিয়ে নিশ্চিন্তে খেলছে। কি সর্বনাশ! গাড়ী যে এখনি ছাড়বে! বললুম "খোকা তুমি যাবে না?" তার চটকা ভাঙ্লো, এদিক ওদিক দেখে, নেবে পড়ে "বাবা বাবা" করে উঠলো। আমার সামর্থ্য নেই—তাকে কোলে করে ছুটে গিয়ে দিয়ে আসি। তবু উঠে পড়লুম—তার হাত ধরে গাড়ীর দিকে চললুম,—দ্বিতীয় ঘণ্টাও দিলে। প্রাণটা শিউরে উঠলো। যতটা পারি দ্রুত চললুম। আমার ডাক সে গোলমালে তাঁদের কাছে পোঁচচ্ছিল না। আমরা যখন দু' হাত তফাতে তখন গাড়ীতে মোশন দিলে!—

—"আমি এখনো জানিনা কি করে ছেলেকে তুলে নিয়ে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম। দোরের সামনে মাত্র একহাত স্থান ছিল—আর সব মোটঘাটে ভরা। তাঁরা তখনো তাই নিয়ে বিব্রত। আমি থর থর করে কাঁপছিলুম—অন্ধকার দেখে

সেই মোটের উপরেই ঘুরে পড়ি। আশ্চর্য—বাইরে পড়িনি! যখন কথা কইতে পারলুম—তখন এক ইস্টেশন পার হয়ে এসেছি। তারপর যা স্বাভাবিক,—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি। আমি বললাম,—এখন আমাকে আগের ইস্টেশনে নাবিয়ে দিন, আমার টিকিট নেই ;—একটু সাহায্য করলেই হবে—বড় দুর্বল বোধ করছি।"

"তবে! এ অবস্থায়—সেখানে কি আপনার কেউ আছেন, না,—টুণ্ডুলায় ফিরে যাবেন ?"

একটু হেসে বললুম—"আমার সব ইস্টেশনই সমান,—সব লোকই আপনার লোক।"

ভদ্রলোকটি আমার অবস্থাটা বোধহয় কতকটা অনুমান করে সহানুভূতির স্বরে বললেন—"যদি বাধা না থাকে ত' জানতে পারি কি—কোথায় গেলে আপনার সুবিধা হয়, বা কোথায় যাবার আপনার ইচ্ছা।"

"না,—কোনো বাধাই আর আমার নাই ; সুবিধার চিন্তাও আমি ত্যাগ করেছি। তবে আজ দু'দিন মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—শেষটা বৈদ্যনাথের আশ্রমে গিয়ে পড়তে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হই,—তিনি যা হয় করুন। আর পারছিনা।"

বাবুটি বাধা দিয়ে সাগ্রহে বলে উঠলেন—"মাপ্ করবেন, আমি রেলওয়ে এজেণ্ট আপিসে কাজ করি, পাস নিয়ে সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গিয়েছিলুম, বাড়ী ফিরছি। আরো দু'জনের আসবার কথা ছিল—তাঁরা আসতে পারেন নি। এতে আমার এক পয়সার খরচ নেই। আপনি অমত না করলে আমরা বড়ই শান্তি অনুভব করবো। তবে আপনার শীতবস্ত্রাদি বোধহয় টুণ্ডুলায়"—

"না,—যা আমার গায়ে আছে এই আমার সব। তবে ছোট একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে সামান্য দু একটা জিনিস ছিল,—সে গেলে কোনো ক্ষতিই নেই।" বাবুটি তার স্ত্রীর দিকে চাইতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে তাঁদের মোটগুলির পাশ থেকে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ তুলে তাঁর স্বামীর হাতে দিতেই—তিনি সেটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"এইটি-ই আপনার নয় ত' ? কুলিরা আমাদের পুঁটলি পোঁটলার সঙ্গে এটিও এনে ফেলেছে—ট্রেন ছাড়বার পর দেখতে পেলুম। তাই আলাদা করে রাখা হয়েছে।"

আমি একটু হাসলুম, বললুম—"হ্যাঁ—আমারি বটে। ভগবানের ব্যবস্থা এগিয়ে চলে, তিনি এখনো আমার খবর রাখছেন।" একটা নিঃশ্বাসও পড়লো। যাক—তার-পর তিনি আমাকে যশেডি ইস্টেশনে নাবিয়ে দিলেন। পাণ্ডারা যাত্রী ভেবে ঘিরেছিল, তাদের একজনকে বললেন—"তুমি এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে

দিও—কষ্ট না হয়, ওঁকে কোন বিষয়ে পেড়াপিড়ি কোরো না—একটু দেখো।" তার পর আমার নিষেধ সত্ত্বেও তার হাতে কিছু দেন,—কত তা জানি না। তার নামটিও জেনে নেন। কম্বল কয়খানি কখন দিয়েছিলেন তা আমি জানতে পারি নি।

"এই ভাবে আমার বৈদ্যনাথের আশ্রমে আসা বা আমাকে তাঁর নিয়ে আসা।"

আমরা নির্বাক-বিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। তেমনি অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, কাহারো মুখে কথা ফুটিল না।

গণেনবাবুই বলিলেন—যাক,—এখন কেবল একটি কথা নিবিড় হয়ে আজ ক'দিন প্রাণের মধ্যে জেগেছে, সেই আমাকে স্ত্রীপুত্রের কাছে অপরাধী করে রেখে,—নিয়ে চলল। সে ব্যথার ত' রূপ নেই যে রেখে যাব।"

একটি ছোট নিঃশ্বাস পড়ল ; তিনি চোখ বুজলেন। মিনিট-খানেক নীরবে কাটা-বার পর তিনি বললেন, "আর আমার বলবার কিছু নেই ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তারবাবু নির্বাক শুনিতেছিলেন, বলিলেন, "কিন্তু আমার যে কিছু বলবার আছে গণেনবাবু।"

তিনি ধীরে ধীরে চাহিলেন।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আপনি নিজেই অনুভব করছেন—আপনার রোগ সেরে গেছে। তার চেয়ে বড় প্রমাণ ডাক্তারের হাতে নেই। এখন কেবল স্ত্রী পুত্রের কাছে অপরাধী থেকে যাওয়াটাই আপনাকে ব্যথা দিচ্ছে, এটাও রোগ-মুক্তির অন্যতম লক্ষণ, —আপনি সেরে গেছেন। আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ—আপনি ও বৃথা-চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিন,—ওইটাই আপনার **prostration**-এর কারণ। আমি আশা করি এক সপ্তাহেই আপনি বল পাবেন। পরে জয়হরির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন এঁকে দেখা-শোনা আর সময় মত খাওয়াবার ভার তোমার।"

জয়হরি সোৎসাহে বলিল—"সে আপনি দেখবেন আমি কি রকম খাওয়াই। আমি যেমন করে পারি—"

এইবার আমাকে বাধ্য হইয়া কথা কহিতে হইল। বলিলাম, "ডাক্তারবাবু আহারের ওজন বোধটা জয়হরির খুবই কম। উনি যা করবেন ভাল ভেবেই করবেন বটে কিন্তু গণেনবাবু তা সইতে পারবেন কি না সন্দেহ।"

"তাই নাকি হে!"

"আজ্ঞে বিদেশে তেমন সুবিধে নেই, তাও ভাল, যা পাব যেমন করে হোক—তা দেখে নেবেন, ও'র কাছেই শুনবেন।"

সর্বনাশ !—তবে আর কাকে—?” বলিয়া ডাক্তারবাবু সেই যুবকদ্বয়ের দিকে চাহিলেন।

জয়হরি কাতরভাবে বলিল, “আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন ডাক্তারবাবু—আমি আপনার ওখান থেকেও ত' আনতে পারি—কম খাওয়াব কেন ? উনি যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল পান—মাংস, হালুয়া……”

গণেনবাবুর মুখে হাসি দেখা দিল, তিনি বলিলেন, “ও'র কথা আমি ঠেলতে পারব না ডাক্তারবাবু, ও'কে আপনি ঠিক করে বুঝিয়ে বলে দিন।”

ডাক্তারবাবু বলিলেন, “এখন এক সপ্তাহ মাগুর মাছের ঝোল আর পুরাতন চালের ভাত দু'বার খাবেন, আর দু'বার আধসের করে দুধ।

“সুবিধা হয় ত' ফলের মধ্যে বেদানা আর নেবু—ব্যস্। বুঝলে !”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বুঝেছি, কিন্তু—”

“এখন এক সপ্তাহ কিন্তু টিন্তু নয়।”

সেই যুবকদ্বয় বলিল, “আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমরা তিনজন রইলুম, কোন রকম অনিয়ম কি অসুবিধা হবে না।”

“বেশ, তবে এখন উঠতে পারি জয়হরি !”

“আমি ত' আপনাকে কখন উঠতে বলেছিলুম। আপনি তামাকের স্বাদ পেলে দেখছি ভোর হয়ে যেত। আমি কিন্তু মার কাছে মুখ দেখাতে পারব না।”

“না না—কাল তোমার যাওয়াই চাই। গণেনবাবুকে খাইয়েই যেও। আমি অপেক্ষা করব। ওইখানেই কাল খাবে, আর যদি কিছু কাজ থাকে,—বুঝলে !”

পরে দু' এক কথার পর ডাক্তারবাবু উঠিলেন, আমিও উঠিলাম।

নামিয়া দেখি জয়হরি আমাদের পূর্বেই নীচে নামিয়া অপেক্ষা করিতেছে। ডাক্তার-বাবুকে সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠিক করে বলুন, কোনও ভয় নেই ত', ও'র ছেলে মেয়ে আছে ডাক্তারবাবু !”

“রোগের জন্যে ত' ভয় নেই, ভয় কেবল তোমার জন্যে। মঙ্গল ইচ্ছা আর পেট এ দু'টো যে এক জিনিস নয় সেইটে মনে রাখলে ভয়ের কোন কারণই নেই।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

রাস্তার ওপারেই আমাদের আস্তানা ; আমরাও বাসায় পৌঁছিলাম।

জয়হরি জিজ্ঞাসা করিল, “ডাক্তারবাবু কি বললেন বুঝতে পারলুম না।”

বলিলাম, “গণেনবাবুকে খাওয়ানো সম্বন্ধে খুব সাবধান হতে বললেন। যা ব্যবস্থা করে গেলেন ঠিক সেইটেই করা চাই। অন্য কিছু দেওয়া না হয়।”

বাণেশ্বর আসিয়া জয়হরিকে সংবাদ দিল, "সব হয়ে গেছে—মা ডাকছেন।" সে ভিতরে চলিয়া গেল।

দেখিতেছি ক্রমে আমি মাত্র দ্রষ্টায় দাড়াইয়া গেলাম। জগতে অনেক জিনিসই দিন রাতের মত আসে—চাহিতে হয় না,—ভাবনাটাও তাহাদেরই একজন। আজ কিন্তু শরীর মন দুই-ই অবসন্ন হইয়াছিল। আমার অজ্ঞাতেই ভাবনার বাহিরে গিয়া পড়িল। ইতিপূর্বে ভাবিতাম আমার ভবিষ্যৎ বলিয়া যাহা ছিল তাহা চুকাইয়া ফেলিয়াছি, এখন কেবল স্রোতাধীন থাকা,—"রয়েছে দীপ না আছে শিখা",—আজ তাহাতে সন্দেহ আসিয়া গেল।

৫৩

প্রাতে চা পানান্তে ভবিষ্যতের মন্ত্রে মন দিলাম। সন্ধান করিয়া গণেনবাবুর পূর্ব আশ্রয়দাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। লোকটিকে ষণ্ডা বলা যায়,—পাণ্ডা সে নয়,—পাণ্ডাদের পরিজন। তাহাদের দালালী করে, নিজের বাড়ীতে যাত্রীও তোলে। তাহাকে ভাল কথায় বুঝাইয়া দশ টাকা দিয়া শিল-আংটিটি আদায় করিলাম এবং জয়হরির জন্য একখানা দিশি কালোপেড়ে ধুতি লইয়া ফিরিলাম। গণেনবাবুকে দেখিয়া আসিলাম।

চা পানের সময় হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া জয়হরির হাতে দিয়া বলি—"তোমার কাছে রাখ—আবশ্যক মত খরচ কোরো। দরকারের সময় আমার দেখা না পেলে অসুবিধায় পড়তে হবে না।"

সে সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলে,—"আপনার দেখা পাব না কেন? আপনি কি একা বেরুবেন নাকি? তবে আর আমি এলুম কেন? না না, সে হবে না—আপনি টাকা রাখুন—দরকার হলে আমি চেয়ে নেব।" পরে কাতর ভাবে বলিল —"একটি অসহায় ভদ্রলোকের বিদেশে এই সঙ্কট অবস্থা—তাই। এই ত' এ-ঘর ও-ঘর বই ত' নয়। আপনাকে ছেড়ে আমি নিজেই কি নিশ্চিন্ত থাকি!"

কি পাগল! সে আমার ভাবনা ভাবিতেছে। আমি তার কাজটা অনুমোদন করিতেছি কি না, এমন সন্দেহ থাকিতে পারে,—তাই তাহাকে উৎসাহ দিয়া পথ্যাদি সম্বন্ধে সাবধান করিয়া বিদায় দিলাম। টাকা কয়টি কাছে রাখিতে বলিলাম। আর

কোন কাজে লাগুক বা না লাগুক এখন তাহার নিজের আহার সম্বন্ধে সময়ের স্থিরতা থাকিবে না—অথচ সে ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না,—সুবিধা মত কিছু কিনিয়া খাইয়া লইতে পারিবে।

পাঁচ সাত দিন পূর্বের কথা—বৈকালে একা বাহির হইয়াছিল। একস্থানে বেগুনি ফুলুরি ভাজিতেছে দেখিয়া খাইতে ইচ্ছা হয়। পকেটে পয়সা ছিল না—আটখানা পোস্ট কার্ড ছিল, সবগুলি দিয়া দু' আনার বেগুনি খাইয়া আসিয়া বলে,—সরকার কত বুঝে পোষ্ট-কার্ডের দাম দু' পয়সা করে দিয়েছেন,—সময়ে অসময়ে গরীব দুঃখীর কাজে লাগবে বলে। ওকি শুধু চিঠি লেখবার জন্যে!—তা কেউ তলিয়ে বুঝবে না! পয়সা ছিল না—আটখানা সামনে ধরতেই গরম গরম বেগুনী এসে গেল—ব্যাটা কথাটি কইলে না। কে দেয় মশাই। বাবুরা এই সব সুবিধেগুলি নষ্ট করতেই আছেন। যাঁদের রাজ্যি তাঁরা বোঝেন না—ও'রা বোঝেন! আরো দুঃখু-কষ্ট বাড়ুক, দেখবেন একখানা পোস্টকার্ডে এক আনার বেগুনী মিলবে। লোকের দুঃখু বোঝা চাই মশাই,—সবচেয়ে বড় কাজ সেইটেই।"

শুনিয়া আমি ত' নির্বাক। সেইদিন হইতেই তাহার পকেটের খোঁজ আমাকে রাখিতে হয়।

আজ মাতুল বাড়ী রওয়ানা হইলেন। জয়হরি নিজের কথা রক্ষা করিয়াছে—তাঁহার বিছানা বাসন ট্রাঙ্ক নিজে বহিয়া আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে। আমিও স্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। বিদায়টা সত্যই বেদনার আদান-প্রদানে সমাধা হইল। জয়হরি তাঁহাদের সঙ্গে জাডিশি পর্যন্ত যাইতে পারিল না বলিয়া যেন অপরাধীর মত হইয়া পড়িল! নীরবেই বাসায় ফিরিলাম। জয়হরি বিমর্ষ মুখেই ধর্মশালায় ঢুকিল। আজ দুই দিন তাহাব আহার নিদ্রার কোন আগ্রহই দেখি না। সে জন্য বাড়ীর মেয়েদের দুর্ভাবনার অন্ত নাই। কর্তা অরুচির অষুধ—নেবুর আচার, লাইম-জুস্, আলু বখরা, খোবানীর মোরাব্বা প্রভৃতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মায়েদের বিশ্বাস—নজর লাগিয়াছে। কর্তা জলপড়াও জানেন—তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে।

৫৪

দিন দিন চিন্তা বাড়িয়াই চলিয়াছে। পূর্বে পূর্বে দেওঘরের হিমশীতল উজ্জ্বল প্রভাতগুলি ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিত, সর্বাঙ্গে শক্তি-সঞ্চয় করিত, হিম-স্নাত

ঝক্‌ঝকে পাতাগুলি ঝির্‌ঝিরে প্রভাতী বাতাসে—'এস এস' বলিয়া ডাকিয়া লইত,—পথে বাহির হইয়া বাঁচিতাম। স্ফূর্তিই গতি যোগাইত।

আর আজ মুড়ি দিয়া গুঁড়ি মরিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া, বেকার বোকার মত বসিয়া আছি। সিগারেটের রেট বাড়িয়াই চলিয়াছে, ঠোঁট দু'খানি সিগারেট-ধরা সাঁড়াসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—রংটিও পাইয়াছে লোহারই। বসিয়া বসিয়া পাছু হটিয়া গিয়া শুইতে পারিলেই বোধহয় আরাম পাই। শরীর মন উৎসাহ-শূন্য।

জয়হরি আবার কবে কি আবিষ্কার করিয়া আনিবে;—কর্তার বাধাসৃষ্টির নিপুণতার অন্ত নাই;—গণেনবাবুর রোগ-মুক্তি ও শারীরিক শক্তি-সঞ্চয়—সময়-সাপেক্ষ,—প্রভৃতি চিন্তা মাথার মধ্যে যাঁতা ঘুরাইতেছিল। সর্বোপরি অতিথিভাবে এরূপ গাঢ় স্থিতিটাও ভদ্রনীতিবিরুদ্ধ, এই সপ্ততাল ভেদ করিয়া বাহির হইবার কোন ভব্য উপায়ও মাথায় আসিতেছিল না।

ভাবিতে ভাবিতে শেষ 'পুরাণে' আসিয়া পেঁছিলাম। যাত্রাটা অগস্ত্যযাত্রার যোগে বা দুর্যোগে করা হয় নাই ত'! অগস্ত্য সেই যে কাশী ছাড়িয়া বিন্ধ্যাচলকে সাষ্টাঙ্গ-নত বাঙালী বানাইয়া চলিয়া গেলেন,—কই ফিরিতে পারিলেন কি? আমিও ত' কাশী ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছি!

চিন্তার জন্য টিকিট কিনিতে হয় না, তারা বেশ অবাধে মাথাটাকে পাইয়া বসিয়াছে—নির্বিঘ্নে যাতায়াত করিতেছে!

* * *

আমরা আসিয়া উপস্থিত—একদম ঘরের মধ্যে। আমি অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিতেই, সে ধূল পায়েই রুষ্ট-কণ্ঠে আরম্ভ করিল—"দেখ দেখি বেইয়ের বেইমানিটে—সে সরে পড়েছে! আমি কিনা তার ভালর তরে সস্ত্রীক এলুম,—বেয়ান একলাটি থাকেন—এঁকে পেলে, তিনি রাঁধলেন বাড়লেন, ইনি কুটনো কুটে দিলেন; বিকেলে তিনি বাটনাটা বেটে ফেললেন,—লুচি ভাজলেন, ইনি চুল বেঁধে দিলেন, দু'টো গল্প করলেন,—এই রকমে দু'জনে ভাগাভাগি করে খাটলে চট্‌ কাজ হয়ে যেত, দু'টিতে বেড়াবার ফুরসৎও পেতেন,—কতটা আনন্দে থাকতে পারতেন! কলিকাল বটে! এখন আমার কি আতন্তর বল দেখি! চালটি পর্যন্ত—"

বলিলাম "তাই ত' অমর, এই খরচ করে আসা—"

"তুমি তাই ঠাউরেছ বুঝি, রেলে পয়সা দেব সে বান্দা আমি নই। কুম্ভমেলা গেল টিকিট বাবুদের অনেকেই বাড়ী ফেঁদেছেন। লোহার কড়িগুলো সস্তায় সাত্তাশের

জায়গায় সাঁইত্রিশে ঝাড়ছি—সবাই খুসি—ও-সব পয়সার কেউ হিসেব করে কি! পাসের ভাবনা কি? হাতে আলপো কিছু এলে—ছোটে নজর চলে যায়,—কেউ টেনে চলে না। হরিরামের 'পাসে' সস্ত্রীক চারিধাম সেরে বসে আছি,—তীর্থ আর বাকী রাখিনি ভায়া! যাক—ছট্টু সর্দ্দার বেটার জানলার গরাদে চাই,—ভগবানই জুটিয়ে দেন—সেই বেটার পাসেই চলে এলুম। চক্ষুলজ্জায় সস্তায় দিতেই হ'ল। কেবল তেরটা টাকা ট্যাকে গুঁজলুম! পাসের ভাবনা! সে যেন হ'ল, কিন্তু বেই-বেটা ভারী ফসকালো! আচ্ছা—"

ওই "আচ্ছাটার" মধ্যে এমন একটা নির্ম্মম সুর বেজে উঠল যে তার ভেতর রেহাই-এর এতটুকু রাস্তা নেই।

বলিলাম, "তাঁর দোষ নেই অমর—তাঁর না গেলে নয়—অপিসে কি একটা ভুল করে এসেছেন—যদি সামলাবার উপায় করতে পারেন—তাই। কাচ্চাবাচ্চাওয়ালা কেরাণী, বড় চঞ্চল হয়েই গেছেন। তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল না।"

"ও সব চাল আমি খুব বুঝি হে—খুব বুঝি। কানই গেছে, চোক্ দু'টো ত' যায় নি, অনেক দেখলুম—"

ভাবিলাম—অমরকে বুঝাবার চেষ্টা করা কেবল বৃথা নয়, নিজের গলাটাকেও মিথ্যা পীড়িত করা,—চীৎকার করিয়া ফল নাই। স্বল্প কথায় বলিলাম, "তা তিনি গেলেনই বা—তোমার ভাবনাটা কি। হাতের কাছেই সব,—বাড়ীও এখন বহুত খালি।"

অমন আমার মুখের উপর স্থির-নেত্রে চাহিয়া বলিল, "ওই বুদ্ধিতেই ত' কলাপোড়া খেয়েছে,—তবে আছ বেশ,—কোনও বখেড়া নেই। আরে—রাবড়ী নয়, রসগোল্লা নয়—সেরেফ হাওয়া খাবার জন্যে বিদেশে পয়সা খরচ করে থাকবার ছেলে আমি নই। সে ব্যবস্থা বাগিয়ে ফেলেছি। বাবার পিসির এক জামাই উইলিয়মস্ টাউনে থাকেন—মুন্সেফ্ ছিলেন, দিব্যি বাড়ী করেছেন। দিন কতক আগে বাজারে আলাপ হওয়ার সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ল। তিনিও বুঝলেন লাখের উপর উঠেছি,—ব্যাস্। ওইটিই মানুষের মৃত্যুবাণ—ওইতেই মেরে রেখেছি! লক্ষ্মীমন্তের ঝক্কি পোয়াতে সবাই লালায়িত—সেটা বোঝ ত'! আমার সিকি পয়সা কেউ পাক বা না পাক,—পাবে আবার কি।—আমাকে পাওয়াটাই যে তার অতিবড় ভাগ্য—তার দাম নেই কি? কথাটা বুঝলেনা?"

"না—একটু খুলে বল ভাই।"

"আঃ, তোমার ত' চোক্ কান দুই-ই রয়েছে,—এই সোজা কথাটা বুঝলেনা,—সে কি হে ! কি করে যে এই লম্বা পাড়ি মেরে চলেছ—ভেবে পাইনা । বেশ আছ কিন্তু । আরে—কোন্ বড়-লোক কাকে ক'টাকা দেয়—তাদের দিতে হয় না,—দিতে হয় না, —দিতে হলে বড় লোক হয়ে তাদের লাভ ? তাদের সঙ্গ পাওয়াটায়, তাদের কাজকর্মে সাহায্য করতে পাওয়াটায় একটা গোরববোধ নেই কি ? সেইটাই তাদের প্রাপ্য । তারও ত' একটা মূল্য আছে । নেই কি ? যাক—মুন্সেফ্ তাঁদের best room (বাবু ঘর) আমাদের ছেড়ে দেছেন, গুরুর আদরে আহার—মায় মেওয়া । আবার লোহার কড়ি-বরগা নেবেন—বাড়ী বাড়াচ্ছেন । যখন বার-টাকা মাইনের চাকরি করতুম, বার দোর ঘুরেও একটা পয়সা ধার পেতুমনা, এখন সব সেধে গচ্ছিত রেখে যায়—তাও তের হাজারের উপর উঠেছে । আমি আর কদ্দিন—ছেলেগুলো মানুষ হয় ত—"

তাড়াতাড়ি বলিলাম—"অমর আর কেন ভাই, এখন ওসব চিন্তা একদম ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম কর, ভগবানের নাম কর, সাধুসন্তের জীবন-চরিত পড়—"

সে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি যেমন পাগল,—সব করে দেখা দেখা হয়েছে বন্ধু—পয়সা ছাড়া কিছুতে সুখ নেই । জান ত' "বোধোদয়" আমার ফাইন্যাল final (মৌরসু) —চতুর্বেদের বালাখানা, বিদ্যেসাগরের ওই বইখানি,—তিনিই লোহার খবরটা দেন,—তারপর আর বই ছুঁইনি । তবে বাকী রাখিনি, ধর্মচর্চারও চূড়োন্ত করে ফেলেছি ;—পাঞ্জাবী গুরু—ঝাড়া সাতফিট তিন জ' । আসন করে একটু চোখ বুঁজে বসলেই সুষুম্না থেকে আধ্যাত্মিক আওয়াজ পাই—'বৌবাজরের পুরোনো লোহালক্কড় মাটির দরে এনে গুদোম ঠেশে ফ্যাল,—সোনা ফলবে ।' যুদ্ধের সময় ফলে গেলেও তাই । লোহাই আমার তুলসীদাসের দোহা, লোহার রস যে স্বর্ণাসব সেটা তোমারা বুঝবে না । এ কেমিস্ট্রীর মিস্ট্রী—রস-রহস্য, ইউরোপই বুঝেছে ।"

ধর্মের কাহিনী আমারও রুচি-বিরুদ্ধ । 'সার্মন্' (বিজ্ঞবুলি) কার মনই বা শুনতে চায় ! তবে "nothing like leather"—(পাঁচকাহনটা) থামাইবার জন্য বলিলাম, "মাতুল থাকলে ত' মুন্সেফবাবুর এই সব আদর আপ্যায়ন কি আত্মীয়তার স্বাদই পেতে না,—এতটা সুবিধা আর আরাম থেকে বঞ্চিত হ'তে,—কতবড় লোকসানটা হ'ত । মাতুল গিয়ে ত' ভালই হয়েছে ভাই !"

"তা বটে,—তবে তার ব্যাভারটা দেখলে ত' । আমি কোথায় তার আরো দু'-মাসের ছুটির কথা পেড়ে এলুম—একখানা দরখাস্ত পাঠালেই মঞ্জুর হ'ত,—সব

বেটাই খাতির করে ত'। আর বেইমান কি না সরে পড়ল! উনি আঁব দুধটা ভালবাসেন তাই সঙ্গে নিয়েলুম, আর আমাকে কি রকম খেলো করল বল দিকিনি! ওখানে ছেলের বে দিয়ে ঝকমারি করেছি—জলের দামে ছেড়ে দিতে হয়েছে। দম্ দিলে—ওদের আপিসের অর্ডারগুলো আর যায় কোথা! বড় ঠকিয়েছে! ও ছেলেটা বেফায়দা গেছে হে—কোনও কাজ দিলে না। ব্রাহ্মণীর দশ দশ মাস কেবল কষ্ট ভোগ ছিল,—যাক।"

একটু অন্যমনস্ক থেকে বললে—তুমি ত' কাগজ-টাগজ পড়,—লড়াইয়ের সাড়া শব্দ পাচ্ছ কি?"

বলিলাম, "জগতের civilisation-টা (মুখোসটা) যে রকম চার পায়ে চলেছে তাতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—অল্পে তুষ্ট থাকাটাই অসভ্যতার লক্ষণ। কাজেই কারুর সঙ্গেই কারুর সত্যের সদ্ভাব থাকবার কথা নয় অমর; মৌখিক মলম মাখানো আর মানুষমারার উপায় বাড়ানোই চলেছে। এতটা ব্যয় আর বড় বড়দের মাথা ঘামানো কি মিথ্যা হবে!"

"তাই বলো ভাই, আর একটা লড়াই যেন দেখে যেতে পারি। আচ্ছা—হ্যাঁ, তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিলটে দাও ত'।"

কাগজ লইয়া দ্বিখন্ড করিয়া প্রত্যেকখানিতে কি লিখিল। খণ্ড দুইখানি সমান ভাবে মুড়িয়া ঊর্ধ্বে নিপেক্ষ করিল। ভুমে পড়িবার পর আমাকে বলিল, "মা কালীকে স্মরণ করে ওর একখানা তুলে আমার হাতে দাও।"

মা কালীকে এই ফ্যাঁসাদের মধ্যে না টানিয়া একটি মোড়ক তুলিয়া অমরকে দিলাম।

খুলিয়াই—'ব্যস্ মার দিয়া' বলিয়া লাফাইয়া উঠিল! "এই দেখ না—লড়াই লাগবেই লাগবে। তবে সাত বছরের মধ্যে। তা "মধ্যে" মানে এক বছরেও লাগতে পারে—তিন মাসও তর সইতে না পেরে। তোমার হাতে তোলা—মিথ্যা হবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে। কিছু করলে না এই যা দুঃখু—কিন্তু আছ ভাল! আমার ঠিকুজি খোদ শিবু আচায্যির তৈরী, এখনো সতের বছর ত' বাঁচবই। কুছ্‌পরোয়া নেই—সাত বছরই সই; তবে "মধ্যে" যখন রয়েছে—সাত মাস হ'তে কতক্ষণ,—অতদিন কখনই নেবে না; অ্যাঁ—কি বলো,—মা সবই পারেন। ওই সঙ্গে কান দুটোর ওপরেও কৃপা কোরো মা।—"

—"বড় মন মরা হয়ে পড়েছিলুম, ভারী উপকার করলে ভায়া। আচ্ছা—এখন

"প্যালেসে (রাজবাড়ী) চললুম। ওদের আবার ঘণ্টা ধরে খাওয়া,—চাকরি করে মরেছে কিনা।"

আমি সহিষ্ণু শ্রোতা হইলেও সর্বক্ষণ বিষয়ের কথা বড়ই বদ্‌হজম। তথাপি আবশ্যাক বোধে একটা কথা না বলিয়া বিদায় দিতে পারিলাম না।

বলিলাম, "শুনে থাকবে এখানে মাঝে মাঝে চোরের উপদ্রব আছে;—daring ডাকাতির কথাও কানে আসে। তারা নবাগতদের খবর রাখে—বিশেষ কেউ সস্ত্রীক এলে। তুমি সস্ত্রীক এসেছ। খোলা জায়গায় আছ, খুবই ভাল হওয়াটা খ্যালে বটে, কিন্তু চোর ডাকাতের ধাওয়াটাও সেই দিকেই বেশী। একটু সাবধান থেক ভাই।"

অমর আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"আমার চেয়ে যারা হুঁসিয়ার তারা কেউ বাইরে নেই—সব জেলে। অভ্যাস বিরুদ্ধ হ'লেও কি জানি কেন তোমাকে কোন কথা গোপন করি না। তোমাকে বলি,—সম্ভ্রম বজায় রাখতে স্ত্রীকে এক-গা গয়না পরিয়ে আনতে হয়েছে বটে। কেউ আসেন—সব খুলে দিতে বলব। তাতে তের টাকা দশ আনার বেশী যাবে না। খাঁটি কেমিকেল হে—খাঁটি কেমিকেল;—আচ্ছা এখন চললুম,—বেই বেটা কিন্তু—"

আর শুনিতে পাইলাম না।

৫৫

দেখিতে দেখিতে আরও দশ-বার দিন কাটিল। ভাবনা চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। ওই সঙ্গে ঘৃণা লজ্জা ভয়ও ফিকে মারিয়া আসিতেছে। সপ্রতিভ ভাবেই খাই শুই বেড়াই আর সিগারেট টানি। বেশ আছি সবাই ভাল।

আমার এই উদাসীন ভাবটা বোধ করি জয়হরির লক্ষ্য এড়ায় নি। সে মধ্যে মধ্যে কাছে আসিয়া—বড় কিন্তুর মত বসে, আর বলে,—"বড় দেরী হয়ে গেল, আপনার কষ্ট হচ্ছে, সেবা যত্ন হচ্ছে না, কি করি,—গণেনদা এই সেরে উঠলেন বলে।" তারপরেই মাথা চুলকোয়।

বলি—"তাড়াতাড়ি নেই, তিনি ভাল করে সেরে উঠুন না।"

তখন সে প্রফুল্ল মুখে—"আমি জানি আপনি—" ইত্যাদি বলিতে বলিতে ধর্মশালায় চলিয়া যায়।

মনে মনে ভাবি—'তুমি ছাই জান'। আমার বয়স পাও আগে—তখন জানবে,—আমারো একদিন যৌবন এসেছিল, তখন বাড়ীর কথা ভাবতেন বাপ খুড়ো, আমি ভাবতাম অন্যের কথা—দেশের কথা। সে কি আমি ভাবতুম,—যে ভাবতো সে ঐ যৌবন, যে চিরকাল এই জগৎটাকে পুরোনো হতে দেয়নি। বার্ধক্য—শরীর নিয়ে আর 'নিজের' নিয়ে ব্যস্ত, তার বাইরে তার দৃষ্টি অতি ক্ষীণ। নিজের ষোল-আনা সেরে ফাউ দেবার মত তার কিছু আর থাকে না।—সারা জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে একখানি পাই-পয়সা হিসেবে খাতা বানিয়ে দেয়। সে বলে কেবল পেছু হট্‌তে।—

আবার বলে কিনা—"আমার সেবা যত্ন হচ্ছে না।" সেইটাই যেন আমার চাঞ্চল্যের কারণ। বাড়ী গেলেই যেন সবাই মিলে আমার ডলাই মলাই সুরু করে দেবে,—এমন তেল মাখাবে যমে ধরলে যেন পিছলে পড়ি। পাকা চুল তুলে বসন্তরায় বানিয়ে দেবে। কি পাগল। দেখছি আমার কাছে তার কুণ্ঠা সঙ্কোচ দেখা দিচ্ছে, নিজেকে সে অপরাধী ভাবছে।

আজও তার ডাক্তারবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ। তবে এ-বাটীর রান্নাঘরে ঢুকিয়া মেয়েদের কাছে হাত পাতিয়া কিছু খাইয়া যাওয়া তার চাই,—সেটা সে ভোলে নাই। ফিরিলে আজ তাহাকে বুঝাইয়া নিঃসঙ্কোচ করিয়া দিতে পারিলে আমি স্বস্তি পাই।

৫৬

ডাক্তারবাবুর ব্যবস্থায় ও সহৃদয় ব্যবহারে এবং জয়হরির সেবাযত্নে গণেনবাবু সত্বরই সারিয়া উঠিলেন। আগন্তুক যুবক দুইটির কর্ম-বিমুখ উদাসীন ভাবটা আমরা বুঝিতে না পারিলেও তাহারা উভয়েই শিক্ষিত ও সাহায্যতৎপর। তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় গণেনবাবুর চিন্তা-পীড়িত দুর্বহ দিনগুলি সহজেই অতিবাহিত হইতেছিল ও তাহা তাহার স্বাস্থ্য সঞ্চয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেছিল।

গণেনবাবুর জন্য ডাক্তারবাবুর ঔষধের ব্যবস্থা না করাটা জয়হরির মনঃপূত হয় নাই। তিনি ঔষধ না দিলেও জয়হরি সে কাজটা নিজের বিশ্বাসমত করিয়া চলিয়াছিল। শিব-গঙ্গায় স্নান করিয়া প্রত্যহই বাবা বৈদ্যনাথের চরণামৃত আনিয়া গণেনবাবুকে খাওয়াইত। এখন সে তাঁহাকে লইয়া সকাল-সন্ধ্যা একটু বেড়ায়।

আমার ভয় হয়,—কোন্‌দিন না মাড়োয়ারিদের মোটর-লরিতে হাওয়া খাওয়াইবার

সখ্ চাপে ও গণেনবাবুকে দুমকায় চালান দিয়া বসে। তাই নিত্যই তাহাকে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছি।

সে বলে—"আমি কি এমনি মুখ্খু! উনি না পারেন লাফাতে, না পারেন ঝুলতে।" অর্থাৎ এই দুইটি গুণ না থাকিলে মোটর-লরি চাপা চলে না, ইহাই তাহার ধারণা। তাহার এই ধারণাটা দৃঢ় থাকিতেই বাঁচি!

* * * *

আমি আজ কয়েকদিন লক্ষ্য করিতেছিলাম—গণেনবাবু যে পরিমাণে স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইতেছিলেন, আহারাদি সম্বন্ধে বাধামুক্ত হইতেছিলেন, এবং ডাক্তার-বাবু ও আমরা—তাঁহাকে বিবিধ ভোজ্য খাওয়াইয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম,—তিনি সেই পরিমাণে স্ফূর্তিহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। শয্যাগত দুর্বল ও চরম হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তাহা দিন দিন যেন মৃদুমন্থর হইয়া আসিতেছে। দীনভাবে মাথা নীচু করিয়া আসেন যান, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে দু'একটি কথায় উত্তর দেন। সে ভাবটা এতই সুস্পষ্ট যে জয়হরি পর্যন্ত তাহা লক্ষ্য করিয়াছে এবং সেজন্য চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

ভাবিলাম—ইহাই ত' স্বাভাবিক। শিক্ষিত ভদ্রলোক—পীড়া-কাতর অক্ষম অবস্থায় অপরের সেবা যত্ন বাধ্য হইয়া সহজেই লইতে পারেন,—এমন কি প্রার্থী হইতেও পারেন, কিন্তু সুস্থ সবল অবস্থায় তাহা কৃপার ভারের মত তাহাকে চাপিতে থাকে। দয়া গ্রহণ করার একটা দারুণ পীড়াও আছে ; সক্ষম অবস্থায় সেটা বেশীদিন সহিতে হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব আঘাত পায়, সে হীন ও অপমানিত বোধ করিতে থাকে। সক্ষমের অক্ষমতার পরিচয় লজ্জা সঙ্কোচই বাড়ায়,—তাহাকে নত করিতে থাকে।

ডাক্তারবাবু অভয় দিলে, তাঁহাকে এখন দেশে পাঠানই উচিত। গণেনবাবু বোধহয় ভদ্রতার সঙ্কোচ ভেদ করিয়া কথাটা পাড়িতে পারিতেছেন না। খুব সম্ভব—সেই না-পারাটাই তাঁহাকে পীড়া দিতেছে।

* * * *

সকাল সাতটা আন্দাজ গণেনবাবুকে দেখিতে গেলাম।

দেখি যুবক দুইটি "মুলার্স-সিস্টেমে" (Mullers' System-এ) কসরৎ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সহাস্যে বন্ধ করিল। আমি নিষেধ করিলে বলিল—"পনের মিনিট হয়ে গেছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"গণেনবাবু কোথায়?" শুনিলাম জয়হরি বাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন, রোজই যান—ফিরতে ন'টা হয়।

আমাকে বসিতে বলিল। তাহাদের সহিত কথা কহিতে আমার ভালও লাগে,—দশের ও দেশের দুঃখদারিদ্র্যের কথাই তাহাদের প্রধান কথা।

কথার ফাঁকে বীরেশ সহসা বলিয়া উঠিল—"দেখুন—গণেনবাবু সত্বর সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর প্রফুল্লতা ফুট্‌তে দেখলুম না। জোর করে হাল্‌কা হাসি হাসলেও তার মাঝে একটা চিন্তা যেন অনুস্যূত রয়েছে বলে মনে হয়।"

বলিলাম—"আমার চুলই পেকেছে, বুদ্ধি কি অভিজ্ঞতাটা তোমাদের বয়সের নীচে যে স্থানে ছিল তার চেয়ে বড় বেশী নড়েনি,—নড়তে চায়ওনি—সুতরাং আমার অনুমানটায় ভুল থাকাই সম্ভব। আমিও ওটা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমার মনে হয়—গণেনবাবু ঠিকই সেরে উঠেছেন। আর, সেরেছেন বলেই—মাথাটায় অন্য চিন্তাকে স্থান দিতে পেরেছেন। সঙ্কট পীড়ার অবস্থায়—জীবনের আশা যখন অল্পই ছিল বা ছিলই না,—ছিল কেবল যন্ত্রণা আর অনিশ্চিত অবস্থার অস্পষ্ট বিক্ষেপ,—ধারাবাহিক কিছু ছিল না, তখন—থাকে ত', একমাত্র নিজের চিন্তাই প্রধান ছিল। যে নিজেই যেতে বসেছে,—স্ত্রীপুত্রের চিন্তা তার কাছে কতক্ষণ স্থায়ী হয়। সেটা এলেও—এক মর্মভুদ দীর্ঘশ্বাসেই তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু—সামর্থ এলে—আশা উৎসাহ দুই-ই আসে, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুত্রের চিন্তাই তখন প্রবলতর হয়,—নিজের ভাবনা পেছিয়ে পড়ে।"

বীরেশ সঙ্গীটির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে বললে—"আপনি ঠিক ঠাউরেছেন।"

বলিলাম—"কিসে বুঝলে। তো' কি বলা যায়—অনুমান বইতো নয়। জীবনে হতাশ হ'লে কেউ কেউ তা রামধন তেলির জমিটের কথাই ভাবে; কেউ বাঁড়ুয্যেদের খৎখানা বদলে নিতে তাড়া দেয়;—এই রকম কত কি। বড় বড় সম্পত্তিশালী নৈষ্ঠিক জাপকেরা নায়েবকে ডেকে মৃদু-মন্দ জপ্‌ দ্রুত চালান,—বিধবা বড়-বধু ঠাকুরাণীর পুত্রটির অকাল বৈরাগ্যের ব্যবস্থা করেন—যাতে সত্বর তার ধর্মে মতি হয়। যাক,—ঠিক কিছু কি বলা যায়! তবে—ঠিকটা আর দিনকতক পরে স্বয়ং জানতে পারব বলে আশা করছি বটে।"—

যুবকদ্বয় হাসিয়া বলিল,—"না—আপনি ঠিকই ঠাউরেছেন,—এই দেখুন না।"

এই বলিয়া রোল্‌ করা এক-সীট্‌ ফুলিস্কেপ্‌ আমার হাতে দিল।

খুলিয়া দেখি—পেন্সিলে আঁকা একখানি চিত্র; ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষাদিতে পরিবেষ্টিত

বাঙ্গলার একটি পল্লী। কয়েকখানি কোটা আর চালাঘর। একটি রোগজীর্ণা হৃতযৌবনশ্রী যুবতী পুকুরঘাটে বসিয়া একবোঝা বাসন মাজিতেছেন, যেন—

"ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,—
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার !"

ছোট একটি মেয়ে—মায়ের সাহায্যার্থে একখানি থালা মাথায় লইয়া বাড়ীতে রাখিতে চলিয়াছে। রুগ্ন একটি বালক একবোঝা বিচালি মাথায় করিয়া, আর এক হাতে গরুর দড়ি ধরিয়া—গরুটি লইয়া বাড়ী ঢুকিতেছে। সকলেরই ম্লান মুখ, ছিন্নবস্ত্র,—কোথাও কাহারো আশার আনন্দটুকুও নাই! বন, নদী, গিরি, প্রান্তর ভেদ করিয়া একটি অস্পষ্ট আত্মার উন্মাদ দৃষ্টি সুদূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছে।

সমাবেশগুলি—অবসান সূচনা করিতেছে, দেখিলেই প্রাণের মধ্যে বিষাদ-ঘন সন্ধ্যারাগিনী সাড়া দিয়া ওঠে ; বুকভাঙ্গা গভীর শ্বাস বাহির হইয়া আসে।

চিত্রের নিম্নে নামকরণ ছিল—"আমার সাধের সংসার", পারে "সাধের" স্থলে "সুখের" করা হইয়াছিল। শেষ, সবটা কাটিয়া লেখা হইয়াছে—"দুর্ভাগার সংসার !"

শিহরিয়া উঠিলাম। গণেনবাবু বলিয়াছিলেন—"পেন্সিল দিয়ে ছবি এঁকেও সময় কাটাতুম !"

তাঁর প্রথম দিনের সকল কথা মনে পড়িয়া আমার চক্ষে চিত্রখানি এতই সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হইয়া দেখা দিল যে, আমি আর সে দৃশ্য সহিতে পারিলাম না। প্রাণটা ব্যথা-চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাগজখানি রোল্ করিয়া বীরেশের হাতে দিয়া বলিলাম—"এ তাঁর ব্যথার রূপ,—যেখানে ছিল সেই খানে রেখে দাও !—"

"এখন চললুম" বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

* * *

অনিশ্চিত চলা! মনটা পথ খুঁজিতেছে—পথ পাইতেছে না। বাহিরে পা ফেলিতেছে—ভিতরে ঘুরিয়া মরিতেছে!

ডাক্তারবাবু কোথা হইতে ফিরিতেছিলেন। মোটর থামাইতে থামাইতে বলিলেন—"আমি আপনাকেই চাইছিলুম,—আসুন কথা আছে।"

বলিলাম—"আজ বেড়ান হয়নি—আমি হেঁটেই যাচ্ছি বিলম্ব হবে না !"

তিনি চলিয়া গেলেন।

এই ত' খুঁজিতেছিলাম! বিচলিত ভাবটা কাটিয়া গেল!

দু'চার কথার পর ডাক্তারবাবু বলিলেন—"গণেনবাবুর শারীরিক পীড়া সম্বন্ধে

চিন্তার আর কোন কারণ নেই—তিনি ভাল হ'য়ে গেছেন, আর নিজেই সেটা আমাদের চেয়ে বেশী বুঝেচেন। এখন আটকে রাখলে বোধহয় তাঁর মানসিক পীড়া বাড়ানো হবে। নয় কি?"

"আমারো তাই মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব—ভদ্রতা আর অবস্থা তাঁকে নীরব থাকতে বাধ্য করছে। কিন্তু কর্তব্যের ওপর গেলেই সেটা বোধহয় মানুষকে অপমানই করতে থাকে।"

"'বোধহয়' বলছেন কেন,—ঠিকই তাই।"

গণেনবাবুর মানসিক পরিবর্তন ও চিত্রখানির কথা ডাক্তারবাবুকে বলিলাম। তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"এ অবস্থায় কিন্তু একজন কেহ সঙ্গে যাওয়া উচিত,—জয়হরিবাবু"—

বাধা দিয়া বলিলাম,—"মাপ করবেন, তাকে আমি বোধহয় বেশী জানি। ভাবের আতিশয্যে একটা অভাবনীয় কিছু ঘটাইয়া বসা তার পক্ষে খুব অসম্ভব নয়! না হয় যদি ফেরে ত'—ছয়মাস কি বছর খানেক পরে!"

ডাক্তারবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমিও ওই রূপই কিছু বলতে যাচ্ছিলুম—আপনি বাধা দিয়ে আমার মনোভাবটাই প্রকাশ করেছেন! যাক কিন্তু চাই একজন,—সে সম্বন্ধে ভাববেন। কাল দেখা হবে কি? সময়টা জানলে আমিই আপনার কাছে যেতে পারি।"

"সময়ের কথা বলছেন? দেখুন—কোনো কিছুকে প্রচুর পরিমাণে পেতে হ'লে তাকে—চাইনা বলে ত্যাগ করাটাই তার সহজ উপায়। সময়টাকে তাই ছেলেবেলা থেকেই ত্যাগ করেছিলুম—ঘেঁসতে দিইনি। কখন যে 'দিন যায় রাতি আসে,' সে খোঁজ কোনদিনই ছিল না। এখন তাই সে নিজেই এসে—'আমি তোমারি' বলে আত্মসমর্পন করেছে। এখন সে আমার অধীন—সব সময়টাই আমার। আপনি যখন ইচ্ছা আসতে পারেন। তবে—আপনাকে আর আসতে হবে না,—আমিই আসব'খন।"

ডাক্তারবাবু নির্বাক শুনিতেছিলেন,—এবার সশব্দ হাস্যে বলিলেন,—"সেই ভালো,—কিন্তু আমি যে এখনো সময়ের অধীন!"

"বেশ বারাণ্ডায় একখানা 'ইজিচেয়ার' রাখিয়ে দেবেন,—আপনাকে সারাদিন না পেলেও আমি **uneasy** হ'ব না। 'কাল দেখা হবে', বলিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় লইলাম।"

ধর্মশালা হইতে যে অস্বস্তি লইয়া বাহির হইয়াছিলাম—চিকিৎসাশালায় তাহার প্রতিকারের আশা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিলাম।

পথেই পোস্ট-আপিস। একখানি পত্রের আশা করিতেছিলাম। দেখিয়াই যাই।

পোস্ট আপিসে তখন 'ওভার-কোটের' হাট ভাঙ্গিয়াছে, কেবল 'জার্সি' আঁটা, চুল ফেরানো বাবু-চাকরের দল—কে একজনকে ঘিরিয়া বারাণ্ডার বাহিরে সব গোলমাল করিতেছিল।

বারাণ্ডায় উঠিবার সময় কানে আসিল,—"ইনি মস্ত লোক, এঁকে ধরলেই কাজ হবে।"

এত বড় সুমধুর অপবাদটা শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া চাহিতেই হইল।—একটি স্ত্রী-লোক ঝড়ের মত আসিয়া পা জড়াইয়া ধরিল, বিধবা—বয়স্থা। কি আপদ—পাগল নাকি। "ব্যাপার কি—ছাড়ো, ছাড়ো।"

বলিল,—"বাবা—বিমলির চিঠিখানা আমাকে দিতে বলনা—এ পোড়ারমুখোরা আমায় দেবে না। পাঁচ মাস তার খবর পাইনি। অমি কেন মরতে এসেছিলুম গো!" —চীৎকার—কান্না।

কি বিপদেই পড়িলাম। পা ছাড়েনা, বলে—"আমি মন্দ জাত নই গো—সদগো-পের মেয়ে, তোমাকে নাইতে হবে না।"

সেটা ম্যাথরে ধরিলেও হইত না। কিন্তু এ কি বন্ধন। বলিলাম,—"তুমি কে বাছা?"

"ওগো আমি ব্যাটরার বিমলির মা,—সে যে এই পেরথম পোয়াতী গো। আমি কেন মরতে এসেছিলুম গো!" আবার চীৎকার—কান্না।

কি মুশকিলেই পড়িলাম। জার্সি-জমায়েৎ হাসিমুখে মজা দেখিতেছিল। তাহা-দের দিকে চাহিলাম—জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিছু জানো?"

শুনিলাম,—ও ওই বোমপাস টউনের * * বাবুদের বাড়ীর কাজ করে। পাঁচ মাস এসেছে, না পায় মেয়ের চিটি, না পায় মাইনে। ও বলে,—চিটি আসে—ওকে কেউ দেয় না।"

"মিছে কথা বলিনি বাবা—তীত্থি স্থান। সে যে নেকা-পড়া জানা মেয়ে, পাড়ার মেয়েদের চিটি নিকে দেয় আর আমাকে নেখে না!"

পোস্ট অফিসের একটি বাবু বারাণ্ডায় আসিয়া মজা উপভোগ করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাই নাকি?"

"কি করে জানবো মশাই। বাবুদের চিটি আর তাঁদের 'কেয়ারে' যে চিটি আসে,—সবই তাঁদের লোক নিয়ে যায়,—'কেয়ারে'র চিটি স্বতন্ত্র কারুকে দিতে'তাঁদের মানা আছে।"

বললুম,—"এ স্ত্রীলোকটি যখন—পায়না বলছে, তখন ওর নামের চিটিখানা ওকে দিতে আপত্তি আছে কি?"

"আপনি ত' বেশ লোক! কার চিটি কাকে দেব মশাই! ওই যে বিমলির মা'তার ঠিক কি,—চেনে কে **identify** (সনাক্ত) করবে কে!" ইত্যাদি।

আমি অবাক হইয়া লোকটিকে দেখিতে লাগিলাম—বাঙ্গালী কি? খুব কড়া কর্তব্যপরায়ণ ত'! যে আজ পাঁচ মাস পত্রের জন্য পাগল হইয়া বেড়াইতেছে তাহাকে তার নামের পোস্টকার্ডখানা দিতে **identification** চায়! হুকুম তামিলের অভ্যাসও আছে। সত্বর উন্নতি করবে দেখ্ছি।

স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিল,—"শুনলে কথা! বিমলিকে বিউলুম—আজ আমি তার মা নই! এরা দিনকে রাত করে গো, আমার কি হবে গো!" (কান্না)

যা হবে তা ত' বুঝিতেই পারিতেছি, এখন আমাকে ছাড়িলে যে বাঁচি। আর কিছুক্ষণ থাকিলে আমাকেও না—ওই বলিয়া চীৎকার করিতে হয়!

নিমক-নিষ্ঠ বাবুটির মাথায় টুপি না থাকায়—আপিস ঘরে ঢুকিবার সময় আমাকে সন্দেহ-মুক্ত করিয়া গেলেন।

"যখন ধানের গোলা ভরা ছিল, তখন রাখাল সামন্তও পিসি পিসি করতো। বিরাজ মিছে কথা কবার মেয়ে নয় বাবা—এখনো বেঁচে আছে—"

কি জ্বালা, বাধা দিয়া বলিলাম,—"সে সব ত' ঠিক কথা, তা একবার দেশে যাওনা!"

"আ—আমার পোড়া-কপাল,—সব বুদ্ধিমানই সমান! তবে আমি কার কাছে যাব গো—" (কান্না)

"কি হ'ল?"

"আমার মাথা হল—কোনো পোড়ারমুখোই আমার কথা বুঝবেনা গো!—আমায় যেতে দেবে কে,—দিচ্ছে কই! এখানে চোর ডাকাতের ভয় বলে—গেঁটের কুড়ি টাকা

আর উনিশ গণ্ডার হারছড়াটাও নিয়ে রেখেছে,—দেয়না। দিলে ত চলে যাই,—আমার মাইনেয় কাজ নেই।—"

"বিমলি বলেছিল গো—'হারছড়াতো সেই আমাকেই দিবি—কোথায় কে কবে নিয়ে নেবে—রেখে যা মা।'—"

"ভাবলুম—মাসখানেক পরেই তিথি করে ফিরে আসছি,—এমন ভদ্দোর নোকের সঙ্গ আমার আর কবে মিলবে।—"

—"ওগো কেনো মরতে তার কথা শুনিনি গো! আমায় খুব তিথি করিয়েছে। এখানে এসে ডেরা গাড়লে, আর নোড়লো না। গিন্নি বলে—খাসির-মাস পর্যন্ত হজম হয়—এমন তিথি আর আছে নাকি! তোকে খাওয়া-পরা আর সাতটাকা মাইনে দেবো—থাক।—

—"যাবার নাম করলে বলে—'যা দিকিন দেখি,—জানিস ত' আমার ছেলে টিপিটি—লাটসায়েব কথা শোনে। যাবার নাম করবি ত' রাস্তায় ন্যাংটো করে বেত মারবে,—তোর কোনো বাবা রক্ষে করতে পারবে না।—

"ওগো তোমরা দেখনি,—সে সত্যিকার টিপিটি গো—সত্যিকার টিপিটি,—যেন হাওড়ার পুলের বয়া, ভ্যাঁটার মতো চোক। দেখলে ভয় করে।—"

—"খাসির মাস খেয়ে খেয়ে মাগীর মুখখানাও যেন বাগের মুখ দাঁড়িয়ে গেছে,—কথা কয় যেন খেতে আসে। আমাকে দিয়ে সেই সব অখাদ্যির এঁটো নেওয়ায়া ওগো আমি কি তিথি করতে এলুম গো,—আমার কপালে এই ছিল গো!" (চীৎকার কান্না)

তাই ত', বিদেশে এনে গরীব স্ত্রীলোকের উপর এ কি জুলুম!

বিমলির মা থামেও না—পাও ছাড়েনা। বলে,—"ওরা আবার আমায় যেতে দেবে,—আমার টাকা দেবে,—মাইনে দেবে? হারছড়া দিলে যে বাঁচি! শীতে মরচি, একখানা পুরনো চাদরও দিলেনা,—যে করে কাটাচ্চি, মা কালীই জানেন। একটু কাঁদতেও দেয়না গো, বলে অকল্যাণ করছিস! তাই—রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াই। কোনো পোড়ারমুকোর দয়া হলনা! বিমলিকে আর দেখতে পেলুম না,—আমি কেনো মরতে এসেছিলুম গো!" (কাতর ক্রন্দন)

বন্ধন ভুলিয়ে দিলে। তীর্থের লোভ দেখিয়ে এনে—অসহায়া স্ত্রীলোককে এই অবস্থায় ফেলেছে! এর আর পাগল হ'তে বাকী কি!

শেষে বিমলির ঠিকানাটা লিখিয়া লইয়া বলিলাম, "ভেবনা, এক সপ্তাহ মধ্যে মেয়ের চিঠি পাবে। তারপর অন্য উপায়।"

অনেক আতঙ্কপ্রদ শুভ-কামনা লাভের সহিত, অর্থাৎ—সোনার দোত-কলম, দীর্ঘ-জীবন, রাজা হওন,—পা দু'খানাও ফিরিয়া পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। যে পত্রের আশায় আসিয়াছিলাম তাহার জন্য কর্তব্য-নিষ্ঠ কর্মচারীটিকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইল না। বাসা-মুখে রওনা হইলাম।

মাতুলের কথা মনে পড়িল, তিনি বলিয়াছিলেন—"এখানে আর সুখ নেই, এক মাগীর জালায় নিশ্চিন্তে পথে পা বাড়াবার জো নেই। ঘরের পয়সা ফেলে—সখের হাওয়া খেতে এসে, ফ্যাসাদ পোয়ানো কেন রে বাবা।"

এখন দেখিতেছি—এই বিমলির মাই ছিল তাঁর নম্বর টু অন্তরায়।

ফিরিবার সময় দেখি বম্পাস্ টাউনের পথে,—বিমলির মার সহিত কথা কহিতে কহিতে ধর্মশালার বীরেশ চলিয়াছে—সে আবার কোথা হইতে জুটিল। পরিচিত না কি?

দূর করো,—আর মাথা খারাপ করা নয়—সকাল থেকে অনেক হয়েছে। বাসায় ঢুকিয়া পড়িলাম।

৫৮

বৈকালে গণেনবাবুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক কথাই হইল,—দেশ, বর্তমান যুগ, বাঙ্গালীর জটিল ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতেছে বটে—কিন্তু এখনো এলোমেলো; ইত্যাদি।

শেষ গণেনবাবু বসিলেন—"মানুষ থাকলেই সব আপনি গড়ে উঠবে—উঠতে বাধ্য। মানুষের ভেতর দিয়েই মনুষ্যত্ব বলুন, মানবতা বলুন, সময়ে আপনি দেখা দেয়,—সব তার মধ্যেই আছে। শিক্ষা কি অনুশীলন তাকে কেবল এগিয়ে দেয়—শ্রী দেয়। আত্মার মধ্যে এমন একটা বিশ্বব্যাপী আত্মীয়তা আছে যা অজান্তেও সম-বেদনাশীল। সেখানে দেশ জাতি বা চেনা-অচেনা বিচার নেই। দুঃখে কষ্টেই তার পরিচয়টা ভালো মেলে। গত তিন বৎসরে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়টা ভালো মেলে। গত তিন বৎসরে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি।"

"একটা বলুন না শুনি।"

"শুনবেন?" বলিয়া গণেনবাবু মিনিটখানেক অন্যমনস্ক থাকিবার পর বলিলেন

—"একবার পৌষের শেষে আলমোড়া চলেছি—যদি উপকার পাই। শীতবস্ত্রের মধ্যে একটি ফ্লানাল্ শার্ট আর একখানি পুরাতন র‍্যাপার। কন্‌কনে ঠাণ্ডা—আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ফি ইস্টেশনই লোক নাবছে উঠছে,—অধিকাংশ দোর-জানলা খোলাই থাকে —গাড়ি ছাড়লেই হু হু করে হাওয়া ঢোকে। রাত এগারোটার মধ্যেই আমার হাত পা অসাড় হয়ে এলো,—হাত পায়ের কাজ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল,—উঠে দোর জান্‌লা বন্ধ করতে পারি না। হতাশ হয়ে ভাবলুম—রাত একটার মধ্যে নিশ্চই heart এর action (হৃদযন্ত্রের কাজ) বন্ধ হয়ে যাবে।···

"একখানা ছেঁড়া কম্বল পেলে তখন যেন রাজত্ব পাই। কোথায় পাব।···"

"আমার সামনেই একটি পাহাড়ী যুবক বসে ছিল,—দু'সুতির ময়লা মেরজাই, পাজামা আর টুপি পরা। পায়ে জুতার পরিবর্তে এক-পা ধুলো, গায়ে একখানা মোটা কম্বল—যার ধূসর রংয়ের ওপরও ময়লার প্রলেপ সুস্পষ্ট। এই সবগুলি একত্র হয়ে এমন একটা দুঃসহ দুর্গন্ধ ছাড়ছিল যা আমাকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল,—শক্তি থাকলে আর স্থান পেলে আমি অন্যত্র সরে যেতুম।—"

"রাত বারোটার পর আমার হৃদকম্প সুরু হল, ঠিক বুঝলুম এইবার সহসা সব থেমে যাবে। বুকে হাত দু'খানা চেপে রাখবার চেষ্টা করছি—পারছি না।"

যুবকটি বোধহয় আমার অবস্থা লক্ষ্য করছিল ;—বেঞ্চির ওপর-নীচে দেখলে, যদি আমার আর কিছু আসবাব থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের সেই কম্বলখানা খুলে, বলা নেই কওয়া নেই আমার গায়ে বেশ করে জড়িয়ে দিলে! অন্য সময় হ'লে সেই ছোটলোকের এই ইতর ব্যবহারটা কি ভাবে নেওয়া হ'ত তা বলাই অনাবশ্যক। আমি কেবল মাত্র কোন প্রকারে বললুম—"তোমাকে ঠাণ্ডা লাগবে!'

সে মৃদু হেসে বললে—'আমি পাহাড়ী চাষী-মজুর লোক—ঠাণ্ডা আমার সওয়া আছে!'—

"আগের ইস্টেশনে গাড়ী থামতেই, খুব গরম এক ভাঁড় চা এনে আমাকে খাওয়ালে, আর কম্বলখানা টেনে আমার নাকমুখ ঢেকে দিলে। বললে—'কিছুক্ষণ ঢাকা থাক।'

"না হল তায় কষ্ট, না পেলুম কোন গন্ধ,—আরামই বোধ করলুম। আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচলুম। কী প্রতিশোধ!···

"আমি সেই ঢাকা অবস্থাতেই বেশ আরামে ছিলুম। সে যে কখন অন্য ইস্টেশনে নেবে চলে গেছে—জানতে পারিনি,—সেও জানতে দেয়নি!"

গণেনবাবু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করায় চেয়ে দেখি—কোঁচার-কাপড়ে চোখ মুছচেন।

এখন গণেনবাবুর চোখে জল পড়ে!

বললেন—"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।"

এতক্ষণ এত কথা হইল—বাদ পড়িল কেবল পারিবারিক প্রসঙ্গ। না গণেনবাবু সে বিষয় উত্থাপন করিলেন,—না আমার সাহসে কুলাইল। সেটা ঠিক এড়ানই হইল!

দেখি—কম্পাস্ টাউনে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল, বিকালটা না আবার সকাল হইয়া দাঁড়ায়! কি জানি কখন কোন এক 'সদন' হইতে বিমলির-মা বাহির হইয়া পড়িবে! প্রত্যেক ভবন, সদন বা নিকেতন আমাকে সচকিত করিয়া তুলিতে লাগিল,—যেহেতু, কোনো সৌধই "ঢপটির" (ডিপুটির) অযোগ্য নয়! অস্বাচ্ছন্দ্য আসিয়া গেল।

বলিলাম,—"এইবার ফেরা যাক,—আপনার অতিরিক্ত হয়ে যাবে।"

"এখন আমি বেশ সেরে উঠেছি—শরীরে বলও পেয়েছি, একটুও কষ্ট হচ্ছে না ত'। তবে—ফিরতে ত' এতটাই, ফেরাই ভালো। আপনার পক্ষেও বেশী হচ্ছে!"

"সে ভয় পাবেন না,—ঘোরাতেই আমার স্থিতি,—উটি বন্ধ হলেই পতন,—গ্রহের সামিল কিনা! তাঁরা গতি নিয়ে আছেন—দুর্গতিটা নেবারও ত' কেউ চাই। এই দেখুননা—তাঁরা শূন্যে ঘোরেন—পাশ কাটাবার যথেষ্ট জায়গা পান, আমাকে মাটির ওপর ভিড় ঠেলে ঘুরতে হয় জুতোও ছেঁড়ে কম নন—পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, তাঁদের সঙ্গে এই যা প্রভেদ।"

গণেনবাবুকে আজ সশব্দে হাসিতে শুনিলাম। বলিলেন—"জীবনটাকে গায়ে মাখেন নি দেখছি—বেশ উড়িয়ে দিয়ে চলেছেন!"

"তা কি হয় গণেনবাবু। যা মাখা হয়েছে তা মুছতেই কয়েক জন্ম নেবে। যিনি যখন দয়া করে ঘাড়ে এসে পড়েন—তাঁকে চিনতে পারাই যথেষ্ট। তাহ'লেই তাঁর রংটা কামড়ে ধরতে পারে না—ফিকে হয়ে যায়, দু'এক ধোপেই সাফ্! সেই টুকুই যথালাভ। এড়াতে কি পারা যায়, তার যে ওই পেসা!"

গণেনবাবু একটু নীরব থাকিবার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মনে

হচ্ছে তিন বচরে রোগ আর দুঃখ-কষ্টটা আমাকে কত সত্যের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলে—কত অজানারে আপন করে পাওয়ালে, যা—তিন জন্মের সুখৈশ্বর্যের মধ্যে মিলতনা! কিন্তু তাতে হ'ল কি! যেখানে ছেড়েছিলুম—আবার ত' সেইখান থেকেই সুরু করতে হবে! এক পা'ও ত' এগুলুম না!"

মুখে বিষণ্ণতার ছায়া লইয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক হইতে দেখিয়া বলিলাম—"সে কি গণেনবাবু, মানুষের বাইরের এগুনোটা ত' মোটারের মোশন্ আর মূল্যের মাপ্ ধরে—সেটা গড়ের-মাঠ মুখো! মানুষের সত্যিকার এগুনোর স্থান ভেতরে। কে বললে—আপনি এগোন নি। হ্যাঁ—কাজ চাই বই কি,—পুরুষের পৌরুষই কাজে। যে পাহাড়ী চাষী-যুবকটির কথা বললেন—আপনার কষ্ট দেখে তার হৃদয় কাতর হয়ে উঠেছিল, সে মানুষ বলে—সমবেদনায়, আত্মার টানে। কিন্তু কে বলতে পারে,—তার অজ্ঞাতে তার কর্মশক্তি তাকে কম্বলখানি ত্যাগ করবার সাহস যোগায় নি! অন্যান্য প্রবৃত্তির পেছনে তার অলক্ষ্যে তার শ্রমনির্ভরতা থাকা অসম্ভব কি!"

"দেখুন—আমি যেন কেমন হয়ে গেছি,—অমন করে ভাবতে পারিনা!" সুস্থ সমর্থ বোধ করলে মানুষের কর্ম-কামনা, কার্য-চাঞ্চল্য, আশা বোধহয় আপনিই আসে। আমি যে বেশ সেরে উঠেছি—এটাও তার একটা প্রমাণ। এতদিন আত্মীয় স্বজন কি বন্ধুবান্ধব কা'কেও একখানা পত্র লিখতেও ইচ্ছা হ'তনা।. সেদিন কিন্তু আপনা আপনিই একটি সহপাঠী বন্ধুকে পত্র লেখবার চাঞ্চল্য এল—না লিখে থাকতে পারলুম না,—এতদিন না লিখে যেন অন্যায় করেছি—সুধাংশু এখন এটর্ণী। এই দেখুননা, সকলেই ঠিক করেছে—আমি বেঁচে নেই! সত্বর যাবার জন্যে জেদ করেছে। বাড়ীতে তার এখন আর কেউ নেই,—স্ত্রী পুত্রের শরীর ভাল না থাকায়—শ্বশুরের কাছে হাজারিবাগে পাঠিয়ে দিয়েছে;—লিখেছে—

"সত্যি বলছি গণেন—তোমার পত্রখানি যেন কৃপার মত পেলুম। বড়ই ফাঁকা বোধ হচ্ছে, তোমাকে পেলে বড়ই সুখী হব। কেবল কাজ আর কাজ,—জীবনটা বড়ই একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সময় তোমাকে পেলে বেঁচে যাই। তোমার তরে না হয়, অন্ততঃ আমার তরে এসো। বঞ্চিত করনা ভাই—সত্বর চলে আসা চাই। হাতে কাজও বিস্তর—আমি তোমার সাহায্য চাই। আমি দিন গুণবো। আশা করি—আমার কথাগুলো পূর্বের মত' অসঙ্কোচে নিতে পারবে।"

পাঠান্তে গণেনবাবু আমার দিকে চাহিলেন। আমি তখন মস্ত একটা তৃপ্তির আনন্দ

অনুভব করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম—যে বিষয়টার উত্থাপন পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সমস্যার মত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আপনার মধ্যেই সহজ মুক্তি লাভ করিয়াছে।

গণেনবাবু কথা কহিলেন—"ডাক্তার বাবু যদি"—

বলিলাম—"আমিই তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর মতামত জানব'খন,—ও কাজ আমার রইল। আপনি নিজে যদি বেশ সুস্থ সবল অনুভব করে থাকেন, তাহ'লে এ রকম বন্ধুর ওরূপ প্রস্তাব আর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে বলা কারুরই উচিত হবে না।"

"জয়হরি বাবুকেও"—

"সে ডাক্তার বাবু বললেই হবে।"

৫৯

গণেনবাবুকে ধর্মশালায় পেঁছাইয়া দিয়া ডাক্তার বাবুর বাসায় চলিলাম।

সন্ধ্যা হইয়াছে,—আকাশে সপ্তমীর চাঁদ। চাঁদ দেখিয়া হাঁ করিয়া গাড়ি চাপা পড়িবার সখের দিন গিয়াছে,—এখন সে লাণ্ঠানের কাজ করে—তাই তার খোঁজ আর খাতির।

গিয়া দেখি—বারাণ্ডায় 'ইজিচেয়ার' রাখা আছে, পাশেই একটি বেতের টেবিলে সিগারেটের কোটা আর দেশালায়ের বাক্স! কেবল ডাক্তার বাবু নাই।

যিনি এতটা করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার হইয়া আমি না হয় একটু করিলাম। নিজেকে নিজেই 'বসুন' বলিয়া চেয়ারে গা ঢালিলাম। এতটা ঘোরার পর বড়ই আরাম বোধ হইল। সিগারেট সহযোগে সেটা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিয়া—চেয়ার-জোড়া মূর্তি দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"তুমি আবার কি চাও, রাত্রে কোথাও যাবার-টাবার কথা কয়োনা বাপু।"

বলিলাম—আজ্ঞে যাবার কথা আমি মুখেও আনব না,—**indoor patient** করে নেন ত' বাঁচতেও পারি,—এখানে বড় ঠাণ্ডা।"

তিনি সশব্দ হাস্যে বলিয়া উঠিলেন···"আপনি! অন্ধকার কি না, বুঝতেই পারিনি, মাপ্ করবেন। চাকর ব্যাটারা একটা আলোও দেয়নি! এই ভিখন্ —ভিখন্"···

"বলিলাম, আমি চুপচাপ এসে বসে পড়েছি, ওরা কেউ টেরও পায়নি, ওদের কোনো দোষ নেই।"

"ঘুরে ঘুরে মাথার ঠিক ছিল না, চলুন চলুন—ভেতরে চলুন। কতক্ষণ এসেছেন ?"

"এই তিনটে সিগারেট তিন দিকে রওনা করেছি মাত্র !"

"ঘরে বসিয়া গণেনবাবু সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল। সুধাংশু বাবুর পত্রের মর্ম শুনিয়া তিনি খুবই খুসী হইলেন, কারণ ওইরূপ একটা কিছু বড়ই প্রার্থনীয় ছিল। বলিলেন—"গণেনবাবু এখন অনায়াসেই যে কোনো কাজ করতে পারেন, কাজ করা তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যও দরকার। তিনি এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। একজন সঙ্গী মিললে ভালো হ'ত, না পেলেও শঙ্কার কোন কারণ নেই।"

* * * * *

বাসায় ফিরিলাম—প্রায় নয়টা। ঘরের মধ্যে দুই পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াই বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তড়াক করিয়া এক লাফে আবার বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

এ কথা ত' একদিনও ভাবি নাই। পাহাড়-ঘেরা সাঁওতালের দেশ,—এটা আবার তায় শিব-ভূমি, সাপ ত' থাকবেই, থাকবারই কথা। বাবাই রক্ষা করেছেন। একেবারে বিছানার মাঝখানে কুণ্ডলি পাকিয়ে ফণা বিস্তার,—বাপ্। অভ্যাস মত' সরাসরি গিয়ে বিছানায় বসবারই ত' কথা। উঃ, গিয়েছিলাম আর কি! ওর এক ছোবলেই ধ্যাওড়া প্রাপ্তি হ'ত। বুকটা দুর্ দুর্ করতে লাগল।

বাইরে থেকে যতই দেখি ততই তার ফণা ফোলে আর দোলে। ল্যাম্পটা দোরের পাশেই ছিল,—পেসাদার টানিয়ের হাত থেকে হুঁকোটা পাবার প্রত্যাশায় হাত যেমন এগোয়, আর তাঁকে ততই চক্ষু বুজে প্রগাঢ় ধ্যানস্থ হতে দেখে পেছয়,—আলোটা দু-প্যাঁচ বাড়িয়ে দেবার জন্যে আমারো সেই অবস্থা দাঁড়াল। শেষে বাবাকে স্মরণ করে, কম্পিত হস্তে এক প্যাঁচ বাড়িয়ে ফেললুম। সাপ নড়েনি। শুনেছি—আলো দেখলে স্থির হয়ে থাকে।

এক-পা বাড়াইয়া কাজটা করিয়াছিলাম। পা-টা সট্ করিয়া টানিয়া লইবার সময় একটা কি পায়ে লাগিয়া দোরের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। আবার লাফ—একদম রাস্তায়।

কেহই নড়ে না। কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া উঁকি মারিয়া দেখি—জয়হরির এগারো ইঞ্চি জুতোর একপাটি। রক্ষা,—কিন্তু আর একপাটি কোথা।

বিছানায় ফণা বাগানই আছে। জুতো নাকি! তিন-আনা ভয় তিরোহিত। তবু—কি জানি! সাবধানের মার নাই,—অসম্ভব কিছুই নয়! বেহুলার গানে ত' শোনাই আছে—"লোহার বাসরে কাটে বাছা লখিন্দর।"

চশমা মুছিয়া,—সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে এক পা বাড়াইয়া ফোকস্ ফেলিলাম। এ কি,—জুতোই ত'! উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। হাফসোল্ লাগানো হইয়াছিল,—তিন ভাগ বাঁধন ছিঁড়িয়া সে বেঁকিয়া ফণা তুলিয়াছে!

অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কবির এত বড় কথাটা "এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে" মানুষে শুনলে না—জুতোয় শুনলে!

নিকটে গিয়া দেখি তার চতুষ্পার্শ্ব চাদরখানির দুই বর্গফুট ধুলোয় অন্ধকার করিয়া তিনি পড়িয়া আছেন। ব্যাপার কি—সে নিজে গেল কোথায়! সেবার লেপের মধ্যে প্রাণের সাড়া আবিষ্কার করিয়াছিল,—এবার জুতোর জান্ বাতলাবে নাকি!

যাক, ভাগ্যে গোলমাল করি নাই—কুটুম্বের বাসায় কি কেলেঙ্কারিই করা হইত!

কপালের ঘাম মুছিতেছি,—বাহিরের র'কে দুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। চমকিয়া চাহিয়া দেখি—জয়হরি একলম্ফে রকে উঠিয়া—"এই যে আপনি!" বলিয়া ঝড়ের ঝাপটার মত ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে—

"উঃ, বাঁচলুম,—কি করে এলেন? তারা যে বললে—সকালে এসে চিনে নিয়ে যেও! আচ্ছা সে শুনব'খন। পাঁচটা পয়সা দিন—বাতাসা এনে আগে হরিরলুট দিয়ে ফেলি!"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে এতগুলো কথা একটানেই বলিয়া গেল। আমি ত' অবাক। পাগল হ'ল নাকি! বলিলাম—

"বোসো,—একটু শান্ত হও; ব্যাপার কি?"

"আপনি আমার ওপর রাগ করেই এই সব করেছেন। আমি কি মা'র কাছে আর মুখ দেখাতে পারতুম! ফিরতুমই না! সেদিন ত' বললেন—'তাড়াতাড়ি নেই'।"

"হ্যাঁ—তা হয়েছে কি?"

"এই ত' একলা বেরিয়ে কি রকম বিপদে পড়েছিলেন! বিপদটি ত' আপনার একলার নয়। আমাকে ডাকলেই ত' হ'ত। সেদিন কতবার বারণ করে গেলুম—একলা বেরুবেন না। তবে আর কি করে থাকা হয়! কাজ নেই—আপনি চলুন। আমার আজ সব রক্ত শুকিয়ে গেছে!"

আমার জন্য তার দুর্ভাবনা দেখিয়া হাসিও পাইল—দুঃখও হইল,—কারণ তার আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ ছিলনা। বলিলাম—

"বিপদটা কি পেলে?"

"সে আমার জানতে বাকী নেই,—খোঁজ না নিয়ে আর ফিরিনি। এবার কর্তাকে নিয়ে যেতুম। আপনি কুপুত্তুরদের হাত থেকে ফিরলেন কি করে বলুন দিকি। অনেকগুলি টাকা গেছে ত'? আমি সঙ্গে থাকলে আর—"

বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা শুনিবার জন্য এবং নূতন আবার কি ঘটাইল জানিবার জন্য বলিলাম—

"সবটা খুলেই বলনা শুনি।"

বলিল—"সাতটার পর এসে দেখি—আপনি নেই। বাণেশ্বর বললে—চারটের আগে বেরিয়ে গেছেন। মাথা ঘুরে গেল,—চারটের আগে! ট্রেনের সময়ই ত' ওই। ছুটলুম ইস্টিশনে।—

"বাবুরা বললেন—'না, তাঁকে আজ দেখিনি—ইস্টিশনেই আসেন নি।' তবে! আমি বসে পড়লুম!—

—"কি সব ভালোলোক মশাই—একটা কিনারা করেই দেন! আমার অবস্থা দেখে লগেজ-বাবু বললেন—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এলে আমার হাতে পড়তেই হবে। ভাববেন না।'

—"সেদিন বললুম—ফোটো তোলানো যাক,—কথা ত' শুনবেন না! আপনার কি! যাকে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা শুনো করতে হয়—ভুগতে হয় তাকে। টিকিটবাবু জিজ্ঞেস করে বসলেন—করবেনই ত'—'ফোটো আছে?' বোকার মত মাথা নাড়তে মাথা কাটা গেল। কাল আপনার ফোটো তুলিয়ে তবে অন্য কাজ! আর 'না' বলতে দিচ্ছি না।—"

—"তখন ট্রেনের সময় নয়, সকলে এসে ঝুঁকে পড়লেন। তীর্থস্থান কিনা—যদি কারো উপকার করতে পারেন।—

—"ইস্টিশন-মাস্টার কী চিন্তিতই হয়ে পড়লেন! ভেবে ভেবে বললেন, 'উঁহু, ভালো বুঝছিনা,—যাই হোক, থানায় খোঁজটা নেওয়া দরকার মনে হচ্ছে। কিন্তু হারালে শেষ তাদের হাতেই পড়ে,—চালান না হয়ে যায়, আপনি চট্ একবার দেখুন। এখানে এমন হামেশা হয়।'—"

—"পুণ্যস্থান—তাই না এমন মতিগতি! কে এতটা করে মশাই!"

—"ছুটে বাসায় আসছিলুম,—যদি এসে থাকেন। কে দেখেছে মশাই—একটা গাধা রাস্তার মাঝে শুয়েছিল ; বেটা গাধা কিনা! তার পিটে ঠোকোর লেগে, তাকে ডিঙিয়ে টোপ্‌কে ঠিক্‌রে গিয়ে পড়লুম। এই দেখুন না"···

দেখি,—ডান হাতের কনুইটা ঘেঁস্‌ড়ে ছাল উঠে রক্তারক্তি হয়েছে!

—"এখনো জ্বলছে মশাই। তখন কি ওসব দেখবার সময় ছিল! তখন—হে মা কালী। এনে দাও।"

—"সঙ্গে সঙ্গে বেটার আবার চীৎকার কি! আর খটাখট্‌ শব্দ। কামড়াবে নাকি? টেনে ছুটলুম। বেটা গাধা—জুতোটা এমন বিগড়ে দিলে—এগুতে আটকায় —পেছটান ধরে। সবাইকে চেনা হয়ে গেল মশাই!···"

—"এসে দেখি—আপনি আসেন নি! তাড়াতাড়ি আপদে জুতো দূর করে ফেলে ধূল-পায়েই থানায় ছুটলুম।"

"আহা—গিয়ে যেন তপোবনে ঢুকলুম! আপনি ত' দেখেইছেন,—গরু, বাছুর, ছাগল, শুওর, গাধা, টাট্টু, মানুষ···সব এক ঠাঁই,—যেন রামরাজ্যি! সব ঊর্ধ্বমুখ, স্থিরনেত্র,—খাই খাই নেই—যে-যার চিন্তায় চুপচাপ। কি শান্ত ভাব মশাই! যমের বাড়ী না গেলে আমাদের আর ও-ভাব আসবেনা—ছুটোছুটি থেকে ছুটি পাবনা। মানুষগুলি যেন সাধনের ধন লাভ করে বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছেন। বললেন—

'কেয়া মাংতা?'

বললুম—'এখানে কোইকো নিয়ে আসা হায় কি? কোথাও মিলতা নেই।'

বললেন—'ক্যয়সা রং?'

নিজেকে দেখিয়ে বললুম—'এই হামরা রং।'

বললেন—'তোম্‌কো কোন্‌ পয়ছান্‌তা;—রাতমে নেহি মিলে গা। সবেরে আস্‌কে পছানকে লে জানা। দশগণ্ডা লাগি।'

"যাক, পাওয়া ত' যাবে,—বাঁচলুম। কিন্তু এই রাত্রিকালে কি খাবেন, কোথায় শোবেন, সিগারেট সঙ্গে আছে কি না,—ভেবে কান্না পেতে লাগলো।—"

—"ছুটে কর্তাকে নিতে এলুম। তিনি যেরকম গলিঘুঁজি মেরে বেড়ান,—কতবার থানাও গিয়ে থাকবেন, থানার লোকে তাঁকে চেনেই। তিনি গেলে—ছেড়ে দেবেই। দেরি করাও চলে না, কি জানি,—ইস্টেশন্‌-মাস্টার বাবুতো কোনো কথা রেখেঢেকে ক'ননি,—আপনার লোকের মত' সব কথা খুঁটিয়েই বলে দেছেন। দেরি হলে—চালান দিয়ে বসতে পারে। এতটা কে বলে মশাই!—

—"যাক,—এখন ধড়ে প্রাণ এলো! স্থান মাহাত্ম্য আছেই—তীর্থের প্রভাব! সব ডিপার্টমেণ্টই জেণ্ট (gent)—বলতেই ছেড়ে দিয়েছে! তা—আমার আগে এলেন কি করে!"

সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। হাসিব কি শাসিব, কি ব্রাহ্মণীর এই মিনিস্টার নির্বাচনের বাহবা দিব! জয়হরি তার অনুমান ও আক্কেল মত' যথাসাধ্যই করিয়াছে দেখিতেছি।

ভূতে-পাওয়া কথাটা শোনাই ছিল, অদৃষ্টেও যে ছিল তাহা আজ জানিলাম।

বাণেশ্বর গরম জলের বালতি লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "হাতমুখ ধুয়ে আসুন—ঠাঁই হয়েছে।" সে চলিয়া গেল।

জয়হরিকে বলিলাম,—"এ বিষয়ের উল্লেখ যেন কাহারো কাছে না-করা হয়।"

"রামঃ, আমাকে কি এমনি মুখ্‌খু পেলেন! ভদ্রলোকের পুলিশে যাওয়া! ও একটা গেরো ছিল—হয়ে গেল। আমি কি এমনি নির্বোধ! ও ওই আপনি গেলেন আর আমি জানলুম—বস্‌।"

"স্টুপিড্‌!"

৬০

"এ কি! আর এর মধ্যেই ফিরলেন যে?"

কর্তা কোন কথা না কহিয়া, ছাতাটি রাখিয়া যুৎ করিয়া বসিলেন।

বলিলাম,—"সকালে বেড়ানো আপনার অভ্যাস,—এখানকার সকালটা খোয়াতে মন খুঁৎ-খুঁৎ করে,—ক্ষতি বলে মনে হয়। কাজ আছে বুঝি?"

বিমর্ষভাবে বলিলেন, —"বেড়াতে আর দিলেন কই! ধর্মশালায় গিয়ে ত' সব শুনেই এলুম—সবারই ত' ফেরবার তাড়া পড়ে গেছে! অকারণ এতো ব্যস্ত হওয়া যে কেনো তাও বুঝি না!—

—"কি কষ্ট হচ্ছে, তাও খুলে বলবেন না। কেউ কি বলেছি যে বাবা বৈদ্য-নাথকে দর্শন করতেই হবে! এমন অন্যায় কথা বলবো কেনো! তাঁর চরণামৃত খেতে বলেছে কি! —বলুন? আমি কি জানিনা—আপনারা ভালো লেখাপড়া

শিখেছেন,—ওটা যে ব্যাসিলির বাসা, সে-জ্ঞান খাসা আছেই। তবে আমার অপরাধটা কি,—বলুন।”

শুনিয়া আমি ত' অবাক। কি যে বলিব ভাবিয়া পাইনা। বলিলাম—“আপনি ও-সব কি বলছেন?”

—“না,—দেশ কাটছিল;—এঁরাও কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন,—বদ্-ফরমাজ্ কি দুর্ভাবনা inject করবার (ঢোকাবার) ফুরসৎ পেতেন না। পাঁচ রকমে অম্বলটাও দেবে থাকছিল। আমারো বেড়াবার বহর আর বাহার দুই-ই বেড়েছিল,—বেশ ছিলুম। এইবার সুদে আসলে গুণতে হবে দেখছি।”

বলিলাম,—“আপনার কথায় একবারও ‘না' বলতে পারি নি,—হ'লও অনেকদিন। কাশী থেকে—”

বলিলেন—“হ্যাঁ—তা বটে, তা এটিও তীর্থক্ষেত্র। তবে, কাশী ‘নির্বাণ' দেন—এখানে—ধিকি-ধিকি! ইনি রাবণের ঠাকুর কিনা,—নিবতে দেন না,—চিতা বেশ চড়্কো। তাই, মালদারেরাই আসেন,—রোশনাই চাই ত'।”—

আরো কত-কি বলিয়া যাইতেন,—সুরটা পুরবীতে ঝুঁকিয়াছে, সহজে থামিবেনা।

বলিলাম—“এমন আনন্দে আর এত' যত্নের মধ্যে জীবনের অল্প দিনই কেটেছে। আপনার সাহায্যে এখানকার প্রায় সবই ত' দেখা হয়ে গেছে—”

“কই—আপনি ত' আজো মফঃস্বল মাড়ান নি!”

বলিলাম—“পল্লীতে পা না দিয়ে ওর গুণগান আর ওর জন্যে লম্বা-লম্বা আক্ষেপ ত' সহরে বসে কাগজে করাটাই রীতি। এ বয়সে আর রীতিবিরুদ্ধ কাজ করা কেন। জুতোও নারাজ;—তার দোষ নেই।”

“জুতো!”

“আজ্ঞে হ্যাঁ,—এখানকার পথে পা দেওয়া, আর তাদের ‘ঘিস্-কাপের' মুখে দেওয়া —একই কথা নয় কি? কাঁকর আর বালির মুখে, তলাটা সাত দিনেই সাফ্! এখানে এলে বেড়াবার বাতিক বাড়ে এবং তা ভালও লাগে—provided শ্বশুরের যদি জুতোর দোকান থাকে।”

এতক্ষণে কর্তার মুখে হাসি ফুটিল, বলিলেন—“তা বটে,—এই দেখুন না—”

কথা অসমাপ্তই রহিয়া গেল। জয়হরি দম্‌কা হাওয়ার মত' ঘরে ঢুকিয়াই কর্তাকে প্রশ্ন করিল—“হ্যাঁ মশাই, এবার পোষমাসটা মলমাস ছিল বুঝি? না ঝম্প-বর্ষ (leap year) পড়ায় টোপ্‌কে চলে গেল,—চেহারা দেখতে পেলুমনা!”

তাহার পাণ্ডিত-প্রশ্নে আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—"তার তরে তিন মাস পরে হঠাৎ আজ তোমার এতটা মাথাব্যথা কেন?"

সে আমাকে দেখিতে পায় নাই, চাহিয়াই—"এই যে আপনি আছেন" বলিয়াই যেন দমিয়া গেল।

কর্তা জয়হরিকে পাইলে ও তাহার কথা শুনিলে খুসি হইতেন,—ফূর্তি দেখা দিত। তাঁহার ম্যাজমেজে ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়া গেল।

একগাল হাসি ঠেলিয়া বলিলেন,—"জয়হরি বাবুর মত' মানুষ আছেন বলেই—মাজাভাঙা সংসারগুলো খাড়া আছে,—মাথা উঁচু করে খোলা-হাওয়া টানতে পায়।—

"আমাদেরই যেন দাঁত পড়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরেছে,—পোষমাসটা মল-মাস দাঁড়িয়ে গেছে,—জয়হরি বাবু চিন্তাশীল লোক, আক্কেলে—সে-কেলে; —ঠিক ধরেছেন। ধর্ম্মচ্যুত হয়েছিলুম আর কি!—সাধু সঙ্গের সুখই এই, চট্ বাঁচিয়ে দিলেন। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে—কিছু ঝুঁকিয়ে মাপলেই খোলসা—কি বলেন জয়হরি বাবু?"

সে মুস্‌ড়িয়া গিয়াছিল, আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"উনি ও'দের সব খেতে বলে এলেন কিনা—তাই। সেই Red P—রাঙা-আলুগুলো থাকে ত'—কাজ—"

কর্তা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিকই ত',—আছে বইকি, ঘুঁটের ঘরে—সারের সঙ্গ পেয়ে অঙ্কুর ছাড়চে। উঃ, আপনার লোক না হলে—কে এতটা ভাবে বলুন!"

আবার সেই মাসখানেক পূর্বের Red P (রাঙা-আলু) মাথায় পেঁছিয়া, আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া দিল। বলিলাম,—

"ও দেখছি মরতে এসেছে,—কেউ বাঁচাতে পারবে না। যেরূপ ঘনীভূত করে আনছে, ও ত' যাবেই,—আপনাকে আমাকেও রেখে যাবে না—অন্ততঃ জেলে জমা দিয়ে যাবে! ওর ওই Red P-র পাক চড়াবার আগে—ও আগে একখানা 'ডেমি'তে আট আনার টিকিট মেরে লিখে সই করে দিক—'আমি স্বইচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে খাইতেছি,—ইহার পরিণামের জন্য কেহ দায়ী হইবেন না।'—

—"সরকার আটগণ্ডা সেলামী পেলেই ঠাণ্ডা হতে পারেন;—আমাদেরও রক্ষার রাস্তা থাকবে। ও কি জানের তোয়াক্কা রেখে খাবে ভাবছেন!"

সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"ডাক্তার বাবুরও নেমন্তন্ন আছে, তিনি যা বলবেন,—তাঁর পাশেই বসবো। নষ্ট হবে বলেই"—

হাসিও পায়,—রাগও হয়! আমি আর কথা কহিলাম না।

কর্তা বলিলেন—"আচ্ছা—আসুন ত' জয়হরি বাবু,—সব শোনেন কেনো, অনেক কাজ, আপনি না হলে হবেনা। কিন্তু—ঐ ছ'সের রাঙা আলুতে হবে কি?"

এই বলিতে বলিতে জয়হরিকে লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

মরুক্ গে।

৬১

বাসায় আজ সকলেই ব্যস্ত,—ঘটার আয়োজন!

কর্তা সারাদিনই বাজার করিতেছেন।—একবার ফেরেন, তখনি—ইস্-সাজিরেটা ভুল হয়ে গেছে—বলিয়া আবার ছোটেন।

বাগেশ্বর উঠানের মাঝখানে বসিয়া মাছ কুটিতেছে—তাহাকে কিছুতেই দেখিতে পান না।

—"বেটা সট্‌কেছে, দেখেছ,—হারামজাদার টিকি দেখবার জো নেই—বেইমান বেটা!"

বলিলাম—"ওর টিকি আছে নাকি?"

—"কই—তা ত' দেখিনি! বেটা দেখায়ও না ত'। জাত জন্ম খেলে দেখছি! পেলে বেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন ত',—হয়েছে। ওরে বাপরে—ধর্ম নিয়ে কথা!—

"আমি চট্‌করে দাল্‌চিনিটে বদ্‌লে আনি,—একদম পেয়রা গাছের ছাল! বেটা দেখবে?"

বলিলাম—"আপনিই ত' এনেছেন।"

"সঙ্গে থাকলে ত' দেখতো,—তা থাকবে?"

দ্রুত চলিয়া গেলেন।

প্রাতঃকাল হইতেই এই ভাব চলিয়াছে।

জয়হরির আজ মেল-ডে (mail day); সে মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া

গিয়াছে। গায়ে গেঞ্জী, মাথায় গামছা,—এই যা তফাৎ।—বজায় লুচি-ভাজা বামন! কাপড়ে তেল হলুদ,—পা মেলিয়া রাঙা-আলু-সিদ্ধ চট্‌কাইতেছে। মেয়েরা যা চাকিতে দিতেছেন—তাহাই মুখে ফেলিতেছে বা তাঁহারাই তাহার মুখে ফেলিয়া দিতেছেন, চাখার বিরাম নাই। পান-জরদাও মুহুর্মুহু চলিয়াছে। সে যেন ঠাকুর-ঝি।

বৈঠকের পাশের ঘরেই বাণেশ্বরের আস্তানা। মধ্যে মধ্যে সেখানেও তাহার সাড়া পাইতেছি,—সাড়াটা অবশ্য হুঁকার মারফত। সে টান রাঢ়ে ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য কোন ঝাড়ে জন্মায় না। তাহাতে—কমা, সেমিকোলন নাই, দীর্ঘ ব্যবধানে—ড্যাস্ আছে মাত্র, আর শ্রোতাদের কাছে—আড্‌মিরেশন্!

একবার শুনিতে পাইলাম বাণেশ্বর বলিতেছে—"কি করলেন বাবু,—ওটা যে আমার ডাবা!"

"অ্যাঁ তাই ত'—তোমার যে বড় ক্ষেতি করলুম!"

"আজ্ঞে—আমার আর ক্ষতি কি! আপনি—ব্রাহ্মণ—"

"ও—সেই কথা। তোমাদের বাড়ী না মেদিনীপুরে—দেড়হাত তফাতেই ত' শ্রীক্ষেত্র! কোনো দোষ নেই। 'এই—সুবর্ণরেখা পার হলুম' বলিয়া সজোরে একটি টান মারিল,—দপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল।—'যাঃ, অগ্নি-দগ্ধা, সর্বশুচি'।"

কর্তা আসেন আর বাহির হইয়া যান, একবারও বসিতে দেখিলাম না। পথে আর বাজারে থাকিতে পারিলেই যেন আরাম পান,—ব্যস্ত থাকিলেই বাঁচেন। খুব নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

বসিতে বলায় বলিলেন—"না,—জয়হরি বাবু আছেন—কিছু দেখতে হবে না। এমন লোক খোয়ানো—"

চলিয়া গেলেন,—"দই আনা হয় নাই!"

* * * *

রাত্রে খাওয়া।

সন্ধ্যার পর গণেনবাবু ও ধর্মশালার যুবকদ্বয় আসিলেন;—অমর পূর্বেই আসিয়াছে।

কর্তা পূর্ববৎ ব্যস্ত, কেবলি বাণেশ্বরকে ডাক পাড়িতেছে—

"বেটা আমাকে ডোবাবে। এই—থানেশ্বর,—থানেশ্বর!"

"উঃ, কি দুঃসময়ই পড়েছে—আর একটা মামুদও আসে না,—বেটাকে চেপ্টে টালিশ্বর বানিয়ে দেয়! এই—থানেশ্বর,—এই বেটা বাধিরেশ্বর!"

অমর কম্ শোনে,—আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি চাচ্ছেন ?"

বলিলাম,—পরে বলিব।

কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

কর্তা হঠাৎ ব্যস্তভাবে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিয়া গেলেন—"বড় দেরি হয়ে গেল ডাক্তার বাবু, কি করব—এই সময় চাকর ব্যাটাও কোথায় সট্‌কেছে। আপনাদের টাইমে খাওয়া—এতো খাওয়া নয়—কষ্ট পাওয়া। এই চাট্‌নিটে নাবলেই—জয়হরি বাবু চাকেন।

চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার বাবু অবশ্য তখনো আসেন নাই।

তিনি রাত আটটার পর আসিলেন। কর্তার সামনে পড়ায়—"এই যে,—আবার ডাক পড়েছিল বুঝি,—উঃ, কি গোঁয়ারতুমি কাজ! মানুষ মারা,—নিজে মরা,—বাপ্! একটু স্থির হয়ে বসবার জো নেই। যাক আপনি ত' তবু ফেরেন।"

আমি তাঁহার সম্ভাষণ শুনিয়া সংকুচিত হইতেছিলাম,—করেন কি!

ডাক্তার বাবু চিনিতেন, মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"হ্যাঁ—কেবল খাবার সময়।"

তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"জয়হরির চাট্‌নি চাখা হ'ল কি ?"

"উঃ—ভারি মনে করে দিয়েছেন। বসুন ডাক্তার বাবু, আর যেন কোথাও যাবেন না। ছিষ্টিছাড়া হিস্টিরিয়া আজকাল ঘর ঘর,—এখুনি রামও ছুটে আসতে পারেন, শ্যামও ছুটে আসতে পারেন। আমাদের সময় ত' মশাই শুধু হিস্টিরিই ছিল,—তা সেটাও কম রোগ ছিল না। রাত জেগে মিছে কথা মুখস্থ করা,—সন্ধ্যে নয়, গায়ত্রী নয়,—বাবরশার বাপের নাম! আচ্ছা—এসে বলচি।"

চলিয়া গেলেন।—সকলের মুখেই হাসি।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"বেশ আছেন।"

বলিলাম,—"চাকরটি না থাকলেই—অনাথ।"

গণেনবাবুর সহিত নানা কথা চলিতে লাগিল।

অমর আমাকে বলিল,—"এখন আছ ত' মিছে বসে-বেড়িয়ে কি হবে, আমার সঙ্গে ঘোরো। রোজ পাঁচটা টাকা—গালাগাল! দু'দিনে দশ, তিন দিনে পনেরো, সপ্তায় প'য়ত্রিশ, মাসে দেড়-শো,—কে দেয় হে,—বুঝলে! দাঁও পেলে পাঁচ-সাত-শো-ও হয়। মিছে বেড়িয়ে আর হবে কি ? দিক না কেউ এক পয়সা!—

—"আর তোমাদের এইভুলগুলো ছাড়ো,—সত্যি মিথ্যে, ধর্ম অধর্ম,—রোজগারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি ? ও সব ভাবতে গেলেই—কলাপোড়া খাবে—তা বলছি।—

—"ধর্ম নয়ই বা কেন,—সেই টাকায় ধর্ম কর না—যত পারো। এই আমি ত' তিন চারখানা বাড়ী তুললুম, পাঁচ সাত হাজার টাকার গয়না গড়ালুম,—ধর্মকর্ম আর কা'কে বলে!—মিস্ত্রী মজুর, স্যেকরা ছুতোর, ইটওলা কাটওলা চুণওলাকে কত টাকা দিলুম—মুটো মুটো হে! ধর্ম নয় ?—"

"বাগান করেছি,—মরসুমে দেড় হাজার টাকার ল্যাংড়া বেচি,—কম্‌সে কম নিজেও তিরিশটে খাই,—দাগি আর খেঁদোগুলো যা মিষ্টি। আত্মার তৃপ্তি—ধর্ম নয়। যাদের বেচি, তাদের আত্মাকেও তৃপ্তি দেওয়া হয়,—ধর্ম নয়। আমি,—ও ঢের ভেবে দেখেছি। আগে রোজগার তারপর ধর্ম আপ্‌সে চলে, বুঝলে। ধর্মের যোগাড় করে নেও।"

কাহারো কথা শুনিতে দেয় না, কেবলি গা ঠ্যালে আর ফি-হাত্‌ বলে—"কি বলো ?"

বুঝিলাম একটা কিছু মতলব আঁটিয়াছে—বোধহয় এখানে তাহার একজন বিশ্বাসী অনুচর চাই।

ভগবান রক্ষা করিলেন। কর্তা আসিয়া বলিলেন—"কষ্ট করে উঠতে হবে।"

আমি সর্বাগ্রেই উঠিয়া পড়িলাম।

গিয়া দেখি,—একেবারে সব সাজাইয়া ডাকা হইয়াছে। দালান,—সম্ভারে সুগন্ধে ভরপুর!

কর্তা বলিলেন—"আজ সব একসঙ্গে বসতে হবে। ডাক্তার বাবুর দু'পাশে গণেনবাবু আর জয়হরি বাবুর স্থান। জয়হরি বাবু পোলাওটা নিজের হাতে গরম গরম দেবেন বলেই অপেক্ষা করছেন,—তারপর ঠাকুর আছেন।"

অমর আমার পাশেই বসিল। একগ্রাস মুখে দেয় আর বলে,—"বুঝলে।" কখনো,—"কেমন ?" কভু—"তখন দেখবে কি মজা। রোজ বল বাড়বে।"

আবার বলে—"পৃথিবীটার তিনভাগ লোহা হ'ত—কেয়া মজাই হ'ত। কেন যে হলনা! পুরিতে গিয়ে দেখি—কুলকিনারা নেই, কেবল জল আর জল! কোন কাজে সে আসে! আকাশের দিকে চাইলেও—ঐ অ-কেজো ফাঁকটা দেখে এমন আপশোষ হয়! হয় না ?"

আমার খাওয়া ঘুরিয়া গেল,—কি যে মুখে তুলিতেছি—বুঝিতে পারিনা,—আস্বাদও—পাইনা। সকলের হাস্যালাপ চলিতেছে—কিছুই কানে আসে না।

বলে—"তুমি ঠিক করে বল দেখি—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রভাব কার ? ছুঁচটি থেকে জাহাজ, এয়ারোপ্লেন—লোহার। সাকার দেবতা—নয় কি ? কাল থেকেই লেগে যাও,—বুঝলে ?"

একটা হাসি উঠিল। কর্তা বলিতেছেন—"উনি এখন শেফিল্ডে,—লোহারামের পাল্লায় পড়েছেন।"

ডাক্তার বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"জয়হরি বাবুর ঘুম নাকি খুব সজাগ,—চোখ বুজলেই গড়ের-বাদ্যি বাজান।"

বুঝিলাম—জয়হরির প্রসঙ্গ পড়িয়াছে। একটু হাসিলাম।

আমাকে কিছু বলিতে হইল না, জয়হরিই বলিল—"ও'রাই বলেন, আমি ত' মশাই কিছুই জানি না। ঠাকুর্দ্দা-মশার ছিল বটে,—বংশের কি-ই বা পেয়েছি। ঠাকুমা শীতকালে জলের ঝাপটা মেরে তাঁকে পাশ ফেরাতেন।—

"নবাব সরকারে কাজ করতেন, রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে বাড়ী আসতেন,—প্রায়ই পুকুরে পড়ে ঘুম ভাঙতো। তাঁর কোনো গুণই পাইনি।"

অমর আমার গা ঠেলিয়া বলিল—"তা হ'লে কাল থেকেই,—কেমন ?"

গণেনবাবু জয়হরির কথা অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন,—"না না, একি সম্ভব।"

জয়হরি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"আমি নিজেই দেখেছি,—তখন আমার জ্ঞান হয়েছে যে। তিনি বাড়ীতেই থাকতেন, মাসে দু একদিন নবাবকে সেলাম দিতে যেতেন। নবাব বড় ভালবাসতেন। তাঁর সব দাঁতগুলি পড়ে যাওয়ায় দিল্লী থেকে দন্তকার আনিয়ে—দাঁত বাঁধিয়ে দেন। অনেক খরচ পড়ে,—সোনার স্প্রিং, সোনার ক্লিপ, সোনার প্লেট্। তখনকার দিনে দাঁত বাঁধানো আর গঙ্গার ঘাট বাঁধানো—সমানই ছিল। এখন ত' দাঁত আর গ্রন্থাবলী একই মশাই—বাঁধালেই হ'ল।"

ডাক্তার বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কর্তা পাত হইতে উদাসভাবে বলিলেন,—"এ'দের ছেড়ে,—না ঃ—আর নয়"—

অমর আমাকে ধাক্কা দিয়া বলিল—"ঠিক রইল,—কেমন ? তোমারি জন্যে"—

আমি তাহার কথায় কান না দিয়া বলিলাম—"রাজা অশোক থাকলে ঐ দন্ত জোড়াটি স্মরণীয় করে রক্ষার্থে আর এক নম্বর স্তম্ভ বাড়তো। তিনিই কদর বুঝতেন। ও Family relics-টি (বংশ পরিচয়টি) যত্ন করে রেখো।"

আমি কথা কওয়ায়, জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিল—"সে আর রইল কই মশাই ; ঠাকুর্দ্দা নিজেই সে দায় থেকে আমাদের রেহাই দিয়ে গেছেন।—

—"শনিবার শনিবার নবাববাড়ী থেকে দু'টি করে প্রৌঢ় পাঁটা পাওয়া যেত। তিনি তার আখণ্ড একটি ভোগ লাগাতেন—অন্যটি আমাদের পেটে যেত। ইদানীং মুড়িটা খেতে তাঁর কষ্ট হত। অনেকে বলেন,—তাহার বদলে আমাদের দু'ভায়ের মাথা খেয়ে গেছেন।—"

হাসি চলিল, তাহার কথাও চলিল।

—"এক শনিবার আহারান্তে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। সেটাকে সাদর আহ্বান ঠাউরে, চোরে সিঁদ-কেটে ঘরে ঢুকে,—তাঁর মুখ ফাঁক করে দাঁত জোড়াটি খুলে নিয়ে যায়,—কিছুই টের পাননি।"

কর্তা বলিয়া উঠিলেন—অ্যাঁ,—আহা-হা,—ব্রহ্মদস্ত। বেটাকে পাঁটা হয়ে ও'র পেটেই যেতে হবে।"

—"আর যেতে হবে। সকালে উঠে দেখেন—দাঁত নেই। দুর্ভাবনায় বসে পড়লেন। শেষ সিঁদটা দেখতে পেয়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'আঃ-বাঁচলুম, ভাগ্যিস বেটা সিঁদ কেটেছিল,—তা না ত'—পেট কাটতে হত। মা কালী রক্ষা করলেন। না—আর থাকা নয়। ব্রাহ্মণী গেছেন,—পাঁটা খাওয়াও গেল,—আর কোন সুখে থাকা। মালসাভোগ মারতে আর বাঁচা কেনো। আমরা লম্বোদর বাঁড়ুয্যের সন্তান, জনার্দনের জীব, দামোদরের সেবক,—কারুরই মর্যাদা রাখতে পারব না,—না—আর পাপ বাড়ানো নয়।'—তিন মাসেই দেহ ছাড়লেন।"

হাসিটা সমানেই চলিতেছিল,—সহসা থামিয়া গেল।

কর্তা বলিলেন—"উঃ, কি ট্রাজিডি!"

অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"তা বটে, rather tragi-comedy (অম্ল-মধুর)। আমরা জয়হরি বাবুর মুখ থেকে যা পেলুম—"মলিয়ারের মাথা থেকেও তা পাই নি। একদম বিশুদ্ধ।"

জয়হরি হতাশভাবে বলিল—"বংশের কোনো গুণই পেলুম না!"

অমর বলিল—"কাল দিনটাও খুব ভালো।"

চাট্‌নি আসিয়া সকলের চমক ভাঙাইয়া দিল। এতক্ষণ কেবল খাইয়া যাওয়াই হইতেছিল, কি খাইতেছি তাহার উপর নজর ছিল না। এইবার,—সত্য-মিথ্যা ভগবানই জানেন, বোধহয় ভদ্রতার খাতিরে,—রন্ধনের সুখ্যাতি সুরু হইল।

জয়হরি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—"ঠাকুর,—এইবার সেই—আসল!"

বুঝিলাম—জয়হরির সেই Red-Pর পিণ্ড—(রাঙা-আলুর পিটে)।

সকলের সামনে এক এক রেকাব আসিয়া পড়িল। মুখে দিয়া সকলেই প্রশংসা আরম্ভ করিলেন,—যেমন মোলায়েম তেমনি মধুর এবং সুস্বাদু—বাঃ!

জয়হরি গর্বোৎফুল্ল নেত্রে সকলের মুখে একবার চাহিয়া, শেষ যেন ফণা তুলিয়া বক্রগ্রীব ভাবে আমাকে বলিল—

"নির্ভয়ে লাগান,—কাঁটা খোঁচা নেই, দাঁতেরও দরকার নেই,—একদম তালব্য! জিব দিয়ে তালুতে তুললেই তলিয়ে যাবে!"

রাসকেল!

ডাক্তার বাবুকে বলিলাম—"ওকে একটু দেখবেন।"

কর্তা বলিয়া উঠিলেন—"সে আমি দেখছি—ও ত' আমার কাজ, ওঁকে কষ্ট করতে হবে কেন।—

—"এই ঠাকুর—ঠাকুর!—"

উঠানের দিকে গলা বাড়াইয়া ডাকের উপর ডাক! ঠাকুর তখন অমরকে দিতেছিল।

—"কোনো বেটা বাড়ী থাকবেনা! আমিই উঠছি।"

কর্তাকে উঠিতে উদ্যত দেখিয়া ঠাকুর কথা কহিল, "এই যে বাবু, ওঁকেই ত' দিতে যাচ্ছি!"

"ওঁকে—কাকে রে বেটা!—তিনি ত' রান্নাঘরে।"

জানালার পরপার হইতে চাপা আওয়াজ শোনা গেল—"বুড়ো বয়সে মিন্সের মতিচ্ছন্ন ঘটেছে!"

"আজ্ঞে—এই দেখুননা" বলিয়া ঠাকুর জয়হরির রেকাবি আবার পূর্ণ করিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ওতে আর ক'টা ধরবে,—পাত-ত' পরিষ্কার—পাতেও দাও।"

ঠাকুর পাতও পূর্ণ করিয়া দিল।

ডাক্তার বাবুকে বলিলাম—"চোখের সামনে ব্রহ্মহত্যা দেখবেন।"

জয়হরি ফি-হাত পাঁচটা করিয়া বদনে দিতেছিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"না—আপনি ভাববেন না, যখন দেখবার ভার দিয়েছেন—অভুক্ত উঠতে দেব কেনো,—বেশ করে খান জয়হরি বাবু—লজ্জা করবেন না,—ও'রা আমাকে দুষবেন।"

বলিলাম—"ও বিবাহ করেছে, বউটি ছেলেমানুষ,—সন্তানাদি"—

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তাই ত', কাচ্চাবাচ্চা হলে খাওয়া আপনিই কমে যাবে—

তা আমি জানি। সেটা আর বলতে হবে কেন,—এখন না খেলে আর খাবেন কবে,—নিয়েসো ঠাকুর।"

কর্তা বলিলেন—"তাকে আর পাবেন কোথায়! আমার দু'বেটাই সমান জুটেছে—এক ভষ্ম আর ছার। সে বেটা বাণলিঙ্গ—ইনি ঠাকুর। কেবল পঞ্চগব্য চড়াও।"

ঠাকুর জয়হরির পাতে গামলিটা উপুড় করিয়া দিল।

জয়হরি বলিল—"কি করলে, সতেরটা হলেই হ'ত,—১০৩ যে হয়ে গেছে।"

ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—"মিষ্টান্নটা আমাদের বংশে জপের সংখ্যায় চলে কি না,—১০৮ হইলেই,—না বলতে হয়।"

"বাঃ, কি সুন্দর নিয়ম! মিষ্টান্নের মধ্যেই মুক্তির পথ। সবাই এই নিয়ম রক্ষা করে চললে—দেশের দুখ্খু দূর হতে আর ক'দিন লাগে!—

"১৭ হলেই ত' ১০৮ হয়? বেশ আপনি খেয়ে যান,—আমি সংখ্যা রাখছি।"

বলিলাম—"ওকি ডাক্তার বাবু—১০০ ত' আগেই হয়ে গেছে। দেশে বিধবা বিবাহ নেই,—বউটি বড় ছেলেমানুষ"—

কর্তা কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—"আহা—তা থাকলে আর দুখ্খু কি মশাই,—নেই বলেই ত' বেঁচে থাকতে হয়। নইলে—ঠাকুর চাকরের সুখ দেখছেন ত'! হুঃ—ওঁরা সেটা বুঝবেন! বুঝলে কি আর···

কি সর্বনাশ!

অমর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছে,—ভয়ে ভয়ে তাহার দিকে চাহি নাই। চাহিয়া দেখি গাঢ় সন্নিবেশ, সেও কম ব্যস্ত নয়!

বলিল—"খাওনা,—বেশ করেছে হে—তোফা।" পরেই,—"বুঝলে, এর গোড়াতেও ওই লোহা,—জমি খোঁড়ে কে!"

লক্ষ্য করিতেছিলাম—গণেনবাবু খাইবার অভিনয়ই করিয়া যাইতেছিলেন। কেহ বলিলে বা কাহারও সহিত চোখাচোখি হইলে—কিছু মুখে দিতেছিলেন মাত্র।

ডাক্তারবাবু জয়হরিকে বলিলেন—"আর ছ'টা হলেই হয়।"

পাতে ছয়টাই ছিল, এবং তাহা হইলেই বাকি ১০৮ হয়,—অর্থাৎ ১৫৮ হয়।

বলিলাম—"ও ঠিক মরবে,—আপনি ওকে সঙ্গে করে ডাক্তার-খানায় নিয়ে যান।"

জয়হরি অবশিষ্ট ছয়টা মুখে ফেলিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"এই ১০৮ হ'ল।—আর?"

"না,—পংক্তিতে নিয়ম ভঙ্গ করব না,—সকালে খেলেই হবে।"

*   *   *

আহারান্তে বাহিরে আসিয়া দেখি,—অমর আর দাঁড়ায় নাই, চলিয়া গিয়াছে। পান সে খায় না, তবে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"অমনি পেলে বিষও খাই।"

গণেনবাবুকে ধর্মশালায় পেঁছাইয়া দিয়া জয়হরি ফিরিল।

দু' এক কথার পর বীরেশ বলিল—"আমরাও গণেনবাবুর সঙ্গে কাল যাচ্ছি। ও'কে পেঁছে দিয়ে বাড়ী যাব। ডাক্তার বাবুর খাতিরেই এতদিন ধর্মশালায় আশ্রয় পেয়েছিলুম,—গণেনবাবুকে ফেলেও যেতে মন চাইছিল না। আপনাদের সঙ্গ আর আকর্ষণ আমাদের টেনে রেখেছিল। জয়হরি বাবুর মত পরোপকারী লোক দেখিনি,—অনেক লাভ হ'ল। আপনারাও যাবেন শুনচি।"

অপ্রত্যাশিত ভাবে গণেনবাবুর এমন সঙ্গী মেলায় ভারী একটা স্বস্তি বোধ করিলাম।

বলিলাম—"তোমরা কি বেড়াতে বেরিয়ে ছিলে,—তীর্থ করতে ত' নয়ই?"

"হ্যাঁ—বেড়ানই বলতে হয়, তা বই আর কি বলবো। দেশের কোনো কাজ করতে গেলেই—সহজে পরিচিত হয়ে পড়তে হয়,—শুনতে হয়—

"গরীবের ছেলেদের কেন পড়াও,—চাষীদের সঙ্গে কেন মেশো, তাদের ভালোকথা কি কৃষি সম্বন্ধে দরকারী কথা শোনাবার ভার তোমাদের কে দিলে, গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার পাঁচন বিলিয়ে বেড়াবার মাথাব্যথা তোমাদের কেনো,—যার গরজ সে চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারি খুঁজে নিতে পারেনা কি! সরকার বাহাদুর সবই ত' করে রেখেছেন।—"পরের পুকুরের পানা পরিষ্কার করে বেড়ানো কি ভদ্রসন্তানের কাজ? এর ত' একটাতেও এক পয়সা আমদানী নেই,—বিনা রোজগারে লোকের ক'দিন কাটে! তার চেয়ে দেশে ত' কন্যাদায়গ্রস্তের অভাব নেই, তাদের উপকার করলেই ত' হয়।"—ইত্যাদি উপাদেয় কথা আর উপদেশ শুনতে হয়।"

"তাই মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। তবে,—পরিচয় হয়ে গেলে তাঁরা খোঁজ খবরটা রাখেন। সুতরাং যেখানেই থাকি—অসহায় নই!"

—"এখানে দিনকতক থেকে অন্যত্র চলে যাব বলেই এসেছিলুম, কিন্তু গণেনবাবুর অবস্থা দেখে আটকে গেলুম। তাতে আমাদেরই লাভ বেশি হয়েছে। আমাদের করাকর্মার ভেতর—হিসেব থাকে, চতুরতা থাকে, বুদ্ধি খেলানও থাকে,—কিন্তু তা না রেখেও যে কেবল অভিন্ন ভেবে ঐকান্তিক সদিচ্ছায়, ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও—সহজে বেশি

কাজ করা যায়, তা দেখে গেলুম। পারব কিনা জানিনা। যাবার সময় পায়ের ধুলোটা যেন পাই।"

আমার কণ্ঠ ভার হইয়া আসিয়াছিল, বলিলাম—"ভগবান তোমাদের সদিচ্ছায় সহায় হউন,—তোমরা আনন্দে থাক।"

উভয়ে নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের রোয়াকে ডাক্তার বাবুর সাড়া পাইয়া তাঁহাকে সংবাদটা দিবার জন্য গেলাম। দেখি জয়হরি অতি কাতরভাবে হাতজোড় করিয়া বলিতেছে—

"আমাকে সত্যি করে বলুন ডাক্তার বাবু—আর কোনো ভয় নেই ত'। ঐ ভাঙা শরীরে পালটে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। তার চেয়ে দিন কতক থেকে যাওয়া বরং ভাল।"

"ওর জন্যে আর ভাববেন না জয়হরি বাবু। আমি বলছি—উনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন ; এখন কর্মহীন বসে থাকাটাই ওঁর পক্ষে খারাপ। ওঁকে আর একদিনও আটকাবেন না।"

"না—তা হ'লে"—

আমি উপস্থিত হইয়া সঙ্গী লাভের সংবাদটা দিলাম। ডাক্তার বাবু খুব খুসি হইলেন।

জয়হরি বলিয়া উঠিল—"জয় বাবা বৈদ্যনাথ।"

মাধুরী আসিয়া জয়হরিকে ডাকিল। বলিল,—"দিদিমা শুয়ে আছেন, উঠছেন না,—খাবেন না। তুমি একবার এসো।"

জয়হরি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

৬২

জগতে একটা কিছু লইয়া থাকা। কখন কি যে সেই 'একটা-কিছু' হইয়া দাঁড়ায়—তাহার স্থিরতা নাই।

গণেনবাবু তিন বৎসর নানা অবস্থার মধ্যে কাটাইয়া—আজ দেশে যাইতেছেন। আমরাও ফিরিবার আসামী ;—মনটা সকাল থেকেই উদাস। বুঝিলাম গণেনবাবুই সম্প্রতি আমাদের সেই 'একটা-কিছু' ছিলেন।

আমাদের বাসা আর ধর্মশালা ইস্টেশনের পশ্চাতেই, একটা রাস্তার ব্যবধান মাত্র। ট্রেন এখান থেকেই ছাড়ে, সুতরাং তাড়া ছিল না।

বাসায় কিন্তু বসিয়া থাকিতে পারিলাম না,—ধর্মশালায় গেলাম। দেখি—তাঁরাও প্রস্তুত। এখনো আধ-ঘণ্টা সময় আছে, কিন্তু সকলেরই ভাব—এখানে আর কেনো, চলুন ইস্টেশনেই যাই।

আজ আর কাহারও কথার আগ্রহ দেখিলাম না। মালের মোটও নাই। নীরবেই সব বাহির হইয়া পড়িলাম।

জয়হরি দুর্গা দুর্গা বলিয়া অগ্রসর হইল। কথার মধ্যে শুনিলাম,—টিকিট্ কিনতে হবে।

ইস্টেশনে গিয়াও সেই ভাব। গণেনবাবু একলা একান্তে অন্যমনস্ক; জয়হরি দূরে দূরে—বগলে ছোট একটি বিছানার বাণ্ডিল, একহাতে গলায়-দড়িবাঁধা একটি ভাঁড় ঝুলিতেছে, অন্যহাতে—মাঝারি একটি হাঁড়ি।

বীরেশের সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বীরেশ বাবুকে দেখছি না।"

"তিনি একটা কাজে গেছেন—একেবারে ইস্টেশনেই আসবেন বলছেন।"

জয়হরি ব্যস্তভাবে আমার কাছে আসিয়া বলিল—"যশোডি পর্যন্তই যাই;—গণেন-দাকে কলকেতার গাড়ীতে বসিয়েই দিয়ে আসি,—ওঁরা আবার কি ভুলচুক করে ফেলবেন। কি বলেন?"

মনে মনে হাসিলাম—ওঁদের চেয়ে হুঁসিয়ার লোক বটে। ভাবিলাম কিছুই বিচিত্র নয়—ভাবের ঝোঁকে নিজেও সেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িতে পারে।

যাক, একটু বেড়ানও হবে। বলিলাম—"তোমার আমার দু'জনেরই রিটার্ণ-টিকিট নিও।"

প্রসন্ন মুখে,—"আমি জানি—আপনি কি না গিয়ে"—বলিতে বলিতে দ্রুত চলিয়া গেল।

ভিড় বাড়িতে লাগিল। একটু তফাতে ছিলাম, দেখি বম্পাস্ টাউনের পার হইতে লাইনের উপর দিয়া—বিমলির-মা আসিয়া আমার সম্মুখেই উঠিল।—সর্বনাশ,—আবার কি ঘটায়! আমাকে দেখিয়াই জোড়হাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"রক্ষা করো বাবা,—আমি কিছু জানিনা;—আমাকে এরা নিয়ে যাচ্ছে,—আমি চুরি করিনি বাবা, আমার কাছে তারা রাখতে দিয়েছিল। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি বাবা।"

পা ধরে আর-কি !

পশ্চাৎ হইতে—খাকি কোট্-হাফপ্যাণ্ট্ পরা, হ্যাট মাথায় এক বলিষ্ঠ মূর্তি ধমক দিয়া উঠিল,—"চুপ কর্, উনি আমাদের আপনার লোক,—ও'র কাছে"—

মুহূর্তে তার মুখ একদম মেঘ-মুক্ত। তখন তাড়াতাড়ি হাসিমুখে নিম্নকণ্ঠে বলে—"না বাবা—ও-সব মিছে কথা গো,—এখানে ওই রকম বলতে হয় কিনা ! আমি যেমন,—হ্যাঁঃ—তুমি কি আর বোঝেনা। তা—এই এঁর কৃপায়,—প্রাতঃবাক্যে রাজা হোন, চন্দর সূয্যির মত পেরমাই হোক,—সেই খাসিখাগীর মুখ একেবারে আধ পয়সানে তিজেল পারা করে দিয়েছেন। এই দেখনা—এই হার, এই টাকা, এই মাইনে। হুঃ—বাপ্ বাপ্ করে বের করে দিতে পথ পায় না।"

যত্ন করে সব পেট কাপড়ে বাঁধা।

আরো নিম্ন স্বরে—"মাগীর বারোগণ্ডা বয়সে, হিঁদুর মেয়ে বলে—ছ'টা করে মোল্লা-পাখীর ডিম খায় গো—থুঃ থুঃ। আবার—টম্ টম্ লাগিয়ে চুল বাঁধে,·· মরণ আর কি।" (বোধ হয়—পমেটম্ হবে)।

বীরেশের প্রতি,—"আহা বাবা—কি ভুলই করলে ! আমার প্রাচিত্তির করবার টাকাটা যদি চাইতে বাবা,—মাগী সুড় সুড় করে বের করে দিত। এখনো"—

বীরেশ বিরক্তভাবে বলিল—"চুপ্ চুপ্।"

—"হ্যাঁ বাবা—তাইতো। যমের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে এনেছ, তাকি আমি এ জন্মে ভুলবো ! না—তাই বলছিলুম,—তা থাকগে,—আমার আর কিছু চাইনা বাবা, কেবল গিয়ে যেন বিমলিকে আমার ভালো দেখি।"

এই বলিয়া আমাদের পদধূলি লইল,—অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

রহস্য বুঝিতে পারিলাম না, কতকটা স্তম্ভিতের মতই বীরেশের দিকে চাহিলাম। হাসিমুখে বলিল সে—"যশেডি পোঁছে শুনবেন। যাচ্ছেন ত'?

এখানে শুনিবার সুযোগও হইত না।

ক্যাম্বিসের ধূলি ধূসরিত ছেঁড়া জুতা জোড়াটির উপর ক্রুয়েলটি করিতে করিতে দ্রুতবেগে অমর আসিয়া উপস্থিত।—

"বেশ লোক ত'। আমি সাত দেশ খুঁজে মরছি—বাসায় নেই, ধর্মশালায় নেই,—এখানে যে বড় ? তোমাদের কোনো কাজের হুঁস থাকে না। কাল অতো বললুম।"

"গণেনবাবু আজ যাচ্ছেন"—

"কে গণেনবাবু ?—সেই খয়রাতি-খদ্দের ?"

তাড়াতাড়ি অমরকে লইয়া তফাতে গেলাম।

—'কেনো ? কে তিনি ? বার্ণ-কোম্পানীর ফোরম্যান্ না জেপস্ কোম্পানীর বড় সাহেব যে, গাড়ীতে তুলে দিতে আসতে হবে। তোমাদের যে সব বাড়াবাড়ি। মালদার ?"

"না—শিক্ষিত ভদ্রলোক, ব্যঙ্গালী,—পীড়িতবস্থায় বিদেশে"—

"আর বলতে হবে না। অমন কত চাও ! ওটা চিরকালই শুনে আসছি। ও পীড়িতবস্থাটা তাঁর নয়—তোমাদের। বলনা,—অমন অপয়া-আসামী রোজ বিশজন হাজির করে দিচ্ছি,—সামলাবে ? কেবল—বনের মোষ তাড়ানো!—দেশে গিয়ে করবেন কি,—চাকরির দরখাস্ত !"

"ওকালতি করবেন।"

"উকিল !"

একটু নীরব থাকিয়া,—"বেশ, ঠিকানাটা নিয়ে রেখ ত',—ভুলনা। আমার ত' মামলা-মকদ্দমা লেগেই আছে। উপকৃত লোক ত' বটে। ওরা দু'টো কথা কইলেই —দু'মুঠো চাই,—আমাদের ওপর যায় ! আচ্ছা—পরে—হবে,—এখন চলো—মস্ত দাঁও। তোমাকে মাইল্ড্-স্টীলের যে দর বাতলে দেবো, তুমি কেবল গম্ভীর ভাবে বলবে —'এখন কলকেতার বাজারে এই দর চলেছে।' আর কিছু বলতে হবে না। বলে এসেছি—দাঁ-মশাইয়ের ভাই, হওয়া বদলাতে এসেছেন, আমার বিশেষ বন্ধু,—তাঁর মুখেই কলকেতার বাজার ওঠে বসে। শুনে আলাপ করবার জন্যে সকলেই উৎসুক। তুমি সেই দাঁ-মশায়ের ভাই,—বুঝলে। এসো—তুমি গেলেই ফতে !"

সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটিল ! বলে কি !

"ভাবচ কি—শুধু হাতে ফিরতে হবে না,—বুঝলে ? এমন কাজ শর্মা করেন না। হাতে হাতে সাকার-দেবতা !"

একমুখ বীভৎস হাসি—হিঃ হিঃ হিঃ !

বলিতেই হইল—"ভাই—আমাকে মাপ করো,—টিকিট কেনা হয়েছে—যশেডি পর্যন্ত যাচ্ছি।"

মানুষের মুখেই 'বিশ্বরূপ' ! পলকে এমন পরিবর্তন বোধহয় মনেরও সম্ভব নয়। চক্ষু নত করিতে হইল।

অমন মিনিট খানেক স্তম্ভিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরে বলিল—"আমি তা জানতুম,—আচ্ছা চললুম।"

ওই দুটি কথাতেই শব্দকল্পদ্রুম ঠাসা!

"কিছু মনে ক'রনা ভাই,"—কথা আর যোগাইল না!

যে কারণেই হউক, সে ফিকে হাসি হাসিয়া—"আমিই ভুল করছিলুম" বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। একবার পিছন ফিরিয়া—বলিল—"উকিলের ঠিকানাটা।"

অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইস্টেশনের গোলমাল কি ফার্স্ট-বেল কানে পেঁৗছে নাই।

সহসা গায়ে হাত পড়ায় চমকিয়া চাহিয়া দেখি ডাক্তারবাবু।

"তন্ময় হয়ে কি ভাবছিলেন,—গণেনবাবু কোথায়?"

জয়হরি ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"আসুন—গাড়ি যে ছাড়ে।"

ডাক্তারবাবু দোষীর মত বলিলেন—"আমার বড় দেরি হয়ে গেল,—এমন কাজ করি—ইচ্ছা সত্ত্বেও কথা রাখতে পারি না—গণেনবাবু কই!"

"কি আর বলব,—কথা আর কতটুকু প্রকাশ করতে পারে—নীরবেই চললুম। কোথায় যে যাচ্ছি তাও জানিনা,—বাড়ীতে যাচ্চি কি বাড়ী থেকে যাচ্চি, তাও বুঝতে পারছিনা। একটি ভিক্ষা,—সংসার যদি থাকে,—আনাথের উপনয়ন দিতে যাবেন—পায়ের ধুলো যেন পাই।"

এইটুকু বলিয়া গণেনবাবু মাথা হেঁট করিলেন।

"যাব বইকি—নিশ্চয়ই যাব—" বলিতে বলিতে সেকেণ্ড বেল্ পড়িল। তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে ওঠা গেল।

আমাকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আপনিও নাকি!"

"আজ এই যশেডি পর্যন্ত।"

বীরেশ ও বন্ধু নমস্কার করিল।

"তাইত—তোমরাও—"

ট্রেন ছাড়িল।

"নমস্কার—নমস্কার—"

ট্রেন প্ল্যাটফরম্ পার হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবু তখনো অন্যমনস্ক দাঁড়াইয়া।

দুনিয়ার ছাড়াছাড়িটে—নিত্য এবং এই রকমই।

কেহ যেন কাহারো পরিচিত নহি—এইভাবে গাড়ীর বাহিরে চাহিয়া পথ কাটিল।

খোলা মাঠ, সুনীল আকাশ কি সুদূর পাহাড়ের দৃশ্য যে, কেহ উপভোগ করিতে-ছিলাম তাহাও নহে। মানুষের মনটা কি দুর্ব্বল!

যশোডিতে নামিয়া কথা ফুটিল। বীরেশ বলিল—"এই নিরাভরণ দেশটা এত ভালো লাগে যে কেন—বুঝতে পারিনা।"

বলিলাম—"বাঁধা কম, ফাঁক বেশী, চোখ কি মন ধাক্কা খায় না। প্রকৃতি এখানে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছেন। এই স্থানগুলোই—হাঁপছেড়ে বাঁচবার জায়গা। ভেবনা, —বড়-বড়দের যখন নেক্‌নজর পড়েছে—এও 'বড়বাজার' বনে যাবে। সিভিলেজেশন্‌ এ-সব সইতে পারে না,—এ ফাঁক বুজিয়ে দেবে। এখন যে-হাওয়াটা গায়ে লাগলে এ বয়সেও একটা অব্যক্ত স্ফূর্তি এনে দেয়—বল যোগায়,—প্রকৃতির ঐ উলঙ্গ বালকদের সঙ্গে ছুটে গিয়ে খেলা করতে ইচ্ছে হয়,—তখন 'সোফায়' শুয়ে যুবকেরা বিজলী-বাতাস খাবে আর ইঞ্জেক্‌শন্‌ নেবে।"

অনেকক্ষণ কথাবার্তা ছিল না। মনে হইল—কি কতকগুলা অবান্তর বকিয়া যাইতেছি। চুপ করিলাম।

গণেনবাবু উদাস ভাবে বলিলেন—

"হ্যাঁ—ঠিকই বলেছেন, সহর মানেই তাই—স্বভাবের অভাব।"

"আমি বলছিনা গণেণবাবু,—সিভিলিজেশন্‌ বলছে।"

গণেনবাবুর মুখে একটু হাসির রং না-ধরতেই মিলিয়ে গেল।

বীরেশের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কই—বিম্‌লির-মার কথাটা যে শোনা হলনা।"

বীরেশ হাসিয়া বসিল—"সে আর কি শুনবেন, আমাকে বিশেষ কিছুই করতে হয় নি,—সব বাহাদুরিটায় ওর নিজের; যা যা বলে দিয়েছিলুম তার এমন নিখুঁৎ অভিনয় করেছে—দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেছি।—

—"সে বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে গিন্নির এক বিলিতি-ফ্রেম-আঁটা ব্রাদার থাকেন। তাঁর খাকি হাফ্‌ প্যাণ্ট—খাকি শার্টের আধখানা গিলে রয়েছে, নীল রংয়ের 'টাই'

ঝুলছে, আস্তিন কনুয়ের ওপর গোটানো। কামার মুড়ির আশায় পাঁটার সামনের পা ঘেঁষে কোপ মারে, নাপিত যে কি আশায় ঘাড়ের চুলে ঝেড়ে কোপ চালিয়েছে জানিনা। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে 'ইংলিশ-ম্যান্' দেখছিলেন।

—"বিম্‌লির মা পাশের ঘর পরিষ্কার করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে ঝাঁটা ফেলে—সাহেবের পা দু'টো ধরে—'দাদাবাবু আমাকে রক্ষা করো, আমি তোমাদের আশ্রিতা,—ভালো মানুষের মেয়ে, দুঃখী বলে'—চোর নই। ওকে বলো এখানে কেউ নেই।' এই বলেই বাড়ীর মধ্যে দ্রুত পলায়ন,—একদম গিন্নির খাটের নীচে।—"

—"সাহেব হক্‌চকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন—ব্যাপার কি! আমিও হাজির। বাড়ীর মধ্যে কান্না শুনতে পাচ্ছি—"আমাকে রক্ষা করো মা—আমি চুরি করিনি আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলো। ওগো কেনো মরতে রেখেছিলুম, কেনো, ভালো করতে গিছলুম। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি আমাকে বাঁচাও,—চিরকাল তোমার দাসী হয়ে থাকবো মা। তুমি ওকে বলে দাও এখানে কেউ নেই।" ইত্যাদি—

"আডোং ছাঁটা সাহেবের ভ্রাতা ভ্রূ কুঁচকে আমাকে বললেন—"কে আপনি—কাকে খোঁজেন ?"—

ভাবটা,—চলা যাও।

বললুম—"ব্যাট্‌রা থেকে আসছি মানদা বলে একটি বিধবা স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ী কাজ করত,—তাকে গ্রামের সবাই বিম্‌লির-মা বলেই ডাকে। সাত মাস হ'ল, সে আমার ভগ্নীর হার ও পঁচিশ টাকা নগদ নিয়ে ফেরার হয়েছে। হার-ছড়াটি ভগ্নীর শ্বশুরদের দেওয়া জিনিস।—

—"খুঁজে হয়রাণ হয়ে শেষ খবর পেলুম—আপনাদের সঙ্গে পালিয়ে এসে এখানে আছে। ধর্মশালায় থেকে—সন্ধান নিচ্ছিলুম। কাল তাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে সঙ্গ নিয়ে—এই 'সদনে' ঢুকতে দেখে যাই।—

—"সে যদি স্বমানে হার আর টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে আসে,—বাবা তাকে মাপ করবেন বলেছেন। নচেৎ আমি পুলিশের মারফত যা করবার করতে বাধ্য হব। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনাদের—সম্ভবতঃ মহিলাদের, কোর্ট পর্য্যন্ত যেতে হয়। বিম্‌লির-মা আমাকে চেনে,—তার কোনো ভয় নেই। সে যদি আমার সঙ্গে গিয়ে বাবার কাছে মাপ চায়, আমি বলছি—তাকে জেলে যেতে হবে না—এখন আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন।"

"গিন্নি পাশের ঘরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন,—সকল কথাই শুনেছেন। ভ্রাতারকে

ডেকে বল্‌লেন,—অবশ্য আমি যাতে শুনতে পাই এমন মৃদুকণ্ঠে,—'কবে মরবো—কেবল তাই জানি না! বরাবর বলে আসছি—মাগী চোর, তা না ত' মাইনে দিতে গেলে নেয় না, বলে—থাক্ রাজার বাড়ীতে আছি—মাইনের ভাবনা! থাক—এরপর একসঙ্গে দিও—তোমাদের কৃপায় জগবন্ধু দর্শন হয়ে যাবে।" মিচ্‌কেপোড়া মাগী—তোর জগবন্ধু জেলে বসে আছে, দেখে আয়! তাই ত' বলি,—বলিনি 'ডিক্' মেয়ে-মানুষের এতো চিটি আসে কোথা থেকে! আবার-পড়েই পুড়িয়ে ফেলে। ভালো মানুষে কে কোথায় আবার চিঠি পোড়ায়!—

—"আমার মন কিন্তু বলে দিত—কাজ ভালো হচ্ছে না। কর্তা যে আমাকে বলেন—তোমাকে দয়াতেই খেয়েছে, তা ঠিক। এই ত' সাপ পোষা হচ্ছিলো।

'আয় ত' ডিক্, ও পাপ এখুনি বিদেয় করে দে ভাই,—খাটের নীচে কাঁদছে আর কাঁপছে—বেরুবে না। উনি বলেন—নিষ্পাপ মনে সব পষ্ট পষ্ট দেখা দেয়, আমি পষ্টাপষ্টি জেনে শুনেই নিজে মরেছি ভাই—দয়াই আমার শত্তুর। বাবা তাই আমার 'করুণাময়ী' নাম রেখেছিলেন—মুখে আগুন করুণাময়ীর! আয় ডিক্—পাপ বিদেয় কর্ ভাই।"

বললুম—"আপনারা যে-রকম ভদ্রলোক দেখছি,—ওর পাই-পয়সা হিসেব করে চুকিয়ে বিদেয় করে দিন,—আমি সাক্ষী রইলুম। মাগী না কোনো ছুতোয় কোর্টে কি কোথাও আপনাদের নাম করতে পারে,—ওদের বিশ্বাস নেই। আমি চাই না—আপনাদের আদালতে টানাটানি হয়। যা দেবেন—ওর হাতেই দিন, আমি বামাল সুদ্ধ নিয়ে যেতে চাই,—তা হলে'ই আমরা খোলসা।"

"এক্ষুণি বাবা এক্ষুণি!"

"তার পর বিমলির-মার কি কান্না আর পায়ে ধরাধরি! কিছুতে আসবেনা—করুণাময়ীর পা ছাড়বে না। অনেক আশ্বাস আর অভয় দিয়ে বার করে আনি।

তখন—"এই হার, এই সাত মাসের মাইনে—সাত-সাত্তে বুঝি উনোপঞ্চাশ হয়,—আমার বাবা এ জন্মে হিসেব এলো না,—এই পুরো পঞ্চাশই দিলুম,—আর ও যা তেইশ টাকা রেখেছিল। তুমি বলছো পঁচিশ, বল ত' তাই দি,—পাপ ছাড়লে যে বাঁচি! এ ধর্মের ঘরে আর কতদিন থাকবে!"

বললুম—"তা কেনো দেবেন—ওর ত' টাকা রয়েছে,—আপনি অত' হাবা কেনো!"

মৃদুহাস্যে বল্লেন—"উনিও ওই এক কথাই বলেন। বাবা যে মস্তো মোক তার

ছিলেন, মথুর বাবুর নাম শোনোনি বাবা,—টাকার ত' হিসেব ছিল না। ইত্যাদি—

—"বিমলির-মা সে সব আঁচলে বাঁধে আর কাঁদে,—বলে এসব আমার কিছু কাজ নেই—আমাকে জেলে দিওনা।"

ইত্যাদি অনেক কাণ্ড আর অনেক কথার পর দ্রুত ইস্টেশন মুখে হই। বেরিয়ে এসে একটা মোড় ফিরেই—তার কি হাসি। বলে—"মাগী যেমন কুকুর তেমনি মুগুর তুমি বাবা। হুলো-মুখী আমার হার হজম করবে,—হার ত' আর খাসির মাংস নয়লো রাক্ষুসি!"

—"তার পর পাগলের মত হাসি আর পায়ের ধূলো নেওয়া। এইভাবে ইস্টেশনে এসেছি। এখন ওকে ওর মেয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে ছুটি।"

নির্বাক অপলক বীরেশকে দেখিতে লাগিলাম। কত কি ভাব মনের উপর দ্রুত বহিয়া চলিল!

গণেনবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"মানুষই তার চরম সৃষ্টি! একাধারে দেব-দানবের এমন সংমিশ্রণ, এমন স্ফুরণ আর কিছুতে নাই।"

জয়হরি একটু দূরে দূরেই থাকিতেছিল; হঠাৎ নিকটে আসিয়া বলিল—"গাড়ী এসে গেল।"

সত্যই ত'! বীরেশ বিমলির মাকে মেয়েগাড়ীতে বসাইয়া দিতে গেল।

গণেনবাবু প্রণাম করিলেন, বলিলেন—"কোথায় যাচ্ছি জানিনা,—আশীর্বাদ করুন"—

বলিলাম—"সেটা ভগবানের কাছ থেকে এসে গেছে। আপনি তাঁর ইচ্ছাতেই বন্ধুর ডাকে যাচ্ছেন,—সর্বাগ্রে তাঁর কাছেই যাবেন। সেখানে দু-এক দিন থাকলেই—তাঁর মুখ থেকেই সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে, আপনাকে কিছু করতে হবে না। কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ রাখবেন না।"

জয়হরির তাড়ায়—নীরবে একখানি ইণ্টার ক্লাস গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

জয়হরি ইতিপূর্বেই বীরেশের বন্ধুর হাতে বৈদ্যনাথের প্রসাদী-পেঁড়ার হাঁড়িটি দিয়া,—গণেনদাদার ছেলে মেয়েকে দেওয়া চাই,—বলিয়া দিয়াছে। এখন দড়িবাঁধা ভাঁড়টি গণেনবাবুকে দিয়া বলিল,—"বাবার এই চরণামৃত রোজ সকালে খাবেন, ভুলবেন না।"

গণেনবাবুর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

জয়হরির আলিঙ্গন মধ্যে গণেনবাবু আজ অবাধে কাঁদিলেন।

ট্রেন ছাড়িল। আমি ডাকায় জয়হরির চক্ষু মুছিতে মুছিতে মোশনেই নাবিল। গণেনবাবু আমার দিকে চাহিয়া—দীননেত্রে হাত জোড় করিয়া রহিলেন। তাহার ভাষা—কথায় বা লেখায় ধরা দেয় না।

* * *

বৈদ্যনাথে ফিরিবার পথটা নীরবেই কাটিল।

বাসায় ঢুকিবার পূর্বে জয়হরি বলিল—"চলুন আর নয়,—মা'র জন্যে বড় মন কেমন করছে।"

৬৪

আজ যেন আর-কোন-দেশে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিজের প্রাণেরই সাড়া পাইনা! রোগীর মত ম্লান অর্ধনিমীলিত চক্ষে কষ্টে একবার চাহিয়াই পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিতেই ইচ্ছা হয়। জানালার ফাঁক দিয়া রৌদ্র আসিয়া শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত,—পাখীরা ডাক দিতেছে, উঠিবার উৎসাহ নাই, ভ্রমণের আগ্রহ নাই—পথ তার দাবী ছাড়িয়াছে। ঠিক বিজয়ার পরবর্তী প্রভাতের অবস্থাটি। যেন সব কাজ—সকল আনন্দের শেষ,—আর কেনো!

কেবল একটা ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক্ শব্দে অনবরত কানে কর্কশ আঘাত করিয়া চলিয়াছে। যেমন একঘেয়ে তেমনি রূঢ় আর বিরক্তিকর। কখন যে আরম্ভ হইয়াছে জানিনা,—এখন, সেটা মাথায় হাতুড়ি পিটিতে আরম্ভ করিল। দূর করো, উঠিয়া পড়িলাম।

এ কি,—আওয়াজটার আঁতুড়ঘরটা যে আমাদেরই উঠানে। ব্যাপার কি!

ভিতর দিকের দোরটা একটু ফাঁক করিয়া দেখি—গোটাতিনেক প্যাকিংকেস্।—তার একটাকে লোহার বেড় দিয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

ওঃ—কর্তা তাহ'লে অকাজে এখানে নেই,—চালানি কাজও চলে। তাই মাড়োয়ারিদের এক পাঁচিলে বাসা। শুধু হাওয়া যেতে আসা নয়—মেওয়াও আছে। কিন্তু মানুষ দেখে ত' তার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। ভোব্‌বার টান্ ধরেনি ত'।

অমন লোকের দ্বারা কি কারবার সম্ভব ? হবেও বা ।—যাদের নিয়ে জন্ম কাটলো, তাদেরি বড় বুঝতে পেরেছি । কি মাথা নিয়েই জন্মেছিলুম, একদম্‌—প্ল্যাটিনম্‌ ! যাক, এবার পায় পায় পরলোকটা পেঁছুতে পারলেই হয় ।

কর্তা দু'হাতে দু'টো বালতি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, ঝনাৎ করে একটা খালি প্যাকিং-কেসের মধ্যে ফেলে বললেন—"এইবার এই বাক্সটা । বেটা একটু নড় দিকি আমার মতো,—ও ছুংকছুংকের কর্ম নয় ।"

সত্যই বাণেশ্বরের কাজে উৎসাহ ছিলনা । সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ড্যাস টানিতে টানিতে বলিল—"অতো তাড়াতাড়ি করছেন কেনো বাবু,—মাকে মন্দির থেকে ফিরে আসতে দিন ! যাঁর জন্যে আসা তিনি ত' এখনো বেশ সারতে পারেন নি—এই কালই সে কথা বলছিলেন ।"

কর্তা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—"বলিস কি ! বলছিলেন ? কাকে সারতে পারেন নি ? সারাসারির দৌড় তুই বুঝবি কি ! থার্ড-ক্লাসে ফিরতে হবে—তা জানিস ! আবার বেশটা কি রকম ?"

"কি বলছেন হুজুর ?"

"হুজুর ঠিকই বলচেন,—নে, হাত লাগা । এর চেয়ে বেশী সারলে—এসব মাথায় করে হেঁটে ভিটে দেখতে হবেরে হারামজাদা ! পারবি ?"

"আপনি ত' বুঝবেন না—মায়ের শরীরটে এখনো বেশ সারেনি, তাই বলছিনু । বাতেও কষ্ট পাচ্ছেন,—এতদিন রইলেন, আর—"

"বাত,—থাম্‌ থাম্‌ । ও সব দামী জিনিস আর থাকে কোথায় ? ওরা কদরের জায়গা খোঁজে, তাই চড়ক-সংহিতায় আর 'দয়িতায়' ওদের স্থান । ভুল বকিনিরে,—ভুল বকিনি, ওরা না সেরে—সরেনা । নে—হাত চালা ।"

ব্যাপার বুঝিতে আর বাকি রহিলনা । আসল কথা—এখানে আর থাকিবেন না । যাক—কারবার নয়,—স্বস্তি বোধ করিলাম ।

বাসায় যখন মেয়েরা নাই, ব্যাপারটা দেখাই যাকনা । একটা সাড়া দিতেই বলিলেন—

"এই যে—আসুন আসুন ।"

"আজ যে বড় বেড়াতে বেরননি ?"

"না,—আজ ওঁরাই গেছেন । ক'দিন দই আনিনি,—অম্বলটাও চাগিয়েছে, নিজেরাই গেলেন । একটু বেড়ানো ভালো ।"

"সেটা ভালো বইকি,—তা এ-সব কি হচ্ছে?"

"অভাবটা সব সময় মন্দ নয় মশাই। এঁরা না থাকায়,—বাসায় দেখি হঠাৎ খানিকটে দরাজ-জায়গা বেরিয়ে এসেছে, হাওয়া খেলছে। সেই ফাঁকে গৃহ-দেবতাদের সেবা সেরে রাখছি। হিঁদুর ছেলে—এঁদের ফেলতে ত' পারিনা,—শেষ পর্যন্ত টানতে হবে। বড় দয়া রাখেন, গুড্‌সে (Goods-এ) চড়তে আপত্তি করেন না।"

কর্তার কথা বরাবরই এই পথ ধরে চলে। বলিলাম—"তবে কি আপনারাও—"

একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"কেনো—আমরা কি গাছপাথর! আপনারা থাকবেন না,—জয়হরি বাবুকেও নিয়ে যাচ্ছেন,—এখানে আর কোন সুখ রইলো মশাই! পেন্‌শন্‌ নেবার পর এই ক'টা দিনই যা বেশ ছিলুম!"—একটু নীরব থাকিয়া—

"—যাক,—এটা দেশও নয়, নিজের ঘরবাড়ীও নয়, লেখাপড়া করেও আসিনি! দশরথের বাচ্চাও নই যে চোদ্দো বচরের বরাদ্দ অ্যাছে। আর—এখানে ভালোটাই বা কি—না আছেন গঙ্গা, না কালীঘাট, না গড়ের মাঠ। পিরু পেলেটি নেই যে ছেলেরা কাছে থাকবে,—চুল ছাঁটতে তাদের কলকেতা ছুটতে হয়,—শেষ ছেলে-গুলোকে খোয়াবে! কি সুখে থাকা মশাই—চলুন একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি।"

অভিমানটা যেন আমাদের উপরই। যাহা হউক—তাহার মধ্যে সত্য নাই এমন কথা বলিতে পারিনা। আমরা আরো দিন কতক থাকিলে যে তিনি এখনি উৎসাহের সহিত গৃহদেবতাদের প্যাক-মুক্ত করেন তাহাতে সন্দেহ নাই, বলিলাম—

"যার জন্যে আসা তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন কি?"

অবাক-বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি সংসার করেননি দেখছি, ওঁদের একটা বড় কিছু না থাকিলে রোশনাই থাকে না মশাই।—যাক, ভাগ্যে —অম্বলের বড়িয়া ওষুধটা মিলে গিয়েছিল—তাতে ওঁর রোগটা দেবে থাকতো—আমারটা চাগাতো।—কুল গাছগুলোও কুল খুইয়ে বংশোজ মেরে গেছে, আর কি সুখে —যাক—"

—"এখন বাতটার জন্যেই ভয় পাচ্ছি, ওটা ভারী-ওজনের জিনিস কিনা। চার-দিক ফুলছে, চুড়ি অনন্ত আর চড়চেনা। আবার এমনি অদৃষ্ট—অমন ফাঁদালো পুষ্প-হার খাটো মারছে মশাই! রোগের ওপর এই সব বোঝা ত' আমারি বাঁচবার ওষুধ হিসেবেই তাঁকে বইতে হয়। তা জানেন ত'! তবে এ-ভাবে

উন্নতি হলে আর কি বাড়ী ফেরা সম্ভব হবে মশাই,—শুভস্য শীঘ্রংই ভালো। কি বলেন ?"

"আপনি নিজে কি ভাবচেন ?"

"আমার ভাবনা অপার। ভাবচি, ফিরে—আগে শরীর কি স্যাকরা নিয়ে পড়ি। স্যাকরার হাতেই যখন আমার প্রাণটা, এবং আমার প্রাণটার ওপর যখন ও'র টানটা"—

"বস্ বস্—ওর ওপর আর কথা কি। এয়োৎ রক্ষা আগে—"

মুখের একুল ওকুল হাসি ছুটিয়ে বললেন—"এই যে সবই জানেন দেখচি। মাপ করবেন আমি বুঝতে পারিনি। তাই ত' বলি—এখনো এমন টেনে চলেছেন কিসের জোরে—কোষ্ঠী ত' কবে খতম হয়ে গেছে,—টানে, কিসে। ও-যে জ্যাস্তো জিনিস মশাই, সজীব দাওয়াই,—অব্যর্থ ও ঘর-ঘর পরীক্ষিত। বচর বচর যোগান দিতে পারলেই অমর।—

"হঠ-যোগী কত কসরতে শ্বাস টানতে শেখে—দীর্ঘায়ু হয়,—এতে আপ্‌সে শ্বাস-টান ধরে। আর কি চান। এখন আপ্‌সে। বাবার কৃপায় শ্বাস-টান ত' পাবো।

জানি এ বক্তৃতা বাধামুক্ত স্রোতের মতই চলিবে, তাই বিষয়ান্তরের প্রত্যাশায় বলিলাম—

"তা বইকি। হ্যাঁ—আজ বুঝি সব বাবাকে দর্শন করতে গেছেন। এঁদের ভক্তি-নিষ্ঠাই আমাদের ধর্মের পরিচয়টা আজো বজায় রেখেছে, আমরা ধর্মের নামটা মুখে আনতে পারছি।"

"এই রোগের বিপুল বোঝাটা নিয়েও,—সেটা বলুন।"

"তা ত' বটেই,—আমরা আর কি করছি বলুন। আমাদের এই মুমূর্ষু ধর্মের ত' ওরাই মকরধ্বজ। তেমন সব গিন্নি-বান্নি ক্রমেই কমে আসছেন, এমন প্রাচীন ধর্মটা রক্ষার পক্ষে সেটা—"

"বড়ই চিন্তার কথা, এই বলচেন। কিছু ভাববেননা, ও সব অমর জিনিস। অন্ন-পিসিরা থাকতে কোনো চিন্তা নেই, তাঁরা বীজ না রেখে যান না। কঠোর নিয়মী, বিধি নিষেধ খুটিয়ে পালন করেন। ষষ্ঠীগুলিতে কি নিষ্ঠার সহিত ময়দা মাখা, কুমড়ো-বলি চলে,—দেখলে আপনার হতাশ হবার কোনো কারণই নেই মশাই। দেখে থাকবেন, দাঁত গিয়েছে দাঁত-খোঁটা যায়নি। ধর্মের শরীর, চিরদিন এই ধর্মটা সামলে আসচেন এবং রেখেছেন।

—"স্বর্গে ত' যাবেনই, পাছে সেখানে না মেলে—তাই নবীপিসি শপথ করিয়ে রেখেছেন, 'সঙ্গে একখানা কুরুণী আর একটা হামানদিস্তে দিতে ভুলিসনি বাবা—ধর্ম না খোয়াই। পাঁড় শশা, শাঁকালু, মুলো, নারকোল, নারকুলে কুল—এ সব কুরে আর থেঁতো করে খেতে হয় কিনা।' এ ধর্ম কি যায় মশাই।"

কি মুশকিলেই পড়িলাম। শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিলাম সংসারাশ্রমে যিনি যেমন দিয়াছেন ও শিখিয়াছেন—ধর্ম বিশ্বাসে সেই ধারণা মত তাঁহারা যাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন, তাহার ওপর এত আক্রোশ কেন? তাহার মধ্যে অধর্মটা কোথায়—তা'ই ত' বুঝিতে পারি না। নিয়ম, সংযম রক্ষা হয় ত'! আর উহাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের আহারাদির ব্যবস্থাই বা তাঁহাদের করিয়া দিতেছে কে!

যাক,—তাঁহার কথাটা আর এগুলো না। দেব-দর্শনান্তে সব ফিরিলেন,—সহজেই রেহাই পাইলাম।

সকলের হাতেই কিছু না কিছু, মুটের মাথায় বহুৎ কিছু, আর জয়হরির হাতে পেঁড়ার হাঁড়ি,—বগলে পাহাড়ী-কাঠের এক বোঝা ছড়ি,—লেকাঁড় বলিলেই সত্যের সম্মান থাকে।

৬৫

দ্রুত পাশ কাটাইতেছিলাম;—কর্তা বাধা দিলেন;—"আপনি যাবেননা—যাবেনা,—উনি ত' এখন রোগরত্নাবলী—সম্প্রতী বাতে* বর্ধিত (enlarged) এইবার "গোল্ডস স্মিথ্" (Golds Smith) টেনেছে,—ডেজার্টেড ভিলেজ" (Deserted Village) বানাবেই, বাণেশ্বরের প্রতি—"বেটা দেখছিস কি, চট্‌পট্ নে।"

"এই যে জয়হরি বাবু, দর্শন হ'ল? কি সব সওদা সারলেন? বহুব্রীহির মত ঠেকছে যে।"

জয়হরি বলিল—"এই সব সংসারে এটা ওটা সেটা, সবই ত' দরকার। টাকা ফুরিয়ে গেল—অমন ঘোড়াটা, আর একটা কি চমৎকার ছুঁচো, আহা কি বানিয়েছে মশাই!—মার ভারী ইচ্ছে—তা কাল ত' আবার যাবেন"—

"না না, বানানো ছুঁচোর তরে আর কষ্ট করে যেতে হবে কেনো"—

---

* বাতে অর্থাৎ দেওঘরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায়।

"ওঃ, সে যদি আপনি দেখতেন।"

"আমাকে আর দেখতে হবে কেনো—পাঁচজনে ত' দেখছেন। আর কিছু নয় ত'।"

"আর সব—কত রকমের খেলনা পুতুল, বাঁশী, ফুটবল, ছোটো ছোটো রঙিন ছাতা, ছাপের ছাপড়, এলুমিনয়মের দু' ডজন গেলাস, বাটী, ডিস, বালতি—এই সব। তীর্থ করে ফিরছেন,—চাই ত'—"

"ঐতেই হয়ে যাবে।"

"না—টাকা ফুরিয়ে গেলো যে, তা না ত'—সে ঘোড়া মা ছেড়ে আসেন। আর অমন—কাল তাই যাবেন।"

"মুটের মাথায়?"

"দু'টো ট্রাঙ্ক নেওয়া হল কিনা—একটা ত' ভরেই গেছে, আর একটা খালি গেলে ত' টোল-খেয়ে যাবে,—তাই ভাবছিলেন—"

মাধুরী দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল—"আ-হা-হা, অত কুলকুটো যাবে কিসে। তাই ধরলে বাঁচি!"

কর্তা ধীরনেত্রে আমার দিকে একবার চাহিলেন। বলিলাম—"সংসার বলতেই ও'রা। আমরা আর করি কি বলুন। দেখুননা—ইতিমধ্যে ওই শরীরেই এই সব করে রেখেছেন। ও'রা না থাকলে—"

মাথাটা কিঞ্চিৎ কাৎ করে বললেন—"হুঁ—সাফ্ ডুবে যেতুম। আমার-ভালো খুঁজে খুঁজেই জানটা দিলেন—এইটে বড় লাগে!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, তার পর বাণেশ্বরের দিকে চেয়ে বললেন—"আহা—তুমি কিছু কিনবেনা বাপধন!"

তাঁর মুখের ভাব দেখিয়া মাধুরী হাসিয়া ছুট মারিল।

"সংসারের সুখই এরা,—দু-দুটি মধুর ফলই তাঁর কৃপায় আমার লাভ হয়ে গেছে, এন্তার রসাস্বাদ করে চলেছি।"

এই বলিয়া যুক্ত হস্তে মুদ্রিত নেত্রে ভগবানের উদ্দেশে ঊর্ধ্বে একটি ভক্তিপূর্ণ নমস্কার নিবেদন করিলেন।

—"আপনি কিছু নিলেন না জয়হরি বাবু?"

"আমি আর কি নেব। যা ছিল সবই জ্ঞাতিদের সিন্দুকে ত' রয়েছেই। থাকলেই ধুতে-মাজতে হয়, পরমাত্মীয়েরা সে কষ্ট রাখেননি। মাটির হাঁড়িতে আর কলাপাতে বেশ চলে যাচ্চে। কিছু নিলেই—তাঁদের আবার সিন্দুক কিনতে হবে,—থাক।—

"তবে—মা বলে ছিলেন—একখানা হাতোলদার চাটুর কথা—তাই নিয়েছি। এই দেখুননা—ভারি দরকারি জিনিস,—কোদালের কাজ করে,—ঘাস-ছোলা চলে; ভাজা ভাজুন, রুটী করুন,—ইক্‌মিকের ওপর। আবার উঁচু জায়গায় পুঁতে চাঁদ্‌মারি চালান্‌,—অনেক কাজে লাগে।"

"বটে! তা হবে বইকি,—একা 'চাটু'তেই সব কাজ বেরিয়ে আসে, অধিকন্তু ল্যাজ্‌ রয়েছে। আর কিছু নিলেননা ?"

জয়হরির পকেট থেকে একটি বেশ গোছালো শেকড় বার করে উৎসাহের সহিত বললে—"এই একটিই ছিল, অনেক করে এক সাঁওতাল-বুড়ীর কাছে আদায় করেছি। মাগী দেবেইনা—"

"গুণ ?"

জয়হরি খুব নীচু আওয়াজে ফিস্‌ফিস্‌ করে জানালে—"তিনবার শোঁকাতে পারলেই ভূত ছেড়ে যায়, সঙ্গে থাকলে—সে দিক ছেড়ে ভূতপ্রেত পালায়। আবার ঘষে কপালে লাগালে উন্মাদ পাগলও সারে।"

কর্তা বলিলেন—"ভাগ্য দেখুন—আজই বেরুইনি! তাই ত',—আপনি"—

জয়হরির সব উৎসাহ যেন এক ফুঁয়েই নিবে গেলো!

যেখানে ফিস্‌ফিস্‌ সেইখানেই সকলের কান। মাধুরী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"দিদিমা বলে দিলেন,—ছেলেকে বোল্‌-গে উটি আমার চা-ই।"

জয়হরির বাক-রোধ!

কর্তা বিস্ময়-বিহ্বল ভাবে,—"অ্যাঁ—ওঁরও অবস্থা এমন নাকি!"

বলিলাম—"ওষুধ যখন হাতে এসেছে তখন আবার ভাবনাটা কি! একদিন উঁনি শুঁকুবেন—একদিন আপনি, বাড়িতে একটা থাকলেই হবে। জয়হরিকে আমারটা দিয়ে দেবো, সে আমার পরীক্ষা করা জিনিস,—উভয়েই উপকার পেয়েছি। জব্বলপুরে থাকতে গোঁড়েদের এক মুরুব্বির কাছে পাই,—তাকে বন্দুকের পাস্‌ দিইয়ে দিয়েছিলুম।"

জয়হরির কথা ফুটিল—"আমি মার হাতেই দিয়ে দেবো।—আর এই ছড়ি পাঁচ-গাছাও নিয়েছি।"

কর্তা এক এক করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"হাঁ—একে বলে মিল,—এক জাত এক ধাত, এক পচন্দ! তা না ত' আর কালই এ স্থান ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি! থাকতে আর মন চাইবে কেনো!—

"ছড়ির সখ্ আমার বরাবরই, জয়হরি বাবুরও দেখছি তাই,—তা' না হলে এ পচন্দটি আসতেই পারেনা,—পাঁচগাছার মধ্যে একগাছাও সোজা নিতেন। আমার ত' সতেরো-গাছা রয়েছে,—ওর এক-গাছা সিদে বার করুন দিকি,—জো কি! ছড়ির কাজই সিদে করা,—সিদে হওয়া ত' নয়! বাঃ, চমৎকার selection (বাচাই) হয়েছে। এর ভালোমন্দের পরিচয় যে আমাদের সেই পাঠশালা থেকে পাওয়া।"

বলিলাম—"আজ্ঞে ঠিক বলছেন, তখন ভালো লাগতো না,—এতদিনে মতি-মাস্টারের সদুদ্দেশ্য খোলসা হচ্ছে। এখন আবার ধাড়ির তালিম (Teachers Training) খুলেছে। এবার আর তার আস্বাদটা মিললোনা। আচ্ছা—ছেলেরা পাবে,—তাদের জুটবে ত'।"

"তাহ'লেই বড় সুখের হয় মশাই।—আর দেখুন, এ ছবির প্রধান গুণ—চুরি-যেতে জানে না। শেষ—ফকিরী পর্যন্ত চলে। ও ব্যাঁক নয়, এক এক স্বর্গ!"

পেঁড়ার হাঁড়িটায় উঁকি মারিয়াই আনন্দোচ্ছ্বাস ছাড়লেন। "হুঁ সাধে কি বলেছি,—শুধু একটাতেই কি মিল! এই দেখুন,—যেটি পছন্দ করি—তাই। যেমন ধপধপে তেমনি খট্‌খটে! ওর পরীক্ষাই হচ্ছে বাজিয়ে আওয়াজ শুনে নেওয়া;—এই না?"

জয়হরির মনটা আজ যেন কিছুতেই দাঁড়াচ্ছিল না, সে বললে,—"তাজা দেখে নরম জিনিস নিলেই ঠকতে হয় মশাই! এখন ওরা রস-মরে আসলে দাঁড়িয়েছে,—ওজনে থান পনেরো বেশীও চাপলো! দোকানী বেটা ধরে ফেললে, মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"আপনি দেখছি সমঝদার লোক—জল না শুকলে নেন না। আগে জানলে—ও-দরে দিতুম না।"

জয়হরি একটু উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিল,—"এতে আর এক লাভ—গাড়ীতে, পথে, বিদেশে বড় কাজ দেয় মশাই, তিন মাস রাখুন না—পচবেনা বরং পোক্তাই হবে। আবার একখানাতে তিন কাপ্ চা,—ওতে দুধ ত' আছেই, অধিকন্তু চিনি।"

ইস্টুপিডের ব্যাখ্যা শুনে মৌন রক্ষা কঠিন, বলিলাম—"বলনা কলকেতা সহরে এ জিনিসের জন্ম হ'লে এত দিনে "ভগবতীর ডিম্" বলে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে যেতো।"

"বাঃ, আপনার মাথা ত' খাসা।"

"হ্যাঁ,—তাই অনেকেরই ইচ্ছা—মুণ্ডনান্তে ঘৌলিক প্রসাধনে অভিনন্দিত করবার। বহু চেষ্টায় বাঁচিয়ে চলেছি…"

"না না—রহস্য নয়!"

জয়হরির দিকে ফিরিয়া—"ইঃ, চা খাবার এত বড় সুবিধে থাকতে, কলকেতায় বসে বসে দুধের জন্যে কি কষ্টটাই ভোগ করেছি !"

হঠাৎ বাণেশ্বরের প্রতি—"ওরে হারামজাদা—যাবার সময়ে কি জাত খুইয়ে যেতে হবে—চা কইরে পাজি !"

জিভ কাটিয়া—"এই যে বাবু" বলিয়াই বাণেশ্বর ছুটিল।

জয়হরি ম্লানমুখে বলিল,—আপনারা সত্যিই কি কাল চলে যাবেন ?"

"আপনারাও ত' কাল মিথ্যে যাচ্ছেন না জয়হরি বাবু। আপনারা থাকলে আমার কি সাধ। সত্যিই যে এখানে থাকতে আর ভালো লাগবে না।"

জয়হরি অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল।

৬৬

জয়হরি—বাজারে বাজারে।

অবস্থা দেখিয়া গাড়ী রিজার্ভ করিয়া দিবার ভার আমিই লইয়াছি। সেই উদ্দেশ্যে বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে স্টেশনেই গেলাম।

স্টেশন অনেকটা ঠাণ্ডা,—তখন কাজকর্ম কম। বৈকালের প্যাসেঞ্জার চলিয়া গিয়াছে।

একটি লম্বা ছন্দের ছিপ্‌ছিপে যুবা, প্রসাধনান্তে মাঠ-মুখো চেয়ার টানিয়া—নিশ্চিন্ত মনে এক এক চুমুক চা খাইতেছেন। সামনে একখানি খাতা খোলা। দেখিলেই বোঝা যায়,—আপিসেরও নয়, ধোপার হিসেবেরও নয়,—সখের। হাতে ফাউণ্টেন-পেন্। মুখে—হুঁ হুঁ হুঁ।

আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—এখন কাজের সময় নয়—আমি **off duty** (কাজের-বার)—নিজের কাজে আছি। আপনি অন্যত্র বসুন-গে বা বেড়ান-গে।"

"আপনার কথাগুলিতে রেলের সুর পেলুমনা, সে আওয়াজও নয়, সে তাত্‌ও নেই, সে বেগও নেই। দু'টো কথা কইতে যে ইচ্ছে হয় ভাই,—কাজ নাই বা হ'ল। তবে আপনাকে যদি বিরক্ত করা হয়—তা হ'লে থাক। একটু আরাম করচেন—করুন।"

ছোকরাটি এক-আঁচ অপ্রতিভ ভাবে—"না, আরাম ঠিক নয়,—একটা নেশা আছে, —তা যে চাকরি—সময় ত' পাই না,—এই, এই সময়ে যা দু'লাইন। তাও বেরুতে কি চায়,—রেলের আওয়াজেই মগজ ভরা! মিলের তরে মাথা খুঁড়চি—"

অপাঙ্গে একটু হাসির রেখা দেখা দিলে।

"ওঃ—আপনার কবিতা লেখার ঝোঁক আছে বুঝি! ও যে জোঁকের মত ধরে, আর একটা না পেলে ছাড়ে কে! ওর আনন্দ যে একবার পেয়েছে তার কি ইহকাল পরকাল থাকে ভাই,—সে বাপের সঙ্গে সাপ, ধর্মের সঙ্গে চর্ম, না হয় 'অধম" পর্যন্ত জুটিয়ে দেয়! ও ঢের ভুগেছি দাদা! একটু ফাঁক পাবার জন্যে সর্বদাই প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে, কিছু ভালো লাগেনা। না—আমাকে মাপ করবেন,—আপনি লিখুন!"

"না না—আপনি বসুন। এই জুম্মন—কুরসি দেও।—"

—"রোজ কি আর বেরয়। অভ্যাস,—খাতা নিয়ে না বসলেও স্বস্তি নেই—তাই বসতে হয়।—এক-কাপ চা আনতে বলি।"

"না—থাক। তবে প্রথম আলাপ—প্রণয় পাকা করতে ওর আর জোড়া নেই;—ওর ছোপ একবার ধরলে আর ছাড়ে না,—দিন।—"

"—হ্যাঁ—ঐ যা বললেন—খাতা না নিয়ে বসলেও স্বস্তি নেই, উটি পাকা কথা। বঙ্কিম বাবুরও ঠিক ওই নিয়ম ছিল, লেখা আসুক না-আসুক—বসতেই হবে। সে-সময় ঘরে আগুন লাগলেও উঠতেন না।"

"এমনি রোগই বটে! আমারো মশাই ঠিক তাই।"

"ও-যে হতেই হবে। একটু না লিখলে—নিদেন দু'লাইন,—স্বস্তি পেতেই পারেননা। হেমবাবুর কোনো কোনো রাত—মাথার চুল ছিঁড়ে কেটে যেতো।"

"এই দেখুন না।"—

দেখিলাম—বাঁ কানের এক ইঞ্চি ওপরে—টাক পড়ে আসছে।

—"না করেও ত' পারা যায় না মশাই!"

—কি করবেন। এটা হ'ল আপনার সত্যিকার আনন্দের কাজ, মর্ম-কোষের কাছাকাছি জিনিস,—এর মাধুর্যই আলাদা। টাকার কাজ ত' পেটের জন্যে দাদা,—আর এর মধ্যে যে আপনার সমগ্র প্রকৃতি আর প্রকৃতি প্রবৃত্তির সার্থকতা অপেক্ষা করে রয়েছে। তা আপনি রেলে ঢুকলেন কেনো? দেখছি"—

আর মশাই! শ্বশুর 'ভাগ্য-বেঁড়ের' স্টেশন-মাস্টার, তিনিই"—

"দেশের এই সবই দুর্ভাগ্য! লাইন্-ময় কত merit-ই (প্রতিভাই) মাটি-চাপা

পড়ে আছে। গোরস্থান আর শ্মশান একই কথা,—সেখানে বসে গ্রে সাহেব যা লিখে গেছেন—সেটা বান্ধবেরই বাণী। আর সাহিত্য যাঁকে পাকা রকম পেয়েছে তাঁর আর মার্ নেই, তিনি রেলে থাকায় বরং নানা স্থানের নূতন নূতন নানা আমদানী থেকে যথেষ্ট গুছিয়ে নেন। আপনার যে রকম নিষ্ঠা দেখছি'—

"আমি মশাই সেই লোভেই"—

"তা বুঝতে পেরেছি। ছাড়বেন না, সরস্বতীর অন্তঃশীলা বেগ—আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে চলবে। যা হোক—আলাপ হয়ে গেল,—পাঁচটা দিন আগে হলে বড় সুখেরি হত,—সাহিত্যালোচনায় বেশ কাটতো।"

"আপনার কথা শুনেই বুঝেছি—আপনিও"—

এক সময় সখ্ ছিল বটে, তখন মিলের মাধুর্যও ছিল। এখন গরমিল বাঁচিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট,"—

"আমার আবার একটা বদ্-রোগ আছে—মুশকিলেও পড়ি তাই। শুধু মিললেই হবেনা—মিলের কথা দু'টি—এক ওজন আর এক আওয়াজ দেওয়া চাই। না হলে মন ওঠেনা।"

"উঠতে পারেনা,—এই বাড়ন্ত যুগে তার কমে কি মানায়?—ছাগলের সঙ্গে পাগলকে এক খোঁটায় বাঁধা বরং চলে, কিন্তু 'জল'-এর সঙ্গে অচল। সে সব দিবসা গতা।—"

—"চণ্ডীর স্তব লিখতে আমারি একবার প্রথম লাইনের শেষে 'উপচিকীর্ষা' রূপ উৎপাত এসে পড়ে, শেষ—"গুঁপো-নাদ্দীরশা" বসিয়ে সে যাত্রা বাঁচি। 'দিলিরশা' দিলে একদিক বজায় হয় বটে, কিন্তু ওই ওজনে আর আওয়াজে যেন ধিমে মারে। তাই পচন্দ হ'লনা। স্তব শুনে লোক স্তব্ধ হবেনা।—

—"ধরুন—লিখতে লিখতে আপনি "আফগানিস্থান"এ এসে পড়েছেন,—উপায়? সেকালে "ধান" দিলে মিল্‌তো, আজকাল আপনাকে শ্রেষ্ঠ মিলন খুঁজতে হবে, না হয় বানাতে হবে—যা, বহরে, বলে, আওয়াজে ফিট্ করে। সুতরাং "দাদখানী ধান" বা "আমদানী ধান" ঝাড়তে হবে।"

"আপনার খুব রপ্তো ত'। আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে মশাই।"

"আমাদের যে খারাপ করবার মত আর কিছু নেই।"

"এখন, আছেন ত'?"

"না ভাই,—একখানা ইণ্টার রিজার্ভ্ করবার জন্যেই এসেছি, কালই চলে যাচ্ছি। আপনাকে পেয়ে এখন আপশোষ হচ্ছে—"

"কাল-ই! ইস্—কিছু জানতুম না,—আর এই কাছেই ছিলেন! আপনি থাকলে আমার "রজনীগন্ধা" খানা জামাইষষ্টীর আগেই"—

"যাচ্চি ত' হয়েছে কি ভাই, ঠিকানা দিয়ে ত' যাবই,—আবশ্যক হলেই লিখবেন—তাতে সুখিই হব। আমরা এক নেশার লোক যে'—

—"আচ্ছা—এখন আর যশেডি যাবার উপায় নেই কি?"

"কেনো—যশেডি কেনো?"

"ঐ রিজার্ভের জন্যেই। মেয়েছেলে সঙ্গে,—হাওড়া পর্যন্ত একটানা যেতে হবে কিনা।"

"ও রিজার্ভের ভার আমার রইলো, ওর জন্যে আপনাকে কষ্ট পেতে হবেনা,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সকালে টাকা জমা করে—পাস্ নিয়ে যাবেন। আমি টেলিগ্রাফে সব ঠিক করে রাখচি।"

শেষ—চা, পান, সিগারেট ও নানা কথা। পরে বঙ্কিমবাবুর চেহারা—নাক, চোখ, ভ্রূ, রং প্রভৃতি শুনাইয়া ছুটি।

৬৭

প্রত্যাবর্তনের পরোয়ানা লইয়া প্রভাত দেখা দিল। প্রভাতের আলোক-উজ্জ্বল প্রকাশ, দেহমন জুড়ান বাতাস, আজ আর আমাদের লক্ষ্যের বস্তু নহে। সকলেই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম,—বন্ধন বা দ্বিধা-সঙ্কোচশূন্য। কেহ কাহারো অপেক্ষায় নাই।

আবার—সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম—কর্তা আজ ভৃত্য বাণেশ্বরকে—'বাণেশ্বর' বলিয়াই ডাকিতেছেন। সে আজ আর বাণভট্টও নয় বাণলিঙ্গও নয়।

বাড়ীতে আত্মীয়ের বা প্রিয়জনের যখন সঙ্কট পীড়া, কেহ রোগীর শয্যাপার্শ্বে সর্বক্ষণ উপস্থিত; কেহ সেবা-শুশ্রূষারত; ঔষধ পথ্য আর থারমামেটর লইয়া ঘড়ির হুকুম মত কেহ চলিতেছে, আর ডাক্তারের হুকুমমত রোগীর অবস্থা আর টেম্পারেচর টুকিতেছে; কক্ষ মধ্যে ঘড়ির শব্দ ছাড়া কাহারো টুঁ শব্দের অধিকার নাই,—সকলের

মুখই মেঘগম্ভীর ; তখন এমন কেহও থাকেন যাঁহার কেবলি চেষ্টা বাহিরে বাহিরে থাকা। ঔষধ আনিবার বা ডাক্তার ডাকিবার ভারটা পাইলেই তিনি বাঁচেন। কতকটা সময় ভাবনা-চিন্তার বাহিরে কাটাইতে পারেন।

ডিসপেনসরিতে বসিয়া দু'চার জনের সহিত বাজে কথাবার্তা বাড়াইয়া যতটা সময় কাটে ততটাই তাঁর লাভ। এটা বোধ করি দুর্বলচিত্তের লোকের স্বভাব।

আমি তাঁদেরই একজন, তাই আজ এই আনন্দ-বিরল আবহাওয়ার মধ্যে না থাকিয়া, আমার প্রধান কাজটা হ'ল—বৈদ্যনাথ দর্শন।

এখানে আশা অবধি বরাবরই অলক্ষ্যে কোথায় একটা ক্ষোভের খোঁচা ছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেই সেটা চোখে পড়িয়া গেল। আগে এত খুঁজিয়াছি পাই নাই।

আজ বিদায়ের দিনে আমার সেই প্রথম রাত্রির অসহায় অবস্থার অবলম্বন মুশকিল-আসান নন্দকিশোর-পাণ্ডাকে দেখিতে পাইলাম। দেব-দর্শন ভুলিয়া গেলাম। সরাসরি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, পরিচয় দিয়া ধরা দিলাম। তাহার আনন্দ ও বিনয়ের সীমা রহিল না। দোষীকে এতটা সম্মান কেবল গরীবেই দিতে পারে।

সে সহজেই সুন্দর ভাবে দর্শনাদি করাইয়া চরণামৃতে ও প্রসাদে,—একটি ছোটখাটো লগেজ বাসায় পেঁছাইয়া দিয়া গেল। রস মরিয়া আসিয়াছিল,—মাত্র দুইটি টাকা তাহার হাতে দিতে লজ্জা বোধ করিলাম। সে তাহাকে লক্ষ টাকার আদর দিয়া গ্রহণ করিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত থাকিতে প্রস্তুত ;—অনেক করিয়া বিদায় করিলাম।

বাসায় আজ সকলেরই মধ্য হইতে সোজা-মানুষটি সরিয়া গিয়াছে, কতক ট্রাঙ্কে কতক বাক্সে-বেডিংয়ে—সোজা মানুষটি কখন সহজেই বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সৌখীন কাচের বাটিতে জবাকুসুমের পরিবর্তে আজ মাটির খুরিতে সনাতন সর্ষপ তৈলই সহজ বব্যহার্য ; স্নান আহ্নিকে গামছাই পট্টবস্ত্র। জলযোগের মিহিদানা—পাতার ঠোঙা হইতে অনায়াসে হাতে আসিয়া পড়িতেছে। আর্সির বদলে সার্সি কাজ দিতেছে,—ইত্যাকার।

আসিয়া পর্যন্ত নিত্যই চোখে পড়িত, একটা পরিত্যক্ত ফুটো বাল্‌তি কুল-তলায় কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে ; এখনো তাহার কর্মভোগ কাটে নাই, বানর তাড়াইতে তাহারই পৃষ্ঠে প্রহার চলে,—কাজ ফুরায় নাই,—আওয়াজ দিতে হয়। জলদানে বিস্তর সাহায্য করিয়াছে, ফল যাবে কোথায়। জলেও গলেনা—উইয়েও খায় না।

আহারে বসিলেই সেটা নজরে পড়িত—শিহরিয়া উঠিতাম। অমর হওয়ার সুখ কম নয়! ভাবিতাম—তাই বোধহয় মানুষ নিজের জন্য চিতার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে,—ফুঁকে দিলেই ফর্সা! কিন্তু অতি-মানুষে যে আবার জন্মান্তরের ভয় দেখায়!

যাক, আজ দেখি সেটাকে ধুইয়া, আবার কাজে লাগানো হইয়াছে। আজ আর জল ধরিবার আবশ্যক নাই, যে-যার জল তুলিয়া কাজ সারিতেছে।

বার বার কানে আসিল—"দেখো সে সময় তাড়াতাড়িতে দড়িগাছটা না থেকে যায়!"

দড়ির দরকার শেষ পর্যন্ত! কেরোসিনের ডিপেগুলো এত জ্বলিয়াও রেহাই পাইলনা,—তাহারাও একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিল।

কখনো শুনিলাম, "উনুনগুলো যেন আস্তো না থাকে—ভেঙে দিয়ে যেতে ভুল না হয়।" শাস্ত্রবাক্য,—হিঁদুর যে ধর্ম ছাড়া কাজ নাই!

ডাক্তার বাবুর নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি। জয়হরি সেইখানেই খাইবে। কিন্তু —এ বাড়ীতেও না খাইলে নয়। সে বলিয়াছে ও-আবার শক্তটা কি মশাই,—পৌষ-পার্বণে একাই সাতবাড়ী সামলাই।

ভরসার কথা বটে! এখন যে আস্তো ফেরাতে পারিলে বাঁচি। ওর জন্যেই এমন জল-হাওয়াটা কাছে ঘেঁষতে পেলেনা!

কেবল অমরের সঙ্গেই সাক্ষাৎটা হইল না। সে গিধোড়ের রাজবাটীতে বড় একটা দাঁওয়ের ফিকিরে ফিরিতেছে। সত্তর হাজার টাকার "সাপ্লাই",—হাত লাগলেই—চল্লিশ হাজার নিজের! বাবার মাথায় বিল্বপত্র চড়াইবার জন্য,—নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, —পাণ্ডাকে আগাম বারো আনা পয়সা দিয়া গিয়াছে। আগাম দেওয়ার কথা এই প্রথম শুনিলাম! কাজ হাসিল হইলে, মায় দক্ষিণা—পূজায় পাঁচসিকা খরচ করিবে, এ কথাও বলিয়া গিয়াছে।

পরিচিতের নিকট এ একটি puzzle,—আগাম দেওয়া বারো আনা—পূজার পাঁচ-সিকার মধ্যে উহা আছে কি না এ গুহ্য কথা বাবারও সাধ্য নাই যে বুঝেন।

পাণ্ডা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"অমরবাবুটি কি সাঁচ্চা বাঙালী আছে মোশাই? বড়া হিসাবী লোক। মোহরলাল-ভেঙ্কী বোলতেছিলেন—"উনি হামারা পরদাদাকে ভাতিজা আছে; বহুৎ রোজ বাংলা দেশমে আছেন—মিশিয়ে-ঘুষিয়ে গেছেন। হামারা হক একত্রিশ হাজার এমন সাফ্ উড়িয়ে নিলেন, মাড়োয়াড়ি-বাচ্চা

হামি—তাকতেই রয়ে গেলুম। বড়া কামের লোক আছেন—মাড়োয়াড়ির ভি জোঁক আছেন। খুন পিয়ে লেন।”

৬৮

বাসার পাশেই ইস্টেশন। বাঁশী বাজিলেই কর্তার কান খাড়া হয়,—ঘণ্টা দিলেই মনটা চঞ্চল, অস্থির হয়ে পড়েন—“ছেড়ে গেলো নাকি!”

মাল-গাড়ির মাল ইস্টেশনে হাজির হইয়া গিয়াছে, জয়হরি খবরদারিতে আছে।

বাসার কর্তা লগেজ লইয়া ব্যস্ত! গণিয়া কখনো দাঁড়ায় তের, মিনিট পাঁচেক পরে সতের, পরক্ষণেই উনিশ, পশ্চাৎ ফিরিতেই একুশ। আবার গোণেন। ফের গরমিল!

বিব্রতভাবে ইস্টেশনে গিয়া জয়হরিকে গুণিতে পাঠাইলেন। সে গিয়া রিপোর্ট দিল—আটাশ!

“Puzzled! পাগল করলে!”—বাসায় ছুটিলেন।

রোয়াকে একখানা টালির উপর বসিয়া নানা চিন্তা সহযোগে সিগারেট টানিতে-ছিলেন। সে চিন্তার মাথামুণ্ডু নাই, ধোঁয়ার সঙ্গে বেশ মেশে।

হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“একবার উঠতে হবে,—অনেক কষ্ট দিয়েছি—আর একটু। লগেজগুলো গুণে একবার ঠিক ক'রে দিন। যতবার গুণি, রকম রকম পাই, কারণ বুঝতে পারছি না।”

বলিলাম—“ব্যস্ত হবেন না,—কারণ আমার জানা আছে। গাড়ি না-ছাড়া পর্যন্ত ও জিনিসটি বাড়ে”—

“তাই নাকি! তা একবার উঠুন।”

গণিয়া বলিলাম—একত্রিশ।

“আমাকে ডোবালে!”

“চিন্তিত হবেন না, এখনো অনেক বাকি দেখছি। পানের প্যাট্‌রা, চুণের ভাঁড়, জরদার বোতল, জলের কুঁজো, ঘটি, গেলাস, গামছা, প্রসাদী ফুল-বিল্বপত্রের পুঁটলি, স্টোভ্ প্রভৃতি চায়ের চব্বিশ পরগণা—দেখছি না। অন্ততঃ উনোপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছুনো চাই।”

"কাকে,—আমাকে? বলেন কি!"

"এই নিয়ম! ও'রা গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত বাড়ের মুখ। দেখছেন না—ঐদিকে ও'রা কত ব্যস্ত, দেল থেকে পেরেক খুলছেন। রাতের গাড়িতে যাচ্ছেন—এইটুকুই আশার কথা, রাস্তায় বাড়-বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম,—তবে বর্ধমানে আরো দু' নম্বর বাড়বে। হাওড়ায় ছেলেদের গাড়ির ব্যবস্থা রাখতে বলে পাঠিয়েছেন ত'?"

"অনেক ভুগেছি মশাই,—আর নয়। সোনার-চাঁদেরা নিদেন দু'খানা সিল্ক-সিলিণ্ডার "সন্-বীম্" নিয়ে বাপের মুখোজ্জ্বল ও অঙ্গ হিম করতে আসবেন! কাজ নেই মশাই আমার স্টেটএনট্রিতে, ঢের ঘোড়ার গাড়ি মিলবে, একখানা নিলেই হবে। আর ওই চোর-বেটা গরুর গাড়িতে মালপত্র নিয়ে যাবে।"

"তবে আর কি,—আচ্ছা আপনার অনেক কাজ, লগেজের ভার আমার রইলো।"

"আঃ—বাঁচালেন মশাই।"

দু'পা গিয়াই ফিরিলেন;—"জানি ও-দাঁড়িগাছটা থেকেই যাবে! সে হারামজাদা গেল কোথায়?"

"ও আমি খুলিয়ে নিচ্ছি, আপনি অন্য কাজ দেখুন গে।"

"হ্যা—স্টেশনের ও-ছোকরাটি আপনার কেউ হন বুঝি! আমাদের কিছুই করতে হচ্ছে না, তিনি খুব ইণ্টারেস্ট নিচ্ছেন।"

"উনি আমার সতীর্থ—বন্ধু!"

"বয়স ত'—"

"আজ-কালের ছেলেরা বয়সের মাপে ছোট বড় হয় না।"

"ওঃ,—তাই বুঝি বাবাজীবনরা প্রায়ই বলেন—আপনি বুঝতে পারবেন না বাবা'।"

চলিয়া গেলেন।

* * * *

ক্রমে সময় হইয়া আসিল। বাড়ির ভিতর আর চাওয়া যায় না। কয় ঘণ্টার মধ্যে এত-বড় পরিবর্তন বিধাতাও পরিকল্পনা করিতে পারেন না।

ঘরের মেঝে আর উঠান—টুকরা কাগজে, ছেঁড়া ন্যাকড়া আর ন্যাতায়, শূন্য দধিভাণ্ড খুরি শালপাতার ঠোঙ্গা, ভাঙা চেঙারি, মুড়োঝাঁটা, ফুটো-কলসী, পরিত্যক্ত পোলতে, পোড়া-কাট, কয়লার গুড়ো, ছেঁড়া মোজা প্রভৃতি সযত্ন-সঞ্চিত

এবং অধুনা সদ্যবিক্ষিপ্ত সম্পত্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে কি বীভৎস দৃশ্য,—মহা-শ্মশানের মডেল।

পণ্ডিত আর পুরোহিত মহাশয়েরা আক্ষেপ করেন,—ইংরাজি লেখাপড়ায় দেশের সর্বনাশ করিল,—সব গেল! আমি তাঁহাদের শান্তির জন্য শপথ করিয়া বলিতে পারি,—তাঁহারা আশ্বস্ত হউন, কিছুই যায় নাই, সব বজায় আছে। শহরের দশবিশ ঘরের কথা ধর্তব্য নহে;—শিক্ষিত সাধারণে সনাতন-অভ্যাস সযত্নে পালন করিয়া থাকেন।

এর মধ্যে ত' আর তিষ্ঠান যায় না। ট্রেন ছাড়িতেও বিশেষ বিলম্ব নাই।

সকলকে লইয়া—সহ বালতির সেই দড়ি, দুর্গা বলিলাম। পথে পা দিয়া প্রাণটা যেন ফিরিয়া পাইলাম।

ইস্টেশনে কর্তা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিলেন "খুব সময়ে এসে গেছেন! দড়িটে দেখছি রয়েই গেল, যাক, আর সময়ও নেই, যার কপালে আছে—এই যে এনেছেন দেখছি। আপনার কি স্মরণশক্তি,—কত কষ্টই দিলুম। আপনারা ছিলেন তাই—"

"নিন,—এখন দেখে-শুনে গাড়িতে বসিয়ে দিন, আমি একবার—" বলিতে বলিতে সরিয়া গিয়া অদূরেই কবি-বন্ধুর সহিত সময়োচিত কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

মিনিট তিনেক পরেই জয়হরি ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"কর্তার জুতো জোড়াটি দালানেই পড়ে আছে—এখন উপায়? আর ত' সময় নেই।"

বন্ধু বলিলেন—"এই ত' বাসা, আমি পাঁচ মিনিট গাড়ি ডিটেন্ করিয়ে রাখবো"—

কর্তাও অস্থিরভাবে আসিয়া উপস্থিত,—"একটা কিছু ফেলে যাওয়া আমার চিরকেলে রোগ,—অমন 'নিসনের' বাড়ির প্যানেলা জোড়াটা রয়ে গেল মশাই;—দু'বচরও পায় দিইনি! দালানে ছেড়ে খেতে বসেছিলুম,—কাজে কর্মে খেয়াল ছিল না, সেইখানেই রয়ে গেল। বেটারা দালানও বানিয়েছে—এমুড়ো ওমুড়ো! তার ভেতর উনি আবার ওই কাহিল শরীর নিয়ে হরদম্ আড়াল করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন,—রথ থাকলেও রয়ে যেতো। যাক—লোকসেনে কপাল। ও হারামজাদা বেটাও সেই যে ইস্টেশনে কামড়ে রইলো—ন'ড়লো কি! যাক, সেই বাপ্ মলে যা খালি পা হয়েছিল মশাই,—আর এই হ'ল।"

বলিলাম—"এমনটা ত' হতে পারে না, আমরা ভুললেও ও জিনিসটি আমাদের ভুলবে না। আপনার পায়ে তবে কি?"

সকলে তাঁর পায়ের দিকে চাহিয়া অবাক।

"তাই ত'! মনটা একদম বসে গিয়েছিল,—এক-ছটাক রক্ত শুকিয়ে দিয়েছে! এতক্ষণ কিছু টের পাইনি মশাই। সাধে কি ঐ চীনে বেটার দোকানের জুতো কিনি,—পায়ে আছে কিনা জানতে দেয় না। উঃ, আপনি না বলে দিলে আজ পথেই পেড়ে ফেলতো।"

কবি-বন্ধু হেসেই খুন।

জয়হরি বলিল—"ও আমার হামেশা হয় মশাই,—ওটা আমাদের পৈতৃক প্রপার্টি। বাবা আমাকে না পেয়ে সারা গাঁ-খানা খুঁজে বেড়িয়েছেন, শেষ থানায় লিখিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে এসে বাড়ী ঢুকতেই,—তাঁর কোল থেকে মা যখন আমাকে কোলে করে নিলেন,—তখন হরির-লুট!"

"তা না ত' আজ জয়হরি বাবুকে ছাড়তে আমার প্রাণ এমন করে! **Things which are equal to**"—বলিয়া কর্তা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল।

বন্ধু বলিলেন—"নিন—সব উঠে পড়ুন।"

আমাকে বলিলেন—"মাঝে মাঝে কষ্ট দেবো কিন্তু! নামটা মনে আছে ত'—নিভৃত নিবাস রায়।"

"বলতে হবেনা বন্ধু, আমিও ওই 'মিলের' মধ্যেই মরে আছি, আমাদের নিভৃত নিবাস ছাড়া চলে না।"

বন্ধুর বদনে এক পোঁচ্ হাসি।

সেকেণ্ড-বেল্ দিতেই গাড়ি ছাড়িল।

"আচ্ছা—আমি যশোডিতে টেলিগ্রাফ্ করে দিচ্ছি—তারা আমাদের ঠিক করে গাড়িতে বসিয়ে দেবে।"

চাকা দশ-পাক না ঘুরিতেই বন্ধু ছুটিয়া গাড়ী পা'দানে উপস্থিত—

—"একটা কথা, 'পরন্তপে'র মিলটা—যশোডিতে যাকে বলবেন—সেই আমাকে টেলিগ্রাফ্ করে দেবে। নমস্কার।"

লাফিয়ে পড়লেন।

আমি মুখ বাড়াইয়াই ছিলাম, একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিলাম—

"মর্টন-চপ্"—চলবে না?"

"বাঃ—Splednid,—চমৎকার! খুব চলবে—খুব চলবে, many thanks—"

চলুক না চলুক—গাড়ি ছুটিয়া চলিল।

৬৯

ট্রেন যশিডি উপস্থিত হইতেই একটি যুবক রেল-কর্মচারী আমাদের অনুসন্ধান করিয়া নামাইয়া লইলেন। মেয়েদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিলেন,—গাড়ি এলেই আমি উপস্থিত হয়ে তুলে দেব, কুলি ডাকবার আবশ্যক নেই। ইত্যাদি।

কলিকাতা-যাত্রী গাড়ি স্টেশনে পৌঁছিলে, তিনি সযত্নে কামরা খালি ও পরিষ্কার করাইয়া—লগেজ্ সহ সকলকে তুলিয়া দিয়া, গার্ডকে বলিয়া কহিয়া গেলেন। দুধ, জল প্রভৃতি আবশ্যক আছে কিনা—বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ কয়েক দোনা পান গাড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

কবি-বন্ধুর সৌজন্যে মুগ্ধ হইলাম,—মনে মনে লজ্জিতও হইলাম,—মনের অগোচর পাপ নাই! দেখছি সাহিত্যের মত বর্ণচোরা জিনিস কমই আছে!

জয়হরির মনের অবস্থা আজ শোচনীয়। এ যেন—সে জয়হরি নয়, উদাসী অনাথ!

একটি বাঙালী ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া গাড়ি হইতে নামিলেন, ট্রাংক্ বেডিং প্রভৃতি নামে না। কুলিরা পুরো এক টাকার কমে হাত লাগাইবে না। এদিকে বৈদ্যনাথের গাড়ি ছাড়িবার বড় বিলম্বও নাই!

বাবুটি কাতর ভাবে বলিলেন—বাবা, তীর্থে চলেছি, কাচ্চা-বাচ্চা সঙ্গে, কেনো কষ্ট দাও! একটা ট্রাংক্ একটা বিছানার বাণ্ডিল আর দু' একটা কুচো জিনিস বই ত' নয়! আমার কাছে খুচরো যা ভাঙ্গানো আছে সব দিচ্ছি, নাবিয়ে নিয়ে দেওঘরের গাড়িতে তুলে দাও। এই দেখ একটাকা সাড়ে ছ' আনা মাত্র আছে। সেখানে পৌঁছেও কুলিদের পাওনা, গাড়িভাড়া প্রভৃতি খরচ আছে,—টাকাটি তাই রইল; এই সাড়ে ছ' আনা নিয়েই খুসী হও বাবা।"

একটা অতি কুদর্শন চেহারার লোক—"আরে ছোড়্কে চলে আও" বলিয়া কুলিদের লইয়া অগ্রসর হইতেই, জয়হরি দ্রুত গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বাবুটির জিনিস পত্র নামাইয়া

আনিল এবং "আর কিছু আছে কি" বলিয়া ট্রাঙ্কটি মাথায় লইয়া বেডিংটা তাহার উপর তুলিয়া দিতে বলিল।

ভদ্রসন্তান দেখিয়া বাবুটি বলিয়া উঠিলেন—"আহা আপনি কেন"—

"ওই বদ্মাইস্ বেটারা যা চাইবে তাই দিতে হবে নাকি! নিন—তুলে দিন, ও-সব ভদ্রতা রাখুন,—আমার কাজই এই—'

—"চট্ চলে আসুন, এ-গাড়ি এখনি ছাড়ছে,—আমার অন্য কাজ আছে।"

—জয়হরি অগ্রসর হইতেই কুলিরা মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"দিন,—আমরাই দিয়ে আসছি, তীর্থ করতে এসেছেন,—দিতে না পারেন, যা ইচ্ছে হয় দেবেন।"

"তবে দিয়ে দিন মশাই"—

জয়হরি সে কথায় কর্ণপাতও করিল না, কেবল বলিল—"জাতটা বাবু হয়ে এদের পায়েও মান-ইজ্জৎ ধরে দিলে!"

কর্তার দিকে চাহিয়া বলিয়া গেল—"এখুনি আসছি!"

"আর কি এমন মানুষ দেখতে পাবো!"—একটি নিঃশ্বাস পড়িল।

আমার দিকে চাহিয়া বিষাদ-ঢাকা হাসির মধ্যে বিজেতার সুরে বলিলেন—"ভেবেছিলেন আমাকে ফেলে যাবেন!"

এই তাঁর শেষ কথা।

দেখা আর হইল না। জয়হরি যখন দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল,—ট্রেন তখন ডিস্টেণ্ট্ সিগ্নেল্ পার হইয়া গেল।

জয়হরি সেই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষ একটা সশব্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"বড় অপরাধ হয়ে গেল!"

"কিছু হয়নি, ভালই হয়েছে। এখানে আর কাজ ছিল কি। ও কাজটা এর চেয়ে ঢের বড় ছিল।"

সে চুপ করিয়া ধীরে ধীরে ইস্টেশনের একপ্রান্তে চলিয়া গেল,—লক্ষ্যহীন, উদাস।

আমারও মনটা কেমন হইয়া গেল। গাড়ি আসিতে বিলম্ব আছে। বন্ধুর সেই কর্মচারী বাবুটির সহিত বাক্যালাপে সময় কাটাইবার জন্য ইস্টেশন-ঘরের দিকেই চলিলাম।

* * * *

ট্রেন পশ্চাৎ ফিরিতেই ইস্টেশনের বাড়্তিবাতিগুলি সযত্নে নিবাইয়া দেওয়া

হইয়াছে। আছ তার বড় আবশ্যকও ছিল না, প্লাটফর্মে জ্যোৎস্নার প্লাবন আসিয়াছে!

হঠাৎ একটা মৃদু সুমিষ্ট গন্ধ পাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে হইল। দেখি—একটি মহিলা, যুবতীই হইবেন বা যৌবনের প্রান্ত-সীমার ইতস্ততঃ অবস্থায় উপস্থিত হইলেও—অধিকার রক্ষায় যত্নবতী। নব-প্রচলিত প্রথায় পরিহিত সহজ সুন্দর বেশ-ভূষা; অর্ধ-বিমুক্ত অবগুণ্ঠন। প্ল্যাটফর্মের অনাবৃত অংশে পদচারণ-পরায়ণা।

সৌষ্ঠব-শোভন শারীরিক গঠন দেখিয়া মনে হইল,—স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য।

আচ্ছাদন (Shade-এর) মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। দেখি একটি বাঙ্গালী—(ভদ্রলোকই হইবেন) দুই গণ্ডে দুই হাত'ঠেকো দিয়া একটি বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া আছেন। এটা অবশ্য আমি দেখিলাম,—কিন্তু তিনি যে কোথায় আছেন তাহা তিনিই জানেন,—বোধকরি ত্রিভুবনের ত্রিসীমায় নয়।

প্রাণটা ত' খারাপ ছিলই, আরো যেন সেই দিকেই এগিয়ে পড়লো। চলিয়া যাইতেছিলাম,—ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। কি জানি কেন মন চাহিল—লোকটির সহিত কথা কহিতে! ল্যাম্পের আলোটা তাঁহার মুখের উপরই পড়িয়াছিল—

"এ কি! দয়াল না?"

চমকিয়া মাথা তুলিলেন,—"হাঁ ভাই,—কিন্তু আমি যে চিনতে পারছি না!"

"তাতে ত' অপরাধ নেই,—বিশ-বচরের ওপর দেখা-সাক্ষাৎ নেই যে"—

"ওঃ—তুমি! আরে এসো এসো ভাই—একবার প্রাণটা জুড়ুই।"

উঠিয়াই বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন—দু' তিন মিনিট।

বোধ হইল—বুকটা তাঁর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল—কয়েকবার।

"আঃ—ছাড়তে আর ইচ্ছা হয় না ভাই! সে-দিন কি আর ফিরে আসে না!"

শেষ কয়টি কথায় ও তাহা যেরূপ হতাশ কাতর কণ্ঠে অন্তর হইতে বাহির আসিল, বুঝিলাম,—গত কয়-বৎসরে দয়াল কত আঘাত কত বেদনাই না পাইয়াছে! তাহার রহস্যোজ্জ্বল বাক্যালাপ কি উপভোগ্যই ছিল! আজ এ কি পরিবর্তন! বর্তমানের উপর মানুষের ভবিষ্যতের নির্ভর কতটুকু!

বলিলাম,—"পলে পলে পরিবর্তনই ত' জীবন, তার ভালো-মন্দের মানে নেই। ও-দু'টোকেই আমাদের ভোগ করবার জিনিস বলে মেনে নিয়ে চলতে হবে,—"উপভোগের বলে যে নিতে পারে তারই জিত্। তা-ছাড়া ত' বাঁচবার পথ পাইনা ভাই—"

—"যাক,—এখানে? চলেছ কোথায়?—'আছ কেমন' জিজ্ঞাসা করিতে যেন সাহস পাচ্ছি না ভাই!"

আমার মুখে একদৃষ্টে চেয়ে একটু সহজ হাসি টেনে বললে—

"দেখছি সেই পুরোনো প্রাণটা নিয়েই সমানে চালিয়ে আসছো,—আজো বেদনা বুঝতে বিলম্ব হয়না ! এতদিনেও পাকলেনা !"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

—"চলেছি কোথায় ?—কোথাও চলিনি ভাই (এদিক ওদিক চাহিয়া) যেখানে চালান।"

"বউদি সঙ্গে আছেন নাকি ! বাঃ বেশ হয়েছে,—কোথায় ?"

"বউদি বটে,—তবে তোমার সে-বৌদি নন ভাই। বিশবছরে অনেক বিষই গিলেছি...!"

প্রাণটা দমিয়া গেল।

"তবে কি"—

"হ্যাঁ ভাই—তাই। বলছি সব। তুমি একটু নজর রেখো।"

"আমি দেখছি"। ট্রাঙ্কটা নজরের সামনেই ছিল।

বলিল—"তুমি বাল্যবন্ধু—এ বলায় আমার শান্তি আছে। আজ দশবছর ভাই আমার এই দুর্দশা। তোমার সে বৌদি—আমার আলোক নিবিয়ে পরলোকগমন করলেন।

—"মাসিকে মনে পড়ে ত' ? তিনি দিনরাত শোনাতে সুরু করলেন,—আমি বৃদ্ধা হয়েছি, পুজো-পাঠ ফেলে তোমার পণ্ডিতির ভাত আর ক'দিনই বা জোগাতে পারবো ! বড়-দেখে একটি বউ ঘরে আন,—দেখে আমি নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজি।

"শেষ তাই ঘটালেন ! অষ্টাদশবর্ষীয়া সুশিক্ষিতা "বেত্রবতী" ঘরে এলেন ! ছাত্রদের পিঠে বেতের চাষ চালিয়েছিলুম,—এখন ফলভোগ করছি। অভিসম্পাৎ যাবে কোথা !

—"বছরখানেক তাঁকে বুঝতে গেল, বাকি যুঝতে যাচ্ছে ! ষাট টাকায় এ সৌভাগ্য সামলানো সম্ভব নয় ! চার-বছরেই 'অমরের' হাতে 'বাস্তু' বাঁধা পড়লো,—মাসি কাশী পালাবার প্রস্তাব করে শয্যা নিলেন। রেলে আর তাঁকে যেতে হলনা,—শূন্য পথেই যাত্রা করলেন।

"তাঁর হাজার সাতেক সঞ্চিত ছিল। সর্বাগ্রে বাড়ী উদ্ধারের শপথ করিয়ে,—আমাকেই তা দিয়ে গেলেন।

—"অমর কিন্তু সে প্রস্তাব কানেই তোলেনা, বলে,—'বন্ধু হয়ে,—না—না,—

লোকে আমায় বলবে কি ! তোমার স্বচ্ছল সময় হলে দিও। এখন বরং আরো কিছু নাও,—ওপরে একখানা ঘর তোলো !”

—“শেষ অনেক করে—প্রায় কেলেঙ্কারী,—কড়া-সুদে দেড়া-দণ্ডে খালাস করেছি ! দেখা হলে কথা কয়না।

—“তার পর বেত্রবতীর কুমার-সম্ভবে, তাঁর আব্দার মত বাড়ীতে সায়েব-ডাক্তার, লেডী ডাক্তার, মিড্‌-ওয়াইফ্‌ মায় নার্সের স্রোতস্বতী বইয়ে দিলে। আজকাল নাকি এটা অত্যাবশ্যক। এই সব উৎকট আড়ম্বরে শেষ যা হয়ে থাকে তাই হ’ল। সেই শোক আর তার ক্রোড়পত্ররূপে আমার একটা কৃত কর্মের তাড়স সামলাইতে,—এই তীর্থযাত্রা বা দেশ ভ্রমণ ; অর্থাৎ সাত হাজারের ব্যালান্সের শ্রাদ্ধ বা সদ্ব্যবহার !

—“ভাবছি ফিরে সামলাব কি করে। আর ত’ তেমন আশাপ্রদ মুমূর্ষু মাসি-পিসি নেই। থাকবার মধ্যে সুহৃদ—অমর। আগে ভাবতুম লাইফইন্‌সিওর করে আর কাশী গিয়ে যে যত সত্বর মরতে পারে তার তত’ বেশী লাভ। এখন ভাবছি—মরতে পারলেই লাভ।

—“ভরসা ছিল extension-এর expectation (আশীর্বাদের আমদানী, দানো পেয়ে দক্ষিণে টানা)। সেদিন ইনস্‌পেক্টর বললেন—“সে আর পাচ্ছনা পণ্ডিত,—সে চেষ্টা কোরনা। অবশ্য তোমার দ্বিতীয় দার-গ্রহণটা একটা বড় কারণ রয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা আর পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষা রাখেনা, সে আপনা আপনি ঘরে ঘরে বেড়ে চলেছে। সুগন্ধী তৈলের আর ছেলেমেয়ের সুছন্দী নামকরণ চিন্তায়—অভিধান, কাব্য, উপন্যাস সবই ওদের ওল্টাতে হয়। তার ওপর মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন —**higher-standard** বাংলার (অভিজাত সাহিত্যের) কাজ করে দেয়। পণ্ডিতের পোস্ট অনাবশ্যক।

“আরো বললেন,—‘সেদিন গৃহস্থ ঘরের সাধারণ পাকপ্রণালী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দিয়ে মেয়েদের কাছে যা পেয়েছি, তাতে দৃঢ় প্রতীতি হয়েছে—এ ভাষার ভবিষ্যৎ আপনি গড়ে উঠছে। কত শতাব্দীর পচা বা প্রচলিত গ্রাম্য কথাগুলিকে এরা এমন মাধুর্য দান করেছে, শুনলে অবাক হতে হয়, রবিবাবুর উর্বশী এখন তাঁর মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে রন্ধনশালে হাঁড়ি ধরতে পারেন ! দু’ একটা মনে আছে—

মোচা—কদলী পুষ্প,

পলতা-বেগুন—বল্লরি-বার্তাকু,

শাক—কিশলয়,

থোড়ের ঘণ্ট—মৃণাল মন্থন, ইত্যাদি।

Splendid (অনির্বচনীয়)—না? পণ্ডিত extension-এর (বাড়তির) আশা ছাড়ো।"

"তথাস্তু।"

শুনিতেছিলাম আর দয়ালের পূর্বকার সহাস প্রকৃতি, রহস্যপ্রিয়তা মনে পড়িয়া প্রাণটা উদাস হইয়া পড়িতেছিল। কাল—ধীরে ধীরে সবই হরণ করিয়াছে, দয়ালের খোলোসটা ফেলিয়া রাখিয়াছে মাত্র। মাঝে মাঝে কথার মধ্যে কেবল তাহাকে পাইতেছিলাম। দেখিতেছি—বাল্যের ও যৌবনের স্মৃতিই মানুষের শেষ বয়সের সম্বল,—তারই নাড়াচাড়ায় সে ক্ষণিক স্বস্তি পায়, অবশ্য—বিষাদ মিশ্রিত। তাই দয়াল ক্ষণ-পূর্বে বলিয়াছিল,—'সে দিন কি আর ফেরেনা'।

বলিলাম,—"কুমার সম্ভবের যে ঘটা বা ঘটনার কথা বললে, সেটা ভাই এ যুগে সমর্থন না করে উপায় নেই। এখন আঁতুড়ে-ছেলেকেও ইন্‌জেক্‌শন (ফোঁড়ামৃত) দিতে হয়, কারণ সাবধানের মার নেই,—এটা infant mortality-র (শিশু সাবাড়ের) যুগ কিনা! তাতে মলেও সয়, ওটা দেওয়া থাকলে প্রসূতিরও দশের কাছে কথা কবার মুখ থাকে—"আর আমার দুঃক্ষু নেই,—করতে ত' কিছু বাকি রাখা হয়নি" ইত্যাদি তখন চলতে পারে।—

—"তাই বলছি, ও কাজটা সমর্থন করি, নচেৎ একটা কিছু ঘটলে (যদিও এ ক্ষেত্রে ঘটা রোকেনি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোকেও না)—ভদ্র সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে থাকতে ভাই। ছেলপুলে ত' যায়ই ;—ঘটার ত' কসুর করিনি। নিজেরা ত' বেঁচে গেছো।—"

—"যাক, এত বড় শোকটা সামলাতে বউদিকে একটু বেড়িয়ে আনাই উচিত—"

—"তোমার ক্রোড়পত্রে'র কথাটা বুঝলুমনা কিন্তু"—

দয়াল বললে,—"দেখা যখন পেয়েছি—যতটা পারি খোলসা হই। শোনবার মতো বটে,—শোনো—"

—"ডাক্তার প্রভৃতির চার-দু'গুণে আট হাত এড়িয়ে নিজে বেঁচে উঠলেন। ব্রাণ্ডি, বোভরিল্, প্যানোপেপ্‌টনে পণ্ডিতের ভিটেও ভরে উঠলো। ভাবলুম—শোকটা এখন তাজা, এই সময় 'গীতাটা' চট্ ধরতে পারে। অতগুলি জড়োয়া-জিনিসের হাত থেকে বেঁচেছেন—পুনর্জন্মা ত' বটে।—

—"জানই ত' গীতাই আমাদের দুঃসময়ের সেরা টনিক।

তার ত্যাগ-মাহাত্ম্যটা বেশ করে ব্যাখ্যা করে শেষ বললুম—"এখন দেখছি ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়ে কি ঠকানই ঠকিয়েছেন। পশুপক্ষীর সে-বালাই নেই,—তারা আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু চায়না। আমাদের ঝোঁক অতিরিক্তের দিকে, তাই অশান্তিও অতিরিক্ত।—ভগবান সব দিয়ে-থুয়ে শেষ বললেন কিনা--ত্যাগেই সুখ। কি বিভ্রাট। চোখ দিয়েছেন—দেখতে। আমরা তাই করে আসছি, আবার অতিরিক্ত ভাবে করবার চেষ্টাও পাচ্ছি, তাই চশমা চাই, অবশ্য—সোনার।—

—"মালিকের কিন্তু মতলব দেখছি,—ও-করায় বাহাদুরি নেই, ও-সব বন্ধ করাতেই বাহাদুরি! তবে দেওয়া কেনো প্রভু! তার উত্তর—বুদ্ধি দিয়েছি যে!

—"শ্রীভগবানের বাক্য শুনতেই হয়। তাই মনুষ্য-জন্মে ত্যাগের চেয়ে বড় কিছু কিছুই নেই ; সেইটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ করণীয় ; ইত্যাদি।

—"একটা ফতুরি-ফরমাজ ছিল,—নবনী-হারের আর বিজয়-বসন্ত চুড়ির। এই মানসিক বৈরাগ্যের সুযোগে সেই ফ্যাসাদটা ফিকে করে দেওয়াই আমার মতলব ছিল।

—"কাহিল শরীর, মাথা ঘুরছিল। **Tinned butter** (মাখন) দিয়ে নাইস্-বিস্কুট খেতে উঠে গেলেন। এটা লেডি ডাক্তারের পাঁতি (**Prescription**)।"

বলিলাম—"ওরূপ কাহিল অবস্থায় ওটা দরকার বই কি।"

—"হ্যাঁ—খুব। সে দিন সেই শ্রীমতী লেডিকে ডাকতে গিয়ে দেখি,—ব্লাউস গায়ে গামচা পরে মোড়ায় বসে—মুড়িগুড় খাচ্ছেন। বললেন—সত্বর সঙ্গে সঙ্গে শক্তি দিতে গুড়ের মত ওস্তাদ আর নেই। বেশী খাটুনির পর তাই খাই।"

—"যাক। গ্রহ কিন্তু গলায় গলায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যা হয় হয়, গীতার ভরসায় স্যাকরাকে নূতন প্যাটার্নের পত্তনটা পোস্টপোন্ করতে (থামা দিতে) বলে ফিরছি,—নিতি মালানী জোর করে একরাশ দো-রসা চিংড়ি গামছায় ঢেলে দিলে। বললে—"ঠাকুর আমি গরীব বেওয়া, ছেলের সাধ বড় ছিল, তা এবার ত' সে আশা ঘুচেই গেছে। ভেবেছিলুম আপনার কাছে পড়িয়ে মানুষ করে নেবো। দশজনের তা সইল না। হরি আছেন, তাঁর ইচ্ছে হলে কি না হয়। আশীর্বাদ করুন,--এর আর পয়সা দিতে হবেনা, আসছে বারে মনে রাখবেন।"

"দো-রসা মাছ শাক দিয়ে ভালোবাসেন,—এ সৌভাগ্যটুকু আজো আছে ভাই।

"এই কথা ভাবতে ভাবতে মোড় ফিরতেই শম্ভু পাল যেন মুকিয়েছিল। গামছায় মাছ দেখে বললে—"বেশ হয়েছে—তোফা হবে ; আমারও কষ্ট সার্থক। দাঁড়ান—দু'ঝাড় ডেঙো নিয়ে যান।"

"শম্ভু যা হাজির করলে, দেখে বললুম, একি ঝড়ে পড়ে গিয়েছিলো বাবা চেলিয়ে দিলে ভালো হত শম্ভু। ডেঙো ত' বটে!"

"আজ্ঞে দেখবেন খেয়ে, একেবারে গুড়—গুড়! পুষার বীজ।"

"তাহ'লে ও আর নষ্ট কোরনা বাবা। শিউলি ডেকে ওর গলায় ভাঁজ বাঁধিয়ে দাও—খেজুর রস দেবে।"

শুনে আমার প্রাণটা hear—hear করে উঠলো। এ সেই আগেকার দয়াল।

—"শম্ভু খুব খুসী হল।"

—"খাড়াভাবে দু'ধার দু'বগলে চেপে দু'ঝাড় নিয়ে বাড়ী ঢুকতেই,—"বাবা গো" বলে ছুটে গিয়ে ঘরে খিল দিলেন।

"ব্যাপার কি! আমি গো আমি। ভয় পেলে নাকি?"

দোর খুলে বললেন—"ভর সন্ধ্যাবেলা, আমি বলি ডাকিনিতে গাছ চেলে আন্‌ছে! উঃ, এখনো বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।"

আমি ত' থ! তারপর সে ঝোঁক সামলে বললেন—

"সোনার জিনিসের বেলাই বুঝি তোমার যতো ত্যাগের উপদেশ বেরয়, আর অতিরিক্তের ভয় আসে! আর এই বুলবুলির বাসা সমেৎ ডেঙোর দণ্ডকারণ্য গিলতে হবে! এ ব্যবস্থা গীতার না চিতার!"

"মুখ বেঁকিয়ে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ!"

"দুঃসময়টা দ্যাখো,—বুলবুলির বাসাটা কি ওরই চোখে পড়তে হয়!—"

—"নিতি মালানীই ত' তার আসছে বারের ছেলে পড়াবার দাদন দিয়ে—এই বিপদটা ঘটালে,—হারামজাদি! আবার শোম্ভো বেটার বদমাইসিটা দ্যাখো—পাজি পালের বাচ্ছা পুষার বীজ বুনে সুঁদরি বার করেছে। সন্ধ্যেবেলা তাই কিনা ব্রাহ্মণকে দিয়ে বওয়ালে,—সহ বুলবুলির বাসা! আবার প্রসিকিউটার কবি হেমবাবু কিনা—"হা শম্ভো আর যো শম্ভো" করে ছোটলোককে বাড়িয়ে গেলেন! নিশ্চয়ই বেটার মকদ্দমায় বিলক্ষণ কিছু মেরেছিলেন।—

"এখন সামলাক দয়াল পণ্ডিত! বিবেচনাটা দেখলে ভাই!"

দয়ালকে নিজের element-এ (ধাতে) ফিরে পেয়ে হেসে বাঁচলুম। তবে সে হাসি পূর্বের আনন্দ দিলেনা!

—"যাক, তারপর থেকে সন্ধ্যে হলেই তাঁর গা ছম্ ছম্ করে,—গাছচালা ডাকিনি দেখেন, ও-বাড়ীতে থাকতে চাননা। গ্রামের সকলে বললে "—করছো কি—গয়াটা করে

এসো পণ্ডিত। মাসি তোমাকে বড় ভালোবাসতেন, বোধ হয়”—ইত্যাদি। ডাক্তারেরা রায় দিলেন,—“কিছুদিন দেশ-বিদেশে নব নব দৃশ্য দেখে, এ কুদৃশ্যটা মাথা থেকে মুছে আনা দরকার।”—

“সেই ক্রোড়-পত্রের এই ঘোড়দৌড় ভাই। কেমন, শোনবার মতো নয়।”

বলিলাম,—“খুব,—তখন হ'লে এতক্ষণ এন্‌কোর (ফিরে ভাই) বলতুম।—

—“আচ্ছা, তা হলে এখন গয়ায় চলেছ। Via বৈদ্যনাথ নাকি?”

“মাসির টাকা থাকতে থাকতে তাঁর কাজটা সারবারই ত' সংকল্প ছিল;—সে হবার নয় ভাই। তীর্থ নির্বাচন ওঁর প্রোগ্রাম মতো হওয়াই নাকি বাঞ্ছনীয়—ইতি লেডি ডাক্তার শ্রীমতী শুক্তি দেবীর উক্তি। এবং হয়েছেও তাই। শুণু—

—“পেঁড়ো সেরে বৈদ্যনাথে ভগ্নী সন্দর্শন সমাপ্ত, এখন ক্রমোচ্চ পুণ্য পথে—তাজমহল, কুতব মিনার, আলি-মসজিদ ও পিণ্ডদাদন-খাঁ, এই চারি-ধাম সারবার সংকল্প। চয়নিকার সেরা সংস্করণ না! পিণ্ডদাদন খাঁ-টা বোধহয় আমার ওপর প্রবল প্রীতি বশতই বাচাই হয়েছে;—অন্ততঃ “দাদন” দিয়ে আসতে পারেন। আশার কথা নয়!”

গাড়ি এসে গেল। দয়ালের কুলিও এসে তাড়া দিলে—“চলিয়ে”।

দয়াল চমকে উঠলো—“ইস্, তাঁকে একবার দেখি। তুমি ভাই এইগুলো গাড়িতে তোলাও।”

“ও হচ্ছে—তুমি যাও, তুমি যাও।”

দয়াল ছুটিল।

জয়হরি আসিয়া গিয়াছিল—কোন কষ্টই হইল না।

জয়হরি দ্রুত নামিয়া পড়িল—দিদি উঠলেন কি না দেখে আসি।”

কে দিদি!

আসছি।

অবাক বসিয়া দয়ালের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। সেকেণ্ড-বেল হইতেই—দু'জনে আসিয়া উঠিল। বৌদি মেয়ে গাড়িতে।

গাড়ি ছাড়িল।

গাড়ি গতিশীল। সে কতলোকের কত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-চিন্তা, হাসি-কান্না বহন করিয়া চলিল।

বলিলাম—"হ্যাঁ—এক্সটেন্‌শনের (আশীর্বাদীর) যখন আর আশা নেই,—একটা কিছু ত' করতে হবে দয়াল। বসে থাকলে ত' চলবেনা ভাই।"

"রামঃ—বসে থাকতে দেবে কে। এক ভরসা—পিণ্ডদাদনের প্রভাব। ফিরতে হবে কি ?"

সহসা চেরা-আওরাজ—"ধূমাবতী কবচ ?"

চমকে চেয়ে দেখি—গাড়ির পা-দানে পাক্‌তেড়ে এক সাধুমূর্তি। গলে—রুদ্রাক্ষের মালায় ছোট একটি সিঁদুর মাখানো রূপোর ত্রিশূল ঝুলছে। ভালে—হোম-ভস্ম। পরিধানে গৈরিক। চক্ষু রক্তবর্ণ।

"অবধান" বলিয়া সুরু করিলেন,—"দেশের দারুণ দুর্দশা আসছে জেনে মন্ত্রসিদ্ধ আগমবাগীশ এই অমূল্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। লোকহিতার্থে মাত্র পাঁচসিকে নিয়ে বিতরণ করা হয়। তাঁর আদেশ—যতদিন না এই সজীব বর্ম বাংলার ঘরে ঘরে প্রত্যেকের কাছে পেঁছে দিতে পারে, ততদিন আমাদের ছুটি নেই। যার যা কষ্ট এই কবচ তা কর্তন করে। অভীষ্টলাভান্তে সামর্থ মত মায়ের পূজা পাঠিয়ে দিতে হয়। এই কাগজে ঠিকানা প্রভৃতি সব পাবেন। এর গুণ ইতিমধ্যেই অনেকের পরীক্ষিত। সকল ট্রেনেই এমন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করি, যাঁরা অযাচিত ভাবে কবচের গুণ সমর্থন করেন,—আমাকে কিছু বলতে হয়না। এ দেশের দৈব ছাড়া পথ নেই জানবেন। জয় মা ধূমাবতী, সকলকে সুমতি দাও, দেশ রক্ষা হোক মা।"

চোখ উলটে শূন্যে নমস্কার।

গাড়িখানা বড় ছিল—বোগি। এক কোণ থেকে এক কোণে হীরের মাকড়ি পরা একটী মাড়োয়ারী—হাত জোড় করে বললেন,—"মহারাজ, আমি আপনেকো ঢুঁড়তে ছিলুম। যো তাবিজঠো দিয়েছেলেন সে বহুৎ নফা দিয়েছে। সাড়ে চারটাকায় মকাই খরেছিলুম,—পউনে সাত দিয়েছে। মায়ের কিরপা। আউর দু'ঠো দিজিয়ে।"

আড়াই টাকা দিয়ে দু'টি কবচ নিলেন। মায়ের পূজার জন্যেও পাঁচ টাকা দিলেন।

আরো দু'তিন জন নিলেন। বললেন—তাঁদের অণ্ডালের ভগবতী বাবুর বার বছরের হাপুরে-হাঁপানি,—'হিমরড্' হার মেনেছিল,—এই কবচ ব্যবহারে তা একদম সেরে গেছে। আশ্চর্য মহিমা মশাই!

একটি হ্যাট্-কোট-প্যাণ্ট্ পরা প্রৌঢ় চশমাধারী বাবু, গ্ল্যাডস্টোন্ ব্যাগ থেকে টাকা বার করে বললেন—"আমাকেও দু'টো দিন।"

আমরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাই করছিলুম। আমি আর থাকতে পারলুমনা, বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করলুম—"মশাই—আপনি শিক্ষিত লোক দেখছি, আপনার এরূপ বিশ্বাস জন্মাবার নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ আছে?"

"আছে বইকি মশাই। তা না ত'—আমি একজন উকিল মানুষ, যাদের প্রিন্‌সিপল্ প্রায় পুলিসের কতই গুরুকে মিথ্যেবাদী ঠাওরানো, আর কাজ,... অন্যের মাথা মুড়ুনো, সেই আমিই মাথা মুড়ুচ্ছি!—রোগ, দুঃসময়, এসব ত' দেখাই ছিল কিন্তু কুচ্‌কুচে কালো মেয়ে—ফুটফুটে গৌরাঙ্গী হয়, এই অভাবনীয় ব্যাপার—তাও চক্ষে দেখলুম! আবার ভোলা-গাঁয়ের গোটাসাতেক রাবিস্ ফেঁসো-ছেলে, তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল্ করে যাত্রার দল ফেঁদেছিল; এই কবচ ধারণ করে এ বচর সাতটাকে সাতটাই,—শ্রীমন্তের পালা যাদের পুঁজি,—ফার্স্ট ডিভিসনে পাস্! অসম্ভব—সম্ভব করে দিয়েছে মশাই! এ অঞ্চলে এমন রেজাল্ট কস্মিন্‌কালে হয়নি। সেই ভোলা-গাঁর নাম পর্যন্ত বদলে এখন "পাস্-গাঁ" দাঁড়িয়ে গেছে। সন্দেহ আর করি কি করে! আমারো দু'টো হাবাতে ছেলে ঐ ইস্কুলে পড়ে, —ম্যাট্রিক দেবে। **Prevention is better**—(আগুসারটাই ভালো),—নয় কি! কি করি—প্যায়দায় নেওয়াচ্ছে মশাই! দু'টো ছেলেকে আর এক বছর পড়াতে —মাইনে আর পরীক্ষার ফি দিতে ফতুর না হয়ে—আড়াই টাকায় নিশ্চিন্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?"

বলতেই হল—"হাজার বার।" কিন্তু হতভম্ব মেরে গেলুম। দৈব-শক্তিতে সবই সম্ভব—তা মানি। আগমবাগীশ ত' বহুকাল নিগম নিয়েছেন, দেশের অবস্থাও ত' অকস্মাৎ এমন হয়নি। এ দুর্লভ মাণিক এতকাল কোন স্ফটিকস্তম্ভে গা-ঢাকা ছিলেন! কালো—গৌর হয়! এ যে "যাবার বেলা পেছু ডাকে!" আচ্ছা—এই সুযোগে দেশটা **colour-bar** (বদ-রং) ঘুচিয়ে রংয়ে রং মিশিয়ে নিকনা!

এমন মিঠে জিনিসটে উপভোগ করতে দিলেনা। দয়াল উস্‌খুস্ করছে। ইতিমধ্যে

জয়হরিও তিন টান পেয়েছি বলে—"এই বেলা নিয়ে ফেলুন এক-মুঠো, এক্ষুনি ফুরিয়ে যাবে।"

শেষ দাঁড়িয়ে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কয়টা চাই ?"

কানে কানে বলিল—"মা'র দাঁতের জন্যে একটা,—আপনার জন্যে একটা, আর"—

"আর তোমার মাথার জন্য একটা, বুদ্ধির জন্য দু'টো, ঘুমের আর নাক-ডাকার জন্যে ··"

"না—শুনুননা ও'রা চলে গেলেন—ও'দেরও ত' চাই। দু'জনেরই ভূতের ভয়; আবার কর্তা বলছিলেন—পাগল হতেও দেরি নেই।"

"তোমার সঙ্গে থাকলে—আমারও ত' বড় দেরি নেই!"

"কিন্তু বারটা নেওয়া চাই-ই।—লোকটির চোখ দেখেছেন,—আসোল! ও আমি চিনি।"

দেখি দয়াল দু'টো নিয়ে ফেললে।

দেখে জয়হরি হাঁপাচ্ছে—"গেলো ফুরিয়ে!"

কি জানি—শেষ ঠোকতে না হয়। তিনটে নিতেই হ'ল। একটি জয়হরির দুর্ঘটনাদি অপঘাত নিবারণার্থে।

এক পয়সা রাখতে পারিনি, সুতরাং ব্রাহ্মণীর শুভ স্বর্গ কামনায় দ্বিতীয়টি। আর তৃতীয়টি নিজের কাশীপ্রাপ্তির লোভে।

"তিনটিতে কি হবে মশাই!"

বলিলাম,—"ঠিকানাটি সযত্নে রেখে দিও, পরে আনালেই হবে।"

"তখন যদি—"

"যথেষ্ট—যথেষ্ট। যখন গোটা-ভারতের দুর্ভাবনা ওর ভেতর রয়েছে,—বৃহৎ কারখানা বসে গিয়ে থাকবে। আশা করি ভারত-ভূমে দুইটি মাত্র স্বদেশী কারখানা বিরাজ করবে, কালিমাটী আর কবচবাটী। ন চ দৈবাৎ পরং বলম্; হিঁদুর দেশে ও বস্তুটির মার নেই। দেখবে—দৈবের কাছে সকলেই মাথা নোয়াবে,—অন্ততঃ গোপনে। এবং সেইদিন—ভারতের শক্তি সকল মিঞা বুঝবেন। মা একবার ঝেড়ে কুলোর বাতাস দিলেই সাফ।"

গাড়ি ঝাঁঝায় থামতেই,—সমর্থক বক্তারা নেবে গেলেন। সাধুও নাবলেন।

দয়াল ভায়া হঠাৎ কোট আর জুতো খুলে রেখে, মাথায় চাদরখানা জড়িয়ে নেবে পড়লো।

"কোথায় ?"

"আগের ইস্টেশনে ফিরে আসবো।"

বোধহয় বউদির খবর নিতে।

জয়হরি তাকে বললে—"দিদি হঠাৎ সাধু দেখলে আঁৎকে উঠতে পারেন ;—ভয়ঙ্কর তেজপুঞ্জ। তাঁকে জানিয়ে দেবেন।—আমি যাবো ?"

"না—না, সে ভয় নেই।"

মেয়ে-গাড়ি পার হইয়া দয়াল চলিয়া গেল। কেন গেল, কোন্ গাড়িতে উঠিল,—রাত্রে বুঝিতে পারিলাম না। পূর্বে তার রঙ্গাভিনয় অনেক দেখিয়াছি,—তাই নাকি ? না—এখানে আর এই মানসিক অবস্থায় তাহা ত' সম্ভবই নয়।

জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—"খুব মিলে গেছে মশাই।"

মাত্র "হুঁ" বলিয়া নীরব রহিলাম।

দিদি যে কে তাহা আঁচিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু কখন কি করিয়া এর সঙ্গে পরিচয় হইল !

এই কথা ভাবিতেছি,—গাড়ি থামিল,—দয়ালও ফিরিয়া আসিল।

আমার প্রশ্ন-দৃষ্টির মর্ম বুঝিয়া বলিল,—দেখলুম—আমাদের গাড়ির সেই দলটি আবার এই ট্রেনেরই একখানি আকণ্ঠ বোজাই থার্ড-ক্লাসে গিয়ে উঠলেন। তাই—কারণ জানতে অনুসরণ। কিছু পরেই—সাধুজিরও আবির্ভাব। পরে—সেই বুলি, সেই সমর্থন ! আগন্তুকরা আবার দু'চারটে করে কবচ নিলেন,—প্রভাবের সাক্ষাৎ-দ্রষ্টারূপে সাফাই গাইলেন।—ইত্যাদি···

বলা শেষ করে দয়াল আমার দিকে চাইলে।

বলিলাম,—"তুমি কি ভাবছ জানিনা,—তা তুমি যাই বলো,—দৈবশক্তিতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

জয়হরি আমার নির্বুদ্ধিতায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, বলিল,—"তবে মশাই!—হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন ! শুনলেন ত'···"

দয়াল বলিল,—"বেশ-ত' আমার এ-দু'টো তুমিই নাও।"

জয়হরি বলিল,—"না,—তা বলছিনা, তা কি হয়"—

গাড়ি কিউলে থামিল।

বলিলাম,—"এইখানেই আমাদের নাবতে হ'ল ভাই।"

আমার দিকে চাহিয়া দয়ালের চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তোমার ঠিকানাটা দাও,—এ কয় ঘণ্টা যৌবন ফিরে পেয়েছিলুম * * * আর একবার দেখা দিও ভাই।"

তার দৃষ্টি কি কাতর! সেই সঙ্গে তার মর্মটা যেন বেরিয়ে আসছিল!

বলিল,—"আমিও নাবি,—ও'কে একবার দেখি।—তোমার সঙ্গে আর পরিচয় করালুমনা ভাই,—ইচ্ছে করেই।"

কথাটা বলিতে তাহার বুকে যেন বাজিল!

বলিলাম,—"এখন থাক—ফিরে এসো। ফিরে দেখা করবো।"

আলিঙ্গন করে—চলে গেল,—ব্যথার বোঝাটা আমার বুকে রেখে!

দেখি—জয়হরি মেয়ে-গাড়ির সামনে নমস্কার সারছে!

এখনও আমাদের গাড়ির দেরি ঢের।

৭১

শীতের রাতের প্রথম যাত্রা-দিনের দেখা—প্ল্যাট্‌ফর্মের সেই অদ্বিতীয় সিংহাসন,—বেঞ্চিখানি দখল করিবার আশায় দ্রুত চলিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময় রোকেনা! সেই "ধেমোশালিক" বেঞ্চের উপর স্থাবর সম্পত্তির মত বিরাজ করিতেছেন! —কোম্পানীর **constant quantity**—মৌরুসী-মাল নাকি!

সেই পরিচিত বাজখাঁই আওয়াজ আসিল,—"চমকাবেন না,—সেই বটে!—আপনার সেই সজীব গ্রহটি কোথায়! হত্যের-মাল হারিয়ে এলেন না কি! কিছু হলনা বুঝি! —দাঁড়িয়ে নাক ডাকে—ও যে শিবের অসাধ্য! আহা—জোয়ানছোকরা ছিল। বেহারে থাকতে এসেছিল বুঝি,—যাক বেঁচে গেছে!"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া—"আপনি প্রাচীন লোক দেখছি,—যাবার সময় কবচ-টবচ নেননি বুঝি!—নিতে হয়।"

ভাবিলাম,—প্রবীণ লোক, গতবারের পরিচয়েই বুঝিয়াছি—অভিজ্ঞও কম নন। এ'র মতামতে মূল্য আছে। বলিলাম—

"আপনি ত' এই অঞ্চলেই থাকেন"—

"আর কোন চুলো রাখতে দিয়েছে কি। বলেছিতো—ভিটে না ঘোচালে কি "দামি-শ্যাল" হওয়া যায়—না "দামি-শ্যালের" দলিল (Domiciled certificate) মেলে !"

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন—এই যে গাড়িতে কবচ"—

"জানি বই কি,—শুধু গাড়িতে নয়—বাড়িতেও। নিয়েছেন নাকি,—ক'টা ?

উঁহুঃ,—ও দু' একটার কাজ নয়,—একেবারে ডজন খানেক নিয়ে রাখুন, লাগালেই ফতে। যে জাতের ধর্ম'ই বল, তাদের ওইতো সম্বল। ভারি ওস্তাদ মশাই—ভারি ওস্তাদ ; ধর্মে বিশ্বাস রাখেন ত' ?"—

—আস্তিনটা বগল পর্যন্ত টেনে,—"এই দেখুননা—একুশটোয় পেঁছে দিচ্ছি, হাতে যেন গণ্ডমালা গজিয়েছে। এখন ওঁদের ধর্ম ওঁদের কাছে। আমার ভাববার দরকার কি।'—

—"এখানে থাকতে হলে যে চাই মশাই। সব এক কিনা, ভারি দরকার,—এটা যে আমাদের তথাগতের "বিহার"—অহিংসার নার্সারি, ভাই ভাইয়ের দেশ।—চাকরিতে না ঝুঁকলেই—সব রামের ভাই, ঝুঁকেছেন কি—আলমগীরের। তোফা থাকা গেছে মশাই !"

—একটু নীরব থাকিয়া—

"হুঃ,—বাংলা আমাদের বেঁচে থাক,—যত হাঘরে আতুর অনাথের অতিথশালা,—গৌরীসেনের ঢালা-বরাদ্দ—ভ্যাগাবণ্ডের ভগীরথ।—

—"বাঙালীদের "ইনটেলিজেণ্ট" বলে সুনাম আছে কিনা,—ছেলেরা চট্ অবস্থা বুঝে নিয়ে এগিয়ে পড়েছে—গোঁফ ফেলে সব ভাগ্যহীন দাঁড়িয়ে গেছে। এইবার সিঁদকাটি গড়াক। কি বলেন, তয়েরি অন্ন আপ্‌সে এসে যাবে।—শ্রীঘর বলেনা ?"

একটা তিক্ত হাসি হেসে বললেন—"নিয়ে ফেলুন—নিয়ে ফেলুন এক মুঠো। আশায় খাসা থাকা যায়—মন্দ কি !"

আমি অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিলুম,—সেই পূর্বের পরিতপ্ত সুর। লোকটি বহু আশায় দেশের ভিটে খুইয়ে "ডোমিসাইল্ড্" হয়েছিলেন, শেষ ঠেকে ঠেকে হতাশ হ'তে হয়েছে। সব কথার মাঝেই তার জ্বালা প্রবল হয়ে দাঁড়ায়—ফুটে বেরয়।

জয়হরি উপস্থিত হতেই—

"এই যে,—আছেন ! ফিরেছেন দেখছি ! বাবার কৃপা।"

আমার দিকে ফিরে—"আগে ওঁকে একটা চাঁড়িয়ে দিন,—আমার ত' দেখলেন,—

অধিকন্তু ন দোষায়। কি জানি মশাই—কিসে কি হয়। ওর লাভ কি জানেন,—আশা। তাই নিয়েই ত' জীবনটা কাটালুম মশাই।—

—"আচ্ছা—আপনি বসুন, আমার গাড়ি এসে গেল। নমস্কার—"

চলে গেল।

জয়হরিকে চালানী দধির-কলসী-কুঞ্জের দিকে ঝুঁকিতে নিষেধ করিয়া, বেঞ্চির উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—

বিদ্রোহী-ভাগ্য লোকটিকে একেবারে দুঃখবাদী দাঁড় করিয়ে দেছে। ও'র ধারণাগুলা—অনেক দুঃস্থেরই প্রাণের কথা বটে!

আশার একটা আরামও আছে—সেটা সকলেরই সম্বল।—

* * * *

জয়হরি চার-কাপ্ চায়ের অর্ডার দিয়া প্ল্যাটফর্মে ঘুরিয়া প্রসাদী-পেঁড়ার ভার কমাইতেছিল। ডাক পড়ায় হাজির হইল।

"চার কাপ্ কি হবে?"

"এই দেখুন না,—সেই বেলা ১২টা থেকে খাড়া অনাহার চলেছে,—আবার কাল বারটা!"

এই বলিয়া দু'কাপ শেষ করিয়া ফেলিল। আমি এক-কাপ খাইয়া দ্বিতীয়টি তাহার দিকে ঠেলিয়া দিলাম।

"এই সময় ধীরে সুস্থিরে কিছু খাবার কিনে রাখাই বুদ্ধির কাজ মশাই। রাস্তার-রাত ফুরুতে জানে না, কাটাতে হবে ত'। যে ভীড় দেখছি বেটারা হাঁ করে আছে, খণ্ডে খালি করে ফেলবে।"

"বেশ,—বুদ্ধির কাজটা করেই ফেল, যা দরকার হয় লও; আমি ও-সব খাবনা।"

"অমন ভুলটি করবেননা,—ভোরে আবার জাহাজে ওঠা আছে—চড়াই ওতরাই অনেক করতে হবে—

"ওরে,—এই দুধওলা, ভালো হায়?"

"খুব ভালো আসে বাবু?"

"মশাই, খুব বলকারক জিনিস, এর ভেতরই মুঙ্গেরের ঘি'র বীজ রয়েছে।—কেত্তা হয়?"

"সের ভর্‌সে উপর হোগা।"

"ঐ সের ভরই হ'ল—দে।"

কিন্তু দেবে কিসে! পাত্রাভাব। এদিক ওদিক চাহিয়া শেষ আমাকে হাঁ করিতে বলিল!—"তারপর আমি ত' রয়েছি মশাই।"

"তুমিই খাও;—এই ক'ঘণ্টা যেন প্রাণটা থাকে।"

"কিছু ভাববেন না,—পেটে পড়লেই সারসাপেরিলা!"

"দে" বলিয়া সেই-যে হাঁ করিল, একেবারে নিঃশেষ করিয়া নিবৃত্তি।

"খেলেননা—বেশ গরম ছিল মশাই।"

আমি আর কথা কহিলাম না,—মনে মনে ভগবানকে জানাইলাম—"এই ক'ঘণ্টা যেন বাঁচে প্রভু!"

গাড়ি আসিয়া গিয়াছিল—উঠিয়া বসিলাম। ছাড়িবার পূর্বে সে-ও আসিয়া ঢুকিল।

"বেশ কিছু নিলুম না মশাই। এই সের দেড়েক পুরি আর কুমড়োর ঘণ্ট। এমন বড়িয়া বানায়—খোসা, বিচি, বোঁটা, কিছু ফেলেনা কিনা—খাঁটি মাল। বাড়ীতে অমনটি জোটেনা।—মিষ্টি সঙ্গেই আছে।

—"নিন, সেরে রাখাই ভালো,—রাস্তায় জল পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! আবার রেলে কত রকম দুর্ঘটনা থাকতে পারে,—লোকসান না হয়।"

দুর্ঘটনার কথা ত' আমিই ভাবছিরে ইস্টুপিড্! বলিলাম—

"বেশ—খেয়ে নাও। এখন পারবে?"

"দুধ তরল জিনিস—ঠেল পেলেই সরে পড়ে যে। দেখুন—রেলে আর মাছ ধরতে গেলে খিদে বাড়ে, এ আমার দেখা আছে মশাই।"

যা ইচ্ছা করুক।—করিলও।

চক্ষু বুজিয়া তাহার নাসিকাধ্বনি শুনিতে শুনিতে চলিলাম।

* * * *

প্রায় তৃতীয় প্রহর রাত্রে সাহেবগঞ্জে নামিতে হইল। সে-গাড়ি চলিয়া গেল।

এখন অনেকক্ষণ স্থিতি! জয়হরিকে কম্বল বিছাইতে বলিয়া সিগারেট ধরাইলাম!

ভাগ্যে সে আরাম লেখে নাই। সঙ্গে প্রবল গ্রহ ত' কায়েম আছেনই,—তদুপরি ঝড়ের বেগে এক উপগ্রহ উপস্থিত! বলিলেন—

—"এই মাত্তোর মশায়—মশাই এই মাত্তোর! চামড়ার নতুন একটা ব্যাগ হাতে,—যেতে দেখেছেন কি? দয়া করে বলুন মশাই"—

"না ভাই, আমরাও এইমাত্র গাড়ি থেকে নামলুম।"

বিরক্তির সহিত—"সে-ত' আমিও মশাই,—এখানে আর নৌকো থেকে নেবেছে কে!" বলিয়াই ছুটিলেন।

অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটু হাসি আসিল,—আফোটাই রহিল। সিগারেটটা আত্মহত্যা করিতে লাগিল।

জয়হরি বলিল—"আমাদের সেই কবিরাজ মশাই না? এখন আর ওখানে থাকেন না।"

"ও—গলাটা তাঁরই মত বটে। ইস্টেশনের সব ধর্মভীরু লোক, গাড়ি পেছু ফিরতে তর সয়না—আলো নিবিয়ে দেয়"—

তখনি দ্রুত প্রত্যাবর্তন,—"এর মধ্যে কোথায় আর যেতে পারে,—পাখী ত' নয়! ইস্টেশনের কেউ একটা কথা কয়না—সব বেটা, উঃ"—

"কি হয়েছে মশাই—ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার শোনাবার সময় নেই মশাই,—সর্বনাশ হয়েছে"—

"এই—কে শুয়ে" বলিয়া,—অনতি দূরেই একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল,—তাহার গাত্রবস্ত্র টানিয়া খুলিয়া ফেলিতেই, ঢাকা-হাঁড়ির সরা-খোলা কেউটের মত গর্জিয়া সে লোকটি একদম খাড়া!—"বেটা চোর, গায়ের কাপড় চুরির চেষ্টা", বলিয়াই তাঁর হস্ত ধারণ।

"ছাড়ুন মশাই—সর্বনাশ হয়েছে"—

"আমার গায়ের কাপড়ে সর্বনাশ ঢাকবে! পুলিশ—পুলিশ"—

বলিলাম,—"ও'র বিশেষ কিছু হয়ে থাকবে—ছুটো-ছুটি করে বেড়াচ্ছেন, মাথার ঠিক নেই"—

"কি বলছেন মশাই!—দুনিয়ায় ক'জনের মাথার ঠিক আছে—খবর রাখেন! যিনিই মাথা নিয়ে জন্মেছেন তাঁরই ওই দশা,—আমারি কি আছে! গর্ভ থেকে একেবারে কন্ধকাটা হয়ে না পড়তে পারলে আর ও-রোগের হাত এড়ানো যায়না মশাই!—

—"না হ'ক আপিনের নেশাটা ছুটিয়ে দিলে!—সর্বনাশ হয়েছে,—আর ত' কিছু নয়। বহুৎ আচ্ছা—ও সকলেরই হয়। রামের চেয়েও নাকি! আর বাড়িও না বাবা,"—

এই বলিয়া হাতটা ছাড়িয়া দিলেন। পরে—

—"এখন সেয়না-ছেলে হয়ে, তাড়তাড়ি 'শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বোসো।—

—"খোয়া জিনিস ফিরে পাওয়া যায়নারে বাবা—যায়না। অমন জল-জ্যান্তো পরিবারটা—শিব—শিব—শিব"!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন—"তবু তাঁর পা ছিল,—ফিরলো কি! ফেরেনারে বাবা—ফেরেনা,—ফেরেনা! বৃষকেতু, শ্যমন্তক—ওসব যা শোন, তা কেতাবের পাতায় ফিরে পাওয়া গিয়েছিল। শোন কেন! আর মাথা খারাপ ক'রনা। — তামাক টামাক আছে?"

আমি একটা সিগারেট দিলুম।

কবিরাজের সহিত চেনাচিনি হইল। ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আর মশাই! নবাব-দরবারে চলেছি,—সম্ভ্রম রাখা ত' চাই,—নতুন একটা ব্যাগ্ আঠার টাকা দিয়ে কিনে, তার মধ্যে দু'খানা পোষাকি কাপড়, একখানা সিল্কের চাদর —পিরোজা পাগড়ি, নগদ চৌষট্টি টাকা—আর"—

এই পর্যন্ত বলিয়া—কপালে হাত ও নিশ্বাস ত্যাগ!

—"আর একজোড়া—"শৃগাল শৃঙ্গ"—দুষ্প্রাপ্য জিনিস মশাই—"

ঘুমভাঙা লোকটি বাধা দিয়া "কি—কি দুষ্প্রাপ্য—শৃগাল সিংহ? অভাব কি! প্রভুদের পাল্লায় পড়নি বুঝি!"

"আজ্ঞে—সিংহ নয়,—শৃগাল শৃঙ্গ।"

"শ্যালের সিং? কত চাই! পথে ঘাটে—পথে ঘাটে। চোখ চেয়ে চলনা বুঝি?"

বলিলাম—"কথাটা আগে শুনুনই না।—বল কবিরাজ।"

"ঐ দুর্লভ জিনিস সম্বল করেই যাত্রা করেছিলুম মশাই। আগের স্টেশনে টিকিট্ বার করে রাখতে—ব্যাগ খুলেছিলুম। এখানে নাবতে গিয়ে আর ব্যাগ নেই। এক-জন মোশনেই নেবেছিল—এ তারই কাজ। এক মিনিটের এদিক উদিক মশাই, কোথাও দেখতে পেলুম না।—

—"টাকা যাক দুঃক্ষু নেই, শ্যালের সিং থাকলে অমন অনেক চৌষট্টি টাকা আসত, —নবাবের রোগ এক ভুঁড়িতে আরাম হোতো। ও-জিনিস আর কোথায় মিলবে! চণ্ডীর পাহাড়ের এক সাধুর কৃপায় পেয়েছিলুম।"

এই বলে,—ছেলেদের খেলার 'রবার্-বেলুন' ফেটে হাওয়া বেরিয়ে গেলে যেমন

চুপসে পড়ে যায়,—কবিরাজমশায় সেই মত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে চুপসে বসে পড়লেন।

ঘুমভাঙা লোকটি বললেন—“এই সর্বনাশ!. মাথা খারাপ বটে! আরে বাপু —টাকায় বাঘের চক্ষু মেলে,—বিভীষণ মেলে, ওই চৌষট্টি টাকাটাই আসল ক্ষতিরে বাবা! ও শ্যালের শিং ঢের মিলে হে ঢের মেলে! আবার রকম আছে; চণ্ডীর পাহাড়ে যেতে হবে কেন,—ওর আড়তে যাওনা,—শ্যালদায় বহুৎ। সেই শিংয়ের মুখেই যথাসর্বস্ব দিয়ে এই ফাকির সিং বনে বসে আছি!”

যাক,—শ্যালের শিং লইয়া আলোচনায় প্রায় প্রভাত। ঘাটের গাড়ি উপস্থিত হইয়া গেল।

এতক্ষণ জয়হরির দিকে কারুর লক্ষ্যই ছিল না। সে দেখি গভীর নিদ্রামগ্ন,—নাসিকা ভীষণ কলবর-রত।

চাদরের মালিক চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—“একি! রোগী নাকি? আমি বলি—আশেপাশে কোলা-ব্যাংয়ের আড্ডা আছে! মানুষ?”

*　　　*　　　*

গাড়ি ঘাটে পৌঁছতে যখন জাহাজে গিয়ে ওঠা গেল তখন ভোর;—রাতের ঘোর সম্পূর্ণে কাটে নাই। পাহাড় আর জঙ্গল ঘেরা কোলাহল শূন্য গাম্ভীর্যের মধ্যে মৃদু বায়ু স্পর্শে গঙ্গার ঘুম ভাঙ্গিতেছে। কি প্রশান্ত পবিত্র দৃশ্য!

জয়হরির দিকে চাহিয়া বলিলাম—“এই সময়—যোভগবৎ চিন্তা সম্বন্ধে অসাড়, তারও ভগবানের নাম আপনি আসে”—

“ঠিক বলেছেন,—তা খুব আসছে মশাই, ঘন ঘন আসছে! উঃ—উহু-হু, রক্ষা করো মা!”

দুই কোঁকে হাত দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। চঞ্চলভাবে এধার ওধার করিতে লাগিল। আমি তখন একটু অন্যমনস্ক।

রাশি খুলিয়া বাঁশী বাজাইয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

সহসা জয়হরি ছুটিয়া আসিয়া ব্যথা-বিকৃত মুখে বলিল—

“করছি ত' খুব,—নামে যে আর রোকে না, মশাই! গরম দুধ না খেয়ে বেশ করে —উহু—বাপ্‌রে”!

দেখি—ঘামিতেছে।

"একি,—কি হোল ?"

"হয়নি,—কিন্তু হবেই মশাই ! —বেহার ফর্ বেহারিজ (**Behar for Beharis**) ওদের দুধ ওদেরই সয় !—ও – রে বাগ্—রে মা, কোন প্রকারে বাড়ী পেঁছে দাও,—বাড়াবাড়ি না হয় !

*　　　*　　　*

ও-পারে মনিহারী। মনিহারী পেঁছিয়া –ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিতে হয়।

জয়হরির যখন সাক্ষাৎ পাইলাম—চেনা ভার। মস্তকাদি মায় ভ্রূ-পর্যন্ত সাফ্ মুণ্ডন করিয়া গঙ্গা-স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে উপস্থিত। বাঁ হাতে বড় বড় গল্দা চিংড়ি—দু' ডজন হইবে। প্রথব দর্শনে চিনিতে পারি নাই। সে-ই কথা কহিল—

—"পাপ পুষতে নেই মশাই—গঙ্গার ওপর…! মা একজন সদ্ব্রাহ্মণও জুটিয়ে দিলেন। তাঁর কাছে বিধান নিয়ে…

—"আর—এই দেখুন না,—খুব সস্তা,—এক টাকায় মিলে গেল! দেখে মা খুব খুসী হবেন! ১২টার মধ্যে ত' পেঁছুব—আজই ভোগ লাগানো যাবে।"

আমি ভাবিয়া আকুল হইতেছিলাম—একটা কিছু না ঘটে! আজই ভোগ লাগাবার কথা শুনিয়া অবাক এবং আশ্বস্ত দুই-ই হইলাম।

"এইবার ত' কিছু খেতে হবে,—পেটে আর কিছু নেই মশাই।"

এ অবস্থায় বুঝি বাক্য একদম অচল—কেউ কাজ দেয় না। তবু বলিতে হইল—"এখানে ভালো খাবার পাওয়া যায় না, গাড়িও ছাড়ে ছাড়ে, কাটিহার পেঁছে যা হয় কোরো।"

গাড়ি ছাড়িল।

পাশ দিয়াই একটি ফোঁটা তিলক কাটা লোক, এক সাজি আণ্ডা লইয়া যাইতেছিল। জয়হরি তাহাকে দেখাইয়া কহিল—"ঐ সেই ব্রাহ্মণটি,—চার আনাতেই খুসী হলেন।"

দেখিয়া বুঝিলাম—রেলের কোন সাহেবের মান্দ্রাজী কি উড়ে বেহারা!—ভাঙিলাম না।

"ধর্মকর্ম এ সব দেশেই আছে মশাই।"

আমি সিগারেট ধরাইলাম।

*　　　*　　　*

ট্রেন কাটিহার পেঁছিতেই পেঁড়ার পাত্রটির কাণা ধরিয়া ঝুলাইয়া জয়হরি নামিয়া পড়িল।

বুঝিলাম—প্রসাদের কণিকা মাত্রও অবশিষ্ট নাই,—শিহরিয়া উঠিলাম। পথের-খোয়ায় পরিণত—সেই 'ম্যাকাডামাইজিং মেটিরিয়েল' তাহার পেটে গিয়াছে।

আর ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দাও ঠাকুর!

"তীর্থ থেকে ফিরছেন, পাড়ার সকলকেই প্রসাদ দিতে হবে ত'।" বলিতে বলিতে —রসাগল্লো পূর্ণ পাত্র লইয়া ফিরিল।

"বেশ করেছ ওতে আর হাত দিওনা" বলিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিলাম।

সহসা—"এই—ওরে এই বর্বর (Barbar) দাড়িটে কামিয়ে দে'যা।"

দেখি,—সে মুখের দিকে তাকাইয়া, একটু হাসি টানিয়া,—"বাওরা হায়" বলিয়া চলিয়া গেল।

"ছোট লোকের তেল হয়েছে দেখেছেন,—মেমেরা চুল ছাঁটাচ্ছে কিনা। আচ্ছা বেটা, পেঁছেই self shaving (স্ব-চাঁচ্) সরঞ্জাম কিনছি। একটা পছন্দ করে দেবেন ত'।"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"কি পাগলের মত' বোকচো ও কামাবে কি! এখনো এক ঘণ্টা হয়নি ভুরু পর্যন্ত ভাসিয়ে এসেছ যে!"

তখন মুখে হাত বুলাইয়া বলে—" ও তাইতো, —ঠিক ধরেছেন। কখন দেখলেন, আপনি ত' তখন ছিলেন না!—

বেটা কখন কামালে বুঝতেই পারিনি। একি আমাদের মধু নাপিত—জ্বালায় তিনদিন জানিয়ে রাখবে!—"

"—সেই সময় আবার গলদা চিংড়িগুলো এসে পড়েছে—উঠে না যায়, জোর নজর রাখতে হয়েছিল কিনা!"

অদূরে সেই বার্বারকে লক্ষ্য করিয়া—"যা বেটা—বেঁচে গেলি,—ও-সব আর কিনছি না।—'

—"ওরে—এই পান,—দো' পয়সাকা দেও। খাবার অনেকগুলো খেয়ে ফেলেছি, গা'টা কেমন করছে।"

গাড়ি ছাড়িল।

বেলা এগারোটা আন্দাজ পূর্ণিয়া স্টেশনে পেঁছিলাম।

এখনো আছে,—দ্বিচক্র ছক্কড়ে চার মাইল। ভীষণ এইটিই,—অস্থি স্থানচ্যুত

হইবার ত্রাসে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে ; মেরুদণ্ডের খিল আলগা হইয়া ঢিলে মারে। দু'ফুট খাড়ায়ের মধ্যে ঢ্যাঙা মানুষের সোজা হইয়া বসা সম্ভবই নয়,—তিন মাসেই ধনুক!

*　　　　*　　　　*

বাসার সন্নিকট হইতেই জয়হরি গলদা-চিংড়ির গোছা লইয়া তড়াক করিয়া নামিয়া—"মৎস্য মঙ্গল সূচনা করে মশাই" বলিতে বলিতে দ্রুত অগ্রগামী হইয়া গিয়া,—আমার পাঁচ সাত মিনিট পূর্বেই গৃহ প্রবেশ করিল।

ভগবানের অসীম কৃপায় এই অসম্ভব সম্ভব হইতে দেখিয়া গাড়ীতে বসিয়াই তাঁহাকে স্মরণ করিলাম।

ছক্কড় ছাড়িয়া ভূমিষ্ট হইতেই—দ্বার পথে দয়িতা দেখা দিলেন,—বোধ হয় অভিনন্দনার্থে।

———

আমরা কি ও কে

[১]

ঘটনাটার পর প্রায় চল্লিশ বছর চলে গেছে।

সেদিন বিডন্-স্কয়ারে বিশ্বেস-মশার লেক্‌চার ;—subject (বিষয়টা) ছিল—"আমরা কি ও কে" ? সময়—বেলা তিনটে।

দিনটা শনিবার থাকায়—কলেজের ছেলের স্কয়ার ছেয়ে গেল। আপিসের লোকও এসে পৌঁছে গেল।

বক্তা বিশ্বেস-মশাই—তখনকার বড় বাগ্মী বাঁড়ুয্যে-মশার ডান্ হাত। যেমন গুরু তেমনি চেলা। এঁ'র বক্তৃতায়ও চতুর্দিকে বাহবা পড়ে গেছে।

বক্তৃতা যখন মধ্যম ছেড়ে পঞ্চমে পৌঁচেছে,—আমরা মুগ্ধ হ'য়ে শুন্‌ছি,—কানে গেল—"প্রসব বটে" ! (admirable delivery.) ফিরে দেখি—আমাদের কালাচাঁদ-খুড়ো !

যোগিন-সেন—সোনার-বেণে,—আমাদের ক্লাস্-ফেলো,—কেবলি তখন আমার কামিজ্ ধরে টান্‌চে। বিরক্ত হয়ে বল্লুম—"কি কর !" সে বল্লে—"কি ছাই শুন্‌চো,—ঐ লোকটির আংটিটে একবার চেয়ে দেখ।" আমি পাপ মেটাবার তরে, একবার চেয়েই বল্লুম,—"হ্যাঁ—তা কি হয়েছে ?"—সে বল্লে—"ওটা কিসের বল'দিকি ?" বক্তৃতার দিকে কান খাড়া রেখেই বল্লুম্—"সোনার"। এবার সে বিরক্ত হয়ে বল্লে—"সেটা সবাই জানে,—পাথরখানা কি ?" জ্বালাতন হয়ে বল্লুম —"আমার তা জেনে দরকার ? বামণের ছেলে—বাণলিঙ্গ, শালগ্রাম আর গন্ধেশ্বরী চিন্‌লেই হল ; মাপ্ কর' ভাই—শুনতে দাও।" সে বল্লে—"অমন একখানা বেদাগ্ হীরে দেখতে পাওয়া যায় না।" আমি আর উত্তর দিলুম না।

বক্তৃতা তখন তিনপো পথ পেরিয়েছে। বক্তা খুব জোর-গলায় শুনিয়ে দিলেন—"আমরা সেই ভীমার্জুনের বংশ। নদী তার উৎস-মুখ হ'তে যত সুদূর হয়ে পড়ে, ততই তার বেগ মন্দীভূত হয়ে আসে, কিন্তু সর্বত্রই তার সত্তা এক,—প্রয়োজনে তা প্রকাশ পায়। ইচ্ছা হলেই পদ্মা আজো শত শত গ্রাম নগর সৌধাদি, অবলীলাক্রমে গ্রাস ক'রে থাকে। যদিও আমরা বহুদূরে এসে পড়েছি, কিন্তু আদি যে আমাদের সেই ভীমার্জুন,—মাঝে মাঝে বাঁধন্ দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়,—রাজা গণেশ, সীতারাম, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, আশানন্দ, রঘু (ডাকাত), মোহনলাল প্রভৃতি। জেনো—কিছুই হারায়নি। সেই বল, সেই বীর্য্য, সেই সাহস,—এই দেহে—এই ধমনীতে অন্তঃশীলা বর্ত্তমান।

দরকার হলেই সব জেগে উঠ্‌বে—সব দেখা দেবে। কেবল একটু অনুশীলন, আর শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। বল্‌ বাড়াও। ঘি, দুধ, মাংস খেলেই যে শক্তি আসে, আমি তা স্বীকার করি না। দ্বাদশ বর্ষ বনবাস কালে, কখনই পাণ্ডবদের ঘি, দুধ জোটে নি; আর তাঁরা যেরূপ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন,—নিশ্চয়ই পাঁটা খেতেন না। তোমরা যা-ই খাওনা কেন,—সকলে এক্‌ এক্‌ মুটো ভিজে ছোলা খেতে ভুলো না। তোমাদের কাছে আজ আমার এই শেষ অনুরোধ।" ইত্যাদি। ঘোর করতালির মধ্যে ভিড় ভাঙলো।

বলাই নিষ্প্রয়োজন যে বক্তৃতাটা বাংলায় হয় নি। সেদিন বিশ্বেস মশার মুখ যেন ভিসুভিয়সের ফাটল্‌ হয়ে দাঁড়িয়েছিল,—ইংরেজির আগুন ছুটে গেল।

দেখি অনেকেই মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখচেন। সেদিন কারুর আর মাজা-ভাঙ্গা চাল্‌ দেখলুম না।

* * * *

আমরা হাওড়া রেলের Daily-passenger (রোজকার যাত্রী); তায় আজ শনিবার,—রেল-মুখো লোকই বেশী। সাড়ে পাঁচটার ট্রেন ধরাবার মতলব সকলেরই। সকলেই দলে দলে বক্তা আর বক্তৃতার প্রশংসা করতে করতে চলেছে। কেহ বল্‌চে আলবৎ Oration (বক্তৃতা বটে); কি pronunciation (উচ্চারণ!)—তেমনি কি accent (দমক্‌)! একজন বল্লেন—"অমন একটা "notwithstanding" কেউ বলুক্‌ দিকি!" অপর একজন বল্লেন্‌—"আর ঐ doomed কথাটা,—ওঃ—এখনো যেন মগজের মধ্যে বোঁ বোঁ ক'রে vibrate করচে (কাঁপচে)! ইত্যাদি—

দেখি কালাচাঁদ খুড়ো ঝাঁ-ক'রে তাঁর মোম্‌জামার কোটটার (সেটি আলপাকার হলেও অধুনা মোমজামায় রূপান্তরিত হয়েছিল)—একটা আস্তিন আমূল গুটিয়ে, বাহুটা right-angleএ (সমকোণে) তুলে ফেল্লেন্‌।

জিজ্ঞাসা করলুম—"কিছু ঢুক্‌লো নাকি?" তিনি উত্তর করলেন—"না বাবাজি; গুল্‌টো একবার দেখেছিলুম,—সেই ভীম-গুল্‌, বেমালুম হয়ে ব্যাঁকারি দাঁড়িয়ে গেছে বাবা! ছোলা খেতেই হল।" একটু চিন্তার পর,—"সকলের ধাত সমান নয়—তাই ভয় হয়।"

সারদা ক্যাম্বলে পড়ে, সে বল্লে—"কেন তাতে ভয়ের কি আছে! যেমন সইবে তেমনি খেলেই হ'ল। উনি ত' আর বলেননি—সবাইকে সমান খেতে হবে।"

খুড়ো বল্লেন—"তাত বুঝলুম, কিন্তু কথাটা কম বেশী নিয়ে নয় বাবাজি! ওই ভিজে ছোলা খেয়ে ঘোড়াগুলো—বলের থারমামেটর্‌ দাঁড়িয়ে গেল; সিঙ্গি শার্দ্দূল হটে গেল; বড় বড় বলের হিসেবটা Horse-powerএর (অশ্ববলের) তুলনায় বুঝতে হয়,—Tiger-power কি Lion-power এর (বাঘ সিঙ্গির বলের) নামও কেউ করে না।

জিনিষ খুব ভাল,—কিন্তু ধাত আর জাত বুঝে বাত্‌। তোতাগুলোও ঘোড়ার মতই ভিজে-ছোলা খায়, আর বড় বড় বুলি আওড়ায়, কই পায়ের ছেকলটাও ত' ছিঁড়তে পারে না ;—তবে বলা যায় না, ছোলা খেতে খেতে কালে তারা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় দাঁড়িয়ে যেতেও পারে !"

এই ব'লে, মাথা তুলেই খুঁড়ো হঠাৎ চোম্‌কে,—দু'হাত জোড় করে শূন্যে নমস্কার করলেন।

চেয়ে দেখি—পশ্চিম কোণে পাহাড়ে মেঘ মাথা তুলচে।

নরেন বল্লে—"ওটা কি হ'ল ?" খুড়ো উত্তর করলেন—"ঐটেই চাকরির মূলধন বাবাজি ;—ওতে মেজাজটা একটু নোরমে দেয়,—ওটা ময়দানের ময়েন্। জানি না ত'—যিনি দেখা দিয়েছেন, উনি কি মূর্তি ধরবেন্, তাই আগুসারটা করে রাখলুম। আর কথা নয় বাপ্‌ধনেরা,—দু-কদম্ বেয়ে চল। বেগুন কেনা আর হ'ল না।"

[২]

খুড়ো ছিলেন আমাদের পথের সম্বল,—ছিরামপুরের Daily-passenger (নিত্য-যাত্রী)। তিনি যে গাড়ীতে উঠতেন, সে গাড়ীতে লোক ধ'রত না—কেবল দু'টো কথা শুনতে। পথে খুড়োকে কখন একা যেতে দেখেনি,—সাথে দু'চারজন আছেই। সময় কাটাবার এমন সঙ্গী দুনিয়ায় দু'চারটি। দুঃখের দুর্বহ জীবন, তাঁর হাওয়ায় হাল্‌কা হয়ে যেত। কিন্তু খুড়োকে কখন বাজে কথা কইতে শুনিনি। তাঁর কথা অনেকে কেবল উপভোগই ক'রত—সেটা যে সেরেফ ফাঁকা কথা নয়, সেটা যে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যভেদও করে চলেছে, সে দিকে সকলের নজর প'ড়ত না।

যা'হ'ক—হঠাৎ মেঘটা মাঝে পড়ে কথাটা বন্ধ ক'রে দিলে। আমরা বিশগজ এগুই ত' মেঘে যেন নাগিনীর মত ফণা বিস্তার ক'রে বাইশ গজ তেড়ে আসে। যখন তার প্রলয় নিশ্বাস এসে গায়ে লাগলো, তখন আমরা পোলের কোলে পা বাড়িয়েছি মাত্র।

উনোপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আজকাল দেখতে পাই কেবল—দমকা-হাওয়া, ঝড়ো-হাওয়া, পাগল-হাওয়া, উতল-হাওয়া, এই ক'টাই লেখকদের কাছে বেশী রকম যাওয়া আসা করছে। মলয় সমীর, মৃদু বায়, মন্দ মারুত্‌টা মন্দা পড়ে এসেছে। কিন্তু সেদিন আমাদের যে হাওয়াটা এসে লেগেছিল, সেটা বোধ হয় বেদম-হাওয়া, কি বেদম্‌কা-হাওয়া ছিল। প্রথম দাপটেই সে আমাদের দম বন্ধ করে দিয়ে, এমন বাহাল হয়ে রইল যে, সকলকেই পেছন ফিরে বসে পড়তে হল। সে হাওড়া-পারের পথের ধুলো সঙ্গে ক'রে এনে—ছড়িয়ে চোখ মুখ বুজিয়ে দিলে ; ঐ সঙ্গে ওপারের পথের পাথর-কুচি নিয়ে

Volly fire (ছর্‌রা ছাড়তে) আরম্ভ করে দিলে। বৃষ্টিটাও সজোরে আর সতেজে অজস্র শরের মত এসে প'ড়ল। সে কি প্রলয় সংগ্রাম!

কেউ তখন পোলের মুখে, কেউ কিঞ্চিৎ এগিয়ে। কিন্তু কেহ ফিরে কোথাও আশ্রয় খুঁজলে না,—বসে বাঁধা-মার খেতে লাগল! সেই আকাশ ভরা ঘনকৃষ্ণ মেঘ,—রণচণ্ডিকার মূর্তি ধরে, তাঁর তাড়নার-তূণ শূন্য ক'রে ফেলতে লাগলেন; কিন্তু বাড়ীমুখো ভীমের বংশের—ভ্রূক্ষেপ নেই। গর্তে মুখ ঢোকালে সাপকে যেমন টেনে বার করা যায় না, এই প্রলয়ঙ্করীও এদের পোল থেকে পাছু হঠাতে পারলেন না। কেউ আর কলকাতার মাটিতে পা-টি বাড়ালেন না!

এটা আমাদের দেহের শক্তি, কি মনের বল, ঠিক বেঝো গেল না;—সেই ট্রেনে বাড়ী যেতেই হবে! কেন? কি শান্তি, কি ঐশ্বর্য সেখানে অপেক্ষা করে আছে? ট্রেনে স্থির হয়ে বসবার পর, এই প্রশ্নটা যখন ওঠে, তখন খুড়োই বলেছিলেন—"দারুণ দৈন্য আর রোগ শোক অনটন বুকে ক'রে, যে একখানি জীর্ণ শীর্ণ ম্লান মুখ,—প্রসন্নতার প্রলেপে বিষণ্ণতা ঢেকে, দিনের পর দিন নীরব সেবায়,—সেই স্যাঁতসেঁতে বাড়ীর একটু-খানি উঠোন, দু'খানি কুটীর আর দাওয়া-টুকুতে অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে কাটাচ্চে,—শত অশান্তির মধ্যে সে-ই আমাদের টেনে নে-যায়!" কথাটা শুনে সেদিন অন্তর থেকে নমস্কারটা খুড়োর পায়ে গিয়ে ঠেকেছিল। খুড়োর পাঁজরাগুলো ঝাঁঝরা ক'রে দেশের কত বেদনাই যে বাসা বেঁধে ছিল, তাঁর ভাষায় তা ধরা প'ড়ত না।

আমাদের সঙ্গে একদল ইউরেসিয়ান কেরাণীও ঢুকে পড়েছিলেন; এ'রাও Daily-passenger (নিত্য-যাত্রী)—কেউ শ্রীরামপুর, কেউ হুগলী, কেউ চন্দননগর থেকে আসতেন। বোধ হয় আমাদের সাহস দেখে,—পেছু হঠে নীচু হতে পারেন নি।

পাঁচ সাত মিনিট বাঁধা-মার খাবার পর আর পারা যাচ্ছিল না। কে একজন বলে উঠল—"আর না—forward,—এগিয়ে পড়া।" খুড়ো বল্লেন—"কিন্তু sitting march, rather—গুঁড়িমেরে মার্চ বাবাজি।" উঠে পড়ে সকলেই গতিশীল হওয়া গেল,—কিন্তু গোঁড়ির চালে!

পোলের পাখ্‌না (wings) পার হয়ে ফাঁকায় পড়তেই—ঝড়ের প্রভাবটা পাঁচগুণ বেশী বলে' বোধ হ'ল। ভিড়ের মধ্যে দু' এক জন বৃদ্ধও ছিলেন। তাঁরা ছাতা খুলতেই ফুটপাথ্‌ থেকে ঠিকরে মাঝপথে চিত্‌পাৎ! সঙ্গে সঙ্গে ছাতাগুলো হাত ছাড়িয়ে হাউইয়ের মত উড়ে যে কোথায় গেল, কেউ দেখতে পেল্লে না। কেবল—ভীত বিপন্ন বৃদ্ধদের মুখে—"মধুসূদন, মধুসূদন" রব্‌ বার্‌ দুই শোনা গেল। ফিরিঙ্গীদের দু'তিনটে টুপিও মা-গঙ্গা নিলেন।

খুড়োর কথাই সবাইকে মানতে হল, গুঁড়ি-মার্চ্ ছাড়া গতি রইল না। জলের ঝাপ্টায় দম বন্ধ হয়ে যায়—বুক্‌চাতিয়ে চলবার জো-নেই। কেউ রেলিং ধরে, কেউ উবু হয়ে, কেউ গুঁড়ি মেরে (যেবা সাধ্য হয়) চলা গেল ;—এই "মুরারেস্তৃতীয় পন্থা" পর্যন্তই বাস্, —চতুর্থ কিছু ছিল না।

এই ভাবে প্রায় আড়াই-পো পোল পেরিয়ে দেখি—বিশ পঁচিশ জনের জমায়েৎ ;—সরেও না, দাঁড়ায়ও না, কেবল পা-ঘষে, আর পোলের মাঝে চায়! চেয়ে দেখি—কামিজ্ গায়ে এক জোয়ান্ পুরুষ গাড়ীর পথে পড়ে হাত-পা ছুঁড়চে! পড়ে গিয়ে এমন হয়েছে, কি ওপরদে গাড়ী গিয়েছে, জিজ্ঞেস করে কারুর জবাব পাই না। সকলেই 'জানি না' বলে, আর ষ্টেসনের দিকে চলে। সে ভিড়্ সাফ্ হয়ে গেল।

খুড়ো নাবতে, আমরাও 'ফুটপাথ্' ছেড়ে নেবে পড়লুম। গিয়ে দেখি—সুন্দর এক বলিষ্ঠ যুবা, দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে, কস্ বেয়ে দু'চার ফোঁটা রক্তও গড়াচ্চে। ব্যাপার কি ?

খুড়ো সকলের দিকে চেয়ে বল্লেন "ট্রেনে ত' প্রায়ই দেখতে পাই,—কেউ চেন হ্যা !"

শুনেই অর্ধেক লোক সোজা পাড়ি দিলে, বাদবাকির মধ্যে দু'তিনজন মুখ চাওয়া-চাউই করতে লাগলো। খুড়ো তাদের বল্লেন "চেন কি ?" একজন আম্‌তা-আম্‌তা করে করে বল্লে—"হ্যাঁ-তা ও আমাদের কেউ নয়,—ও কোন্নগরের কিশোরী।"

খুড়ো—"ওঃ, তবে ত' কেউ নয়-ই !"

খুড়োর কথা সাঙ্গ না হতেই তিন জনেই হাওড়া মুখো হ'ল! দুর্যোগ তখনো সমানই চলেছে।

দলে দলে লোক ঝোঁকে,—উঁকি মারে আর চলে যায়। এদের অনেকেই বিডন্-স্কয়ারের ফেরৎ। কেউ বা বলে—"এস হে—আমরা আর কি কোরব ?"

শুনে খুড়ো বল্লেন—"সে কি! আমরা সেই ভীমের ডাইলিউটেড্ ডিম্—ছোলা চালালেই ফুটবো, নিজেকে চিন্তে পারব! একবার হাত্‌টা লাগাও না—"

তাদেরও একজন বল্লে—"এ যে কোন্নগরের কিশোরী !"

খুড়ো—"বটে !—ব্রজের প্যারী নয় ?—তবে থাক্। এর কেষ্ট আলাদা।"

এ দলও সরে গেল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাও দুষ্কর। কেবল খুড়োর খাতিরে—মহেন্দ্র, সাতকড়ি আর আমি তখনো খসিনি।

খুড়ো বল্লেন—"দূরে কিছু দেখাও যাচ্চে না, ঘোড়ার গাড়ীর শব্দও পাচ্চি,—এর ওপরদে না চলে যায়। একবার হাত লাগাও ত' বাবাজিরে—ফুটপাং ঘেঁষে রাখবার চেষ্টা করি।"

চারজনে অতিকষ্টে সে কাজ করা গেল ; কিন্তু দাঁড়ান' ত' আর যায় না। দেখচি—

খুড়ো কিন্তু উবু হয়ে, বরাবর পিঠের ওপর ঝড়ের সব বেগটা স'য়ে, কিশোরীর নাক্ মুখটা বাঁচাচ্চেন,—দম বন্ধ হয়ে না যায়। সে সময়েও খুড়োর খোস্-মেজাজ কিন্তু ঠিক্‌ই আছে ;—তিনি বল্লেন—"কিছু ভেবনা বাবা, ও জার্ডিনের বাড়ীর কেরাণী—যমের অধিকার নেই। কেরাণী মরে না,—সাহেবের sanction (মঞ্জুরী) চাই !"

কিশোরী তখন কাট-মেরে গেছে, হাত পা ছোঁড়া আর নেই।

[৩]

সেই তুমুল তাণ্ডবের মধ্যে হঠাৎ কানে এল—"The hollow Oak our palace is,—Our heritage the Sea—"

খুড়ো বলে উঠলেন—"দেবতার আওয়াজ না ?"

চারিদিক চাইলুম। দেখি—ও-ফুটপাতে এক দৈত্য-মূর্তি সেলার্ (Sailor) টল্‌তে টল্‌তে কলকেতার দিকে ফিরেছে। তিন পা এগুচ্চে, দু'পা পেচুচ্চে মাঝে মাঝে—"Come on" (চলে এস) বলে স্তম্ভের মত দাঁড়াচ্ছে, আবার জোর গলায়, বুক চিতিয়ে বলচে—"Come in all your fury" (যত তেজ আছে সব নিয়ে এস)। পরে—হো হো করে হেসে, গান ধরে এগুচ্চে ! সে যেন খেলা পেয়েছে,—আমোদ দ্যাখে কে !

একটা ল্যাসের সামনে আমাদের জটলা, হঠাৎ তার নজরে পড়ায়,—ছুটতে গিয়ে তিনপাক্ খেয়ে, কাছে এসে হাজির। বলে,—"what is up here,—a murder ?" (ব্যাপার কি—খুন ?)

আমরা তিনজন ত' ভয়েই আড়ষ্ট ;—পূর্বাপরই ধারণা—সেলার—গুণ্ডার জাতীয় এক বিলিতী জানোয়ার। ওদের কাছ থেকেও—"শত হস্তেন"ই সমীচীন ব্যবস্থা।

খুড়ো কিন্তু সরাসরি উত্তর করলেন—'Fit' Sir—Senseless Sir (ফিট্ হয়ে অজ্ঞান হয়েছে হুজুর)।

এখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার। খুড়ো একদিন বলেছিলেন—"ইংরাজিতে দখলটা পাকা ক'রে নেবার জন্যে, অনেক কষ্টে থার্ডক্লাসে তিন বচর কাটাই। থাক্‌তে কি দ্যায় ! ইনিস্পেক্টার রাধিকেবাবু বোধ হয় ভয় খেয়ে গিছলেন, ভেবেছিলেন তাঁর চাকরিটের ওপর আমার চোক্ পড়েছে ! তাই মা-সরস্বতীর সেরেস্তা থেকে, সবিনয়ে আমাকে সরিয়ে দ্যান। ভাবলুম—দুর হ'ক্‌গে—লোকের উপকার করাই ভাল।"

খুড়ো কথা কইতে, সাহস পেয়ে চেয়ে দেখি,—বছর পঁচিশেকের এক ছ'ফুট্ লম্বা যুবা ! কবজি দু'টো,—আমাদের দেশে যারা দু'বেলা খেতে বসে,—তাদের পায়ের-গোছের মত। চোখ, নাক, ভুরু দেখে, কোথাও ভয়ের কিছু পেলুম না।

বুকের আড়াল দিয়ে, ঝড়ের ঝাপটা থেকে কিশোরীর নাক মুখ বাঁচাতে দেখে,

সেলার বল্লে—"He should at once be removed under a roof or he would be choked—(একে স্বত্বর ছাতের নীচে না সরালে, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে) তুমি এমন করে কতক্ষণ থাকবে my brave boy !" (আমার বীর বালক)।

খুড়ো বল্লেন—"Not boy, Sir,—father of 5 boys—my লাট্ !" (বালক নই—পাঁচ ছেলের বাপ হুজুর।)

সেলার খুব হেসে বল্লে—"My heartiest congratulation," (তাতে আমি আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করচি)! সঙ্গে সঙ্গেই বল্লে—"I must take him under a shade"—(আমি একে আচ্ছাদনের নীচে নে'যেতে চাই।) এই বলে একবার চারিদিকে চাইলে।

খুড়ো—"You my লাট্,—you can keep, you can take—from ঘটী-বাটী এস্তোক্ life" (হুজুর তুমি রাখতেও পার, তুমি নিতেও পার—ঘটী-বাটী থেকে জান্ পর্যন্ত।—)

সেলার একটু অবাক হয়ে হাসিমুখে বল্লে—"Then I can do as I like—yea !" (তা' হলে আমি যা ইচ্ছে করতে পারি—ঠিক ত' !)

খুড়ো,—Of course, your wholesale charge Sir ! We—your very very great trust my লাট্। (নিঃসন্দেহে, আমরা সবাই তোমার পাইকারী-খরিদ মাল খোদাবন্দ,—তোমার মস্তবড় জেম্মার জিনিষ।)

সেলার তার কোট্‌টা ফড়াৎ ক'রে খুলে ফেলে—"Well my generous lad, keep it, but take care of its contents,—will you ?" (ওহে উদার বালক, এটা রাখো, দেখো এতে যা আছে ঠিক্ থাকে,—পারবে ত' !) বলেই—কোটটা খুড়োর হাতে দিলে।

খুড়ো—হাত বাড়িয়ে কোটটি নিতে নিতে বল্লেন—"Our 14 generation lad Sir, we remain forever lad Sir.—No fear Sir—your thing my hing —no difference my লাট !" (আমাদের চোদ্দোপুরুষ বালক, আমরা চিরকালই বালক রইব হুজুর। কোন ভয় নেই,—আপনার জিনিষে আমার জিনিষে তফাৎ লবেন না প্রভু।)

সেলার হেসে—"Don't be too kind my good chap" (অতি ভক্তি দেখিও না বন্ধু) বলতে বলতে কিশোরীর সেই স'দুমোন দেহ কাঁধে ফেলেই ইষ্টেশন মুখো চোল্‌ল'। যেন ঘুমন্ত শিশু বা 'ওভারকোট্‌টা' কাঁধে ফেল্লে ! আর—

"I am king Neptune bold,
The ruler of the seas"

গাইতে গাইতে চোল্‌ল কি ছুট্‌লো, সেটা ঠিক্ বুঝ্‌লাম না। কারণ আমরা ছুটে গিয়েও তার সঙ্গে জুট্‌তে পারলুম না।

এতটা ব্যাপার, দু'তিন মিনিটের বেশী নেয়নি, বা সেলার সাহেব নিতে দেয়নি।

পথে খুড়োকে বল্লুম—ভীমের বংশ এরাই। খুড়ো কি ভাবছিলেন, অন্যমনস্ক ভাবে বল্লেন,—"হুঁ—হিড়িম্বা পর্যায়ে ;—হতাশ হ'য়োনা বাবাজি।"

বল্লুম—"আপনি ওকে "লাট্ লাট্" করেছিলেন কেন ?" খুড়ো বল্লেন, "সে অনেক কথা। এরা সুধু লাট নয় বাবাজি—মহিলাট, যেমন মহিরাবণ। এ আমাদের সিঁদুরচুপ্‌ড়ি প্যাটার্ন—পরের খোলোস্-পরা, এঁটো খাওয়া ঝুটো লাট নয় যে, দু'টো আঙ্গুর চুষে ঠাণ্ডা লেগে, হাঁচতে গিয়ে ফুশ্‌ফুশটা গোড়া ছিঁড়ে ফড়াৎ ক'রে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে!—ছোলা খাও, ছোলা খাও বাবাজি!"

[৪]

আধমরা অবস্থায় যখন ষ্টেশনে পৌঁছলুম, তখন আর কথা বেরুচ্চেনা। কিন্তু আড়াইমোন মোট নিয়ে—দুর্যোগের বিরুদ্ধে খাড়া-পাড়ি মেরে, সেই অসুরমূর্তিটি অনেক আগে এসে হাজির হয়েছে। দেখি—সেলার সাহেব বাইরের দিক ঘেঁষে প্লাট্‌ফর্মে পা ছড়িয়ে বসেছে,—কিশোরীর মাথা তার উরুতের ওপর। কিশোরীর ভিজে জামাটা পাশে প'ড়ে—, তার গায়ে একটা ফ্লানেলের শার্ট্, আর পায়ে একখানা Rug (বিলিতী কম্বল) ঢাকা। শুনলুম আমাদের কিশোরী-ত্রাতা, ইষ্টেশনের এক সাহেব কর্মচারীর কাছে ওই দু'টি loan (ধার) নিয়েছে। দূর থেকে দেখি—হাতে একখানা রুমাল, সেখানি কিশোরীর কপালে আর ঘাড়ে এক একবার বুলুচ্চে। কিশোরীর তখন জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু উঠ্‌তে দিচ্চেনা।

ট্রেন যাত্রীরা দলে দলে আসছে আর ভিড় করে ব্যাপারটা দেখবার জন্যে ঝুঁকচে। সেলার সাহেব উগ্রমূর্তি ধরে বজ্রনাদে বলচেন,—Clear out you crammers, don't choke air." (ভিড় ভাঙ্গো. হাওয়া রুকোনা)—অমনি সব চিঁতিয়ে এ-ওর ঘাড়ে পড়চে। কেউ পেছু হট্‌তে হট্‌তে, কেউবা সরে পড়তে পড়তে বলচে,—"বেটার যেন বাবার ইষ্টেশন্!" অন্য এক ঝাঁক, তাড়া খেয়ে বলচে—"ইস্—বেটা যেন কতবড় কাজই করেছে,—আ—মর্ ব্যাটা, আর ত' কেউ পারেনা!—বাহাদুরীর জায়গা পায়নি!"

দেখি—খুড়ো তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলচেন—"তাইত, আস্‌পদ্দাটা দেখ! বেটা যেন মাথা কিনে বসেছে, কে ওকে সাধ্‌তে গিছলো! আর ক'রবেনাইবা কেন—টেক্সো ন্যায়না! আমরা যে নড়ি চড়ি—ব্যাটাদের ভাগ্যি! নিজের হাতে ভাত তুলে খাই,—বেইমানদের লজ্জা করে না, আবার কথা কয়! ভগবান্ আছেন,—মোরবে ব্যাটারা!"

খুড়ো আরম্ভ করতেই সব আদফেরা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ;—খুড়োর উচ্ছাসটা না থামতেই—একজন বল্লেন—"ঠিক বলচেন্,—থাকতো এখানে জিতেন বাঁড়ুযো ত'—"

এমন সময়, খুড়োকে দেখতে পেয়ে—সেলার সাহেব হেসে বলে উঠলেন—"Hallo—I expected you in a pawn-brokers! Sold out my all I believe (সব বেচে মেরেচো ত'!)

খুড়ো এগিয়ে বল্লেন—"No fear Sir, kept in belly, Sir—(ভয় পাবেন না—সব আমার পেটেই আছে।)"

সেলার সাহেব চোখ মুখ বিস্ফারিত করে বল্লেন—"In belly! By Neptune! You wonderful chap,—am chilled right through bones," (পেটে! বল কি! অদ্ভুত লোক দেখচি, আমার হাড় হিম্ হয়ে গেল যে!)

ইতিমধ্যে খুড়ো নিজের কোট্টা তুলে, পেটের উপর থেকে সেলার সাহেবের কোটটা বার ক'রে দিতেই, সাহেব সাগ্রহে কোটের চোর-পকেট্টা টিপে দেখে—মহোল্লাসে বলে উঠলেন—"My life,—my all in it. Three cheers for you my jolly good Saviour". (বাঁচালে বন্ধু—আনন্দ্ রহো, ওইতেই আমার জান্, ওইতেই আমার সর্বস্ব।)

এদিকে পয়লা ঘন্টায় ঘা পড়ল। সাহেব বল্লেন—"Now I must put him in" (এ'কে এইবার গাড়ীতে তুলে দি)। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি উঠতে পারবে কি ?" কিশোরী উঠে ব'সল। সাহেব তাকে ধ'রে ধীরে ধীরে ইণ্টার ক্লাসের সামনে গিয়ে দেখলেন—কোন কামরাই একেবারে লোকশূন্য নয়। একখানিতে কেবল একটি—চাপকান আর ঘড়ি-চেন ঝোলান' বাবু, গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্-ব্যাগটি পাশে রেখে একাই বসেছিলেন। সেলার সাহেব তাঁকে ভদ্রভাবে বল্লেন—"আমি এই অসুস্থ যুবকটির জন্যে এ কামরাটি চাই। এ'কে শুয়ে যেতে হবে, সঙ্গে দু'জন দেখবার লোকও থাকবে। আপনি এ'কে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার নেন ত'—আপনারও থাকতে কোন আপত্তি নেই।"

বাবুর নধর বপু নাড়বার ইচ্ছা ছিল না, —তিনি আপত্তি তোলবার মুখেই ভার নেবার কথা শুনে, সত্বর ব্যাগ্‌টি নিয়ে, বিরক্ত ভাবে "কোথাকার আপদ—" বল্‌তে বল্‌তে সুড়্ সুড়্ ক'রে বার হয়ে পড়লেন।—কারণ দুনিয়ার সকল আঁচ থেকে আত্মরক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সেলার সায়েব তখন কিশোরীকে একদিকের গদির ওপর শুইয়ে দিলেন। সেই ফাঁকে পাঁচ সাত জন হুড়্‌মুড়্ ক'রে সবেগে ঢুকতে গিয়ে,—শেষটা প্ল্যাট্‌ফর্মের ধুলো ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে, আর—"বেটার বাবার গাড়ী,—থাকৃত' শ্যামাকান্ত ত'—" বল্‌তে বল্‌তে অন্যত্র ছুট্‌লো।

হরিসভার সম্পাদক প্রাণহরি চক্রবর্তী—বড়বাজার হরিসভার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে ফিরছিলেন,—তিনি বল্লেন,—"ধর্মহীন মদ্যপ, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান-শূন্য পশু বইত' নয়!" এই বলে ভক্তমালের একটা শ্লোক আওড়ালেন।

কোন্নগরের চারু, পথেই কিশোরীর কথা শুনেছিল, সে ছুটে এসে বল্লে—"আমি কিশোরীর cousin (খুড়তুত ভাই) আমি ওঁর সঙ্গে যেতে চাই,—ওঁর মিরগী রোগ আছে।"

চারু বেশ লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ যুবা। সেলার তার আপাদমস্তক দেখে, আনন্দে চারুর কাঁধে হাত রেখে বল্লে—"Yes, you are the sort of man I was looking for. Now get in please"—(তোমার মত লোকই আমি খুঁজছিলুম,—ঢুকে পড়।)

পরে খুড়োর দিকে ফিরে ঈষৎ হাসিমুখে—"You my Captain, you must go in too"—(আমার কাপ্তেন, তুমিও ঢোকো) বলেই, shake hand (করমর্দন) করবার জন্যে হাত বাড়ালেন।

খুড়ো দু'পা পেছিয়ে—বাঁ হাত দে ডান্-হাতের কুনুইটা কোসে ধরে, একটু বাড়ালেন।

দেখে সেলার বল্লে—"What is up there,—abscess?" (ব্যাপার কি, ফোড়া নাকি ?)

খুড়ো বল্লেন—Nothing Sir,—fear of separation Sir,—your kind shaking may end in breaking my writing hand, my লাট্। (না,—সে সব নয়,—আপনার নাড়ায় না আমার লেখার হাতটি খসে যায়, সেই ভয় প্রভু।)

একটা হাসি পড়ে গেল,—Second bell (দ্বিতীয় ঘণ্টাও) দিলে। খুড়োও গাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। সেলার সাহেব বল্লেন—"Now I leave the charge to you—please don't forget to return those banion and blanket to the Station-master tomorrw"—(এখন তোমার ভার। জামা আর কম্বলখানা কাল, ষ্টেশন মাষ্টারকে যেন ফেরৎ দেওয়া হয়।)

গাড়ী ছেড়ে দিলে। সেলার দু'বার রুমাল নেড়ে গান ধরলে—

"Now, hay bonny boat,
—and ho bonny boat."

* * * *

দূর থেকে দেখা গেল,—যাকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বেপরোয়া হাওয়ার মত, হঠাৎ মোড় ফিরে এসে পড়ায়,—পেয়েছিলুম, সে তেমনিই নির্বিকার স্বাধীন হাওয়ার মত—সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই চলেছে। তার কোথাও বাধা সঙ্কোচ, ভেদাভেদ নেই। আশ্রয়, তাকে বাঁধতে পারেনি। বিলিতী binding (মলাটের) জীবন্ত বেদান্ত।

আনন্দময়ী-দর্শন

"মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গল-ঘট হয়নি-যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা—
তীর্থ-নীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

[১]

হাট্ যেন ভীষণ কোলাহলের পর এইমাত্র ভাঙ্গিয়াছে,—হাওড়া-ষ্টেশনের এইরূপ অবস্থা। কিন্তু লোহার ছাত ভেদ করিয়া, সেই হট্টগোলের প্রতিধ্বনিটা—তখনো নিঃশেষে মুক্তি পায় না, একটা গভীর প্রতিশব্দ গম্ গম্ করিতেছে। প্ল্যাটফর্মে কেবল গুটিকয়েক রেলের কর্মচারী, কর্মশেষে লক্ষ্যহীন পদচারণা করিতেছেন, বা পরস্পরে কথা কহিতেছেন, কেহ সিগারেট ধরাইতেছেন। কুলিরা একপ্রান্তে গিয়া, কেহ পয়সা গুণিতে বসিয়াছে, কেহ খইনি প্রস্তুতে মন দিয়াছে। চারটা পাঁচিশ মিনিটের বর্ধমান-লোক্যাল্ খানি কিন্তু আরোহী লইয়া তখনো দাঁড়াইয়া আছে,—দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে। এঞ্জিন অতিষ্ঠ হইয়া চাপা গলায় নানারূপ বিকৃত স্বরে—গজ্-গজ্ করিতেছে।

একখানা মোটর দূর হইতে বিকট শব্দ করিতে করিতে প্রচণ্ড বেগে আসিতেছে দেখিয়া, সহৃদয় ষ্টেশন-মাষ্টার প্রলম্বগ্রীব হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

কেবল একটি তরুণ ছোকরা, প্রত্যেক গাড়ীর দরজার নিকট হইয়া দ্রুত চলিয়াছে;—আরোহীরা অযাচিত ভাবেই বলিতেছেন—"দোরে চাবি দেওয়া—এগিয়ে দ্যাখো।"

ইতিমধ্যে মোটরের হ্যাটপরা জেণ্টেলম্যানটি,—আদ্-ইঞ্চি মাথা-নাড়া ও এক-পয়েণ্ট-ডেসিমেল-হাসিতে ষ্টেশন-মাষ্টারকে আপ্যায়িত করিয়া, লম্বা পায়ে ফার্ষ্ট ক্লাসের দিকে অগ্রসর হইলেন;—একজন কর্মচারী ছুটিয়া গিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। ষ্টেশন্-মাষ্টারের ইঙ্গিতে গার্ড-সাহেবের হস্তস্থিত ফ্ল্যাগ্, সদর্পে সাড়ে দশ ফুট উর্দ্ধে আস্ফালন করিয়া উঠিল।

যুবকটি তখনো ইণ্টার-ক্লাসের সমুখ দিয়া, একভাবেই চলিয়াছে।

ইণ্টার-ক্লাস্ হইতে সতীশ তাহাকে বহুক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল,—সন্নিকট হইতেই বলিল—"এই দরজাটা খোলা আছে;—গাড়ী যে ছাড়লো,—শীগ্‌গির উঠে পড়ো।"

—এই বলিয়াই স্বয়ং দরজাটা খুলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইল। গাড়ী তখন সত্যই ছাড়িয়াছে।

যেরূপ অবস্থায় ছেলেটি গাড়ী পাইল ও গাড়ীতে উঠিতে পারিল, তাহাতে তাহার মুখে একটু নিশ্চিন্ত ভাব, অন্ততঃ একটা আরামের নিশ্বাস—সতীশ আশা করিয়াছিল,—কিন্তু তৎপরিবর্তে সে লক্ষ্য করিল,—ছেলেটি বিমূঢ়বৎ মিনিট-খানেক দাঁড়াইবার পর, দরজার কাছেই বেঞ্চের উপর সসঙ্কোচে আদ্‌বসা হিসাবে ধীরে ধীরে বসিল, এবং সতীশের দিকে চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—"আপনি সাহায্য না করলে উঠতে পারতাম না,—কিন্তু—"

সতীশ বাধা দিয়া বলিল—"তাতে আর হয়েছে কি,—তোমার থার্ড ক্লাসের টিকিট বুঝি! আগের ষ্টেশনে থার্ড ক্লাসে গিয়ে উঠলেই হবে,—এ গাড়ীতে আদৌ ভিড় নেই।"

যুবক একটু ম্লান হাসির বিফল চেষ্টা করিয়া বলিল—"আমার কোন' ক্লাসেরই টিকিট নেই!"

সতীশ বলিল—"কিনতে সময় পাওনি বুঝি? তা' পরের ষ্টেশনে গার্ডকে বলে দিলেই হবে,—যে ষ্টেশনে নাম্‌বে সেইখানে টাকা জমা ক'রে দেবে।"

যুবক চক্ষুর্দ্বয় নত করিয়া—সলজ্জ কাতরকণ্ঠে বলিল—"আমার কাছে পয়সা ছিল না বলেই—"

সতীশ—"ওঃ,—তবে? আমার কাছেও ত' কিছু নেই," বলিয়া একটু চুপ করিল। সন্দেহের একটা কুজ্ঝটিকা তাহার মস্তিষ্কটা দখল করিয়া, চোখে মুখে নামিবার পূর্বেই সে, যুবকটির প্রতি ভাল করিয়া একবার চাহিল। দেখিল—সেইভাবেই আনতদৃষ্টিতে যুবকটি স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার কান দুইটি লজ্জায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। যুবকটির বর্ণ গৌর, পরিধানে অর্ধ-মলিন ধুতি ও একটি টুইল-শার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, হস্তে—রঙিন রুমালে বাঁধা একটি ছোট পুঁটলি।

সতীশ একটু চিন্তিতভাবে বলিল—"তাইত—এখন্ কি ক'রবে?"

যুবক নয়ন-পল্লব ঈষৎ তুলিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বলিল—"আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা ঠিক করতে পারিনি, কেবল গাড়ী, দেখে বেড়াচ্ছিলুম—যদি কোন পরিচিত লোককে দেখতে পাই। গাড়ীতে ঢুকতে আমার পা উঠছিল না; আপনি না সাহায্য করলে—"

কথাটা সমাপ্ত করিতে না দিয়া, বিচলিত-কণ্ঠে সতীশ বলিল—"তবে ত' আমিই তোমাকে বিপদে ফেলেছি।"

যুবক সহসা একটু সোজা হইয়া ও একটু হাসির রেখা মুখে টানিয়া স্পষ্ট-কণ্ঠে বলিল

—"না—মোটেই তা নয়,—আপনি তা ভাববেন না, যেমন ক'রে হোক্—আমাকে উঠতেই হ'ত, আমার এ গাড়ীতে যে না গেলেই নয়।"

সতীশ বলিল—"তবে বুঝি তুমি কিছু খরিদ করতে কল্‌কেতায় এসেছিলে,—সব পয়সা খরচ হয়ে গেছে,—অথচ বাড়ী না ফিরলেও নয় ?"

যুবক বলিল—"কতকটা তাই বটে, তবে ঠিক্ তা নয়! আমি কলকেতায় থেকেই পড়ি,—ছুটি-ছাটায় বাড়ী যাই।"

শুনিয়া সতীশ বলিল—"বটে! তবে ভাই তোমার আজ থেকে যাওয়াটাই ভাল ছিল,—বড় ভুল করেছ।"

যুবকটি সতীশের কথা শুনিয়া, আত্মগ্লানিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"থেকে যাওয়াটাই ভাল ছিল কেন,—সেইটাই ত' আমার উচিত ছিল ; আর—ভুল ত' নয়ই,—এর চেয়ে জ্ঞানকৃত কাজ আর কি হতে পারে! কিন্তু আমার আজ যে কি হয়েছে,—সকাল থেকে যা' যা' করছি, কিছুতেই নিজের বুদ্ধি কাজ করচে না! এই মুহূর্তে যদি হাওড়া ষ্টেশনে নেবে যাবার উপায় পাই, তাও যে স্ব-ইচ্ছায় পারি এমনও ত' বোধ হয় না।"

সতীশ শুনিয়া অবাক হইয়া—তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ভাবিতে লাগিল,—"আমি কি একটি পাগলকে গাড়ীতে তুললাম!"

সতীশকে নীরব ও সতীশের মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, যুবক ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার সম্বন্ধে আপনি যা ভাবচেন, আজ তা সবই সত্য। আপনার সবটা শোনা দরকার।" এই বলিয়া যুবক দৃঢ় হইয়া বসিল, ও সতীশের মুখের উপর সরল দৃষ্টিতে চাহিয়া, বালকের মত বলিতে লাগিল—

"আমরা জাতিতে মুসলমান ; আমাদের বাস নান্দিন গ্রামে,—বৈঁচি ষ্টেশনে নেবে প্রায় কোশ তিনেক যেতে হয়। বাবা বচর চার হ'ল মারা গেছেন ; মাও শোকে কষ্টে—বচর দেড় হ'ল গত হয়েছেন। সংসারে কেবল এক বিধবা পিসি, আমার ছোট ভগ্নী সেলিনা আর আমি। কয়েক বিঘে ধান-জমি আছে, তার উপরই নির্ভর ক'রে কষ্টে গুজরাণ হয়। বৈঁচির স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাস ক'রে কিছু বৃত্তি পাই, সেই উপলক্ষ্য করে কল্‌কেতা মাদ্রাসায় "আই-এ" পড়ি। এই বচর 'আই-এ' পাস ক'রে কিছু বৃত্তি পেয়েছি,—বি-এ পড়ছি। মাদ্রাসা বোর্ডিংয়েই থাকি। সংসারে মাসিক অন্ততঃ পাঁচটা টাকা দরকার, তাই একটি টিউসনিও করতে হয়, কিন্তু এক্‌জামিনের তিন মাস আগে সেটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।—

"এত কষ্টে পড়াশুনা সম্ভব হ'ত না, যদি আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামটির লোকেরা সহৃদয় না হতেন ;—হিন্দু মুসলমানের এমন আত্মীয়ভাব কোথাও দেখিনি। সকলেই পরস্পর প্রতিবেশীদের সংবাদ নিয়ে থাকেন, আর ছোট বড় অভাব যথাসাধ্য পূরণ করেন। তা

না ত' বাড়ী, কলকেতায় থেকে পড়া আমার সম্ভবই ছিল না,—চাষ-বাস নিয়েই থাকতে হ'ত।—

"গ্রামে বাবুদের বাড়ী দুর্গোৎসব হয়। তাতে কেবল পূজার দালানটি ছাড়া সর্বত্রই আমাদের অধিকার থাকে,—সে যেন আমাদেরি পূজা। তার আনন্দের অংশ থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না, সকলেই সমান উপভোগ করে। সপ্তমীর দিন প্রত্যুষে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে,—তেমনটি অন্যত্র কোথাও দেখিনি।—

"বাবুদের বাড়ীর পূর্বদিকে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে,—তাতে সহস্র শতদল আর শতাধিক রাজহংস দেখতে পাবেন। তারির ঈশান কোণে বেল-গাছ আর বোধন-মন্দির। সপ্তমীর উষায় বাবুদের বাড়ীর মহিলারা, গ্রামের অপর সব পুরমহিলাদের সঙ্গে মূল্যবান বেশ ভূষায় সজ্জিত হ'য়ে,—আর পুরোহিত পট্টবস্ত্র প'রে, মায়ের আবাহন-ঘট বোধন-মন্দির হ'তে আনতে যান।—"

"জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গ্রামের কুমারী মেয়েরা সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সেজে, সেখানে উপস্থিত হয়। তারা নৃত্য করতে করতে সুললিত স্বরে মায়ের আবাহন-সঙ্গীত গাইতে গাইতে অগ্রসর হতে থাকে,—সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যাদির মধ্যে ধীরে ধীরে সেই ঘট পূজার দালানে আনা হয়। সে কি স্বর্গীয় দৃশ্য! যেন দেবাঙ্গনার উৎসব! আজ ষষ্ঠী,—এই রাতটি শেষ হলেই, মেয়েদের সেই আনন্দোৎসবের প্রভাত!"

শেষ কথা কয়টি যুবক যেন উদাসভাবে আপন মনেই বলিল, সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, সে ঝুঁকিয়া মাথা হেঁট করিল।

সতীশ ভাবিল,—তাহার আজ বিশেষ করিয়া মাকে মনে পড়িয়াছে, তাই সে নিজেও কষ্ট অনুভব করিল ও বলিল—"থাক্—যাতে মনে কষ্ট হয় এমন আলোচনায় কাজ কি?"

যুবক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চক্ষু মুছিয়া বলিল—"সবটা না বল্লে আপনার কাছে যে আমাকে চোর বা ঠক্ হয়েই থাকতে হবে—তা'ছাড়া আর আপনি আমাকে কি ঠাওরাবেন? আপনাকে বিরক্ত করা হচ্চে কি?"

সতীশ বলিল—"না না, কিছুমাত্র নয়। আর তুমি ও কথাটা ভাবচো কেন? মানুষের কত রকমে অমন অবস্থা ঘটতে পারে।"

যুবক এবার আর সতীশের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিল না, আনতনেত্রেই বলিতে লাগিল—"আজ প্রভাতেই সেই আনন্দোৎসবের দিন। এই বিশেষ দিনটির জল্পনা-কল্পনা, পরামর্শ, আয়োজন নিয়ে ভাবী আনন্দের আশায়, গ্রামের কুমারীদের কত না উৎসাহে, কত না অধীর প্রতীক্ষায় বৎসর কেটেছে। আজ সেই বহু প্রত্যাশিত প্রভাত আসন্ন। আজ কত মেয়ে তারি আনন্দ, তারি আশা, তারি উৎসাহ বুকে নিয়ে শুতে যাবে। সোনিনাও এখনো অম্লান ফুলের মত হাসছে—"

এই পর্যন্ত বলিয়াই তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে চাপা ভিজে গলায়—"সে কিছুই জানে না ;—আমি কি কোরব !" বলিতেই তাহার সরল চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিল।

সতীশ শুনিতেই ছিল, সে যে বিশেষ কিছু বুঝিতেছিল তাহা নয় ; কিন্তু তার সহৃদয় প্রাণটা—কারণের অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে উঠিয়া গিয়া যুবকের পার্শ্বে বসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিল—"ও কি,—পুরুষ মানুষের কি এত বিহ্বল হ'তে আছে ? কি এমন হয়েছে—"

"মাপ্ করবেন, আপনি বুঝবেন না,—এত বড় বিশ্বের কেউই বুঝবে না ;—মা থাকলে বুঝতেন, আর এই মন্দভাগ্যের উপর বৃথাই সেই ভার পড়েছে। আজ সেলিনার সেই ফুলের মত কাঁচ বুকটার ভেতর, কি যে কঠিন আঘাতের আয়োজন আমি ক'রে বসেছি, তা কেউ জানবে না,—কেউ বুঝবে না, কেবল অসহায় সেলিনাই রুদ্ধ বেদনায় আর নিষ্ফল অভিমানে মলিন হয়ে যাবে! কাল আমি তার মুখের দিকে কোন্ মুখে চাইব, কি ক'রে চাইব !" যুবক দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিল।

মিনিট দুই এই ভাবে গেল, পরে সে একটু সামলাইয়া বলিতে লাগিল—

"মা যখন মারা যান—সেলিনার বয়স তখন ন'বছর। অতটুকু মেয়েকে আর কে বোঝাবে—খোদাই বুঝিয়ে দিলেন। সেইদিন থেকে আমরা পরস্পরে যেন পরস্পরের মায়ের স্থান নিলুম। সেই আমাকে জেদ্ ক'রে কলেজে পাঠিয়ে দিলে ; বল্লে—"কাঁদলে ত' কেউ ফিরে আসে না,—আমি কাঁদব না, কাজ কর্ম নিয়ে থাকব।"

আমি ছুটি-ছাটায় বাড়ী আসবার সময় তার তরে বই, চুড়ি, ইয়ারিং, আতর, ফিতে, রং, কিছু না কিছু একটা নিয়ে আসতাম।

মাস খানেক আগে পিসিমা একদিন আমাকে গোপনে বল্লেন—'ও-সব কিনতে পয়সা খরচ না ক'রে, সেলিনাকে যাতে একখানি ওড়না এনে দিতে পার, তার চেষ্টা পাও। শরৎ-উৎসব এল' ; গেল বছর সে একখানি ওড়নার অভাবে, কোথাও বেরোয়নি, উৎসবে যোগ দিতে পারেনি। সে কষ্ট যে অতটুকু মেয়ে কি ক'রে নীরবে হজম করেছিল, তোমাকে তার আভাস পর্যন্ত জানতে দেয়নি—পাছে তুমি কষ্ট পাও,—সে আমিই জানি। আবার সেই উৎসব আসছে, এই তার সাধ আহ্লাদের বয়েস ;—একটু দেখতে ভাল হলেই হবে।—"

"পিসিমার কথা শুনে আমার মনে পোড়ল, পাঁচ-ছ'মাস আগে সেলিনা আমাকে ঠিক্ ঐ কথাটাই জানিয়েছিল, তবে—অত স্পষ্টভাবে নয়। সে বলেছিল—'যখন সুবিধে হবে, একখানা ওড়না আমাকে এনে দিও দাদা।'—

"পিসিমার ইঙ্গিতে আমার চৈতন্য হল,—এর মধ্যে যে সেলিনার কতটা আন্তরিক

আবেদন, কি গভীর প্রত্যাশা অপেক্ষা ক'রে রয়েছে, তা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লুম। সুদৃশ্য বস্ত্র আর অলঙ্কারের সাধ, মেয়েদের প্রাণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকেই,—সেটা স্বাভাবিক। তাতে আবার সেলিনার তরুণ বয়স, অন্য কিছু একটা অবলম্বন ক'রে থাকবারও নেই, মা-বাপের আদর থেকেও বঞ্চিত।—

"কিন্তু আমারও দু'তিন টাকার বেশী, এক সঙ্গে জোগাড় বা সঞ্চয় করার উপায়ও নেই,—তাতে আজকাল একখানা শাদা উড়ুনীও হয় না! দিন যত নিকট হতে লাগলো; আমি ততই চঞ্চল—ততই উদ্বিগ্ন হ'তে লাগলুম। যেন ছট্‌ফটানি ধরল, থাকতে পারলুম না,—গত শনিবার হঠাৎ বাড়ী চলে গেলুম।—

"আমাকে দেখেই সেলিনার মুখ শুকিয়ে গেল। সে ছুটে এসে আমার কপালে, পাঁজরায় হাত দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলে—আমার অসুখ হয়েছে কিনা! হেসে বল্লাম—'আমি ভাল আছি সেলিনা;—কেবল জানতে এলাম তোমাদের শরৎ-উৎসব কবে!'—

"সেলিনা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—'আমার বড় ভয় হয়েছিল দাদা, এখনো বুক ধড়্‌ ধড়্‌ করচে।—তা' তোমার ও-কথা জানাবার জন্যে এত কষ্ট ক'রে আসা কেন?'—

"আমি বল্লাম—'সেকি ভাই সেলিনা,—তোমার জন্যে যে ওড়না আনতে হবে,—এখনো কেনা হয় নি;—আমি সে কথা ভুলিনি।'—

"সেলিনা আমাকে বাতাস করছিল,—তার মুখের উপর একটা গোলাপী আলো প'ড়তে না প'ড়তে, সে বল্লে—'এ বচরটাও না হয় থাক্‌ দাদা—আমাদের সময় তেমন নয়।'—

বল্লুম—'তা কি হয় বোন্‌, গত বচর তুমি উৎসবে যেতে পারনি,—সে কথা আমার বড় লেগেছে ভাই! এ বচর আমি তোমাকে সে কষ্ট আর দিতে পারব না, নিজেও সে বেদনা সইতে পারব' না।'—

"সেলিনার চোখে জল এসেছিল, সে বল্লে—'তোমাকে কে বল্লে—মিছে কথা;—পিসিমা কিছু বোঝেন না; বড় অন্যায় করেন।'

"আমি তার অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বল্লুম, 'আমি ভাই ওড়না পছন্দ ক'রে এসেছি, ষষ্ঠীর দিন রাত্রে তুমি পাবে, তোমাকে উৎসবে যোগ দিতেই হবে, তা নাত' আমার বড় লাগবে!'—

"সেলিনা তখন উত্তেজনার সঙ্গে বল্লে,—'আমি বুঝেছি, এসব গিন্নিমার ফন্দি। তিনি সকালে এসেছিলেন, গেল বচরের কথা তুলে,—যাইনি ব'লে চোখে জল পর্যন্ত ফেল্লেন। খাবার এনেছিলেন, নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে তবে ছাড়লেন; শেষে কত স্নেহে, উৎসবে উপস্থিত হবার জন্যে ব'লে কয়ে গেলেন।'—

"ইত্যাদি কথার পর, সে আমাকে গিন্নিমা-প্রদত্ত খাবার খাওয়ালে। আমি

জল আর পান খেয়ে,—সিন্দুক খুলে আমার মেডেল দু'টি বার ক'রে নিয়ে, রাত্রের গাড়ীতেই কলকাতায় ফিরে আসি।"

সতীশ এক মনে শুনিতেছিল, সে হঠাৎ বলিল, "কিসের মেডেল ?" এ প্রশ্নের সার্থকতা যে কি ছিল তাহা জানি না। বোধ করি কলেজের ছেলেদের এ আগ্রহটা স্বাভাবিক।

যুবক একটু বিষণ্ণ হাসির সংমিশ্রণে বলিল,—"সেগুলি আমার আজকের চরিত্রের বিদ্রূপের মত এতদিন আমারই সিন্দুকের মধ্যে থেকে, সময় আর সুযোগের অপেক্ষা করছিল। রবিবাবু লিখেছেন—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুও বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে আর সুযোগের অপেক্ষা ক'রে থাকে। আমারও এ দু'টি তাই! রূপারটি বৌচি ইস্কুল থেকে পাই,—সোনারটি মাদ্রাসায় প্রাপ্ত; দু'টিই আমার Good conduct Medal (সুচরিত্রের পুরস্কার)!—সেই চরিত্রবান আমি—আজ কিনা বিনা টিকিটে রেল-কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে বসেছি।—

"থাক—কথাটা শেষ করি,—আপনাকে বড়ই বিরক্ত করা হচ্ছে। ভাবলুম—পিরোজী রংয়ের জমির উপর সূক্ষ্ম বেগুনীর বেল্, তার গায়ে এক একটি জরির জুঁই, আর জরির সরু পাড় দেওয়া একখানি ওড়্না—সোলিনাকে খুব মানাবে। একজন বল্লে ১৫।১৬ টাকায় হতে পারে।—

"ছেলে পড়িয়ে পাঁচ টাকা পেয়েছিলুম—দু'টাকা বায়না দিয়ে এলুম। সঙ্গে তিন টাকা মাত্র রইল। দেড় টাকা দিয়ে একখানি ঝক্‌ঝকে গল্পের বই আর আট আনার কস্তুরির আতর, সোলিনার জন্য নিলুম। আমার ধারণা ছিল—মেডেল দু'টি কোথাও রেখে ১৬।১৭ টাকা পাব-ই। একটি বন্ধু আশ্বাস দিলেন—তাঁর পরিচিত একজন আছেন তিনি বন্ধকী কাজ করেন,—গেলেই টাকা পাওয়া যাবে। কলেজ বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধু আমাকে সেই লোকটির কাছে পরিচয় ক'রে দিয়ে চলে গেলেন, কারণ তিনি পূর্ববঙ্গে যাবেন,—গাড়ীর সময় অল্পই ছিল।—

"লোকটি পুরো দোকানদার, অনেক ক'ষে-মেজে দশ টাকা দিতে রাজি হল। অনেক অনুনয় বিনয় করে বেশী সুদ কবুল করায়—বারো টাকা মাত্র পেলুম। আমার সময়ও ছিল না, উপায়ও ছিল না,—তাই হাতে করেই ওড়নার দোকানে ছুটলাম। ওড়না দেখে খুবই পছন্দ হল,—কিন্তু ১৬ টাকার কমে দেবে না! আগাম দু'টাকা দেওয়া ছিল, সঙ্গে মাষ্টারির একটাকা ছিল, আর ঐ বারোটাকা—মোট পনের টাকা। আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। আমার কাতর অবস্থা দেখে লোকটির দয়া হল;—সে ওড়নাখানি কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—'তুমি নিয়ে যাও,—ইচ্ছা হয় এর পর টাকাটা দিয়ে যেও।'—

"আমার চোখে জল এল, তাঁকে সেলাম করে খোদাকে স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে— বোর্ডিংয়ের দিকে ছুটলাম,—যদি কোন বন্ধুর দেখা পাই ত'—গাড়ীভাড়ার উপায় করবার আশায়। কিন্তু তখন সেথায় কেহই ছিল না, কলেজ বন্ধ হওয়ায় সব বেরিয়ে গেছে। অপেক্ষারও সময় ছিল না—তা'হলে ট্রেন পাই না। আবার—এই ট্রেনখানি ভিন্ন বাড়ী যাবার উপায়ও নেই,—অন্য গাড়ী বৈঁচি ষ্টেশনে দাঁড়ায় না। তখন রাস্তার দুইদিকে চাইতে চাইতে হাওড়ার দিকে দ্রুত আসতে লাগলাম—যদি কোন পরিচিতের দেখা পাই। একজনকেও পেলাম না!—

"ষ্টেশনে পৌঁচে প্রত্যেক গাড়ী খুঁজতে লাগলাম—যদি কোন চেনা লোক দেখতে পাই। আপনি যখন ডাকলেন, তখন যে আমি কোথায়—সে চেতনা আমার ছিল না। আমি ঠিক উন্মাদের কি যন্ত্রের মত ঘুরছিলাম,—চোখের সামনে কোয়াশা করে আস্‌ছিল। তারপর সবই আপনি জানেন। অপরাধের সাজা নিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু সেলিনাকে নৈরাশ্যের কঠিন ব্যথা কি করে দেব;—আজ যে ষষ্ঠী!" বলিতে বলিতে যুবকের স্বর বন্ধ হইয়া গেল, চক্ষু হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

সতীশ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"ভাই আমিও তোমারি মত একজন কলেজের ছাত্র, মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। দাদা আমার বর্ধমানে ওকালতী করেন। হঠাৎ তাঁর টেলিগ্রাফ্‌ পেয়ে বেরিয়ে পড়েছি। তাঁর ইচ্ছা, পূজার বন্ধে একত্রে বোম্বে বেড়াতে যাওয়া। অদৃষ্টের পরিহাস দেখ, আমার কাছেও আজ একটি পয়সা নেই,—ঘড়িটা পর্যন্ত না! যাক্‌—ওড়নাটা আজ কিন্তু পৌঁছান চাই-ই। এ গাড়ীতে তোমার যাওয়া ছাড়া উপায়ও নাই। আমার দুদিন বিলম্ব হলেও ক্ষতি হবে না, কারণ বিজয়ার দিন আমাদের বেরুবার কথা। তা' ছাড়া এ দিকের প্রায় সব ষ্টেশনেই আমার চেনা লোক কেহ না কেহ আছেনই। আমি আগের একটা ষ্টেশনে নেবে যাব, যদি কেউ ধরে ত' আমি তার উপায় অনায়াসে করতে পারবো,—চিন্তার কোন কারণই নেই। চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়—দু'টো টাকার মামলা! হাঁ—তোমার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়নি—"

সতীশের কথার সহানুভূতিপূর্ণ সুর, যুবকের হতাশ অবসন্ন হৃদয়ে যেন একটু শক্তির সাড়া আনিয়া দিয়াছিল,—সে ম্লান হাসির আভাস দিয়া বলিল,—"আজ আমার নামটিও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। "সুলতান আলি" না হয়ে আমার নামটি যদি "ফকির আলি" হত, তা' হলে আমি আজ একটু সত্যের শান্তি পেতাম। নামটাও লজ্জায় বোঝার মত মাথাটাকে নত করে দিচ্ছে, মুখে আনতে ঘৃণা বোধ হচ্ছে। নামটা যে এতবড় মিথ্যা জিনিষ—সে যে আপন হৃদয়েও এতটা নির্মমের মত বিদ্রূপবিদ্ধ করতে পারে, তা কখনও ভাবিনি!"

সতীশ হাসিতে হাসিতে বলিল—"সুলতান, তুমি ভাই বড় sentimental, ভাবুক দেখছি, আমাদের ত এসব চিন্তা উদয়ই হয় না। ওসব কি অত বড় করে ভাবতে আছে ? তোমার কবিতা লেখা বাই আছে বুঝি !"

এইরূপ দু'চার কথায় সতীশ তাহার মনটাকে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া,—অনেক বোঝাপড়া ও সাধ্যসাধনার পর নিজের টিকিট্‌খানি তাহার হস্তে দিয়া বলিল—"আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা নেই,—তোমার কিন্তু আজ পৌঁছানো চাই-ই। আর তুমি যদি ভাই এখনো ইতস্ততঃ কর ত' আমি বল্‌তে বাধ্য হব—টিকিটখানি আমি তোমাকে বিক্রি করচি,—কলেজ খুল্‌লে তুমি আমাকে এর মূল্য দিও।"

সুলতান আর আপত্তির কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, বিমূঢ়বৎ অর্থশূন্য মৃদু হাস্যের সহিত টিকিট্‌খানি বুক-পকেটে রাখিল। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল,—কাজটার ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে তখনো সে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে, চলন্ত গাড়ীর Travelling ইন্‌স্পেক্টার্ মিষ্টার হার্ডী, গাড়ীর পা-দানে ভুঁইফোঁড় ভাবে সহসা উদয় হইয়া, হস্তস্থিত Punchটা (টিকিট্‌কাটা যন্ত্রটা) দ্বারে দ্রুতভাবে ঠক্ ঠক্—খট্ খট্ আঘাত করিতে করিতে বলিল—"টিকেট্—টিকেট্, look sharp (ত্বরায় টিকিট দেখাও)।"

সম্মুখে সহসা সর্প দেখিলে, স্বভাবতঃই মানুষ যেমন চমকিত ও ভীত হয়, এ সময় সুলতানের সেইরূপ ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা বুঝিয়া, সতীশ তাহার হাতে সজোরে একটা চাপ্ দিয়া, দৃঢ় অথচ চাপা গলায় বলিল—"খবরদার, যেন ছেলেমানুষী কোরনা ;—আমি নেবে যাচ্চি,—তুমি সোজা বাড়ী যাবে ;—টিকিট দেখাও।"

সতীশ এমন দৃঢ়ভাবে—আদেশের মত, কথাগুলি বলিয়াছিল যে, সুলতান কম্পিত-হস্তে টিকিটখানি বাহির করিল, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টারের হস্তে দিতে গিয়া তাহা পড়িয়া গেল।

মিষ্টার হার্ডী অতিষ্ঠ হইয়া, দ্বারে Punchটা সজোরে আঘাত করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিল—"দেখাও,—তুলে দেখাও।" পরে সতীশের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার ?"

সতীশ অবিচলিত ভাবে বলিল—"আমি এইখানেই নাব্‌বো, আমার টিকিট নেই।"

পর মুহূর্তেই গাড়ী ব্যাণ্ডেলে আসিয়া থামিল।

[২]

মিষ্টার হার্ডী একজন নামজাদা Travelling Checker (চলন্ত গাড়ীর টিকিট পরীক্ষক)। দয়া-দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহার মধ্যে কেহ কখনও পায় নাই। এক কথায় গ্রাম্য ভাষায় যাকে "বাপের কুপুত্তুর" বলে, ও-লাইনের যাত্রী মাত্রেরই

তাঁহার উপর এই ধারণা। আরোহীদের উপর নির্মম ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য দু'তিন বার 'ধনঞ্জয়' লাভও নাকি তাঁহার ঘটিয়াছে। আশ্চর্য এই—তাঁহার প্রতি আরোহীদের যেমন ঘৃণা, কোম্পানীর ততোধিক শ্রদ্ধা। লোকটা খাঁটি বিলাতী,—নামেও হার্ডী, কাজেও hardy ; ক্লেশে বা পরিশ্রমে, কিছুমাত্র কাতর নন। ক্ষমা তাঁহার কুষ্ঠিতে লেখে নাই'; পয়সা না হয় পুলিস্, এই দু'টি তিনি বুঝিতেন। এ সব কথা সতীশের জানা ছিল।

সতীশ তাঁহার অনুসরণ করিল, ও উভয়ে ষ্টেশন-মাষ্টার—মিষ্টার শেফার্ডের কামরায় প্রবেশ করিল।

মিনিট তিনেক পরে মিষ্টার হার্ডী বাহির হইয়া "পুলিস—পুলিস" বলিয়া হাঁকিলেন। পরক্ষণেই শব্দ করিতে করিতে বর্ধমান-লোক্যাল্ মন্থর-গতিতে ষ্টেশন্ পার হইয়া গেল।

মিষ্টার শেফার্ড একজন কাফ্রি ক্রিশ্চান,—অতিকায় ও ভীষণ-দর্শন কাফ্রি বলিলেই, তাঁহার বর্ণ, কেশ, অধর ও ওষ্ঠাদি বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁহার দন্তগুলি যেমন বড়, তেমনি ধপ্‌ধপে শাদা বলিয়া—হাস্য করিলে বা কথা কহিবার সময়, তাহা যেন কাল সাইনবোর্ডে শাদা লেখার মত বোধ হইত। ষ্টেশনের বারাণ্ডায় যখন দেল-ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতেন, ট্রেন হইতে যাত্রীরা নিউবিয়ান ব্লাকিংয়ের (Nubian Blacking-এর) বিজ্ঞাপন বলিয়াই ঠাওরাইত'। কণ্ঠস্বরও—গাম্ভীর্যে ও সুরে একটু অসাধারণ। ফলকথা, সে মূর্তি দেখিলে বিপন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই, তাঁহার নিকট সদ্ব্যবহার বা সুবিচার প্রাপ্তির আশা ভরসা তদ্দণ্ডেই লোপ পাইত।

আমাদের সতীশের সেরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সে যে—সুলতানকে রওনা করিয়া দিতে পারিয়াছে, এবং ঘণ্টা তিনেক পরে তাহাদের ভাই-ভগ্নীর সস্নেহ আনন্দ-মিলনটা যে কি সুখের হইবে, এই চিন্তাটাই এখন তাহার অন্তঃকরণকে পুনঃপুনঃ উৎফুল্ল করিতেছিল। নিজের পরিণামের দিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না;—কার্যোদ্ধার ত' হইয়াছে,—সেলিনার ওড়না পৌঁছাবেই।

ইতিমধ্যে মিষ্টার হার্ডী ও মিষ্টার শেফার্ড, তাহাকে যে তিন চারটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সতীশ তাহার যা যা উত্তর দিয়াছে—তার সকল গুলিতেই একটা বে-পরোয়া ভাব ছিল। মিষ্টার হার্ডী অগত্যা পুলিস ডাকিয়া যখন পুনরায় সেই ঘরে ঢুকিলেন, সতীশ তখন ষ্টেশন্-মাষ্টারকে বলিতেছিল, "আমি বোধ হয় এতটা নীচ নই যে, ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইতাম, বর্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, রেলের প্রাপ্য গণ্ডা—পাই-পয়সা পরিশোধ করিয়া দিতাম।"

মিষ্টার হার্ডী একটু চাপা হাসির সহিত বলিলেন—"ধরা পড়লে সকলেই ঐ কথা ব'লে সাধু হ'তে চায়—"

সতীশ তীব্র স্বরে উত্তর করিল—"কোন' একদিনের accident-এর (আকস্মিক ঘটনার) জন্য, কাহাকেও ওরূপ বলবার বা সন্দেহ করবার অধিকার কাহারও নেই ;— সাজা নিতে ত' আমি অ-প্রস্তুত নই—"

মিষ্টার হার্ডী আবার মুখে একটু হাসির ভাব আনিয়া, ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন—"Civil disobedience! বোধ করি নিজেকে defendও (আত্মপক্ষ সমর্থনও) করবে না!"

সতীশ বলিল,—"আইন জানার চেয়ে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে জানা—অনেক কঠিন। আইন ত' রেলের কুলিটাও জানতে পারে। যিনি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করতে শিখেছেন,—তাঁর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে—"

কথা শেষ না হইতেই—"এই নিন্ আপনার টিকিট" বলিয়া, একখানি হস্ত তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেখা দিল! সতীশ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে—সুলতান!

রাগে তাহার সর্বশরীর যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল— "You fool (নির্বোধ) তুমি যাওনি? এটা কি তোমার সৌজন্য দেখান হ'ল? এতে কার্ কোন্ উপকারটা করা হ'ল—শুনি? তোমার মত imbecileদের জন্ম কেবল কাঁদতে আর কাজে বাধা দিতে। এই ড্যাম্ Sentimentalityর খাতিরে, এক ঘণ্টার পরিচয় নিয়ে, এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে—কত বড় অনিষ্ট করলে তা জানো? তোমার সম্পর্কে আজ ২২ বচর যে লোক ছিল না, চাই কি বাকী জীবনেও যে থাকবে না, তার জন্যে এত মাথা ব্যথার দরকারটা কি-ই বা ছিল? ওটা তোমাদের মুসলমানী "আপ্ চলিয়ে"র আদব্-কায়দা ভিন্ন আর কিছুই নয়!—এখন উপায়!"

সুলতানের তুর্কী রক্ত তাহার চক্ষু পর্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সতীশের ভিন্ন সুরে উচ্চারিত "এখন উপায়!" এই শব্দ দুইটি তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহার নির্দিষ্ট স্থানের নিম্নে নামাইয়া দিল।

সে বলিল,—"যখন দেখলুম পুলিসের ডাক্ পড়ল', তখন আপনাকে পুলিসের হাতে সঁপে দিয়ে—আপনার টিকিটের advantage নিয়ে, আমি সাধু ব'নে নিজের কার্যোদ্ধার করব? গভীর হলেই কি তাকে পশু হ'তে হবে? আপনার সঙ্গে আর কখনো আমার শারীরিক সাক্ষাৎ না ঘটতে পারে, কিন্তু আমার মন ত' সে অভাব একদিনও বোধ করবে না। আপনার টিকিট আপনি নিন্!" এই বলিয়া সুলতান টিকিটখানি সতীশের সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল।

সতীশ তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল ও বলিল—"অকাল বিজ্ঞ,—ফিলজফি কোর্স লওয়া হয়েছে বুঝি! কার টিকিট আমি নোব?"

সুলতান।—আপনার টিকিট।

সতীশ।—কে বল্লে আমার ?

সুলতান।—এই দেখুন—বর্ধমান লেখা হয়েছে, আমি ত' বেঁচি যাব।

সতীশ।—খুব প্রমাণ ত'! (মিষ্টার হার্ডীর প্রতি) দেখুন এ'র মাথাটা ঠিক্ অবস্থায় নেই। আপনারা একটু কষ্ট ক'রে গাড়ীতে তুলে দেবেন।

সুলতান বিরক্তির সহিত টিকিটখানি ষ্টেশন্-মাষ্টারের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"তবে এই রইল।"

মিষ্টার শেফার্ড—ঘ্যাক্ ঘ্যাক্ ঘৃঃ ঘৃঃ প্রভৃতি অদ্ভুত সংস্কৃত-ঘেঁষা শব্দে কক্ষ কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসি থামিতে মিনিট দুই লাগিল, টেবিল-ল্যাম্পটি নিবিতে নিবিতে রক্ষা পাইল। পরে রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু ও নাসিকা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন—"মিষ্টার হার্ডী—তুমি কি ঠিক করলে ?"

মিষ্টার হার্ডী এতক্ষণ ধীর সন্দেহ দৃষ্টিতে, তাঁর নীল চক্ষুর ঝক্‌ঝকে তারা দু'টি—আঁধারের আলোর মত একবার এ-কোণে টানিয়া সতীশের উপর, একবার ও-কোণে টানিয়া সুলতানের উপর, পর্যায়ক্রমে ফেলিতে ছিলেন। তিনি স্কন্ধ দুইটি একটু ঝাঁকাইয়া বলিলেন—"ও সব prearranged (পূর্বাহ্নে স্থির করা) অভিনয় আমার ঢের দেখা আছে,—ওতে মিষ্টার হার্ডী ভোলেন না। যদি ওদের মধ্যে ও-টিকিটের মালিক কেহ না হতে চায়,—বেশ কথা; দু'জনের কাছ থেকেই রেল কোম্পানীর প্রাপ্য আদায় ক'রব। এখানে কোন ফন্দিই খাটবেনা।"

সতীশ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল—"Pity (দুঃখ হয়)—এই বুদ্ধির দর্প-ই, লজ্জার রূপ ধ'রে ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে উপায় থাকতে তোমার এই অভদ্র কথা শোনবার সখ, কারো থাকতে পারে না। তাই পূর্বেই বলা হয়েছে—সাজা নিতে অ-প্রস্তুত নই।"

মিষ্টার হার্ডী সতীশের কথার উত্তর না দিয়া, ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিলেন—"আমি এদের হাওড়ায় নিয়ে যেতে চাই।"

মিষ্টার শেফার্ড বলিলেন—"বেশ, এখন ত' সে গাড়ী আসতে দেরী আছে; ইতিমধ্যে —এরা যদি বলে ত' আমি একবার এদের কাছে সত্য ঘটনাটা শোনবার ইচ্ছা করি।"

মিষ্টার হার্ডী—"I don't care, তুমি শুনতে পার।" এই বলিয়া তিনি একটা চুরট্ ধরাইয়া, টাইম্-টেবল্‌খানা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

সুলতানের চক্ষে বা কর্ণে এসব কিছুই বোধ হয় স্থান পায় নাই; সে এক ধারে দাঁড়া-টেবিলটির গায়ে ভর দিয়া, ও তাহার উপর কাত হইয়া, অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া ছিল।

অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে মিষ্টার শেফার্ড যখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন—"You my friend No. 2 (আমার দু নম্বরের বন্ধু)।" হঠাৎ তাহার কানে যেন চটের কলের

(Jute Millএর) ভোঁ বাজিয়া উঠিল। সে চমকিয়া দেখিল—ষ্টেশন-মাষ্টার তাহাকে নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। সুলতান যন্ত্র-চালিতের মত—টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মিষ্টার শেফার্ড, তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"একি! তোমার চোখে জল কেন? এমন কি হয়েছে? তুমি স্ত্রীলোক নও,—তোমার বন্ধুকে দেখ, কেমন firm and resolute (অবিচলিত ও দৃঢ়)।"

মিষ্টার হার্ডী মুখ না তুলিয়া, কেবল চক্ষু-পল্লব মাত্র অল্প তুলিয়া, সুলতানকে দেখিতেছিলেন। তিনি মৃদু কণ্ঠে—"an expert actor" (দক্ষ অভিনেতা)—বলিয়া আবার টাইম্-টেবলে দৃষ্টি সংলগ্ন করিলেন।

মিষ্টার শেফার্ড সুলতানকে বলিলেন—"এখন বল দিকি ছোকরা সত্য ব্যাপারটা কি? তোমাদের দেখে ত' বিশ্বাস হয় না যে, তোমরা বিনা টিকিটে travel করবার (চলবার) লোক।"

মিষ্টার হার্ডী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি এবার মাথা তুলিয়া বলিলেন—"মিষ্টার শেফার্ড, এ সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার আমি প্রশংসা করতে পারি না; কি ক'রে তুমি এরূপ একটা opinion pass করচ',—অভিমত প্রকাশ করচ'? মানুষের ওপরটা দেখে, তার ভেতরটা যদি বোঝা যেত, তা'হলে জগতের বারো আনা ঝঞ্ঝাট্ ঘুচে যেত'। খুনীদের মধ্যেও এমন লোক আছে—সে এমন সব ধর্ম্ম ও নীতিকথা, এমন feelingএর সঙ্গে (ভাবের সঙ্গে) বলতে পারে যে, তা শুনে সাধুরাও থ' হয়ে যাবেন,—হাজার হাজার শ্রোতার চক্ষে জল বইবে, অথচ—মানুষ মেরে সে জীবিকার্জ্জন করে।"

মিষ্টার শেফার্ড হাসিয়া বলিলেন—"মিষ্টার হার্ডী—তিল্‌কে তাল ক'রে দেখতে তোমার ভাল লাগে দেখচি! এ অপরাধটার সঙ্গে ও কথাটার উল্লেখ, সঙ্গত শোনায় না।"

মিষ্টার হার্ডী।—"সে কি কথা,—তাই বুঝি তুমি ভাব? অপরাধ মাত্রেই অপরাধ;—সাজায় ছোট বড় আছে বটে। পূর্ব্বে চুরি অপরাধে কি সাজা ছিল, জান'ত?—ফাঁসি।"

মিষ্টার শেফার্ড—"সেটা যে-সময়ে ছিল আর যে-দেশে ছিল, তাও আমার জানা আছে",—এই বলিয়া তিনি একটা হাসির আবরণ দিয়ে, প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—"ও সব আমাদের আপোসের কথা, আপোষের মধ্যে হওয়াই ভাল। এখন এরা কি বলে শোনাই যাক না; তোমার ট্রেনের ত' এখনো ঢের দেরি।" পরে সুলতানের দিকে চাহিয়া—"বল ত' ছোকরা—"

মিষ্টার শেফার্ডের কথাটা যে হার্ডী সাহেবের ভাল লাগে নাই,—তাঁহার মুখ চোখ সে প্রমাণ দিতে ছাড়িল না।

সুলতান—বিষাদ-মিশ্রিত মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আপনাকে ধন্যবাদ,—আমাকে মাপ্

করবেন। যে কথা বলায় বা শোনায়, এখন আর কোন সার্থকতাই নেই, কেবল একটা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য—সেটা শোনবার ইচ্ছা করবেন না।

মিষ্টার শেফার্ড বলিলেন,—"My young man, তুমি কি জান না—সত্য কোন অবস্থাতেই নিরর্থক নয়। শুনতে আমার যে কৌতূহল নেই তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে একটা মজা পাবার জন্যে আগ্রহ আমার আদৌ নেই।"

সুলতান বলিল,—"দেখুন—যে কারণে বা যে কাজের জন্যে, একপক্ষ কাল অনবরত চিন্তা, চেষ্টা, এমন কি আজ চোর জুয়াচোর হওয়া, আর এই হীনতা স্বীকার,—তার আশা যখন নির্মূল হ'য়ে গেছে, তখন সে সত্যেরও এখন আর কোন সার্থকতা নেই। সেটা এখন কেবল একটা 'কথার কথা' রয়ে গেছে, তার আর কোন মূল্য নেই। আমার যদি কেবল বাড়ী যাওয়ার তরে বাড়ী যাওয়া হ'ত, তা'হলে এমনটা কখন' ঘটতে পেত' না। সেরূপ আগ্রহ আমার ছিলও না, এখন ত' নাই-ই। বরং এখন বাড়ী না যাওয়াই আমার ভাল।" এই বলিতে বলিতে সুলতানের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, তাহার বাম হস্ত—টেবিলটাকে অবলম্বন পাইয়া চাপিয়া ধরিল, ও তাহার একটি সুগভীর নিঃশ্বাস পড়িল। একটু নীরব থাকিয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"উনি সত্যই বলেচেন—আমার মাথার ঠিক নেই, আমি একটু বসি" বলিয়াই সে মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

মিষ্টার শেফার্ড ব্যস্ত হইয়া, "ব্যাপার কি ?" জিজ্ঞাসা করিলেন ও চেয়ারে বসিতে বলিলেন। সতীশ সুলতানকে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল, ও শেফার্ড সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—"এমন কিছু না—weakness (শারীরিক দৌর্বল্য) মাত্র।" পরে বলিল—"আপনার মত ভদ্র লোককে ঘটনাটা বলতে আমার আপত্তি নেই ; বিশ্বাস করুন না করুন, I don't mind (আমার তাতে আসে যায় না)। আর আপনার কাছে কিছু প্রত্যাশা করেও বলচি না—সেটা স্মরণ রাখবেন।"

সুলতান বামহস্তে নিজের কপালটা চাপিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, সে হাত ছাড়িয়া ব্যস্ত ও কাতরভাবে সতীশকে বলিল—"Spare me (আমাকে লজ্জা দেবেন না)।" তাহার চক্ষুই তাহার কাতর আবেদন পরিস্ফুট করিয়া দিল, এবং তাহা মিষ্টার হার্ডীর তীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি নিজে নিজেই অনুচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—"সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি।" এই বলিয়া দন্তের উপর দন্ত চাপায়, তাঁহার সেই নীল চক্ষু দু'টিতে যেন একটা বিজয়ানন্দ ফুটিয়া উঠিল,—এবং তাঁহার ডানপা'টি নৃত্য করিতে লাগিল।

সতীশ থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, "You ought to have adorned "Scotland Yard" Mr. Hardy" বিদ্রূপটা হার্ডী সাহেবকে খুবই বিঁধিল।

মিষ্টার শেফার্ড অবস্থাটা বুঝিয়া, চট্ করিয়া বলিলেন—"Yes, he is duty personified (হাঁ, উনি কর্তব্যের প্রতিমূর্তি,—কর্মবীর)।" পরে সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমিই এখন ঘটনাটা শোনাও, আমি তোমার সব সর্তেই রাজি আছি।"

সতীশ।—কিন্তু যাদের বাড়ীতে ছেলে মেয়ে নেই, যারা জগতের ঐ সুকোমল সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত, তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রায় ভোঁতা, তারা ত' আমার কথাটা বুঝতে পারবে না।

মিষ্টার শেফার্ড হাসিয়া বলিলেন, "সে সম্বন্ধে তুমি দুর্ভাবনা রেখ না, আমার নিজেরই পাঁচটি, and I am tired of them, আমি জ্বালাতন হয়েছি।"

সতীশ।—মুখে ওটা সকলেই বলে থাকেন, কিন্তু একটি যদি খসে, বা একটির স্নেহ-কাতর আবেদন যদি রক্ষা করতে না পারা যায়, তখন প্রাণের মধ্যে তার পরিচয় আপনিই ফুটে ওঠে—বাইরে প্রমাণ খুঁজতে হয় না।

মিষ্টার শেফার্ড।—"Oh, don't remind (ও কথা আর মনে করে দিও না)" এই বলিয়া তিনি এমন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন যে, টেবিলের কাগজপত্র যেন সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

আমাদের সতীশের বক্তৃতা-শক্তিটা বরাবরই ছিল; সে কখন' কখন' গোলদিঘীর 'গ্যারিবল্‌ডি' হইয়াও দাঁড়াইয়াছে! আজিকার ঘটনাটি সে সংক্ষেপে অথচ আন্তরিকতার সহিত—ভাবপূর্ণ-ভাষায় বলিয়া গেল, এবং কি ভাবে ও কতটা ভাবনা, চিন্তা ও উদ্যমের মধ্যে—কোন পরিচিতের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া,—পরে অপর কোন ট্রেন না থাকায়—শেষ মুহূর্তে হতাশ, বিমূঢ় ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার অতীত অবস্থায়—গাড়ীর মধ্যে সে অসম্বিতে নীত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিল।

সতীশ সবই নিজের উপর আরোপ করিয়া বলিয়া গেল। পরিশেষে বলিল—"ঐ একমাত্র ট্রেন, যা—সময়ে আমাকে আমার প্রতীক্ষাপরায়ণা ভগ্নীর বহুদিন সঞ্চিত সাধটি পূরণ ক'রে তাকে আনন্দোৎফুল্ল করতে পারত' ও উৎসবানন্দে যোগ দিবার সুযোগ দিত, তা যখন চলে গেল,—তখন চোর বলেই নির্যাতিত হই আর শাস্তিই পাই, সেটা সেই আশা-হতা বালিকার মর্মপীড়ার তুলনায়—অতি তুচ্ছ! এখনো সে আশায় আনন্দে কত না কল্পনার ছবি আঁকছে, কত না পথ চেয়ে আছে!" এই শেষ কথা কয়টি বলিতে সতীশের গলাও ভার হইয়া আসিল, তাই সে কেবল এইমাত্র বলিয়া শেষ করিল—"বাড়ী যাবার সে ক্ষিপ্ত-উৎসাহ কোথায় চলে গেছে, এখন প্রাণ কেবল না-যাওয়াটাই চাচ্ছে।"

সতীশ বলা আরম্ভ করিবার পরই, মিষ্টার হার্ডী, টাইম্-টেবল্ রাখিয়া খুব অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে, মুখে চখে অবিশ্বাসের ভাব লইয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া শুনিতে আরম্ভ করেন।

খানিকটা শুনিবার পর—তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইতে থাকে। ক্রমে কপালটা কুঞ্চিত হইতে হইতে, সহসা মুখ চোখ চিন্তাপীড়িত হইয়া পড়ে।

মিষ্টার শেফার্ড তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—I fully understand the situation (আমি অবস্থাটা খুবই বুঝচি), এবং উঠিয়া দ্রুত পদচারণা করিতে, রুমালে নাক্ ঝাড়িতে ও নাক চোখ মুছিতে আরম্ভ করিলেন। পরে মিষ্টার হার্ডীর পিঠে হাত দিয়া, একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ডোরা আমার বুকে এই কষ্টই রেখে গেছে. একটা—blue skirt (নীল রংয়ের জামা) মাত্র চেয়েছিল, আমি অত' গা করিনি,—ফিরে গিয়ে আর,—Oh my—" বলিয়াই একটি চাপা গম্ভীর শব্দ করিয়া উঠিলেন। বোধ হইল যেন একটা কঠিন ধাক্কা—তাঁহার লৌহ-কপাট-সদৃশ বক্ষে সজোরে আঘাত করিল।

মিষ্টায় হার্ডী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"Don't be a child—old boy (এ বয়সে ছেলেমানুষী কর' না)।"

মিষ্টার শেফার্ড পশ্চাতের কামরায় চলিয়া গেলেন ও বেয়ারাকে দু' গেলাস সোডা দিতে বলিলেন। মিষ্টার হার্ডীও সেই কামরায় ঢুকিলেন এবং বেহারা-প্রদত্ত সোডা মিশ্রিত হুইস্কী, উভয়েই ধীরে ধীরে উপভোগ করিতে লাগিলেন।

যে বৃদ্ধ লোকটি ষ্টেশন-মাষ্টারের কামরায় পাখা টানিতেছিল, তাহার নাম ছেদি, জাতিতে কুর্মী ; সে সব কথাই শুনিয়াছিল এবং ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল। সে সেই অবকাশে সুলতানের সন্নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল,—"বাবু আমি গরীব, আমার কাছে এগার আনা পয়সা আছে,—যখন ফিরবেন দিয়ে যাবেন, এদের এখন ফেলে দিন। আর কিছু দরকার হয় ত' ছুটি পেলেই আমি সাথীদের কাছ থেকে এনেদি।" এই বলিয়া সে কোমর হইতে পয়সা বাহির করিতে লাগিল।

সুলতান উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"ভাই, খোদা তোমাকে এর বদলা দেবেন, এ তোমার দেওয়াই হয়েছে, কিন্তু আজ আর আমাদের যাবার গাড়ী নেই ; দরকার বুঝি ত' তোমার কাছেই চাইব।"

সাহেবদ্বয় যথাস্থানে আসিয়া বসিলেন।

মিষ্টার শেফার্ড একটি চুরট্ মিষ্টার হার্ডীকে দিলেন, ও একটি নিজে ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন—"সব শুনলে ত',—এখন কি করবে ?"

মিষ্টার হার্ডী একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—"Why, it does not prove settlement of Company's dues, does it ? (ওতে কোম্পানীর পাওনা মেটাবার মত কি আছে ?)"

মিষ্টার শেফার্ড মিনিটখানেক অবাক থাকিয়া বলিলেন—"If it does not, I

believe this piece of paper does. (ওতে যদি না মেটে, আমার বোধ হয় এই কাগজের টুকরোটায় মিটতে পারে।)" এই বলার সঙ্গে সঙ্গে—বুক-পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মিষ্টার হার্ডীর মুখের কাছে ধরিলেন।

সে সময় মিষ্টার শেফার্ডের মুখের ভাব, মিষ্টার হার্ডীর ব্যবহারের বিপক্ষে সুতীব্র বিদ্রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আর সেটা যেন তাঁহার হাতে রূপ ধরিয়া মিষ্টার হার্ডীর চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিষ্টার হার্ডীর রক্ত, চোখের পাশ দিয়া দু-দু'বার কর্ণ পর্যন্ত ছুটিয়া কপালের দুইধারে উঠিয়া সহসা মিলাইয়া গেল। তিনি একটু ফাঁকা হাসি হাসিয়াই—Thank you my noble Sir (ধন্য মহোদয়) বলিয়াই নোট্ খানি ছোঁ মারিয়া লইলেন ও পাল্‌টা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "এত দিনে, বিনা টিকিটের আরোহীদের একটা হিল্লে হ'ল আমিও অনেক botheration (ঝঞ্ঝাট) থেকে বাঁচবার একটা উপায় পেলুম।" এই বলিয়াই তিনি পকেট হইতে Receipt book (রসিদ বই), ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া এবং টেবিলের উপর হইতে বর্ধমানের টিকিটখানা নিজেই তুলিয়া লইয়া,—একমনে হিসাবে বসিয়া গেলেন।

সতীশ ব্যস্ত হইয়া—মিষ্টার শেফার্ডকে—"মহাশয়"—বলিয়া, কি বলিতে যাইতেছিল। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন,—"এটা দান ব'লে মনে কোর' না, যখন ফিরবে আমাকে দিয়ে গেলেই হবে।"

সতীশ পুনরায় বলিল—"কিন্তু আজ আর যখন ট্রেন নেই—আর অন্য দিনে যাওয়াও যখন বৃথা—"

মিষ্টার শেফার্ড আবার বাধা দিয়া বলিলেন—"ব্যস্ত হচ্চ কেন,—আমি বিশ মিনিটের মধ্যেই ৭টা ৩৫ মিনিটের Goods-এ (মালগাড়ীতে) তোমাদের book কোরে দেব (পাঠিয়ে দেব)।"

এই কথার শেষেই ছেদির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস—"রামজী মালিক", শুনা গেল।

Goods-Train-এর (মালগাড়ীর) নাম শুনিয়াই মিষ্টার হার্ডীর পেন্‌সিল থামিয়া গিয়াছিল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে, গলাটা রাজহংসের মত সামনে বাড়াইয়া দিয়া, একটা কথা জিজ্ঞাসার ফাঁক খুঁজিতে ছিলেন। এইবার বলিলেন, "Goods ট্রেনে পাঠানই তাহলে ঠিক ? তাতে কিন্তু 2nd class-এর fare (দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া) লাগবে।"

মিষ্টার শেফার্ড বলিলেন,—"সেটা বোধ হয় আমি জানি।"

মিষ্টার হার্ডী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অঙ্কশাস্ত্রে মন দিলেন, ও দশ মিনিটের মধ্যে—ভাড়া, জরিমানা প্রভৃতি পাই পয়সা হিসাব করিয়া রসিদ ও বাকি টাকা আনা, মিষ্টার শেফার্ডের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন।

মিষ্টার শেফার্ড রসিদ খানি সতীশের হাতে দিয়া বলিলেন—"আশা করি এখন তোমরা—বালিকাটির কোমল হৃদয়ের কোনরূপ আঘাত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পৌঁছিতে পারবে।"

সতীশ বিনীতভাবে বলিল—"আপনার সহৃদয়তা ও উদারতাই এ সাহায্যের মূল। আপনি আমাদের যে উপকার করলেন, তার পরিবর্তে—ধন্যবাদ দেওয়া বা কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা পাওয়াই মূঢ়তা। আপনার সৌজন্য ভুলতে পারব না। আমাদের সৌভাগ্য যে, বিপাকে পড়েছিলাম,—তাই এই আদর্শ লাভ হ'ল।"

মিষ্টার শেফার্ড সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এস এস, ওসব থাক্, গাড়ী এল বলে।" এই বলিয়াই তিনি প্ল্যাট্‌ফরমের দিকে চলিলেন, সতীশ সুলতানকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিষ্টার হার্ডী ইতিপূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিলেন।

সুলতান ছোঁদির সহিত দুই চারিটা কথা না কহিয়া আসিতে পারিল না। প্ল্যাটফর্মে আসিয়াই সে মিষ্টার শেফার্ডের নিকট গিয়া বিনয়-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—"আপনি আজ আমাকে এমন একটা বেদনা থেকে বাঁচালেন, যা আমার জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকতো।"

এই সময় মালগাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টার শেফার্ড গার্ডকে বলিয়া দিলেন—"এই দুই ভদ্রলোক তোমার গাড়ীতে যাবেন,—এ'রা 2nd class passenger (দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী)।"

মিষ্টার হার্ডীকে দেখা গেল না,—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এমন সময় টেলিগ্রাফ্-আপিস্ হইতে বাহির হইয়া, মিষ্টার হার্ডী ছুটিয়া গার্ডের কামরায় উঠিলেন। সতীশ সহজ হাসির ভাবে বলিল—"Welcome (আসুন) মিষ্টার হার্ডী, আবার টিকিট্ দেখতে চাইবেন না ত!"

মিষ্টার হার্ডীও হাসিয়া বলিলেন—"আমার duty'ইত' (কর্তব্য কর্মইত') তাই,—তবে নিজের হাতে লিখে দিয়েছি, নিজেকে আর অবিশ্বাস করি কি করে!"

সতীশ বলিল—"তাহলে দেখচি, আপনার নিজের ওপর বিশ্বাসটা এখনো হারাননি!"

কথাটা শুনিয়া মিষ্টার হার্ডী অবাক হইয়া সতীশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

[৩]

তখনো ষষ্ঠীর চন্দ্র হাসিতেছিল। ট্রেন ত্রিশ্‌বিঘা ষ্টেশনের সন্নিকট্ হইতেই, দূর হইতে বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত একটি করুণ-সুর ভাসিয়া আসিয়া কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল—

পথ'পানে চেয়ে চেয়ে অন্ধ হ'ল দু'নয়ান
বিলম্বে—কি দিয়ে আমি হেরিব মা সে' বয়ান !
দিন, মাস, দণ্ড গণি—বৎসর করেছি শেষ,
কি ক'রে কঠিন হ'লে—বুঝিলে না মোর ক্লেশ,
আর না বাঁচিব আমি—নিশি হ'লে অবসান।

সতীশের প্রাণে ইহা এমন এক চিত্র আঁকিয়া যাইতেছিল, যাহা তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলিতেছিল,—তাহার প্রাণ-মন সিক্ত করিয়া দিতেছিল। গায়কের প্রাণের সত্য ছায়াটি তাহার প্রাণে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিতেছিল।

আবার তাহা সুলতানের প্রাণে আর এক চিত্র প্রতিফলিত করিতেছিল। সে সুকোমল তুলিকার সূক্ষ্ম রেখাগুলি, তাহার প্রত্যেক শিরাকে বিচলিত করিয়া দিতেছিল, তাহার মনের সম্মুখে আর একটি ব্যথা-বিধুর মর্ম—স্তরে স্তরে খুলিয়া খুলিয়া দেখাইতেছিল, ও তাহার নীরব মর্মন্তুদ কাতর নিবেদন, নিদারুণ সুরে তাহার হৃদয়ে বাজিয়া উঠিতেছিল,—তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিল না, হঠাৎ সতীশের হাত ধরিয়া বলিল—"দাদা আপনি যাবেন ত? আমি একলা—"

সতীশ সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—"যা'ব বইকি ভাই,—একা কেন? আমি ত' রয়েছি—"

মিষ্টার হার্ডী বলিয়া উঠিলেন,—"সতীশ বাবু,—I both admire and respect you, any one ought to be proud of your friendship (আমি তোমায় কেবল প্রশংসাই করি না,—তোমাকে সম্মান করি,—যে-কেহ তোমার বন্ধুত্বের গর্ব করতে পারে)—কিন্তু আমি তোমাকে সব মহত্ত্বটা নিতে দিচ্ছি না,—আমারও তার একটু অংশ পাবার লোভ আছে। তোমাকে আর যেতে হবে না; আমি ব্যাণ্ডেল থেকেই বৈঁচির স্টেশন-মাষ্টারকে টেলিগ্রাফ করে এসেছি,—সুলতানকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্যে—দু'জন স্টেশন-কুলি ও দু'টি হরিকেন-ল্যাম্প প্রস্তুত রাখতে।"

মিষ্টার হার্ডীর কথায় দু'জনেই আশ্চর্য ও অবাক হইয়া গিয়াছিল। কথা শেষ হইলে সতীশ বলিল—"Are you in earnest? ঠিক্ বললেন, না তামাসা করচেন?"

মিষ্টার হার্ডী হাসিয়া বলিলেন,—"আমার পূর্বের ব্যবহার দেখে বুঝি বিশ্বাস হচ্চে না! সেটা ছিল আমার duty (কর্তব্য),—যার জন্যে আমি মাইনে পাই। চাকরির কর্তব্য আর নিজের কর্তব্য কি একই জিনিষ? সেটা আমি কোম্পানীর জন্যে করি, আর এটা আমার নিজের।"

সতীশ কথা না বাড়াইয়া বলিল,—"যখন টেলিগ্রাফ্ করেচেন, তখন আবার কষ্ট ক'রে এলেন কেন? বৈঁচি ছোট স্টেশন—রাত্রে কষ্ট হবে।"

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন,—তুমি ঠিকই ঠাউরেচ, কিন্তু কেন যে এলাম সেটা বল্লে তোমার ভাল লাগবে না। আমি যদি আজ কোন 'মিষ্টার অমুকের' জন্য ব্যবস্থা রাখতে বলতুম, তা'হলে আমার আসার আবশ্যকই ছিল না; কিন্তু নিজের দেশের লোক—এমন কি স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও, তোমাদের দেশের ঐ সব জীবগুলির উপর আমার আদৌ আস্থা নেই···। নিজের ছাড়া—দেশের লোকের উপকারে তারা অভ্যস্ত নয়—"

সতীশ কথাটার ভাল প্রতিবাদ খুঁজিয়া না পাইয়া, ঢোক গিলিয়া কেবলমাত্র বলিল, —"একে ত' বহুদিনের পরাধীনতায় লোকের মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তার উপর সেই বিদেশীর তাঁবেই চাকুরি,—কাজেই সে-মানুষ সহজেই নিজেকে হারিয়ে বসে।···"

এই সময় গাড়ী আসিয়া বৈঁচি স্টেশনে থামিল।

মিষ্টার হাডী গার্ডকে বলিলেন—"একটু দেরি করতে হবে।"

বৈঁচির স্টেশন মাষ্টার গদাধর গাঙ্গুলী, মিষ্টার হার্ডীকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেলেন।

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—কৈ—তোমার লোক কই ?

তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে, একবার—"পলটু—পলটু" করিয়া এদিকে, একবার "গণপৎ—গণপৎ" করিতে করিতে ওদিকে, ছুটোছুটি আরম্ভ করিলেন।

মিষ্টার হার্ডী সতীশের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

প্ল্যাট্‌ফর্মের একপ্রান্ত হইতে সেই "পল্‌টু" আর 'শালা', কখনও "গণপৎ" আর 'রাস্‌কেল্‌', শ্রুত হইতে লাগিল! চার পাঁচ মিনিট চীৎকার আর ছুটোছুটির পর ষ্টেশন-মাষ্টার মশাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন,—"এখন তারা আসছে 'সার্‌'।"

মিষ্টার হার্ডী ;—তারা কোথায় ?

ষ্টেশন-মাষ্টার।—একজন সার্‌ খে'তে বসেছে, আর রাস্‌কেল্‌ গণপৎ সার্‌ "ডিস্‌টেন্ট-সিগ্‌নেলে" তার কে মেসো আছে সার্‌, সেখানে দোস্তি দেখাতে গেছে। সব শালা বেইমান সার্‌।

মিষ্টার হার্ডী,—অর্থাৎ তুমি কিছু করনি,—করতেও না। কিন্তু আমি এই বসলুম, —দশ মিনিটের মধ্যে আমার এই young friend কে আমি বাড়ী পাঠাতে চাই।

ষ্টেশন-মাষ্টার,—Beg your pardon Sir—মাপ্‌ করবেন সার্‌, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব হাজির করচি সার্‌। বদ্‌মাইস বেটাদের টিকি দেখতে পাবার জো নেই সার্—আমাকে হায়রান ক'রে মারলে। চোট্টা বেটা লক্ষ্মণ-ভোজনে বসেছে।" —ইত্যাদি বলিতে বলিতে আবার ছুটিলেন।

একটু অন্তরাল হইয়া গাঙ্গুলী মশাই—সিগ্‌নেলার বাবুকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"ওহে নেপেন, এ ব্যাটা দেখচি যমের মত ঘাড়ে চাপলো, শালাকে চেন' ত'! দু'টো

হরিকেন ভাই চট্ করে জোগাড় করে রাখ, নইলে জান্ খাবে। উঃ আমি ত' আর পাচ্চি না, (চীৎকার করিয়া) "ওরে পল্টু, ওরে শা—লা!" (নেপেনের প্রতি) এ কাঁচাখেগো দেব্তা ব্যাটা কোথা থেকে এক মড়াণ্ডে নবাবপুত্তুর সঙ্গে ক'রে এল,—তাঁর বাঁধা রোশনাই না হলে চলবে না,—বাবুর যেন শ্বশুড়বাড়ী, একটা জোটে না, দু-দু'টো ল্যাম্প! একলা পেলে দেখতুম চল্‌তো কি না!—"ওরে পল্টু, তোমারা পিণ্ডী গেলা হ'ল রে ব্যাটা? ওহে নেপেন—ব্যাটারা যে সাড়া দেয় না হে, শুলো না কি! আমি ত দাঁড়াতে পারচি না। দু'টো ল্যাম্প দ্যাখ্ বাবা—লক্ষীটি।"

নেপেন বলিল—তেল যে নেই!

ষ্টেশন-মাষ্টার,—তোমরা আমার চাকরি খেলে দেখচি। (দাঁত মুখ বিকৃত করিয়া) এত দিন কাজ কোরে,—"তেল নেই!" এখানে তেল আবার থাকে কবে? এখানেই যদি থাকবে ত' বাড়ীতে রাধার কুঞ্জে জ্বলবে কি! দাওনা দাদা জল ঢেলে পুরিয়ে, ওপরে মিনিট দশ-পনর জ্বলবার মত দু'পলা ছড়িয়ে দিলেই ঢের হবে। পো-খানেক পথ যাবার পর, নিবে গেলে কি আর বাড়ীমুখো-লোক ফেরে! এই বুদ্ধি'নে বুঝি চাকরি করতে এসেছ!

নেপেন।—হ্যাঁ, তারপর ফিরে এসে যদি ঐ কথা রিপোর্ট করে? গণপৎ ব্যাটা যে রকম জালিম লোক।

ষ্টেশন-মাষ্টার।—হার্ডী ব্যাটা 'সত্যি থাক'বে নাকি? ওর নীল চোক দু'টো দেখলে আমার বুকে খিল্ ধরে! বল' কি হে,—ও থাকবে!

এমন সময় মিষ্টার হার্ডী ডাকিলেন—"ষ্টেশন-মাষ্টার!"

ষ্টেশন-মাষ্টার।—ঐ নাও; দুর্গা দুর্গা,—(উচ্চ কণ্ঠে) Yes সা—র্,—চাকরি আর রইল না! নেপেন শীগ্‌গির নে ভাই,—কুলি ব্যাটাদের ডিবি উপুড় ক'রে কাজ সেরে ফ্যাল্!

এই সময় টেলিগ্রাফের শব্দ আসায় নেপেন বলিল,—"এখন কি করি বলুন?"

ষ্টেশন-মাষ্টার বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"কি করি কি আবার? মরুকগে ও টড়া-টক্কা,—বাঁচিত' সামলে নেব! ওর ত' আর ঘুসিও নেই লাথিও নেই, এ শালা যে দু'য়েতেই ওস্তাদ, মহীরাবণের বাচ্চা! খোক্কোশ ব্যাটা আবার চাকরি খাবার কুম্ভকর্ণ! রক্ষে কর্ দাদা, আর কথা কোস্‌নি।—"ওরে পল্টু,—ও বাপ্ গণপৎ—জল্‌দি ল্যাম্প থেকে আওরে যাদু।" এই হাঁকিয়া,—মধুসূদন, মধুসূদন বলিতে বলিতে মিষ্টার হার্ডীর সম্মুখে হাজির হইয়া বলিলেন,—"সব ready Sir (সব ঠিক সার্)।"

মিষ্টার হার্ডী।—"তা বুঝেছি! Line clear পেয়েছ, late (দেরি) হয়ে যাচ্ছে, ঘণ্টা দাও।"

গাঙ্গুলী মশাই নিজেই ঘণ্টা দিতে ছুটিলেন,—মিষ্টার হার্ডীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচেন।—

মিষ্টার হার্ডী তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া সতীশের হাত ধরিয়া করমর্দন করিতে করিতে বলিলেন—"দেখলে ত' তোমাদের দেশের লোকের—দেশের লোকের প্রতি টানের নমুনাটা! আমরা কিন্তু এই সব জীবই পছন্দ করি। এদের যা বলাই—বলে, আমাদের সাইকেল্‌খানাও নিজে বোয়ে গাড়ীতে তুলে দেয়! এখন Good-bye—তুমি নিশ্চিন্ত থেক', আমি রাত সাড়ে দশটার মধ্যে তোমার বন্ধুকে বাড়ী পৌঁছে দেব। পৌঁছান খবর না নিয়ে এখান থেকে নড়চি না।"

সতীশ, দিশী-লোকের সম্বন্ধে মিষ্টার হার্ডীর কথা ও নজির, কষ্টের সহিত হজম করিতেছিল। সুলতানের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি বল ভায়া—এখন আমি যেতে পারি? তোমার সঙ্গে যেতেও আমার কোন আপত্তি নেই।"

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন,—সে কি কথা! না—না, মিছি মিছি তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন! আমি সে ভার নিয়েই ত এতদূর এসেছি।

সুলতান।—(সতীশের প্রতি) "দাদা—আপনার কাছে কিছু বলতে আমার লজ্জা হয়, সাহস হয় না। সেলিনাকে যে বেদনা-মলিন দেখতে হবে না, যা আমার হৃদয়ে চিরদিন একটি ক্ষতের মতই থাকত—সে আপনার কৃপায়। আপনার সহৃদয়তা, স্নেহশীলতা ও নির্ভীক সত্যনিষ্ঠাই—সকলকে আমার মত অযোগ্যের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ করে দিয়েছে। আপনি এখন অনায়াসেই যেতে পারেন,—আপনি ত' আমাকে অসহায় ফেলে যাচ্ছেন না।" এই বলিয়া সুলতান হিন্দুদের প্রথামত সতীশের পদধূলি গ্রহণ করিল। সতীশও তাহাকে বুকে চাপিয়া আলিঙ্গন করিল। উভয়েরই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল।

মিষ্টার হার্ডী সুলতানকে বলিলেন,—"মনে কোর না আমি তোমার গুণ-সম্বন্ধে অন্ধ—তোমার কোমল প্রকৃতি, আর তোমার আদর্শ ভগ্নীস্নেহ, আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার প্রকৃতিতে আমি Oriental (প্রাচ্যের) মাধুরী লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সতীশ বাবু is a square man (চৌকোস লোক)"। পরে তিনি সতীশকে বলিলেন—"এইবার উঠে পড়'—দেরি হয়ে যাচ্চে—Good-bye (মঙ্গল-বিদায়)।"

সতীশ গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিল—"Yes, for the present (আজকের মত)। কিন্তু আপনার কাছে আমার দুইটি বিষয়ের তর্ক পাওনা রইল,—আপনার চাকরির কর্তব্য আর নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার, আর আমাদের দেশী (চাকুরে) লোকের—দেশের লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে—" গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মিষ্টার হার্ডী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"My Lord! তুমি ও-কথা দু'টো ভোলনি! আমি জানি তুমি—unsparing (ছাড়বার পাত্র নও)।"

সতীশ (চলন্ত গাড়ী হইতে)—"আজকের জন্যে ষ্টেশন-মাষ্টারকে কিছু বলবেন না।"

মিষ্টার হার্ডী—(দু'পা ছুটিয়া)—"ঐটাই তোমাদের—weakness (চরিত্রের দুর্বলতা) ; তোমার রোগ পুষতে ভালবাস,—আচ্ছা, তাই হবে।"

* * * *

তখনো পল্টু ও গণপতের দেখা নাই। ষ্টেশন-মাষ্টার ক্ষিপ্তের মত একবার এদিক, একবার ওদিক করিতেছেন, ও কুলিদ্বয়ের সপ্ত-পুরুষকে নানাবিধ উপহার দিতেছেন!

নেপেন একটি ডিবি হাতে করিয়া আসিতেছিল, তাহাকে পাইয়া হতাশের মত তাহার হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন,—"ভাইরে যা হয় করগে, কোথা থেকে যম এসে হাজির হল—আমার চাকরির দফা আজ গয়া হ'য়ে গেল! বিপদ্-কালে কোন শালায় দেখা নেই", বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।—"আমি এই কাশ-বনে ঢুকলুম, বেটা ডাকে ত' বোলো"—"লম্বা লম্বা দাস্ত চলচে,—আবার ছুটেচেন।"—"দয়া করে সাপে খায় ত' বাঁচি, —এখন সে শালারাও কি ছোঁবে?—উপকার হবে যে! গেরোয় ধরেছে কি না, তাই সেদিন মাগী আবার রোশনাই করে—মনসা পূজো দিয়ে মরেচেন!"

নেপেন তাঁর ফ্যাকাশে মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, তাই তার হাসিটা দমিয়া গিয়াছিল। গাঙ্গুলী-মহাশয়ের গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে—সব রক্ত জল হইয়া গিয়াছে—গা যেন হিম! তিনি অত্যধিক nervous হইয়া পড়িয়াছিলেন। নেপেন তাঁকে সত্বর বাড়ী গিয়া একটু গরম দুধ খাইয়া শুইয়া পড়িতে জেদ্ করায়, তিনি হতাশ-কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন—"দুধ! সে আর এবার নয় নেপেন, এবারকার মত ও-বেলা শেষ-তিনপো খেয়ে নিছি। এখন ভাই এক-বাটি শেঁকো দাও ত' খেয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হই;—'বুধিটাকে' তুমি নিয়ে যেন নেপেন।"

নেপেন টিকিট-বাবুকে দিয়া তাঁহাকে কোয়াটারে পাঠাইয়া দিল ও বলিল—"ভাববেন না, আমি সব ঠিক করচি।"

"আর্ ঠিক!" বলিতে বলিতে তিনি টিকিট-বাবুর সাহায্যে কোয়াটারে গিয়া 'খাটিয়া' লইলেন।

ষ্টেশন-মাষ্টারের অবস্থাটা কাহারও কাহারও নিকট—বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হওয়াই সম্ভব;—কিন্তু কিছুমাত্রও নয়। সেখানে চাকরি plus (সঙ্গে সঙ্গে) নানাপ্রকার গলদ্, সেখানে মিষ্টার হার্ডীর মত কড়া অফিসারের (কর্মচারীর) সমক্ষে ঐ অবস্থাই ঘটে। বিশেষতঃ মিষ্টার হার্ডীর report বা recommendation (মন্তব্য) যখন ব্যর্থ হয় না। এই কারণে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত;—report ছাড়া তাঁহার হাত-পাও খুব সচল ছিল। তাঁহার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িলে কাহারও বাঁচোয়া ছিল না।

* * * *

গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল,—সতীশ চলিয়া গেল। ষষ্ঠীর জ্যোৎস্নাও নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। ষ্টেশন একপ্রকার লোক শূন্য হইয়া পড়িল।

মিষ্টার হার্ডী সুলতানকে বলিলেন—"এইবার তোমার পালা", এবং সেইখান হইতেই উচ্চ গম্ভীর স্বরে—"পালটু—you গাণপাট্" বলিয়া নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া, যে শব্দ প্রেরণ করিলেন, দূর বৃক্ষরাজি ও মাঠের বিপুল বক্ষ তাহা যেন সহিতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা ফেরৎ দিল ;—চতুর্দিক কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই "হুজুর" বলিয়া পলটু ও গণপৎ সম্মুখেই স-সেলাম দেখা দিল, যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিল।

মিষ্টার হার্ডী তাহাদের হুকুম করিলেন—"এই বাবুকো ঘর্ পঁহুছাদেকর আও। বারা বাজেকে ভিতর আকে হামকো খবর দেনেসে, হাম্ বক্‌সিস্ দেগা। বাবু যো চিট্টি দেগা—লেকে আও—হাম্ ইহাঁই রহেগা।"

মিষ্টার হার্ডী সুলতানকে নিজের একখানি কার্ড দিয়া বলিলেন—"ইহারা তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে কি না, কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া, এদের হাতেই ফেরৎ দিও। সেটা কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া করিও—তার আগে নয়। Mind, they are vetern rogues (এরা পাকা বদমাইস্।)"

গণপৎ বলিল—"হুজুর লাল্‌টেন্ মিলেগা।"

মিষ্টার হার্ডী—"আলবৎ" বলিয়া, সোজা স্টেশন-মাষ্টারের অফিসে ও বুকিং অফিসে যে দুইটি হারিকেন জ্বলিতেছিল, তাহা স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া তাহাদের দিলেন।

পরে সুলতানের হাতে হাত দিয়া, একটু নাড়িয়া বলিলেন—"Now—good-night my young friend,—God speed."

সুলতান।—"আপনার সাহায্য আমি কখন ভুলতে পারব না—"

সুলতান গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় লইয়া, গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। পরক্ষণেই শোনা গেল—গণপৎ গান ধরিয়াছে—

"বতা-দে সখি—"

* * * *

ষ্টেশন-মাষ্টার বাবুর তত্ত্ব লওয়ায়, নেপেন বলিল—"তাঁর লম্বা লম্বা দাস্ত হচ্ছে।"

মনে মনে হাসিয়া সাহেব বলিলেন—"তুমি গিয়ে তাঁকে সেটা বন্ধ করতে বল,—সেটার আর আবশ্যক নেই। আজকের ত্রুটির আমি কোন নোটিশই নেব' না, কিন্তু ভবিষ্যতে কিছু পেলে, সুদ্ শুদ্ধ আদায় হবে—সেটা যেন মনে রাখেন।"

মিষ্টার হার্ডী এইবার, নক্ষত্র-খচিত চন্দ্রাতপ-তলে, একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া, উদাস ভাবে বসিলেন। তাঁহার একমাত্র ভগ্নী সোফিয়ার কথা মনে পড়িল। দেড় বৎসর হইল সোফিয়া তাঁহাকে পর পর তিনখানি পত্র লেখে, ও প্রত্যেক খানিতেই—ভারতের রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির, আর নুরজাহান ও তাজমহলের ফটো পাঠাইয়া দিবার জন্য, আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ জানায়। তিনি—'মিছে কাজ' বলিয়া তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। আজ সেই বিস্মৃত কথা বার বার তাঁহাকে আঘাত করিয়া পীড়া দিতে লাগিল। সোফিয়ার অভিমান-ভারাবনত চক্ষুর মধ্যে, ভগ্নীত্বের অবমাননার নালিশ; তিনি আজ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। অন্যমনস্ক হইবার আশায়, টেলিগ্রাফ আফিসে ঢুকিয়া পকেট হইতে সেই-দিনকার 'ইংলিসম্যান' বাহির করিয়া পড়িতে বসিলেন।

এদিকে,—রাত্র ১১টার মধ্যেই,—পাঁচ-জাতের হৃদয়ের একই সুরে বাঁধা—সত্যকার সাড়ীটি,—ওড়নাখানিকে পূজার অর্ঘ্যরূপে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল।

সপ্তমীর প্রভাতে গ্রামস্থ সকলের "**আনন্দময়ী-দর্শন**" ঘটিল!

দেবী-মাহাত্ম্য

[১]

শ্রীরামপুর জায়গাটা ইংরাজি আমলের First Chapter-এর জিনিষ,—তাই আশপাশের গ্রাম বা সহরগুলির অনেকটা অগ্রগামী; অনেক সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিশালী, আধা-সম্পত্তিশালীর বাস। আয়েসের সামগ্রীগুলো এই সব স্থানেই আড্ডা খোঁজে। তাই 'চা'টাও চট্ করে এখানে চলে গিছলো। এখানে সকলেই একটু উঁচু-চালে চলতে চায়।

ক্ষেত্তর বাবুদের বৈঠক্ থেকে তাসের আড্ডা ভেঙ্গে যখন প্রফুল্ল উঠে প'ড়ল—তখন রাত প্রায় এগারটা। সঙ্গীরা সঙ্গ নিলে; রাস্তায় বেরিয়ে বল্লে—শীতে কালিয়ে গিছি, চল, তোমার ওখানে এক কাপ্ চা খেয়ে যাওয়া যাক্।

প্রফুল্ল বললে—আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তোমরাই বলে ফেল্লে।

একটু তফাৎ থেকে আওয়াজ এল,—"এ অন্তর্যামীটি কে?"

সকলেই সোৎসাহে বলে উঠলো—খুড়ো না কি! আসুন—আসুন,—Welcome!

খুড়ো—না বাবাজি, রাত হয়ে গেছে—তোমারাই যাও।

অবিনাশ—ইস্, বেজায় স্ত্রৈণ হয়ে পড়চেন দেখ্‌চি—

খুড়ো—জৈন মত ধরতে হয়েছে যে বাবাজি। আর Cruelty to animals কেন? ওর প্রায়শ্চিত্তের পাত্তা যে পুঁথিতেও পাই না। সর্বভূক্ ইংরেজ বাহাদুরও—কাঁকড়ার দাড়া ভাঙ্গাটা, দণ্ডবিধির বেড়াজালে ফেলে দিয়েছেন। তবু রক্ষে—যদি দয়া করে একটু কামড়ায়!

অবিনাশ—কেন?

খুড়ো—সব পাপটা চাপে না—কিছ ক্ষয় হয়। 'মধুলিপি'ও বল্‌চেন না—

"নিরস্ত্র যে অরি,—
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।"

অবিনাশ—ওঃ, past all recovery, একদম দুরারোগ্য!

প্রফুল্ল—এখন আসুন তো, দু'ছিলিম গুড়ুক খেয়ে যেতেই হবে।

খুড়ো—ছোঁয়াচ ধরতে পারে বাবাজি—

প্রফুল্ল—সে ভয় রাখবেন না, আমাদের মিন্-মিনে মীনরাশি নয় খুড়ো—এ সব সিংহরাশি।

খুড়ো—"স্ত্রী আচারে" বটে!

প্রফুল্ল—এখন চলুন্ তো,—দু'খানা গরম গরম কড়াইশুঁটির কচুরি খেয়েও যেতে হবে। ও-সব বৈঠকী-কথা বৈঠকে বসে শোনা যাবে।

খুড়ো—তয়ের না কি ?

প্রফুল্ল—কতক্ষণ লাগবে ? দু'ছিলিম চলতে চলতেই এসে প'ড়বে।

খুড়ো—বাজার থেকে ?

প্রফুল্ল—খুড়োর মাথা খারাপ হ'ল দেখচি ! বাড়ীতে এদের কাজটা কি ?

খুড়ো—তা বটে। ওঁদের আবার কাজটা কি ? ওঁদের নিজের কাজ ত নেই-ই বটে।

বার-বাড়ীর দরজা, ঠেলতেই খুলে গেল। অবিনাশ আশ্চর্য হয়ে বল্‌লে—"এ কি রকম ! এত রাত হয়েছে—দরজা খোলা ! এটা ত' ভাল ব্যবস্থা নয় প্রফুল্ল ; এক হপ্তার মধ্যে তিন্ তিন্ জায়গায় চুরি হয়ে গেল—শোনোনি কি ?"

প্রফুল্ল—শুনে ফল ?

অবিনাশ—বুঝলুম না।

ইতিমধ্যেই বৈঠকখানায় আলো দেখা দিল।

"বস্‌বে এস,—এসে বলচি" বলেই প্রফুল্ল বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

রাত সাড়ে এগারটা,—পাড়া নিস্তব্ধ ; বাড়ীর মধ্য থেকে স্পষ্ট শোনা গেল—প্রফুল্ল বলচে,—চট্ ক'রে খানকতক কড়াইশুঁটির কচুরি আর পাঁচ কাপ চা বানিয়ে ফেল। অপেক্ষাকৃত নীচু সুরে বলা হ'ল,—আর তাওয়াদার এক ছিলিম তামাক, বৈঠকখানার দোরগোড়ায় রেখে এলেই আমি নিয়ে-নেব'খন। এইটে আগে,—বুঝলে ?

রমণী-কণ্ঠে শোনা গেল,—এত রাত্তিরে খুকী আর বিভূতি একমুড়োয় পড়ে থাকবে,—তাদের কাছে যে কারুর থাকা দরকার।

প্রফুল্ল—ঘরে আলো ত জ্বলচে।

রমণী সকাতরে বল্লেন—যদি ভয়-টয় পায়—তুমি এক একবার দেখো—

প্রফুল্ল বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে—আচ্ছা, সে হবে এখন ; তুমি চট্ করে নাও,—ভদ্দরলোকদের দেরি করাতে পারব না। আর দেখ—আমার তরে আজ আর আলাদা লুচি ভেজে কাজ নেই, ওই কচুরি হলেই হবে।

প্রফুল্লর রাত্রে লুচি খাওয়া অভ্যাস—যত রাতই হ'ক্ সেটা গরম গরম ভেজে দিতে হয়। তাই রমণী বল্‌লেন,—সে কি হয়—তোমার তা হ'লে খাওয়াই হবে না। তোমার তরে দু'খানা লুচি ভেজে দিতে আমার আর কতক্ষণ লাগবে।

তা যা হয় কর'—আর অমনি গোটাকুড়িক পান সেজে, গড়গড়ার সঙ্গে রেখে এসো—বলতে বলতে প্রফুল্ল বেরিয়ে এলো।

[২]

"হল ব'লে" বল্‌তে বল্‌তে প্রফুল্ল বৈঠকখানায় প্রবেশ করেই টেবিলের ওপর থেকে একজোড়া ঝক্‌ঝকে তাস মাইফেলের মাঝখানে ফেলে দিয়ে বল্‌লে—"ততক্ষণ দু'হাত চলুক।"

কুমুদ বল্‌লে,—"বাঃ—দেখি দেখি, এ জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করলে,—বেঙ্গল-ক্লাব থেকে বুঝি?"

খুড়ো বললেন,—মোকিঞ্জি-লায়েল্‌ বজায় থাকুক্‌, প্রফুল্লর অভাব কি! মার্কাটা দেখেছ—বাজের ওপর ঘুঘু ব'সে—ভারি rare (দুর্ল্লভ) জিনিস্‌, আবার তেম্‌নি পয়মন্ত! প্যারিসের পণ্ডিতেরা ওর নামকরণ করেছিলেন—"রমণী-নিগ্রহ!" বড়লোকের বৈঠকখানাতেই ওঁর বাস;—বাবাজির সময় ভাল।

"খুড়ো এইবার খুল্‌চেন" ব'লে, প্রফুল্ল একখানা তাস তুলে নিয়ে, খুড়োর সামনে এগিয়ে ধরে বল্লে—একবার গ্লেজ্‌টা (মসৃণতাটা) দেখুন।

খুড়ো—ও আর দেখাতে হবে না বাবাজি,—আমার কপালের চেয়েও গ্লেজ্‌টা বেশি দেখ্‌চি—কোথাও কিছু ঠেক্‌ খায় না—ছোঁবার আগেই পিছলে যায়।

উপেন ভাসাতে গিয়ে, তাসগুলো বৈঠকখানাময় ছড়িয়ে গেল।

খুড়ো—বল্‌লেন,—জিনিষ বটে! বোধ হয় ভিজিয়ে থ্যালে।

উপেনকে "জানোয়ারটা" ব'লে, কুমুদ কুড়ুতে লেগে গেল।

"ওঃ" ব'লেই প্রফুল্ল ভেতরদিকের দোরটা খুলে—তাওয়াদার গুড়ুক সহিত গড়গড়াটা আর রূপোর পানের ডিপে, আসরে হাজির করে দিলে।

খুড়ো বল্‌লেন,—ঝি-মাগী এত রাত অব্‌ধি রয়েছে না কি! সাধে বলেছি—প্রফুল্লর সময় ভাল!

প্রফুল্ল—ঝি আবার কোথায় দেখলেন! সে-বেটি বেলাবেলি সন্ধ্যে জ্বেলেই—নিজের আলো নিবিয়ে দেয়!

খুড়ো—তুমি ত বাবাজি বৈঠকে ব'সে,—তবে তামাক্‌ সাজলে কে?

প্রফুল্ল—কেন—আর কেউ সাজতে পারেনা নাকি! সাধে বলেচি—খুড়োর মাথা খারাপ হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

খুড়ো—সম্প্রতি অনেকের মুখেই ওই কথাটা শুনছি। আনন্দ এই যে,—মাথাটা তা হলে আগে ভাল ছিল। দেখ্‌চি নিজে সেটা না ধরতে পেরে—ছেলেবেলা থেকে কত ভাল জিনিসই খুইয়ে এসেছি!

উপেন—তার আর ভুল নেই খুড়ো,—হাতী যদি নিজের দেহটা দেখতে পেত—তা'হলে—

খুড়ো বাধা'দে বল্‌লেন,—ঐ "তা'হলে"টা আর ভেঙ্গে বলতে হবে না বাবাজি ;—মানুষ আঁসি তয়ের করে দেশের অতিকায় ছেলেগুলোর কি উপকারই করে দিয়েছে—

উপেন ছিল স্থূলকায়। একটা বড় রকমের হাসি পড়ে গেল। তরঙ্গটা মিলিয়ে এলে, অবিনাশ বল্লে,—কথাটা ভুলেই গিছলুম,—হ্যাঁহে প্রফুল্ল, তখন জিজ্ঞেস করলুম—এত রাত পর্যন্ত সদর দোরটা অমন খোলা রয়েছে, অথচ চারদিকে চোরের উপদ্রব চলেছে, শোননি কি ? তুমি বললে—'শুনে ফল্' ! তার মানে কি ?

প্রফুল্ল,—এমন কিছু না। একদিন রাত্রে বেড়িয়ে এসে ডাকলুম,—দু'মিনিট হয়ে গেল উত্তর নেই—দোর খোলাও নেই ! রাত তখনো সাড়ে বারোটা হয়নি হে !—রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। সজোরে একটা লাথি মারতেই খিল্‌টা কোথায় ছট্‌কে গেল !

খুড়ো—এক লাথিতে, অ্যাঁ ?—মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে ! তারপর ?

প্রফুল্ল—দেখি, লাণ্ঠান্ নিয়ে ছুটে আসচেন ! খুকিটে চিল চেঁচাচ্চে,—বরদাস্ত করতে পারলুম না,—লাণ্ঠানটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

খুড়ো—আমিও ঠিক্ তাই ভাবছিলুম,—ও সময়ে ও-ছাড়া আর কিছু আসতেই পারে না,—fitও করে না। আমি নিজে না পারলেও, তোমাকে দুষ্‌তে পারি না। দাব্ থাকা চাই বই কি ! তা নয় ত' স্ত্রী-পুরুষে প্রভেদ থাকে কোথায় !

প্রফুল্ল—শুনুন,—তার পর সাড়ে তিন মাস হয়ে গেল,—আজো দোরের খিল্‌টে হ'ল না ! সেটাও কি……

খুড়ো—তুমি যে অবাক্ করলে বাবাজি ! তুমিই ভাঙ্‌বে আবার সারাতেও হবে তোমাকেই ! তা'হলে ত যার অসুখ তাকেই ডাক্তার ডাকতে—তাকেই ওষুধ আনতে যেতে হয় ! এ ত সংসার নয়, এ যে শাঁখের করাত। তোমার ত তা'হলে বাঁচোয়া নেই দেখচি !

অবিনাশ—ও জাতই ঐ রকম।

খুড়ো—তাইত !—আচ্ছা, অতবড় ছেলে—সেটা করে কি ? নেণ্টো ছ'বছরের হ'ল না। এই ত' মুচীপাড়ার পাশেই গুপে ছুতরের ঘর,—বড় জোর দেড়-পো পথ। সদর রাস্তার ওপরেই,—এত' ভয় কিসের ! বউ-মা নিজে যেতেও ত' পারেন—

প্রফুল্ল—অদেষ্ট খুড়ো—অদেষ্ট ; টাকা রোজগারও করবো, আবার ছুতোর খুঁজতেও ছুটবো—

খুড়ো—মজা মন্দ নয় ! না, তা আমি নিজে যাই হই, এতে সায় দিতে পারি না বাবাজি।

প্রফুল্ল—সব ত' শোনেন নি,—সেদিন গরুটো থানায় গিছলো, আমি না ছাড়িয়ে আনলে ত' আসবে না ! চুলোয় যাক্—নিলেম হয়ে গেছে, বেঁচেছি।

খুড়ো—বল' কি—অমন পোষা গরুটো নাহক অন্যের গর্ভে গেল! দু'পা গিয়ে খালাস্ ক'রে আনতেও কি দু' ছেলের মা'র ভয়! থানার লোকেরা যে আমাদের রক্ষক,—এটাও কি এতদিনে বোঝেন নি!

উপেন—দোরের খিল্‌টে করিয়ে নিতে যারা পারে না, তারা গরু ছাড়াতে যাবে—

প্রফুল্ল—চুলোয় যাক্—চোরে নে' যায়, ওরই যাবে,—রাখতে পারে ওরই থাকবে—ও সব আর আমি ভাবি না।

খুড়ো—বেশ করেছ, আমিও ঐ ব্যবস্থা দিতে যাচ্ছিলাম। তা না ত' ও-জাত জব্দ হবে না বাবাজি।

কুমুদ—বলচেন বটে,—কিন্তু ও জাতটিকে বাগাতে ভীমার্জুনও পারেন নি।

খুড়ো—ও কথা আমি মানি না। তারা লেখাপড়া শিখলে কবে বাবা! ওঁদের প্রোফেসার ছিলেন ত' সেই দু'ধের কাঙাল দ্রোণাচার্য। সারা মহাভারতখানা টুঁড়ে একখানা Row's Hints-এর খোঁজ মেলে না! উচ্চশিক্ষা না পেলে হবে কেন? তোমরা সেটা পেয়েছ,—তোমরা কেন হ'ট্‌বে; লেগে থাকলেই পারবে,—শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম্।

কুমুদ—পারচি কই খুড়ো! এই ত' গেল রবিবারের কথা,—নিতাইদের বৈঠকে পাশা চলছিল,—কি জমেই ছিল! তিন চার কাপ্ চা'ও চলে গেল—

খুড়ো—তা চলবে না,—ওটা হ'ল ভদ্রলোকের বাড়ী! তারপর?

কুমুদ—সে ছেড়ে কি ওঠা যায়—

খুড়ো—উঠ্‌তে বলে কে! ওঠবার কথা ত' কোথাও নেই,—মহাভারতে ত' তার দরাজ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শুধু মূর্খের মত খেললেই হয় না,—আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য থাকা চাই। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একটু বুদ্ধি ধরতেন বড়টি—তাই ও জাতকে বিদেয় করবার সহজ উপায় খেলার মধ্যেই খুঁজে নিছলেন,—আর তা ক'রে তবে উঠেছিলেন। তোমরা পথ থাকতে অন্ধ! হিদুঁ শাস্ত্র ত' পথ বাতলাতে বাকি রাখেন নি; moral courage চাই বাবাজি, মরেল্ করেজ্ চাই!

উপেন—খুড়োর মাথা বটে!

খুড়ো—এই যে বাবা একটু আগে মাথা বিগড়েচে ব'লে দমিয়ে দিছলে, যাক—Paradise regained! তার পর?

কুমুদ—বাড়ী এলুম—স'দুটো! বড় গরম বোধ হতে লাগলো! ছেলে-মেয়েগুলো—বিট্‌কেল চেঁচাচ্ছে! মেয়েগুলোকে অন্নপূর্ণার স্তোত্র শেখান হয়েছে কি না—তারির সুর তুলেছে। ভোলাটা আলাউদ্দীন্ খিল্‌জির কুলুজি নিয়ে খই ভাজ্‌চে—পাড়া মাথায় করেছে! লোক বাড়ী আসে ঠাণ্ডা হবার জন্যে;—সর্বশরীর জ্বলে গেল। এক দাব্‌ড়িতে সব থামিয়ে দিয়ে, মিনিটাকে জিজ্ঞেস্ করলুম—"তোর মা কোথায়?" বল্‌লে—"দু'টো

বেজে গেল দেখে, তাড়াতাড়ি পূজোটা সেরে নিতে বসেছেন ; তুমি এলে, আমাকে তেল দিতে বলেচেন ; কি তেল মাখবে বাবা—ফুলেলা না জবাকুসুম আনবো ?" সামলে বল্লুম—শীগ্‌গির আস্‌তে বল্‌ আগে,—একটু পা টিপে দিক্‌ ; ঠাণ্ডা না হয়ে নাইতে পারব না। মেয়েটা ফিরে এসে বল্‌লে কি না—"মা বল্‌লেন, আর দু'মিনিট,—প্রণামটা সেরেই যাচ্চি।"—"আমি ততক্ষণ পা টিপে দিচ্চি বা।" এই বলে এগুতেই—ঠাশ্‌ করে এক চড় বসিয়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়লুম। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে লাগলো—বাবা যেও না—মা এসেছেন,—এত বেলায় যেও না বাবা—

খুড়ো—ফেরনি ত ?

কুমুদ—সে বান্দাই নই !

খুড়ো—আমার বরাবরই ধারণা—তোমাতে পদার্থ আছে।

কুমুদ—তারপর কিন্তু মেয়েটার তরে—

খুড়ো—Never mind,—ওই গুলো হয় weakness ; এখন থেকে পাকানো চাই হে। কোন জেগুয়ারের হাতে পড়বেই ত'! তাঁর বাপ নেবেন খুন্‌ আর তিনি নেবেন জান্‌ ;—না পাক্‌লে প্রাণ বাঁচবে কিসে ?

প্রফুল্ল—খুড়ো এইবার 'মহৎ' হলেন দেখচি, ক্রমশঃ মিষ্টিক্‌ হচ্চেন, "জেগুয়ার" আবার কি ?

খুড়ো—ঐ যে কি বলে, কুমুদ যা হে—গ্রাজুয়েট্‌—গ্রাজুয়েট্‌ !

একটা হাসির মধ্যে কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। আঘাতটা কিন্তু কুমুদকে লেগেছিল, সে উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে—আপনাদেরি শাস্ত্রে বলে না—স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা ?

খুড়ো—বলে বইকি বাবাজি ; তবে যুগ-ধর্মও আছে কিনা, সেটা মান ত'? সবই এখন বাড়্‌মুখো (Progressive)। দেখ না—আগে ছিলেন নবগ্রহ,—পরে প্রচুর প্রমাণ সহিত জামাতারা দশমের দাবী করেচেন ; পঞ্চভূত—এখন ভূতের আড্ডায় দাঁড়াচ্চে ; "নবধা কুল-লক্ষণম্‌" এখন শতধায় অগ্রসর। পূর্বের চেয়ে বেড়ে চলেছে সবই—কমচে কেবল সুখ। দেবতাদের রকমও বেড়েছে বাবাজি,—এখন স্ত্রীলোকের স্বামী শুধু দেবতাই নেই,—অপদেবতা, উপদেবতা, কাঁচাখেগো দেবতাও বটেন ! খুঁৎ হলেই ঘাড় ভাঙেন ! সদাই জাগ্রত !

সকলে হাসিমুখে শুনলেও কথাটার মধ্যে জ্বালা ছিল ; অবিনাশ বলে উঠলো,—এসব ত' একতরফা ডিক্রী,—দেবীদের কাজটা শুনি ?

খুড়ো—এক কথায়,—পেট-ভাতায় নিরেট বিশ ঘণ্টা দাসী-বৃত্তি, অর্থাৎ সকলকে খাইয়ে যদি বাঁচে—সেইটাই আহারের Scale (মাপ)। নীরবে দোষ বহনের ভাঙা কুলো, আর স্বামীদের আত্মরক্ষার শিখণ্ডী হয়ে থাকা।

অবিনাশ—অর্থাৎ ?

খুড়ো—অর্থাৎ—সব দোষই তাঁর। দেবতারা যখন দু'পয়সা আনেন, আর লুচি হালুয়া—পোলাও কালিয়া চলে, তখন সেটা নিজেদের কৃতিত্ব আর বিদ্যা-বুদ্ধির সুফল ; যখন অভাব, তখন—পরিবার আগোছানে—লক্ষীছাড়া। অর্থাৎটা এই সব।

উপেন—টাকা রাখতে কেউ বারণ করে না কি ?

খুড়ো—এইবার ঠাকিয়েছ বাবাজি। যা'তা বলে অধর্ম বাড়াতে পারব না,—এইটে তাঁদের খুব দোষ, এ স্বীকার করতেই হবে। আমিও ভাবছিলুম—রোজগার ত' কেউ কম কর না—কেউ ৮০/-, কেউ ১০০/-, এই মুটো মুটো টাকা আনচো, অথচ দরকারে পাবে না !—খরচটা কি ? রোজ ৩৷৪ টাকাই হোক, কোনদিন না হয় ৫৷৬ হ'ল। ফি মাসে ত' আর জুতো জামা কিনতে হয়না,—গড়ে, ১০/- টাকা মাস ধরলেই ঢের। তাতেও যদি টাকা না রাখতে পারেন, তার আর জবাব নেই।

অবিনাশ—খুড়ো হিসেবের বাঘ দেখেছি !

খুড়ো—কেন বাবাজি, ভুল করলুম নাকি ?

প্রফুল্ল—কেন এসব শুনচো,—পরিবার সম্বন্ধে ও'র একটু weakness আছে।

কুমুদ—একটু !

উপেন—বিলক্ষণ। 'ন্যাওটো' বলতে পার।

প্রফুল্ল—আচ্ছা,—কেন বলুন ত' খুড়ো,—ও জাতটা কি এতই দুষ্প্রাপ্য ?

খুড়ো—তোমরা বুঝবে না প্রফুল্ল, আমার গেলে তো আর হবে না। তোমাদের 'ডিগ্রির' ডোবায় অনেকেই স-দক্ষিণা দেবী বিসর্জন দিতে ছুট্‌বে ; আর আমার একটা ঝি জোটে ত' তার fee জুটবে না। বাড়ীতে শয়তানের ঝাঁক চব্বিশ ঘণ্টাই বর্গীর হাঙ্গাম চালাচ্চে—সামলাবে কে বলো ! দিনরাত নিজের মুখ বুজে, আর-সবার মুখ খোলবার ব্যবস্থা করবেই বা কে বাবাজি ! এই দেখই না—এই তিন পোর রাতে, কোন্ মাসীর-মা'র কুটুম্ দেবতাদের অন্যে কড়াইশুঁটির কচুরি ভাজতে বসেছেন ! তবে দুঃখ করতে পার বটে,—এত সুবিধেতেও পয়সা রাখতে পারেন না। ব্যাঙ্ক রয়েছে, সেভিং ব্যাঙ্ক রয়েছে, দু'পা গিয়ে কেবল রেখে আসা। ভাবলে বড় দুঃখ হয় বাবাজি।

অবিনাশ—না রাখেন নিজেই ভুগবেন, after me the deluge.

খুড়ো—তা ত' বটেই, শাস্ত্রই বললে—সম্বন্ধ জীবনাবধি। ঠিকুজি দেখিয়েছ ত ?

অবিনাশ—এ আবার কি ঠিকুজি দেখিয়ে জানতে হয় !

খুড়ো—তা বটে,—ওটা আমারই ভুল হয়েছে বাবাজি। যারা তৃতীয় প্রহরে মুখে সেরেফ্ একটু জল দেয়,—যাদের খাওয়া না খাওয়ার খোঁজ নেবার কেউ নেই, যারা ১০৪ ডিগ্রি জ্বরেও দু'বেলা খেজমৎ খাটে,—রেঁধেও খাওয়ায়, যাদের কোথাও অসুখের

অবসরই নেই,—খাটুনী, আর হুকুম তামিলেই সর্বাঙ্গ ভরা, তারা মরবার সময় পাবে কখন। ঠিক-ই ত'—ঠিকুজি দেখতে হবে কেন ? লাইফ্ ইন্সিয়োর করনি ত' ?

অবিনাশ—রাম কহো।

খুড়ো—বাঃ—কি শান্তি ! বেড়ে আছ বাবাজি !

প্রফুল্ল—কিন্তু আপনার নাকি একটা আছে ?

খুড়ো—আমার কথা ছেড়ে দাও বাবাজি,—না মনিষ্যি, না জন্তু। ঘরে একপাল কাল-ভৈরব,—শেষ পেটের জ্বালায় তোমাদেরি ঘরে সিঁদ দেবে যে,—আর তোমাদের খুড়ি, কোথাও শাসন, বাসন আর রন্ধন নিয়ে শিবপূজার সুখভোগ করবেন।

উপেন—দেখচো, খুড়ো কতটা কাহিল !

অবিনাশ—আসল 'কন্যারাশি'।

খুড়ো—প্রফুল্ল—"মেষ রাশি" বলে ভুলটা শুধরে দাও। কিন্তু বাবাজি, চাল্লিশ বছর আগে আমার এ অপবাদ ছিল না।

প্রফুল্ল—এখন বয়সটা কত খুড়ো ?

খুড়ো—পিসিমার হিসেবে ১৮।১৯, ঠিকুজিতে দেখি ৩৬, কোন্‌টা ঠিক—কি করে বোলবো। গুরুজনের কথায় অবিশ্বাসও করতে পারি না ! তবে আমার এমনটা হবার কারণ,—আমায় শ্বশুরবাড়ীর তরফ থেকে ওষুধ করেছিল, তার প্রমাণও পিসিমা পেয়েছিলেন। জানই ত বাবাজি, আমাদের সংসার বরাবরই একটানা স্বচ্ছল, বিবাহটাও হয়ে গেল একদম্ খাঁটি সমান ঘরে ! তারাও যেমন বসন্তকালের জন্যে হাঁ ক'রে থাকে,—আমরাও তাই।

প্রফুল্ল—কেন ?

খুড়ো—কোকিলের ডাক শোনবার তরেও নয়,—দক্ষিণে হাওয়া পাওয়ার জন্যেও নয়,—শজ্‌নে খাঁড়ার জন্যে বাবাজি ; তাতে মাস দুই বেশ কেটে যায় কিনা,—তোমাদের মোষ-কাটা খাঁড়ায় দিন কাটে না বাবাজি। 'বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং' এই শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করতে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে পড়ি। দেখি, সেথায় বেদান্ত আয়ত্ত করবার কি সুব্যবস্থাই হয়ে রয়েছে,—যা দেখি, সর্বত্রই একমেবাদ্বিতীয়ম্। সুক্তো, ছেঁচ্‌কি, ছ্যাঁচ্‌ড়া, ঝোল, অম্বল—ডাঁটার ডেঁড়ে-সেলাই ! অবস্থার কৃপায় অভ্যাস দুরস্ত ছিল,—সাদরে সাপ্‌টে নিলুম। অভাবে, ছিব্‌ড়ে' ফেলার বদ-অভ্যাস কস্মিনকালে ছিল না। কিন্তু বাড়ী ফিরে তার ফুট ধ'রল। পাঁচু ডাক্তার সামলে দিলে, কিন্তু পিসিমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হ'লনা। বামাল পেয়ে ডাক্তার ঠিক করলেন—বদহজম ; পিসিমা বল্‌লেন—ও-গুলো ওষুদের শেকড় ! এখন দেখ্‌চি পিসিমাই 'রাইট্ !' তা

না ত' পুরুষসিংহের এ দশা দাঁড়াবে কেন। বুঝি সব বাবাজি, কিন্তু কাজের বেলায় সেই শেকড়ে আটকায়। তা না হ'লে সেদিন,—থাক্—

প্রফুল্ল—না খুড়ো বল্‌তেই হবে,—তাতে আর হয়েছে কি।

খুড়ো—কথাটা কিছুই নয়;—জানই ত'—আমাদের বিনোদ বাবুরও আজকাল সময় ভাল,—ইষ্টাকিন্ পরে পায়খানায় যায়; সন্ধ্যে বেলায় বৈঠকে দশজন আসে, বিশ কাপ্ চা, বিশ ছিলিম তামাক, ৬০ খিলি পান, এন্‌তার চলে। আমাদের এক পাঁচিলেই বাস। তাঁর বৈঠকখানা সদর রাস্তার ওপরেই—

কুমুদ—অত বোঝাতে হবে না—আমরাই ত' তার daily passenger (নিত্য-যাত্রী)।

খুড়ো—বটে? শুনলাম, দিন পনের থেকে বিনোদের পরিবারের বিকেল হলেই মাথা ধরে আর ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হয়। ওটা অবশ্য শোনবার কথা নয়;—মেয়ে মানুষের অসুখ কবে হয়, কবে যায়—পুরুষদের সে খোঁজ রাখ্‌তে গেলে আর সংসার চলে না, কারণ—সত্যিই চলে না! সে দিকটায় চোখ বোজাই সমীচীন!

প্রফুল্ল—ব্যাপার কি?

খুড়ো—উতলা হবার মত' কিছু নয় বাবাজি! গত রবিবার তিনটের পর আমার সব্‌জী-বাগের বেড়া বেঁধে এসে, নিজের কামরায় তামাক সাজতে বসেছি, ব্রাহ্মণী দাওয়ায় ব'সে বড়ি তুলছেন, অপর একটি স্ত্রীকণ্ঠ কানে এলো। তিনি অতি কুণ্ঠিতভাবে বলচেন,—"দিদি, দয়া করে তোমার ক্ষ্যান্তোকে যদি আমার একটি কাজ ক'রে দিতে বলো। আজ ক'দিন বাড়ী ঢুকেই একবার ক'রে শোনান্—বৈঠকখানার বা'রদিকের চাতালটা যে বড়ই অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে—দেশ-শুদ্ধু লোক দেখে যাচ্ছে! কোন দিন বলেন,—রাস্তা থেকে দেখলে ছোট-লোকের বাড়ী ব'লে মনে হয়। একদিন বললেন—ভদ্রলোকেরা আসেন—লজ্জায় ম'রে থাকতে হয়। সে দিন বললেন,—কি পাপই করেছি—এ নরক বাস আর ঘুচলো না! আজ দু'দিন সদর দিয়ে না এসে খিড়্‌কী দিয়ে বাড়ী আসেন, মনও খুব ভার ভার, অকারণেই চোটে ওঠেন। কাল বললেন—"সোমবার থেকে 'মেসে' থাকবো ঠিক করেচি; কালকের রাতটা দয়া করে উদ্ধার ক'রে দাও,—যাঁরা আজও এই ম্যাথরের বাড়ী আসেন, তাঁদের চারটি পোলাও আর মাংস খাইয়ে ছুটি নিয়ে বাঁচি।—"

এই বলে বিনোদ বাবুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—এই জ্বর গায়ে যদি ১৫।১৬ দিন পাঁচটা ঘর, গোয়াল, উঠোন, বাসন—সব পরিষ্কার রাখতে পারি ত' ১০ হাত চাতালটা ঝাঁট্ দেওয়াই কি পারি না! সদর রাস্তার ওপর বাড়ী,—সামনে হ'রে স্যাক্‌রার দোকানে রাতদিন ভদ্রলোকের ভিড়, দিনের বেলা বেরুই কি ক'রে। সন্ধ্যে না হতেই বৈঠকে ও'র

বন্ধুরা আসেন—১২টা রাতে খেলা ভাঙে। তারপর ও'কে খাইয়ে, সব সারতে দেড়টা বেজে যায়,—তখন এলাকাটি রাস্তার ওপর যেতে ভয় করে দিদি। আবার ভোর পাঁচটা না বাজতে ৫।৭ জন চা খেতে আসেন। এখন আমি কি করি বল দিদি। আমি কি বুঝচি না—এত কথা, এত কাণ্ড, কেবল ওই র'কটুকু ঝাঁট্ দিতে পারিনি ব'লে।

ব্রাহ্মণী বল্লেন,—কি এমন বড় কাজটা, দু'মিনিটও ত' লাগে না! ও-টুকু তাঁর নিজে ক'রে নিলে কি হয়! এর তরে এত পর্ব,—দু'সপ্তা ধরে উল্‌টো পাক্! কি অধর্ম!

বিনোদ বাবুর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন,—"আমার উপায় থাকলে ও'কে বলতে হবে কেন। গেল বছর নগর-সংকীর্তন দেখতে বৈঠকখানার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম। তাতে আমার আর কি বাকিটে ছিল,—সবই জান ত' দিদি। এখন তুমি না বাঁচালে—আমার যে কি অদৃষ্টে আছে জানি না," ব'লে কাঁদতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—আমি এক্ষুণি ক্ষেন্তিকে পাঠিয়ে দিচ্চি বোন; এ আবার একটা বড় কাজ না কি!

বিনোদ বাবুর স্ত্রী বললেন,—বন্ধুদের বোল্‌তে বেরিয়েছেন, বেশী দেরি নাও হতে পারে—তাই আমার তাড়া; আমি আর দাঁড়াব না দিদি,—বল্‌তে বল্‌তে দ্রুত চলে গেলেন।

আমি ঘরে ব'সে টিকেয় ফু' দিতে দিতে শুন্‌ছিলুম। কখন যে ফু' বন্ধ হয়ে গেছে জানি না; দেখি, তামাক পুড়ে—সব নিবে ছাই! ফেলে রেখে উঠলুম। ক্ষেন্তি শজনে ফুলের সন্ধানে বেরিয়েছে—কখন ফিরবে ঠিক্ নেই। ঝাঁটাগাছটা নে বেরুলুম। ব্রাহ্মণী বললেন,—কোথা যাও? বললুম,—আস্‌চি।

গিয়ে দেখি, রকের ওপর—তামাকের গুল আর ছাই, সিগারেটের শেষটা, দেশালায়ের কাটি, পানের চিব্‌ড়ে। দু'আঁচড়েই সাফ্ হয়ে গেল—দু'মিনিটও লাগলো না। সেগুলো যথাস্থানে ফেলে দিয়ে ফিরে এলুম। তামাক সাজতে সাজতে ভাবতে লাগলুম,—আচ্ছা, এতে বিনোদের আট্‌কাচ্ছিল কোন্‌খানটায়! করলে ত' মনটা প্রফুল্লই হয়; তবে—না ক'রে এতটা কষ্ট, এতটা অশান্তি ভোগ করবার কারণ কি?

কুমুদ—আপনি সেটা বুঝবেন না খুড়ো—

খুড়ো—না বাবাজি,—পার্‌চি আর কই। এতে খারাপ ত' কিছু খুঁজে পাচ্ছি না; বরং (অন্যের হলেও) কোরে বেশ একটু আনন্দই পেলুম।

উপেন—সকলের মান-সম্ভ্রম ব'লে একটা দরকারি জিনিস আছে,—সেটা গরীব দুঃখীরাও বজায় রেখে চলতে চায়।

খুড়ো—বটে! কেবল স্ত্রীলোকের বুঝি সেটা নেই, বা থাকা উচিত নয়? তোমাদের গুরুরা এমন কথা কোথাও বলেচেন কি? তাঁদের ত ঘোড়া টওলাতে, বাগান কোপাতে, পত্নীর বুটের তলায় হাত দিয়ে গাড়ী চড়াতে দেখেচি বাবাজি।

প্রফুল্ল—That's another thing.

খুড়ো—তা হলেই বাঁচি। যা হক্ বাবাজি ভাবতে লাগলুম,—চৌধুরী মশাই তবে কোন্ নজীরে সেদিন ব'লে ফেললেন,—Your hand is never the worse for doing your own work. There was never a nation great until it came to the knowledge that it had nowhere in the world to go to for help—বোধ হয় except to wife কথাটা চেপে গিছলেন।

অবিনাশ—আরে বাস্—Bravo! কে বলে—

খুড়ো—না বাবাজি—সে অপবাদ দিও না; বেণী মাষ্টার মনে বুঝিয়ে দিছলেন, আমার ওই মুখস্তটুকুই দাবী। যা হোক্ বাবাজি, সেদিন গুড়ুকে অভদ্রা প'ড়েছিল, তামাক খাওয়া আর হয়নি। ধরানো টিকেখানায় দু'ফোঁটা চখের জল পড়ে ছ্যাঁক্ ক'রে ওঠে। ব্রাহ্মণী বলে উঠলেন,—"এখন আবার রান্নাঘরে ঢুক্‌লে কেন? ওই ক'খানা কুমড়ো ভাজ্‌তে, এখনি আধ-পলা তেল ঢেলে বস্‌বে।"

কুমুদ—তা হলে ও-কাজও—

খুড়ো—তা করতে হয় বই কি—দরকার হ'লেই করতে হয় বাবাজি; তা না হলে দুঃখের ভাত মুখে উঠবে কেন! করতে কি দ্যায়,—ঐ Co-operation (যৌথ-জারির) বিশ্বাস-টুকুতেই যে তার সুখ—

হঠাৎ ছেকল-নাড়ার শব্দ হওয়ায়, প্রফুল্ল অন্দরের দিকের দোরটি খুলতেই, দু'থাল গরম গরম কচুরি, এক রেকাবী হালুয়া এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ কাপ্ চা, তার পরই তাওয়াদার তামাকের সুগন্ধ!

খুড়ো চা খান না, একটু উঁচু গলায় বল্‌লেন্,—দু'চার খানা আলাদা ক'রে রেখ মা। নারায়ণকে দেবার ক্ষমতা হয় না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাঁকে নিবেদন করে প্রসাদ পাব।

প্রফুল্ল—সে কি! এখন খাবেন না!

খুড়ো—না বাবাজি। নতুন জিনিসটে যদি তোমাদের কল্যাণে জুটলো, বাড়ীতে নারায়ণ রয়েছেন, তাঁকে দিয়ে—

প্রফুল্ল—তাইত, মিছে এতটা কষ্ট দিলুম—

খুড়ো—তুমি দাওনি বাবাজি, আমি ইচ্ছে করেই নিলুম,—তা না ত' তোমাদের তাড়ায়—এমন পরিপাটি জিনিস্ তয়ের হ'ত না,—ও-গুলোর সঙ্গে মায়েরও হাতটা পা'টা পুড়তো! তোমরা ত' জান না বাবাজি, কত ধানে কত চাল হয়,—হুকুম আর হুম্‌কিটাই অভ্যাস করেছ! যাক্, তোমাদের উত্তেজনা আসে, এমন একটা কিছু নিয়ে ২।৩ ঘণ্টা বাজে বোকে, যদি না তোমাদের বসিয়ে রাখতুম,—যতই সব অতিষ্ঠ হ'তেন আর হাই

তুলতেন,—তোমার তাগাদাও ততই উগ্র হ'য়ে বউমার উপরে উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌঁছুতো,—আর এই পরিশ্রমের পুরস্কারটা অকারণ তিরস্কারের রূপই ধ'রত।

কুমুদ—সেইটে সামলাবার জন্যেই বুঝি বসেছিলেন।

খুড়ো—সত্যিই তাই বাবাজি! তা নয়ত, আমি কি জানি না কাদের সঙ্গে তর্ক করচি; আমি কি বুঝি না বাবাজি যে, তোমরা যা ক'রে থাক', সেটা অনেক প'ড়ে শুনে হাসিল করেছ;—সেটা Academyর আবিষ্কার; তার ওপর কথা কওয়া আমার বিদ্যের কাজ নয়! রাত দুটো পর্যন্ত সময়টা যাতে কেটে যায়, উতলা হয়ে প্রফুল্লকে না চঞ্চল ক'রে ব'সো, তাই বাজে কথাটা তুলে ব্যথা দিয়েছি, কিছু মনে কোরোনা বাবাজি। শুনিচি ত—বড় বড় ঘসিটি বেগম পর্যন্ত চিরজীবন ঘাস কেটেছিলেন; রুক্মিণীও পাকশালায় পাক-খেয়ে 'বড়-রাঁধুনী' নাম পেয়েছিলেন,—যাদের যা কাজ। সংসারের কাজ ত সায়েস্তাখাঁদের নয়,—তাঁদের সেরেফ্ শাসন,—তবে না রাজ্য চলে!

অবিনাশ—খুড়ো এতক্ষণে ধাতে এসেছেন!

খুড়ো—অধর্মের ভয়টা রাখতে হয় যে বাবাজি, পরজন্ম মানি যে!

উপেন—Nothing is too late—এখন পথে আসুন খুড়ো,—পায়ের ধূলো দিন্।

খুড়ো,—আশীর্বাদ করি—সুমতি হোক্!

পুরসুন্দরী

একজন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের উপদেশ-মধ্যে পেয়েছিলুম,—"তোমার মাথা ধরেছে, এ কথা কা'কেও ব'লতে যেও না ; কারণ,—সে বলার কোন সার্থকতা নেই। তোমার মাথা ধরেছে ত' অপরের কি ? ও-কথা শোনবার তরে কেহ উৎসুকও হয়ে নেই, তাতে কাহারো সমবেদনা পাবে না ;—কারণ বেদনাটা তোমার মাথার—অপরের মাথার নয় ;" ইত্যাদি।

কথাটা বড় নৈরাশ্যব্যঞ্জক হ'লেও, হিসিবী লোকের কথা,—ফেলে দিতেও পারিনি ; তাই—যে জায়গাটায় মাথা ধরে, সেও তারি একপাশে বাসা বেঁধেই ছিল !

*　　　*　　　*　　　*

[১]

তাঁকে আমাদের গ্রামের মেয়েরা রাজার মেয়েই বলত। আমাদের দক্ষিণেশ্বর গ্রামে তাঁর এক অদূর-সম্পর্কের ভাই থাকতেন ; তাই কখনও কদাচ তিনি এলে, গ্রামের মেয়েরা তাঁকে দেখতে পেত।

পুরসুন্দরী ছিলেন—সেকেলে সদরওলার (সব-জজের) মেয়ে। সুন্দরী ত' ছিলেনই, —তার ওপর যখন হীরার বালা হাতে দিয়ে, মুক্তোর মালা গলায় পরে তিনি আসতেন, —সকাল সকাল সংসারের কাজ সেরে,—দুপুরবেলা মেয়েদের মধ্যে,—তাঁকে দেখতে যাবার একটা ছুটোছুটি পড়ে যেত'। তারপর মাসখানেক ধ'রে তাদের মুখে তাঁর গয়নার বর্ণনা ফুরুত' না। শেষে সেটা জমাট বেঁধে দাঁড়াত'—"যেন রাস-গাছ" !

*　　　*　　　*　　　*

[২]

তাপরপর—কোন বাধা না মেনে, কারুর মুখ না চেয়ে, বার বছর চলে গেছে। পুরসুন্দরীর সে বার বছরের ইতিহাস জানবার তরে আমাদের গ্রামের মেয়েদের কোন দরকারই ছিল না। কেবল ইতিপূর্বে তিনি যখন আসতেন,—তাঁর রূপ, অলঙ্কার আর ঐশ্বর্য দেখে, কেহ কেহ ভাবত' বটে—তাদের জন্মটাই মিছে, এমন জন্ম না হলেই ভাল ছিল,—পোড়ারমুখো দেবতাদের যেন আর কাজ ছিল না !

ইতিমধ্যে স্বর্গের চোরে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—স্বামীকে নিয়ে গেছে ; মর্ত্যের চোরে তাঁর হীরা-মুক্তাদি হরণ করেছে ; তাঁর কত আদরের মেয়ে গিরিবালা বিধবা হ'য়ে থান প'রেছে ! দুর্দৈব—এই শেষের ঘটনাটির ওপর তাঁর দুর্দিনের আর চরম দুঃখের জয়পতাকা

এ'টে দিয়ে জয়ী হ'লেও, তাঁকে কোন আত্মীয়ের বা জ্ঞাতির দ্বারস্থ করতে পারেনি। তিনি আধপেটা খেয়েও স্বামীর ভিটে ছাড়েন নি।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামের তাঁর পূর্ব-কথিত ভায়ের সন্তানাদি ছিল না ; তাই তাঁর বিশেষ আগ্রহপূর্ণ অনুরোধে গিরিবালাকে তাঁর সংসারে পাঠাতে পুরসুন্দরী আপত্তি করেন নি বটে, —কিন্তু তার প্রধান কারণ ছিল—তাকে চোখের আড়াল করা। অতিবড় আদরের জিনিসের জীবনব্যাপী যাতনা চোখে দেখার চেয়ে,—লোকে তার মৃত্যু পর্যন্ত কামনা ক'রে থাকে,—এটাও সেই হিসাবে।

অবস্থান্তরের পর এই তাঁর প্রথম গ্রামান্তরে আসা। ৩।৪ বিঘে জমি যা অবশিষ্ট ছিল, তার খাজনা দিতে হবে। একাদশীতে পেটের চেষ্টা না থাকায়, টাকার চেষ্টায় বেরিয়ে ছিলেন। নিমৃতের উদ্ধব কৈবর্তের কাছে সাতসিকে পেতেন,—তাই আমাদের সবজজের মেয়ে,—সাত কোশ হেঁটে, কাল নিমৃতেয় গিয়েছিলেন।

আজ সকালে খানকতক শশার কুচি, একটু গুড় আর একপেট পুকুর-জল খেয়ে,—ফিরছিলেন।

বেলঘর না পেরুতেই ভেদ্‌বমি আরম্ভ হয় ; একটা পুকুর-ধারে শুয়ে পড়েন। বেলা তিনটের পর বুঝলেন,—এতদিনে স্বামী ডাকলেন! তখন কষ্টে মাথায় দু'হাত ঠেকিয়ে, চোখ বুজেই বল্লেন,—"ভগবান—সুখ দিয়েছিলে—ভোগ করেছি ; দুঃখ দিয়েছ—মাথা পেতে নিয়েছি,—তোমা ছাড়া কারুকে কিছু জানাই নি ; তাই আজ তোমাকেই জানাই,—সকল পাওয়াই হয়েছে, যেন গঙ্গা পাওয়াটি থেকে বঞ্চিত না হই! সে উপায় তুমি না ক'রে দিলে—আমার আর কে আছে ঠাকুর!" বলতে বলতে, সেই তেজস্বিনীর—এতদিনের রুদ্ধ-অশ্রু, দু'চোখ বেয়ে ভূমি স্পর্শ করলে!

বেলঘরের বাদল গাড়োয়ান, ঘোড়াকে জল খাওয়াতে পুকুরে নাব্‌ছিল। সব কথাগুলোই—তার কানের ভেতর দিয়ে একেবারে প্রাণে পৌঁছল। সে থোম্‌কে দাঁড়িয়ে ভিজে গলায় জিজ্ঞেস ক'রলে—"মা, আপনি কোথা যাবে?"

পুরসুন্দরী চোখ চেয়ে দেখলেন—পুরুষ মানুষ। মাথায় একটু কাপড় টেনে আর গায়ের কাপড় যথাসম্ভব সামলে বল্লেন,—"বাবা—মা গঙ্গা এখান থেকে কতটা?"

বাদল। বেশী নয় মা—কোশটাক্। আপনি কোথায় যাবে বল না?

পুরসুন্দরী। উপায় হলে—দক্ষিণেশ্বরের মোড়লদের ঘাটে যাই, কিন্তু আমার ত' একপা যাবারও বল নেই বাবা!

বাদল। এই ওপরেই আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে মা, ঘোড়া দু'টেকে জল খাইয়ে নিতে যা দেরি।

এই বলেই সে ঘোড়াকে জল খাইয়ে গাড়ী জুড়ে ফেল্লে। কিন্তু পুরসুন্দরী দাঁড়াতে পারলেন না। তখন ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন,—বল্লেন—"তোমার কাছে আর'ত কিছু চাইতাম না, এই যে আমার শেষ চাওয়া ছিল গো—"

সেই পুকুর-পাড়েই বাদলের বাড়ী। সে পরিবারকে ডেকে এনে, তার সাহায্যে কোন প্রকারে পুরসুন্দরীকে তুলিয়ে নিয়ে, গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। পুরসুন্দরী প্রায় অজ্ঞান ভাবেই রইলেন। গাড়ী যখন দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এসে থামলো—তখন বিকেল পাঁচটা।

বাদল যখন বল্লে—"মা—ঘাটে এসেছ", তখন তাঁর সংজ্ঞা হল; গঙ্গা-পানে চেয়ে দু'হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠ্যাকালেন। মনে যেন একটা চরম লাভের আনন্দ আর বল এল,—নাববার তরে চঞ্চল হলেন,—কিন্তু হাতে পায়ে খিল্ ধরতে লাগলো।

এই সময় হিমি-পাগলী গঙ্গা থেকে এক কলসী জল নিয়ে আসছিল,—সে হাঁ ক'রে থোম্‌কে দাঁড়ালো।

হেমাঙ্গিনী আমাদেরি পাড়ার বউ। শোকে আর দুঃখ-দৈন্যে এক-রকম হয়ে গিছলো। চুপ করেই থাকত', আর নিজে নিজেই হাসত', কাঁদত', কথা কইত';—উগ্রা ছিল না। সবাই তাকে হিমিপাগলী বলতে সুরু করেছিল।

বাদল তাকে বল্লে,—"মার অসুখ, নামতে পারছেন না, আপনি একটু ধ'রতে পারবে ?"

হিমি হেসে বল্লে—"ওমা—তা পারব' না কেন,—আমাকে কি কেউ কিছু করতে বলে !" এই ব'লে, কলসী নাবিয়ে রেখে, "এস মা এস" ব'লে, দু'হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেল। দেখে, পুরসুন্দরীর মুমূর্ষু মুখেও হাসি এল। তিনি বল্লেন, "তুমি দাঁড়াও মা,—"আমি তোমাকে ধোরে নাবি"।

হেমাকে ধ'রে নাবতে নাবতে,—বাদলের দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন—"আজ অসহায় না হ'লে, আমার যে কত' ছেলে মেয়ে, তা জানতে পারতুম না। মা হ'য়ে জন্মান আজ সার্থক হ'ল। তোমরা সব সুখে থাক"। বলতে বলতে চোখ থেকে ঝর্‌ঝর্ করে দু'টি ধারা মুখে-বুকে নেবে পড়ল'।

আর তিনি দাঁড়াতে পারলেন না, পা থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। গঙ্গাবাসীর ঘরে—মাটির ওপর শুয়ে পড়লেন। বাদল আবিষ্টের মত তখনো দাঁড়িয়ে। একটু সামলে বলেন—"বাবা তোমার ধার জন্ম নিয়েও শুধতে পারব না, আমার আঁচলে সাতসিকে"—

বাদল আর দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে।

হেমা বল্লে—"ওমা—মাটিতে শোবে নাকি ?—আমার চেয়েও বড় হ'লে যে !"

সব কথা তিনি আর শুনতেও পাচ্ছিলেন না,—বুঝতেও পাচ্ছিলেন না ;—বল্লেন,—"চাড়ুয্যে পাড়ায় আমার গিরি থাকে,—একবার খবর দিবি মা ?"

হিমি-পাগলী হাঁ ক'রে তাঁর মুখের ওপর তাকিয়ে বল্লে—"তুমি গিরির মা ? ওমা কি হবে গো ! পোড়ারমুখো দেবতারা কি সব মরেছে !" এই বলেই ছুটলো। তার জল-শুদ্ধ কলসী আকাশ-পানে চেয়ে রাস্তার প'ড়ে রইল।

* * * *

[৩]

আমাদের গঙ্গার-ঘাটটি দাতারাম মোড়লের ঘাট বলেই প্রসিদ্ধ। তার প্রবেশ-পথের দু'ধারেই—গঙ্গা-যাত্রীর বা গঙ্গাবাসীর ঘর। দ্বিতলেও একটি সুন্দর ঘর, সেটি অপেক্ষাকৃত নূতন বা হালের তৈরি। আমরা সেইটি দখল করে রিডিং-রুব্ ও লাইব্রেরী করেছি। তখন আমাদের তরুণ-দলের সে কি উৎসাহ !

সেটা—এখনকার সার্ (Sir) আর তখনকার বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের যুগ ; সুতরাং বুঝি—না-বুঝি, বার্ক, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজি বই পড়বার বা নাড়াচাড়া করবার ঝোঁক খুবই। আমাদের মধ্যে যিনি দাঁড়িয়ে ইংরাজিতে দু'কথা বলতে পারেন, তাঁর পায়া খুবই উঁচু। বাংলা বইয়ের মধ্যে—হেমবাবুর কবিতা, পলাশীর যুদ্ধ, যোগিন বিদ্যাভূষণের—গ্যারিবল্‌ডি, ম্যাজিনি, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি পুস্তকেরই আদর ও পাঠক বেশী। এ-সব প্রায় পঞ্চাশ বচর আগেকার কথা হলেও, সেইটাই দেশের চিন্তার, স্বদেশ-প্রীতির উন্মেষের দিন ; তবে—ধারাটা পুরো ইংরিজিই ছিল।

আবার—ইংরেজি শেখা ভদ্রেরা তখন—কেউ গভর্মেণ্টের ছাপাখানায়, কেউ জর্জ-হেণ্ডারসন্, মেকিনাম্ মেকিঞ্জি প্রভৃতির সওদাগরী আপিসে, তাবেদারী নিয়েছেন। কাজেই তাঁরা গঙ্গার ঘাট ছেড়ে—সন্ধ্যা করেন আপিসে, আর বন্দনা করেন আফিসারের,—গঙ্গাতীরের সে-ভিড় ভেঙ্গে গেছে। এখন ঘাটটির পুরো পাট্টা আমাদেরি হাতে পড়ায়,—নিঃসঙ্কোচে বৈকালী-বক্তৃতার বেগ বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। ছেলেরা তখন এক-একটি যেন ইংরিজি 'ইডিওমেটিক্-ফ্রেজের' ফোয়ারা !

হরিগোপাল সে দিন বক্তৃতা করছিল। বিষয় ছিল "মেকলে ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণ।" বক্তৃতার মধ্যে যতই ফ্রেজের ফুলঝুরি কাটছিল, ছেলেদের বদন ততই প্রফুল্ল হ'য়ে উঠছিল ! কার সম্বন্ধে এখন স্মরণ নেই, হরিগোপাল যখন ঘাড় দুলিয়ে বল্‌লে—"He was a literary abortion, a huge hyperbolic hypocrite, —and a black horse of Western Civilization"—

শুনে স্ফূর্তিতে সকলেরি মেরুদণ্ড সোজা হয়ে উঠলো,—করতালির করকাপাত হয়ে গেল ! সবারই মনে হ'তে লাগল'—কালে হরিগোপাল দেশের একটা দিক্‌পাল দাঁড়াবে।

হরিগোপাল ছাড়া ক্লাবের বাইরে দেখবার শোনবার কিছু থাকতে পারে,—সেদিন সে হুশ কারুরই ছিল না।

এই সময় আমাদের বড় মাঝি মেঘনাদ এসে সংবাদ দিলে—"একটি ভদ্দর-ঘরের মা-ঠাক্‌রুণ, নীচে গঙ্গাবাসীর ঘরে মাটির ওপর প'ড়ে ঝ্যান কইমাছ কাতরাচ্চে। আমরা ত' কিছু কর্‌তে পাচ্চি না, তাই হুজুরদের জানাতে এলুম।"

শুনেই, যোগিন আর নিবারণ—"এস মেঘমাদ" বলেই দ্রুত চলে গেল।

আমরা ছাতে বেরিয়ে দেখি, পশ্চিম দিক থেকে যেন, গঙ্গাপার হ'বার জন্যে— জটায়ু ডানা মেলচে—এমনি মেঘের ঘটা ! গঙ্গার ওপর তার ছায়া প'ড়ে, জল ধূসরবর্ণ ধ'রেছে ; তখনো জোর হাওয়া দেয়নি। পাল্‌তোলা পান্‌সিগুলি—বকের সারের মত, নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটেছে। দৃশ্যটা তখন উপভোগ করবার মত' মনও ছিল না, অবকাশও ছিল না। যারা দূরের আসামী—তারা বাড়ী ছুটল' ; কেবল আমরা দু'তিনটি, তাড়াতাড়ি ক্লাব-ঘরের দোর-জানালা বন্ধ ক'রতে লেগে গেলুম। একটা যেন প্রলয় আসছে !

বন্ধ ক'রে ছাদে দাঁড়িয়েছি,—তখনো মেঘের সেই গম্ভীর ভাব,—মন্থর গতি,—সাড়াশব্দ নেই।

দেখি—হিমি-পাগলী, এক-বগলে একটা ছেঁড়া ময়লা বালিশ,—আর এক বগলে, তারির-ই রাজযোটক—একটা মাদুর, তার খানিকটা ভুঁয়ে লুটুচ্ছে। মূর্তিতে আর বেশে সেও নিজে তাদের উপযুক্ত বাহকরূপে, হন্তদন্ত হয়ে—ঘাটের দিকে ছুটে আস্‌ছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—"এ সব নিয়ে কোথায় ছুটেছ গা !"

হিমি হেসে—ঘোমটা টেনে বউমানুষের মৃদু গলার বল্লে—"ওমা দেখনি ?—রাজ-কন্যে যে ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্চে ! আমার যা-ছিল তাই কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্চি,—আর ত' কিছু নেই। তখন ত' কত লোক দেখতে ছুটতো,—আজ তোমরা কেউ দেখবে না গা ?—আমার কি দাঁড়াবার সময় আছে,—বোক্‌তে পারি না বাছা।" এই বল্‌তে বল্‌তে সে দ্রুতবেগে ঘাটে ঢুকলো।

নীচে থেকে হঠাৎ কান্নার আওয়াজ ওপরে এসে পৌঁছুল'।

তাড়াতাড়ি নেবে গিয়ে দেখি,—বামাচরণ একটা কুড়োনো ভাঙা কলসী ক'রে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে ছুটে এল'। কিছু না পেয়ে—সেই ঘরে কার একটা পরিত্যক্ত নারকোল-মালা দেখতে পেয়ে, সেইটে একটু ধুয়ে, তাইতে জল গড়িয়ে—রোগীর শুষ্ক কণ্ঠে ঢেলে দিলে,—জলের হাত চোখে মুখে বুলিয়ে দিলে। কপালে-ওঠা চোখ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এলো,—রোগী যেন একটু আরাম বোধ করলেন।

একটি সুন্দরী যুবতী বুক্-ভাঙা বেদনায় কেঁদে উঠ্‌লো—"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,—মাকে মালায় ক'রে জল দিওনা গো!"

চেয়ে দেখি—আমদের পাড়ার গিরিবালা। তবে ত' হিমিপাগ্‌লী ঠিকই বলেছে—"রাজকন্যে ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।" এই কি আমাদের বার বছর পূর্বেই সেই—হীরের বালা গরা পুরসুন্দরী!

বিস্ময়ে বেওকুবের মত' হয়ে গেলুম! এই রকমই হয় নাকি!—এইটেই জগতের নিয়ম নাকি! প্রাণটা দমে গেল,—এতটুকু হ'য়ে গেল। আমাদের তখন প্রখর যৌবন, অসীম আশা, উদ্দাম বাসনা। মুহূর্তের তরে বিশ্বটা যেন কালো হয়ে গেল,—'সবুজ' সরে দাঁড়ালো,—পাতায় যার বাস, তার ভিতের ভরসা কতটুকু!

[৪]

মেঘনাদ একটা পিদ্দীম্ এনে জ্বেলে দিলে। সেটা—মৃত্যু-উৎসবের উপযুক্তই ছিল! তার ঘুমভাঙা চোখের মত' নিষ্প্রভ মিট্‌মিটে শিখা,—ঘরটার কোথাও আলোর, কোথাও কালোর ছায়া ফেলে, ঘরের-মধ্যিকার মনগুলোতে আড়ষ্ট ভাব আর আতঙ্ক এনে দিলে; —রাজ-কন্যের মৃত্যুর ঘটাটাকে ঘনিয়ে তুল্‌লে। শিশটা মাঝে মাঝে মাথা উঁচু ক'রে গলা-বাড়িয়ে দেখছিল'—আর দেরি কত'।

গিরিবালা মার বুকে মুখ গুঁজে—পাষাণদ্রাবী কাতর কণ্ঠ তুলেছে। পুরসুন্দরীর তখন সর্ব শরীরে অসহ্য মৃত্যু-যাতনা উপস্থিত। দশ বছর মুখ বুজে দারুণ দুঃখকষ্ট সহ্য করার—আজ তিনি শেষ পরীক্ষা দিচ্ছেন! পাছে তাঁর কষ্ট দেখে গিরিবালার কষ্ট হয়, তাই—সে কি বরদাস্ত,—সে কি সংযম,—মৃত্যুর সঙ্গে—সে কি কস্তাকস্তি! সন্তানের মুখ চেয়ে, প্রতি মুহূর্তে এমন ক'রে—মরণের বিষদাঁত ভাঙতে এক মা-ই পারেন! বল্লেন —"ভাবিস নি গিরি—ভগবানের পায়ে রইলি।" বলতে বলতে স্বর বন্ধ হয়ে এল, দু'চোখ জলে ভেসে গেল।

গিরিবালা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠতেই,—হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে তার মাথায় হাত দিয়ে,—কপালে মায়ের শেষ স্নেহহস্ত বুলুতে বুলুতে, কষ্টে কম্পিত কাতরকণ্ঠে বল্লেন—"গিরি কাঁদিস নি মা,—মাথা ধরবে।

শুনে চোম্‌কে উঠলুম!

বাতাস—স্তব্ধ হ'য়ে, আকাশ বেদনা-বিষন্ন মুখে গুম্ হ'য়ে, এতক্ষণ সব সহ্য করছিল; তারাও আর পারলে না। একটা দম্‌কা দীর্ঘশ্বাসে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে,—বিপুল বেদনায় আকাশটা বিকট একটা চীৎকার ক'রে ফেটে গেল; আর তা'থেকে তীব্র আলো ছুটে এসে ঘরে ঢুকে,—সকলকে চোম্‌কে দিয়ে,—আমাদের পুরসুন্দরীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

মুক্তি

[১]

সে-দিনটা ছিল তেরোস্পর্শ,—অবশ্য পরে তা জেনেছি এবং তার প্রমাণও পেয়েছি। সকালবেলা "প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের" কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিমন্ত্রণপত্র পেলাম, —"শুভ ইষ্টারে অধিবেশন, উপস্থিত হওয়াই চাই এবং গবেষণাপূর্ণ কাজের কথার প্রবন্ধও চাই।" অর্থাৎ—ভদ্রভাবে বলা—অনুগ্রহ করে আসবেন না!

সাবিত্রী দেবী মনিঅর্ডার এলো ভেবে ছুটে এসেছিলেন, শেষ "গবেষণা" শুনে বললেন—"কত কি বেরুচ্ছে, যাদের কপাল ভালো—" ইত্যাদি। "তা গবেষোণা কই শুনিনি তো,—সে আবার কি রকম সোনা? আর তা শুনেই বা আমার কি হবে!"

বললাম—"ওই গিনি-সোনারই মতো—তবে খুব সস্তা,—কিন্তু তা কারুর বোঝবার সাধ্যি নেই।"

"আসছি—পরে শুনবো, সজনে খাড়াগুলো পুড়ে গেল বুঝি", বলে তিনি দ্রুত চলে গেলেন। প্রভাতের মেঘ কেটে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরে আহারে বসেছি, তিনি বললেন—"এত দেশ থাকতে কাশীবাস করা হ'ল—খেজুরে-গুড় মিলবে বলে,—দু'খানা সরুচাকলি করে দেবো, ভুরভুরে পয়ড়া গুড়ে ডুবিয়ে খাবে। অ্যাতো শুনেছিলুম,—কই, তেমন গো! ও কি এদেশে হয় না? পোড়ারমুখোরা তবে করে কি!"

আজ সহসা আমার কাশীবাসের কারণটা জান্‌তে পেরে চম্‌কে উঠলুম! ভাগ্যে শিক্ষিতা নন, খেজুরের খাণ্ডবের খবর রাখেন না,—তা হ'লে দেখছি আমাদের মক্কাবাসই অনিবার্য ছিল!

যাক্, কাজের কথার একটা ইঙ্গিত দৈববাণীর মত এসে গেল। খেজুরের চাষ সম্বন্ধে, অর্থাৎ তার জমি, শ্রমী, সার, হার, আয়, ব্যয় প্রভৃতি কথাগুলি কাঁটা বেচে খাড়া করতে পারলে একটি সুন্দর প্রবন্ধ সৃষ্টি করা যেতে পারে। একটা কর্তব্য যখন এসে পড়েছে, এবং জরুরী জিনিসটার ইঙ্গিতটাও অযাচিত এসে গেল, তখন মাধ্যাহ্নিক শয়নটা বাদ দিতেই হ'ল।

তিরিশ বচর আগে যখন জব্বলপুরে থাকি, তখন মধ্যপ্রদেশে খেজুর গাছের প্রাচুর্য এবং তা কাজে লাগাবার উৎকট চিন্তা ও মোটা লাভের প্রলোভন, পাগল করে তুলেছিল, —চাকরিটে নিয়েছিল আর কি! কেবল বাঙ্গালী বলেই সে বেগ কোন প্রকারে

কাটিয়ে কেরাণীগিরি বজায় রাখতে পেরেছিলাম। তারপর তিরিশ বচর নির্বিঘ্নে কেটে গেছে, একটি দিন স্বপ্নেও সে-কথা আর উদয় হয়নি। বাঙ্গালীর উপর বিধাতার এই বরটি আছে বলেই জাতটি আজো টিকে আছে!

কিন্তু এতকাল পরে ঠিক দুপুর বেলা মওকা পেয়ে সেই খেজুর গাছ সহসা আবার দেখা দিয়ে, কর্তব্যের কড়া তাগাদার মত মাথা তুলে দাঁড়ালো! মানুষের চোখে সামান্য একটা কুটো পড়লে মনে হয় ফুটো হয়ে গেল', আর সেই চোখে খেজুর গাছ পড়েছে! নিদ্রা ত গেলই, চট্ একটা কিনারা না করলেই নয়। চোখে ত পড়েই ছিল, শেষ মাথায় ঢুকলো—বিকানিয়ারের মহারাজার কাছে তিন হাজার বিঘে মরুভূমি পত্তনি নিয়ে—বালির ওপর বীজ ছড়ালে কেমন হয়! তারপর গাছ থেকে আরম্ভ করে গুড়ে পৌঁছুতে, আর লাভ দেখিয়ে দিতে, বড় জোর দশ পৃষ্ঠা লাগবে। মাটি খুঁড়তে হবেনা,—জল দিতেও হবেনা—জ্বাল দিলেই গুড়! ও হয়েই গেছে। চোখ কিন্তু বড় কর্কর্ করছে, অভ্যাস কিনা,—একটু বুজেই থাকি।

মনে করেছি মাত্র, অম্নি পিয়ন্ ডাক্ দিলে—"বাবুজি চিঠ্‌ঠি।" দূর করো। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। পাব্‌লিশারকে পত্র দিয়ে চৈত্রের কিস্তীতে আমার বইখানার হিসেব মেটাতে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলাম, কারণ মোটা টাকার দরকার—মাথার বোশেখ-চাঁপার ব্রত উদ্‌যাপন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে!

Thank God—তাঁদেরই চিঠি বটে। একে বলে business,—কবে আমাদের দেশের লোকেরা এঁদের মত তৎপর আর দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞানসম্পন্ন হবেন! যে অপরের জন্য ভাবে—সেই তো মানুষ।

আর পেলুম "সবুজ পত্র।"

আনন্দে পত্রখানা খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকে পত্রও পড়া, শুয়েও পড়া।

লিখেছেন—

আমরা দেখে অবাক্ হয়ে গেছি যে, আপনার "ধুচুনি"র হাজার কাপি সাড়ে তিন মাসেই সাফ্। এ গৌরব বৃকোদর বাবুর বইও পায়নি। লেখা পড়ে সকলেই মুগ্ধ। আপনার অন্যান্য লেখা পাবার জন্যে নিত্য পত্র আসছে। সত্বর Manuscriptএর মোট্ পাঠিয়ে দেবেন, আর "ধুচুনি"র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের জন্য আমাদের order দেবেন। জার্মানী আপনাকে Anatole Franceএর সঙ্গে তুলনা করে V. P. তে খেতাব পাঠিয়েছে—"নদের-টোল India" বা "বেদের-টোল India",—যেবা ইচ্ছা হয়।

ইংলণ্ড, জার্মানী, জাপান ও বর্মায় বহু বাঙ্গালী থাকেন, কাজেই, সেখানকার কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেই হয়। রাশিয়া আর সাইবিরিয়াটা ভুল হয়ে গেছে—অপরাধ নেবেন

না। ভুল চুক মানুষ-মাত্রেরই হয়। এবার দেবই-ই। সেনিগাম্বিয়ায় দিতে বলেন কি ? কি করি আপনার ভক্ত যে বিশ্বময় !

বিলটা নিম্নে দিলাম—

হাজার কাপি "ধুর্চুনি" ২৲ হিসাবে ২০০০৲		
এণ্টিক, ছাপাই, হটপ্রেস, মরক্কো-বাইণ্ডিং, দপ্তরী, গুদাম-ভাড়া (দেখবেন কত কমে নাবিয়েছি)	...	৫১৩৶০
(লক্ষ্য করবেন—আলমারীর আর দ্বারবানের চার্য করিলাম না)		
বিজ্ঞাপন, প্ল্যাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল্ (সহরের কোনো দেল বাকি নেই)	...	৬৫৩।৶১০
V. P. পোষ্টেজ	...	৫৭৶০
খেতাবের ভিঃ পিঃ খালাস-খাতে	...	২৫০৲
আমাদের গাঁটের কড়ি ও সুদ বাবাদ	...	৬৫০৲
৩০ কাপি সমালোচনার্থ	...	৬০৲
উপহারার্থে আপনাকে ২৫ কাপি	...	৫০৲
	মোট	২২৩৩৸/১০

অর্থাৎ, সত্বর আমাদের ২৩৩৸/১০ পাঠিয়ে খোলসা হবেন এবং নববর্ষের হর্ষ বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে উপভোগ করবেন। নূতন খাতা না থাকলে—লেখক মাত্রের জানা—এসব সদুদ্দেশ্যমূলক পুরাতন কথা লিখে লজ্জা পেতাম না,—কারণ টাকাটা সামান্য, পুরো তিনশোও নয়! একান্ত অনুরোধ—টাকাটার সঙ্গে ক্ষমাটাও চাই। নমস্কার!

প্রণত—হিত-ব্রত কোং

পুঃ—নূতন ম্যানস্ক্রিপ্ট্ সত্বর পাঠাবেন,—এমন মওকা মাটি হতে দেবেন না। শুনছি মস্কো বাস্কোবন্দি করে খেতাব পাঠাবার তরে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

হিঃ ব্রঃ কোং

প'ড়ে গবেষণা গুলিয়ে গেল, অতবড় আইডিয়াটা একদম মাটি! তরল-আলতার শিশি নিতে এসে দেবী হঠাৎ আমাকে চিৎপাৎ দেখে বললেন—"কি, আবার সেই ব্যথাটা চাগিয়েছে বুঝি!"

মাত্র একটা হুঁ দিলাম।

"দিন রাত বসে বসে আরো খেলনা,—চোণ্ডে স্যাক্‌রার দোকানে যেতে পা যে পাথর

হয়ে থাকে!" এই বলে ঘাইমেরে বেরিয়ে গেলেন! আমি তখন ভাবছি—দু'শো তেত্রিশের উপায়।

উপায় আর কোথায়! নিজের ঘরেই বেনামী সিঁদ দিতে হবে, আবার সেটা বোঝাতেও তিনটে টাকা পড়বে অর্থাৎ একুনে দু'শো-ছত্রিশ দাঁড়ালো! নান্যঃ পন্থা।

লেখকদের এসব সংসাহস চাই, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

ভেবে আর কি হবে,—উঠে বসলুম। "সবুজ পত্র" দেখা যাক—কাজ হবে। খুলতেই শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নাম দেখে লাফিয়ে উঠলুম। তাঁর লেখা আমি শ্রদ্ধার সহিত পড়ি। তিনি "সমসাময়িক সাহিত্য" বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে দেখলুম—"আমার মনে হয় দিন যতই যাইতেছে ততই যেন ঘোরতররূপে আমাদের সাহিত্যিকেরা ব্যবহারিক সংস্কারের সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছেন। * * নিরাবিল সৃষ্টির দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই, আমরা কহিতে চাহিতেছি কেবল কাজের কথা, সাহিত্য আর সুকুমার শিল্প নয়",—ইত্যাদি।

যেন অভয়বাণী শুনলুম। পড়বার মাত্রই খেজুর-গাছগুলো ডানা মেলে সরে গেল। ফাঁক পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম! কলু যেন তার ঘানিগাছ পেলে। লিখতে লেগে গেলুম। তার পর "যত্নে কৃতে" ইত্যাদি ত স্বপক্ষে আছেই!

[২]

এটা নাকি প্রমাণ হয়ে গেছে—সব কাজেরি একটা কারণ থাকে। আবার সেটা নাকি বুদ্ধিমানেরা ধরে দিতে পারেন,—ধরে দেনও। জগতে যাঁরা "নামী" হয়ে গেছেন, তাঁরা যে কেন নামী হলেন, তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁদের বাল্যকালের দু'চারটে অসাধারণ বা অলৌকিক ঘটনা বেরিয়েই পড়ে। এটা গেল নামীদের কথা।

আবার "বদনামীরাও" এ নিয়মের বাইরে নন। তাঁদেরও কারণ নির্ণয়ের লোক জোটে। তাঁদেরও উত্তরকালে দায়গ্রস্ত, ভিটেভ্রষ্ট, শ্বশুরালয়স্থ, ঋণগ্রস্থ, তটস্থ প্রভৃতি হবার চিহ্ন-সকল নাকি তাঁদের জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

জোটেনা কেবল আমাদের মত "নিনামী"দের জীবনব্যাপী ফলাফলের কারণ নির্ণয়ের লোক। সেটা শেষ জীবনে গালে হাত দিয়ে বসে, নিজেদেরই আবিষ্কার করতে হয়।

একটা বড় কথা আছে,—ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়াপাত নাকি বহু পূর্বেই হয়ে থাকে, চক্ষুষ্মানেরা আর পিতৃব্যেরা বাল্যেই সেটা দেখতে পান। আবার এটাও শোনা যায়—ভুতের নাকি ছায়া থাকেনা, সুতরাং ছায়াপাতও হয় না। তা সে যে-কারণেই হোক্ আমাদের সম্বন্ধে কেহ কিছু পাননি।

নিকটে পাকা ইস্কুল থাকতে, দু'মাইল দূরে, কুটিঘাটার এক আটচালা ইস্কুলে ভর্তি হই,—কেহ একটি কথাও কন্ নাই।

শেষ জীবনে যখন—মাথায় পাকা চুল, হাতে পায়ে সুপুষ্ট শিরা, গায়ে ১৯ বৎসরের অভিন্ন আত্মীয়—সুতোঝোলা জিনের কোট্, গলায়—ফালি পাকানো চাদর, বগলে Handle-হীন ছাতা, পায়ে "বুটী" বা বুটকাটা চটি, আর বুকে হাঁপানির টান্, এই সম্বলে পেন্সন্ নিয়ে বাড়ী এলুম ও সাবিত্রীর কাছে এই আনন্দ সংবাদটা উৎসাহের সহিত announce করলুম,—Three cheers দূরে যাক্, তিনি একদম fierce হয়ে বললেন—"তাতে নতুনটা কি হয়েছে, কবে যে চাকরি করলে তা তো জানিনা, আর করে থাকো ত কেনই বা করেছ,—করে কার মাথাই বা কিনেছে, তাও ত জানিনা! পোড়ারমুখো ভগবান দয়া করে পেটজোড়া পীলে দিছলেন তাই ছেলেগুলো আজো বেঁচে আছে, তা না তো খালিপেটে ক'দিন বাঁচতো। যাক্ ভালই হয়েছে,—তোমার Monthly-টিকিট্ কেনবার জন্যে, লজ্জার মাথা খেয়ে, মাসে মাসে আর আমাকে পাড়ায় পাড়ায় টাকা ধার করতে বেরুতে হবেনা!"

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পরে এই কি ভাষণ!

যাক্,—ক্ষমাই সেরা ধর্ম,—ধর্মপালনই করলুম। হু'কোটি নিয়ে ধীরে ধীরে চণ্ডী-মণ্ডপে গিয়ে তামাক সাজতে বসলুম। এমন নিরীহ কাজটি আর নেই, বড় বড় তাল সাম্‌লে দেয়। আজকালের ছেলেরা ওটা ছেড়ে দিয়ে কি ভুলটাই করছে! এ দুঃখ-দৈন্যের দেশে এমন কাজও করতে আছে!—এখনো ধরে ত' কাটিয়ে যাবে ভাল।

দু'টান্ টান্‌তেই মন ফুট্ তুললে—"আচ্ছা—কেরানী হয়েছিলুম কেন? গোড়া থেকে ভাবতে আরম্ভ করলুম। প্রথম ছিলিম পুড়ে গেল। ফের সাজলুম—ফের পুড়লো। Where there is a will বলে, তিনের নম্বর চড়াতেই, চট্ বেরিয়ে এল,—"কুটিঘাটার ইস্কুলে পড়ে "কুটিওলা" হবো না তো কি "সদরওলা" হব!

এই আবিষ্কারে ভারি একটা আনন্দ হল,—কারণটাতো পেলুমই, আবার এটাও প্রমাণ হয়ে গেল—আবিষ্কারের ফুস্-মন্তোর হচ্ছে গুড়ুক! বেশ—এখন ঐতেই লেগে থাকবো, দেখি কি কি আবিষ্কার করতে পারি,—সাবিত্রী তখন মৈত্রী হতে পথ পাবে না। লেগে রইলুমও তাই, কিন্তু দুর্ভাগা দেশ চিনলে না। সকলে বললে "রাবিষ্কারক"!—সেটা নিশ্চয় হিংসেয়!

ফলে—জীবনটা এবার "ফেলিওর্"! 'মেমারি' খুলে যাওয়াও দোষ,—চাপা কথা বেরিয়ে পড়ে! বহু দিনের একটা কথা মনে পড়ে দমিয়ে দিলে,—ব্রহ্মবাক্য অমান্য করেই বোধ হয় আমার এমনটা হ'ল! গো-বেচারা রাম কিছু না করে, চোদ্দো বচর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোল না হোক্—ওল্ খেড়ে বেড়িয়েছিলেন, আর আমি ব্রহ্মবাক্য অমান্য

করেছি! আমি কি এত বড় দুর্বুদ্ধির দরুণ মুচ্ছুদ্দি হব। তার তিনি—(যাঁর কথা বলছি)—দারু-ব্রহ্ম ছিলেন না, চারুব্রহ্ম তো নয়ই, পাক্কা পরব্রহ্মের পাল্লা। দেশ বিদেশে তেমনটি আর নজরে ঠেক্‌লো না।

আমাদের গ্রামেই হয়েছিল তাঁর আবির্ভাব। বাল্যকালে আমরা তাঁকে একদম আধাবয়সেই পাই। বর্ণ—নিকষ-কালো, আকৃতি—বামন অবতারের দেড়া, কিন্তু ফাঁড়ে ছিলেন সাড়ে চার হাত। ওজনও ছিল গর্ব করবার মতো। নাক ছিল বরাহের, চক্ষু ছিল—তরক্ষুর—আর তার ভাব ছিল ভয়ঙ্কর। অধর ওষ্ঠ ছিল—বিরক্তি আর তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক। সর্বসাকুল্যে মুখখানি ছিল—বারুদ্-ঠাশা বোমা! আওয়াজটাও অনুরূপ কড়া,—নির্ঘোষ বল্‌লে দোষ হয় না। পোষাকের কোন পাকাপাকি ছিল না, তবে বাড়ীতে লুঙ্গী, ফ্লানালের ফতুয়া আর কাবুলী চাপ্‌লির ব্যবহারটাই তাঁর ছিল বেশী।

বিদেশে বিদেশেই বেড়াতেন, মাঝে মাঝে এসে পড়তেন। ছেলেদের মহলে তখন একটা সাড়া পড়ে যেত,—দেখতে ছুটতুম। কখনো শুনতাম কাবুল থেকে এলেন। গিয়ে দেখি, ঢিলে পা'জামার ওপর ভেড়ার লোমের পুস্তিন চড়েছে, মাথায় কুল্লা আর জরির আঁচলাদার নীল পাগ্‌ড়ি। একটা ১২।১৩ বছরের গেঁঠে ছেলের মাথায় ৭৷৷০ সের ওজনের এক গড়গড়া, আর তার ১৩ হাত লম্বা জরির কাজ-করা নলটা—তাঁর মুখে! গার্ড্ আর এঞ্জিনের ব্যবধানে তিনি ধোঁ ছাড়তে ছাড়তে বাড়ীর সামনের রাস্তায় পাইচারি করছেন। ব্যবধান বজায় রাখার ভার সেই ছেলেটির ওপর। তিনি কারুর পুরাতন নাম ব্যবহার করতেন না,—নিজে নামকরণ করতেন। তার নাম দিছলেন গুট্টু।

আমাদের দেখে বললেন—"কিরে, আজো সব বেঁচে আছিস্ যে! গ্রামের উপকার করতে পারলিনি দেখছি!" তারপর প্রশ্ন করলেন—"বেদানার কত বড় দানা দেখেছিস্?"

অধর বললে—"বাবার মরবার দিন দু'টো এসেছিল, একটা ভাঙতেই খানিকটে ধোঁ বেরিয়ে গেল। সবাই বল্‌লে—এই দুঃসময়ে সাত সাত আনা মাটি,—আর ভেঙ্গে কাজ নেই। তারপর আর তেমন বেয়রাম তো বাড়ীতে কারুর হয় নি।"

তিনি বললেন,—ওইটিই দুঃসময়ের লক্ষণ,—দুঃসময় বটে!

হরে বল্‌লে—"আমি দেখেছি,—জামাই বাবু এলেই তাঁর জলখাবারের জন্যে আসে। এক একটা দানা—উঃ!"

শুনে বল্‌লেন—"যা এনেছি—দেখিস্,—তার এক একটি দানা—দেড়পো রস ছাড়ে! হোক্‌না তোদের গুষ্টিবর্গের সান্নিপাতিক,—এক দানায় ঠাণ্ডা। হ'লে নিয়ে যাস্।"

গতরে আর গুণে, তিনি ছিলেন একই ওজনের। সেতার, এসরাজ, পাখোয়াজ ছিল তাঁর হাতের খেলনা। গানেও ছিলেন গণিমিঞা। ওই ভীমরুলচাক্ থেকে কি করে

যে মধুক্ষরণ হতো, সেটা আজো বুঝতে পারি না। মজলিশে তিনি ছিলেন—একাই একশো, তাঁর জোড়া মিলতো না। এই সব সুকুমার শিল্প তাঁর মধ্যে যে কি করে প্রবেশলাভ করেছিল, আর ভুলক্রমে কর্‌লেও—কি করে যে বেঁচে ছিল, এইটাই আশ্চর্য।

তাঁর নাম ফি-ক্ষেপেই বদলাতো। সাধারণতঃ তিনি "দিগ্বিজয়ী" বলেই খ্যাত ছিলেন। নেপাল বিজয় করে এসে হন—জংবাহাদুর, ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে—ফুঙ্গিলাট্ ইত্যাদি। বিকট বিকট নামের উপর তাঁর একটা উৎকট টান্ ছিল। সেবার এসে বল্‌লেন—জাহানাবাদে তোদের বঙ্কিমের তিলোত্তমার বাপের বাড়ী দেখে এলুম রে। এটার স্মরণার্থে কি নাম নিলে fitting হয় বলতে পারিস্ ?

দুর্গেশনন্দিনীখানা ছিল আমার টাট্‌কা-পড়া, ফস্ করে বলে ফেললুম—"গড়মান্দারণ গাঙ্গুলী।"

ভারী খুসী হয়ে "ক্যাবাৎ" বলেই আমার মাথায় একহাত "গ্রেকেটে" সেধে নিলেন। মাথাটা তাঁর নাগালের মধ্যে থাকলে অনেক তালই তাকে সামলাতে হ'ত। তারপর বল্‌লেন,—"তোর হবে,—হেলায় হারাস্‌নি যেন।"

এত দিন তাঁর নিজের-দেওয়া নামেই ডাকতেন, আজ খুসী হয়ে নামটা জানতে চাইলেন। বললুম,—"রুদ্রপীড় রায়।"

শুনে মিনিটখানেক আমার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে বললেন,—"অ্যাঁ বলিস্ কি,—এ যে খাসা নাম রে! কোন কেলাসে পড়িস্ ?"

"ফোর্থ্।"

"আর এক পদ খসিয়ে, থার্ডে থেমে বামন অবতার হয়ে পড়,—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এক কর্‌তে পারবি। এমন নামের অসম্মান করিস্‌নি,—foolish হস্‌নি, পুলিসে ঢুকে পড়িস্,—লাটের ওপর যাবি। বেদ আর এই দিগ্বিজয় গাঙ্গুলীর ব্রহ্মবাক্যে ভেদ নেই জানিস্।—তবে তোরা সোনারচাঁদ ছেলে—বাঁচবি কি! গ্রামের যে দুর্ভাগ্য—বাঁচতেও পারিস্।" ইত্যাদি

আমাদের ওপর তাঁর টানটা এই রকমই ছিল। ফল কথা—তিনি যে কি ছিলেন, আর কি ছিলেন না, বা কিসে কাহিল ছিলেন, সেটা অনুমান করাও অসাধ্য!

* * * *

ফিরে বচর নেপাল ঘুরে এলেন,—নেকড়ের লোমের টুপি, বাঘ-ছালের চোগা, কোমরে চমরীর ল্যাজ আর ভোজালে, গলায় মৃগনাভির মুণ্ডুমালা;—ভ্রূক্ষেপ তাঁর কাকেও ছিল না। দু'চার কথা আমাদের সঙ্গেই কইতেন, বাকিটা রাজাদের আর আমীরদের দরবারে।

বললেন,—"আর মর্‌লিনি দেখ্‌ছি—গাঁয়ের গোড়ায় শনি লেগে আছে,—তা নাতো এই বাঘা-মৃগনাভি হাত লাগে ! এর এক দানায় মড়া খাড়া হয়ে। নাড়ী ছাড়লে ছুটে আসিস্‌—বেঁচে যাবি। দেখ্‌ছি গ্রামটার আর গতির আশা রইল না।"

পাখোয়াজে ব্রহ্মতাল শুনিয়ে রাজার কাছে ওই সব উপহার পেয়েছিলেন।

"আরো আছে" বলে, উঠনের দিকে ইঙ্গিত করায় দেখি—শ্বেত পাথরের আধখানা থাম-ভাঙ্গা গড়াগড়ি যাচ্ছে।

বললেন,—"ভাল করে দেখে আয়।"

তারপর বললেন,—"কি বল দেকি।"

বল্‌লুম—"কি আর,—একটা পাথরের কুঁদো।"

শুনে অবাক্ হয়ে—কালো বাতাবি-নেবুর কোষের মত ঠোঁট উল্‌টে বললেন—"অ্যা তোরা ব্রাহ্মণের ছেলে,—কলা জ্ঞান নেই ! তোরা যে হনুমানের অধম হ'লি দেখছি। এত দিনে Indian art (ইণ্ডিয়ান আর্ট্) ডুবলো !"

তাঁকে দুঃখ করতে দেখে—'কিন্তু' হয়ে বললুম,—"বোধ হয় পাথরের শ্বেত হস্তীর পা।"

নিশ্বাস ফেলে বললেন,—"দেশটা বড় বেইমান—বড় বেইমান, অত বড় artist-এর (রস-দক্ষের) কদর করলে না। ক'দিনই বা আছি, তোর ওপর একটু আশা আছে—শুনে রাখ। এর পর এই Indian art-এর জন্যে সব কেঁদে ফিরবে। এইটিকে চিরজীবী করে রাখবার জন্যে প্রভু কালাপাহাড় কি খাটুনিই খেটে গেছেন। কেউ তাঁর সদুদ্দেশ্য বুঝ্‌লে না ! অমন দেশপ্রাণ সমঝদার কি আর জন্মাবে ! কি হাতই ছিল ! নিজের হাতে হাতুড়ি ধরে—এক ধার থেকে—কারুর হাত, কারুর পা, কারুর নাক, কারুর কান, কারুর বা মাথাটা কেটে কুটে correct করে রেখে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন—পুরোপুরি সবটা আস্তো থাকলে, কলার চাষে দ' পড়ে যাবে,—কল্পনার কসরৎ থাকবে না, ওস্তাদ জন্মাবে না। মাথা নাইবা রইলো, যার art-এর দৃষ্টি আছে সে দেখবে—ক্যা সুন্দর কটাক্ষ, তাতে হাসিটুকু পর্যন্ত ফুটে রয়েছে ! তবে না গড়ন হবে। কলা ঐ একজন বুঝতেন, তাই দেশের তরে এই সব রেখে গেছেন,—ফাঁকগুলো fill up করতে করতে তোরাও পাকা-কলার অধিকারী হতে পারবি। এত বড় possibility (সম্ভাবনা) তোদের সামনে আর কে ধরে দিয়েছে ? আর কলা বাঁচিয়ে রাখবার এমন নিরাপদ উপায়ই বা কার মাথায় এসেছিল ! আস্তো থাকলে কি এ-দেশে থাকতো !"

আশ্চর্য হয়ে বললুম—"তা আপনি এ হদিস্ পেলেন কি করে ?"

বললেন—"দেবলব্ধও বটে, বুদ্ধির জোরেও বটে। রামদাস মাস্টার সজারু সম্বন্ধে Essay লিখতে দেন। লিখে দিলুম। হাতে পেয়ে তিনি ঐ কালাপাহাড়ী কাট্

(cut) আরম্ভ করলেন। কাটুনির চোটে সেটা ঠিক্ একটা সজারুর মতই দাঁড়িয়ে গেল। Essay-র ইঙ্গিত ধরে ফেলে গুরুদেবের পায়ের ধূলো নিলুম। তিনি খুসি হয়ে আশীর্বাদ করলেন। এখন আর কিছু আটকায় না। গুহ্য তত্ত্ব কি কেউ মুখ ফুটে বলে,—তেমন মুখ্‌খু গুরু ভারতে মিলবে না।"

বললাম—"তারপর,—এ জিনিসটি কি,—কোথায় পেলেন, কি করেই বা আনলেন?"

বললেন—"সেদিন একটা মালকোষ শুনে রাজার মেজাজটা খোস্ ছিল। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঐটিকে দেখিয়ে বললেন—'এই পাথরটি পূর্বপুরুষেরা এই ঘরে রেখে গেছেন, ঘর-জোড়া হয়ে পড়ে রয়েছে। এর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতেও পারে না'।

দেখেই বুঝলাম—কারুর মূর্তি ছিল, ধড়টা আছে,—কালাপাহাড়ী কৃপায় হাত আর মাথা নেই, পাক্কা সাত মোন হবে। শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ঝেড়ে দিলুম।

রাজা ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্যাপার কি? ইনি কে?'

বললুম—'ইনি যে আমাদের মহাপণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র। দেখছেন না,—কি প্রতিভা-দীপ্ত চক্ষু, জ্ঞানোজ্জ্বল ললাট!'

রাজা বললেন—'মাথাই নেই—চক্ষু ললাট কোথা?'

বললুম—'মহারাজ, ঐটুকুই তো কলাবিদ্ কালাপাহাড়ের দান। তাঁর কাজের মধ্যে কি সুস্পষ্ট suggestion তিনি দু'হাতে বিলিয়ে গেছেন! ওর secret সকলে জানেন না। কলা ফলাবার বিশিষ্ট একটি পন্থা রেখে গেছেন; যেমন—

'বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন।'

এটিও সেই ছায়াপথ।'

শুনে রাজা ও রাণীরা ব্যস্ত হয়ে মণ্ডন মিশ্রকে প্রণাম করলেন। তারপর অনেক কথা। শেষ, শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন, কারণ অন্যে কদর বুঝবে না। অবশ্য পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করলেন, আর গড়ের-বাদ্যি বাজিয়ে আমাদের উভয়ের Double first class Travelling দিয়ে, রেলে তুলে দিয়ে গেলেন।"

শুনে বললুম—"পাথরের মূর্তির আবার মাসোহারাই বা কেন, আর Double first class Travelling কিসের জন্যে?"

"আরে বুঝছিস না—মণ্ডন মিশ্র যে! বড়দের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকা চাই তো। পেট সকলের আছে রে, ঠাকুরদের ভোগ হয় না? তাই ৫০৲ টাকা। তাঁদের খেতে আর কে দেখেছে, কিন্তু মণ্ডন মিশ্র স্বহস্তে ভোগ লাগাতেন,—কথাই আছে—'অভ্যাস যায় না মোলে'। আমি কি না-খাইয়ে ব্রহ্মহত্যা কোরবো! আর হিন্দু রাজাই বা তা হতে

দেবেন কেন ? বলতেই, তৎক্ষণাৎ দস্তখৎ ডেলে দিলেন। আর আমার চেয়ে ত তাঁকে খাটো করতে পারেন না, আমিই বা সে পাপ নেবো কেন, তাই উভয়েরই Double first class Travelling। ঐ Travellingই তো বড়-বড়দের লক্ষ্মী রে। এর পর বুঝবি। একটু উঁচু level দেখে পাহাড়ী-চাকরি নিস্ দিকি। সত্যি কি আর First classএ যেতে আসতে হয়,—Travellingটাই টান্‌তে হয়, তার পর Royal classতো রয়েছেই।"

অবাক্ হয়ে শুনছিলুম, বললুম—"এখন এ কন্ধকাটা নিয়ে করবেন কি ?"

"পাথরটা ভাল রে, দেখি Martin কত কব্‌লায় !"

"বলেন কি—শেষকালে গোরস্থানে"—

"ঐ তো ওঁদের সাধনোচিত স্থান,—ওঁর যে সমাধি অবস্থা !"

* * * *

আমাদের দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষটি কলার কদরও যেমন করতেন, তার স্থান নির্দেশেও তেমনি হুঁশিয়ার ছিলেন।

এক কথায়—বিবিধ বিদ্যে বোঝাই করা একখানি বজরা ছিলেন। প্রতাপ আর প্রভাবও ছিল তেমনি।

তাই তাঁকে পরব্রহ্ম বলেছি! তাঁর সেই ব্রহ্মবাক্য অবহেলা করেই foolish মেরে গিয়েছিলুম, পুলিসে ঢুকলে সাবিত্রী পর্যন্ত যমের মত দেখতো—নথ্ নাড়তে হত না! যাক্, better luck next,—তামাকই সাজি—

উঠছি আর অন্দর থেকে আওয়াজ—"আর কি কারো খেতে হবে না,—না তাদের খিদে-তেষ্টা নেই !"

"আরে বাপরে—নেই আবার! কোন্ মিথ্যেবাদী বলে নেই! আমাদের সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসরের উদ্‌বাহিত জীবনে এমন শুভ লক্ষণ কেউ কখনো লক্ষ্য করেনি,—খিদে আবার নেই! তুমি বল কি! খুব আছে—প্রবল আছে, প্রচণ্ড আছে ;"—বলতে বলতে উঠে পড়লুম !

"আর বিদ্যে ফলাতে হবে না—এখন পিণ্ড গেলো।"

"আলবৎ গিলবো,—সত্য বস্তুর অসম্মান করতে পারব না। কিন্তু এর পর ? এ মেওয়া পাকাবে কে ? তুমি সহমরণে না গেলে আমি তো সেখানে বাঁচবো না—পরকাল সামলাবে কে ?"

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিলেন।

আমিও গ্রহমুক্ত হইয়া স্বস্তিতে পিণ্ডটা গ্রাসিয়া ফেলিলাম। মধুরেণ—ইতি

দূর হ'তে কানে যেন আওয়াজ দিতে লাগলো,—"গ্রহণ কা দান্ পুণ্ করো।"

ভগবতীর পলায়ন

[১]

পূজা এসে পড়েছে। আমরা ছেলে-ছোকরার দল মহা ব্যস্ত হ'য়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর প্রতিমা কতটা অগ্রসর হল তদারক করে বেড়াচ্ছি আর শ্রীরাম পালকে তাগাদা দিচ্ছি। মাথা-ব্যথাটা সবচেয়ে আমাদেরই।

চুড়ীওলারা বাড়ী বাড়ী বৌ-ঝিদের বেলোয়াড়ী-চুড়ী পরিয়ে বেড়াচ্চে—চারদিকেই—চাই আলতা সিঁদুর মিসি মাথা-ঘষা! জোলারা হেঁকে বেড়াচ্চে—চাই 'কাপুওড়'—নীলাম্বরী, খড়কে-ডুরে, কুঞ্জ-বাহার।

আমরা নিজের নিয়েই ব্যস্ত, দল-বেঁধে চাঁদনী থেকে জুতো কিনে এনেছি—সে কি চিজ! এখন সারা দুনিয়া খুঁজলেও তেমন এক-জোড়া মিলবে না! সামনে উত্তরাংশের মাঝখানে "রামায়েৎ" পেটার্ণের রবার্, তার চারদিকটা টকটকে লাল চামড়ায় ঘেরা, আর অগ্রভাগটা ঝকঝকে কালো বার্ণিস্ চামড়ার। আবার যদি কখনো খাঁটি সেকেলে শিল্পের কদর হয়, তবেই তার খোঁজ পড়বে,—তাই আদ্‌রাটা ছকে দিলুম। দামও কম নেয়নি, আট-আনা নয়, দশ-আনা নয়—পুরোপুরি আঠারো-আনা। এনে পর্যন্ত দিনে বিশবার তার মোড়ক খুলে দেখেও তৃপ্তি ছিলনা, অর্থাৎ যতবারই ঘুরে-ফিরে এসে বাড়ী ঢোকা, ততবারই দেখা।

তার উপর মোজা, রুমাল, কোর-মাথানো কালাপেড়ে কাপড় প্রভৃতি ত ছিলই, সর্বোপরি সে বচরের নবাগত বার্ডসাই (Birdseye) ছিল আমাদের সেরা সরঞ্জাম্। কিন্তু পাকাতে গিয়ে গোল লাগলো। কাজেই তখন ওস্তাদের দরকার। মা দুর্গার কি দয়া—প্যাং-চাঁদকে জুটিয়ে দিলেন। সে আজ দু'বচর হল ইস্কুলে ইস্তফা দিয়ে উঁচু পরদায় উঠে পড়েছে—অনেক এগিয়ে গেছে! সে ফস্ ফস্ পাকিয়ে দিলে, কিন্তু যা হাতিয়ে নিলে আর ফুঁকলে,—অবশ্য আমাদের training (তালিম) দেবার ছলে,—এখনো তা মনে হ'লে গায়ে লাগে। যাবার সময় বলে গেল—"যা মেওয়া বানিয়ে দিয়ে গেলুম— টানলেই বুঝবি—ইয়াঃ বটে!"

আমাদের সে বছরের পুজোটা সব জিনিসকে ছাপিয়ে ওই "ইয়া"র মধ্যে ঘুরতে লাগলো। পাকস্পর্শ সপ্তমীর রাত থেকে,—উঃ এখনো সাত দিন। তখন, শুভস্য শীঘ্রং, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, কি—দিন যায় ত' ক্ষণ যায় না ইত্যাদি সেরা সেরা মহাকাব্যের জ্ঞান ছিল না। সহসা একদিন ঐ তৃতীয়টির সভ্যতা প্রমাণ করে সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

হরি ছিল আমার সহপাঠী, উভয়েরি এক পাড়ায় বাড়ী—তাদের বাড়ী দুর্গোৎসব হত, সেটা ছিল যেন আমাদেরি পূজা। প্রায় ২৪ ঘণ্টা সেখানেই কাটতো। কুমারেরা প্রতিমার রং করছে—আমরা খুরি এগিয়ে দিচ্ছি বা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি। রাত্রে সাজ পরনো হচ্ছে—আমরা সারা রাত জেগে প্রদীপ উস্‌কে দিচ্ছি। বলিদানের পাঁটা চরানো, পাঁটা নাওয়ানো, ফুল আর কলাপাতা সংগ্রহ অর্থাৎ না ব'লে আনলে যা হয়. ফাই-ফরমাজ খাটা, এ সবই ছিল আমাদের কাজ। তাতে কী উৎসাহ, কী গৌরব বোধ! ম্যাপ্ আঁকবার জন্যে রং সরানোও চলতো। হরি ছিল ম্যাপ্ আঁকতে সিদ্ধহস্ত, সে আলিগড়-পাহাড় আঁকতো, আমরা অবাক্ হয়ে দেখতুম!

হরির বাপ ছিলেন সে যুগের গ্রাম্য-দুর্বাসা,—একেবারে বারুদ, কথায় কথায় অগ্নিকাণ্ড! খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, নিজের উত্তাপে নীরস মেরে বাঁকারি বনে গিছলেন, তদুপরি ছিল ব্রহ্মরন্ধ্র বেড়ে তিন ইঞ্চি high polish (তেল-চক্‌চকে) টাক, সূর্যরশ্মি সম্পাতে তা এমন ঝকঝক করতো—লোকে "ব্রহ্মতেজ" ছাড়া আর কিছু ভাবতে ভয় পেতো।

এই নরদেব সেদিন মজুর নিয়ে মহাব্যস্ত,—বাড়ী পরিষ্কার করা, ম্যারাপ্ বাঁধা শেষ হওয়া চাই,—আর দিন কোথা!

গুড়ুক-সম্বন্ধে তিনি ছিলেন "অগ্নিহোত্রী"—কলকে কখনো ঠাণ্ডা হত না। হুঁকাটিতে জল করে, স্বহস্তে তামাক সেজে, টানবেন বলে আঁব-পাতার নলটি লাগিয়েছেন, এমন সময় সীতারাম ঘরামী হাঁক দিলে—"ঠাকুর মশাই কাতা-দড়ি কই—কাজ কামাই যাছে।" টানা আর হ'ল না—হুঁকো রেখে দড়ি দিতে ছুটলেন।

হরি বললে,—"এই সময় চট্ দু-টান টেনে আমাকে দে, বাবার দেরি হবে—কাতাদড়ি ভাঁড়ারে চাবির মধ্যে আছে। এ ক'দিন এইতে মন্ত্র চালানো চাই—তানাতো "বার্ডসাই" টানবি কি করে—প্যাংচাদ বেটার পেটেই সব যাবে,—নে শীগ্‌গির নে।"

তাও ত বটে! হুঁকো তুলে নলে মুখ দিতে যাচ্ছি, হরি দিলে সট্‌কান্। চেয়ে দেখি সাত হাত তফাতে শমন—চাটুয্যে-মশাই ঝড়ের মত আসছেন! হুঁকো গেল হাত থেকে পড়ে,—খোল্ ফুটিফাটা,—কল্‌কে চুরমার! পা দু'টির জোরে প্রাণটি কেবল ঘরে এলো কি গোরে এলো বুঝলুম না।

সব উদ্যম, উৎসাহ কোথায় উপে গেল; পূজো একদম মাটি! সে আপ্‌শোষ কেউ বুঝবে না—নতুন জুতো হারানোরও শতগুণ!

সারা-দিন পড়ে পড়ে কাঁদলুম—"মা এ কি করলে, তোমার জন্যে দিঘী থেকে দশ ঝুড়ি মাটি এসেছে—তাই দেখেই রোজ বিশ ঝুড়ি আনন্দ পেয়েছি; এক-বোঝা

খড় এসেছে—তার মধ্যে তোমাকেই রোজ দেখতুম—যেন তুমিই এসেছ, এখন আমি করি কি !"

চাঁদনির সেই চাঁদপারা জুতো, চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালো। আর সেই অত সাধের 'ইয়াঃ'—বিষ বোধ হতে লাগলো। এ কি করলে মা !

চব্বিশ ঘণ্টা নির্বাসিতের মত ঠাণ্ডা গারদে অকথ্য যাতনা ভোগ করে, সকালে বাইরে এলুম—যেন চোর! হরে ইষ্টুপিডের আলিগড়-পাহাড় আঁকবার রংয়ের খুরিগুলো চোখে পড়তেই, আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেল্‌লুম।

এখন যাই কোথা। মনে হ'তে লাগলো—চাটুয্যে-মশার টাকের চারদিকের ঝালরের মত সাদা ফর্‌ফরে চুলগুলো যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর তিনি জ্বলন্ত নুড়োর মত, আমার মুখাগ্নি করবার জন্যে ছুটে বেড়াচ্চেন! শিউরে উঠলুম।

কার্তিক এসে ডাক দিলে, সঙ্গে অধর। "কি রে কাল থেকে যে বড় দেখা নেই,—'ফোঁকা' চলছে বুঝি? আমাদের গোণা আছে বাবা!"

হায়রে "ইয়াঃ"! সকলেরি হিয়া তুমি আশায় উৎফুল্ল করে রেখেছ, কেবল আমাকেই 'গিয়া'র সামিল করে দিলে!

"না ভাই শরীরটে ভাল নয়, কিছু ভাল লাগছে না।"

"ভাল লাগচেনা কি বল্‌। তিনটে দিন বাদ—এক পক্ষ নবীন মাষ্টারের মালদোয়ে-দেখতে হবে না। তারপর বড়-বাড়ীতে যে-সব পাটনেয়ে পাঁটা এসেছে,—একদম রামছাগলের পিতৃব্য,—তিরিশ-সের করে মাল ছাড়বে। ভাল লাগছেনা কি বল্‌! আমরা এই ডন্ আর বৈঠক করে আস্‌ছি—ওড়াতে হবে তো? এতো আর দু'টো ছোলা আর এক ঝিনুক ঝোল নয়, একদম মহা-প্রসাদের মালসা-ভোগ। তার ওপর—ইয়াঃ রয়েছে। আবার কি চাস্?"

অধর বললে—আবার শুনেছিস্—"মা এবার ছাগলে চড়ে আসছেন,—তারিণী পুরুত নিজের মুখে বলেছে। শরীর-ফরির দেখতে গেলে চলবে না।"

কার্তিক উত্তেজিত ভাবে বললে—"আসল কথাটাই বলা হয়নি তো। ক্ষ্যান্তো-পিসি নাইতে গিছলেন,—সেই নেড়া মাথায় এক গলা ঘোমটা দিয়ে এসে হাজির! ক্ষেত্তোর ঠাকুদ্দা অবাক্ হয়ে বল্‌লেন—আজ পঁয়ত্রিশ বছর ক্ষ্যান্তোকে পুরুষ-মানুষ বলে জানতুম, কাঁধের উপর কাপড় উঠতে তো কখনো দেখিনি, এ আবার কি!" পিসি দেখি তাঁর কোতোয়াল-কণ্ঠ গুটিয়ে মিহি-সুরে বউ মানুষের গলায় বলছেন—"ঘাটে বোধ হয় চাঁদ-সদাগার এসেছেন, তিনখানা বড় বড় ডিঙ্গা বাঁধা।" আরো সুর নাবিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন—"আমি যে ওঁদের পাড়ার বউ ছিলুম।" এই বলে আঁচলে চোখ মুছলেন।

তারপর আমাদের বললেন—"একবার দেখ্‌তো বাবা,—খেতে না বললে কি ভাল দেখায়। আমি থোড়ের ঘণ্টটা চড়িয়ে দিইগে।"

অনেক লোক দেখতে ছুটেছে,—"চল্ দেখে আসি।" এই বলে কাঁতিক আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চললো।

চাঁদ সদাগরের গল্প শোনা ছিল। অত বড় বিখ্যাত লোকটির ডঙ্কামারা ডিঙ্গা আমাদের দ'পড়া ঘাটে দেখা দিয়েছে। দেখতে হবে বইকি। চট্ গা ঝেড়ে খাড়া হলুম,—মনের সুর দলের সুরে ভিড়ে কখন্ এক হয়ে গেল!

দেখি,—ভিড় ভেঙ্গেছে—অনেকেই ফিরছে। কেউ বলছে—"আবার কার ঘাড় ভেঙ্গে এলেন," কেহ বলছে—"নিশ্চয় যাদু জানে", ইত্যাদি।

ঘাটে পা দিয়েই চম্‌কে গেলুম,—এ যে আমাদের দিগ্বিজয় গাঙ্গুলী! গ্রামে "সুবো" বলে তিনি পরিচিত। তাঁকে কাজ কর্ম করতে কেউ কখনো দেখেনি। বচরে দু'খেপ দিগ্বিজয়ে বেরোন, বাড়ী এসে "সুপা"র ষ্টাইলে চলেন। কারুকে ভ্রুক্ষেপ নেই, প্রায় সকলকেই "কি-রে" বলে সম্ভাষণ করেন। চেহারা, প্রকৃতি, কথাবার্তা, চালচলন এমন উ'চু সুরে বাঁধা যে, কেহ বড়-একটা কছে ঘেঁষতে সাহস পান না। ছোট ছেলেরা তো সে তল্লাটে ঘুঁড়ি কেটে এসে পড়লেও লুটতে যায় না, কারণ তাঁর মুখশ্রীটা যমের চেয়েও জমকালো, তার উপর গাম্ভীর্যের প্রলেপ থাকায়—গ্রেপ্তারি-পরোয়ানার চেয়েও বিকট! এই দু'টিকে চড়িয়ে-নাবিয়ে তিনি মজা দেখতেন আর মনে মনে একটা আনন্দ উপভোগ করতেন। আসলে তিনি লোক ছিলেন তেমন মন্দ নয়—অন্ততঃ আমাদের কাছে। কি জানি কি কারণে কোন্ এক শুভমুহূর্তে আমরা তাঁর নেক্-নজরে পড়ে গিয়েছিলুম! তাই কখনো কখনো তাঁর সরল বিদ্রূপের ছিটে-ফোঁটা আমাদের উপর ছাড়িয়ে পড়তো। ক্রমে তিনি আমাদের গা-সওয়া হয়ে যান।

সাজ-সজ্জায় তিনি ছিলেন বহুরূপী। এবার দেখি—একদম নব কলেবর ধারণ করেছেন। পরিধানে টক্‌টকে চেলির জোড়, চরণে—চর্মবদ্ধ কাষ্ঠ-পাদুকা, মস্তকে—গৈরিক উষ্ণীষ, কণ্ঠে—গেঁটে তুলসীর মালা, আক্‌রোটি রুদ্রাক্ষ, আর সা-ফরিদের সাদা লাল নীল আঙ্গুরী-দানা, সেই কষ্ঠী-পাথরের কপাট সদৃশ কম্বুলী-পক্ষে—সর্ব-সাকুল্যে পাক্কা পোনে দু'সের দোদুল্যমান। সুপ্রশস্ত ললাটের বামে গোপী-চন্দন, দক্ষিণে হোম-বিভূতি, মধ্যে সিন্দুর। দেখলে শমন শত যোজন দূরে থেকে নমস্কার করে সরে যান আর ভাবেন—চাকরিটে বুঝি যায়!

তিনখানা ডিঙ্গা ঘাট-জুড়ে রয়েছে। একখানিতে বড় বড় কলার কাঁদি, কুমড়ো, অসময়ের কাঁটাল, থোড়, মোচা আর পেল্লেয়ে পেল্লেয়ে মানকুচুতে ভরাট—এক একটি যেন তরুণবয়স্ক কন্ধকাটা নারকোল গাছ। দ্বিতীয়খানি ছাগলের ছাউনি, তাতে

ছত্রিশটি ছাগল মজুত, আর একটি পাহাড়ী মোষ। তৃতীয় খানিতে স্বয়ং আমাদের মহীরাবণ আর তাঁর তে-এঁটে পাহাড়ী চাকর গুট্টু,—কোমরে কুর্‌কি বেঁধে বেলেমাছের চোখ আর ভোলামাছের হাঁ বার করে দাঁড়িয়ে আছে! কি রমণীয় দৃশ্য! সব দুখ্‌খু কষ্ট ভুলে গিয়ে হেসে ফেল্‌লুম।

কর্তার নজর এড়াতে পারিনি। তিনি বাঁ-হাতটা সামনে লম্বা করে দিয়ে তর্জনীর ডগাটা বেঁকিয়ে, নীরব ইঙ্গিতে ডাকলেন,—যেমনটি আজ এতদিন পরে রঙ্গমঞ্চে বাহাল হয়ে বাহবা পেয়েছে।

কার্তিক, অধর প্রভৃতি গিয়ে প্রণাম করলে, আমি সাষ্টাঙ্গ হয়ে পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে সেলাম করলুম। অপাঙ্গে ঢেউ খেলে গেল, বললেন—"আছিস্ আজো"!

খেপ্ মেরে ফিরে এলেই তাঁকে আমাদের একটি করে নূতন খেতাব দিতে হ'ত। বললেন—"এবার কি ঠাওরালি?"

বলল্‌ম—"কচুরায়।"

"গেলে—গ্রাম অন্ধকার করে যাবি রে!"

বলল্‌ম—"যমকে আর ভয় করে না।"

"কেমন, উপকার করিছি কিনা বল্। তোদের কাছে যম তো এখন রূপচাঁদ বাবুরে!"—

"যাক, এমন কাজের কথা শোন্। নবাব বাড়ীর ল্যাটা চুকিয়ে—স্বস্তেন সেরে ফিরছি,—শেঠেদের বাড়ী ধরা পড়ল্‌ম। সব পা জড়িয়ে ধরলে; বলে—আমাদের মন্ত্রদীক্ষা দিতে হবে, তা না তো দেহ মন শুদ্ধ হচ্ছে না, বড় অশান্তিতে দিন কাটছে। আমাদের গুরুবংশ সমূলে সাফ হয়ে গেছে, তেমন "কুটীচক্" আর কেউ নেই। "বড়-বড়দের" ছোট-খাটো মন্ত্র—অসম্মানের কথা, আমাদের সেই চার-অক্ষুরে অমর "বিভীষণ" মন্ত্র না হলে বেমানান হয় প্রভু!"

কি মুশকিল! দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীজাফর দেবশর্মার বীজটা আমার অবশ্য জানা ছিল। বলল্‌ম—"ও বীজ বার করলে আমার সাধনার অর্ধেক ফল জল হয়ে যাবে, কুণ্ডলিনী কুপিতা হবেন, সহস্রার সাংঘাতিক ঘা খেয়ে জখম হয়ে পড়বে। উহুঁ—তা হবে না।" তারাও নাছোড়বান্দা। শেষ—প্রতিকারের এক তাড়ানে সেকেন্দরী-ফর্দ শোনাল্‌ম। তারা তাইতেই রাজি!—তারিরই আংশিক আদায়—এ সব যা দেখছিস্। ঘি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি পশ্চাতে আসছে। মায়ের পূজাটা এবার ঘোরালো করে করতে হবে,—বুঝলি?—সব ভারই তোদের,—করতে কর্মাতে হবে তোদেরি, আমি কেবল direct করবো,—ব্যাস্!—

"কেমন,—পারবি তো?"

কি শুনিলাম ! একদম স্বর্গারোহণ পর্ব ! জোর্‌সে মাথা নেড়ে যোগ্যতা জানালুম।

তিনি আমাদের পিঠ চাপ্‌ড়ে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মত গা তুলে পা বাড়ালেন,—সঙ্গে নবরত্ন ! যজ্ঞসম্ভার নিয়ে মুটে-মজুর মাঝি-মাল্লারা অনুগমন করলে। গ্রামে যেন নব-হুল্লোড় ঢুকলো। পশ্চাতে পশুশালা !

বিজ্ঞেরা বললেন—"ওয়ারেন্ট্ এই আসে !"

মা দুর্গাকে ডাকলে যে, সকল বিপদ কেটে যায়—আমিই সেটা হাড়ে-হাড়ে জানলুম। বাড়ী ফিরেই ধূলপায়ে সর্বাগ্রে সেই বামনটেক্কা জুতো জোড়াটি—নানা angle of vision থেকে প্রাণভরে এঁকে-বেঁকে দেখে মাথার-বালিসের পাশে রাখলুম। —'ইয়াং' গুলি গুণে, বার বার শুঁকে বেতের প্যাঁটরায় পুরলুম। ভয়-ভাবনা ভোঁ করে অন্তর্ধান ! চুলোয় যাক্ বেটার আলিগড়-পাহাড় !

'Moral class Book' মোড়াই ছিল, কেবল পোড়াতে বাকি রইল। আর কি ও-সব ভালো লাগে,—নিজেদের পূজো ! কাজ কতো ! বাবা যতদিন বেঁচে, ততদিন পড়া তো লেগে থাকবেই, পূজো বছরে একবার বইতো নয়।

ছাগলগুলোই তো পূজোর প্রাণ,—তাদের জন্যে কাঁটাল-পাতা ভেঙ্গে কাঁড়ি করে ফেলা গেল। নেউঁকিদের আস্তাবোল থেকে নটবর ঘোড়ার দানা সরাতে লেগে গেল :—এ কদিনে 'gram-fed' দাঁড় করানো চাই।

স্কুলের পাপটা একবার চুকিয়ে আসতে পারলে হয় !

[২]

তখন আমরা কুটিঘাটার ইস্কুলে পড়ি। মহালয়ার আগের দিন হাঁপ্-ইস্কুল হয়ে পূজোর ছুটি হয়ে গেল। বাঘা নবীন মাষ্টারের প্রবীণ বেতগাছটি নির্জীবের মত মাথা নীচু করে দেরাজের মধ্যে ঢুক্‌লো। অমনি আমাদের স্ফূর্তির ফোয়ারা যেন হৃদয়-গুহা ফুঁড়ে ফোঁস্ করে মাথা তুলে বেরিয়ে এল। আমরাও লাফ্ মেরে বেরিয়ে পড়লুম। সে-দিন বাঁধা নিয়ম বদ্‌লে ফেলে, সোজা পথ ছেড়ে পাড়ার ভেতর দিয়ে চলা গেল।

ছিলাম পাঁচ জন,—'পলাশীর যুদ্ধ'ও ছিল মুখস্থ। আমরাও চললুম—অভিনয়ও চললো। মাঝে মাঝে Feeling-এর (ফিলিংয়ের) মাথায় মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়াও চোল্‌লো। স্ফূর্তি কত !

সে কলরবে—পাড়ার কয়েকটি প্রৌঢ়া, ছুটে বাড়ীর বাইরে এসে পড়লেন। বিপিন ছিল জগৎ শেঠ, তার গলাও ছিল ফাটা কাঁশরের মত আসর জমানো। পূর্ণোচ্ছ্বাসে যেই সে বলেছে—

"যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী।"

প্রৌঢ়ারা ছুটে এসে কাতরে বললেন—'বাবা—ক্ষেমা দে ! আপনা-আপনি কি ঝগড়া করতে আছে বাবা !—"

বিপিন তখন—"কঠিন পাষাণে আমি বেঁধেছি হৃদয়" বলে, সজোরে নিজের বুকে চপেটাঘাত করে বসেছে !

প্রৌঢ়ারা—"রক্ষে কর্ বাবা, লক্ষ্মীটি, আমাদের কথা শোন্ বাবা" বলে, আমাদের মধ্যে এসে পড়ায়,—আমরা হেসে এগিয়ে পড়লুম।

হরিবিহারীর প্রাণটা ছিল কোমল, সে তাঁদের বললে—"ভয় নেই গো—ভয় নেই, ঝগড়া নয়—আমরা খেলা করছি !"

"রক্ষে—তোমাদের খেলার পায়ে নমস্কার বাবা,—আমাদের এখনো বুক্ টিপ্-টিপ্ করছে !"

খানিকটা এগিয়েই একটা বস্তির পুকুর ধারে এসে পড়া গেল,—মোহনলালও গোলা খেয়ে কাৎ হয়ে পোড়লো। মোহনলাল ছিল কার্তিক,—যেমন লম্বা তেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি পরার্থপর। সে কাৎ হয়ে অর্ধোত্থিত অবস্থায়, পশ্চিম দিকে দু'হাত জোড় করে আরম্ভ করে দিলে—

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি—"

আমাদের তখন feeling এসেছে,—সকলেই ভারতের তরে বিহ্বল ! মোহনলালের দিকে মোহমুগ্ধের মত রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে,—সহস্রকিরণকে ফিরে চাইতে বলাটাই শুনছি, আর মনে মনে তার সঙ্গে joint petition পেস্ করছি। নিজেরা আর নীচের দিকে দেখি নি যে, দুটি তরুণী বস্তি-বধূ পুকুরের পশ্চিম দিকের ঘাট বয়ে ব্যস্ত হয়ে পালাচ্ছে। আগেরটি অপরকে বলছে—"দিনমণি দৌড়ে আয় !" দিনমণির কলস কক্ষচ্যুত হয়ে সশব্দে চুরমার হতেই, আমাদের হুঁস্ হল ! তারপরই ভারত-সন্তানদের ভাবান্তর—সনাতন দক্ষতার আশ্রয় গ্রহণ ! একদম নিরাপদ রাজপথে পৌঁছে শ্বাস মোচন !

বস্তির বাইরে এসে সুস্থির হবার আগেই অস্থির হবার আয়োজন যেন লুকিয়ে ছিল ! দেখি এক বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে আর বলছে—"বাবা আমি বড় গরীব, আমার আর কেউ নেই, কোথায় চার আনা পাবো ! ঐ গরুটির দুধ বেচে একবেলা চলে বাবা ; ভগবান তোমার ভাল করবেন,—ছেড়েদে বাবা !"

ফলে, অতি রূঢ় কদর্য ভাষায় উত্তর আসছিল। চেয়ে দেখি, একটু আগে এক পাহারাওলা একটা গরুর দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলেছে।

অধর তাকে বললে—"বড় গরীব বুড়োমানুষ হায়, ওর আর কেউ নেই হায়, ছেড়ে দাও !"

লোকটা পিশাচের মত দাঁত বার করে—"ওঃ, হাকিম আয়া !" বলে, উপেক্ষার হাসি হেসে, গরুটাকে হড়্‌হড়্‌ করে টেনে নিয়ে চল্‌লো।

সদ্য-পলাশী-রঙ্গভূমি ভঙ্গ-দেওয়া বঙ্গ-বীরের ধমনীতে লড়ায়ের ঝাঁঝ তখনো প্রবল। পরদুঃখকাতর, দৌড়্‌দক্ষ মোহনলাল ইতিমধ্যেই একটা প্রকাণ্ড ভেরেণ্ডা ডাল ভেঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছিল। সে গরুটার পিঠে ভীমবলে, আচম্‌কা সজোরে আঘাত করেই গলি-পথে লম্বা। সঙ্গে সঙ্গে চার-পা তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে **ভগবতীর পলায়ন**। আমরাও বিভিন্ন পথে অন্তর্ধান।

বিমূঢ় বীর, পদোচিত ভাষায় শাসিয়ে, শেষ গরুর পশ্চাতেই পা বাড়ালে।

* * * * *

হরি দত্তর একমাত্র ছেলেটি ঘণ্টাখানেক আগে মারা গেছে। বাড়ীতে সান্ত্বনা দান ফেলে, থানায় রিপোর্ট দান করতে ছুটেছিল, কারণ সেটা more জরুরী ! ফিরতি মুখে সে খবর দিলে,—"তোমরা করেছ কি, সরকারী-মাল মারপিঠ করে ছিনিয়ে নিয়েছ ! হনুমান সিংয়ের কান্নায় থানায় হুলস্থূল পড়ে গেছে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে সব-ইনিসপেক্টর বাবু এখুনি আসবেন।"

আমরা তখন একস্থানে এসে আবার জড় হয়েছি। হরি দত্তর কথায় স্ফূর্তি ফেঁশে গেল। এত বড় বাহাদুরিটে পুরো উপভোগ করতে পেলুম না। মন-মরা হয়ে গ্রামে ঢোকা গেল।

আমার তো রক্ত জল ! মা, আবার এ কি করলে ! রাহুর হাত থেকে রেহাই না পেতেই যে কেতুর কবল হলাম।

সর্বাগ্রেই নজরে পড়লো—গুটুর মাথায় গড়গড়া, আর আমাদের দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ ধোঁ ছাড়তে ছাড়তে রাস্তায় শণ্ট্‌ করে বেড়াচ্ছেন ; দেখা হতেই বললেন—"কিরে—সাড়া শব্দ নেই যে ! খবর কিরে বখ্‌তিয়ার।"

তিনি বখ্‌তিয়ার বলতেন কার্তিককে। কার্তিকের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা শুনে তাঁর শ্রীমুখ এমন এক অভিনব মূর্তি ধারণ করলে, যা পূর্বে কখনো দেখিনি। তারপর আওয়াজ ছাড়লেন—"যা, তোর বাবার কালী সিঙ্গির মহাভারত আছে না ? সে আর কোন্‌ কাজে লাগবে ; আর ব্রহ্মবৈবর্ত, শিবে কৈবর্ত প্রভৃতি মোটা মোটা দেখে যা পাস চট্‌ এনে আমার বৈঠকখানার আলমারী আর টেবিল সাজিয়ে ফেল। এই পেঁচো, যা, জমিদারের গড়বাড়ি সিংয়ের uniform (উর্দিটা) মায় রুপোর চাপড়াস্‌ নিয়ে আয়। কেষ্টো সে-গুলো পরে ফেলুক। সে দোরের কাছে হাজির থাকবে। ডাকলেই 'হুজুর' বলে কুড়ুল-কোপের সেলাম চালাবে। তাকে একবার ডেকে দে।"

কেষ্ট-দা ছিলেন ভোজপুরী জোয়ান। নাকটুকু বাদ্‌ সবটাই ছিল তাঁর দাড়ি।

তিনি বাড়ী থাকলে, ছেলে মেয়ে অন্য পাড়ায় পালাতো। পত্নী তাঁকে স্বামিরূপে পাবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছাগত বাইও পেয়েছিলেন।

বেণীকে বললেন—"এই গবাক্ষ, এই নে তিন টাকা, চট্‌ পরাণের দোকান থেকে রসগোল্লা এনে পাশের ঘরে রাখ। আর এই চার আনার সাজা-পান আর খইনি। বেরো।"

আমায় বললেন—"যা, ২।৩ জন ভদ্রবেশী লোক পাড়ায় ঢোকবার পথে হাজির রাখ্‌গে। থানাদারেরা তাদের কাছে খবর নিতে পারে। তারা বলবে—'ছোঁড়াদের উৎপাতে গ্রামে আর বাস করা চলে না। আমাদের ভাগ্যে এই সময় ডেপুটি বাবুও বাড়ী আছেন, ভারি কড়া হাকিম! গ্রামের ওপরও তেমনি বিষদৃষ্টি। তিনি শুনলে নিজেই সন্ধান করে ধরিয়ে দেবেন। তাঁর কাছে কারুর মাপ্‌ নেই। দাপটে রংপুরে বাঘে গরুতে এক ঘরে বাস করে। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। উচিত শিক্ষা হয়ে যাবে, বড় বাড়িয়েছে মশাই!' তারপর সোজা আমার কাছে আনবি।"

এসে দেখি—মোজা, ঢিলে পাজামা, গ্রিসিয়ান্‌ শ্লিপার, গায়ে ক্রিকেট-ফ্লানেলের আনকোরা শার্ট, নাকে সোনার চশমা, হাতে হোমিওপ্যাথী Hulls Jar খোলা। আলমারী Law bookএ অর্থাৎ পদ্মপুরাণাদিতে পরিপূর্ণ!

দেউড়িতে জালিম্‌ সিং (কেষ্ট-দা), আর বৈঠকে উপরিউক্ত রংপুরের ডেপুটি! আমাদের জমায়েত পাশের ঘরে।

গ্রেপ্তারী অভিযান এসে উপস্থিত,—Sub-Inspector (সাব্‌-ইনস্‌পেক্টর) সহ তোফা ত্রিমূর্তি!

কেষ্ট-দা ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিস্‌কো মাংতে?"

সেই আহত-দর্প হনুমানসিং জোর গলায়,—"কহো যাকে নিস্‌পেক্‌টার সাহেব আয়ে হ্যায়।"

কেষ্ট-দা মুখে আঙ্গুল-দে চুপ করতে ইসারা করে Sub-Inspector (সাব্‌-ইনিস্‌পেক্টর) বাবুর কাছে কার্ড চাইলে। তিনি ধীরে বললেন,—"ডিপ্‌টি সাহেব কো কহো যাকে—Sub-Inspector বাবু সেলাম দেনে আয়ে হ্যায়।"

কেষ্ট-দা ঘরে ঢুকতেই খাদ্‌গম্ভীরে আওয়াজ হ'ল—"আনে কহো।"

পাহারাওলাত্রয়কে বারাণ্ডায় বেঞ্চে বসতে বলে Sub-Inspector বাবুকে সঙ্গে করে এগিয়ে দিলেন। তিনি গলাটা একটু সাফ্‌ করে নিয়ে—গলা বাড়ালেন।

ইনিস্‌পেক্টার বাবু বোধ হয় আশাই করেন নি—এমন মূর্তি মর্ত্যে থাকতে পারে, তাই একটু সহজ সাহস মুখে ঢুক্‌ছিলেন। ঢুকেই, উর্দ্ধ্বফণা দেখলে লোকের যে অবস্থা হয়, তাঁর মুখে তার পরিচয় ফুটে উঠলো। ডান-হাতটা যন্ত্রবৎ কপালে গিয়ে ঠেক্‌লো, কিন্তু কথা সরলো না।

ডিপুটি কচুরায় নিজ মূর্তির প্রভাব বিলক্ষণ জানতেন। ধীর গম্ভীর আওয়াজে তর্জনী বাড়িয়ে তিন গজ তফাতে একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললেন—"বোসো।"

"আজ্ঞে আমি বেশ আছি,—আপনার সামনে"—

"এ এজলাস্ নয় হে, এ আমার নিজবাটী। কত দিনের service (চাকরি)?"

"আজ্ঞে এই দেড় বছর।"

"ওঃ তাই! তোমার আগে বুঝি বজ্রভ্রূকুটি সামন্ত ছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এসেছি শুনলেই সব কাজ ফেলে দেখা করতে আসতো। ছোকরা একটা তেমন তেমন সদর পেলে, নামের কদর রাখবে। সে কায়দার ফায়দা এরি মধ্যে বুঝেছে। New Year (নব-বর্ষের) দরবার সামনেই, কমিশনারের সঙ্গে দেখা হবেই,—দেখি কি করতে পারি"—

"তিনি আপনার মনে যখন স্থান পেয়েছেন"—

"সেটা তো শক্ত কথা নয় হে, একটু বুদ্ধির দরকার। দেশ কাল পাত্র বুঝে পা ফেলতে শিখলেই আপ্‌সে এগিয়ে যাবে। ভ্রূকুটি সেটা শিখেছে, অর্থাৎ কোথায় ভ্রূকুটি দরকার, কোথায় বিচুটি ব্যবস্থা, কোথায় শিষ্টটি সাজতে হয়, কোথায় টুঁটি টেপা চাই, কোথায় কানুনুটিই যথেষ্ট, আবার কোথায় পা দু'টি ধরতে হয়, এ সব সে শিখেছে। চাই হে চাই—সবই চাই। ঐ যা বলেছি—দেশ কাল পাত্র। রাজটীকা লাভ করবার রাজপথই ওই—তা, কি তোমার—কি আমার। বুঝেছ?"

"আজ্ঞে আপনার উপদেশ,—আপনি পিতৃতুল্য।"

"বেশ। উন্নতির উঁচু পর্দা দু' একটা শুনে রাখো। যার একাকার থাকবে—তলে-তলে খবরটি রেখো—কার ওপর তাঁর কি নজর, তাঁর my dear-দের বাদ দিয়ে চলবে। পর্দা ঠিক রাখবে, পা টিপতে গা টিপে বোসোনা, বে-সুরো বলবে। যে গণ্ডীতে থাকবে, তার বাঘের বাসাগুলো চিনে চলবে। চট্ ভাল হবে।"

এতক্ষণে Sub-এর (সব্-ইনিস্‌পেক্টরের) মুখে একটু হাসির ভাব এল। তিনি বললেন—"কৃপা করে যা যা বলে দিলেন, এ সব ক'জন বলে দেন,—"

"বেশ, তা হলে বুঝতে পেরেছ। মনে রেখো। আমার Ist Class ডেপুটিগিরিতেই দশ বচর কাটলো হে। মৈনাক মুখার্জির নাম শুনেছ?"

Sub—নমস্কার করে সবিনয়ে বললেন—"আজ্ঞে তাঁর নাম শোনেনি—আমাদের লাইনে এমন কে আছে। Inspector ভুজঙ্গ বাবু বলেন—ডেপুটি যদি কেউ থাকেন ত' তিনিই। সম্প্রতি রংপুরে"—

"হ্যাঁ—এই পূজোর বন্ধে এসেছি। একশো বচরের বুড়ো মা,—কৃপা করে দর্শন দেন"—

"আপনি কত লোককে কৃপা করেন,—মা আপনাকে কৃপা করবেন না তো কাকে করবেন।"

"কোই হায়,—এই—জালিম সিং?"

"হুজুর" (কেষ্ট-দার প্রবেশ ও সেলাম)

Confidential Notes.

কেষ্ট-দা আলমারী থেকে বাঁধানো "বেতাল পঞ্চবিংশতি" খানা বার করে দিয়ে, সেলাম করে যথাস্থানে গেল।

"হ্যাঁ—তোমার নামটি কি বাবু?"

"আজ্ঞে আপনি আমাকে বাবু বলবেন না। আমার নাম নলিনীমোহন ভৌমিক।"

নোট্ করতে কলম তুলে আশ্চর্য ভাবে—"সে কি হে! ওটা তো এ line-এর নাম নয়। ও নামে থিয়েটারে ঢোকা চলে, মনিহারী দোকান করতে পার, বড় জোর ওকালতী। এ লাইনে ও-সব মেয়েলি নামে কাজ হয় না, বদ্‌লে ফ্যালো—বদলে ফ্যালো। আমার District-এ আমি নিজে নামকরণ করে দি। ভুজঙ্গ, মৃদঙ্গ এসব বেশ fitting নাম। বিরূপাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, কালাপাহাড়, ধনুষ্টঙ্কার যা হয় একটা Departmental নাম নিয়ে ফ্যালো। যার যা,—কামে নামে সামঞ্জস্য থাকা চাই হে। সাঁ-সাঁ এগিয়ে পড়বে। নামেরও দাম আছে, নামে হৃদকম্প ধরলেই অর্ধেক কাম হাসিল জানবে। "কালভৈরব ভৌমিক" পছন্দ হয় না? বেশ হবে—বেশ হবে—

Sub—ঈষৎ হাস্যে,—"যে আজ্ঞে।"

"বেশ,—আর দেখ, বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আসছি, দেখা কোরো! ভুলবোনা,—তবু। বুঝলে?"

"এটা তো আমার duty (কর্তব্য)।"

"বেশ,—ওরে বখ্‌তিয়ার, আমাদের কি হুঁকো-পানি বন্ধ করলি! সব সরে পড়লি নাকি?"

কার্তিক—"না জ্যাঠামশাই, এই যে আমরা" বলেই,—দু'খানা রেবাকিতে রসগোল্লা আর দু'-গেলাস জল নিয়ে হাজির।

Sub—"এ আবার কেন!"

"সে কি বাবাজি, এটা হিঁদুর বাড়ী। এতো আমাদের পথের দেখা নয়। এক সঙ্গে মিষ্টিমুখ না করলে আপনার লোক হয় না হে।"

কার্তিক স্বহস্তে বাইরের ত্রিমূর্তির স্ফূর্তিবিধানে লেগে গেল। হনুমান সিং

কার্তিককে দেখেই চিনেছিল আর কেষ্ট-দার কাছে খবরও পেয়েছিল—ডিপুটি সাহেবের ভাইপো। রসগোল্লা পেটে পড়তেই সহাস্যে বললে—"ভেইয়া বড়া বহাদুর হ্যায়—পুরা জাঙ্গ!"

রংপুরের Ist Class Deputy বেরিয়ে এসে আমাদের ক'জনকে দেখিয়ে বললেন—"হামারা পাঁচো ভতিজা পুরা সয়তান হ্যয়, তোমারা এলাকামে পড়নে যাতা, জেরা দেখনা ভাল্না ভেইয়া।"

"আলবৎ হুজুর! ইয়ে সব তো আপ্না ভাই হ্যায়,—মাতারিকে বেটোয়া হ্যায়!"

পরে পান, খইনি খেয়ে, বার বার সেলামান্তে রংপুরের Deputy-র (ডেপুটির) প্রশংসা করতে করতে সব বিদায় হল। কেষ্ট-দা ইতিমধ্যে তাদের চরণ চাঁড়িয়েও দিয়েছিলেন।

Sub.—হাত জোড় করে বললেন—"মনে রাখবেন।"

"Confidential-এ (অন্তরঙ্গে) এসে গেছ হে!"

সব দৃষ্টির বার হয়ে গেলে ডেপুটি আমাদের দিকে ফিরে বললেন—"যাঃ, এইবার রসগোল্লাগুলো উড়িয়ে দিগে যা।"

ওড়াবো আর কি,—কেষ্ট-দা তখন চাপড়াস্ ফেলে গোগ্রাস সুরু করে দিয়েছিল! আমরা কাড়াকাড়ি করে—দুটো একটা যা পেলুম!

[৩]

পূজোর জয়ডঙ্কা বেজে গেল—এমন পূজো লঙ্কাতেও হয়নি! এত রক্তের ছড়াছড়ি রক্তবীজও দেখেন নি! মহাপ্রসাদের মইমাড়ন!

রাত্রের আসর দেবরাজের বাসর হয়ে দাঁড়ালো। রূপচাঁদ-পক্ষী, নুলোগোপাল, মধুটপ্পাবাজ—মধুচক্র রচনা করলেন। মল্‌কাজানের মালকোষ শুনে, বড় বড় মোষ কাত হয়ে পড়লেন; এলাহিজানের রামকেলীতে সব jelly (মোরব্বা) মেরে গেলেন; সোনা-বাই এক ছায়ানাট্ ঝেড়ে সবাইকে লাট্ খাইয়ে দিলে। জলচরেরা একদম হলধর বনে গেল। "নিস্‌পেক্টার" বাবু তাঁর হনুমানাদি কটকের কাঁধে ফিরলেন, সঙ্গে গেঁড়াসিং তেওয়ারী—সহ ছয়টি ছাগ মুণ্ড, কারণ তাঁরা কনোজিয়া,—কালিয়া দমনে শমনপ্রায়!

গ্রামের বিজ্ঞেরা পোলাও পেয়ে,—বোলাও বোলাও শব্দ ছাড়লেন। আমরাই পরিবেশক,—'মাটি' হতে হতে "সোনার চাঁদ" দাঁড়িয়ে গেলুম!

পক্ষীরাজ রূপচাঁদ-পক্ষী বিদায়-বেলায় আমাদের মহারাজকে সহাস্যে বললেন—"এ পণ্টন পেলে কোথায়! আশীর্বাদ করি পালক্ গজাক্।"

গজালও তাই! মহাপুরুষের বাক্য ব্যর্থ হবার নয়—সেইদিন থেকেই অঙ্কুর ছাড়লে, অচিরেই লায়েক্ হয়ে পড়লুম,—পনেরো বচর পেরিয়ে গেলুম!

বোধ হয় বার্ডস্-আইয়ের গুণেই চট্ পক্ষীরাজের নজরে পড়ে গিয়েছিলুম। বিলিতি জিনিস কিনা,—অব্যর্থ! পূজা সার্থক হল। শুভক্ষণে সেই যে ধরা গিয়েছিল—বোধ হয় মুখাগ্নিতে জের্ মিটবে।

এখনো বচর বচর সেই পূজা আসে, মার কৃপায় "ইয়াং"ও কত নব নব রূপে আসে। "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলতে হয় তো আলবৎ ওই—"ইয়াঃ।" এখন আর পাকাবার বালাই নেই,—প্যাংচাঁদও গত হয়েছে।

আজো আমরা আমাদের সেই মহাপুরুষের ডেপুটিগিরির অভিনয়ের কথা আর তাঁর সর্বতোমুখী প্রভাব ও প্রতাপের কথা ভাবি আর মনে হয়—এখন জোর গলায় দু'টো বক্তৃতা করতে পারলেই আমরা—"বখ্‌তিয়ার, কাজে কিন্তু—"খিলজি,"—পাগড়ি দেখলেই "খিল-দি!"

আমাদের সন্ডে সভা

[১]

আমাদের আড্ডা ছিল বিডন্-স্কয়ারে সতীপতিদের বৈঠকখানায়। আমরা সাতজন ছিলুম তার আনুষ্ঠানিক সভ্য বা দাসখৎ-লেখা সভ্য ;—কেউ কেরাণী, কেউ মাষ্টার, কেউ গররাজি, কেউ সাহিত্যিক, কেউ স্বরাজী, কেউ ঘর-জামাই, কেউ বেকার। তাই রবিবারে রবিবারেই আমাদের ফুল্‌বেঞ্চ বোস্‌ত। সভ্য-সংখ্যা বাড়াবার নিয়ম ছিল না।

দৈবের ওপর কারুর দাপট্ চলে না।

সেটাও ছিল রবিবার, নরেন তখনো এসে পৌঁছয়নি। নরেনের রংটা ছিল একটু ময়লা—ঠিক কালো নয় ; কিন্তু এই অল্প অপরাধেই সে "কালাচাঁদ" নাম পেয়েছিল।

বেলা সাতটা হয় দেখে বীরেন ব'লে উঠ্‌ল "কালাচাঁদ কোথায় ?" বীরেনের সুরটা ছিল স্বভাবতই চড়া। প্রশ্নটা তার মুখ থেকে যেই বেরুনো, সঙ্গে সঙ্গেই "এই যে বাবাজি" বলেই, দীর্ঘ-ছন্দের নিকষ-কৃষ্ণ এক প্রৌঢ় মূর্তি, একদম্ পাপোস্ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে হাজির। রাত্রিকাল হলে, হয় আঁতকে উঠতুম, না হয় কাঠ মেরে যেতুম—দু'টোর একটা হ'তই। তবু সকলে থতমত খেয়ে গেলুম।

বীরের বললে—"কই আপনাকে ত আমরা ডাকি নি।

আগন্তুক বেশ সপ্রতিভ ভাবে বললেন—"সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, তোমরা ত' আর ভুল কর নি ; আর তা' হলেই বা হয়েছে কি—আমি এটর্নীও নই, ডাক্তারও নই যে "ফি" চার্জ্জ ক'রব। তবে ডাক্‌টা কানে গেল বলেই এলুম। না এলেও ত' অভদ্রতা হ'ত। হ'ত না বাবাজি।"

মাষ্টার বললেন—"আমরা একজনকে 'কালাচাঁদ' বলি, তাঁরই খোঁজ করছিলুম।"

আগন্তুক বললেন—"ওঃ আপনারা বলেন ! দাবীটে খুব জবর বটে। তা আপনারা সবই বলতে পারেন ! আমি কিন্তু আজ ছ'মাস কলকেতায় বাসা নিয়েছি,—চোখ বুজেও চলি না, কই এ পর্যন্ত আমার মত জন্ম-কালাচাঁদ ত' নজরে পড়ে নি বাবাজি। এ ঘরটি বড় রাস্তার ওপরেই, এখন থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে যদি আমার চেয়েও বড়িয়া কালাচাঁদ দেখতে পান, আমি একটান গুড়ুক পর্যন্ত না টেনেই, পেছু হটে বেরিয়ে যাব।"

আমাদের কালাচাঁদ (নরেন) তখন এসে গেছে। ব্যাঘাত ভাবটা কেটে গিয়ে সকলেই তখন আগন্তুকের কথা উপভোগ করছিলুম—বিশেষ করে তাঁর সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞাটা।

নরেন অপাঙ্গে হাসি টেনে বললেন—"আপনার নাম তা হ'লে কালাচাঁদ ?"

আগন্তুক সহজ ভাবেই বললেন—"জলকে জল বলে, সূর্যকে সূর্য বলে, রাতকে রাত বলে' কারুকে বোঝাতে হয় না। হুঁকোকে যদি কেউ বাঁশ-গাছ ভাবেন, সে অপরাধ বোধ হয় হুঁকোর নয়। বাবা আমার নামকরণে তাঁর নির্ভীকতার তথা সত্যপ্রিয়তার পূর্ণ পরিচয় রেখে গেছেন, তাই কেউ আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে আমি অবাক হই।"

আমি বললুম—"মশাই আমাদের অপরাধ হয়েছে মাপ করবেন, আপনি দয়া করে বসুন। আপনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনাকে "কালাচাঁদ" বলে ডাকতে পারবনা, অনুমতি হয় ত' "কালাচাঁদ খুড়ো" বলবো।"

আগন্তুক বললেন—"বাবাজি" বলে তার সূচনা তো পূর্বেই করে দিয়েছি।

তারপর তিনি ঠনঠনের চটি জোড়াটি খুলে আসরে আসন নিলেন। আমি তাওয়াদার আভাঙ্গা একটি কলকে গড়গড়ায় বসিয়ে নলটি তাঁকে এগিয়ে দিলুম। তারপর চা, পরেই পান, তার পরেই গুড়ুকের ঘন রিপিটিসন (ঢাল্ সাজ্)।

এই ভাবে স্বপাদ্য মাদুলীর মত বা দৈববাণীর মত আমরা তাঁকে লাভ করি। সেই পর্যন্ত তাঁকে না পেলে আমাদের আড্ডা নিবে থাক্তো; অমন সর্বজ্ঞ সভ্য আমাদের মধ্যে কেউ ছিল না। যদিও তাঁর কাছ থেকে গুড়ুকের আওয়াজ ছাড়া অন্য আওয়াজ কমই পেতুম, কিন্তু যা দু' একটি পেতুম তা দুর্ল্লভ।

[২]

আমাদের আড্ডা-অধিকারী সতীপতি আর ঘর-জামাই বিলাসবন্ধু, এই সদস্যদ্বয় ছিলেন ডাঁসা সাহিত্যিক; অর্থাৎ উভয়েই তিনটি করে ছোট গল্প লেখা শেষ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য—সেই গল্পগুলি নিয়ে তিপ্পান্নখানা মাসিকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। শেষে "সাহিত্য-শাল্মলী" পত্রিকার সৌভাগ্যবান সম্পাদককে সতীপতি বলেন—"দেখবেন কেউ যেন ওর ওপর কলম চালিয়ে মাটি করে না দেয়।" তাতে সম্পাদক বলেন—"আমরা পূর্বে পূর্বে অনেক চেষ্টা করে দেখেছি—সোনা মাটি হয় না, তা' ছাড়া আমাদের সে সময় থাকলে তো! পূজো এসে গেল, নিজের উপন্যাস তিনখানা না বার করতে পারলে, এক বছর এখন গুদোম ভাড়া গোনো আর উয়ের পেট পোরাও। উঃ, তেরো দিনের মধ্যে সতেরো চ্যাপ্টার টেনে দিতে হবে!"

জামাই বললেন—"কিন্তু বানানগুলো"—

তাকে আর এগুতে না দিয়েই সম্পাদক সুরু করে দিলেন—"সে দুর্ভাবনা কিছুমাত্র রাখবেন না।—আমরা ভদ্রলোকের মান রাখতে জানি; ঐ জন্যেই বেহার থেকে কম্পোজিটার আনিয়েছি, যেমনটি দেখবে সেইটি হুবহু বসিয়ে যাবে। সাধ্য কি যে

লেখকদের বানানে হাত পড়ে। সে বেয়াদবির জড় মেরে রেখেছি মশাই, তা-নাতো ভদ্র-সন্তানেরা লিখবেন কেন ?"

সম্পাদককে প্রস্থানোদ্যত দেখে সতীপতি ব্যগ্রভাবে বলে উঠলো—"দেখুন, এক জায়গায় আছে—'তখন রৌদ্রে পৃথিবী প্লাবিত হচ্ছে, দিগ্‌দিগন্ত ভাসছে কি হাস্‌ছে'—"

সম্পাদক তাড়াতাড়ি বল্‌লেন—"একদম নতুন ষ্টাইল, নতুন আইডিয়া, ভাষার উন্নতির সঙ্গে ভাব প্রকাশ কেমন সহজ হয়ে আসছে, অন্ধেরও লক্ষ্য এড়ায় না ! এই তো চাই, verily in the neighbourhood of Art (একদম আর্টের পাড়ায় পৌঁছে গেছে) ও আর দেখতে হবে না"—বল্‌তে বল্‌তে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

সম্পাদকের এই অভিমত, এমন কি বাইরের যে কোন অভিমত, আমাদের আড্ডার নিয়মানুসারে সভার সভ্যদের Confirmation-এর (পাকা করণের) অপেক্ষা রাখে।

সতীপতির ইঙ্গিতে ঘর-জামাই বিলাসবন্ধু তাই নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করলেন —"আপনারা সরাসরি সরে-জমিনে আমাদের লেখা সম্বন্ধে সম্পাদকের উক্তি শ্রবণ করলেন ; এখন আপনাদের অনুমোদন প্রার্থনীয়। তদ্ভিন্ন সতীপতি তথা আমি জানতে ইচ্ছা করি,—এখন আমরা উপন্যাস আরম্ভ করতে পারি কি না। এইখানে আমাদের একটি অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাচ্ছি। পরস্পরের অজ্ঞাতে এবং গোপনে, আমি ৪৩ পৃষ্ঠা আর সতীপতি ২৭ পৃষ্ঠা এগিয়েও পড়েছি ও পড়েছে। অবশ্য তার মধ্যে আমার প্রায় দেড় লাইন pen through করা (কাটা) আছে ; আর সতীপতি উক্ত ২৭ পৃষ্ঠায়, অনুমান আরো আধ লাইন বাড়াতে পারে।"

এই সত্যবাদিতার জন্যে সাধুবাদান্তে আমরা সকলেই কালাচাঁদ খুড়োর দিকে চাইলুম।

খুড়ো গড়গড়ার ভূলুণ্ঠিত নলটি তুলে নিয়ে ছোট্টো একটি টান দিয়ে বললেন— "আগেকার কথা ছেড়ে দাও, তখন গল্প থাকতো ঠাকুমার আর দিদিমার মুখে, অধুনা নাতী নাতনীরা লায়েক হয়ে সে ভার হাতে নিয়েছে ; সুতরাং এখনকার হিসেবে যাঁর হাত থেকে তিন তিনটি গল্প বেরিয়ে ছাপার অক্ষরে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর উপন্যাস আরম্ভ করবার আমি ত কোন বাধাই দেখি না। সকল সভ্য দেশেই "তিনের" পর আর কথাটি চলে না ;—এমন কি "ওয়ান, টু, থ্রি, (one, two, three) বলার পর fire (বন্দুক দাগা) পর্যন্ত বেপরোয়া চলে। তিনের হাতুড়ি (hammer) পড়লে তালুক তড়াক্ করে তলিয়ে যায়,—বাধাবিঘ্ন মানেনা। তিন দিন পরে মা দুর্গাকেও জলসই করা চলে। পার্লিয়ামেন্টে third reading (তৃতীয় পাঠ) শেষ করে, কি না করা চলে ! তিনটি শেষ করে এখন তোমরাও "ওঁ" মেরে গেছ,—সৃজন, পালন, লয় সবই করতে পার,— উপন্যাস, নবন্যাস, রমন্যাস, সর্বনাশ যেবা ইচ্ছা হয় ! তবে গল্পের পর উপন্যাসই

সাহিত্য-সঙ্গত সোপান! কারণ গেঁজ আর গল্প টানলেই বাড়ে,— গল্পকে টেনে বাড়ালেই উপন্যাস,—এতো পড়েই রয়েছে। বুঝলে না! ধরো, তুমি এই বলে একটি ছোট গল্প শেষ করেছ——"লতিকা সেই গভীর নিশীথ অন্ধকারে, লোক নয়নের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে গঙ্গা বক্ষে ডুবিল! দেখিল কেবল তারকা—ডাকিল কেবল ঝিঁঝিঁ।" বেশ, এতে কোন ভদ্রলোকের আপত্তি থাকতে পারে না; কিন্তু বাবাজি, লতিকা কি আর ভাস্‌তে পারে না? হাওড়ার বৃদ্ধবহুদর্শী পোল্‌টিতে দাঁড়ালে দেখতে পাবে—লোহা ভাসছে, বাহাদুরী-কাঠ ভাস্‌ছে, আর এক মোণ সাত সের ওজনের ক্ষীণাঙ্গী লতিকার ভেসে ওঠাটাই কি বড় কথা। এবং যেই লতিকার ভাসা, mind, মনে রেখো—এমনি উপন্যাসের আরম্ভ। তারপর স্রোত আছে, ঢেউ আছে, গঙ্গার দু'ধারি বাবুদের (মালও নাই বললুম) বাগান আছে,—বজরা আছে; তারপর পতিতা নিস্তারিণীর প্রাতঃস্নান আছে,—যেখানে সুবিধে টেনে তোলবার, কেউ বাধা দেবে না। এই সংস্রবে নিস্তারিণীর হৃদয়ের গোপন ও সুপ্ত দেবীভাব হঠাৎ দপ্‌ ক'রে পবিত্র হোম-শিখার মত কিরণ ছাড়তে কতক্ষণ বাবাজি? দেখবে কেমন সময়োচিত সুরে বলে! নামও পাবে, দামও পাবে। আমি অভয় দিচ্ছি—লেগে যাও বাবাজি।"

সতীপতি তড়াক্‌ ক'রে মাষ্টারকে ডিঙিয়ে এসেই, খুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে —'মার দিয়া,—এই তো খুঁজছিলুম। এমন field (ক্ষেত্র) আর নেই,—সোনা ফলবে। পতিতাদের দুঃখে একটা গোপন ব্যথা—সহরের ভাবী-ভরসাদের প্রাণে গুমোট মেরে আছে,—এ আমি নিজেই জানি। উঃ, তাকে একবার vent (পথ) দিতে পারলে, আমি জোর ক'রে বলতে পারি—cent per cent ফোয়ারা ছুটবে। পারবে ত' বিলাস?"

ঘরজামাই বিলাসবন্ধুর চোখে মুখে হর্ষোচ্ছ্বাস ঠেল্‌-মেরে এসেছিল, সে কথা কইতে পারলে না, তার মুখ থেকে মাত্র বেরুলো—"কোন্‌ বীর হিয়া"—

সতীপতি উত্তেজিত স্বরে বললে,—"Enough! বস্‌, আর বলতে হবে না। Research চাই, খেলো কাজ করা হবে না। আজ থেকে সন্ধ্যের বৈঠকে আমাদের আর আশা করবেন না। এই অমল অশ্রু-অঞ্জলি পূজার পূর্বেই দিতে হবে। খুড়োকে শত ধন্যবাদ for the timely hint (ইঙ্গিতের জন্য)।"

খুড়ো। তোমাদের উপন্যাস-এম্‌পারার্‌ বলেছেন—"রজনী ধীরে।" তিনি অনায়াসেই বলতে পারতেন—"রজনী ছুটে" বা "রজনী তেড়ে।" কিন্তু তা তিনি বলেননি, অতএব— "বাবাজি ধীরে!"

বিলাসবন্ধু। কিন্তু পশুদের প্রলোভনে প'ড়ে যারা "নিমেষের ভুলে" বিপথে নীত হয়েছে, যাঁদের feeling (হৃদয়) আছে, তাদের জন্যে তাঁরা কি রয়ে-বোসে কাঁদবেন?

খুড়ো। শোনোইনা বন্ধু,—বয়স তো আর মাইনে নয় বাবাজি, ওটায় আমার লোভও ছিল না, কিন্তু বছর বছর সে আপনিই বেড়ে বসেছে। তাতে লাভ হয়েছে কেবল "খুড়ো" খেতাব। তোমরাও খুড়ো বল, চা খাওয়াও, পান দাও, আর গড়গড়ার দখল ত' দিয়েই রেখেছ। সুতরাং পাপ বাড়াতে আর ইচ্ছে নেই বাবাজি, তাই বলি—সব জিনিসের অভিজ্ঞতাটা 'ল্যাবরেটরি'তে গিয়ে অর্জন ক'রে লায়েক হতে হয় না। উর্বশীর রূপ বা পারস্য সম্রাটের অন্দর-মহল কি আর দেখে এসে বর্ণনা করতে হয়। লেখকদের ও-সব বিষয়ে ছাড়পত্র আছে ; তাঁরা যা লিখবেন—পাঠক তা পড়তে বাধ্য। পতিতা-পর্বেও সেই অধিকার কায়েম্ রেখে, এই আড্ডায় বসেই কল্পনার কেরামতি যত পার চালাও, তোফা হবে। অধিকার ছেড়ে পা বাড়ালে,—কে ঘুর্‌চে, কে ফির্‌চে বুঝতেই পারবে না বাবাজি।

বিলাসবন্ধু। অনুতপ্তা পতিতাদের সত্বর কোন উপায় না ক'রলে সমাজ ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসবে না কি ?

খুড়ো। সে দুর্ভাবনায় মগজ মাটি কোরোনা বাবাজি। জমা খরচ ঠিক রাখবার উপায় জবর জবর জোয়ানেরা ইতিমধ্যেই আরম্ভ করে দিয়েছেন। কাজ খালি থাকে কি বাবাজি,—বেণী মরবার আগেই ফণি হরির-লুট মানে। একদিক ভাঙ্গে অন্যদিক গড়ে, রামের টাকা বিধুর সিন্ধুকে ঢোকে,—তফাৎ এই। যেমন reclaim (পুনরর্জন) কল্পে পতিতা 'প্রোপেগেণ্ডার' করুণ রস সহৃদয়ের বিবশ করছে, অন্যদিকে সদাশয়েরা অন্তঃপুরের ভদ্র মহিলাদের প্রাণে বীর-রসের আমদানীও করচেন, balance ঠিক থাকবে বাবাজি, ভেবনা। উভয়েরি উদ্দেশ্য সাধু।—সিদ্ধি সম্বন্ধে আমি অভয় দিচ্ছি,—পূজোর বাজারে হাজার কাপি কেটেই যাবে।

এই সময় টং করে একটা বাজ্‌লো ! খুড়ো চম্‌কে বলে উঠলেন--"ইস্ তোমরা আজ করলে কি ! বাড়ীতে ত' উপন্যাস নয়—সে যে জ্যান্তো জিনিস !"

সতীপতি বললে—"তাতে কি হয়েছে !"

খুড়ো কাছাটা ফিট্ করতে করতে বললেন—"এমন কিছু না, তবে আমারও সেই দুর্বোধ-ভাষায় দু'টো মোন্তোর-পড়া জিনিস কি না, তার ওপর চারদিকেই বীরবাতাস বইচে ! শোবার ঘরের জানলার আবার একখানা কপাট ভাঙ্গা,—কখন একটু ফস্ করে লেগে কি সর্বনাশ করে দেবে, তাই ভয় হয় বাবাজি।"

পরে চটি পায়ে দিতে দিতে বিলাসবন্ধুকে বললেন—"দেখো বাবা জামাই,—এখন ঘর ঘরকরনা সবই তোমাদের হাতে" ;—বলেই দুর্গা দুর্গা বল্‌তে বল্‌তে খদ্দরের চাদরখানা বগলে গু'জে বেরিয়ে পড়লেন।

সেদিনকার সনুড়ে-সভা ভঙ্গ হ'ল।

থাকো

[১]

কথাটা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের। তখন কলিকাতা হইতে গঙ্গার উভয় তীরস্থ দশ-পনের মাইলের মধ্যে গ্রামগুলি ক্রমেই "কেরাণী-গ্রাম" হইয়া দাঁড়াইতেছিল। ভদ্রলোকের—ছেলে হইলেই, সোনার দোত-কলমের আশীর্বাদ পাইত, এবং হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গেই "হাত পাকাবার" উপদেশ ও তাগিদ্ চলিত। এই হাতের লেখাই "ভাতের" উপায়—এই কথাটাই যখন তখন শুনিতে হইত।

বাঙ্গলা পড়ায় কোন লাভই নাই, তাই তাড়াতাড়ি বঙ্গ-বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইয়া আমিও ইংরাজি ইস্কুলে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছি।

ঠিক এই সময় বঙ্কিম বাবু তাঁহার নব-প্রকাশিত "বঙ্গদর্শনে" লিখিলেন—"বাঙ্গালীর বাহুবল"। (এ গৌরবের কথাটা আমাদের সময় পর্যন্ত সম্মান পাইয়া আসিয়াছে।) তাই বোধ হয় বাবার খরদৃষ্টি (এখনকার ফ্রেজ্ অনুসারে angle of vision) ছিল, ছেলেদের মাথার দিকে নয়,—হাতের উপর! কাজেই নিত্য ছয়-তক্তা ইংরাজি-লেখা মক্স করিতেই হইত; পড়ার কাজটা পশ্চাতেই পড়িয়া যাইত।

সেই সবে লেনি সাহেবের "গ্রামার" ধরিয়াছি, এবং বেণী মাষ্টার "মার" ধরিয়াছেন। এই দ্বিবিধ মারের চোটে আমার ঝোঁকটা পিতৃআজ্ঞা পালনের দিকেই দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। স্বপক্ষেও পাইয়াছিলাম—"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা"; এবং সাহেবেরা যে দেবতা নহেন, এমন ধারণা ইতর-ভদ্র স্ত্রীপুরুষের মধ্যে তখন ছিল না বলিলেই হয়। প্রীত-পিতার আশীর্বাদে আমার হাতের রং ধরিতে বিলম্ব হয় নাই।

সস্তাগণ্ডা থাকায় বিশ পঁচিশ টাকা বেতনই তখন যথেষ্ট বলিয়া মেয়ে-পুরুষের সমর্থন পাইত,—কারণ ও জিনিসটির বাড়,—"কেরমে কেরমে।"

তাই ছেলেকে প্রথম চাকুরিতে পাঠাইবার দিন, মা একাগ্র কামনায় "মা মঙ্গলচণ্ডীর" ঘট স্থাপনা করিতেন। ছেলে তাহা প্রণামান্তে, তুলসী তলায় প্রণাম সারিয়া, পিতামাতা ও গুরুজনের পদধূলি এবং দধির ফোঁটা লইয়া, গৃহ-দেবতা নারায়ণের তুলসী কানে গুঁজিয়া, শত দুর্গানামের মধ্যে রওনা হইত। মা তখন বাষ্পাকুল নেত্রে হরির-তলায় প্রণাম করিয়া সওয়া-পাঁচ আনার সিন্নি মানসিক করিতেন। ছেলেরও জন্ম সার্থক হইত, মাও রত্নগর্ভা বলিয়া পরিচিতা হইতেন। ছেলেকে চাকুরীতে এই দীক্ষা দেওয়াটা দশবিধ সংস্কারের কোনটা অপেক্ষাই ছোট ছিল না।

তখন এই সম্মানের কাজটিতে ঝুঁকিয়াছিলেন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। সম্মানের কাজ ভাবিবার কয়েকটি কারণ ছিল,—চাকুরি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণের নিকট

'বাবু' আখ্যাটি লাভ হইত; তাহারা বুঝিয়া লইত—বিদ্যার জাহাজ না হইলে আর ইংরাজি দপ্তরে কাজ হয় নাই। ধারে জিনিস যোগাইতে মুদীর আপত্তি অন্তর্হিত হইত। চাকুরির সহিত চাপকানের নিকট-সম্বন্ধ ঘটায়, ধোপার সংস্রব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিত; আর এই দ্বিবিধ সংযোগে পরিধেয়টা সম্মানসূচক দাঁড়াইয়া মনটাকেও উচ্চ সুরে বাঁধিয়া দিত। অশিক্ষিতেরা আপদে-বিপদে বাবুর নিকট সলা-পরামর্শ লইতেও আসিত।

আবার অসুবিধাও ছিল অনেক; তবে তাহার অধিকাংশই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ভোগ করিতেন।

আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি গঙ্গার পূর্বকূলে, কলিকাতা হইতে ছ' মাইল উত্তরে। কুটির-পান্‌সি ছিল কুটিওলা বা কেরাণীবাবুদের আপিস যাতায়াতের একমাত্র যান। তাহা দুই ঘণ্টায় কলিকাতায় পৌঁছিত, জোয়ার-কোটালে আরো অধিক সময় লইত। কাজেই 'কুটিওলাকে' কি শীত কি গ্রীষ্ম, আটটার পূর্বে প্রস্তুত হইয়া রওনা হইতে হইত।

এই প্রস্তুত হওয়াটির পশ্চাতে থাকিত—বাটীর স্ত্রীলোকদের রাত থাকিতে উঠিয়া, গঙ্গাস্নান করিয়া এবং গৃহদেবতা নারায়ণের "পূজার-জো" সারিয়া "কুটির-ভাত" চড়ানো। সেই গতিশীল অবস্থাতেই তাঁহাদের আহ্নিক, জপ, স্তোত্রাদি আবৃত্তি, বিষ্ণুর সহস্রনাম, অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিত।

বৌ-ঝিরা ইতিমধ্যে গৃহাদি মার্জন, বাসন মাজা, শয্যা-সঙ্কোচ সারিয়া, গা-ধুইয়া কুটিওলার জন্য পান সাজা, আহারের স্থান প্রস্তুত, কুটির কাপড় গুছাইয়া রাখা প্রভৃতি কার্যে ও কর্ত্রীঠাকুরাণীর ফাইফরমাস খাটিতে ব্যস্ত থাকিতেন। ফল কথা, রাত্রি চারিটা হইতে বেলা আটটা পর্যন্ত বাড়ীতে যেন একটা নিত্য নিয়মিত চাঞ্চল্য সুস্পষ্ট ছিল, এবং তাহা শেষ হইত কুটিওলাকে দুর্গা দুর্গা বলিয়া বিদায় দিবার পর।

এই উদ্‌যোগ-পর্বের মধ্যে কেরাণী বাবুর নিজের যে কোন কাজ ছিল না তাহা নহে। তাঁহাকেও পাঁচটার উঠিয়া ছয়টার মধ্যে স্নানাদি ও পুষ্প সংগ্রহ শেষ করিয়া পরে নারায়ণের পূজা ও ভোগ সারিয়া, আহারে বসিতে হইত।

যে সংসারে স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল মাতা বা অন্য কেহ বর্ষীয়সী আত্মীয়া, আর বধূ, এবং বধূর কোলে কাচ্চাবাচ্চা, তাঁহাদের পক্ষে এই নিত্যকর্মটি নিতান্ত সহজ-সাধ্য ছিল না। বোধ করি তাঁহাদের জন্যই আমাদের গ্রামে একটি 'থাকো'র আবির্ভাব হয়।

আমাদের কথাটা সেই 'থাকো'কে লইয়া।

[২]

থাকোর বয়স বা রূপের সহিত আমাদের এ প্রসঙ্গের কোন সম্পর্কই নাই।

বাল্যকালে একটি প্রৌঢ়াকে নিত্য সকালে দশ বাড়ী ঘুরিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতে দেখিতাম; তাহাতে এমন কোন অসাধারণত্ব ছিল না যে, তাহা কাহারো লক্ষ্যের বস্তু হয়।

পিসি, মাসি, খুড়ি প্রভৃতি সম্বোধনেই স্ত্রীলোকেরা থাকোর সহিত কথা কহিতেন। কোন কোন বর্ষীয়সী এই স্ত্রীলোকটিকে 'বউমা', কেহবা 'থাকো' বলিতেন। বধূরা মা'ও বলিত। পল্লীগ্রামে এই আত্মীয় সম্বোধন চিরপ্রচলিত ও এতই সহজ যে, কাহারো অনুসন্ধিৎসা উদ্রেক করে না। ব্রাহ্মণ-কন্যা কৈবর্ত-কন্যাকে মাসিমা বলিতেছেন বা ব্রাহ্মণে মুসলমানে খুড়ো জ্যেঠা সম্বোধন, ইহাই ছিল পল্লীর মধুর বন্ধন, ইহাতেই ছিল ছিল পল্লীর শক্তি ও সুখ।

থাকো ছিল একটু ঢ্যাঙ্গা ; রোগাও নয়, মোটা ত নয়ই। গৌরাঙ্গী, প্রশস্ত সুস্পষ্ট সিন্দুররেখা-সমুজ্জ্বল উন্নত ললাট। কপাল-ঢাকা অবগুণ্ঠন সর্বদাই থাকিত। নাকে মাঝারি মাপের একটি টক্‌টকে সোনার নথ। কানে বা গলায়, কি ছিল-না ছিল তাহা স্ত্রীলোকেরাই দেখিয়া থাকিবেন। হাতে শাঁখা, নো, আর দু'গাছি মাটা বালা। থাকোকে কথনো ধোপদস্ত ধপ্‌ধপে কাপড় পরিতে দেখি নাই, মলিন বাসেও দেখি নাই। টক্‌টকে লালপেড়ে আড়্‌-ময়লা সাড়ী পরিতেই দেখিতাম।

কথনো কোন দিন থাকোকে হঠাৎ দেখিয়া মনে হইয়াছে,—বরাবর এই স্ত্রীলোকটিকে এক ভাবেই দেখচি,—মুখে কথা নাই, খাটুনিরও বিরাম নাই। বিরক্তিও দেখিনি, ব'সে গল্প করতেও শুনিনি ; খুব সামর্থ্য বটে ! একা বিশ বাড়ীর তোলা-পাট সাম্‌লে বেড়ায়, অথচ ভদ্র-ঘরের মেয়েদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। মেয়েদের গয়না পরার সাধ ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে স্বাভাবিক। সেই সাধ এর বোধ হয় খুব প্রবল, তাই এত খাট্‌তে পারে। বাড়ীপিছু আট আনা করে পেলেও মাসে ১০।১২ টাকা হয়। ইত্যাদি।

থাকো এবাড়ী থেকে ওবাড়ী এত দ্রুত চলিয়া যাইত যে, তাহার মুখের একটা ঠিক্ ছাপ কাহারও চক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না। বহুদিন পরে একবার চকিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম,—শান্ত গাম্ভীর্যের উপর চক্ষু দুইটিতে যেন প্রসন্নতা ও করুণা মাখানো ! কই—এত দ্রুত যাতায়াতের মধ্যে চাঞ্চল্য কোথায় !

আমাদের অতশত ভাবিবার, বুঝিবার, বিশ্লেষণ করিবার বয়স তখন নয়। তরুণ-চাঞ্চল্যের মুখে ওসব ভাব, ওসব চিন্তা কতক্ষণ স্থায়ী হয়,—বিশেষ ছোটলোক সম্বন্ধে।

আমাদের তখন কাজ কত ! লেখাপড়া ছাড়া আরো কত নূতন নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে ও হইবার জন্য উঁকি মারিতেছে। জিম্‌নাষ্টিকের আখ্‌ড়া খোলা হইয়াছে। বামাচরণ কেম্‌ন ভল্ট্ খায়, কার্তিক ইয়া পিকক্ হয় ! ট্রাপিজের top-boy-কে বা বাচ্চা-চূড়ামণিকে তালিম চলিয়াছে,—শ্যামবাবু শনিবার শনিবার কলিকাতা হইতে আসিয়া শিক্ষা দেন,—আমাদের গুল্ টিপিয়া দেখেন ; উৎসাহ উন্মাদনার সীমা নাই। আবার মুকুয্যেদের নরসিং বাবু গ্রামে এলবার্ট ফ্যাসানের চুল-ছাঁটা ও চুল-ফেরানো আমদানী

করিয়া যুবকদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছেন,—চিত্ত তাহাতেও পড়িয়া রহিয়াছে,—সময়ে অসময়ে নিজের নিজের মাথায় তাহার মন্ত্র চলিতেছে। তাহার উপর খগেনবাবু রূপায় পঁইচে-পরা ক্লারিওনেট্ আনিয়া তরুণদের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন। বাঁশীর টান্ সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন, যমুনা তীরের নমুনা স্মরণীয়।

ফল কথা—কেরাণীদের নিত্য কলিকাতায় যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে, পল্লীগ্রামে নব নব ভাবের অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়া,—অশিক্ষিত ইতর সাধারণের সখ্য-বন্ধন হইতে ক্রমেই আমাদের স্বতন্ত্র করিয়া দিতেছিল, এবং তাহারা "ছোটলোক" আখ্যা পাইতেছিল। এ অবস্থায় ঝি-দাসীর কথা তরুণদের চিন্তা চর্চার বিষয় হইতে পারে না, আর এত কাজের ভিড়ে আমাদের সময়ই বা কোথায়!

* * * *

বিন্দুবাসিনী-তলার "রাম বন্দ্যো" আমার চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড় ছিলেন। অমন অমায়িক, সহৃদয়, মিষ্টভাষী-যুবক দেখা যায় না। ওই বয়সেই তাঁর প্রকৃত কবি-প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিল। বাগবাজারের নন্দবোসের বাড়ী "হাফ্-আখড়াই" হইবে, এই সংবাদ লইয়া তিনি এক দিন সকালে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শেষ বলিলেন—"তোমার এ বিষয়ে অনুরাগ আছে, তাই জানাতে এলুম;—নিশ্চয়ই যাওয়া চাই।"

এত বড় compliment ও এমন দুর্লভ জিনিস ছাড়া যায় না,—আমি আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম। তাহার পর পূর্বেকার কবি ও হাফ-আখড়াই সম্বন্ধে আমাদের খুব উৎসাহের সহিত আলোচনা চলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় থাকো এক বাড়ীর কাজ সারিয়া অন্য বাড়ী দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল। আমাদের অত বড় প্রিয় প্রসঙ্গটা সহসা থামিয়া গেল। রামবাবু বলিয়া উঠিলেন—"দিনের আলেয়ার মত এ স্ত্রীলোকটি কে-হ্যা?"

হাসিয়া বলিলাম—"আলেয়া মানে কি? সকালে বাড়ী বাড়ী তোলাপাট করে বেড়ায়।"

রামবাবু আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন—"বিশ্বাস হয় না,—তুমি জান না।"

বলিলাম "পাঁচ-সাত বচর প্রত্যহই দেখে আসছি—ওই এক ভাব, কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি,—কারো না কারো কচি ছেলে কোলে আছে, আর ঐরূপ দ্রুত যাওয়া আসা;—অনেক বাড়ীর কাজ মাথায়—"

রামবাবু বাধা দিয়া ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত ভাবে বলিলেন—"বুঝতে পারলুম না।"

বলিলাম—"কেন বলুন দিকি! আর আলেয়া বল্লেন কেন?"

রামবাবু যেন আপনা আপনি মুগ্ধভাবে বলিয়া গেলেন—"ঘোম্‌টার আড়ালে—বর্ণে স্বর্ণে সিন্দুরে হঠাৎ যেন আঁচল-ঢাকা প্রদীপ দেখলুম,—বাঃ!"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"একজন সাধারণ প্রৌঢ়াকে দেখেও আপনাদের এত ভাব আসে!"

রামবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—"দেখ,—সোনার মূল্যটা তার মালিকের জাত বা কর্ম ধরে কম বেশী হয় কি? যাক্—আমি ভাবচি ঐ অবগুণ্ঠনটুকুর কথা,—ওইটিই হিন্দুনারীর reflector? ঐ আবরণঢাকা প্রকাশেই মাধুর্য! ভগবান ব্রহ্মাণ্ডটা নিজের আবরণ দিয়ে ঢেকে না রাখলে কবে শুকিয়ে, চুঁয়ে-পুড়ে বদ-রং আর কদাকার হয়ে যেত,—এমন তাজা, এমন সবুজ, এমন সরস থাকত না।"

শুনিয়া আমি ত' অবাক! কোথা হইতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম! কবি বা হাফ-আখড়ায়ের কথা আর জমিল না। রামবাবু একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন—"তুমি একটু খোঁজ নিও,—আজ চললুম,—শনিবার এক সঙ্গেই যাব।"

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম—"ওর আর খোঁজ নেবো কি,—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে—"

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া—"আচ্ছা—সে আমিই নেবো; তোমার বড় কাছে—তুমি পারবে না—" বলিতে বলিতে রামবাবু চলিয়া গেলেন।

ভাবিতে লাগিলাম—কবি মানে পাগল না কি!

* * * *

যাহা হউক, মানুষের মন কোন একটা বিষয় গ্রহণ না করতেও পারে, কিন্তু চক্ষু তাহা এড়াইয়া চলিতে পারে না। প্রায়ই চোখে পড়িত—থাকো এক-ঘটি দুধ লইয়া এবাড়ী ওবাড়ী ফিরিতেছে; কাহারো কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছে; কারুর কোলের-ছেলে থাকোর কোলে! কোন দিন প্রত্যুষে গামছায় তিন চারিটা ইলিস মাছ লইয়া তিন চার বাড়ী ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কুটিয়া দিতেছে। কোথাও বাট্‌না বাটিতেছে। কোন বাড়ী এক কলস গঙ্গাজল আনিয়া দিল; কাহারো বাড়ী পান সাজিতেছে। এমন ত্বরিত-কর্মী দেখি নাই।

কি ভদ্র, কি ইতর কাহারো বাড়ী ঢুকিতে থাকোর কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না—এটা লক্ষ্য করিয়াছি। অথচ তাহার সম্ভ্রমের দিকে এত বেশী নজর ছিল যে, মাথার কাপড় অসংযত হইতে, বা পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে কখন দেখি নাই। আর একটি বিষয় নজরে পড়িত—থাকোর এই তোলাপাট প্রধানতঃ গরীব বা পরিজন-বিরল মধ্যবিত্ত কুটিওলা বাবুদের বাড়ীতেই ছিল। বড়লোকের বাড়ীতে তাহাকে এ-কাজ স্বীকার করিতে দেখি নাই, বড় লোকের মধ্যে তাহাকে নিয়োগীদের বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়াছি; সেটার সময়-অসময় বা নিয়মিত সময় ছিল না—সুতরাং কাজের জন্য নিশ্চয়ই নয়।

[৩]

গ্রামের তিন চার ঘর বড়লোকদের মধ্যে নিয়োগীরা ছিলেন অন্যতম ও আধুনিক, অর্থাৎ এক্ পুরুষে হালি বড়মানুষ। তাহার মূলে ছিল,—রেড়ির তেলের কলকারখানা ও ফ্যালাও কারবার,—জাহাজী চালান। তাহাতে গ্রামে লোক ও শ্রমিক সমাগম, কর্মচাঞ্চল্য, বাজার, বসতি, দোকান প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল, ও ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে নব-জীবনের সাড়া আনিয়া দিতেছিল।

নিয়োগী-কর্তা লেখা পড়া সামান্যই জানিতেন ; কর্মবুদ্ধি, শ্রম ও অধ্যবসায় বলেই তাঁহার বৈভব। সুন্দর অট্টালিকা, গাড়ী-জুড়ি, দাস-দাসী, দ্বারবান, বহু পরিজন, বারোমাসে তের পার্বণ ; দোল দুর্গোৎসব, ক্রিয়া-কলাপ, দান-দক্ষিণা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, ভোজ, গরীব দুঃখীকে সাহায্য করা, সবই তাঁহার ছিল ; আর ছিল—এক পুত্র ও একটি নাতী। তাঁহার বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম, সামাজিক-বিদায়, বস্ত্র বিতরণ, কাঙালী-ভোজন, দুর্গাপ্রতিমা, প্রতিমার সাজ, এ সবই উল্লেখযোগ্য ছিল,—কোথাও কুণ্ঠার চিহ্ন মাত্র থাকিত না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি—"বাগবাজারের পোলের এপারে ইদানীং আর এরূপ ক্রিয়াকর্ম অন্য কোথাও দেখা যায় না।" আমরাও দেখি নাই।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল—নিয়োগী-বাড়ীর শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মীপূজা। সেরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিমা, সাজ, সমারোহ, আয়োজন, উপকরণ, ভোজ আর কোথাও দেখি নাই। তাহার ব্যয় দুর্গোৎসবের ব্যয়ের তুল্য বা সমধিক ছিল। এই উপলক্ষে—রাত্রি জাগরণচ্ছলে যে আনন্দোৎসবের আয়োজন হইত, তাহারও বিশেষত্ব ছিল। গ্রামের লোকে যে-বৎসর যাহা দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা করিত, তাহারই ব্যবস্থা করা হইত। তাহাতে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির ভাগ্যে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সখের কি পেশাদার অপেরা, থিয়েটার, যাত্রা, পাঁচালী কীর্তন প্রভৃতি দেখিবার শুনিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। নিয়োগী-মহাশয়ের সর্বসাধারণকে প্রীতি ও আনন্দ দানের উৎসাহ ছিল বলিয়া, কোন একটা উপলক্ষ করিয়া—ধরণীঠাকুরের কথকতা, জগা স্যাকরার চণ্ডী, প্রভৃতি বিশেষ ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানগুলিও মধ্যে মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া চলিত। তাহাতে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দলাভ, শিক্ষা ও চিত্ত-পুষ্টি সহজেই হইত।

এ সব ছিল নিয়োগী-মহাশয়ের "ছিলর" দিক ;—ছিল না। কেবল—বনিয়াদী-বুদ্ধি টাকা ব্যয়-বর্জনের পাকা হিসিবি-চাল, ও চাপা হাসির মধ্যে বিদ্রূপ-মিশ্রিত বিজ্ঞ বক্তৃতা।

এরূপ সংসারে আর যা কিছু থাকুক না থাকুক—কুড়ে আর কুপোষ্যের অভাব থাকে না। তাঁরও কুকুর বিড়াল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিপাল্য জুটিয়াছিল।

তিনি একদিন আহারের সময় একটি বিড়ালকে দেখিতে না পাওয়ায়, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, সে হাঁড়ি ভাঙিয়া মাছ খাওয়ায়, তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আমার এ শুভাকাঙ্ক্ষী উপকারীটি কে ? পেটের জ্বালায় ভদ্রলোকেও চুরি করে ;—সে খেতে পেলে হাঁড়ি ভাঙ্‌তে যাবে কেন ? সকলে জেনে রেখো—আমি মুখ্‌খু চাষা, এই গ্রামেই মুড়ি মুড়কি বেচেছি। এ ধন-দৌলত 'মা'র, আমি মজুর ;—কার ভাগ্যে এ সব আসে, আর কাদের জন্যে তিনি দেন, তা জানি না। এতে সবারই অধিকার আছে। এ বাড়ীতে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তাদের তাড়াবার অধিকার কারুর নেই। যত দিন নেউকীর এক-মুটো জুটবে—তাদেরও জুটবে।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন,—আহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

গৃহিণী অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"আমাকে একথা কেউ শোনায়নি—"

গৃহিণীকে কথাটা সাঙ্গ করিতে না দিয়াই কর্তা বলিলেন—"তোমাকে বাড়ীর কথা শুনিয়ে ফল নেই বলেই শোনায়নি!"

খোঁচাটার অর্থ বুঝিতে কর্ত্রীর বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন—"জগতে শুধু ত ঘর বলে জিনিসটি নেই,—"বার" বলে তার চেয়ে ঢের বড় জিনিসটিও রয়েছে ;—দু'জনকেই কি ঘর নিয়ে থাকতে হবে। এই যে কাল রাত্তিরে বুধুয়া-সইসের বউ, আহা কি ব্যথাটা খেয়েই বিয়োলো, তোমাকে কেউ তা শুনিয়েছে কি, না তোমাকে তার সেবার ব্যবস্থার ভার নিতে হয়েছে। এখানে তার কে আছে বল' ত?"

কর্তা সাফাই হিসেবে একটা ভব্য ধরনের জবাব দিবেন ভাবিয়া আরম্ভ করিলেন—"স্ত্রীলোকটির খোঁজ—"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন—"স্ত্রীলোক হওয়াটা ত কারুর অপরাধ হ'তে পারে না, তারও ত আপদ বিপদ, দুঃখ কষ্ট আছে ; তাকেও ত কারুর দেখা চাই! আর তোমার শঙ্করীই (নির্বাসিত বিড়ালটি) কি—" এই পর্যন্ত বলিয়াই গৃহিণী মুখে অঞ্চল দিলেন,—তাঁহার চক্ষে হাসির আভাস ভাসিয়া উঠিতেছিল।

কর্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"এখন দুটো পান পাব কি? আজ আর কলকাতা যাওয়া হ'ল না, শঙ্করীকে খুঁজে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গৃহিণী পানের ডিপে কর্তার হাতে দিয়া বলিলেন—"বেলা তিনটের পর কিছু খেতে হবে কিন্তু। শঙ্করী ত' এখন বাইরের লোক, তায় স্ত্রীলোক—তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, গয়লা-বউ সাত-দেশ বেড়ায়—শঙ্করীকেও চেনে, আমি তাকেই ধরছি।"

কর্তা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন ও বলিলেন—"কিন্তু আনাই চাই।" তাহার পর বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন—"হাঁ—বুধুয়ার বৌয়ের আর কোন কষ্ট নেই ত'? বুধুয়া বেটা কি পাজি গো,—আমি বরাবর জানতুম ভালমানুষ—বদমাইস ব্যাটা—"

কথা শেষ হইবার পূর্বেই গৃহিণী ঈষৎ হাস্য ও কোপ মিশ্রিত কটাক্ষে—"তুমি চুপ করো ত" বলিয়াই দ্রুত সরিয়া গেলেন। কর্তা বহির্বাটীতে গিয়া বসিলেন ও চাড়ুয্যে-মশাইকে সংবাদ দিলেন।

এই চাড়ুয্যে-মশাই ছিলেন কর্তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিয়োগী-বাড়ীর সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি ছিল; তাঁহার নিকট কর্তার কিছুই গোপন ছিল না। উভয়ের মধ্যে একত্র ওঠা-বসা, হাস্যালাপ, সলা-পরামর্শ, নিত্যই ছিল। নিয়োগী-বাড়ী ও নিয়োগী-কর্তা সম্বন্ধে ইহার অধিক জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই,—এই সংক্ষিপ্ত সারটুকুই যথেষ্ট।

পূর্বেই বলিয়াছি—বড়লোকদের বাড়ীর মধ্যে কেবল এই নিয়োগী বাড়ীতেই থাকোর সহজ গতিবিধি দেখিয়াছি। কর্তা ও চাড়ুয্যে-মশাই সদর বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া গল্পাদি করিতেন, থাকোকে কখনো কখনো এক আধ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রশ্নের বা ইঙ্গিতের জবাব দিতেও শুনিয়াছি।

এক দিন থাকোকে নিয়োগী-বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া কর্তা কথাচ্ছলে চাড়ুয্যেকে বলিলেন—"দ্যাখ চাড়ুয্যে—ভগবান সব সুখ দিলেও কপালে না থাকলে—ক'টা সুখই বা লোকে ভোগ করতে পারে।"

কথাটা শেষ না হইতেই থাকো সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল;—"কারো সুখের হিসেব রাখবার মুহুরিগিরি না ক'রে নিজেরাই সেটা ভোগ করুন না।" বলিতে বলিতে থাকো বাহির হইয়া গেল।

চাড়ুয্যে হাসিয়া বলিলেন—"ওকে জিততে পারবে না।"

এক দিন কানে আসিল,—নিয়োগী-মশাই বলিতেছেন—আর ঠিক সেই সময় থাকো নিয়োগী-বাড়ী ঢুকিতেছে,—"লোকে বলে লিখে লিখে হাত পাকে, ওটা কথার কথা; বরং বাট্‌না বেটে হাত পাকে—কি সুন্দর রং ধরে, কি সুশ্রীই দেখায়! নয় কি চাড়ুয্যে!"

চাড়ুয্যেকে কিছু বলিতে হইল না।—

"তা হোক্, আমার ত আর ঘট্‌কির ভয় নেই" বলিতে বলিতে থাকো ভিতরে চলিয়া গেল।

পল্লীগ্রামে এরূপ রহস্যাদি গ্রাম সম্পর্ক বিশেষ দোষের ত ছিলই না, বরং সহজ আনন্দ ও প্রীতির পরিচায়ক ছিল।

* * * * *

বেলা তিনটার সময় বিড়াল কোলে করিয়া থাকো তাড়াতাড়ি নিয়োগী-বাড়ী ঢুকিতেছিল। সদরেই কর্তা ও চাড়ুয্যে-মশাইকে দেখিয়া, কর্তার কোলে শঙ্করীকে দিয়া, তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই অন্দরে গিয়া ঢুকিল।

কর্তা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করীকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাঁহার অল্পই ছিল। সামলাইয়া বলিলেন—"এ জাতের অসাধ্য কিছুই নেই,—এরাই একাধারে জগতের সোনার কাটি রূপোর কাটি!"

চাড়ুয্যে বলিলেন,—"ও আর আমাকে বোল্‌চ কি! ওঁরা ভানুমতীর সহোদরা,—চক্ষু দু'টির একটি অনুবীক্ষণ একটি দূরবীক্ষণ,—ছাতে উঠ্‌লেই Observatory (মানমন্দির), ঘাটে গেলেই News paper, (সংবাদ পত্র)—"

কথা শেষ না হইতেই বাড়ীর মধ্যে ডাক পড়িল। সেথায় উভয়কেই জলযোগে বসিতে হইল।

শঙ্করীও একবাটি দুধে মনোযোগ দিল।

[৪]

দুর্গোৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নিয়োগী-বাড়ীর সাজসজ্জা তেমনি আছে, কারণ, চার দিন পরেই শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মীপূজা, এবং সে পূজার সমারোহ, ব্যয়, আনন্দ, কোনটিই দুর্গোৎসব অপেক্ষা কম নহে। প্রকৃত কথা—নিয়োগী-বাড়ীর দুর্গোৎসব যেন কোজাগর পূর্ণিমান্তে—প্রতিপদে শেষ হইত।

এবার কিন্তু একটি ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। একাদশীর রাত্রে পুরোহিত ঠাকুরের মা গঙ্গালাভ করায়, সে-বৎসর তাঁহার দ্বারা লক্ষ্মীপূজা আর সম্ভব নহে।

নিয়োগী-মহাশয় এ ঘটনায় বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন; কারণ, তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা ভঙ্গ করিতে ভয় পান, অথচ এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরও নাই।

পুরোহিত ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ভাল লোকই এনে দেব,—সুপণ্ডিত—"

ঐ পর্যন্ত শুনিয়াই চিন্তাকুল কর্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"এ মুখ্‌খুর বাড়ীর কাজে "টুনি সাহেবকে" ত (প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন প্রিন্‌সিপল টনি সাহেব) দরকার নেই—পূজা করতে পারেন এমন লোকই দরকার।"

পুরোহিত বলিলেন—"বেশ—তাই হবে; কালীঘাটের তন্ত্ররত্ন মশাইকে ঠিক করে আসছি। তিনি নিত্য লক্ষ জপ ক'রে সন্ধ্যার পর একটু দুধ খান।"

কর্তা আরো বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"থামুন থামুন,—লক্ষ্মীপূজো ত "গেরোন" নয় যে আমার পূর্ণাভিষেকের জন্যে তান্ত্রিক জাপক চাই। কারুর সার্টোফিকট্‌ আমাকে শোনাতে হবে না। দুধ খেয়ে শঙ্করীও থাকতে পারে।"

চাড়ুয্যে-মশাই পুরোহিত ঠাকুরকে ইসারায় চুপ্‌ করিতে বলিয়া স্বয়ং বলিলেন—"অত-শয়ত কাজ নেই, তোমার জানাশোনা একটি ভাল লোক দিলেই হবে।"

কর্তার মনটা আজ খুবই খারাপ ছিল, তিনি প্রিয় সহচর চাড়ুয্যের প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন—"তুমিও গোল্লায় গেছ দেখচি! না না, আমি ওসব ভালোটালো চাই না। ঐ 'ভাল' কথাটায় আমার কোন বিশ্বাস নেই। এক এক জনের ভাল এক এক রকম,—'ভাল' আমার অনেক দেখা হয়েছে। ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে শুনেছিলুম—"খুব ভাল মেয়ে—ইংরিজিতে কথা কইতে পারে!" "খুব ভাল"র মানে বুঝলে! এখন "ভালর" কথা ছাড়, মা'র পূজাটি করতে পারেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হলেই হবে।"

পুরোহিত এবার বিশেষণ বাদ দিয়া বলিলেন—"তা না ত' কি—আমি তাই আনবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

চাড়ুয্যে হাসিয়া বলিলেন—"ভয় নেই, উনি তৈলঙ্গ স্বামীকে কি বিদ্যেসাগর মশাইকে আনচেন না।"

কর্তা ব্যাজার ভাবে বলিলেন—"না হে, তুমি বোঝ না; নেউকীর পয়সা হয়েছে, ওখানে একটা 'পেল্লেয়ে' কিছু না হ'লে ভাল দেখাবে না, মানাবে না, তোমাদের এরকমের ভুল খুবই আছে, আর তা করাও হয়!"

চাড়ুয্যে-মশাই হুঁকার অন্তরালে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"তবে এখন আমি চললুম।"

কর্তা বলিলেন—"কিন্তু বৈকালে একবার আসা চাই, বাড়ীতে কি বলেন সেটা শোনা দরকার; কি বল চাড়ুয্যে!"

"তা চাই বই কি, আমি আসব'খন" বলিয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন।

চাড়ুয্যে বলিলেন—"এইবার কাজের কথা কয়েছ, আমিও তাই ভাবছিলুম—ব্যাপারটা কি, লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর ইচ্ছাটা বাদ পড়ে কেন। এমনটা ত' কখনও দেখিনি, 'ধাত বদলাল' না কি—"

এতক্ষণে কর্তা সহজ অবস্থায় আসিয়া বলিলেন—"তা বলে তুমি ভেব না—"

চাড়ুয্যে হাসিমুখে বলিলেন—"রামঃ এমন কথা কে বলে!"

এইবার কর্তাও সহাস্যে বলিলেন—"তবে চল, ও কাজ মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল; আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।"

উভয়ে অন্দরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্রী পূজার চাল বাছিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া উঠিয়া চাড়ুয্যে-মশাইকে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন।

চাড়ুয্যে-মশাই আরম্ভ করিলেন—"কর্তা বড় বিপদে প'ড়ে তোমার শরণ নিতে এলেন—"

মৃদুহাস্যে কর্ত্রী বলিলেন—"বিপদটা কি শুনি, ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি!"

চাড়ুয্যে বলিলেন,—"লক্ষীর চিন্তাই ওই ; কিন্তু আজ একটু রকম-ফের্ আছে। পুরুতঠাকুরের মা'র গঙ্গালাভ হয়েছে—শুনেই থাকবে।"

কর্ত্রী সহজ ভাবেই বলিলেন—"আহা, ব্রাহ্মণের মেয়ে বেশ গেছেন!"

কর্তা চাড়ুয্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"শুনলে চাড়ুয্যে, আমরা যেন আচার্যি-বাড়ী জানতে এসেছি, তিনি ভাল গেছেন কি মন্দ গেছেন, কোন দোষ পেয়েছেন কি না!" পরে গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"বেশ গেছেন আমার মাথা, তুমি আমার বিপদটি ত' ভাবলে না ; কেন—আর পাঁচটা দিন তাঁর সবুর সইল না!"

কর্ত্রী আশ্চর্য হইয়া সহাস্যে বলিলেন—"ওমা—একবার কথা শোনো! তিনি ঢের সবুর সয়েছেন ; মেয়ে মানুষের অত বেশী বাঁচা ভাল নয়।"

কর্তা স্ত্রীর মুখে ঐ বাঁচাবাঁচির কথাটা শুনিলে বড়ই কাহিল বোধ করিতেন ; তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"তোমার কাছে ও কথা শুনতে ত' কেউ আসেনি।"

গৃহিণী মৃদুহাস্যে বলিলেন—"না শুনলেই বুঝি এড়ানো যায়। আচ্ছা থাক্। তা পুরুতঠাকুরের মা মরায় তোমার এত দুর্ভাবনা কেন,—যা পারবে দিও।"

কর্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমার সেই ভাবনায় ত' ঘুম হচ্ছে না। বলি— পূজা করবেন কে—সেটা ভেবেছ?"

গৃহিণী গাম্ভীর্যের ভাণ করিয়া বলিলেন—"তাই ত'—মস্ত ভাবনার কথা বটে!" তাহার পর সহজভাবে বলিলেন—"আমরা যাঁর যজমান সে ভাবনা তাঁর, তিনিই ব্রাহ্মণ দেবেন। সে কথা ত' তাঁকে বলেই দিয়েছি।"

কর্তা বলিলেন—"বটে! কি রকম ব্রাহ্মণের কথা বল্লে শুনি?"

গৃহিণী আশ্চর্য হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ যাচাই-বাচায়ের ভার সদ্‌গোপেরা আবার কবে থেকে নিলে! তুমি আগোড়পাড়ার ইংরেজি ইস্কুলে গিছলে না কি! পুরুত মশার হয়ে লক্ষীপূজা করবেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হ'লেই হ'ল,—তাঁর আবার এরকম ওরকমটা কি?"

কর্তা কেবল চাড়ুয্যের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন—"দেখ্‌লে—কেমন সহজে মিটে গেল!"

চাড়ুয্যে-মশাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাইকোর্ট যে!"

[৫]

আজ শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষীপূজা। মা—পদ্মাসনা,—কমলালয়া।

গ্রামের মধ্যস্থলে নিয়োগী মহাশয়ের গোলাপী রঙ্গের বাড়ী, আজ মা'র আবির্ভাবের অপেক্ষায়—সৌন্দর্যে, সজ্জায়, শোভায়, সৌরভে পদ্মের মতই দেখাইতেছে। মাঝে-মাঝে

আবাহনের সুরে সানাই আকাশে বাতাসে সুমধুর নিবেদন পাঠাইতেছে। গ্রামের বালক-বালিকারা ভ্রমরের মত আনন্দ-গুঞ্জন তুলিয়া দলে দলে যাতায়াত করিতেছে।

সন্ধ্যা হইল। পুষ্পমাল্য বেষ্টিত ঝাড় লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, সেজ্ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দালানের জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা দেবদ্যুতি বিকীর্ণ করিলেন। পূজা-সম্ভার, উপকরণ-পারিপাট্য, পুষ্পপ্রাচুর্য ও বিবিধ সুগন্ধীর মধ্যে তৃপ্তি-প্রফুল্ল পবিত্র মনে, নূতন পূজারী পূজারম্ভ করিলেন!

পূজা শেষ হইল।

পূজারী শেষ-আরতি করিতে উঠিলেন—তন্ময় যন্ত্রবৎ! গাঢ় সুগন্ধী ধূমাবরণে এক-একবার জ্যোতির্ময়ী মা'কে কি লোকাতীতই দেখাইতেছিল! মধ্যে মধ্যে পূজারীর কণ্ঠনিঃসৃত বালক-সুলভ মা-মা রব কানে আসিতেছিল,—অপূর্ব, অনির্বচনীয়! সে যেন কোন্ সুদূরের,—এ পৃথিবীর নয়! শেষ-আরতি শেষ হইল। পূজারী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সকলেই প্রণাম করিল;—সকলেই মুগ্ধ আবিষ্ট ও স্তব্ধ!

একটু সামলাইয়া চাড়ুয্যে-মশাই কর্তাকে বলিলেন—"লোকটি খাঁটি লোক বটে!"

কর্তার দৃষ্টি অবনত ছিল, তিনি মুখ না তুলিয়াই ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস মোচন করিতে করিতে একটি ছোট্ট হুঁ দিলেন মাত্র। তাহার পর ধীরে ধীরে পূজার দালান হইতে নামিয়া গেলেন।

চাড়ুয্যে অবাক হইয়া অনুসরণ করিলেন।

দালানের ভিড় দ্রুত ভাঙিয়া গেল;—সকলে সদরে বাজি পোড়ান দেখিতে ছুটিল;—তাহারও একটা সমারোহ ছিল!

কবি রাম বন্দ্যো আমার পাশেই ছিলেন। তিনি বলিলেন—"মর্ত্যে সুরলোকের ছায়া-পরিচয় পেলে!"

কবি হইবার মক্সো হিসাবে বা স্বভাবের বশে আমিও একটু তন্ময় ছিলাম, বলিলাম "সত্যই,—এমনটি পূর্বে কখনও দেখি নাই!"

ইচ্ছা সত্ত্বেও একটা কবির মত কথা যোগাইল না!

রামবাবু বলিলেন—"চললুম"।

বলিলাম—"কোথায়,—বাড়ী?"

রামবাবু বলিলেন—"বোধ হয়—না, একটু নিরিবিলিতে।"

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম—"সে কি? এই-বারই ত আনন্দ-পর্ব আরম্ভ হবে;—বাজির পরেই ভোজ; ভোজের পরেই—বাগবাজারের বিখ্যাত সখের দল। তিনকড়ি বাবুর এক্‌টিং শুনবেন না?"

রামবাবু বলিলেন—"এ ভাবটাকে "দাগী" করতে চাই না,—ছাইভস্ম চাপা দিয়ে এর মর্যাদা নষ্ট করতে পারব না।" এই বলিয়া তিনি অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়া গেলেন।

সদরে তখন হাউই তারা কাটছে, চরকী সোনা ধুনৃছে। দেখিলাম তিনি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সোজা গঙ্গার ঘাটের পথ ধরিলেন।

দোটানায় পড়িয়া আমার মনটা দমিয়া গেল; বাজি দেখার উৎসাহ রহিল না। ফিরিয়া গিয়া পূজার দালানের পৈটায় বসিয়া পড়িলাম।

তখন বাজি পোড়ানর ধূম চলিয়াছে, মেয়ে পুরুষ প্রায় সকলেই তাহা দেখিতে গিয়াছে।

পূজার দালানের দক্ষিণ গায়ে স্ত্রীলোকদের অন্দর হইতে যাতায়াতের একটি দ্বার আছে; পূজারী সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ওগো মায়েরা—এ বাড়ীর গিন্নীমাকে এখানে একবার আসতে বলুন।"

ফিরিয়া দেখি—সেই পূর্ব-পরিচিত বেশে থাকো উপস্থিত হইয়া বলিতেছে—"আপনি কি আমাকে ডাকৃচেন?"

পূজারী বলিলেন—"না, তোমাকে ডাকিনি, এ বাড়ীর গিন্নীকে এখানে একবার ডেকে দিতে বলৃচি।"

থাকো ধীরভাবে বলিল—"তার প্রতি কি আদেশ বলুন?"

পুরোহিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তাঁর প্রতি এখানে আসতে আদেশ।"

থাকোকে তখনো দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, কি ভাবিয়া ব্রাহ্মণ একটু শান্তভাবে বলিলেন—"বোলো, তিনি না এলে আমি দর্পণ বিসর্জন করতে পারচি না, অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এখনি ভোজ আর নাচ গান নিয়ে দালান উঠোন একাকার হয়ে যাবে, তার আগে আমার সমাপ্ত করা চাই,—যেন বিলম্ব না করেন।

থাকো বিনীত-ভাবে বলিল—"আমি ত আপনার আদেশ পালন করবার জন্যে উপস্থিতই রয়েছি, আপনি কি বলবেন বলুন না।"

পুরোহিত চকিতভাবে থাকোর মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কেবল তাহার আধ-ময়লা কস্তা-পেড়ে কাপড়ই দেখিয়াছিলেন। আবিষ্টের মত বলিলেন—ওঃ—তা না ত' কি—মা নিজে আসেন! কি ভুলই করেছি। আমি নূতন লোক—আজ মাত্র এসেছি, কিছু মনে ক'র না মা।"

থাকো বাধা দিয়া বলিল—"ও-সব কি বলৃচেন বাবা,—আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

পূজারী নিজে বড় লজ্জিত হইয়াছেন, তাঁহার কথায় সেইটুকুই প্রকাশ পাইল; কিন্তু বাস্তবিক তিনি থাকোর দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। চট্কা-

ভাঙ্গার মত বলিলেন,—"হ্যাঁ—তা তুমি বিশ্বাস করতে পারবে। দ্যাখ মা,—কৃপাময়ী আজ এখানে স্বয়ং উপস্থিত, তোমার যা কিছু প্রার্থনা থাকে—মাকে জানিয়ে প্রণাম কর। আজ তোমার কোন কামনাই ব্যর্থ হবে না,—আমার এই কথাটি মনে রেখ মা। এই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলটি গলায় দিয়া থাকো বদ্ধাঞ্জলি হইতেই, পূজারী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"ওকি মা, তবে কি আমার কথাটা তোমার বিশ্বাস হ'ল না। খুব সাবধান, আগে বেশ মনস্থির ক'রে অভীষ্টটি ভেবে-চিন্তে নাও; মনে রেখ—এ শুধু প্রতিমা প্রণাম করা নয়,—একাগ্রে মা'র কাছে আজ যা চাইবে তাই পাবে। গরীব ব্রাহ্মণের কথা অবিশ্বাস কোর না।"

বিনীত কণ্ঠে—"আমার যে ভাবা আছে বাবা" বলিয়াই থাকো প্রণতা হইল।

পূজারী তাহার প্রতি চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"আমার কথার গুরুত্বটা একবার ভাবলেও না!" এই কথাটাই তাঁর সমস্ত শরীর-মনকে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল,—একটু অভিমানও অনুভব করিতে লাগিলেন।

মিনিট-দুই মধ্যে থাকো চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিতেই পূজারী আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"এত বড় গুরুতর বিষয়ে তোমার এই তাচ্ছিল্য-ভাব দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি;—আমার কথাটা তা'হলে বিশ্বাস করনি দেখছি। যাক্—যদি গোপন রাখবার মত কিছু না হয় ত' মা'র কাছে কি প্রার্থনা করলে—বল্‌বে কি?"

"গোপন কি বাবা, মেয়েদের—বিশেষ ক'রে 'মায়েদের' যা সবার বড় কামনা,—মা'কে তাই জানিয়েছি।" এই বলিয়া থাকো নীরব হইল।

পূজারী মূঢ়বৎ চাহিয়া বলিলেন—"বুঝতে পারলুম না যে মা।"

থাকো নিম্ন-দৃষ্টিতে সলজ্জভাবে বলিল—"বাবা,—মা আমাকে কৃপা করে সব সুখ দিয়েছেন,—স্বামী, একটি ছেলে, একমাত্র নাতী, আর এই যা কিছু দেখছেন। বড় ভয়ে ভয়ে এতদিন ভোগ করচি। বড় সুখের সঙ্গে বড় ভয়ও থাকে বাবা। তাই মা'কে বললুম—"এই সুখের মাঝখানে—সব অটুট থাকতে থাকতে, তিনি দয়া করে আমাকে তাঁর পাদপদ্মে নিয়ে নিন।"

পূজারী বিচলিতের মত বলিয়া উঠিলেন—"আঁ—কর্‌লি কি মা! এ কি সর্বনাশ করলি! আমি যে এত করে বললুম—খুব সাবধান—মা উপস্থিত—আজ যা চাইবে তাই পাবে।"

থাকো বলিল—"তাই ত' চেয়েছি বাবা!"

পূজারী এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, বলিয়া ফেলিলেন—"আমার মাথা চেয়েছে,—

এত ঐশ্বর্যের, এত সুখের মধ্যে এ কি চাওয়া! আমি মিছে এত শাস্ত্র ঘেঁটে মলুম,—তোমাদের চিন্‌তে পারলুম না!"

সুমধুর বিনম্র কণ্ঠে—"আপনি যে 'মেয়েলি-শায়েস্তার' পড়েননি বাবা" বলিতে বলিতে থাকো চক্ষের নিমেষে পুরোহিতের পদধূলি লইয়া, বিজয়িনীর মত—হাসিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিল।

পুরোহিত বিমূঢ়বৎ—অপলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[৬]

তাহার পর কয়েক মাস গত হইয়াছে। একদিন প্রাতে দেখি গ্রামের ইতর-ভদ্র স্ত্রীলোকেরা—মায় বৌ-ঝি, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অসংযত—গঙ্গার ঘাটে ছুটিয়াছে।

কারণটা জানিবার জন্য একজন বর্ষীয়সীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—"আর বাবা, সর্বনাশ হ'ল, আমাদের থাকো চল্‌লো।"

গত কোজাগর লক্ষ্মীপূজার কথাটা যুগপৎ স্মরণ হইয়া বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

গিয়া দেখি—ঘাটে লোকারণ্য! সকলেরি বদনে বিষাদ, নয়নে জল, মুখে 'হায়-হায়' ছাড়া ভাষা যেন স্বয়ং মূক হইয়া গিয়াছে। থাকোকে শায়িত অবস্থায় সেই পরিচিত বেশেই দেখিলাম,—সেই লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী,—সেই অর্ধাবগুণ্ঠন,—সেই নথ,—সেই শাঁখা আর বালা!

ভাষা পাইলাম কেবল কর্তা ও গৃহিণীর মুখে!

থাকো বলিতেছে—"ছিঃ, পুরুষ মানুষের অমন হ'তে নেই, পায়ের ধুলো দাও।"

কর্তা বলিলেন—"ভগবান এতটা দিলেন, সে সুখ একদিন ভোগ করলে না, এই আমার দুঃখ।"

থাকো সিক্তকণ্ঠে বলিল—"ওগো, তুমি জান না—আমার এত সুখ যে তা সয়ে থাকতে আর সাহস হচ্ছিল না; মেয়ে মানুষের অত সুখ বেশী দিন ভোগ করবার লোভ রাখতে নেই গো!" এই পর্যন্ত বলিয়া হাত দু'খানি কষ্টে বক্ষের উপর তুলিয়া জোড় করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চক্ষু বুলাইয়া জড়িত-কণ্ঠে ব্‌লল—এঁদের—নিয়ে—থে—ক।" হাত আর মাথায় উঠিল না,—দুই ধারে পড়িয়া গেল।

চাড়ুয্যে-মশাই বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন; শতকণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

দর্পণ-বিসর্জন শেষ হইয়া গেল। পল্লীলক্ষ্মী বিদায় লইলেন।

বিবর্তন

সেকাল

"সেকাল" কথাটার কোন বিশেষ অর্থ না থাকিলেও, ও-কথাটা বলিবার অবাধ অধিকার—বাল, বৃদ্ধ সকলেরি সব যুগে আছে। ওর আদি অন্ত না থাকায়, কাজের লোকেরা ওর মধ্যটাকে 'সালের' বেড়া দিয়া কাজ সারেন। আমাদের এই আলোচ্য 'সেকালের' খানিকটা গত শত-বর্ষের মধ্যেই পড়ে, বাকিটা তার ও-পারে।

তখন ছিল চতুষ্পাঠী বা টোল ; সেখানে ব্রাহ্মণ-বালকেরা শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভান্তে 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' বনিতেন ; "ধর্ম (+দশকর্ম) আর মোক্ষ" ছিল সে শিক্ষার লক্ষ্য। অধ্যাপকেরা শিক্ষার্থীদের এই বিদ্যা দান করিতেন—মায় অন্ন। আর সর্বসাধারণের জন্য ছিল পাঠশালা ; সেখানে নাম মাত্র দাম দিয়া, প্রচুর পরিমাণে বেত্রদণ্ড প্রাপ্তিসহ বালকেরা "কাম আর অর্থ" আদায়ের উপায় লাভে সমর্থ হইত। অর্থাৎ পাঠশালা আর চতুষ্পাঠী এতদুভয়ের চেষ্টায় দেশের চতুবর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) বজায় থাকিত।

চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। শাস্ত্রকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইতেও পারে, কিন্তু পাঠশালার পড়ুয়াদের সে ফাঁক আদৌ ছিল না ;—সেখানে শাসনকর্তা স্বয়ং গুরুমহাশয়—বেত্রাসুর মূর্তিতে বর্তমান। কাজেই বালকদের বা বিদ্যার্থীদের লেখাপড়ার বয়সে কোনরূপ বিলাস-বাসনা বা সখের সম্পর্ক মাত্র রাখিবার বিধি কোথাও ছিল না। নিবৃত্তিমার্গই ছিল তাহাদের রাজপথ।

* * * * *

এবম্বিধ কালে একদা বারোয়ারি-তলায়, নব-প্রসিদ্ধি-প্রাপ্ত গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হইয়া গেল।

শিরোমণি-মহাশয়ের পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র পঞ্চানন, বাপের কাছে পাণিনি পড়িত। তাহাকে কঠোর নিবৃত্তি-চর্চার সাধক করিয়া রাখিলেও, সে-দিন সে কোনমতে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, অতি গোপনে উক্ত যাত্রা শুনিয়া আসিয়াছে। তাহাতে তাহার চোখের ঠুলি একটু সরিয়া পড়িয়া সহসা তাহাকে একটা নূতন দিক দেখাইয়া দিয়াছে ; তাহার অবরুদ্ধ প্রকৃতি একটু ছাড়া পাইয়াছে। সেইটুকু আনন্দই সে সামলাইতে পারিতেছিল না।

সে প্রত্যুষে উঠিয়া যথারীতি পাণিনি খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছিল, কিন্তু প্রাণ তাহার অন্যত্র থাকায়, পাণিনির সূত্রগুলি ছিঁড়িয়া কেবল তাল পাকাইতেছিল! ক্রমে এদিক-ওদিক দেখিয়া পঞ্চানন সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল—

"বিদ্যের লাগি হব' সন্ন্যাসী—ও হীরে মাসি—

* * *

* * না হয় হব কাশীবাসী"

গীতটি তাহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

বেচারা জানিতে পারে নাই যে, ইতিমধ্যে শিরোমণি-মহাশয় তাহার শিয়রে উপস্থিত হইয়াছেন।

পুত্রের এই অভাবনীয়, তথা অশাস্ত্রীয় আচরণে সর্বনাশের সূচনা পাইয়া, তিনি রাগে, হতাশায়—"তবে রে পাজি" বলিয়া সজোরে এক শাস্ত্রীয় চপেটাঘাতে পঞ্চাননকে পাড়িয়া ফেলিলেন। এই বজ্রপাতটা হঠাৎ হওয়ায়, আহত পঞ্চানন সর্ষে ফুল দেখিতে লাগিল। সে শব্দ ছিটে-বেড়ার ছিদ্রপথে অন্দরে প্রবেশ করায়, ব্রাহ্মণী ছুটিয়া আসিয়া দেখেন—পপাত-পঞ্চাননের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির আয়োজন আসন্ন। শিরোমণি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে খড়ম খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়ায় হাতটা কেবলি ভূলুণ্ঠিত কাছায় ঠেকিয়া বাধা পাইতেছে।

এই সময় সহসা ঘূর্ণীর মত ব্রাহ্মণীর আবির্ভাবে শিরোমণি-মহাশয় একটু থতমত খাইয়া গেলেন—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এটা স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু উষ্মা প্রবল থাকায় অসামাল হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"তোমার গর্ভটি যে গন্ধর্বপুরী তা জানতুম না;—পেঁচো আজ পঞ্চমসুরে পাণিনি আলাপ করছিল,—সেটা শ্রবণ করা হয়েছে কি? বেটা বলে—'বিদ্যের লাগি হব সন্ন্যাসী,—না হয় হব কাশীবাসী!' বলিতে বলিতে রাগ ব্রহ্মরন্ধ্রে ঠেলিয়া উঠায়,—"তবে র‍্যা বৌদ্ধক" বলিয়া খড়ম খুলিতে খুলিতে বলিয়া ফেলিলেন—"অনড্‌বানের আজ রক্ত মোক্ষণ কোরব!"

ব্রাহ্মণী ক্ষিপ্রহস্তে খড়ম কাড়িয়া লইয়া মুহূর্তে অক্ষি-গোলকদ্বয়কে ভ্রূদ্বয়ের স্থানে এবং ভ্রূদ্বয়কে কপালের পরপারে পাঠাইয়া, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় মৃদু আওয়াজে বলিলেন—"অ্যাঃ···ব্রাহ্মণ হয়ে কি সর্বনাশ করলে বল' দিকি!"

ব্রাহ্মণীর মুখে সহসা এরূপ প্রশ্নাভাসে,—সশঙ্ক শিরোমণি একদম কাট মারিয়া বলিলেন—"কেন, কি করলুম গিন্নি!"

ব্রাহ্মণী এইবার তার-ছেঁড়া তানপুরার সুরে বলিলেন,—"কি কোরলে? সর্বনাশ করলে, আর কি করলে! এ'তো বিদেয়ের সভা নয়, পণ্ডিত ক'রে "মোক্ষণ" কথাটা

না বল্‌লে কি শিরোমণিত্ব যেত'! ঐ শব্দটা যদি বাইরের কারুর কানে গিয়ে থাকে, সে ঠিক শুনে থাকবে "ভক্ষণ।" ও-কথাটা ত সচরাচর ব্যবহার হয় না—সাধারণেও বোঝে না। তার ওপর "অনড্বান" ত ছিলই! তা হলে দাঁড়ায় কি ?"

শিরোমণি কানে আঙ্গুল দিয়ে তিনবার শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু বলিতে বলিতে এতটুকু হইয়া গেলেন! তাড়াতাড়ি মুক্তকচ্ছ অবস্থাতেই কেহ শুনিল কি না দেখিতে—বাহিরে ছুটিলেন!

যদু গোয়ালাকে গরু চরাইতে যাইতে দেখিয়া—"যদু—যদু—শোন্, আমি ব্রাহ্মণ—নির্বংশ হবি যদি—"

ব্রাহ্মণী ধমক্ দিয়া বলিলেন,—"এদিকে এস', ওকে ডাকা হচ্ছে কেন ?"

শিরোমণি।—শুনেছে কি না সেটা পরীক্ষা—

ব্রাহ্মণী।—আর ঘাঁটিয়ে ঢাক বাজাতে হবে না ;—সে আমি সামলে নেব'খন—

শিরোমণি মিনিট খানেক স্বস্তির দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণীর দিকে তাকাইয়া অর্ধসিক্ত নয়নে কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলিলেন—"নারায়ণ না করুন—তোমার অভাবে আমাকে শাঁক-শূন্য সামুকের খোলার মত, শেষ পর্যন্ত হাঁ করে চিৎ হয়ে পড়ে' থাকৃতে হবে—"

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণীর চক্ষু ও ভ্রূদ্বয় আপনাপন নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি বাধা দিয়া চোখের কোণে অফুটন্ত হাসি চাপিয়া বলিলেন—"বেশ ত'—আব্রহ্ম নস্য ঠেশে নিরেট হ'য়ে থাকতে পারবে—"

শিরোমণি-মহাশয় সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না—না, সে হতেই পারে না, আমি আশীর্বাদ করছি—তুমি দীর্ঘজীবী হও, আমি যেন তোমাকে রেখে যেতে পারি—"

ব্রাহ্মণী ঈষৎ রোষভরে বলিলেন—"এ কি শিরোমণির মত কথা হচ্ছে, লোকে শুনলে বল্‌বে কি!"

পঞ্চাননের কথা শিরোমণির আর স্মরণ ছিল না, তিনি বলিলেন, —"চুলোয় যাক্ লোকের কথা, তুমি না থাকলে আর শিরোমণি রইল কই,—দীপশূন্য দেরকো! জাহ্নবি—যদি যাওই (ওরে বাপরে—তা হবে না) তা আমাকে নিয়ে যেও,—আমার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটবে! আমি অনাথ হ'য়ে—"

ব্রাহ্মণী ধমক্ দিয়া বলিলেন,—"তুমি চুপ কর ত'। কিন্তু বলে দিচ্চি—খবরদার আর মিথ্যে মিথ্যে ছেলেকে মারধোর কোরো না।"

এতক্ষণে ছেলের উপস্থিতি সম্বন্ধে হুঁস্ হওয়ায়, শিরোমণি একটু সুর সামলাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা তাই হবে, তা ও-গুওটা বিদ্যের লাগি—"

ব্রাহ্মণী,—হ্যাঁ তাতে হয়েছে কি। বিদ্যের লাগি লোক কি না করছে, সন্ন্যাসী হবে

তা আর বড় কথা কি! ব্রাহ্মণের ছেলে কি মুখ্‌খু হয়ে ঘরে বসে' থাক্‌বে! নিজে শিরোমণি হয়েছ, ওর আর কিছু হয়ে কাজ নেই তো!

শিরোমণি। (একটু ভাবিয়া) ওঃ—তাই না কি?

ব্রাহ্মণী। তা না ত' কি। সব কথায় অত কদর্থ কর কেন?

শিরোমণি। তবে,—গুণ্ডটার হীরে-মাসি জোটে কোথা থেকে?

ব্রাহ্মণী। (সহাস্যে) আঃ আমার পোড়াকপাল! তোমার বড় শালীর নামটাও শোননি! সে যে পাঁচুকে মানুষ করেছে, তাই ওর যত' কথা যত' আবদার তার কাছে—স্বপ্নেও তার সঙ্গে কথা কয়।

শিরোমণি। সুরে নাকি? সুর জোটে কোথা থেকে?

ব্রাহ্মণী। তুমিই জুটিয়েছ, আর তোমার পাণিনি জোটাচ্ছেন।

শিরোমণি আশ্চর্য ও বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে বলিলেন—"কি রকম? আমাদের বংশে ও অপবাদ কোন' পুরুষে নেই।"

ব্রাহ্মণী। তুমি পাঁচুকে বেদ পড়তে কাশী পাঠাবে বলনি? সুরে সামবেদ পাঠ করতে হয়, শুনে পর্যন্ত বাছা আমার ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেল! কি করে বল'—ছেলে কোকিল ডাকলে কান খাড়া ক'রে থাকে।

শিরোমণি। অ্যামন্ দাঁড়িয়েছে! উঃ—বেদের মধ্যে যে এত খেদের বীজ গা-ঢাকা আছে, তা জানতুম না। কিন্তু ঐ যে বললে পাণিনি সুরে সাহায্য করেন, এবম্ প্রকার অনুযোগ এই তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম—

ব্রাহ্মণী। কেন? একটু লক্ষ্য করলে এমন কথা বলতে না;—ওর নামটাই ত' সুর-সপ্তকের উচ্চাংশ নিয়ে গড়া,—পা—ণি—নি। নিত্য ওই নাম তোলাপাড়া করলেই ত' সুর আপনি জোটে। নয় কি?

শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী ছিলেন বাচস্পতি মহাশয়ের বিশেষ বুদ্ধিমতী কন্যা। তাঁহার চতুষ্পাঠীর চৌহুদ্দির মধ্যে থাকিয়া ও বাড়িয়া, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ও বহু আলোচনা শুনিয়াছিলেন, এবং তাহা আবশ্যক মত' ব্যবহারেও আনিতে পারিতেন। আজ তাহারই সাহায্যে পঞ্চাননের প্রাণ রক্ষা হইল।

শিরোমণি কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া, পরিশেষে বলিলেন,—"বেশ,—ও গুণ্ডাকে আর বেদ পড়তে কাশী যেতে হবে না,—মাসিকেও ডাকতে হবে না, সুরের তরে কোকিলের ডাকে কান খাড়া রাখতেও হবে না, ও "অ-সুর" হয়েই বাড়ী থাক; বিবাহ হলে শ্বশুর-বাড়ী পর্যন্ত যেতে পারে। আমি দিব্য দিয়ে যাব—এ বংশে যেন কেউ 'বিদ্যের' লাগি বেদ না পড়ে এবং তার তাড়সে কাশীবাসী না হয়।"

বিদ্যার্থী পুত্র সঙ্গীতালাপ করিতেছে, এই বীভৎস দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া ও স্বকর্ণে শুনিয়া, শিরোমণি-মহাশয় লজ্জায় ক্ষোভে বড়ই মর্মপীড়া বোধ করিয়াছিলেন, এবং সেই তাপ ও পাপ ক্ষালনার্থ—তিনি আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া, পুনরায় গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

জাহ্নবীদেবী বেশ অনুভব করিলেন—স্বামী কতটা আঘাত পাইয়াছেন।

পঞ্চানন চপেটাঘাত খাইয়া কচ্ছপের মত হাত মুখ গুটাইয়া চাকা মারিয়া পড়িয়াছিল।

জাহ্নবীদেবী বলিলেন—"খবরদার বাবা, ভদ্র-লোকের ছেলে—পাঠ্যাবস্থায় আর কখনো গান গেয়োনা। ও সব চর্চার ঢের সময় আছে,—আমরা গত হ'লে কোরো।"

মধ্যকাল

মধ্যকালটাকে সালের বেড়া দিয়া বাঁধা সহজ নহে—তাহা এতই Conical বা কোণ-বিশিষ্ট। তখন শিক্ষার অভিনব শাখা সকল, সহরে-সদরে দ্রুত গজাইয়া উঠিতেছিল।—সহর সদরের ভদ্র-সম্প্রদায় পরিবর্তন প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রাণে নূতন ভাব, কানে নূতন কথা—হু হু করিয়া আসিয়া পৌঁছিতেছে। সহরে সহরে ইস্কুল, স্থানে স্থানে বঙ্গ-বিদ্যালয় বসিতে আরম্ভ করিয়াছে; গ্রামের মধ্যে মিশনরি মেম সাহেবদের গতিবিধি দেখা দিতেছে। পণ্ডিতদের মুখে "গেল গেল" রব উঠিয়াছে।

পঠন-পাঠনের ধারা বদলাইলেও, সেকালের জের্ হিসাবে, শাসন সম্বন্ধে পূর্বসংস্কার তখনো ছাড়পত্র পায় নাই, হরিতকীর খোসার মত শাঁসে আবদ্ধই আছে। গীতবাদ্যাদি চর্চা যে পাঠ্যাবস্থার প্রবল পরিপন্থী, সে সংস্কার শিক্ষকদের ছাড়ে নাই;—শাসন-পর্ব কিছুমাত্র খর্ব হয় নাই। বেত্র সর্বত্র সহজপ্রাপ্য না থাকায়—ইস্কুল কম্পাউণ্ডে মেঁথি গাছের বেড়ার চাষ রীতিমত চলিত, এবং তাহাই ছিল শিক্ষক মহাশয়দের অস্ত্রাগার। সেই ব্যূহ ভেদ করিয়াই বাঙ্গালার বিখ্যাত ও স্মরণীয় রথীরা বাহির হইয়াছিলেন।

* * * *

এ-হেন "কালে" কস্যচিদ্ উচ্চ ইংরাজি ইস্কুলের থার্ড-মাষ্টার বেণীবাবু, একদা অকস্মাৎ রজনীর "Moral class book" (নীতিবোধ) পুস্তকের এক নিভৃত স্থানে, পেন্সিলে ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা—

"পিরীতি দেখিয়া পড়সী করিব,—
তা বিনু সকলি পর।"

আবিষ্কার করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ফলে—রজনীর মাথায় গাধার টুপি উঠিল, এবং তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে,

ছোট বড় সব ক্লাসে তাহাকে ঘুরাইয়া, শেষে হেডমাষ্টারের কাছে হাজির করা হইল। এই গুরুতর অপরাধটি, টীকাসহ বর্ণনান্তে, বেণী মাষ্টার দৃঢ়তার সহিত রায় প্রকাশ করিলেন—"এ ছেলের আর কিছু হবে না ; অপর ছেলেদের মাথা খাবার যন্ত্র-স্বরূপে ওকে আর ইস্কুলে রাখা সমীচীন নয়।" ইত্যাদি

জেরার জোরে ও সাক্ষ্যের মুখে প্রকাশ পাইল—বেণী মাষ্টারের পুত্র কিশোরী ও রজনী, গঙ্গার আঘাটায়, বটতলায় সুর-লয়ে উক্ত পদটি আলাপ করে। কিশোরীর কাছেই রজনী শিখিয়াছে।

শুনিয়া মাষ্টারেরা নির্বাক।

বেণী মাষ্টার মৃদু হাসির-পরদায় ক্রোধ ঢাকিবার বিফল চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"কি সব ধড়িবাজ ছেলে, আমার ছেলেকে জড়িয়ে কেস্‌টা হাল্‌কা করতে চায়। আমি তাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখি,—আমার ছেলেকে আমি চিনি না! কত পরের গাধা পিটে মানুষ বানিয়ে ছেড়ে দিলুম, আর নিজের ছেলের ওপর আমার নজর নেই! সে অন্য চর্চার ফাঁক পেলে ত!—সন্ধ্যাহ্নিকের বদলে সকাল সন্ধ্যে মহাভারত মুখস্থ করতে দিয়েছি,—সুভদ্রাহরণ পর্যন্ত সেরেছে—"

দয়াল পণ্ডিতমশাই গোঁফ-বর্জিত বদনে বিস্ময়ের রং চড়িয়ে বলিয়া ফেলিলেন—"অ্যাঁ—বলেন কি, এত দূর এগিয়েছে! বা রে কিশোরী! সে গেল কোথায়?" বলিয়াই কাসির মধ্যে হাসি সামলাইতে সামলাইতে বারাণ্ডায় আসিয়া দেখেন—কিশোরী তখন বেড়ার বাইরে;

হেড-মাষ্টার রজনীর বইখানি লইয়া রবার দিয়া 'পিরীতি' ঘষিয়া, তাহার একপুরু ছাল তুলিয়া দিলেন। Moral class bookএর কলঙ্ক মোচনান্তে রজনীকে বলিলেন—"এটা ছিল তোমার পিরীতির খসড়া, তাই ক্ষমা পেলে। ও-সব চর্চা তোমার এ বয়সের নয়—পঠদ্দশার নয়। আর যেন না শুনতে পাই।"

সে যাত্রা রজনী রক্ষা পাইল।

এই মোলায়েম বিচারে বেণী-মাষ্টার খুসী হইলেন না, তিনি বলিলেন—"এরূপ Caseএ আজ আপনি বেতের ব্যবস্থা না করায়, সন্দেহ হয় আমাদের বেতনও আর বেশী দিন পেতে হবে না ; এ ইস্কুল উঠে যাবে।"

* * * *

টিফিন-রুমে (Tiffin roomএ) মাষ্টার ও পণ্ডিতদের এই আলোচনাই আজ চলিতে লাগিল। দয়াল পণ্ডিতমশাই ডাবা হুঁকায় টান দিয়া, বিশেষ উদ্বেগ-ব্যঞ্জক বদনে, বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া আপনা-আপনি আবৃত্তি করিলেন—

"এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে!"

নবীন মাষ্টার বলিলেন—"যৌবন ত' নয়, এরা তরলমতি তরুণ, স্বভাবতই—খেলা, গীত, বাদ্য, এদের প্রিয়। আপনার ষত্ব-ণত্ব নিংড়ে যে সুমধুর রস পায়, আর গ্রামারের সঙ্গে "মার" যোগে যে আরাম ভোগ করে, সেটা বহু আয়াসে এদের হজম করাতে হয়। এ সময় খেলা বা গীত বাদ্যাদির ঝোঁক্ ধরলে, সেইটাই ২৪ ঘণ্টা মাথায় থাকবে, কারণ তাতে স্বাভাবিক আনন্দ বর্তমান, তাতে ওদের লওয়াতে কাকেও কষ্ট পেতে হয় না। বাপ-মা মাইনে দিয়ে খালাস, ছেলে মানুষ করবার ভার মাষ্টারের, এই তাঁদের ধারণা, আর মাসিক ছ'গণ্ডা পয়সা দিয়ে—এই তাঁদের আবদার আর দাবী! সুতরাং ইস্কুলে ও-সব সহজ-প্রিয় জিনিসের প্রশ্রয় দিলে, ছেলেদের যে জন্যে বিদ্যালয়ে আসা, সেটা ভেতর ভেতর বারো-আনা বাদ পড়ে যাবেই। এই ত' আমার মনে হয়, তা পণ্ডিতমশাই যতই সমর্থন করুন। সকল রসোপলব্ধিরই বয়স আছে—ছেলেদের লেখাপড়াটা কিন্তু জোর করেই শেখাতে হয়, তারা প্রায়ই কেউ ইচ্ছে করে ঝোঁকে না। তাই আমার ধারণা—গীতবাদ্যাদি বা স্বাস্থ্যের নামে লম্বা খেলা,—লেখা পড়ার অন্তরায়।"

নবীনবাবুর কথা সকলেই সমর্থন করিলেন। দয়াল পণ্ডিতমশাই দেয়ালের গায়ে পেরেক হুঁকাটি সংলগ্ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে বলিলেন—"হরে মুরারে"।

* * * *

ইস্কুলে আজ মাসিক মিটিংয়ের দিন ছিল। ইস্কুলের ছুটির পর তাহা আরম্ভ হয়, মাষ্টারদের বাড়ী ফিরতে রাত আটটা বাজে। কিন্তু আজ ছেলেদের এই রস-সঞ্চারের ফলাফল আলোচনার পর, মাষ্টারদের মিটিং করিবার মত মানসিক অবস্থা না থাকায়—তাহা স্থগিত হইয়া গেল। বেণী-মাষ্টারের উপর বিদ্যার্থী বালকদের রসস্থ হইবার কুফল সম্বন্ধে একটি Essay (প্রবন্ধ) লিখিবার ভার পড়িল। এই শনিবার Hallএ (হল ঘরে) ছাত্রদের সমক্ষে তাহা পাঠ করা হইবে।

বেণী-মাষ্টার উৎসাহের সহিত ভার লইয়া, ও এক পাঁইট্ কালি লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

প্রহ্লাদ ফোর্থ ক্লাসে পড়িলেও, সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছেলেরা পর্যন্ত তাহার গুণমুগ্ধ ছিল। সে কলিকাতার থিয়েটার দেখিয়াছে ও সেই অনুকরণে—"বসন্ত নিতান্ত সখি সুখকর সে-জনে" প্রভৃতি গানগুলি গাহিতে পারে।

বেণী-মাষ্টারের ছেলে কিশোরী থিয়েটার না দেখিলেও তাহার গলা ভাল। প্রহ্লাদ ওস্তাদ হইলেও, সম্প্রতি ছেলেরা কিশোরীর গান শুনিতে ঝুঁকিয়াছে। সে-কারণ প্রহ্লাদ বিশেষ ঈর্ষা অনুভব করিতেছিল।

বহু পূর্বে ইস্কুল হইতে সরিয়া পড়ায়, আজ যে মাষ্টারদের মাসিক মিটিং বন্ধ রহিল, এ সংবাদ কিশোরী পাই নাই। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরের ঘরে 'ওয়েবেষ্টার' বাজাইয়া একটি গান প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছিল।

প্রহ্লাদ সব জানিত, সে ইস্কুল হইতে সত্বর আসিয়া, কিশোরীর অজ্ঞাতে বাহির হইতে তাহার গান শুনিতেছিল।

বেণী-মাষ্টার মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া, সে সেই দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইল।

বেণী-মাষ্টারের মেজাজ ভাল ছিল না, তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"কিরে পেল্লাদে, এখানে আবার কি হচ্ছিল? কিশোরীর মাথা খাবার চেষ্টা বুঝি! ফের্ দেখি ত' আছড়ে মেরে ফেলবো।"

প্রহ্লাদ সে কথার উত্তর না দিয়া, বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল—"মাষ্টার মশাই, আপনার সঙ্গে দেখা করতে বোধ হয় গোপালবাবু এসেছেন।"

বেণীবাবু বিরক্তির সহিত প্রশ্ন করিলেন—"কে গোপালবাবু?"

প্রহ্লাদ—বোধ হয় গাইয়ে নুলো-গোপালবাবু, বলিয়াই সরিয়া গেল।

গাইয়ে গোপালবাবু ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। প্রহ্লাদ কয়েকবার কলিকাতায় মাসির বাড়ী গিয়া, এ সব সংবাদে পাকা হইয়া আসিয়াছিল। নুলো গোপালবাবু যে বেণীবাবুর আলাপি বন্ধু, এবং কিশোরীর উপনয়নের সময় আসিয়াছিলেন, সে তাহাও জানিত।

বেণীবাবু তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়া তাঁর ধুলিধূসর পেনেলা জুতা-জোড়াটি ঝাড়িয়া, মুখ মুছিতে মুছিতে অগ্রসর হইলেন। বহির্বাটীর বাগান পার হইতেই মৃদু মিঠে-সুর কানে আসিল—

"বাঁধা যার কাছে মন—আছে তার কাছে প্রয়োজন;

* * * *

সে বিনে যে প্রাণে, বাঁচিনে বাঁচিনে,
কতকাল আর প্রবোধি বচনে,—
মন না মানে বারণ!"

বেণী-মাষ্টারের প্রাণে যে রুদ্ররস ছাড়া আর কোন রস থাকিতে পারে, এ কথা তাঁহার পত্নীও ভাবিতে পারিতেন না। গান পশু-পক্ষীকেও মুগ্ধ করে। বেণী-মাষ্টার এ দু'য়ের একটি না হইলেও, ছেলেদের মধ্যে তিনি বাঘা-বেণী বলিয়াই সুপরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, গান শুনিয়া বেণী-মাষ্টারের মেজাজ নিমেষে মেঘমুক্ত ও স্বচ্ছ হইয়া গেল, মুখে হাসি খেলিল, এবং বুকে একটা স্ফূর্তি জাগিয়া উঠিল। ভাবিলেন, বন্ধু তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, এই গীতটি রহস্যচ্ছলে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সেই আনন্দের ঝোঁকে, প্রবেশ মুখে— পাল্‌টা হিসেবে, মাথা নাড়িয়া—

"সে চাঁদ চকোর হয়ে, কেন ভূমে লুটাইয়ে,
শ্যাম—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না।"

ভাঁজিতে ভাঁজিতে একদম ঘরের মধ্যে হাজির !

এ কি ! এ যে কিশোরী !

তাঁর চোখের সামনে বিশ্বটা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর তার হো হো শব্দ, কর্ণে যেন বিকট বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে,—রাগে লজ্জায় আহত ফণীর মত ফুলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কর্তব্যটা কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন, তাহা মাথায় না আসায়—রোষ-কম্পিত হস্তে বোতলের সমস্ত কালিটুকু কিশোরীর মাথায় ও মুখে নিঃশেষ করিবার পর, বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইলেন, ও আসল কাজে হাত দিলেন,—রাস্‌কেল্, ব্রুট্, ব্ল্যাগার্ড, ডেভিল্,—এক একটি উচ্চারণের সহিত এক একখানি বাঁধানো-বই কিশোরীর মাথায়, পিটে, সজোরে পড়িতে লাগিল। শেষ শিবশূল-সদৃশ ছারপোকার শান্তি-নিকেতন প্রাচীন ওয়েবেষ্টার খানি তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে পত্নী দ্রুত আসিয়া তাহাতে ধাক্কা দিতেই, বইখানা সাতখানা হইয়া দূরে গিয়া পড়িল।

বেণীবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পত্নীকে বলিলেন—"চলে যাও এখান থেকে"—

পত্নী বলিলেন—"কি,—হয়েছে কি ? মেরে ফেল্‌লে যে !"

বেণী-মাষ্টার। ও-তো মরতেই বসেছে, আমি না মারলেও ও মরবে।

পত্নী। হয়েছে কি শুনি ?

বেণী-মাষ্টার। বিশেষ কিছু হয়নি, কেবল "সে বিনে" তোমার ছেলে "বাঁচিনে বাঁচিনে" হয়েছে, আর আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে ;—স'রে যাও, ও এখুনি দূর হয়ে যাক, যেখানে ওর "আছে প্রয়োজন !" "Infernal wretch" বলিয়াই পদাঘাত,—"বেরো রাস্‌কেল —'বাঁধা যার কাছে মন'! মাষ্টারের ছেলের গান! ওর আজ জান্ নেবো।" বলিয়া তৃতীয় আক্রমণের উদ্‌যোগেই, মাতার সাহায্যে বাহির হইয়া কিশোরী উর্ধ্বশ্বাসে লম্বা দিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

প্রহ্লাদ মজা দেখিবার জন্য অদূরেই ছিল, সে এখন প্রমাদ গণিল ;—এতটা সে ভাবে নাই। এখন সে তাহার ভবিষ্যৎটা দিব্যচোক্ষে দেখিতে পাইল।

তাহার পর শোনা গেল,—কিশোরী একদম মাতুলালয়ে গিয়া দম লইয়াছে,—প্রহ্লাদ কলিকাতায় মাসির বাড়ী প্রস্থান করিয়াছে।

গ্রামের মেয়ে পুরুষে সবিস্ময়ে বলিল—"ইস্কুলের-ছেলে গান গায় কি গো! অমন ছেলে গাঁয় না থাকাই ভাল, সব ছেলের মাথা খাবে।" ইত্যাদি।

বেণী-মাষ্টার এতটুকু হইয়া গেলেন। তাঁর Essay লেখা ফেঁসে গেল। ইস্কুলে মাথা নীচু করিয়া আসিতেন যাইতেন, আর টিফিন্ রুমের একটি কোণে "বৈরাগ্য শতক" খুলিয়া সময় কাটাইতেন।

একাল

ভূমিকা অনাবশ্যক।

আগামী শনিবার ছাত্রদের প্রাইজ বিতরণের দিন। প্রাইজ-অন্তে পূজার ছুটি আরম্ভ হইবে। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব অনুগ্রহ করিয়া সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে সম্মত হইয়াছেন; মেমসাহেব প্রাইজ বিতরণ করিবেন। সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য মহোদয়গণকে এবং বালকদের অভিভাবকদের কার্ড ও পত্র বিলি সুরু হইয়াছে। তাহার পরপৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কার্য তালিকা বা প্রোগ্রাম্ দেওয়া আছে—

(১) আবাহন ও মাল্যদান সঙ্গীত, (২) রিপোর্ট পাঠ, (৩) আবৃত্তি বা রিসিটেসন্, (৪) কথোপকথন বা ডায়েলগ্, (৫) অভিনয়, (৬) সংকীর্তন, (৭) বক্তৃতা, (৮) প্রাইজ বিতরণ, (৯) প্রার্থনা সঙ্গীত।

কার্যটিকে সম্যক্ সফল করিবার জন্য নানারূপ আয়োজন চলিতেছে। এটিকে উপভোগ্য উৎসবে পরিণত করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয়দের উৎসাহের অবধি নাই।

আজ শুক্রবার। কেবল সাজানো-গোছানো (Decoration) আর রিহার্সেল্ চলিতেছে।

জগতে অনেক জিনিস আছে, তাহারা যত ছোট হইবে ততই তাহাদের কদর বেশী। তাক্ লাগাইবার জন্য ছেলে বাছাইও সেই লক্ষ্যে হইয়াছে, সুতরাং—বালক, বাচ্চা, ডিম্ব ইত্যাদি 'চয়নিকা' লইয়া তালিম ও মহলা চলিয়াছে।

গোবরা ইস্কুলের বাগানের পেয়ারা চুরি করিয়া 'অর্ধগ্রাস' অবস্থায় পকেটে পুরিয়াছিল, তাহার প্রাণ সেইখানে পড়িয়া থাকায়, চারিদিক দেখিয়া সন্তর্পণে বাহির করিয়া আর এক কামড়ে তৃতীয়াংশ মুখে পুরিয়া ফেলিল। গুট্‌লের পকেটে আমসত্ব ছিল, সে পকেটে হাত পুরিয়া তাহার গুলি পাকাইতেছিল, সুযোগমত সেটি মুখে ফেলিয়া টিপিয়া রহিল।

থার্ড মাষ্টার, একটি বালকের দিকে নজর পড়ায়, বলিলেন—"কাঁদ্‌চিস্ কেন-র‍্যা ধাব্‌ড়া!"

হুলো হামরাই হইয়া বলিল—"কাঁদবে কেন মাষ্টার মশাই, নাকে এক থাবা নস্যি পুরেছে!"

মাষ্টার মশাই উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি, নেপোলিয়নের মা পর্যন্ত নস্যি নিতেন। নে আরম্ভ কর্—মনে আছে ত, যে যে কথায় জোর গমক্ দিয়ে গাইতে হবে? নেঃ—

মম চিত্ত গগন দীপ্ত করিয়া ভাগ্য চন্দ্র উদিল,—

ইতিমধ্যে গোবরার দুঃসময় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল ; গোঁড়ার মুখ চলিতে দেখিয়া পকেটে হাত দিয়া বুঝিল, তাহারই সর্বনাশ হইয়াছে ! তখন মহলা সুরু হইয়া যাওয়ায় "আচ্ছা বেটা দেখে নেব !" বলিয়াই বিক্ষিপ্ত ও অন্যমনস্কভাবে যোগ দিল—

"মম চিত্র গহন ক্ষিপ্ত করিয়া ব্যাঘ্র চন্দ্র ছুটিল,"—

পেয়ারার চতুর্থাংশ চুরি যাওয়ায় সে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, তবে 'চিত্ত' শব্দটিতে র্‌ফলা যোগ সে সজ্ঞানেই 'গমক্' হিসাবে করিয়াছিল। দুঃসময়ে যাহা হয়,—প্যাংচাঁদ তাহাকে রেহাই দিল না, র্‌ফলার ভুলটি মাষ্টার মহাশয়ের গোচর করিয়া দিল।

মাষ্টার আজ মাটির-মানুষ, তিনি বলিলেন—"গানে ওকে ভুল বলেনা, গানের প্রধান জিনিস্ সুর, তা বজায় রাখবার জন্য "মুদ্রাদোষ"ও অভ্যাস করতে হয়। কালোয়াতি গান যখন শেখাব তখন সে সব দেখিয়ে দেব। খেয়াল যখন শিখবে তখন বুঝতে পারবে— সুর ঠিক রেখে যা-'তা' বলে গেলেই হ'ল,—সৈঁইঞা, বৈঁইঞা, মে'ইঞা ইত্যাদি। আমাদের ভাষায় ঞ বর্ণটির ব্যবহারই নেই, কিন্তু হিন্দুস্থানীরা কায়মনোবাক্যে উক্তির ব্যবহার করেন, তাই বড় বড় ওস্তাদদের মিঞা বলে। দেখেও থাকবে—তাঁরা যখন কোমরে চাদর জড়িয়ে, মের্জাই এঁটে, পাগড়ি বেঁধে, জানু পেতে বসে সারেঙ্গির ছড়ি টানেন, তখন তাঁদের 'ঞ'র' মতই দেখায়। তদ্ভিন্ন ছড়ি সমেত সারেঙ্গি যন্ত্রটিতে 'ঞ'র সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। এই সবগুলির একত্র সমাবেশ হ'য়ে 'মুদ্রাদোষ'-যুক্ত হলেই 'মিঞা' উপাধি লাভ হয়। যাক্ সে সব পরে হবে। গোবরা যে বৃথা কথার দিকে নজর না রেখে মূল সুরের দিকে দৃষ্টি রেখেচে, এতে আমি খুসী হয়েছি,—ওর হবে। এখন লেগে যাও।"

তালিম সজোরে চলিতে আরম্ভ করিল। মাষ্টার মহাশয়ের উৎসাহ পাইয়া, গোবরা পেয়ারার কথা ভুলিয়া চতুর্গুণ উৎসাহে চেস্তা মারিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় বৃদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ লোক,—তিন 'কাল'ই দেখিয়াছেন। হেড্ মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন,—"আমি নিরামিষভোজী, কাল আর আমি আসব না বাবা।"

হেড্ মাষ্টার মশাই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন,—"সে কি পণ্ডিত মশাই, কাল একটা বচ্ছরকার দিন, এত বড় উৎসব, শিবহীন যজ্ঞ কি সম্ভব !"

পণ্ডিত মশাই বলিলেন,—"আমি অভয় দিচ্ছি, তাতে কোন অনর্থপাতের সম্ভাবনা নেই, কোন "সতী" কেঁদে আছাড় খেয়ে প্রাণত্যাগ করবেন না। তিনি বহুদিন হ'ল স্বর্গে গেছেন।"

হেড্ মাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সত্যি কারণটা কি, নিরামিষ-ভোজীর সঙ্গে এ উৎসবের বিরোধটা কোথায় ! এবার ত' কোন ভোজেরই ব্যবস্থা নেই।"

পণ্ডিত মশাই বলিলেন—"একটু আছে বই কি,—আমি সেকেলে লোক, আমার অনেক কুসংস্কারই রয়ে গেছে, তুমি ক্ষুন্ন হ'য়ো না,—বালকদের মাথা খাওয়াটায় আমার রুচি নেই।"

হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের মুখের হাসি নিমেষে মিশাইয়া গেল, তিনি মুহূর্তমাত্র স্তব্ধভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"তবে আসবেন না ; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আপনার খোঁজ নেবেনই, কি বলব' ?"

চন্দ্র পণ্ডিত মশাই সহাস্যে বলিলেন—"বৃথা চিন্তা রেখ না, দিনের বেলা কোন বুদ্ধিমানেই "চন্দ্রের" খোঁজ করবে না।" এই বলিয়াই ছাতাটি বগলে করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বিদায় লইলেন।

হেড্ মাষ্টার মহাশয় সেই ছাতা বগলে ব্রাহ্মণটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

পণ্ডিত মশাই অদৃশ্য হইবার কয়েক মিনিট পরে তাঁর হুঁস্ হইল, তিনি দুই হাতে কোটের দুই আস্তিন ঝাড়িয়া যেন মোহমুক্ত হইলেন, ও আপনা-আপনি বলিলেন—"নাঃ কালধর্ম বজায় রেখে চলতেই হবে।—"আগে চল্—আগে চল্ ভাই" বলিতে বলিতে উচ্চ শিরে দ্রুত চালে গট্‌গট্ শব্দে রিহার্সেল্ রুমের দিকে চলিয়া গেলেন।

* * * * *

সুসজ্জিত ইস্কুল 'হলে' প্রাইজ বিতরণ সভা বসিয়াছে। নিমন্ত্রিত স্থানীয় গণ্যমান্য ডেপুটি, জমীদার, খেতাবী, উকীল, চেয়ারে বসিয়াছেন ; সাধারণ ভদ্রলোক ও বালকদের অভিভাবকেরা অবশিষ্ট চেয়ার বা বেঞ্চ পাইয়াছেন।

সম্মুখে সভাপতির আসন ও তৎপুরোভাগে টেবিলের উপর ফুলের তোড়া, পুরস্কার-মেডেল ও পুস্তকাদি।

পত্নীসহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সভাপতির আসন অধিকার করিবার পর মাল্যদান সঙ্গীতান্তে কার্যারম্ভ হইল।

হেড্ মাষ্টার বার্ষিক বিবরণী বা রিপোর্ট পাঠ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, ড্রিল, ফুটবল্, ক্রিকেট, হকি, টেনিস্ এবং ম্যাচ্ সম্বন্ধে বেশ জোর নজর রাখা হইয়াছে, এবং তাহাতে ব্যয়ও বেশ ভদ্রোচিত। বালকদের স্বাস্থ্য ও আনন্দদানের জন্য গত বৎসর আর অধিক কিছু করা সম্ভব হয় নাই, সেজন্য শিক্ষকেরা বিশেষ দুঃখিত।

তাহার পর বালকদের সম্মিলিত সঙ্গীত, একক সঙ্গীত, আবৃত্তি, কথা-কাটাকাটি, অংশাভিনয়,—ঘন ঘন করতালির মধ্যে এক এক করিয়া শেষ হইল। পরিশেষে বাচ্চা, ছাঁ, ডিম্ সহযোগে একটি গুড়্গুড়ে পার্টি দেখা দিল, মাথায় রংবেরংয়ের রেশমী রুমাল বাঁধা।

সকলেই ভাবিল—সং বা ফার্স্।

মেমসাহেব ক্লাউনের প্লে (ভাঁড়ামী) ভাবিয়া করতালি দিয়া হাসায়, সকলেই করতালি দিলেন ও হাসিলেন।

ফটিক হারমোনিয়াম টিপিল, ঘুঁতে খোলের পশ্চাতে থাকিয়া চাঁটি দিল, ঘেঁচি—বেডউল টমেটোর মত গাল ফুলাইয়া 'পিকলুতে' ফু' মারিল, পট্‌লা কীর্তনের সুর ছাড়িল—

বাঁশরী পরশি হৃদে মরমে রহিল বিঁধে—
এতো স্বর নয়—শর গো—ও-ও-ও

এই পর্যন্ত গাহিয়া বেদনায় যেন মচ্‌কাইয়া পড়িল।

বাহবা পড়িয়া গেল। কেহ কেহ অবাক হইয়া শুনিতে কি দেখিতে লাগিলেন, তাহা ঠিক্‌ বলা কঠিন। কীর্তন প্রবল উৎসাহে চলিতে লাগিল ও (Creditably) বাহবার মধ্যে শেষ হইল।

মেম সাহেবকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি অতিষ্ঠ বোধ করিতেছেন। আর কে একজন (নিশ্চয় বে-সমজদার হইবেন) বলিয়া ফেলিলেন,—"এগুলি অনাথ বালক, না বাপ মা বর্তমান ?"

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মন্তব্য ও বক্তব্য আহ্বান করায়, সুবক্তারা উঠিয়া পত্নীসহ সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দিলেন, বালকদের উৎসাহ দিলেন, ও রাজভক্ত হইতে উপদেশ দিলেন,—অবশ্য ইংরাজি ভাষায়।

স্মার্ত-শিরোমণি মহাশয় দুই তিন বৎসর হইল বিক্রমপুর হইতে এখানে আসিয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন; সাতটি বিদ্যার্থী বালককে বিদ্যা ও অন্নদান করেন। দেশের হাওয়া আর উদরান্নের অবস্থা বুঝিয়া, কনিষ্ঠ পুত্র দুইটিকে কয়েক মাস পূর্বে এই ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্বর সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া, ফোঁটা চন্দন, গরদের জোড় ও কুটুকে-চটি পরিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভাপতি সাহেব পুনরায় বলিলেন—"আর কাহারো কিছু বলিবার আছে ?"

শিরোমণি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"অনুমতি হয় ত আমি বঙ্গভাষায় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমি সংস্কৃত অধ্যাপক, ইংরাজি জানি না। টোল আছে, বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা আমার ধর্ম। মুন্সিপাল মাসিক দুই তঙ্কা সাহায্য করেন।"

ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব বাংলায় বলিলেন—"আপনার মণ্টব্য আমি আনণ্ডের সহিত শুনিটে ইচ্ছা করি।"

শিরোমণি। আমার দুই পুত্রকে এই আখরায় ভর্তি কইর‍্যা দিয়াছি। পরাশুনা কি হয় আমি জানিনা, বুঝিনা, সে সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই, স্বীকার করলাম্—

বালই হয়। বিদ্যার্থীর ক্যাশ ব্যাস বিলাসের কথাও দরিদ্রের আলোচ্য হইতে পারে না। কিন্তু সন্ধ্যান্তে বালকদ্বয় ইস্কুলের ফুটোব্যাল্ (foot-ball) চর্চা কইর‍্যা ঘরে আসে—যেন লাঙ্গল-চষা হাল্যা বলদ,—জ্ঞান্ নাই, পা লর্‌বর্ করছে, চক্ষু মুদ্যা আসছে, চিৎপাৎ হইয়ে হাপ্ ছারছে। পুঁথি লয়্যা বসছে কি ঢোলছে। না হয় দুই ভ্রাতায় লবুই লাগছে—টিম্ টিম্ (team) বক্‌ছে। কয়ডা গোল্ (goal) হইল, কয়ডা উট্ (out) হইল, কে বালো ক্যাক্ (kick) করছে, কে সাবাস সূৎ (shoot) মারছে,—এই সব প্রলাপ কয়! বল্‌দারা পরবে কখন! শ্যাষ,—কলায়ের দাইল, বাইগুন-ভাজা ভাত খাইয়্যা মরার মত নিদ্রা! অর্ধ-প্যাট শাকান্ন খাইয়্যা, আর বাবুদের সন্তান চর্বির জেলাপী চুষ্যাচুষ্যা যক্ষায় মরছে,—পিতামাতাকেও মারছে। দ্যাখচি এই ফুটোব্যাল্ আর বটব্যাল্ (bat ball) বালকদের পরকাল খাইছে। কর্তারা যদি ঐ সঙ্গে অন্ততঃ দুই ছটাক কইর‍্যা খাটি ঘৃত-পক্কের ব্যবস্থা করেন তবেই রক্ষ্যা। আবার ম্যাচ্ ম্যাচ্ কয়,—অর্থ বোঝাবার পারি না। কত আর কইব হুজুর,—সেদিন কনিষ্ঠ পশুডা নিদ্রাবস্থায় চিক্কুর দিয়া গোল্ (goal) কইর‍্যা, এমন পায়ের গুতা লাগাইল যে, গরীবের এক কলোস গুর এক্কেবারে চুরমার হইয়ে চরকার উপর পইর‍্যা সেডাকে মধুচক্র বানাইয়্যা দিল!

ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব তাড়াতাড়ি রুমাল মুখে চাপিয়া বলিলেন—Misfortune indeed! (দুর্ভাগ্য বটে)!

শিরোমণি। হুজুর আপনি জিলার মালিক, স্বচক্ষে দর্শন করলেন বাপ খুরা, অধ্যাপক, সম্মানিতের সাক্ষাতে ভদ্রবালক তান্ মারছে, ঠেকা ঠোক্‌ছে, লট্‌লটীর ভাব দেখাইছে, ছরা কাট্‌ছে, এডা ক্যামন ভাবেন কর্তা!—

"আবার কর্ণে আসছে মণ্ডালুচি (Mentality) বদলাইতে হইবা। সুবর্ণচন্দ্রেরা ত' আণ্ডা আর চ্যাপ (Chop) চালাইয়া, মণ্ডালুচি বর্জন বহুদিনই কর্‌ছেন। এখন কি সেডা মোদের শ্রাদ্ধে আর পিণ্ডদানে চালাইবার চান! শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু,—যাক্ ইসের (চুলার) মধ্যা। ও যামিনী, হ্যাদে নিশিকান্ত এখন আসো, খুব শিক্ষা হইছে! ঘরে চলো সুপুত্র আমার, লাঙ্গল চালাইও, চরকা গুরাইও—মানুষ হবা।—"

"ম্যাম্ সাহিব, সাহিব, ভদ্রমণ্ডলী ব্যাবাক্‌কে ধৈন্যবাদ।"

এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় পুত্রদ্বয়ের হাত ধরিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসি পড়িয়া গেল। বড়দের মধ্যে কে একজন তাচ্ছিল্যভাবে বিদ্রূপ করিলেন "নবাবী আমলের টাকা!"

একজন শিক্ষিত সুবক্তা উঠিয়া সাহেবকে ইংরাজিতে বুঝাইয়া দিলেন—উনি একজন অশিক্ষিত টুলো-পণ্ডিত—পুরো সেকেলে লোক—গোঁড়া টাইপের (Typeএর)। আজকালের উচ্চ-শিক্ষা ও সভ্যতার ধার ধারেন না; উন্নতিশীল জগতের দ্রুত বিবর্তনের

কোন খোঁজই রাখেন না; সময়ের চালে ও তালে চলবার যোগ্যতা একদম নাই; এখনো শতবর্ষ পশ্চাতে সেই অন্ধকারেই পড়ে আছেন। ওঁর কথায় কেহ কান দেবে না, দেয়ও নাই। সুখের বিষয় দেশে ও-সব জীব (Mammoth) দ্রুত নিঃশেষ হ'য়ে আসছে, বেশী দিন আর আমাদের এসব দুর্ভোগ ভুগতে হবে না, সুতরাং ওঁর কথার ভালমন্দ আলোচনা অনাবশ্যক।

ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব পূর্ববঙ্গে বহুদিন ছিলেন; তিনি সবই বুঝিয়াছিলেন। একটু হাসিলেন মাত্র।

* * * * *

প্রাইজ বিতরণ শেষ করিয়া,—বালকদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছে, তাহাদের প্রাইজ দিবার পর, সভাপতি মহাশয় আনন্দ-প্রকাশসহ শিক্ষক-মহাশয়দের প্রশংসা করিলেন ও বালকদের উৎসাহ দিলেন। করতালি পড়িয়া গেল। God save the King গীতান্তে সভাভঙ্গ হইল।

মেম সাহেব মোটরে উঠিতে উঠিতে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন What do you think of what that old man said (বৃদ্ধলোকটি যা বললেন সে সম্বন্ধে তুমি কি বল?)

ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—Almost every inch correct. They have added many nuisance to Western methods with vengeance! (পনের আনা ঠিক্। এরা পাশ্চাত্য পদ্ধতির উপর টেক্কা মারতে গিয়ে, অনেক উৎপাত চাপিয়ে বসেছে!)

মোটর চলিয়া গেল। বালকেরা অভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহের সহিত "কেয়াবাৎ, ইয়াঃ, আলবৎ" প্রভৃতি উচ্ছ্বাস তুলিয়া চলিল। পদাতিক-অভিভাবকেরা ফটক পার হইয়া রাস্তায় পড়িতেই,—শরৎ সূর্যের সোনার তারে ঝঙ্কার দিতে দিতে একটি সুমধুর সুর কানে পৌঁছিয়া সহসা সকলকে দাঁড় করাইয়া দিল।

অদূরে একটি ভিক্ষুক গাছতলায় বসিয়া আপন মনে গায়িতেছিল—

"ভাল ফাঁদ পেতেছ শ্যামা বাজিকরের মেয়ে!"

———

চীনযাত্রী

[১]

আমরা যত বড় দাসত্ব করি না কেন, হনুমানকে হারাইতে পারিব না। দাসত্ব করিয়া তিনি চির-অমর হইলেন, এবং ত্রিভুবন-জোড়া যশের অধিকারী হইয়া রহিলেন ; ঋষি বাল্মীকি তাঁহার গুণ-গানে সহস্র-মুখ। উদার লোকই আলাদা ; হনুমানকে তিনি দেবতা বানিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাদের দগ্ধভাগ্যে ডি-এল রায় মহাশয়-বর্ণিত ঋষিরাই জুটিলেন। জন্মেছিলাম মানুষ, বানিয়ে দিলেন জানোয়ার ; কারণ—দাসত্ব করি। কেন, আর কি সুখে যে করি, তাহা ঋষিরা যোগের সাহায্যে না খুঁজিয়া, গোলযোগের দ্বারাই বুঝিয়া রাখিলেন। যাক, হনুমান মরিয়া হইয়া স্বইচ্ছায় ও স্ববলে, সাগরপারে পাড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার সংসার ছিল কি না জানি না ; অন্ততঃ থাকার প্রমাণাভাব। আমাকে অনিচ্ছায় ও অগত্যা, পরের বলে পা বাড়াইতে হইয়াছিল। তাহা হইলেও, আমার যে নিজের বলের কোন আবশ্যকই হয় নাই, এমন নহে। তবে তাহার প্রকাশ্য নজির করা কঠিন ; তাহা মনস্তত্ত্বজ্ঞের মারফতই প্রাপ্তব্য। কতকটা রবিবাবুর "যেতে নাহি দিব" কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালীর হাতে কাঁদুনীর ভূমিকা শেষ হইতে জানে না ; অতএব সরাসরি সুরু করাই ভাল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চীনে "বক্সার ট্রবল্" বা "বক্সার হাঙ্গামা" বলিয়া একটা গোলমাল উপস্থিত হয়। 'বক্সার' নামে চীনে একটা উগ্রদল দেখা দেয়। "ফরেনার্" বা বিদেশীয়দের সহযোগিতা বর্জনই বোধ হয় তাহাদের মূল নীতি ছিল। যে সব চীনেরা বিদেশীয়দের চাকুরী করিত, তাহাদের সাহায্য করিত বা সংস্রবে থাকিত, আর যাহারা বিদেশী পাদ্রিদের উপদেশে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিতেছিল, বা করিয়াছিল, বক্সারদের বিষ-দৃষ্টিটা সেই সব চীনেদের উপরই বিশেষ করিয়া পড়ে। নিষেধ ও ভয়-প্রদর্শন দ্বারা মনোমত ফল লাভ না হওয়ায়, ক্রমে তাহারা সংহারমূর্তি ধারণ করে ও সেই সব চীনেদের ঝাড়ে-মূলে ধ্বংসকার্যে ব্রতী হয়। ন্যায়-ধর্ম-পরায়ণ পাদ্রিরা, ও অন্যান্য বিদেশীয়েরা, সেই সব আশ্রিত ও বিপন্ন চীনেদের রক্ষার্থে প্রয়াস পান। উন্মত্ত বক্সারেরা তখন ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁদেরও আক্রমণ করে ও খুন্ জখম আরম্ভ করিয়া

দেয়। ক্ষিপ্তেরা তখন ভাবে নাই যে—'এ বারতা যবে পাইবেন রক্ষোনাথ,' তখন ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে ও কতদূর গড়াইবে। ফল তাহাই হইল। একটা হাসির গান আছে

"কামিখ্যেতে কাক্ মরেছে, বৃন্দাবনে হাহাকার।"

এ-ক্ষেত্রে সেটা কান্নার গান হইয়া, এক মুহূর্তে সমগ্র সভ্য জগতের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা জাগাইয়া দিল। শক্তিশালীদের মধ্যে সাজসাজ সাড়া পড়িয়া গেল। তারির ঝাপ্‌টায়, সমুদ্র-যাত্রার পাপটা, আমাদেরও জড়াইয়া ধরিল। সেই অভিযানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মরা মজ্‌লিসে, অন্যান্যদের সঙ্গে আমারও ডাক্ পড়িয়াছিল।

বিদায়ের বিবরণটা কেবল ব্যথায় ভরা, সেটা বাদ দেওয়াই ভাল। সেদিনও প্রাতে পাখী আনন্দে গাইয়া থাকিবে, ফুল সহাস্যে ফুটিয়া থাকিবে, বায়ু সুমন্দ বহিয়া থাকিবে, শিশু সুমধুর হাসিয়া থাকিবে, কবি কবিতা লিখিয়া থাকিবেন; কিন্তু আমার প্রাণে, মনে বা নয়নে, তাহার কোন সাড়াই পেঁছে নাই। তখন আমি কেবল উদাস-প্রাণে একান্ত অনুভব করিতেছিলাম,—আমার ক্ষুদ্র গ্রামের ও আমার দেশের, অতি তুচ্ছ তৃণটিও আমার কতটা আপনার। আর এতটা দীর্ঘদিনের তাচ্ছিল্যের জন্য, মনে মনে তাহাদের নিকট অবনত হইয়া ক্ষমা চাহিতেছিলাম। এতটা চেতন অচেতন, ক্ষুদ্র বৃহৎ, আদৃত অনাদৃত ও অবজ্ঞাত যে এক মুহূর্তে আমারি অংশরূপে আমার মধ্যে অভিন্ন হইয়া দেখা দিতে পারে, তাহা কখনও এবং তখনও ভাবিতে পারি নাই।

আমার সুদূর যাত্রার সম্বলের সহিত একটু দেশের মাটি (গঙ্গামৃত্তিকা) আর এক-খানি গীতা, প্রিয় ও পরম সুহৃদের স্থান অধিকার করিল।

১৯০২ খৃস্টাব্দের ৩রা জুলাই বেলা আটটার সময়, আমাদের লইয়া "ক্লাইভ" নামক সরকারী জাহাজ খিদিরপুর ডক্ ছাড়িল। বারকয়েক দুর্গানাম স্মরণ করিলাম ও বঙ্গভূমিকে প্রণাম করিয়া বললাম—'মা, আবার যেন তোমার কোলে ফিরে আসতে পারি।' চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ কোনদিকেই দৃষ্টি ছিল না। পরে দেখি—কি নিকটের কি দূরের, সবটাই নূতন। জাহাজের সহস্র সরঞ্জাম, কাপ্তেন সারেং মাল্লা মাস্তুল, অচেনা যাত্রিসঙ্ঘ, হরেক রকম পোশাক-পরিচ্ছদ, জাহাজের গতিবিধি;—সহসা সকলকে আকৃষ্ট করিয়া, বিদায়-বেদনা হইতে মুক্তি দিয়াছে। সকলেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। জাহাজ মন্থরগমনে চলিয়াছে।

মানুষের বেশীক্ষণ কিছুই ভাল লাগে না বা সয় না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া সকলেই দ্রব্যান্তর খুঁজিতে লাগিলাম। সকলেই নিজের জাত খোঁজে,—দল বাঁধিতে চায়,—এক হইতে চায়। জগতের অণু পরমাণুও দানা বাঁধিবার জন্য অনুক্ষণ

চঞ্চল। দেখিতে দেখিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যাত্রীগুলি পাঁচ সাত, কোথাও-বা দশ বারটি করিয়া জমাট্ বাঁধিতে লাগিল। তখন পরস্পরের নাম-ধাম পরিচয় ও আলাপের মধ্য দিয়া প্রত্যেক থাকে ধীরে ধীরে আনন্দ-উৎসাহ দেখা দিল। সকলেই তখন বুঝিবার অবকাশ পাইল,—এ পথে আমিই মাত্র একা নহি; সঙ্গে সঙ্গে একটু সাহসও অনুভব করিল। পশ্চাতের চিন্তাটা অনেকখানি পাতলা হইয়া গেল।

দেখি, নানা পক্ষী এক বৃক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোকই হাজির। বিভিন্ন সহর হইতে আমরা পাঁচটি বাঙ্গালীও আসিয়া উপস্থিত। তন্মধ্যে চারিটি, পরস্পরের কাছে পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। অপরিচিতটি রেঙ্গুন হইতে রওনা হইয়া হাজির হইয়াছেন। এই পাঁচজনই পাকা কুলীন, (পার্মানেন্ট্ চাকুরে); তদতিরিক্ত দুইটি উমেদার যুবকও চলিয়াছিলেন। হায় রে নোক্‌রির নেশা,—যার সন্ধানে সাত-সমুদ্র-পারেও ভদ্রসন্তানেরা ছোটে! অতএব সর্ব্বসমেত আমরা হলাম সাতটি।

এটা ওটা দেখায়, ও এ-কথা ও-কথায় দিনটা শেষ হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে পূর্ব্ব কূলের বনরাজি দেখিয়া কাহারও-বা,—'নবকুমার' কোনখানটায় আসিয়া পড়িয়াছিল এবং 'কপালকুণ্ডলা'ই বা এই ভীষণ অরণ্যানী মধ্যে কি ভাবে বিচরণ করিত, এ কথাও উদয় হইল; কেহ-বা—'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য—' ইত্যাদি আওড়াইতে ভুলিলেন না। কিন্তু আলো ত কেবল নিজে নেবে না, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা জিনিস দেখিয়া ভুলিয়া থাকিবার উপায়টাও নিবাইয়া দিয়া যায়। তখন যেটা প্রবল বৈচিত্র্যের মধ্যে চাপা পড়িয়া থাকে, সেইটা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহাই ঘটিল। একটু এদিক ওদিক করিয়া সকলেই নীরব ও বিষণ্ণমুখে, শ্রান্ত শরীরে—নিজ নিজ ভাবনা বেদনা লইয়া শয্যা লইলাম। সারাদিনের সঞ্চিত অবসন্নতা এখন নিবিড় হইয়া, নিদ্রার সহায় হইল ও সত্বরই চক্ষের যবনিকা টানিয়া দিয়া, সেদিনকার পালা শেষ করিয়া দিল।

[২]

প্রাতে যেন অন্য জগতে জাগিলাম। সে জল নাই, সে জনপদ নাই, সে গাছ-পালা পল্লী-পুলিন নাই; সে মাটির-জগৎ সুদূর হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল দূরবিস্তৃত নীলাম্বুরাশি—আর আমরা একখানি লোহা-বাঁধান কাঠের কেল্লায় ভাসিয়া চলিয়াছি। তাড়াতাড়ি স্নান আর চা-পান সারিয়া, উপরের ডেকে গিয়া দেখি, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

—ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে। নাবিকেরা এইমাত্র সব মাজিয়া-ঘসিয়া ধুইয়া-মুছিয়া গিয়াছে ; যেন কোন দেবতার আবাহন উৎসব আছে। তাহার উপর প্রাতঃ-সূর্যের কিরণপাতে সবটাই সমুজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দল অপার (উপরের) ডেকে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাক্ বাঁধিয়া বেড়াইতে বা এক এক স্থানে জমায়েত হইতে আরম্ভ করিলেন। কাল যে-যার দল খুঁজিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছিল, আজ ক্রমে এ-দলে ও-দলে আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। কেবল একটি দল সদর্পে ও সশব্দে, ডেকের এ-মুড়ো ও-মুড়ো পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতেই এক একখানি নভেল্—কাহারও নূতন কাহারও পুরাতন—কখনও খোলেন্ কখনও মোড়েন—ইঁহারা কয়জনই ইউরেশিয়ান এবং প্রায় সকলেই ডাক্ বিভাগের লোক।

সমুদ্র-যাত্রী ভদ্রলোকদের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের সহিত একখানি করিয়া 'ডেক্-চেয়ার্' বা হাল্‌কা আরাম-চেয়ার লইয়া যাওয়া উচিত। তাহাতে বিশেষ সুবিধা ও আরাম পাওয়া যায়। নচেৎ সরকারী বেঞ্চ (যদি খালি পাওয়া যায়) না হয় হরদম্ বেড়ানো, এই দুইটির উপরই নির্ভর করিতে হয়। আমাদের 'নেটিভ্ মেজারিটির' জাহাজে, পাটি বা সতরঞ্চ বিছাইবার বারণ ছিল না, তাই রক্ষা। যাহা হউক, অভিজ্ঞেরা ডেক্-চেয়ার্ লইয়া যাইতে ভুলেন নাই। তাহাতে বসিয়া সমুদ্র-দর্শন, গল্প-গুজব, লিখন-পঠন, নাগাইত নিদ্রা পর্যন্ত চলে। যার যা, এ পথের ইহা একটি অত্যাবশ্যক আসবাব।

আমরা বাঙ্গালী কয়টি যেন ছুটির দিনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি ; সকলেরই বরযাত্রীর বেশ। মিহি আসবাবে দেহ ও ট্রঙ্ক্ বোঝাই ; কাহারও দু একটা পুরাতন প্যাণ্ট্ থাকিতে পারে। দেখিলে বোধ হয় যেন, গন্তব্য স্থানে পেঁছিবার পূর্বে, মজলিস্-মুগ্ধকর কাপড়-কোঁচানর ধুম্ পড়িয়া যাইবে এবং খাম্বাজের মহলা চলিবে। সঙ্গে এক জোড়া করিয়া তাস থাকিলেই যাত্রাটা সর্ব-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইত। সৌষ্ঠব রক্ষা হউক্ বা না হউক, সেটা যে বিশেষ কাজে লাগিত, তাহা দু-চার দিন মধ্যেই বেশ বোঝা গেল। হাজারখানেক যাত্রীর মধ্যে, শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত ভদ্রের সংখ্যা শতাধিক ছিল না ; ফলোয়ার্‌দের অর্থাৎ সাহায্যকারী শ্রমিকদের সংখ্যাই অধিক ছিল। দেখি, তাহারাই বেশ তাস-তামাক গান-গল্পে স্ফূর্তিতে চলিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ, মধ্য-ভারত ও বোম্বায়ের বাবুরাও তাস পাড়িয়াছেন ; নচেৎ বিনা-কাজে বাস্তবিকই দীর্ঘদিন কাটান কঠিন। বিধাতার কৃপায় বাক্যই আমাদের প্রধান

সম্বল। এখন তাহা কাজে লাগিতে লাগিল। বাক্যের ব্যবহারেই, অর্থাৎ বাজে কথায়, দিন কাটিতে লাগিল।

ক্রমে পুস্তকের খোঁজ পড়িল,—কাহারও কাছে কিছু আছে কি না। আমার গীতাখানি, এ পঞ্চভূতের দরবারে পেশ করিতে সাহস হইল না ; কারণ, সে-সময়ে ও সে-সভায় তাহা স্বাদু ও গ্রাহ্য ত হইতই না, বরং তাহার সমুদ্র-সমাধিরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আমাদের মধ্যে একজন 'দত্ত' ছিলেন, তিনি লোক-সঙ্গ বড় একটা ভালবাসিতেন না ; আহারের আসর ভিন্ন তাঁহাকে একটু তফাতে তফাতেই থাকিতে দেখিতাম। তাঁহার হাতে একখানি বই দেখিয়া, সাগ্রহে উঁকি মারিয়া দেখি—'ট্রিগ্নোমেট্রি' ! কি পাপ ! হতাশ ত হইলামই, তদতিরিক্ত অবাক্ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম—এমন বেসুরো লোকও দুনিয়ায় আছে। 'সিজার্' যুদ্ধক্ষেত্রেই, অবকাশ সময়ে 'গ্রামার' লিখিয়াছিলেন, ইনিও দেখিতেছি সেইরূপ একটা অদ্ভুত কিছু করিতে চলিয়াছেন।

আমাদের রেঙ্গুন-সমাগত বাঙ্গালী বাবুটি ছিলেন 'চট্টোপাধ্যায়'। তাঁহাকে সকলে 'চাটুয্যে' বলিয়াই ডাকিতাম। তাঁহার একটু পরিচয় আবশ্যক হইবে ; কারণ তিনিই আমাদের এই বিপদ্-সঙ্কুল পথে, ভাবনা-চিন্তার দিনে, দুর্ভের সময় কাটাইবার পরম সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন,—বা 'মুশকিল আসান' ছিলেন। বয়স ত্রিশ বত্রিশ, দেহ হৃষ্টপুষ্ট, বর্ণ এমনই 'কষ্টি-কাল' যে নয়নসুকের ধুতিতে তাহা ঢাকিত না ; চক্ষু দুইটি স্বভাবতই ঈষৎ লোহিতাভ, সহজ বিশ্বাসী, খুব সপ্রতিভ, বেশ খোলসা লোক, এবং বাঙ্গালীর বদ্নামের উপযুক্ত ভীতু। আমাদের পুস্তকের প্রয়োজনটা, 'কেন,—কি হবে ?' প্রভৃতি প্রশ্নের পর বুঝিয়া 'আমি দিচ্চি' বলিয়াই, একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিয়দংশ, অর্থাৎ অরণ্যকাণ্ডের মাঝামাঝি হইতে লঙ্কাকাণ্ডের কতকটা এবং ঐ হালেরই, আধাআধি তৈলসিক্ত একখানি দাশরথি রায়ের পাঁচালী আনিয়া দিলেন। দেখিয়া, কেহ হাসিলেন, কেহ বাহবা দিলেন ; আমি কিন্তু ভাবিলাম—'একজন খাঁটি বাঙ্গালী পাইয়াছি, এখনও ভেজাল ঢোকে নাই।' পরে,—মেরি করেলির্ একখানি 'টেম্পোর‍্যাল পাওয়ার্'ও হস্তগত হয় ; কি সূত্রে তাহা ঠিক স্মরণ নাই। যাহা হউক, এই খোরাকেই আমাদের সমুদ্র-সফর শেষ করিতে হয়।

বঙ্গোপসাগরের বুকে ঝাঁপ দিয়া পর্যন্ত ভয়, বিস্ময় ও আগ্রহ, এই ত্র্যহস্পর্শ লইয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম। যাঁহার যিনি উপাস্য, এতদিন পরে সকলের নিকটই তাঁহাদের জোর্ ডাক্ পড়িয়াছিল। বিপদই মানুষের একমাত্র চাবুক ; সেটা না থাকিলে বিশ্বটা যে কি এক অদ্ভুত মাংসপিণ্ড বহন করিত তাহা বলা যায় না। সেদিন সকলের সকল কাজের মধ্যে একটা সত্যের সুর সর্বক্ষণই সজাগ ছিল। আমার তখন মনে কি মুখে ঠিক্ স্মরণ নাই, অতি দ্রুত দুর্গা নামের তরঙ্গ চলিতেছিল। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে, (লোকা ধোপা), শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রার পালা শুনাইয়া, আমার হৃদয়ে দুর্গানামের বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল। জগতে কে যে কোন্ সূত্রে কাহার গুরু, তাহা বলা কঠিন।

এখন আমরা বাস্তবিকই—'জল, মেঘ ও বায়ু রাজ্যে' প্রবেশ করিয়াছি। সে অসীম বিশালত্বের যে দিকেই চাই, সবটাই—ভয় বিস্ময়ের দৃশ্য। সে উত্তাল তরঙ্গ দেখিলে, প্রলয়ের প্রারম্ভ বলিয়া মনে হয়। ভীষণ বাত্যাতাড়িত বিজন অরণ্য-শঙ্খ, সে অরণ্য-শূন্যে দেশে সর্বদাই চলিয়াছে।

পরদিনের প্রভাত হৃদয়ে যেন চিরদিনের অন্ধকার ঘোষণা করিয়া দেখা দিল। চক্ষু চাহিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম। হঠাৎ সম্মুখে যেন কালের ভীষণ ছায়া দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই ঘন কৃষ্ণ-ছায়ার কবলে আসিয়া পড়িলাম। ইনিই সেই স্বনাম-ধন্য 'কালাপাণি'। রূপ দেখিয়া ভাবিলাম,—নামটি সার্থক বটে! যেমনি কাল, তেমনি গাঢ় ও দুর্গন্ধময় ; আবার গর্জন, আস্ফালন ও আলোড়ন ততোধিক ; নির্বাসনের নিখুঁত স্থান বটে! সে রংয়ের সামনে আমাদের চাটুয্যে ফিকে হইয়া গেল। সে সময়ে অতি-বড় নির্ভীকের মুখেও হাসি-তামাসার অবকাশ ছিল না। তুষারাবৃত পর্বতসদৃশ ফেন-মুখী ঊর্মির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া যুগবৎ মনে হইল যেন, শক্তিসঙ্গিনী ডাকিনীর দল অট্টহাস্যে দানব-দলনে ছুটিয়াছে। রায়-গুণাকরের—

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে—আঁচল ধূলায় পড়ে,
আলু থালু কবরী বন্ধন।"—

যেন মূর্তি ধরিয়াছে।

জাহাজ ভয়ঙ্কর দুলিতে লাগিল ; সকলকেই চঞ্চল ও শশব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিছু না ধরিয়া, বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন সময় চাটুয্যে, নিতান্ত ভয়াকুলভাবে ও কাতরকণ্ঠে 'প্রেস্ক্রাইব' করিলেন—'সকলে হনুমানকে

স্মরণ করুন।' প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ শুনিয়া, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ভয় ত ভাগিলই, একজন হাসির হিড়িকে পড়িয়াই গেল।

জাহাজে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত দেখিতেছিলাম, ফিরিঙ্গী কয়জন ফুরসৎ মত, ডেকের উপর পায়চারি করেন। তাঁদের মধ্যে একটির ফুরসৎ, অফুরসৎ ছিল না, অপেক্ষাকৃত সশব্দে ও দ্রুত তিনি সর্বক্ষণই ঘুরিতেন। সঙ্গে সঙ্গে নভেল পড়া ও মাঝে মাঝে টক্কর খাওয়াও চলিত। আমার হাতে 'টেম্পোর্যাল্‌ পাওয়ার' দেখিয়া, হঠাৎ একদিন তাঁর গতিরোধ হয় ও দুচার বাৎচিৎ করিয়া ফেলেন। সেই সময়, উপদেশচ্ছলে 'সি-সিক্‌নেস্‌' এড়াইবার একটু টোটকাও বলিয়া দেন, যথা—'জাহাজের উপর সর্বদা বেড়াবে, কদাচ বসে থাকবে না।' অর্থাৎ Nothing like leather!

চতুর্থ দিনে মিস্টারটিকে নিত্যকর্মে গরহাজির দেখিয়া, অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি Sea-sickness-এ শয্যা লইয়াছেন; রোজাকে ভূতে পাইয়াছে, কালাপাণির দোলায়, ঝোলায় (হ্যামকে) শুইয়াছেন!

পরদিনও সেই এক ভাবেই চলিতেছিল। ক্রমে, অনেকেরই সি-সিক্‌নেস্‌ দেখা দিল। রোগটার দৃশ্যও যেমন কদর্য, ভোগটাও তেমনি কষ্টকর,—আগাগোড়াই ন্যক্কারজনক। ভালর মধ্যে বাঙ্গালীদের কাছে তখনও সে ঘেঁসে নাই। সহসা দেখি আমার আলাপী মিস্টারটি, খোলা বাতাসে বেঞ্চের উপর বসিয়া, বিকৃত বদনে—জ্যাম্‌-মাখানো বিস্কুট্‌ চর্বণ করিতেছেন, আর ওয়াক্‌ ওয়াক্‌ করিতেছেন। তাহারাও গলার নীচে নামিবে না তিনিও তাহাদের কবল-মুক্ত করিবেন না। কষ্টে দু-একটি কথা কহিলেন মাত্র; তাহারই ফাঁকে বুঝাইয়া দিলেন,—'যখনই বমন হইবে, তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গেই জোর করিয়া পেটে কিছু গমন করান অত্যাবশ্যক; এটিও এ-রোগের একটি অমোঘ টোট্‌কা।' আমি কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপার আর তাঁর কদর্য কস্ত দেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িলাম। উল্লেখে রুচি ছিল না; তবে, সকলের ত ধাত সমান নহে—যদি কাহারও কাজে লাগে, তাই উল্লেখ করিলাম।

সমুদ্র-সফরে ও-রোগটা আছে; সেজন্য যাত্রীরা যথাসাধ্য প্রস্তুত হইয়াই আসেন। আমরাও কেহ কেহ কিছু কিছু ফল, বিশেষ করিয়া নেবুটা, সঙ্গে লইয়াছিলাম, এবং যখন-তখন ও দরকারে-অদরকারে তাহারই ব্যবহার চলিতেছিল। সর্বোপরি চাটুয্যে ফলগুলির উপর এমন ভর করিলেন যে, একদিন দেখি,—ডাব্‌ ও আনারস্‌ একটিও নাই; কয়েকটি কাগজি নেবু মাত্র গড়াগড়ি যাইতেছে। আমরা চিন্তিত হওয়ায়, তিনি অভয় দিয়া বলিলেন,—'আমার ফল ত সবই মজুত আছে, সিঙ্গাপুর পর্যন্ত খুব চলে যাবে।' শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। উমেদার যুবকদ্বয়ের

অন্যতম ছিল পাঁচু, তাহার সম্মুখের দন্তগুলি কিছু বড় ছিল এবং সে সর্বদাই হাসিত। চাটুয্যের অভয়বাণী শুনিয়া সে, সব দাঁতগুলি অনাবৃত করতঃ খক্ খক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। হাসির কারণ কিছু বুঝিলাম না ; চাটুয্যেও না বুঝিয়া একটু হাসিল মাত্র। তবে, ইতিমধ্যে যুবকদ্বয়ের সহিত চাটুয্যের প্রণয়টা কিছু গাঢ়তর বোধ হইতেছিল : ভাবিলাম—এ-সব হাসি, সেই হিসাবেরই অন্তর্গত হইবে।

[৪]

পরিবর্তনই প্রকৃতির ধর্ম ; আবার জলের রং ফিরিল। নয়নরঞ্জন নবদূর্বাদলশ্যামবর্ণ দেখা দিল ; জলরাশি অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্তি ধরিল ; বশিষ্ঠের নিকট বিশ্বামিত্র যেন পরাস্ত হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

অভাব ও অপ্রাচুর্যই সকল বস্তুর মূল্য বাড়ায়। আজ কয়দিন জল ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই ; আকাশও তাহার অসীম শূন্যমধ্যে মেঘ ও বায়ু ভিন্ন কাহাকেও প্রবেশাধিকার দেয় নাই। আজ সহসা একটি পাখী দেখা দেওয়ায়, জাহাজ-শুদ্ধ লোক তাহা দেখিতে বালকের মত উপরের ডেকে ছুটিল। এই কয়দিন মধ্যে পাখীটাও দুর্লভ বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুনিলাম সিঙ্গাপুর সন্নিকট। একটা আশ্বাসের নিশ্বাস পড়িল। দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি যেন পাঠশালায় পরিণত হইল। রকমারি কাগজ, দোয়াত, কলম, ফাউণ্টেন্-পেন্ ট্রঙ্ক হইতে বাহিরে আসিয়া বাঁচিল। সকলেই পত্র লিখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; কারণ সিঙ্গাপুরে পেঁছিয়াই পোস্ট্ করিতে হইবে ;—সূর্যমুখীর মাথার দিব্যটা এই-ভাবেরই ছিল। কেহ কেবিনে, কেহ ডেকে, কেহ চেয়ারে, কেহ বেঞ্চে বসিয়া গেলেন। এরূপ নাটকোচিত ক্ষেত্র পাইয়া, অনেকেই মনে মনে অনেক রকম ভাব ভাঁজিয়াছিলেন। কেহ বা একটি মাত্র বিরহ চ্যাপ্টারের চপেটাঘাতে, 'উদ্ভ্রান্ত-প্রেম'কে চাটুয্যে মহাশয়ের দোকান হইতে মশলার দোকানে নির্বাসিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বিধাতার বেয়াদবী কাহাকেও বড় একটা অগ্রসর হইতে দেয় নাই। হঠাৎ একটা জোর হাওয়া, জাহাজের গায়ে ও ভাবের ঘরে, ভীষণ ধাক্কা দেওয়ায় অনেকেরই ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল। পত্র শেষ হইল বটে, কিন্তু অত নড়াচড়ার মধ্যে ভাবটা জমিল না—দিস্তে পড়ে গেল !

বেলা ৮টা হইতে সুদূরে দিগন্তে পর্বতমালা দেখা দিল। তাহারাই আমাদের

দৃষ্টিকেন্দ্র হইয়া ক্রমশঃ সন্নিকট হইতে লাগিল। জাহাজ এখন যেন 'শ্যাম-সায়রে' চলিয়াছে ; জলের সে দুরন্ত ভাব নাই, জাহাজেরও গতি মন্থর। তখন 'কূল' বলিয়া যে একটা কিছু আছে তাহা বঙ্গদেশ ও 'দেবীবরের' পেঁতে ছাড়িয়া, আমাদের দুই পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত। সকলেরই বদনে যেন—'আঃ বাঁচিলাম,' এই ভাবটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল ; 'ত্রাহি ত্রাহি' ভাবটা তফাতে গিয়া দাঁড়াইল।

বোসজা ছিলেন আমাদের বড়বাবু। তাঁহার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি খুব কাজের লোক, বুদ্ধিমান ও মিশুকে মানুষ বলিয়া শোনা মাত্র ছিল। আমাকে 'আপনি আপনি' বলিয়াই কথা কহিতেন। তিনি বলিলেন, 'কেদারবাবু, সিঙ্গাপুর ত সন্নিকট ; একবার ভাঁড়ারটার যদি খোঁজ নেন ; সঙ্গে কিছু ফলের ব্যবস্থা ত থাকা চাই ? অবস্থা বুঝে স্টুয়ার্ডকে অর্ডার দি।' (স্টুয়ার্ডই যাত্রীদের আহার্য যোগাইয়া থাকেন, এবং সে জন্য কোম্পানীর কাছে নির্দিষ্ট হারে মূল্য পান। অনুরোধ করিলে ও মূল্য দিলে আবশ্যক মত অতিরিক্ত দ্রব্যাদি আনাইয়াও দেন।) বোসজাকে বলিলাম—'চাটুয্যে বলেচে, তার সব মালই মজুদ্, সামান্য কিছু অর্ডার দিতে পারেন।' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'বাঁড়ুয্যেদের সহজ-বিশ্বাসী ব'লে একটা সুনাম আছে বটে, তার আনন্দ তাঁরা নিজেরাই উপভোগ করুন,—তাতে কারুর আপত্তি নেই,—আর পাঁচজনকে জড়াবেন না প্রভু!' আমি চাটুয্যের আশ্বাসবাণী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ না পাইয়া বলিলাম,—'কেন বলুন দিকি, সে কি মিছে কথা কয়েছে ?' বোসজা বলিলেন,—'আমি তা' বলচিনা, তবে চাটুয্যে যে কাবুলী-মেওয়া আনেনি সেটা বোধ হয় অনুমান ক'রে নেওয়া কঠিন নয় ; সুতরাং সে ফলগুলি সাপ্তাহিক কাল সজীব না থাকাই সম্ভব।'

এই সময়, মলিন ও ছিন্ন একখণ্ড লাল পাছাপেড়ে কাপড়ে বাঁধা একটা মোট হস্তে, চাটুয্যেকে অস্বাভাবিক চালে আসিতে দেখিয়া, আমাদের কথাটা থামিয়া গেল। চাটুয্যে আসিয়াই সজোরে সেই মোটটা ঝপ করিয়া বোসজার সম্মুখে ফেলায়, ভক্ করিয়া একটা তীব্র দুর্গন্ধ, সকলের নাসিকাকেই কুঞ্চিত করিয়া দিল। বোসজা ব্যস্তভাবে নাকে কাপড় দিয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কি ?' চাটুয্যে সরোষে বলিল—'ঐ চারপেয়েদের আবার চাকরি হবে ? কি সর্বনাশটা করেচে দেখুন,—এক টুক্‌রি ফলের মধ্যে এই রেখেছে!' সকলে নাকে কাপড় দিয়া ঝুঁকিয়া দেখি,—একটি তাল, দুটি অর্ধপক্ক কাঁচকলা, গণ্ডাকয়েক কাঁচা লঙ্কা (অধুনা চেনা কঠিন), কতকগুলি কাঁটালবীচি ও কাঁটালের পরিত্যক্তাংশ, আর দীর্ঘ-প্রস্থে অঙ্গুলি পরিমাণ ছয়-সাতটি শিকড়। পরে শুনিলাম, পূর্বাশ্রমে ও পূর্বাবস্থায়, তাঁহারা ছিলেন 'মুলো'! দেখিয়া

সকলেই অবাক্। ঊর্ধ্বে রুণ্ট কালকেতু সদৃশ চাটুয্যে, নিম্নে এই দৃশ্য, এতদুভয়ের মধ্যে হাসিটা কেবল সকলের কণ্ঠের কাছে হোঁচট্ খাইতে লাগিল! বোসজা বেসামাল হইবার ভয়ে, গাম্ভীর্য রক্ষার্থে, খুব ছোট্ট কথা খুঁজিয়া বলিলেন—'আর কিছু ছিল?' চাটুয্যে বলিল, 'তার কি চিহ্ন রেখেচে মশাই—চেটে খেয়েছে।' ফলের চেহারা দেখিয়া সকলে নির্বাক হইয়া ত ছিলই, কিন্তু এই পর্যন্ত শুনিয়া মজুমদার ভায়া আর থাকিতে না পারিয়া—'ওরে বাবারে, সে আবার কি ফলরে বাবা', বলিয়া বেধড়ক্ হাসিতে হাসিতে কুব্জাকারে ছুটিয়া অপর একখানি বেঞে গিয়া বসিয়া হাসির ধাক্কা সামলাইতে লাগিল। চেটে খাবার ফলটা যে কি, সত্যই তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিতেছিল না। মজুমদারের উপর একটি কঠিন কটাক্ষপাত করিয়া, চাটুয্যেই বলিল—'তিন্-তিন্‌পো গুড়ের এক গুঁড়োও রাখেনি! কত বড় অন্যায়! মশাই—প্রথম গাছের ফল, সেই নধর শশাটি, সে আমাকেই খেতে ব'লে দিয়েছিল, বোকোসেরা—' এইখানে বাধা দিয়া মজুমদার চীৎকার করিয়া হাসি ও কান্নার সুরে—'মেরে ফেল্লেরে বাবা,—পারে আর পোঁছুতে দিলে নারে বাবা' বলিতে বলিতে আবার একছুটে তৃতীয় বেঞ্চিতে গিয়া শুইয়া ধুঁকিতে লাগিল। বোসজা রাগের ভাণ করিয়া বলিলেন—'বড় ছেলে মানুষ ত'। আমার 'বফার স্টেটের' (Buffer-state-এর) মত অবস্থা দাঁড়াইল; না হাসিতে পারি—কারণ চাটুয্যের কাছে আমার একটু বেশী সম্মান ছিল, পাছে খেলো হইয়া পড়ি; অথচ সে-আসরে হাসি চাপাও মস্ত বীরের কাজ। ভগবান রক্ষা করিলেন, একটা দমকা হাওয়ায় একজন ফিরিঙ্গির চ্যাটায়ের টুপিটা উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার পশ্চাতে আমার হাসিটাকে বেদম্ দৌড় করাইয়া দিয়া, সে-যাত্রা মান ও প্রাণ দুই-ই রক্ষা করিলাম। বোসজা বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'ও টুপিটার দাম কম নয় কেদারবাবু!'

চাটুয্যে ছাড়িবার পাত্র নয়, সে বলিল—'আপনাকে এর বিচার করতেই হবে বড়বাবু।' বোসজা বলিলেন—'নাঃ—এ বড় অন্যায় কথা, এ-সব চেপে যাওয়া চলে না। আজ ফল গেল, কাল ঘট্‌টে-বাট্‌টে যেতে পারে, গরু-বাছুর থাকলে স্বস্তি থাকত না। সিঙ্গাপুর দেখা যাচ্ছে, এখন সকলের মন ঐদিকেই থাকবে। তুমি নাব্‌চ ত? ফিরে এসে এই নিয়ে পড়া যাবে, আমি ছাড়চি না।' চাটুয্যে ঝুড়ি লইয়া চলিয়া গেল। আমরা নাকের কাপড় খুলিয়া ও সঞ্চিত হাসিটা যথাসাধ্য শেষ করিয়া বাঁচিলাম। মজুমদার তখনো প্রকৃতিস্থ হয় নাই, সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'ফলের বহরটা দেখলেন ত—লঙ্কা মুলো গুড়! ওরে বাবারে—সাক্ষাৎ ফলহরির আবির্ভাব!' এ-সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, এই প্রহসনের যখন পরিপূর্ণ

পরিণত অবস্থা, তখন আমাদের ট্রিগনোমেট্রি-দত্ত মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এতটা হাসির হল্লার মধ্যে, তাঁহার বদনের কোন অংশে এতটুকু হাসির রেখা কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। চলন্ত গাছ-পাথরের মত তিনি একটু তফাতে নড়িয়া গেলেন মাত্র।

জগতের সুন্দর ও সুবিখ্যাত বন্দরগুলির মধ্যে সিঙ্গাপুর বন্দরটি অন্যতম। বন্দরটির উভয় তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা ও বিবিধ বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত ভূখণ্ড, মধ্যে মধ্যে হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, স্থানে স্থানে উপবন-বেষ্টিত কুটির, নিম্নে নীলবর্ণ সমুদ্র,—বন্দরটিকে অতি নয়নারাম করিয়া রাখিয়াছে। অধিত্যকাভূমিতে সুন্দর সুন্দর ক্ষেত্র ও ফুল-ফল-পরিশোভিত উদ্যান, এবং নানা জাতীয় সুদৃশ্য পক্ষীসকলের কলকণ্ঠ দূরদেশাগত দর্শক মাত্রকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া থাকে।

নানা বর্ণের ও নব নব গঠনের জাহাজ, স্টিমার, লঞ্চ্ ও নৌকা, ভিন্ন ভিন্ন পতাকায় পরিশোভিত হইয়া বন্দরটির দুই কূলের শোভা বর্ধন করিতেছে। একটু গভীর জলে বিভিন্ন জাতীয় রণতরীসকল, আপন আপন গৌরব ও গাম্ভীর্যভারে স্থির রহিয়াছে। যেন একটি আর একটির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকটিকে যেন অবহেলার চক্ষে দেখিতেছে। সমরপোতগুলি শ্বেতবর্ণের ; দূর হইতে বিপক্ষের দৃষ্টি এড়ানই বোধ হয় এই শ্বেত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। যাহা হউক, রংটা কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণ হইলে, সাক্ষাৎ যম বা ছিন্নমস্তার প্রতিকৃতি বলিয়া ভ্রম হইত। তাহারা যেন এক একটি অভেদ্য অগ্নিগর্ভ লৌহ-প্রাসাদ ;—দিবারাত্র সসজ্জ ও প্রস্তুত থাকিয়া তর্জন গর্জন সহ ধূম উদ্গিরণ করিতেছে। প্রত্যেকটিই যেন আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতেছে ;—

'কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বিতংসে।'

—আপসোস্, সেখানে অতিবিজ্ঞ বা বুদ্ধিমানদের ব্যবস্থা চলে না ; চলিলে অকাজে এই লক্ষ লক্ষ টন কয়লা এরূপ বৃথা পুড়িতে পাইত না। 'কাজের সময় আগুন দিলেই হবে' নীতিটা এখানে একদম্ অগ্রাহ্য।

এইবার সিঙ্গাপুর দেখিতে যাইবার ছাড় পাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ দুই ঘণ্টার ছাড় পাইলেন ; কারণ জাহাজ বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না, কয়লা লইয়া সেইদিনই আবার গন্তব্য পথাভিমুখী হইবে। তখন সযত্ন-রক্ষিত মহামূল্য পত্রগুলি লইয়া জাহাজ ছাড়িয়া ডিঙ্গিতে উঠা গেল। ডিঙ্গিগুলির উত্তর দক্ষিণে 'কিঞ্চিৎ চাপা।' বাল্যকালে পৃথিবী সম্বন্ধেও এই কথা পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম, কল্পনাটা এ-ক্ষেত্রেও অসংলগ্ন হয়

নাই ; কারণ, এই ডিঙ্গিগুলি এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ বলিলেই হয়। ডিঙ্গির স্বত্বাধিকারীদের জন্ম, কর্ম, বিবাহ, মৃত্যু এই ডিঙ্গির মধ্যেই হইয়া থাকে। সে-ই তাহাদের গৃহ, সে-ই তাহাদের সংসার ও কার্যক্ষেত্র, তাহাতেই রন্ধন, তাহাতেই শয়ন। গৃহিণী কোলের ছেলেটিকে পিঠে বাঁধিয়া হাল ধরিয়াছে, স্বামী ও পুত্র-কন্যারা দাঁড় টানিতেছে। স্ত্রীলোকের হাতে হাল দেখিয়া, তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে একবার একটু ইতস্ততঃ ভাব যে আসে নাই এমন নহে।

ডিঙ্গির ভিতর আটজন আরোহী বেঞ্চীতে বসার ন্যায় পা ঝুলাইয়া বেশ বসিতে পারেন। আমরা ততটা ভরসা না করিয়া চারজনে একখানি ডিঙ্গি দখল করিলাম, এবং কর্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আমরা আটজনের পয়সা দিব। ডিঙ্গি পালভরে চলিল। ডিঙ্গিওয়ালী সহাস্যমুখে আমাদের বলিল—'ভয় পাইও না, নড়িও না।' আমাদের হিসাবে ভয়ের যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, অভয়ার জাতের অভয় বাক্যে নির্ভর করা ভিন্ন তখন আর অন্য উপায় ছিল না।

ডিঙ্গির পালখানি নৌকার পরিমাণে ও আমাদের দেশের পালের তুলনায় অনেক বড় ; এমন কি আমাদের দেশের মাঝিরা ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় নৌকাতেও এত বড় পাল সংযত করিতে ও সামলাইতে পারে না। বাংলাদেশে জোর হাওয়ায়, পালতোলা নৌকা বড়ই ভয়ের বস্তু। একটু বেশী হাওয়া লাগিলে, মাঝি পর্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে, এবং আরোহীদের প্রাণ শুকাইয়া যায়, নিঃশ্বাস মূলাধারে গিয়া আশ্রয় লয়। পালের দড়ি ছিঁড়িলে পুরোহিত সুদ্ধ নিরঞ্জন। সে অবস্থায় পালখানি নামাইতে বা 'মারিতে' দুইজন বলবান লোকের আবশ্যক। 'এখানে কিন্তু খুব সামান্য ও সহজ উপায় বর্তমান ; হাওয়ার বেগ বুঝিয়া প্রয়োজন মত পালের সঙ্কোচ ও বিস্তার করা চলে। পালের দড়িগাছটি কর্ণধার-রূপিণী কর্ত্রীর হাতেই থাকে, তিনি বায়ুর ন্যূনাধিক্য অনুসারে, পাল কমান্ বা বাড়ান্। একটু বেশী হাওয়া সংগ্রহ করিবার বা আটকাইবার ইচ্ছা করিলে, যতটুকু আবশ্যক পালখানি বাড়াইয়া দেন। অনেকটা রঙ্গমঞ্চের পটের হিসাব, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক সহজ ও সামান্য উপায়ে এ কার্য সাধিত হয়। পালগুলি প্রায়ই চেটায়ের বা মাদুরের। এমনভাবে বোনা যে চট্ বলিয়া ভ্রম হয় ; অথচ তাহা বেশ কার্যোপযোগী ও সস্তা।

ডিঙ্গি ডাঙ্গা স্পর্শ করিতে না করিতে, সকলে লম্ফ দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া বাঁচিলাম ; কারণ 'সপ্ত দিবা বিভাবরী' ভূমির দর্শন বা স্পর্শন ঘটে নাই। তদ্ভিন্ন, এই লম্ফটা অনেক দিক রক্ষা করিল ; সাগর-পারের সনাতন নিয়মটা এইভাবে রক্ষা হইয়া গেল ; বোধ হয় এতদ্দ্বারা সাগর-পারের দেবতাটিরও সম্মান বজায় রহিল। আমাদের নামিতে দেখিয়া ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সাবাহকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। রিক্সাগুলি বগিগাড়ীর 'বাবালোগ্' বা বাচ্চা বলিলেও চলে। রিক্সা কথাটার ব্যাখ্যা আজ অনাবশ্যক, এখন তাহাদের কলিকাতার পথে-ঘাটে পা ছড়াইয়া থাকিতে নিত্যই দেখা যায়। আমরা একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া, গাড়োয়ানকে হুকুম করিলাম—'পোস্টঅফিস' ; কারণ জাহাজে-লেখা পত্রগুলির মধ্যে 'সাতশো রাক্ষসীর প্রাণ' রহিয়াছে ; অন্ততঃ সকলের ইহাই ধারণা।

দেখি, সিঙ্গাপুরের পথগুলি প্রশস্ত, পরিষ্কার ও পাকা। দুই পার্শ্বে সুদৃশ্য উদ্যান এবং তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চভূমি বা পর্বতখণ্ডের উপর, অতি সৌখীনভাবে নির্মিত বাংলো (Bunglow) ধরনের বাড়ী। কোনটি নীল, কোনটি হলদে, কোনটি সবুজ এবং কোনটি বা গোলাপী,—যেন ছবিগুলি। দেখিতে দেখিতে ডাকঘরে পেঁৗছিলাম। ডাকঘরটি ছোট অথচ বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার। কর্মচারিগণ অধিকাংশই সাঙ্গাই-যুবক। যিনি আমাদের পত্রগুলি লইলেন, তিনি ইংরাজি বোঝেন ও ইংরাজিতে কথাবার্তা কহিতে পারেন। টিকিট কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া ফ্যাসাদে পড়িলাম ; আমাদের টাকা এখানে অচল ! এত সাধের চিঠিগুলি চড়ায় ঠেকিল। সৌভাগ্যক্রমে সকল বাঙ্গালীই আমার মত বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা লইয়া ঘরের বাহির হয়েন নাই। কেহ কেহ জাহাজের কর্মচারীগণের নিকট হইতে পূর্বাহ্নেই টাকা বদলাইয়া ডলার ও সেণ্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সাহায্যে আমার মত বুদ্ধিমানের কিনারা হইল।

এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া সিঙ্গাপুর সহর ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। গাড়োয়ানকে হুকুম করা গেল 'মার্কেট্'। সুদৃশ্য উদ্যান, হর্ম্য, কলকারখানা দেখিতে দেখিতে বাজারে উপস্থিত হইলাম। প্রায় এক বিঘা জমির উপর পাকা নাটমন্দির সদৃশ্য ইমারৎ—মাঝে মাঝে থাম দেওয়া। আমরা বাঙ্গালী—শাক্-সব্জী ও মাছ খাইয়াই মানুষ, সুতরাং সব্জী-বাজারেই প্রবেশ করা গেল। দেখিলাম—নটে, পালম্, কলমী পর্যন্ত বর্তমান। সুশনী শাকটা বোধ করি বঙ্গদেশে যাঁহারা কোমর-ভাঙ্গা পড়া পড়িয়া,

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গুরুপাক উপাধিগুলি গ্রাস করতঃ এখন অজীর্ণ-জন্য ধোয়ামুগ ও জলসাগুর আশ্রয় লইয়াও অনিদ্রার অশান্তি এড়াইতে পারিতেছেন না, তাঁহাদেরই জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, সুশনীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। পুঁই শাক্‌টাও বোধ হয় বঙ্গদেশের একচেটে ঐশ্বর্য, নচেৎ একান্নবর্তী পরিবার প্রতিপালন দুঃসাধ্য হইত। বেগুনের বাড়্ বিষম। মুলো অপেক্ষাকৃত বেঁটে, কিন্তু খর্বতাটুকু পরিধিতেই পূরণ করিয়া লইয়াছে। আলু, রাঙাআলু, কপি, কচু, কিছুরই অনটন নাই। ওল এখন সাঁতরাগাছির উপর সদয় ; তিনি গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া জেন্টল্‌ম্যান্ হইয়াছেন। গাড়ী করিয়া কলিকাতায় আসেন, আর কোষ্ঠ-কঠিন বাবুদের রুমালে বা গ্লাড্‌স্টোন্ ব্যাগে স্থান পান ; তাই এ-সব অঞ্চলে বড় একটা নজর রাখেননি।

ফলের বাজারে চাহিলে চক্ষু জুড়ায়। একা আনারসই যেন কিংখাপের আবরণে চারিদিক আলো করিয়া রাখিয়াছে ; তাহাদের মিষ্টগন্ধে বাজার ভরপুর। যেমনি সরস তেমনি সুমিষ্ট, কেহ কণামাত্র চিনির মুখাপেক্ষী নহে। সিঙ্গাপুরী কলা ও নারিকেল সুপ্রসিদ্ধ। শ্রদ্ধা সহকারে কিঞ্চিৎ কলা সংগ্রহ করা গেল ; কারণ, নিরাপদে সমুদ্র পার হইবার পক্ষে, উহাই ত্রেতাযুগের ছাড়পত্র। সিঙ্গাপুরের শশাগুলি কিঞ্চিৎ কৃশ, কিন্তু দৈর্ঘ্যে তাহা পূরণ হইয়াছে। চাটুয্যের মামলা ঝুলিতেছে, তাহার শান্তির জন্য কয়েকটি মুলো ও ক-জোড়া শশা লওয়া হইল। ইক্ষুদণ্ডগুলি কচি বাঁশ বলিলে চলে। লেবু প্রভৃতি অন্যান্য ফলের বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। বাজারে ডাব দেখিতে না পাইয়া বড়ই দমিয়া গেলাম, কিন্তু আশা ত্যাগ করিলাম না।

মাংসের বাজারটা দ্রুতপদেই অতিক্রম করিতে হইল ; কারণ, মাংসটা সেখানে মাংস ভিন্ন আর কিছু নয়, গো-মাংস, শূকর-মাংস, ভেড়ার মাংস বেশ সদ্ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে। মৎস্যের বাজারে প্রবেশ করা গেল। মৎস্য দেখিয়া যাঁহার না আনন্দ ও লোভ হইয়াছিল, তিনি বাঙ্গালীই নন। ঘুশো-চিংড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া রুই, মির্গেল, কালবোস, ভেট্‌কি সকলেই উপস্থিত। এত বড় পায়রাচাঁদা পূর্বে কখনও দেখি নাই, ওজনে এক একটি দেড় সের হইবে। ভেট্‌কিগুলি একআধ বৎসরের শিশু অবলীলাক্রমে গ্রাস করিতে পারে। শঙ্কর মাছ যথেষ্ট, তদ্ব্যতীত অজ্ঞাতনামা মৎস্য যে কত প্রকারের দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা ফটো দ্বারা অধিক পরিস্ফুট করা চলে। ডিঃ গুপ্ত মহাশয়ের জীবিত মৎস্যের ঝোলের ব্যবস্থাটা এইখানেই তামিল হওয়া সহজ, কিন্তু একটিও পীলে-রোগী দেখিলাম না। ইলিস প্রচুর। লাল রংয়ের মাছ আমাদের দেশের সৌখীন বড়-লোকদের একটা ঐশ্বর্যের মধ্যে গণ্য। কেহ বোতলে, কেহ চৌবাচ্চায় রাখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত করেন। সেগুলির মধ্যে যাহারা খুব বড়,

তাহারা আধ-পোয়ার মধ্যে। এখানে আধ-পো হইতে আরম্ভ করিয়া, তিন চারি সের পর্যন্ত, লাল ও সবুজ বর্ণের মাছ দেখিলাম ; এক আধটি নয়, স্তূপাকার ! প্রথম দর্শনে তাহাদের প্রকৃত বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য রং মাখাইয়া রাখিয়াছে। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সত্য সত্যই তাহাদের রংই ঐ। এইবার কর্কটের কাহিনী ; তাহাদের সংখ্যাতীত সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। এক-একটি আধসের তিনপো, শ্বেত ও ধূসর বর্ণের উপর নীলের চিত্র, নীল বর্ণের উপর শ্বেত ও লোহিত বর্ণের চিত্র অতি মনোহর। তাহারা অযোধ্যার রাজসিংহাসন পাইবার উপযুক্ত কি না জানি না, তবে বরুণরাজের বালাখানার বস্তু বটে। সুঁট্‌কি মাছের বাজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও, পাঠকের নাড়ী কয়টা স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কায় পরিত্যক্ত হইল। পরে ডিম্ব ও পক্ষিবিশেষের বাজার পার হইয়া দেখি, একদিকে রন্ধন কার্য চলিয়াছে ও দলে দলে শ্রমজীবীরা আসিয়া, সেই অর্ধপক্ক খাদ্য, এক একটি চীনেমাটির বাটিতে করিয়া, দুইটি কাঠির সাহায্যে অতি উপাদেয় জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেছে। তন্মেধ্যে শাক-সব্জী, মৎস্য-মাংস, একাধারে সবই বর্তমান। জাতিভেদের জয়ঢাক এখানে একদম নীরব।

ইতিমধ্যে ইলিস, বাটা ও গল্‌দাচিংড়ি খরিদ হইয়াছিল, তাহা ও সামান্য শাক-সব্জী এবং গোটাকয়েক আনারস লইয়া গাড়ীতে ওঠা গেল। পান ও ডাব কিনিবার ইচ্ছা প্রবল থাকায়, একটি দ্বিভাষীকে সঙ্গে লইয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সহরের পথের দুইধারে সমরেখায় সারবন্দী, বড়লোকদের ও সওদাগরদের বাটীর সম্মুখভাগ রঙিন কাগজ, জগ্‌জগা ও সোনালীর ফল ফুল পতাকা ও আলেপনে স্বত্বাধিকারীর রুচি ও অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। সাইন্‌বোর্ডগুলি সোনার জলে লেখা।

অনেক ভারতবাসী এখানে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। তন্মধ্যে নাকোদার এবং বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলের শেঠ্‌ ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এখানকার সাধারণ সম্প্রদায় ও মুটে-মজুরগণ, আকার প্রকার ও বর্ণে অনেকটা ব্রহ্মদেশবাসীদেরই মত। বড় লোক সর্বত্রই স্বতন্ত্র জীব।

আমাদের দেশে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরাই বেতের বাগানের মালিক ; তাহাদেরই কৃপায় আমাদের এই ধারণা ছিল, তাহার প্রমাণ খুঁজিতে অপরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে হইত না। কিন্তু এখানে বেতের ব্যাপার দেখিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে, এখানকার পাঠশালে পড়িতে হয় নাই ! যাহা হউক এখানে বেতের শিল্পকার্য দেখিয়া

আশ্চর্য হইতে হয়। বেতের টেবিল, চেয়ার, কৌচ, টুপি, ট্রঙ্ক, বিবিধ প্রকারের আধার—টুল, বেঞ্চি, আলমারি, সবই বেতের। তাহাদের সূক্ষ্ম-শিল্প-সৌন্দর্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত এক এক পাব 'ম্যালাক্কা কেনের' সুগঠিত ছড়ি ও চাবুক সৌখীন সম্প্রদায়মাত্রেরই সোহাগের বস্তু।

একস্থানে ডাব দেখিতে পাইয়া গাড়ী থামান গেল। আমারই উপর খরিদের ভার পড়িল। ইতিপূর্বে কখনও একত্র থাকার সুযোগ (বা কুযোগ) না ঘটায়, সহচরগণ এমন ভুলটা করিয়া ফেলিলেন। একে ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাহাতে সময়টা মধ্যাহ্ন, রৌদ্রটাও খুব প্রচণ্ড থাকায় পিপাসাটাও দস্তুর মত প্রবল দাঁড়াইয়াছিল, কাজেই দর-দস্তুর না করিয়াই দুইটা ডাবের মুখ কাটাইয়া ফেলিলাম। আশ্চর্যের বিষয়—দুইটা ডাবের জল নিঃশেষ করিতে আমরা চারিজন জখম্ হইয়া পড়িলাম। জলের মিষ্টতা পাইয়া নেয়ার উপর লোভ পড়িল, তাহাও অতি প্রীতির সহিত ভক্ষণ করা গেল। পান ও ভক্ষণান্তে, সে দুর্লভ বস্তুর দর-দস্তুর করা ভদ্রোচিত হয় না। একটি কাঁদিতে পাঁচটি ডাব ছিল, তাহাও গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া গেল, এবং তাহারা যে মূল্য চাহিল, তাহাই দেওয়া হইল ; এক একটি ডাব প্রায় ছয় পয়সা করিয়া পড়িল। বোসজা বলিলেন, 'দর করলে বোধ হয় চার পয়সা ক'রে পেতেন।' আমি বলিলাম—'দোহাই মশায়, ঐ 'বোধহয়টার' কুহকে পড়বেন না, ওটা চিরকালই লোকের শান্তিভঙ্গ করে আসছে।' পরে পান, সুপারি চুণ ও খয়ের খরিদ হইল। পানগুলি কর্পূরী পান, খয়ের খুব খাস্তা—একটু টিপিলেই ময়দার মত হইয়া যায়।

আর বিলম্ব করা যায় না, নির্দিষ্ট সময় সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং জাহাজে ফেরা গেল। ষ্টুয়ার্ডকে ফল আনিবার ফর্দ দেওয়া হইয়াছিল ; তিনি প্রচুর ডাব, আনারস, কলা, নেবু প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিলেন ; জাহাজও ছাড়িল।

[৬]

আবার সেই অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ সিন্ধু। সমুদ্রবক্ষে জাহাজের অবিরাম গতি আবার আরম্ভ হইল। জলের উপর থাকিয়া জলের কথা লিখিবার অনেক থাকিলেও, তাহা কোন পক্ষেরই স্বাস্থ্যকর নহে : সুতরাং দু'একটা অন্য প্রসঙ্গে হংকং পেঁছিবার চেষ্টা করাই ভাল।

জাহাজ সিঙ্গাপুর পেঁছিবার কিছু পূর্বে বোসজা মহাশয়, সঙ্গী যুবকদ্বয়কে

ডাকিয়া, চাটুয্যের শশা-চুরির ইতিহাসটা সবিস্তারে শুনিতে চান। তাহাতে দীর্ঘদন্তী পাঁচুর বা পঞ্চাননের দন্তগুলি একেবারে বদনের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং বর্ণনার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। সে বহু বাধা ঠেলিয়া আরম্ভ করিল—'মশাই, উনি কোন্ দেশের লোক জানি না, মরণ-বাঁচনের পথে রাজ্যের অযাত্রা নিয়ে, আমাদের ডোবাতে এসেছিলেন।' বোসজা বলিলেন—'এসেছিলেন কি হে? এখনও ত রয়েছেন। আবার অযাত্রাটা কি পেলে?' পাঁচু উৎসাহের সহিত বলিল—'রয়েছেন বটে, কিন্তু সে বিষ আর নেই, আমরাই সেটা সাবার ক'রে দিয়েছি, চাকরি-বাকরি নেই, যেতে হয় আমাদেরি যাওয়া ভাল।' বোসজা হাসিয়া বলিলেন,—'একটু শীগ্‌গির সারো।' পাঁচু বলিয়া চলিল—'লোকটা মশাই খাঁটি aboriginal, একদম আদিম আমলের আর দস্তুরমত দাশুরায়-ঘাঁটা;—অপচার আর অযাত্রার মধ্যেও অনুপ্রাসের ঘটা কি!' বোসজা অধীর হইয়া বলিলেন,—'নাঃ, তোমার কাছে শুনতে হ'লে এ-জন্মে কুলোবে না—হরিপদ, তুমিই বল।' হরিপদ মাথা হেঁট করিয়া বলিল,—'আজ্ঞে ও-ই সবটা জানে, আমার পাঁচ কোষেই পেটের অসুখ করেছিল।' শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। মজুমদার ভায়া বলিলেন,—'ওরে বাবা! এযে বোসজা মশা'র যাত্রার দল হয়ে দাঁড়ালো। চলতে দিন্ মশাই—বেশ চল্‌চে।'

কোন একটা ভারি রকমের আশা ভরসা বা উৎসাহ পাইলে লোকের বুক পাঁচ হাত বাড়িয়া যাইতে শুনিয়াছি, দাঁত বাড়িয়া যাইবার কথা কুত্রাপি শুনি নাই; এ ক্ষেত্রে একেবারে সরেজমিনে সেটার দর্শনলাভ ঘটিল, পাঁচুর দাঁত সামলান সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সে আবার আরম্ভ করিল—'মশাই, ঝোলায় হাত দিয়ে দেখি—কলা, কাঁটাল, কাসুন্দি, ক'য়ের কেয়াবাৎ কমিটি! বাকি ফলগুলি ত' দেখেছেনই! মুলো, লঙ্কা যদি ফল হয়, ত কাসুন্দিটে হবে না কেন? ফল না বলেন, 'ফলেট' বলতে পারেন; ওতে থাকেন---তেঁতুল, সর্‌ষে, হলুদ, সবই ত গেছো জিনিস।' বোসজা বলিলেন,-- 'বাবা ক্ষেমা দাও, আমার ঘাট হয়েছে।' 'সে কি মশাই'—বলিয়া পাঁচু তাড়াতাড়ি বোসজা মশায়ের চরণ স্পর্শ করিল ও বলিল,—'মশাই, সে কি দু'কথার জিনিস, একদম মধুবন!—পেল্লায় দু'ছড়া কাঁচকলা,—যেন মালসা পোড়াতে চলেছি! একটা কেঁদো কাঁঠালের আধ-পচা আধ-খানা, একটি প্রকাণ্ড পাঁড় শশা, গুটিকয়েক মুলিকা (পালমের গোড়াও বলা চলে), তদুপরি গুড়, কাসুন্দি, লঙ্কা,—একেবারে জয়ডঙ্কা,—ফলের ফ্যামিলি গ্রুপ্! অযাত্রাগুলি রেখে কি স্বস্তি ছিল মশাই, আপনারা দয়া ক'রে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, ও-বিপদ কি আমাদের স্কন্ধে রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?' মজুমদার তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'বটেই ত, বেঁচে থাক ভাই, বেশ করেছ;

কিন্তু বেচারার সেই কচি শশাটি—' পাঁচু তাড়াতাড়ি বলিল—'ওঃ, সে এক ভীষণ প্যাথেটিক চ্যাপটার্। একদিন চাটুয্যে-মশাই শশাটি বার করে বল্লেন,—'এটি আমাদের গাছের প্রথম ফল কি না তাই আমাকেই খেতে বলে দিয়েছেন।' এই বলেই কাঁদ কাঁদ হয়ে পড়লেন ; সেটি নেড়ে চেড়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। বোধ হয় গাছটির গোড়া পর্যন্ত তাঁর মনে প'ড়ে গিয়েছিল। আহা, দেখাতে পারলাম না, সেটি মশাই দেখবার জিনিস ছিল,—পাক্কা পাটকিলে রঙের শিবলিঙ্গ বল্লে হয়, চন্দনের ফোঁটা টেনে প্রতিষ্ঠা করা চলত। তাই আমি মশাই তাতে ঘেঁশিনি, হরিপদ বামনের ছেলে—ও-ই উদরস্থ করেছে। কলকেতায় থাকলে বিচিগুলো ডেন্টিস্টদের কাছে দরে বিক্রি হত।' বোসজা যেন ভীতভাবে প্রশ্ন করিলেন—'বিচিগুলো শুদ্ধ গিলেছে নাকি ?' পাঁচু বলিল,—'ফ্যালে কোথায় বলুন ; আস্‌ছে জন্মে আমারি মত 'খলু দন্তবন্ত' হবেন আর কি ! তা মশাই, এ-সব কাজ ত আর ধীরে-সুস্থিরে করা চলে না,—অমন্ আমড়ার মত কাঁটাল বিচিগুলোই আধাআধি পেটে গেছে। সে-সব 'ক্রিটিকেল্ মোমেন্ট্'—ভবানী-ভ্রূকুটি-ভঙ্গির মত, ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝতে পারবেন না।'

হাসির রোল পড়িয়া গেল। হাসির বিরাম ত ছিলই না, তাহা তালে তালে উঠিতে নামিতেছিল,—সেটা বাদ দিয়াই লিখিতেছি। মজুমদার মুগ্ধ হইয়া পঞ্চাননের বচন-পারিপাট্য উপভোগ করিতেছিল। বোসজা বলিলেন,—'শেষ হ'ল যে, বাঁচলুম।' পাঁচু বলিল,—'সে আর কতক্ষণের জন্যে মশাই ; ও নরুকে-টুকরি বর্তমান থাকতে, ও-তল্লাটের কারুর কি আর বাঁচবার আশা আছে।' বোসজা বলিলেন,—'ঐ কথাটার জন্যেই ত ডেকেছিলুম ; তোমার ব্যাখ্যায় বেহোঁস ক'রে দিয়েছে। দ্যাখ—আমরা চাটুয্যেকে নিয়ে নাব্‌চি, আমাদের ফেরবার আগেই ও-বিপদটি বিসর্জন দিয়ে ফেলো।' পাঁচু বলিল—'তারপর উনি এসে কি আর আমাদের ডাঙ্গায় রাখবেন !'

বোসজা বলিলেন,—'সেই কথাটাই ত বলচি ; জিজ্ঞাসা করলে বোলো—জাহাজের চিফ্-সাহেব ঘুরতে ঘুরতে আমাদের মহলে ঢুকেই নাকে রুমাল দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর চতুর্দিকে দেখে বেড়াতে বেড়াতে টুকরির কাছে এসেই লাফিয়ে উঠলেন, আর চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে প্রশ্ন করলেন—'এ ডার্টি জঞ্জাল কার ?' আমি বিপদ বুঝে বল্লুম—'হুজুর এ ত এখানে ছিল না, কে রেখে গেছে দেখছি, এ বাঙ্গালীর জিনিস হতেই পারে না।' সাহেব তখন একজন খালাসিকে ডেকে সেটা তুলিয়ে নিয়ে গেলেন ; তারপর কি হ'ল জানি না ! যাবার সময় কেবল বললেন,—'মুর্খেরা জানেনা—জাহাজে এপিডেমিক আরম্ভ হ'লে কেউ বাঁচবেনা।' পাঁচু বলিল—

'যে আজ্ঞে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' আমি সাক্ষী ত'য়েরের তারিফ করিয়া বলিলাম—'বোসজা মশাই, আপনি অদ্বিতীয় উকিল হ'তে পারতেন।' তিনি হাসিয়া বলিলেন,—'আমি আনরপুর পরগনার লোক হে,—সেখানকার এক একজন চাষাও বড় বড় ব্যারিস্টারকে বোকা বানিয়ে বিদায় দেয়!'

সকলেই এই একটানা একঘেয়ে সুদীর্ঘ সফরে একটু আমোদের কিছু পাইলে বাঁচে। মজুমদার ভায়া আজ পঞ্চাননকে আবিষ্কার করিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছিল। সিঙ্গাপুর দর্শনান্তে ফিরিয়া রাত্রে আহারাদির পর সকলে যখন উপরের ডেকে জমায়েৎ হওয়া গেল, সে আশা করিতেছিল, সকালের মুলতুবী মামলাটা এইবার বেশ গুলজার-ভাবে রুজু হইবে। কিন্তু কাহাকেও সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে না দেখিয়া শেষে নিজেই কথাটা তুলিল,—'এতবড় দুনিয়াটায় এতকাল বাস ক'রে যা দেখিনি, এতটুকু জাহাজে এই ক'টা দিন মাত্র বাস ক'রে তা দেখা গেল। ঊষাহরণ, সীতাহরণ, পারিজাত-হরণ, বস্ত্রহরণ দেখেছি, কিন্তু বাবা শশা-হরণের সংবাদ পাইনি, সেটা এই জলে পড়ে পেলুম!' চাটুয্যে তাড়াতাড়ি একটু ঘেঁসিয়া গিয়া, নীচু সুরে বলিল—'সে-সব মিটে গেছে মশাই, ওকথা আর তুলবেন না, যেতে দিন।' বোসজা বলিয়া উঠিলেন—'সে কি, আমি যে এই গঙ্গার উপর—' কথা শেষ করিতে না দিয়া চাটুয্যে সকাতর বিনয়ে তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া, বিপদের বার্তাটা জানাইয়া, এ সংকটে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিল! বোসজা গম্ভীরভাবে সবটা শুনিয়া অভয় দিয়া বলিলেন,—'তবে কি না, ঐ চিফ্ সাহেবটি সহজ লোক নহেন, বড়ই তির্যিক্ষি;—তা হ'ক, অমন অনেক সাহেব চরিয়ে এসেছি; তোমার কোন ভয় নেই।' বুঝিলাম ঔষধ ধরিয়াছে, পঞ্চাননের ফতে। মামলা মিটিয়া গেল। মজুমদার মন-মরা হইয়া শয়ন করিতে গেল, চাটুয্যে অনুগমন করিল। পঞ্চানন বলিল,—'যা করেছি মশাই, কলকেতা হ'লে রোজ চপ্ খাবার সুবিধে হ'য়ে যেত।' বোসজা বাহবা দিয়া বলিলেন—'আর যেন ও কথার উল্লেখ করা না হয়।' এইখানেই ফল-হরণের পালা সমাপ্ত হইয়া গেল।

[৭]

জাহাজে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত যাহা যাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহার সবগুলিই অজ্ঞাত-পূর্ব ও অদ্ভুত এবং বাঙ্গালী (অন্ততঃ বিশ বৎসর পূর্বের বাঙ্গালীর) শোণিত-শোষক। মধ্যে মধ্যে এক একটা হাবাতে হিড়িকে হাড় হিম হইয়া যাইত।

একদিন প্রাতে ঘন ঘন ঘণ্টার ঘায়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; ব্যাপারটা জানিবার জন্য তাড়াতাড়ি অপার-ডেকে উঠিতে গিয়া বাধা পাইলাম ; জাহাজের একজন কর্মচারী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—'যে যে-অবস্থায় যেখানে আছ, পথ ছাড়িয়া স্থির হইয়া দাঁড়াও, এদিক্ ওদিক্ করিওনা, গোলমাল না হয়।' শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, কারণটা বা ঘটনাটা কি তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে টাঙ্গি, হাতুড়ি, খন্তা, হাম্বোর প্রভৃতি অস্ত্রাদি লইয়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও তাঁহার পশ্চাতে—কয়েকজন খালাসী দ্রুত ছুটিয়া গেল ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জন পনের লোক মোটা লম্বা লম্বা চামড়ার নল ও পম্পিংমেশিন্ লইয়া ছুটিল। পশ্চাতে অপর বারজন বালতি, দড়ি ও চেন লইয়া চলিল ; সকলেই বেজায় গম্ভীর ও ব্যস্ত। হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আমাদের নাড়ীও তাহাদের এক এক দলের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর চঞ্চল হইয়া হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা দিতে লাগিল। পনের কি বিশ মিনিট অন্তর নূতন লোক যাইতে লাগিল ও পূর্ব দলগুলি ঘর্মাক্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাওয়া যায় না। অনুমানে ও কাণাঘুষায় বোঝা গেল জাহাজে আগুন লাগিয়াছে।

আবার ওদিকে জাহাজের গাত্রসংলগ্ন বা প্রলম্বিত ছোট ছোট জলিবোট্গুলির উপর দাঁড়ি-মাঝিরা গিয়া যথাস্থানে বসিয়াছে—আদেশ মাত্র বোট্-সমেত অকূলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত। জলিবোট্গুলি উপরেই থাকে কিন্তু এমন অবস্থায় আছে যে, আবশ্যক মাত্র যথাসম্ভব আরোহিসহ জল-লগ্ন হইতে মুহূর্ত বিলম্বও হয় না। দেখিয়া শুনিয়া মন আড়ষ্ট ও প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। এতক্ষণ অন্তরের মধ্যে অনেকেরই অনেক বোল্ বাজিয়া উঠিতেছিল ; এইবার মনে হইতে লাগিল, 'ওগো বাবাগো' বলিয়া একটা বিকট চীৎকার বুঝি আর চাপা থাকে না ! এমন সময় আবার ঘণ্টা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব 'ফায়ার্ ব্রিগেডের' ফৌজ তোড়জোড় সহ নীরবে ও ধীর-পদক্ষেপে স্বেদ-সিক্ত শরীরে ফিরিল। বিজয়ের হৈ চৈ শব্দটা না থাকায় হৃদয়ে সান্ত্বনা আসিল না, সে অধিকতর জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল। দেখি চিফ্সাহেব দুই হাত নাড়িয়া দুই দিকের লোকদের—'বস্—হোগিয়া, আব্ যাও' বলিতে বলিতে খালিপায়ে দ্রুত চলিয়াছেন।

দুর্গা,—ধড়ে প্রাণ আসিল ; আসন্ন ও জীবন্ত অগ্নি-সংস্কারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। নিম্নে জলরাশি, উপরে অগ্নিদেব—এই ধূপ্ছায়া মৃত্যুর সৌন্দর্য থাকিলেও কাহারও তাহা প্রার্থনীয় ছিল না। ব্যাপারটি পুরা একটি ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল ; সেই এক ঘণ্টা কাল যূপকাষ্ঠে বাঁধা উৎসর্গ করা জীবের মতই কাটাইতে হইয়াছিল।

প্রাতঃকৃত্যাদি কাহারও আর স্মরণ ছিল না। রেহাই পাইয়া সকলেই অপার-ডেকের হাওয়ায় গিয়া হাঁপ ছাড়িল। আমি সঙ্গীদের সন্ধানে ছুটিলাম—বিশেষ করিয়া চাটুয্যের ; কারণ সে অত্যধিক নার্ভাস্। গিয়া দেখি—মহাপুরুষের নাক ডাকিতেছে—তখনও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই ! ভাবিলাম ভালই হইয়াছে নচেৎ আজ একটা বিষম উৎপাত উপস্থিত হইত—তাহাকে কেহই নীরব ও স্থির রাখিতে পারিত না। সত্য বলিতে কি—আগাগোড়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এরূপ অগ্নি-পরীক্ষা দিবার সামর্থ্য কাহারই বা ছিল !

পরে অপার-ডেকে গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে এত বড় ঘটনাটা একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। মনটাও অজ্ঞতার অপমানে ছোট হইয়া পড়িল এবং এত বড় বিপদটার বর্ণনার উৎসাহটা মাটি হইয়া গেল। শুনিলাম, জাহাজে সত্য সত্যই আগুন লাগে নাই। ভাবী বিপদের প্রতিকার-কল্পে মধ্যে মধ্যে এইরূপ Practice (অভিনয় দ্বারা অভ্যাস) ও উৎসাহ, সজাগ ও 'সড়গড়' রাখিতে হয়। ও হরি ! এই মিছে কাজের জন্যে এত মাথাব্যথা, আর লোকের জান্-হায়রান্ ! বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে বিমূঢ় বনিয়া গেলাম। এদের বুদ্ধি দিতে কি বাংলা দেশের একটিও বিজ্ঞ জোটেননি ?

মজুমদার বসিয়া বসিয়া প্যালপিটেশন্ সামলাইতেছিল ; পঞ্চানন পেট টিপিতে টিপিতে আসিয়া বলিল,—'অত বড় পোষা পীলেটার পাত্তাই পাচ্ছিনা মশাই, একদম শুকিয়ে গেছে।' ত্রিগনোমেট্রি-দত্তের সংবাদ লইতে যাইতেছি, দেখি ফলোয়ার্ বা মজুর-মহলে হাসির মহা ধুম্ পড়িয়া গিয়াছে। তাহার কারণটা যাহা পাইলাম, তাহাতেই আমার অনুসন্ধান-স্পৃহা মিটিয়া গেল। দত্ত মহাশয়ের দাড়ি ছিল, তিনি সেই বিপদের সময় একটি 'লাইফ্‌বয়া' ঘেঁশিয়া, হাঁটু গাড়িয়া, ঊর্ধ্বনেত্রে ও যুক্তকরে বসিয়া, ইংরাজিতে প্রেয়ার সুর করিয়াছিলেন, ও তাঁহার দাড়ি বহিয়া অশ্রু অনবরত টোপাইয়াছিল। এটা ঠিক্ যে, কি হিন্দু কি মুসলমান সে সময় সকলেই ব্যাকুলভাবে ভগবানের কাছে প্রাণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিল। শ্রুত ছিলাম—ভয়ে ও বিপদে মাতৃ-ভাষাই মুখে আসা স্বাভাবিক ; কিন্তু দত্তজা সকল বিষয়েই একটু অস্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাই, ফলোয়ারেরা, সেই অনুকরণে মাথা নাড়িয়া—'ও লার্ট্—ও লার্ট্' (oh lord) বলিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

বোসজা মহাশয় বুদ্ধিমান লোক, তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা সেরা উপদেশগুলি, কোন অবস্থাতেই অমান্য করিতেন না। এতটা কান্ড তিনি শৌচাগারেই সমাপ্ত করিয়া উঠিয়াছিলেন ; স্নানান্তে চুল ফিরাইয়া ও পিত্ত-নাশের প্রতিকার-প্রথা রক্ষা করিয়া,

উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চা'য়ের কথায় সকলের চটকা ভাঙ্গিল। মজুমদার বলিল,—'বেটারা নাড়ী দমিয়ে দিয়েছে, দু' কাপের কম আজ আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।' সকলেই একথাটি একবাক্যে সমর্থন করিল। 'চা'ও আসিল, এবং প্রত্যেকে তাহার দু'কাপ করিয়া পানান্তে, শরীরে ও মনে বলও আসিল।

আমার ইউরেসিয়ান বন্ধুটি দেখি, তাঁহাদের দলে খুব উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। মর্মটা এই—যাহাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, এরূপ একটা আতঙ্ক-উৎপাদক-ব্যাপার আরম্ভ করিবার পূর্বে, নোটিস্ দিয়া সকলকে সেটা বুঝাইয়া রাখা তাহাদের উচিত ছিল না কি? সহসা এরূপে কান্ডটা নার্ভাস্ লোকের পক্ষে মারাত্মক নয় কি? ইত্যাদি। বুঝিলাম, সকলেই একই রোগাক্রান্ত হইয়াছিলাম; প্রাণের মায়াটা সকলেরই সমান।

পরে দেখা গেল, সপ্তাহের মধ্যে এরূপ অন্ততঃ দুইটি অভিনয় হইয়া থাকে;— কোনটিই 'আনন্দ রহো' নহে। পূর্বোক্তটি অগ্নিভয়ের প্রতিকারকল্পে, অপরটি— হাইড্রোফোবিয়ার না হইলেও জলাতঙ্কের বটে। এটিরও বিধিব্যবস্থা মন্ত্র-তন্ত্র ঐ একইরূপ, কেবল যন্ত্রাদি স্বতন্ত্র। জাহাজের তলদেশ হঠাৎ যদি ফাটিয়া বা ফাঁসিয়া যায় তাহারই প্রতিকারকল্পে এটি অনুষ্ঠিত বা অভিনীত হইয়া থাকে। কথাটা যাহাদের জানা নাই, তাহারা সেই ছুটাছুটি, উৎকণ্ঠাজড়িত ব্যবস্থা ও তোড়জোড় দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়ে। একবার ঠকিলেও, অভিনেতাদের দক্ষতা এতই নিখুঁৎ যে, ক্ষণেকের জন্য সকলকে চমকিত ও আত্মহারা করিয়া ফেলে ও ঘটনাটা সত্য বলিয়াই ধারণা হয়। পম্প্ ও যন্ত্রাদি ব্যতীত, পাট, চট, পুরাতন কাছির টুকরা ও ক্যাম্বিস্ এবং মুদ্গরই এ বিপদের পরিত্রাতা।

সেই অসীম অতলস্পর্শের মধ্যে উপস্থিত হইলে, বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রতম ও নগণ্য বস্তুটির মূল্যও সমান হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ নাই; মহাশ্মশান বলিলে চলে। বিপদের সময় একটি ক্ষুদ্র স্ক্রুর অভাব ঘটিলে ও সেইটির উপর জাহাজখানির শুভাশুভ নির্ভর করিলে, সমগ্র ইঞ্জিন ও শত শত আরোহীদের প্রাণবিনিময়েও তাহা যদি পূরণ না হয়, তাহা হইলে সেই সামান্য সামগ্রীটির মূল্যটা যে কত, তাহা অনুমানের বস্তু। সুতরাং, এই অগ্নিগর্ভ জাহাজের কোন্ কথাটাই বা বলিব, ইহার সবটাই বিস্ময়কর। ইঞ্জিন-ঘরের অগ্নিকান্ড ও সেই লোহার অসুরের খেলা দেখিলে, ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তাহারাই জাহাজকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, আবার তাহারাই নিমেষে তাহাকে ভস্মে পরিণত করিতে পারে। সেই দুর্ঘটনা হইতে রক্ষার কত না ব্যবস্থা! আবার উপরে মহামহীরুহ সদৃশ মাস্তুল

জটায়ুর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করতঃ বায়ুকে কুক্ষিগত করিয়া, সশব্দে সর সর বলিতে বলিতে চলিয়াছে। কিন্তু এই প্রায় দেড়শত মণের মৈনাকটি, মাত্র চার পাঁচটি মাল্লার সাহায্যে যখন নিঃশব্দে মস্তক নত করিয়া শুইয়া পড়ে বা মস্তকোন্নত করিয়া দাঁড়ায়, তখন ম্যাজিক দেখিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। যাহা কিছু অসম্ভব, এইটুকুর মধ্যে তাহাদের যেন সম্ভব করিয়া দেখান হইয়াছে।

[৮]

আমাদের 'ক্লাইভ' জাহাজখানি সরকারী জাহাজ। তাহা প্রধানতঃ সামরিক কার্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সৈন্যাদি ও সৈন্য-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বহন করাই তাহার প্রধান কাজ ; আবশ্যক হইলে গোলা বর্ষণ করিতেও প্রস্তুত। ইহাতে পি-এন-ও প্রভৃতি কোম্পানীর জাহাজগুলির মত বাসব-বাঞ্ছিত বিলাস-ব্যসনের বন্দোবস্তের ও সাজ-সজ্জার বাড়াবাড়ি ছিল না। ছিল মাত্র রাজোচিত 'সেলুন' অর্থাৎ সর্বাংশে সুসজ্জিত কক্ষ,—মায় ফুলের বাগান, লাইব্রেরী, ক্রীড়াভূমি, গির্জাঘর, সবই সুবিন্যস্ত ও সুন্দর। মূল্যবান্ রেশমী বস্ত্রে গদি-আঁটা সোফা, চেয়ার, স্বর্ণ-শিল্প-শোভন টেবিল-আচ্ছাদন, কার্পেট আঁটা (ফ্লোর্) মেজে, সুদৃশ্য মূল্যবান পর্দা, আয়না, আলমারী, ইলেকট্রিক্ আলো, ফ্যান্, সবই আমাদের হিসাবে রাজ-হর্ম্যোচিত। ইহার মধ্যে পশুশালা, গোয়াল, গারদ, সবই পাইবেন ; কিন্তু সৌখীন ধনী যাত্রীদের পক্ষে ইহা নাকি পর্যাপ্ত নহে, লড়ায়ে-সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা কোন প্রকারে মাথা গুঁজিয়া গুজরান্ করেন !

ডেকগুলির কাঠের মেজে হইতে আরম্ভ করিয়া, দরজার খড়খড়ি রেলিং ও প্রত্যেক কল-কব্জাটি পর্যন্ত নিত্য নিয়মিত প্রাতে ধোয়া মাজা ঘষা হইয়া থাকে ; তাহাতে জাহাজখানি নূতন ও সুন্দর ত' দেখায়-ই, তদ্ভিন্ন কোনরূপে ময়লা জমিতে না পাওয়ায়, পীড়াদি সহজে প্রবেশ-পথ পায় না। ফিনাইল্ ও সাবানের বেদরদ্ ব্যবহারও নিত্যই চলে। আমাদের অভ্যাসের উল্টা ব্যাপারগুলো দেখিয়া মনে হইত,—গরিবদের শাস্ত্রই স্বতন্ত্র। আমাদের হেঁসেলের—তেল কালি ময়লা-মাখা দুর্গন্ধযুক্ত আমিষ রন্ধনের কড়াখানি মৃতাশৌচ বা গ্রহণাদি ক্ষেত্রেই, একবার মাজা হইয়া থাকে। অথচ, সেই ম্যাক্‌বেথের ডাইনীদের (কলড্রন্) কটাহ-সদৃশ পাত্র-পক্ক ভোজ্যই আমরা নির্বিকার চিত্তে নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকি ! কানপুর সহরে একজন বাঙ্গালীবাবু একটি বেণের বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি নিত্য উপর-তালা ও নীচের-তালা ধোয়াইতেন।

এই অপরাধে বাড়ীওলা তাঁহাকে নোটিস্ দিয়া বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করে। কারণ, নিত্য ধুইলে বাড়ী কয়দিন টিকিবে ! ইহাকে সনাতন অভ্যাস-অনুবর্তিতা বা অভাবে স্বভাব নষ্ট বা বুদ্ধির বাড়াবাড়ি বলিব, তাহা ঠিক্ করিতে পারি না।

জাহাজে উঠিয়া পর্যন্ত সারা দিনের মধ্যে আমার একটু একান্ত হইবার অবকাশ ছিল না। বোসজা ও মজুমদার ভায়া আমার বিরহটা একদম সহিতে পারিতেন না। পঞ্চানন প্রায় পাছু পাছুই ফিরিত ; না হয়—'শুনেছেন মশাই' কি 'দেখেছেন মশাই' বলিয়া, একটা না একটা কিছু লইয়া, দণ্ডে দণ্ডে হাজির হইত। তদ্ভিন্ন চাটুয্যের সুখ-দুঃখের কথা, মনোনিবেশপূর্বক সম্যক্ সহানুভূতির সহিত নিত্য শোনাটা আমার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। একটা দিনের একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিলেই সকলে তাঁহার সুখ-দুঃখের কথার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন। একদিন দেখি, চাটুয্যে খুবই বিমর্ষভাবে রগ্ টিপিয়া বসিয়া আছে, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, অধর ঈষৎ বক্র হইল, চাটুয্যে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—হঠাৎ কি হইল, ব্যাপারটা কি ? চাটুয্যে মোটা নাকি সুরে বল্লে, 'ভোরে স্বপ্ন দেখলুম্—টেঁপি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাবা বাবা ক'রে কাঁদচে।' কি বিপদ ! আমি জানিতাম,—টেঁপি তার চার নম্বরের মেয়ে এবং দেখিতে বজায় তাহারই অনুরূপ (বা দ্বিতীয় মূর্তি) হওয়ায়, তায় ভালবাসাটা তাহার প্রতিই সর্মাধক ছিল। তাহার এই 'ফ্যাক্সিমিলিটি'র জন্য দুর্ভাবনাটা আমাকে কিন্তু তখন বিচলিতই করিয়াছিল। যাহা হউক, আমি বলিলাম, 'তুমি তাকে বেশী ভাব ব'লেই স্বপ্ন দেখেছ, তাতে হয়েছে কি ! স্বপ্ন কি আর সত্য হয় !' চাটুয্যে পূর্ববৎ থাকিয়াই বলিল, 'ভোরের-স্বপ্ন যে বাঁড়ুয্যে মশাই।' বলিলাম, 'আচ্ছা তাই যদি হয় ত' তাতে এতটা ব্যাকুল হবার কি আছে, টেঁপি তোমার খুব 'ন্যাওটো,' তোমার তরে তার কাঁদাটা ত খুবই স্বাভাবিক।' চাটুয্যে এবার একটু নাদ ও খাদ মিশ্রিত সিক্তসুরে বলিল,—'সে তবে পথে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কেন ?' কি ফ্যাসাদ ! বড়ই মুশকিলে পড়িলাম, ওপথে সুবিধা হইল না। বলিলাম,—'যদি স্বপ্নে বিশ্বাসই কর ত ভাবনা কি ; ও বিষয়ে শাস্ত্র যা বলেন তা মানতেই হবে, আর ও সম্বন্ধে 'খনাম্বুধির' চেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থও আর নেই। স্বপ্নাধিকারে খনা স্বয়ং বল্‌চেন ঃ—

হাসির চেয়ে কান্না ভাল—কাঁদলে পথে ঘাটে,
স্বপ্নের সেরা শোণিত দেখা—সামনে যদি কাটে।

এত' মেয়েরাও জানেন ; তুমি যেটা ভেবে ব্যাকুল হচ্চ, সেটা সম্পূর্ণ সুস্বপ্ন ;

যাকে তাকে বোলোনা, তিন কান করতে নেই, নিষেধ আছে। অদৃষ্ট প্রসন্ন না হ'লে—ও সব দেখা প্রায়ই ঘটে না ;—সাহেবের খিঁচুনি, আর পাওনাদারদের তাগাদার বিকটমূর্তি'ই এসে হাজির হয়।'

'ঠিক্ বলেচেন মশাই, এক একদিন আঁৎকে উঠি,' বলিয়া চাটুয্যে একদম্ চাঙ্গা হইয়া হাসিয়া ফেলিল, পূর্ব ভাবটা একেবারে কাটিয়া গেল। আমি বাঁচিলাম, কোথাকার জল কোথায় আসিয়া মরিল! তাহাকে লইয়া চা খাইতে গেলাম। সাধারণ সুখ-দুঃখের কথা ছাড়া, এইরূপ অসাধারণ ফ্যাঁসাদও মধ্যে মধ্যে লাগিয়া থাকিত।

'দত্ত' আমার পূর্ব-পরিচিত ; এক ক্ষেত্রে কলিকাতায় কাজ করিয়াছিলাম। আমার উপর তাঁহার একটু (good opinion) ভাল ধারণা থাকায়, বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ কাটাইতেই হইত, ও বড় বড় উপদেশ-বাণী, অসামান্য আলোচনা এবং সুগভীর তত্ত্ব সকল হজম করিতে হইত ; নচেৎ তাঁহার অভিমানের পরিসীমা থাকিত না। ভারতের মানুষগুলার হাতগুলোকে পা'য়ের পর্যায়ে ফেলিয়াই তিনি দেখিতেন। তিনি পাক্কা পেসিমিস্ট ও সিনিক্ ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার আদর্শ খুবই উচ্চ ছিল। রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ এবং জস্টিস রাণাডে ও চন্দ্রভার্কার ভিন্ন তাঁহার মুখে কাহারও সুখ্যাতি শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তবে, সাহেবদের রীতি-নীতি ও কার্য-কলাপের তিনি পরম পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি ও অধ্যবসায়, দুইটিই উল্লেখযোগ্য ছিল। কেরানিগিরি করিতে করিতে, ন্যুনাধিক ৪০ বৎসর বয়সে তিনি ফার্স্ট্ আর্ট্স্ পরীক্ষা দিয়া সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হন। এইরূপ প্রকৃতির লোকেরা প্রায়ই সাধারণ-ঘেঁসা হন না ও সাধারণের অনেক উপরে নিজেরাই নিজেদের স্থান নির্দেশ করিয়া রাখেন। তাই, সাধারণেও সেই অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের আঘাতটা তাচ্ছিল্যের দ্বারাই পরিশোধ করিয়া, তাঁহাদের মতটাকে ও মেজাজটাকে আরো তিক্ত করিয়া তোলে। ফলে, তাঁহারা ঠিক সামাজিক লোক হইতে পারেন না! অভ্যাস বশতঃই হউক, বা অধিকারবোধেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক—কোন বিষয়ে কিছু বলিতে গিয়া, তাঁহারা এতবার ও এত অধিক 'আমি' ও 'আমার' শব্দ দুইটি ব্যবহার করেন, এবং 'আমি' ও 'আমার' কথা বা উদাহরণ আনিয়া ফেলেন যে, তাহা সাধারণের উপভোগ্য ত হয়ই না, বরং তাহা আত্ম-মহিমা-প্রকাশেই পরিণত হইয়া পড়ে। দত্তর গুণাংশই অধিক ছিল, এবং আমি তাঁহার গুণগুলির খুবই পক্ষপাতি ছিলাম। কিন্তু তাঁহার ঐ 'আমি' আর 'আমার' ভাল প্রসঙ্গগুলিকেও পীড়াদায়ক

করিয়া তুলিত। যাহা হউক সকাল হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত আমার একান্ত হইবার অবসর ছিল না। এরূপে ঘটিবার প্রধান কারণ,—আমি সকলের সকল কথারই খুব সহিষ্ণু শ্রোতা ছিলাম। তাঁহারা আমাকে বক্তার অপবাদ দিলেও, সত্য কথাটা ঐ।

আকাশ পর্বত সমুদ্র ও জনশূন্যে গভীর অরণ্য না দেখিলে, হৃদয় প্রশস্ত ও উদার হয় না এবং বিশ্বস্রষ্টার আভাসমাত্রও তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় না, এইরূপে ধারণাটা বরাবরই ছিল। এতদিনে ভাগ্যে যদি সমুদ্র দর্শন ঘটিল তাহা উপভোগের অবসর ঘটিয়া উঠে না। তাই রাত্রি ১১টার পর আমাকে সময় করিয়া লইতে হইত। তখন আমি নিশ্চিন্ত মনে জাহাজের সম্মুখ সীমায় গিয়া বসিতাম। সে অনাবিল বায়ুস্পর্শে শরীর-মন যেন নিষ্কলুষ হইয়া যাইত। সে সীমাহারা বিশাল বিস্তৃতির মহান্ মহিমা না বুঝিলেও হৃদয়-মন কি এক অজানা ভাবে ভরিয়া উঠিত, মস্তক আপনা আপনি অবনত হইয়া পড়িত, গভীর শ্রদ্ধার সহিত বারবার নমস্কার করিতাম, পরক্ষণেই সহসা যেন লক্ষ লক্ষ ভেরীমুখে বিশ্ববীণা বাজিয়া উঠিত, সচকিত করিয়া দিত। এই অনাদি শব্দকর্মশালা হইতে, শব্দ সুর তাল লয়, দিকে দিকে দেশে দেশে নব নব শব্দ ভাষা সঙ্গীত লইয়া ছুটিয়াছে। মানব জীবজন্তু বিহঙ্গ, তাহা নিজ নিজ নির্বাচন ও প্রকৃতি অনুসারে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। কি অশ্রান্ত সৃষ্টি, কি অনন্ত সঙ্গীত, কি আনন্দ-তান্ডব! থাক্, ক্রমে কবির অধিকারে আসিয়া পড়িতেছি। যাহার সীমা নাই, সসীম মানবের কি সাধ্য যে, তাহার স্বল্প আভাসকেও ভাষা দিতে পারে।

সকল দিন (রাত্রি বলাই উচিত) মনের ভাব সমান থাকিত না। কোন কোন দিন নক্রের খেলা দেখিয়াই সময় কাটিত। তাহারা দলে দলে জাহাজের সম্মুখ ঘেঁসিয়া, এমন বেগে সাঁতার দিত, যেন কোন ক্রমেই জাহাজকে তাহাদের অগ্রে যাইতে দিবে না। জগতে কেহই পরাভব স্বীকার করিতে চায় না। বঙ্গোপসাগরে কোন কোন দিন অবাক হইয়া দেখিতাম—সাগর-বক্ষে যোজনব্যাপী অনল-প্রবাহ ছুটিয়াছে; ঊর্মি-চূড়াগুলি প্রদীপ্ত স্বর্ণ-মুকুট-মণ্ডিত। এখানকার জলে ফস্‌ফরসের অংশ এত অধিক যে, সামান্য সংস্পর্শে জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে। একদিন জাহাজের চার ইঞ্চি মোটা, তিন-চার রশি লম্বা লোহার চেন আর অতিকায় নঙ্গরটি দেখিয়া কত কথাই ভাবিলাম। আমাদের ব্রজের বলিষ্ঠ বলরাম ঠাকুর সে 'হল্' বহন করিতে বোধ হয় বিশেষ বেগ পাইতেন। সুতা ও বঁড়শীর মত তাহাদের বিনা আয়াসে জলে ফেলিতে ও তুলিতে দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া ভাবিতাম,—বচনকে বিদায় দিয়া, এখনও কিছু-কাল হাতে-কলমে শিক্ষা পাইলে, দেশের কথা মুখে আনিবার উপযুক্ত হইতে পারিব। হতাশের একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত।

আগামী কল্য হংকং পেঁাছিবার কথা ; অতএব সকলে দিনে দিনেই পত্রাদি লেখাটা সারিয়া রাখিলেন। মর্ম সেই একই,—অর্থাৎ 'এখনও বাঁচিয়া আছি' এবং বিরহের যার যতটা বহর। আর, বর্ণনার মধ্যে জল বায়ু আকাশ ও মেঘ। তাহাতে অতিরঞ্জন বা মিথ্যা আড়ম্বর স্পর্শ করিবার আশঙ্কা মাত্র ছিল না ; কারণ, যিনি যত বড় বিশেষণে তাহাদের বিভূষিত করিবার চেষ্টা করুন না কেন, ভাষায় তাহা কুলাইবে না। শুনিয়াছিলাম একটি সাদাসিদে ব্রাহ্মণ-কুমার আর আর পাঁচ জনের অন্যতম হইয়া গ্রামান্তরে 'কনে' দেখিতে যান। ফিরিয়া আসিলে সকলে তাঁহার মতটাই বিশেষ করিয়া শুনিতে চান,—'কেমন দেখলেন, সুন্দরী কি না ?' ইত্যাদি। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলাম, 'সে আর কি বোল্‌ব,—এই এত্তোবড় খোঁপা !' এই বলিয়া দুই হস্তদ্বারা একটি আদমুণি ধামার আকৃতির আভাস দিয়া ছিলেন মাত্র ; অর্থাৎ বাকিটা যাহার বুদ্ধি আছে বুঝিয়া লও। এখানেও সেই এক কথা—'কি আর বোলব।'

প্রভাব হইতে প্রথমেই পক্ষীরা তীরভূমির অগ্রদূতে সম দেখা দিল। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া সেই ভীষণ তরঙ্গোপরি গিয়া বসিতেছে এবং আনন্দে দোল খাইতে খাইতে বহু দূরে ভাসিয়া চলিয়াছে। জেলেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় পাল তুলিয়া, তীর হইতে তিন চার মাইল দূর পর্যন্ত মাছ ধরিতে আসিয়াছে। যেখানে জাহাজ থাকিয়াও নিরাপদ বলা চলে না, সেখানে জেলে-ডিঙ্গির গতিবিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ভাবিলাম,—ধন্য অন্নচিন্তা, তুমি করাইতে পার না এমন কিছুই নাই। পরে, পর্বত, জাহাজ ও উপকূল দেখা দিতে লাগিল। আমাদের জাহাজের গতিও মন্থর হইয়া আসিল। ক্রমে গৃহাদি সমাচ্ছন্ন একটি পর্বত দেখা গেল ; সকলে আনন্দে বলিলেন—'উহাই হংকং'। বাস্তবিক তাহাই বটে।

এখানে জাহাজ লঞ্চ বোট ও ডিঙ্গী ব্যতীত রণতরীর কিছু বাহুল্য দেখিলাম। তাহারা বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন চিহ্নাঙ্কিত পতাকায়, ইংরাজ, মার্কিন, জার্মান, ফরাসী, রুশ, জাপান প্রভৃতি শক্তির পরিচয় দিতেছে। বিবিধ আকার প্রকারের জাহাজ ও লঞ্চ, বন্দরটি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। যেন তৎসংলগ্নেই সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সকল মাথা তুলিয়া একের গায়ে অপরটি ক্রমোচ্চভাবে, ঊর্ধ্বপথ অবলম্বন করিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে ; এবং বিভিন্ন বর্ণে, আকারে ও সজ্জায়—হংকংকে সমুদ্রবক্ষে একখানি রথ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ঠিক বিপরীতে, বন্দরটির অপর তীরে, ইংরাজ সেনানিবাস বা কেন্টন্‌মেন্ট্। বলা বাহুল্য যে, হংকং সহরটি ইংরাজ-অধিকৃত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িতেছিল ; বেলা আন্দাজ আটটার সময়, আমাদের জাহাজ হংকং বন্দরে নঙ্গর করিল। আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলেই হংকং দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। এবার আরোহিমাত্রেই 'ছাড়' পাইল, কারণ জাহাজ আজ দিবারাত্র এইখানেই থাকিবে, গতকল্য প্রাতে গন্তব্য পথ লইবে।

[১০]

জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিবার সঙ্গেই সঙ্গেই দশ বারখানি ডিঙ্গি সঙ্গ লইয়াছিল। সেগুলি ব্যবসায়ীদের নৌকা, বন্দর-সমাগত প্রত্যেক জাহাজেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। কোনখানি নানাবিধ ফল-ফুলে পূর্ণ ; কেহ শাক-সব্জী আনিয়াছে ; কোনখানিতে মৎস্য মাংস ও ডিম্ব আছে ; কেহ বা মদ, বিয়ার, সোডালিমনেড, সিগারেট, চুরট, দেশালাই বিক্রয় করে, কোনখানি সর্ববিধ মনোহারী দ্রব্য লইয়া উপস্থিত ; কেহ কাপড় জামা কোট প্যাণ্ট মোজা রুমাল টুপি ছড়ি আনিয়াছে ; ইত্যাদি। একখানি হইতে সহসা চার পাঁচটি সহাস্য-বদনা চীনা রমণী বাহির হইয়া বিদ্যুদ্বেগে জাহাজের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, একদম উপর-ডেকে আসিয়া উপস্থিত। একবার চারিদিকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে হাসিতে আরোহী সাহেবদের এবং জাহাজী সাহেবদের কেবিনে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও অপ্রতিহত গতি এবং হাস্যাবিজড়িত অবহেলার ভাব দৃষ্টে, বাঙ্গালী আরোহীরা সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলেন,—ইহারাই আমাদের দত্তজা মহাশয়ের প্রমীলার সহচরী হইবে। মোগল-আস্তিন চ্যায়নাকোটের উপর পৃষ্ঠদেশে প্রলম্বিত বেণী, পরিধানে ঢিলে পাজামা, পায়ে মোজা ও জুতা, হস্তে সুদর্শন চক্রবৎ পাখা ;—আর, ভাব ভঙ্গীতে—

'অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে,
আমরা দানবী।'

যাহা হউক, তাহারা যেন তাহাদের পরিচিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল ; দর্শকেরা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পঞ্চাননের দাঁত দুপাটি যেন দাঁত-তোলা শাঁড়াসীর মত হাঁ করিয়া কিছু একটা ধরিতে ছুটিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি রমণী কয়টি প্রত্যেকেই তোয়ালেতে বাঁধা এক একটি পুঁটুলী হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে কেবিন হইতে বাহির হইল, ও আমাদের সম্মুখ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। চাটুয্যে একটু দূরে

বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখীন হইতেই সে একটু ঝুঁকিয়া সেলাম করিল ;—কিছুই বুঝিলাম না।

অনুসন্ধিৎসু পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—'মশাই, এই যেমন চীনের পুতুল, চীনের শোর, চীনের বাদাম হয় না, তেমনি ঐ ক'বেটী চীনের ধোপানী! শুনলাম সব জাহাজেই ওদের অবাধ-গতি ; সাহেবেরা ঢালা হুকুম দিয়ে রেখেছে ওদের যেন কেউ না রোখে। ওরা একদিনেই কাপড় কেচে এনে দেয়, সাহেবেরা ওদের তাই খুব পছন্দ করে।' পঞ্চানন এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। তাহার কথা সাঙ্গ হইতেই মজুমদার ভায়া বলিয়া উঠিল—'সত্যি ধোপানী নাকি? এই মরেচে দেখচি!' পঞ্চানন বলিল,—'কেন, কি হয়েছে মশাই?' 'চাটুয্যেকে একবার ডেকে আন ত পাঁচু' বলিয়া মজুমদার হাসিতে লাগিল। পঞ্চানন তাহাকে ডাকিয়া দিয়া সরিয়া গেল। চাটুয্যে আসিতেই মজুমদার গম্ভীরভাবে বলিল—'ঐ চীনে মেয়েমানুষ ক'টিকে চেন নাকি,—রেঙ্গুনে ছিলেন বুঝি, ওঁরা কে?' চাটুয্যে বলিল—'জানেন না! হংকং-এর চীনে লাটের মেয়ে, জাহাজে বেড়াতে এসেছিলেন, কি রূপ দেখছেন?' মজুমদার আর গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিল না, কারণ ঠিক সেই সময় বোসজা না হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—'পুঁতে ফ্যালো,—পুঁতে ফ্যালো!' মজুমদার অতি কষ্টে উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিয়া ইনটারমিডিয়েট্ হাস্যের মধ্যে বলিল, 'সে কি? আমরা শুনলুম ওঁরা মালপাড়ার পুরুভুজ গোস্বামীর বংশ, তুমি প্রণাম না ক'রে সেলাম করলে দেখে অবাক্ হয়েছি, তাই তাঁরাও বোধ হয় পায়ের ধুলো দিতে দাঁড়ালেন না।' চাটুয্যে সত্যই একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—'বটে? তা আমি—' বোসজা আর থাকিতে না পারিয়া বলেন—'তুমি একটি ব্রহ্মদেশের ব্রহ্মদত্তি! ধোপানীগুলোকে সাত-তাড়াতাড়ি সেলাম করা হল যে বড়?' 'সত্যি নাকি বড়বাবু,—আপনি বলেন কি, তবে যে পাঁচু বল্লে—চীনে লাটের মেয়ে, জাহাজ দেখতে এসেছে,—ভাল করে সেলাম কোরো, তানা ত' ভারতবাসীদের অসভ্য ঠাওরাবে।'—'না বড়বাবু, আপনি ঠাট্টা করচেন, ধোপানী অমন হয়? আর তা হলে আমাদের কাপড়গুলো চাইত না?' বোসজা বলিলেন—'চাইত বই কি ; চায়নি এই ভাগ্যি, চাইলে আর আমাদের এগুতে হত না, এইখানেই জেলে পুরতো। বোল্‌ত,—কাপড়ে রাঙ্গিজর সংক্রামক রোগের বীজ বিজ্ বিজ্ করচে, এরা সেই সব ছড়াতে এদেশে এসেছে। চীনে রাজ্যের যে রকম কড়া আইন, জীবাণুর জড় মারবার জন্যে চাইকি আমাদের শুদ্ধু খাড়া পুঁতে ফেল্‌ত!' শুনিয়া চাটুয্যের মুখ ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল ; 'পেঁচোটা কি সর্বনেশে ছেলে, ও-পাপ কি করে যাবে বড়বাবু, ও ত এখন

সঙ্গেই চোল্‌ল। আর দেশও কি বিট্‌কেল মশাই—ধোপানীও যেন রাজপুত্তুর, কি করে চিন্‌বো বলুন। এই নাকে কানে খৎ, ধোপানী ত ধোপানী, আর মেথরাণী এলেও সেলাম করবো না।' কথাটা ভাবের মুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা নিজের প্রাপ্য আদায় না করিয়া ছাড়িল না, সকলে হো হো করিয়া একটু দীর্ঘছন্দে হাসিয়া বাঁচিল; চাটুয্যে হাসির মূল কারণটায় লক্ষ্যই রাখে নাই। কি ভাবিয়া জানি না, চাটুয্যে হঠাৎ বলিল—'তা হলে সে বেটীদেরও ত উচিত ছিল আমাকে প্রণাম করা।' মজুমদার বলিল—'তাদের দোষ দিতে পারি না,—তোমার উচিত সর্বক্ষণ কানে পইতে দিয়ে থাকা তানা ত' লোকে ব্রাহ্মণ বলে চিনবে কি ক'রে, (এবং একটু অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—চেহারা দেখে মানুষ বলেই বোধ হয় ভাবতে পারেনি) যা হক তুমি একবার নেয়ে ফ্যাল, কাজটা অসামাজিক ত হয়েইছে, অশাস্ত্রীয়ও বটে।' চাটুয্যে অসহায়ভাবে আমার দিকে চাহিল; আমি অভয় দিয়া বলিলাম, 'কেন শোনো ওসব কথা; এই ত চন্ডীদাস 'রামী' রজকিনীকে পুজো পর্যন্ত করতেন।' সেলাম-সমস্যা এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

যাহা হউক, কথাটা সত্যও বটে, দুঃখেরও বটে যে ভারতবর্ষীয় আরোহীদের দিকে তাহারা একবার দৃকপাতও করিল না। একবার ভাবিলও না যে, তাহাদেরও কাপড় থাকিতে পারে, এবং সে কাপড় মলিনতায় সাহেবদেব কাপড়কে চিরদিনই পরাস্ত করিয়া আসিতেছে। বাস্তবিকই চাটুয্যে তাহার (সম্ভবত ফুলশয্যার) ফুলপেড়ে পরিয়া বসিয়াছিল; ধপধপে ধোপানীরা চক্‌চকে দুল নাড়া দিয়া চলিয়া গেল; সেলাম সত্ত্বেও একবার সেদিকে তাকাইল না।

দেখিতে দেখিতে আকণ্ঠ কয়লা বোঝাই তিনখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোট জাহাজের গাত্র-সংলগ্ন ফ্ল্যাটে আসিয়া লাগিল। তাহারা জাহাজে কয়লা যোগাইতে আসিয়াছে। ফ্ল্যাটের উপর চল্লিশজন চীনে মজুর পূর্বে হইতেই প্রস্তুত ছিল। আমাদের দেশের মুটে মজুরদের যেরূপ চিরপ্রথা আছে, এ অবস্থায় গুড়ুকের একটা গদিয়ান মহোৎসব, আলস্যভঞ্জন হাইতোলা এবং ধূমপানের সহিত গল্পের ধূম অনিবার্য। কিন্তু এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না। বোট লাগিতেই, মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া চীনে কুলীরা ফ্ল্যাটের উপর দুই সার দিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এক সারের হাতেহাতে কয়লা বোঝাই টুক্‌রিগুলি ক্রমান্বয়ে জাহাজের মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল, এবং অপর সারের হাতেহাতে খালি টুক্‌রিগুলি বোটে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। প্রতি দশ ক্ষেপের পর এসারে ওসারে কাজ বদল হইতে লাগিল। কাজ যেন কলে চলিল! এইরূপ চক্রগতিতে কাজ হইতে লাগিল, ও ঘণ্টা চারেকের মধ্যে অত বড় বড় তিনখানি

বোটের কয়লা সহজেই জাহাজে পৌঁছিয়া গেল। কাজের সময় কাহারও মুখে টু শব্দটি শুনিলাম না। মুটে মজুরের কাজ যে এমন সুবিরামে ও সুশৃঙ্খলে হইতে পারে, পূর্বে সে দৃশ্য কখনও চক্ষে পড়ে নাই ; কলিকাতার কয়লাঘাটে বা হাটখোলায় হৈ-চৈ হট্টগোলের হাটই দেখিয়াছি।

তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ আহার সারিয়া নৌকাযোগে তীরে নামিলাম। ঔৎসুক্যের প্রধান কারণ যে চিঠি পোস্ট করা, তাহা বলাই বাহুল্য।

[১১]

হংকং পরিদর্শনটা পদব্রজে করিবারই পরামর্শ স্থির হইল,—পোস্ট আফিসের পথ ধরা গেল। হংকং-এর রাস্তাগুলি তেমন প্রশস্ত নহে, পাহাড়ের উপর সেটা সম্ভবও নহে ; তবে পরিষ্কার, বড় রাস্তাগুলি দুইধারে ফুটপাথ দিয়া আঁটা। ঘোড়ার বা গরুর গাড়ির গোলমাল নাই,—রিক্সাই মানরক্ষা করিয়া থাকে। রাস্তায় একদিকে ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস্, সওদাগরী অফিস, হোটেল প্রভৃতি সাহেবী সৌষ্ঠবে শোভা পাইতেছে, অপর দিকে চীনাদের দোকান। সে-দিকটায় যেন কলিকাতার রাধাবাজার, চীনাবাজার, চাঁদনী ও মুরগীহাটার একীকরণ ঘটিয়াছে, কিন্তু পারিপাট্যে ও শিল্পসমাবেশে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এটা পাহাড় হইলেও রামগিরি নয়, এখানে মেঘ থাকিলেও তাহারা দৌত্য করে না, সে ভার পোস্টাপিসের। ইহাদের উদরকে বিশ্বাস করিতে পারিলেই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। পথের ধারে পোস্টাপিস পাইয়া নিজেদের পেটের কথা তাহারই পেটে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করিয়া, ঝাড়া হাতপা হইয়া বাজারে প্রবেশ করা গেল।

হংকং-এর বাজারটি একটি প্রকাণ্ড পাকা ইমারৎ, দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় দুই বিঘা জমি আত্মসাৎ করিয়াছে। চারিদিকে সুউচ্চ গেট, মধ্যে তিনটি সুপ্রশস্ত বিভাগ। একটিতে কপি, আলু, বেগুন, মটরসুঁটি, শাকসব্জী ; একটিতে বিবিধ ফলমূল, অপরটিতে পিঁয়াজ, রসুন্, আদা, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি মশলা,—সেই প্রকাণ্ড বিভাগগুলি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ বিচিত্র ফলমূলের সমাবেশ ও প্রাচুর্য কুত্রাপি দেখি নাই। বঙ্গদেশে ও কাবুলের পরিচিত ফলের মধ্যে বেল ও আতা দেখিলাম না। আঙ্গুর, আপেল, নাসপাতি, ডালিম, লিচু, আনারস, শশা, কলা, জলপাই, তরমুজ প্রভৃতির সৌন্দর্যে বাজারের রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

দেখি, এই সুদূরে সমুদ্র-বক্ষে ক্ষুদ্র পাহাড়টিতে তরমুজগুলির মধ্যে আমাদের সাধের চাতুর্বর্ণের বীজ রক্ষিত হইতেছে। টেবিলের উপর কাটা-তরমুজগুলি বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে—তাহাদের কোনটির মধ্যে সাদা রং, কোনটির লাল, কোনটির পীত, কোনটির বর্ণ সবুজ। সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের উপর মধুমক্ষিকার গুঞ্জন মধুর মজলিস্ বসিয়াছে।

আমরা পাঁচ আনায় বড় বড় একশত লিচু খরিদ করিলাম। প্রাপ্ত মাত্রেণ আমাদের প্রিয় পঞ্চানন পরিচয় লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল ও গালভরা কণ্ঠে বলিল—'মশাই, মজঃফরপুরকে মাৎ করেছে।'

ক্রেতাদের হস্তে মৎস্য মাংসাদি দেখিলাম, কিন্তু এত-বড় বাজারটির মধ্যে তাহাদের নাম-গন্ধও পাইলাম না! তখন অনুসন্ধানে জানিলাম—এই বাজারটির নিম্নতলে মৎস্য মাংসের বাজার। সোপান-পথে মেচোহাটায় প্রবেশ করা গেল। যে অংশে মেচোহাটা সেটি যেন সমুদ্রগর্ভের সামিল। মাছের বাজারে মেয়ে-পুরুষের প্রবেশ ও প্রত্যাবর্তনের ভিড় দেখিলে রথের ভিড়ও পাতলা হইয়া পড়ে। সহস্র কণ্ঠের বেতালা চীৎকারে চৌষট্টি যোগিনীর যোগ ভঙ্গ হয়। তবে মেচুনীদের মাক্ড়ি, নথ বা অনন্ত নাড়ার বিভীষিকা ছিল না, কারণ বিক্রেতারা পুরুষ-মানুষ। তাহাদের সম্মুখে আবক্ষ-উচ্চ টেবিল ; টেবিলের উপর তিন-চারখানি ছোট বড় সুতীক্ষ্ন ছোরা এবং টেবিলের উপরই দাঁড়িপাল্লা আঁটা। নীচে বড় বড় টবে মৎস্য রহিয়াছে, কেবল বাছা বাছা দুই চারিটি মাছ টেবিলের উপর থাকিয়া ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ছোরার সাহায্যে অতি সত্বর ও সহজে আঁস ছাড়ান, মাছ কোটা, কাঁটা বাছিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া,—দেখিলে অবাক হইতে হয়। খুব ছোট কাঁটাই কেবল থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। মিরুগেল মাছটাই মালে ও মূল্যে বড় দেখিলাম ; বোধ হইল, এ অঞ্চলে ঐ মাছটাই স্বাদু ও প্রিয়।

এই নিম্নতলের অপরার্ধ নানাপ্রকারের, মাংস, পক্ষী ও ডিম্বে পরিপূর্ণ। এখানকার গৃহস্থেরা বটে 'মৃগমাংস পক্ষমাংস যেবা ইচ্ছা হয়' বলিয়া আগন্তুক অতিথিদের অনায়াসেই আপ্যায়িত করিতে পারেন। একপ্রান্তে দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহে টগবগ করিয়া গরম জল ফুটিতেছে। জীবন্ত কুক্কুট, হংস, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীর পা বাঁধিয়া তন্মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। দু'এক মিনিট পরেই তাহাদের তুলিয়া লইয়া, অতি সহজে মুহূর্ত মধ্যে উপরের পালকশুদ্ধ ছালখানি তুলিয়া ফেলিয়া, পাখীগুলি ক্রেতাদের হাতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ—এক ফোঁটা রক্ত না বাজে নষ্ট হয়,—সমস্তটুকু যাহাতে ক্রেতাদের পেটে পেঁছায়, আর যাহাতে

সহজে পরিষ্কারভাবে ছালটি ছাড়ান হয়,—এই দুই কারণে এই বীভৎস কাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, এবং লজ্জার কথাও কম নহে যে, এমন সহজ উপায়টি—যাহা চীনাদের মগজে আসিয়াছে, রক্তবীজ বধের সময় তাহা দেবগুরু বৃহস্পতিরও বুদ্ধিতে আসে নাই।

কতকগুলি কারণে পানের প্রয়োজনটা বড়ই তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা ভাবিতেছেন তাহা নহে,—এই অকূল জলময় রাজ্যে প্রাণ হাতে করিয়া, স্ফূর্তির ফিন্‌কিটুকু পর্যন্ত কাহারও ছিল না। জাহাজে বমন-প্রবৃত্তিটা মধ্যে মধ্যে উদয় হইয়া একটা অস্বস্তি আনিয়া দেয়, তদ্ভিন্ন আজকাল গুড়ুক্ ও গল্পেই দিন গুজরান হইতেছিল ; এইরূপ ক্ষেত্রে পাটনাই রসনার রজন্ স্বরূপ। তৃতীয়তঃ আমাদের মধ্যে দু'-একটি পানের পোকাও ছিলেন। যাহা হউক, একটি ফুটপাথে দেখি, দুইটি চীনা পান বেচিতেছে। অতি লোলুপের ন্যায় তাহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া গেল, এবং দরদস্তুর না করিয়াই এক ডজন পান সাজিয়া দিবার হুকুম দেওয়া হইল। তাহারা দুইটি তুলি বাহির করায়, পঞ্চানন বলিল,—'মশাই এরা তুলি বাগায় কেন, চেহারা তুলবে নাকি ?' মজুমদার ভায়া বলিলেন—'চাটুয্যেকে একটু তফাৎ কর।' পরে দেখি, তুলির সাহায্যে পানে চুণ-খয়েরের প্রলেপ লাগাইয়া প্রত্যেক পানটিতে পরিষ্কারভাবে ছাড়ানো একটি করিয়া আস্ত সুপারী দিয়া সুন্দর খিলি করিয়া দিল। ভাবিলাম, এ খিলি চর্বন করিতে হইলে দন্ত কয়টি আর চীন পর্যন্ত পেঁছিবে না। কার্যকালে কিন্তু কোন কষ্টই অনুভব করিলাম না ; এতই মোলায়েম যে, দন্তের নিকট তাহারা খুবই বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করিল, অথচ সুপারীগুলি কাঁচাও নহে ;— চীনের হুনুর বটে ! উত্তর চীনে পান পাওয়া যাইবে না, সুতরাং উদ্‌যাপনের উপযোগী আয়োজন লওয়া হইল। প্রত্যেক পানটি এক পয়সা হিসাবেই পড়িল।

হংকং-র শিখরদেশে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী, সওদাগর প্রভৃতি বড় লোকেরা বাংলা বানাইয়া বাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানটি স্বাস্থ্যকর, বিরলবসতি এবং সকল সময়েই ঠাণ্ডা। সহর হইতে তাহা অর্ধাধিক মাইল ঊর্ধ্বে, এবং নিম্ন হইতে প্রায় সোজাই উঠিয়াছে ; অতি অল্পই ঢালু। সত্বর ও অনায়াসে শীর্ষদেশে পেঁছিতে হইলে 'পীক্-ট্রামে' (peak-tram) যাওয়াই সুবিধাজনক। প্রতি দশ মিনিট অন্তর, প্রায় ৩০ জন আরোহী লইয়া, নিম্ন হইতে একখানি গাড়ি ঊর্ধ্বে উঠিতেছে এবং ঊর্ধ্ব হইতে একখানি গাড়ি নিম্নে নামিতেছে। পাহাড়ের গায়ে লাইন পাতা আছে এবং প্রধানতঃ তারের কাছির (wire rope) সাহায্যে, তাহাদের ঊর্ধ্ব ও অধোগতি পরিচালিত হইতেছে। দেখিলে বাস্তবিকই ভয় হয়। তাহাতে আবার Single

line, অথচ দুইখানি গাড়িই একই সময়ে ছাড়ে। মধ্যপথে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, সেখানে একটু পাশ কাটাইবার পথ বা Siding-এর মত আছে ; একখানিকে সেই Siding-এ ঢুকিয়া অপরখানিকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়।

আমার সহযাত্রীরা সম্ভবতঃ বিদায়কালে 'রণে যেতে বাধা দিও না' বলিয়া গ্যালেণ্ট্রির গৌরব লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই peak-tram-এর সাহায্যে শিখরদেশ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তত্রাচ বলিলাম—'অভিযান-ব্যপদেশে উত্তর-চীনে চলিয়াছি, যদি মরিতেই হয় ত শুনিতে পাই রণে মরিলে স্বর্গ লাভের সম্ভাবনা আছে। এখানে মরিলে পাহাড় না হয় সমুদ্র লাভ ঘটাই সম্ভব, দেখ—যেটা সুবিধাজনক বোধ হয়!' ফল কথা, আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, মনটাও ততোধিক অবসন্ন ছিল ;—কারণটা বলাই ভাল।

একটা কথা আছে—'চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই'। কথাটা বোধ হয় নিজের দেশে, স্বগ্রামে, বিশেষ করিয়া পরিচিত স্থলে কাজে লাগিতে বা সাহায্য করিতে পারে। সম্ভবতঃ আদ্য-শ্রাদ্ধের সংস্রবেই ইহার জন্ম,—যে ক্ষেত্রে ও যে সময়ে বঙ্গদেশে বিশখানা লুচি, ষোলটা মোণ্ডা ও আধসের চিনি, ছোট-বড়-নির্বিশেষে যজ্ঞোপবীত-ধারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যাহা হউক, উক্ত বচনটাই আমরা সুবিধামত পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও প্রয়োগ করিয়া থাকি। কথাটা কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মানায় না—চলে না ; যথা—কর্মস্থলে, যুদ্ধস্থলে, দেশান্তরে সভায়, শ্বশুরালয়ে ইত্যাদি। ভারতের অপর সকল জাতিই, শরীর ও সম্মান যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, নিজ নিজ স্বদেশী পোশাকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়াই মনে হয়। (অবশ্য উড়িষ্যাবাসী ও মান্দ্রাজের সকল শ্রেণীর কথা জানি না) কিন্তু বাঙ্গালীরা নিজেদের সনাতন ধুতি চাদর ও পিরান পরিয়া যে তাহা পারেন না, সেটা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কেন বলা যায়—তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই উল্লেখ করিলাম।

কলিকাতার বাসাড়ে চাকুরে বাবুদের শনিবারের পোশাকেই আমরা জাহাজে পদার্পণ করি, (মাইনাস্—চাদর ও মোজা) আর মাথার চুল ও চিন্তা ছাড়া আমাদের ত' কোন কালেই অন্য আবরণ নাই। কাহারও হুঁশ্ ছিলনা যে এই পোশাকটা জাহাজে বা দূর বিদেশে কতটা শোভন, সুবিধাজনক ও সচল হইবে। জাহাজে সহযাত্রীদের মধ্যে ছোটখাট কয়েকটি তথাকথিত সাহেবলোগ ভিন্ন, যুবরাজ সদৃশ মাতব্বর ও মেমলোগ না থাকায়, পোশাক সম্বন্ধে আমাদের কাহারও নজর পড়ে নাই ;

ধুতি ও গেঞ্জী বা ধুতি ও শার্টই আমাদের সাজসজ্জার চূড়ান্ত ছিল। ঠান্ডা বোধ হইলে জুট ফ্লানালের সরকারী vest-ই chest রক্ষা করিত। তিন সপ্তাহ জাহাজী জুলুম সহ্য করিয়া, এক প্রকার আমাদের অলক্ষ্যেই তাহাদেরই অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ফল কথা, পরিচ্ছদের মালিন্যে ও দৈন্যে, আমরাও বোধ হয় নিজেদের অজ্ঞাতে, ফলোয়ার (কুলি) শ্রেণীর মধ্যেই পরিগণিত হইয়া পড়িতেছিলাম। জাহাজের কাপ্তেন, চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী ও শিক্ষানবিস খাঁটি কুলীন্ (European) কয়জনও তাহাই ঠাওরাইয়া থাকিবেন। কারণ, তাঁহাদের ত' সে অধিকার বরাবরই আছে,—এ ক্ষেত্রে ত' কথাই ছিল না।

বিষয়টা সিঙ্গাপুরে নিজেদের নজরে পড়ে নাই, কারণ সেখানে ঘোরাফেরাটা গাড়ীর সাহায্যেই সমাধা হইয়াছিল। কিন্তু হংকং সহরে পদব্রজে ভ্রমণকালে, কি ইংরাজ, কি পারসী, কি জাপানী, কি চীনা, কি গুজরাটী, কি পাঞ্জাবী, কি বোম্বাইওলা সকলকেই দেশকালোচিত সর্বাঙ্গ-ঢাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে পাইয়া, আমাদের দৈন্যটা জনসমাকুল রাজপথের মাঝখানেই উলঙ্গ হইয়া দেখা দিল। এই অভব্যতার ফলটাও কয়েক স্থানের আদর অভ্যর্থনা ও কথাবার্তায় বেশ সুস্পষ্টই অনুভূত হইল ;—

—গ্রামার-দুরস্ত বিশুদ্ধ ইংরাজি বলিতে কেহ ভুলিল না,—আমোলও দিল না। সহ-সহচর আমাদের মোটা টাকা বেতনের বড়বাবু (বোসজা মশাই) বেওকুব বনিয়া ফিরিলেন। বাস্তবিক সে অসবর্ণের দেশে, আধময়লা ধুতি-পরা, শার্ট-গায়, মাথা-খোলা মানুষের কোন কদরই হওয়া সম্ভব নয় : সেটা ত আর কলিকাতার 'কস্টম্ হাউস্' বা 'জেটি' নয়। গত্যন্তরও ছিলনা, সব সময়টা অত্যন্ত হাসিমুখে হজম করিয়া হংকং দেখা খতম করিতে হইল। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাহার সামান্য মাত্রও আত্মসম্মানবোধটা সচেতন ছিল, তাঁহাকেই সারা পথটা অস্বাচ্ছন্দ্যেই সারিতে হইয়াছে। এই 'নড়েভোলার' মত পথে পথে ঘুরিতে পদে পদে লজ্জাবোধ হইয়াছে।

এমন অবস্থায় যখন বুদবুদের peak-tram-এ চড়িয়া হংকং পাহাড়ের শিখরদেশ দেখিবার সখ চাপিল, তখন বোসজাকে বলিলাম—'এর-ওপরেও 'উঁচু' যাবার ইচ্ছা করচেন,—আমি কিন্তু ন্যায্যটাই গ্রাহ্য করলুম,—আপনারা যান !' বোসজা সকল কথা সামান্য ইঙ্গিতেই বুঝিতেন, তিনি বলিলেন—'ঠিকই ঠাউরেচেন, এখন ভাবচি—একটায় ঠকেচি বলে, সকল বিষয়ে ঠকি কেন ?—আর ঘটে না ঘটে।' এইখানেই ব্রাহ্মণ আর কায়স্থে তফাৎ, ব্রাহ্মণ চটেই মাটি করেন। মজুমদার-ভায়া চিরদিনই একটু সৌখিন মানুষ, তবে দলে ও জলে পড়িয়া স্রোতোধীন চলিয়াছিলেন, তাঁহাকেও লজ্জাটা হাড়ে-হাড়ে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি গম্ভীরভাবে চুপ করিয়াই রহিলেন,—একটি কথাও

কহিলেন না। বুঝিলাম peak দেখিবার প্রলোভনটা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা ট্রামে উঠিলেন, আমি নিয়ন্তা-নির্দিষ্ট নসীব লইয়া নীচু পথ ধরিলাম। ইহাতে কেহ এমন মনে করিবেন না যে, আমার আত্মসম্মানবোধটা সর্বাপেক্ষা উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল ; সম্ভবতঃ শ্রান্তি ও আমার nervousnessই আমাকে বাধা দিয়া থাকিবে।

যাহা হউক, নানা চিন্তা লইয়া এককই ফিরিলাম। মেঘ করিয়াছিল,—মনটাও ঘোলাটে হইয়া গেল। ভাবিলাম,—শুনিতে পাই আমাদের দেশ নাকি সমুদ্রপারে দেশদেশান্তরে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র জোগাইত, এবং সওদাগরেরা নাকি তাহা সাদরে ও সাগ্রহে লইত ; তবে এত বড় বস্ত্রপ্রসূ দেশের বাসিন্দাদের পরিধেয়টা এমন কেন ? এটা যদি অনাবশ্যকের প্রতি অনাস্থাজনিত ত্যাগের নিদর্শন হয়,—কথাটা বেশ পাকা রকম শোনায়, শ্রুতিসুখকরও বটে, তাহাতে ভারতের ধাতও বজায় থাকে। কিন্তু নিজের চৌহদ্দির বাহিরে সেটা যদি শরীর, সম্মান ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইত, তবেই সুখের হইত। বচনই আমাদের বর্ম,—'ময়রায় মেঠাই খায় না' এই রক্ষাবন্ধনই বোধ হয় আমাদের রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। থাক্—গোলামের গবেষণা কোথাও গ্রাহ্য হইবে না, সুতরাং এ প্রগল্ভতা থামাই ভাল। আসল কথা, বস্ত্রের দৈন্য ও মলিনতাটা তখনও পথের মাঝে এবং আমার মনের মাঝে ধাক্কা দিতেছিল।

[১২]

সঙ্গীদের 'দুর্গা' বলিয়া বিদায় দিয়া, একটু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলাম। সরকারী আপিস, ব্যাঙ্ক্, পুলিস্, সর্বত্রই পাঞ্জাবী শিখপ্রহরী দেখিলাম। প্রত্যেক চৌমাথাতে শিখেরাই পাহারা দিতেছে। এক জনের সহিত কথা কহিয়া জানিলাম, তাহারা হংকং অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসিয়াছে, এবং ক্রমশঃ স্ত্রী-পুত্রও আনিয়াছে। এতাবৎ বিশেষ সম্মানের সহিত ইংরাজ বাহাদুর ২৫।৩০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ২৫০।৩০০, এমন কি তাহা অপেক্ষা অধিক বেতন দিয়াও তাহাদের রাখিয়াছেন। হংকং-এর শিখ-সৈন্য ইংরাজ সরকারের একটি স্পর্ধার সামগ্রী। এরূপ সুনির্বাচিত সুদীর্ঘ সুন্দরকায় ও বলিষ্ঠ পুরুষদের সমাবেশে সম্পূর্ণ রেজিমেণ্ট ও পুলিস গঠন করা সহজসাধ্য নহে। ইহাদের পরিচ্ছদাদিও সুন্দর ও সম্মানসূচক। রাজপথের স্থানে স্থানে ইহারা যেন এক একটি সজীব সুদৃশ্য স্তম্ভস্বরূপ শোভা পাইতেছে।

জনৈক শিখ-সৈনিকের সহিত আলাপ হইল ; সৈনিকটি বলিল—'আমাদের এতাবৎ যা একটু কদর ও সম্মান ছিল,—চীন অভিযান্ কালস্বরূপ হইয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত দিল। ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে কোন ভারত-সৈন্য আসে নাই,—আমরাই সর্বাগ্রে আসিয়াছি, এবং এই রাজ্য জয় ও সরকার বাহাদুরের হুকুম পালন করিয়াছি,—সে জন্য সম্মান ও আদর পাইয়াছি। এখন দেখিতেছি, হিন্দুস্থান নিরন্ন হইয়াছে ; আজ কিনা সহস্র সহস্র ভারত-সৈন্য, হংকংকে অর্ধপথে ফেলিয়া, সুদূর উত্তর চীনে ১০।১২ টাকা বেতনে প্রাণ দিতে চলিয়াছে ! আর কি সরকার বাহাদুর আমাদের এই উচ্চ বেতন,—প্রতি তিন বৎসরে ৩।৪ শত মুদ্রা ইনাম, এবং দেশে যাইবার জন্য তিন মাস করিয়া ছুটি ও পাথেয় দিয়া পোষণ করিবেন ? এ যাবৎ আমাদের, ইংরাজ-সৈন্যের সহিত প্রায় একই পর্যায়ে ও ব্যবস্থায় রাখা হইয়াছে। আর কি আমরা তাহা আশা করিতে পারি ?' ইত্যাদি। লোকটির প্রত্যেক কথায় হতাশা ও অভিমান প্রকাশ পাইতেছিল। মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া কথা সংক্ষেপ করিবার জন্য বলিলাম—'অনুমানের উপর এতটা ভয় পাইতেছ কেন ?' পরে—সেলামের আদান-প্রদান সত্বর শেষ করিয়া বিদায় লইলাম।

দেখিলাম, হংকং-এর সহরে বিস্তর বোম্বাই অঞ্চলের লোক, সিন্ধুদেশবাসী ও পাঞ্জাবী, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীর বিভব-বিভাগটা যেন সম্মুখে সমুদ্র ও পশ্চাতে পর্বতের চাপে জড়সড় হইয়া এক বর্গ মাইলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পাঞ্জাবীরা মুদীখানার দোকানও খুলিয়াছে ;—বড়ি, বেসন, পাপর, পকৌড়ি,—নাগাইত চানাচুর—সবই বর্তমান !

মাথার উপর মেঘ শাসাইতেছে, অধিক দেখিবার আর অবসর নাই ; কিন্তু একটি পার্শ্বপথকে উপেক্ষা করিয়া কোন ক্রমেই এক পা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। পথটির দুই ধারে ফুলের বাজার বসিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড়ই শ্রান্তি বোধ হইতেছিল, এবং ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই স্থানটির সুমধুর সৌরভে ও শীতল বায়ুস্পর্শে বড়ই আরাম বোধ করিলাম। বিবিধ চাতুর্যে ও নানা নৈপুণ্যে সুগন্ধি পুষ্পের কমনীয় মালা, মেখলা, তোড়া, বেড়, কবরীবন্ধ, পাখা, অলঙ্কার, আসন, পর্দা প্রভৃতির রচনা দেখিলে, সেই পুষ্পসম্ভার মধ্যে পূর্বশ্রুত গন্ধর্বনগরীর চিত্র ফুটিয়া উঠে, এবং চীনাদের বিলাসিতার বহরটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। শীতল সুগন্ধে স্থানটি পথিকদের আনন্দ-মদির করিয়া মধুর আবেশ আনিয়া গতিভঙ্গ করিতেছে। বস্তুতই পথটি যেন বসন্তোৎসব জাগাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এ কি ! একটি বিসদৃশ ব্যবস্থায় সমস্ত সৌন্দর্যটাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। বিক্রেতাগুলি অর্ধ-ক্ষৌরিত মস্তক—

পাজামা-পরা পুরুষ মানুষ ! তাহাদের স্থূল কর্কশ হস্তে এই সুকুমার সৌন্দর্যের ভার পড়িয়া কমনীয়তায় যেন নিষ্ঠুর আঘাত করা হইয়াছে। ও-দিকে ব্রহ্মদেশে ত' এরূপ বেসুরো ব্যবস্থা নাই ;—এটা কি তবে চীনাদের 'ব্যাসকাশী !' আমি কোন দিনই রুচিগ্রস্ত নহি, তথাপি এই দৃশ্যে আমার প্রাণও বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কারণ, বাল্য-কাল হইতে যে সব গল্প শোনা গিয়াছে, তাহাতে প্রায় সকল রাজপুত্রই মালিনীর মালঞ্চে গিয়া ঠেকিতেন, এখানে ঠেকিলে মামুদোর হাতে পড়িতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরে' হীরা মালিনী না থাকিলে রায় গুণকারের 'রায়ে' কেইবা কান দিতেন ! 'রজনী' অন্ধ ছিল, তবু তাহার হাতের ফুল হুলস্থূল বাধাইয়াছিল। ফল কথা, হীরা, মাণিক, মুক্তা, স্বর্ণকে আশ্রয় করিয়াই শোভন হয়।

হঠাৎ পাহাড়টির শীর্ষ দেশে চাহিয়া দেখি—সবটাই গাঢ় কুয়াশাচ্ছন্ন। সেখানে বড় বড় সৌখীন সাহেবরা 'বাংলো' বানাইয়া বাস করেন ও শীতল বায়ু সেবন করেন। আমার অপ্রচুর-পোশাক-পরা সঙ্গীদের জন্য ভাবনা হইল,—ঠাণ্ডাটা খুবই ভোগ করিতে হইবে। যাঁহাদের উচ্চস্থানে অধিকার, তাঁহারা চিরদিনই উচ্চে থাকুন ; আমি নীচু যাওয়ার নসীব লইয়া অবতরণ করিতে করিতে একেবারে সমুদ্র-তীরে হাজির হইলাম। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, হাওয়া ক্রমশই প্রবল হইতেছে, তরঙ্গেরও উন্নতির মুখ ;——ঘাটেও নৌকার ভিড় নাই। শুনিলাম, নৌকার মালিকেরা নৌকাগুলি নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছে। কেবল যাহাদের হাঁড়ি চড়াইবার কড়ি তখনও সংগ্রহ হয় নাই, তাহারাই পাড়ি মারিয়া বেড়াইতেছে। যেমন আদালতের আবছায়ায় এক শ্রেণীর জীব—অপরের বিপদকে উপায়স্বরূপ ধরিয়া নিজেরা বাড়িয়া উঠিতে থাকে ও স্ফূর্তি লাভ করে, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে দু'একজন এমনও আছে যাহারা এই দুর্যোগগুলিকে রোজগারের উপায় বলিয়াই গ্রহণ করে।

যাহা হউক, নৌকার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছি, ইতিমধ্যে দু'একটি আমাদের সহযাত্রী মান্দ্রাজী সঙ্গী আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা তৎপর হইয়া একখানি নৌকার মালিকের সহিত দরকসাকসি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাঝি ত প্রথমতঃ নৌকা ছাড়িতেই নারাজ,—পরে চতুর্গুণ ভাড়া চাহিল। তাহাদের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া এবং ঝড় আসন্ন বুঝিয়া আমি মাঝির কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম, কারণ আর ইতস্ততঃ করিলে জাহাজে পৌঁছিবার উপায় থাকিবে না ;—এদিকে বেলাও অবসান। বুঝিলাম, মান্দ্রাজী সঙ্গীরা আমার এই ত্বরা দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন। আমি তাঁহাদের ডাকিয়া লইলাম ;—নৌকা খুলিল এবং অতি কষ্টে তরঙ্গ ও তুফান অতিক্রম করিয়া আমাদের জাহাজে তুলিয়া দিল।

জাহাজের মাল্লারা বলিল,—'দিন থাকিতে ভালয় ভালয় আসিয়া পেঁাছিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে ; হাওয়াটাতে যেন টাইফুনের (Typhoon) আভাস পাওয়া যাইতেছে।' কিছুই বুঝিলাম না, তথাপি 'টাইফুন্' কথাটার যেরূপ দীর্ঘ ছুঁচোলো উচ্চারণ কানে ঠেকিল বা বিঁধিল, তাহাতেই মুখ চূণ হইয়া গেল ! সাইক্লোন্, টর্নেডো প্রভৃতি শ্রুত ছিল, কিন্তু টাইফুন্ শব্দটা যেন তাহাদের অপেক্ষা ওজনে ঢের ভারী ও ভীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইল। তবে বন্দরে বাঁধা জাহাজ ; ঘর বলিলেই হয়। ঘরে আমাদের সাহস অসীম ; সুতরাং টাইফুন্ দেখিবার সাধটা স্বতঃই আসিল। কিন্তু নিজে জলে থাকিলেও আজ ডাঙ্গার সঙ্গীদের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম এবং উপরের ডেকে গিয়া তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। যতই উত্তরোত্তর বৃষ্টি, বায়ু, বিদ্যুৎ, তরঙ্গ, একত্রে মিলিয়া প্রবল হইতে লাগিল, ততই আমবা এই দুর্গম পথের স্বদেশী সঙ্গীদের জন্য চিন্তা ও উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে লঞ্চ্, স্টীম্‌বোট নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইল। বড় বড় জাহাজ ও স্টীমার পাল গুটাইয়া মাস্তুল নামাইল, এবং উপরের (Canvas) ছাত খুলিয়া ফেলিল, চারিদিকে নঙ্গর পড়িল। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। স্টুয়ার্ড (Steward আসিয়া বলিলেন,—'আপনারা খেতে যাননি কেন—খাবেন না ?' আমি তখন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন ও বলিলেন—'একে এই দুর্যোগ, তায় নূতন লোক, অপরিচিত স্থান ! এখনি এ বিষয় চিফ্ সাহেবকে রিপোর্ট করা উচিত, তিনি অনুসন্ধানে লোক পাঠাতে পারেন : কিন্তু বড় রাগ করবেন।' এইবার আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম : দু'এক মিনিট পরামর্শের পর চিফ্ সাহেবকে রিপোর্ট করাই স্থির করিলাম। ঠিক্ এই সময় সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি আলোক আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া স্টুয়ার্ড বলিলেন—'এটা কি আগে দেখা যাক্।' দেখিতে দেখিতে একখানি ক্ষুদ্র লঞ্চ্ আমাদের জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া লাগিল এবং তন্মধ্য হইতে আমার বহু-প্রতীক্ষিত সঙ্গীরা ভিজে বিড়ালগুলির মত অতি কষ্টে সিঁড়ির ও দড়ির সাহায্যে জাহাজের ক্রোড়স্থ হইলেন। আমি যেন বাঁচিলাম, স্টুয়ার্ড বলিয়া উঠিলেন—Thank God (ঈশ্বরকে ধন্যবাদ)।

বোসজা বলিলেন—'কিছু আর বলবেন না, আপনার কথা না শুনে—প্যাঁজ-পয়জার দুই-ই হয়েছে ! ঝাড়া ৩।৪ ঘণ্টা এই ঝড়বৃষ্টিতে একটানা ভিজেছি ; সকল রকম চেষ্টা পেয়েও একখানা নৌকা যোগাড় হ'ল না ; শেষে একজন সাহেবকে ধরে দু' পেগ হুইস্কী খাইয়ে তারি সুপারিসে একখানা লঞ্চ—(হাঁড়ির বদলে

টোপর)—পাওয়া গেল, তাই রক্ষা! তারপর ঝকঝকে দুটি গিনি অর্থাৎ কনকনে তিরিশটি টাকা, আক্কেলসেলামী দিয়ে,—এই বত্রিশ হাত বৈতরণীটুকু পার হয়ে আস্‌ছি। মনে রাখবেন—পথ খরচের আর সিকি পয়সাটিও পকেটে নেই! এখন লজ্জার বদলে—গরম গরম এক কাপ ক'রে চা দিয়ে প্রাণ বাঁচান।' স্টুয়ার্ড কাজের কথাটা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তিনি সহাস্যে বলিলেন,—'আমি এতটা নির্দয় নই যে,—এই অবস্থায় এক কাপ ক'রে ব্যবস্থা ক'রব;—আমি সব সাজ সরঞ্জাম আর তৈয়েরি দু' কেটলি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাঁর যতটা দরকার ঢেলে নেবেন। বলেন ত ঐ সঙ্গে ডিনারও পাঠিয়ে দি।' 'সেই ভাল' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম,—কারণ তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে।

সঙ্গীদের অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই কষ্ট হইতেছিল, যেন ডুবো আসামী! সকলে কাপড় ছাড়িলেন,—সঙ্গে সঙ্গে চা'ও আসিয়া পৌঁছিল; ক্রমে ডিনার,—একেবারে জামাই-ষষ্ঠী! কখন বিস্কুট, কখন চপের সঙ্গে চা চলিতে লাগিল; পাঁচুর উৎপাতে চাটুয্যে দু'চারখানা চপ পকেটে ফেলিল। আমি বলিলাম—'বোসজা মশাই, এত কষ্ট আর ভয় পাবার কারণ কি ছিল? এ সব ত হোটেল-প্রধান দেশ,—একটা হোটেলে রাতটা কাটালেই হ'ত।' মজুমদার ভায়া বলিলেন—'এ পোশাকে পাঁদাড়েও স্থান পেতাম না।' বুঝিলাম—পোশাকটির জন্য পশ্চাত্তাপ ও লজ্জা সকলেরই দেখা দিয়াছে। বোস্‌জা বলিলেন—'সেটা ঠিক বটে কিন্তু প্রত্যুষেই জাহাজ যে ছেড়ে যাবে সেটাও ত' ভুলিনি;—চাকরী বড় চিজ,—ওটি আমাদের 'প্যানামা',—পেট আর পাওনাদার, এ দুয়েরেই ভার বহন করে! তার ওপর—এই দ্বীপান্তরে ছেড়ে গেলে, ঝি হাঁড়ির হালই হ'ত!' আমি বলিলাম—'রাজপুত্তুরও ন'ন্, দুয়োরাণীর গর্ভেও জন্মাননি, আর এমন কোন পাপও করেননি, যা'তে দ্বীপান্তর হব।' তিনি উত্তর করিলেন,—'ও কথা বলবেন না, কিসে যে পাপ হয় তা কেউ বলতে পারে না; এই ধরুন, গৃহিণীকে তাঁর মনের মত অলঙ্কার দেওয়া হয়নি।' মজুমদার—'এই ধরুন—জুলপি দুটো ভ্রূর parallel-এ এক ইঞ্চি ওপরে—মুড়িয়ে কামানো হয়নি!'—ইত্যাদি হাস্য-কৌতুকে মজলিস জমিয়া উঠিল। মজুমদার ভায়া তখন আমার একাকী প্রত্যাবর্তনের পালাটা শুনিতে চাহিলেন;—মতলবটা,—যাহাতে আরো কিছুক্ষণ এই আনন্দ-মজলিসটা চলে। সকলে উৎসাহের সহিত অনুমোদন করায় অগত্যা আমি সম্মত হইয়া সুরু করিলাম। ক্রমে পুষ্প-বিপণীর বর্ণনা শেষ করিয়া, যখন তাহার বিসদৃশ রূঢ় অংশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ বিক্রেতাদের সম্বন্ধে, আমার অভিমত ব্যক্ত করিলাম, এক মজুমদার ভায়া ভিন্ন তাহাতে আর

কাহারো সহানুভূতি পাইলাম না। সকলেই এক বাক্যে বলিলেন—'তাতে দোষ কি, এ আপনার অন্যায় কথা,—এ সম্বন্ধে আবার মেয়ে-পুরুষ কি ?—ফুল নিয়েই কথা। ধরুন—একটা মোহর,—তা সেটা স্ত্রীলোকের হাত থেকেই পান, আর পুরুষের হাত হতেই পান,—মূল্য এক-ই! বাজারে তার ইতর-বিশেষ আছে কি ?' বলিলাম—'তাই ত,—তোমরাও যে সেই এক ইউনিভারসিটিরই এম্-এ, তা জানতুম না! কিন্তু সব-জজেও যে তোমাদের এই প্রত্যক্ষ সত্যটা বুঝতে পারে না—এই আশ্চর্য !' শুনিয়া সকলে সাগ্রহে—'সে আবাব কি!' বলিয়া কথাটা শুনিবার জন্য জিদ্ করিয়া বসিলেন।—হায়, একদিন যাহা শুনিবার জন্য সঙ্গীরা কত না আগ্রহ ও জিদ্ প্রকাশ করিয়াছিলেন—আজ তাহাই 'অবান্তর' বোধে অনাদৃত হইতে পারে ভাবিয়া লিখিতে শঙ্কা বোধ করিতেছি !* সঙ্গীদের বলিলাম ব্যাপারটা এই—কোন এক পুত্র-পুত্রবধূ-পরিবৃত সব-জজ বাবুর ৫২ বৎসর বয়সে পত্নীবিয়োগ হয়। সেই দিন হ'তে তিনি বহির্বাটীতেই ভরন্তর করেন। তিনি সে কালের শিক্ষিত ও সৌখীন লোক ছিলেন। পিতার কষ্ট না হয় বা সেবার কোনরূপ অভাব না হয়—উপযুক্ত-পুত্রেরা সাধ্যমত তার ব্যবস্থায় মন দিলে, আর বাপের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের পরামর্শ নিয়ে,—তিনজন চাকর ও একটি রাঁধুনী-বামন নিযুক্ত ক'রে নিশ্চিত হ'ল। কারণ—উপযুক্ত ছেলেরা থাকতে বাপের যে বিবাহের আর আবশ্যকই হ'তে পারে না, অযাচিত হ'লেও,—সকলেই ইসারা-ইঙ্গিতে সব-জজ বাবুকে এই সব কথাটা জানিয়ে দিলে। তিনিও সকলের সকল কথায় ছোট একটি 'হুঁ' ভিন্ন অন্য দ্বিরুক্তি করলেন না।

সমস্ত দিন পরে, সেই বিশেষ পরিচিত পশুটির খাটুনি খেটে সব-জজ বাবু যখন ব্রুহাম্ গাড়ী ক'রে বাড়ীর ফটকে ঢুকলেন,—তাঁর নজরে প'ড়ল—তিনটি অপরিচিত গুন্ডাগোছের খোট্টা মূর্তি! দেখেই তাঁর মুখে বিরক্তি আর অস্বস্তি ফুটে উঠল। তিনি মাটিতে পা দিতেই সেই তিন মূর্তি ;—পিঠের শিরদাঁড়া দেখিয়ে সেলাম করলে। তিনি সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে দ্রুত গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। আরাম চৌকিখানায় ঘুরে বসতে গিয়ে দেখেন তিন মূর্তিই ঘরের মধ্যে হাজির! কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই একজন জুতো খুলতে বসে গেল ;—একজন বাতাস আরম্ভ ক'রে দিলে ;

*'চীনযাত্রী'—ভ্রমণ-কাহিনীর পর্য্যায়ে পড়িলেও, ইহাকে বৈঠকী ভ্রমণ বলাই সঙ্গত ; কারণ, এ 'যাত্রায়' নিজের গতিশক্তির খরচ অল্পই—জাহাজের মোশনেই (motion) এই ভ্রমণ ; অর্থাৎ কিভাবে ও কিরূপে যে আমাদের দীর্ঘ জাহাজী দিনগুলা কাটিয়াছিল,—ইহাতে সেই কথারই আধিক্য বেশী,—তাহাই ইহার প্রধান উপকরণ।

তৃতীয়টি তাওয়াদার সুগন্ধি তামাকের কলকেটি গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে ভাঙ্গাগলায় বল্লে—'পিজিয়ে হুজুর !'

সহসা এই তিন মূর্তির আক্রমণে, তিনি যেন নিজের বাড়ীতেই অসহায় অবস্থায় পড়ে গেলেন ; রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমরা কে ?'

যে বাতাস করছিল—সে প্রায় ছ'ফিট লম্বা, বাবরি চুল, গালপাট্টা দাড়ি—ইয়া মোচ্, বর্ণ ধূসর, হাতের গুলের উপর রূপোর কবজ, কোমরে গোট, আঙ্গুলে আসমানি পাথর বসান রূপোর আংটি ; গলায় একছড়া প্রবালের মালা। সে বাজখাঁই আওয়াজে বললে—'জজ বাহাদুর' হাম্‌রা নামটি আছে 'মুচ্‌কুন্দা', হাম সব কাম করিয়েছে—পাঁও দাবানা, তেল লাগানা, কাপ্‌ড়া কুচানা—'

সব-জজ বাবু,—আচ্ছা বাস্, (তামাকুদারের প্রতি)—তোমার কিছু শুনি।

সে ব্যক্তি বেঁটে জোয়ান, খাটো খোঁচা খোঁচা চুল, ছাঁটা গোঁফ, গোল চক্ষু, কিট্‌কিটে কালো, এক কানে মাকড়ি, পদাঙ্গুষ্ঠে তামার তার জড়ান, ঘুনশি সুতায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটি রৌপ্য-ফলক গলায় ঝুলচে। সে বল্লে—'মহারাজ, হামি দুর্গাচরণ ডাঁকদারকে তাম্বাকু পিলিয়েছে, বিছোনা করিয়েছে, পান লাগিয়েছে হাড়কাট্টাকে—'

সব-জজ বাবু—বাস্ করো। তোমার নাম ? উত্তর,—হুজুর—'কাট্টরিলাল' আছে।

সব-জজ—(তৃতীয়ের প্রতি) তুমিও কিছু শোনাও—

এটির ছুঁচোলো ছাঁচের গড়ন, ফর্সা রং, কটা চক্ষু, দাড়ি-গোঁফ বর্জিত, মুখে বসন্তের দাগ, পরিধানে হলুদে ছোবান কাপড়, একহাতে রূপোর বালা, অপর হাতে সারগাঁথা রূপোর মাদুলী। নখে মেঁদির রং।

ইনি হেসে বল্লেন—'হামারা নামটি চমৌকীলাল আছে। হামি পারিরা সাহেবের মৌসীকা—'

সব-জজ বাবু সত্বর বল্লেন—'আচ্ছা বাস্ ; তোদের কে এখানে কাম করতে বলেছে ?'

সকলেই বল্লে—'বড় বাবু বাহাল করিয়েছে ; হুজুর কাম দেখ্‌কে খুসী হোবেন, —কুছ্‌ভী কোস্টো থাকবে না।'

সব-জজ বাবু প্রথমে ভাল কথায়, পরে সরোষে তাদের বিদেয় হতে বল্লেন ; কিন্তু তারা বাড়ী ছাড়লে না ; বলে—'খুসী না কর্‌কে যাবে না।'

কিছুক্ষণ পরে এক উড়ে বামন জলখাবার নিয়ে উপস্থিত হ'ল। সব-জজ বাবু

এজলাসের ধড়া-চূড়া-বাঁধা intact অবস্থাতেই সেই আরাম-চৌকিতে অসাড় হয়ে পড়েছিলেন। ঘরে লোক ঢুকতেই তাঁর হুঁস্ হ'লে, বল্লেন—'কে' ?

বামন ঠাকুর—প্রভু মিষ্টান্ন লউচি,—অধিন পকাইছে।

সব-জজ বাবু—তোমার নাম কি ?

বামন ঠাকুর—উড়ুম্বর।

সব-জজ বাবু—বেশ, নে'যাও, আজ আমি খাব না।

দুই ছেলেই ক্লাব্ থেকে এসে সব শুন্লে ; ঘরে ঢুকে দেখ্লে—চেয়ারের উপরই বাপের নাক ডাক্ছে। ছোট ছেলে তাঁর কপালে হাত দেওয়ায়, তিনি বল্লেন—'কে ও' ?

ছেলে বল্লে—'আপনি এখনও কাপড় ছাড়েননি, হাত মুখ ধোন্নি, কিছু খাবেন না বলেছেন : কেন—শরীর কি ভাল নেই ?'

সব-জজ বাবু বল্লেন,—'হাঁ, তোমরা খাওগে, আজ আর আমাকে বিরক্ত ক'র না।'

ছেলেরা চিন্তিত মনে চলে গেল। বড় পুত্রবধূর হিস্টিরিয়া ; ছোটটির সন্তান-সম্ভাবনা। সব-জজের কন্যাসন্তান নাই।

প্রত্যুষে সকলের আগে উঠে, কাপড় ছেড়েই সব-জজ বাবু তাঁর প্রিয় বন্ধু উকীল নবগোপালবাবুর বাড়ী উপস্থিত হলেন। নবগোপালবাবু সেই মাত্র উঠে এসে বারান্ডায় বসেছেন। তিনি সব-জজ বাবুকে দেখে, হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রে বসতে চেয়ার দিলেন। বল্লেন—'আজ আমার কি সুপ্রভাত।' সব-জজ বাবু বল্লেন—'আর অত সমাদরে কাজ নেই, ঘাটের ব্যবস্থা কর, দূত এসে গেছে।'

নবগোপাল—কি রকম ?

সব-জজ বাবু—ছেলে দু'বেটায় পরামর্শ ক'রে, চারবেটা যমদূত হাজির করেছে,—আমার 'পাট' ক'রবে বলে ! কাছারী থেকে ফিরে দেখি তিন খুনে-মূর্তি আমার জন্যে অপেক্ষা করচে ! পরে বুঝলুম—খুন করেনি, আমাকেই করতে বাহাল হয়েছে ! বেটাদের আক্কেল্টা দেখ !—তারা নাকি আমার 'কোষ্ঠ মোচন' করবে !

নবগোপাল—সেই উদ্দেশ্যেই বাহাল হয়ে থাকবে।

সব-জজ্ বাবু—ঐ সব মুরোদ ? কেন,—আমায় তারা কুস্তি শেখাবে, না পাঞ্জা লড়াবে ?

নবগোপাল—এখন করবে কি বলো,—উপায় কি ?

সব-জজ বাবু—তা বলে, আমি সংসারে থাকব আর সকল রসে বঞ্চিত হয়ে ঐ বেটাদের হাতে submit ক'রে সুখ খুঁজবো এ-তো পারব না ? এ কি লোহারামের না.

টটশ্টারের ভিটে যে এক ফোঁটা রসের ঠাঁই থাকবে না ! ছেলে বেটারা কি যত বেডউল পাথুরে মুরোদ দেখিয়ে, বাবাকে অজন্টা গুহায় গোর্ দেবে ! যদি ভাই নামগুলো শোনো ত এই সরস বাংলা দেশ থেকে ছুটে পালাবে। এক বেটা মুচ্কুন্দা, দ্বিতীয় —কাটুরী, তৃতীয়—চামৌকী, আবার সব্সে সেরা—to crown the lot, উড়ে বামুন ঠাকুর হচ্ছেন—উড়ুম্বর ! এই ছুচুন্দর, কাঠঠোকরা, চাম্চিকে, আর হুড়ুম-ভাজা নিয়ে আমাকে অবশিষ্ট দিন কাটাতে হবে ? আমি 'মেঘদূতে' মেডেল পেয়েছিলুম কি পরিণামে এই যমদূতের হাতে পড়তে হবে বলে ! (এই কথায়, তাঁর চক্ষে জল পড়তে লাগলো,—তিনি আবার বল্লেন) কোনখানে একটু পোইট্রি—অন্ততঃ একটু সুন্দর হাসি না পেলে, মানুষ বাঁচতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। মেয়েদের কাজ মরদ দিয়ে—শোভনও নয়—সম্ভবও নয়। তা যদি হ'ত ত রেজিমেণ্ট-গুলোও সংসার নামের দাবী করতে পারত। স্ত্রীলোকদের কি কেউ তাল গাছে উঠে তাড়ি পাড়তে বলে ? যার যা। আমায় পান দেবেন চামৌকী, ব্যজন করবেন কাট্টৌরী, আহার করাবেন—উড়ুম্বর ! আরে ছ্যাঃ ! ছেলেদের এম-এ পড়িয়েছিলুম কিনা, দু-বেটাই দেখ্চি Master of Arts দাঁড়িয়ে গেছে,—বেটাদের বাচায়ের্ তারিফ্ আছে ! ইউনিভার্সিটিরও যেমন দৈন্যদশা—এক ফোঁটা ময়েন্ জোটেনি—একেবারে কাটখোলায় ভেজে ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে খুসী করবার জন্যে ঐ মালকোচা-মারা সালঙ্কারা মুরোদ ক'বেটাকে কোন দিন 'মা' বলে না ডাকে !!'—হাসির একটা হারিকেন্ বহিতে লাগিল।

[১৩]

কি আশ্চর্য, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ আরম্ভ হইল, সকলে সভয়ে উঠিয়া পড়িলাম। সম্মুখে পাইয়া সারেংজিকে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সারেংজি, ভয় নাই ত ?' তিনি মনোমত সেলাম ও সম্ভাষণ পাইয়া, নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ গম্ভীরভাবে বলিলেন—'টাইফুন অতি ভয়ঙ্কর জিনিস, সমুদ্রের মাঝে থাকলে কোন ভয় ছিল না,—বন্দরে বড়ই বিপদের কথা ! এই লহমায় চেন্ ছিঁড়ে, জাহাজে জাহাজে, কি পাহাড়ে লেগে গুঁড়ো হয়ে ডুবে যাওয়াই সম্ভব ;—কিম্বা বন্দর থেকে বেরিয়ে অজানা দরিয়ায় গিয়ে খতম্ হতে পারে ;—এ সময় খোদাই মালিক।' পরে একটু উদাসভাবে—'আল্লা তুঁহি সব্কুছ্' বলিয়া সরিয়া পড়িলেন।

এতক্ষণ আমরা যে অংশটুকুর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম,—সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সারেংজি তাহাতে সজোরে কোপ্ মারিয়া সেটুকু সাফ্—নির্মূল করিয়া দিলেন ;—তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা একদম্ বসিয়া পড়িলাম। আমার টাইফুন্ দেখিবার সাধ ও আমার সঙ্গীদের সাহস,—সমূলে শুকাইয়া গেল।

সারেংজির কথা শুনিয়া পঞ্চানন কিন্তু চটিয়া বলিল—'মশাই, লোকটা কি বেয়াড়া-খোদার গড়ন্! আপনিও যেমন—ওকে মুরুব্বি ধরতে গেছেন,—বেটা ড্রেক্ না নেল্সন্?' যাহা হউক,—পঞ্চাননের এই সময়োচিত রিমার্কটা খুব কাজ করিল। আমাদের 'পারা' normal point-এর নীচে যে-রকম নামিয়া পড়িয়াছিল, তাহার এই কথায় সেটা চন্‌চন্ করিয়া ঊর্ধ্বমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল ;—সত্যই তাহা সকলকে একটু চাঙ্গা করিয়া দিল। চাটুয্যে কিন্তু ভীতকণ্ঠে বলিল—'হ্যাঁ বাঁড়ুয্যে মশাই, বুড়ো লোকটা তবে অমন কথা বল্লে কেন?' আমাকে তাহার উত্তর দিতে হইল না, পঞ্চাননই বলিয়া উঠিল,—'অমন ঢের ল্লেওকুব্ বুড়ো আমি দেখেছি,—বুড়ো হলেই বুঝি তাঁকে 'বিক্রমাদিত্যের বরাহ' ঠাওরাতে হবে?'

ঝড় উত্তরোত্তর ভীষণ ভাব ধারণ করিল। তাহাতে আবার রাত্রিকালে বিপদগুলার বহর বাস্তব অপেক্ষা বহুগুণ বেশী বলিয়াই বোধ হয়,—সহায় সম্পত্তি সত্ত্বেও লোকে আপনাকে অসহায় বোধ করে। বন্দরে বদ্ধ থাকিলেও আমাদের সেদিনকার রাতটি যেন জীবনব্যাপী পাট্টা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল। সে রাত্রে ঘড়ির কাঁটা যেন এক ঘণ্টায় পাঁচ মিনিটের ঘরটি পার হইতেছিল। রজনীর নিস্তব্ধতায় ঝড়ের সোঁ-সোঁ, গোঁ-গোঁ শব্দ বিকটতর হইয়া সারেংজির কথা স্মরণ করাইয়া মুহুর্মুহু ভয়ের সৃষ্টি করিতেছিল!

সেই ঝড়ে আমরা জড়ের মত একস্থানে জড়-সড় হইয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চাটুয্যে আমাকে ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল। এক একটা দুর্জয় দমকায় কাহারো মুখে দুর্গা নাম, কাহারো মুখে 'নারায়ণ', কাহারো মুখে 'মধুসূদন'—ঠেলিয়া বাহির করিতেছিল, কেবল চাটুয্যে তাহার পূর্বসংস্কার মত—জয় হনুমান, জয় হনুমান—করিয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেক দমকায়, বোধ হয় সে আমাকে আসন্ন বিপদটা স্মরণ করাইয়া দিবার বা আমাকে সজাগ রাখিবার এমন এক মারাত্মক উদ্ভট উপায় অবলম্বন করিয়াছিল যে, ক্রমে তাহা আমার পক্ষে উপস্থিত বিপদ অপেক্ষা বিকট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার ঊরুদেশ এমন সজোরে টিপ দিয়া ধরিতেছিল যে, তার সাংঘাতিক সাড়া আমার আত্মা পর্যন্ত পেঁৗছিতেছিল। আমি তাহার তাড়নে প্রত্যেক বারই একটু করিয়া সরিয়া বসিতে ছিলাম ;—কিন্তু সে-

ফাঁকটুকু ফি-বারেই পানাপুকুরের পানা সরার মতই তখনি অলক্ষ্যে পূরিয়া যাইতেছিল ; —আবার সেই বিদকুটে টিপুনি। ঊরুতে আউরে উঠলো। একবার চকিতে মনে হইল—যদি বা ঝড়ে রক্ষা পাই, কিন্তু বিদেশে ঊরুস্তম্ভ হইলে আর বাঁচোয়া নাই। উঠিয়া পড়িলাম। চাটুয্যে অমনি তাড়াতাড়ি আমার কাপড় ধরিয়া কাতর দৃষ্টিতে বলিল—'কোথা যান বাঁড়ুয্যে মশাই !' আমি বলিলাম—'একটু দাঁড়াই, পা ধরে গেছে।' মজুমদার ভায়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—'তবে আমি একটু বসি।' আমি তাহাকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম।

মিনিট্ তিনেকের মধ্যেই, একটা দমকার সঙ্গে সঙ্গে, আচমকা—'ওরে বাবারে—উহুহু' করিয়া মজুমদার ভায়া লাফাইয়া ওঠায়, বিপদ বুঝি আসন্ন ভাবিয়া, চাটুয্যেও সচীৎকারে 'হনুমান রক্ষা কর' বলিয়া শশব্যস্তে, আলুথালু উঠিয়া পড়িল। ভায়া ভয়ানক চটিয়াছিল, সে এক অপূর্ব মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—'কচুপোড়া খাও, তুমি কোথাকার লোক হ্যা !' সকলে অবাক, বোস্‌জা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি হে, ব্যাপারটা কি !' মজুমদার—'ব্যাপার এই দেখুন না,—একেবারে হাফ-খুন' বলিয়া কটি পর্যন্ত কাপড় তুলিয়া ঊরু দেখাইল। ভায়ার বর্ণটা কাল নয়, বাস্তবিকই তাহার উপর চাটুয্যের বক্র তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সুস্পষ্ট হইয়া রক্তাভায় দেখা দিয়াছে।

আজিকার দুর্যোগে আমাদের পঞ্চাননের মুখও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; সে এতক্ষণ বড়ই বিমর্ষভাবে অস্বস্তিতে কাটাইতেছিল। এই আকস্মিক ঘটনাটা বামালশুদ্ধ পাওয়ায়, উৎসাহে তাহার দীর্ঘদন্তগুলি ঘরবার করিতে লাগিল। মজুমদার ভায়ার ঊরুতটায় উঁকি মারিয়াই বলিয়া উঠিল—'উঃ—কি ভীষণ ! দয়াময় দ্বাপরে উপস্থিত থাকলে ভীমকে আর হিমসিম খেতে হ'ত না, দুর্যোধনের ঊরুতটা উনিই মড়াৎ করে ভেঙ্গে দিতে পারতেন !' মজুমদার বলিল—'তাই বটে, রত্নাকরের improved edition —বাড়িয়া সংস্করণ, লাঠি ছুঁতে হয় না !'

আমি আর হাসি চাপিতে পারিতেছিলাম না। দু'পা অন্তরালে গেলাম। বোসজা বলিলেন—'একটু দাঁড়ান বাঁড়ুয্যে মশাই—একসঙ্গে যাই, আমারও বড় পীড়া উপস্থিত।' একটু সামলাইয়া আসিয়া—তখনো চাটুয্যেকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিলাম—'কি এতবড় ব্যাপারটা ঘটেছে যে, তোমরা এখনো সেই নিয়ে রয়েছ ?' শুনিয়া মজুমদার বলিল,—'ভায়া ত এর স্বাদ পাওনি, একেবারে কচ্ছপের কামড়—মাথা পর্যন্ত ঝনঝনিয়ে গেছে।' পঞ্চানন অমনি পোঁ ধরিল—'ভগবানের কৃপায় আজ ঘন ঘন মেঘ ডাকছে তাই, তা না হলে, জ্যান্তো শাঁড়াসীর চাপ সেঁটে ধোরতো !' চাটুয্যে মজুমদারের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—'আমি বুঝতে

পারিনি, আমি ভেবেছিলুম—বাঁড়ুয্যে মশাই—।' তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল ; মজুমদার কিন্তু আমার দিকে ফিরিয়া বসিল—'তোমরা দেখচি তিলকে তাল করতে ভালবাস, আমিও ত ওখানে বসেছিলুম, বোধ হয় ছাপ্পান্নবার ওরকম হয়ে গিয়ে থাকবে, কি এমন মারাত্মক তা ত বুঝতে পারিনি। বিপদের সময় ভীরুলোক মাত্রই সামনে একটা অবলম্বন পেলে সেটা জোরেই ধরে থাকে !' মজুমদার—'তুমি বল কি বাঁড়ুয্যে ! তুমি যদি এ যুগের জরাসন্ধ না হও, আর সত্যি যদি তোমার ঊরুতের ওপর ঐ অন্তর্টিপুনির এন্‌কোর চ'লে থাকে, ত' পা খানি am utate করতে (বাদ দিতে) হবে জেনো।'

এমন সময় পঞ্চানন Eureka (পেয়েছি) বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। বোসজা বলিলেন—'কিহে—তুমি আবার কি পেলে ? তোমরা যে দেখচি আবার একখানা 'পঞ্চাঙ্ক' ফাঁদলে !'

পঞ্চানন বিকশিত দন্তে আরম্ভ করিল—'ঠাকুরদের নাম কিনা, তাই বিপদকালে মনে আসছিল না মশাই। গাঙ্গুলী মশাই তাঁর blue-lotusটি (নীল-পদ্মটি) মর্ত্যে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে সরে গেছেন। তা তাঁকে দোষ দেওয়াও যায় না,—বিধুভূষণকে দিয়ে খোঁজ করাতে কসুর করেননি ;—সে দুর্লভ শর্মাটি যে বেয়লা ফেলে সাগর লঙ্ঘে একদম বর্মায় গা-ঢাকা হয়েছে, এ কারুর আক্কেলে আসতে পারে না।'

বোসজা—কি মাথামুণ্ডু বোকচ পঞ্চানন, তোমার গাঙ্গুলী মশাইটি কে ?

পঞ্চানন—ঐ দেখুন, আবার ভুল করেছি ; আমার আর গতি হবে না, ভূতই হতে হবে দেখচি।

আমি বলিলাম—'হতে হবে কিহে ?' পঞ্চানন একগাল হাসিয়া বলিল—'একটু আস্তে বলুন, সবাই আজও সেটা ধরতে পারেননি ! দেখুননা ফের ঠাকুরদের নামটা ভুলেছি,—তারকনাথ গাঙ্গুলী, যিনি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানির রচয়িতা।'

বোসজা হো হো করিয়া হসিয়া বলিলেন—'সেই পদ্ম-আঁখি ! ওরে বা-বা, তোমার imagination-এর (কল্পনার দৌড়ের) তারিফ আছে ! মজুমদার—'টিপুনিটিরও মিল আছে ! তার টিপুনিও মোক্ষম্ ছিল।'

এই কথায়, কালীঘাটের সেই গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার আসরটা যুগপৎ সকলের মনে হওয়ায়, হাসির একটা হল্লা পড়িয়া গেল !—হাসিল না কেবল চাটুয্যে, আর আমাদের সুপরিচিত ও সুশিক্ষিত স্কলার—দত্তজা। তিনিও উপস্থিত ছিলেন, বিপদের সময় প্রাণিমাত্রেই বিরুদ্ধভাব ভুলিয়া যায়, বাঘে ঘোগে এক স্থানেই আশ্রয় লয়। তাঁহার না হাসিবার অনেকগুলি কারণের মধ্যে—বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তকের

সহিত অপরিচয় প্রকাশের গৌরবটাও অন্যতম। আর চাটুয্যের অবস্থাও ক্রমশ pitiable (কৃপার যোগ্য) হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল। তত্রাপি রেহাই নাই ; বোসজা বলিলেন— 'ও বড় বড় লেখকদের ধারাই ঐ, তাঁরা লেলিয়ে দিয়ে সরে পড়েন। দেখ না,—বঙ্কিম বাবুই কি তাঁর বিদ্যাদিগ্‌গজকে সঙ্গে নে'গেছেন, না, তোমার ঐ গাঙ্গুলী মশায়-ই তাঁর গদাধরচন্দ্রকে সাথী করেছেন, আর রায় মশাই তাঁর নন্দলালকে নড়িয়েছেন কি ? ঐ ক'রেই ত দুনিয়াটা দ' পড়ে যাচ্ছে—।' হায়—বেচারা চাটুয্যের হইয়া বড়বাবুকে কেহই বলিল না—You too Brutus (আপনিও লাগলেন)। মানুষের মজা দেখা স্বভাব।

পঞ্চানন উন্মুখ হইয়াছিল, সে বোসজাকে সমাপ্ত করিতে না দিয়াই বলিল—'দ' প'ড়ে কি মশাই ! ভরাট হয়ে গেল—তারা এণ্ডাবাচ্ছা ছাড়ছে না ?'

এই সময় হরিপদ বলিয়া উঠিল—'সকাল হ'ল যে মশাই।' চাহিয়া দেখি—তাই বটে।

আমি চাটুয্যেকে একটু চাঙ্গা করিবার পথ খুঁজিতেছিলাম, ফাঁক পাইয়া বলিলাম— 'তোমাদের মতলব হাসিল হয়েছে ত' : ফর্সা হ'লে ফার্স ফিকে মেরে যায়, আর নয়, এখন দুর্গা দুর্গা বল।' চাটুয্যেকে বলিলাম—'চ্যাটুয্যে, এঁদের মতলবটা এখন বুঝতে পেরেছ ত ? ঝড়ের আতঙ্কটা ভুলে থাকবার জন্যে আর তোমাকেও ভুলিয়ে রাখবার তরে একটা উপলক্ষ্য করে এই অভিনয় চলছিল। ছেলেপুলেদের হেঁচকি ওঠা থামাতে হলে তাদের মিথ্যে একটা দোষ কি অপবাদ দিয়ে চটিয়ে অন্যমনস্ক বা আশ্চর্য করে দিতে হয়, তা হলেই তাদের মন হেঁচকির দিকে না থেকে রাগের দিকে পড়ে, অমনি হেঁচকিও বন্ধ হয়ে যায়,—এধা জান ত ? আজকের এ ব্যাপারটাও তাই, —তোমাকে হতভম্ভ বানিয়ে দিয়ে অন্যমনস্ক ক'রে রাখা।' শুনিয়া চাটুয্যে আর সে চাটুয্যে রহিল না, মুহূর্তেই প্রকৃতিস্থ হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'তাই বলুন, আমি ত কিছুই বুঝতে পারিনি ; আপনারা সব করতে পারেন ! এখন বুঝেছি—তানা ত' বড়বাবু পর্যন্ত যোগ দেন !'

বাস্তবিক সেই ভৈরব টিপ্‌নির পাল্লায় পড়িয়া ঘণ্টা দেড়েক অতবড় টাইফুন ঝড় যে কোথায় রড় দিয়া একদম গা ঢাকা হইয়াছিল, সে সংবাদ আমাদের কেহই রাখে নাই। মনই সুখ-দুঃখের সৃষ্টি করে, তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই ফাঁকি দেওয়া যায়,— এই কথাটা পুঁথিতেই পড়া ছিল, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ আজ পাওয়া গেল।

চট্‌কা ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের হুঙ্কার, জাহাজের ঝাঁকুনি, মুহূর্তেই আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়া আবার ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল ; আবার সেই দুর্গা দুর্গা। ঝড়-

বৃষ্টি তখনও পূর্ববৎই চলিতেছে। বিপদের দিনে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহায় ভাব আসিয়া মনটাকে যেমন ভীত ও অবসন্ন করে, আবার অরুণোদয়ে তেমনি তাহাকে একটা নূতন আশা, নব বল দিয়া থাকে। আমরাও সেটা পাইলাম। সারেংজির গত রাত্রের সুতীক্ষ্ন বাণীটা সকলের স্মরণ থাকিলেও প্রাতের আলোকে তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিল। লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে 'কূল' পেলে বাঁচি।'—আমরা সেই বহুবাঞ্ছিত 'কূল' তখন বুকে পিঠে দেখিতে পাইলাম।

ঝড়-বৃষ্টির প্রচন্ডভাব সমানেই চলিতে লাগিল ; বন্দরে থাকায় কেবল জাহাজের রোলিংটা তেমন মনের মত হিন্দোলরাগ আলাপ করিবার অবকাশ পায় নাই। তাই আমাদের কাজ-কর্মে,—কি না—স্নানাহার ও গল্প গুজবে বিশেষ ব্যাঘাত হইল না। ইতিমধ্যে একবার আমার পরিচিত ইউরেসিয়ান মিস্টারটি আসিয়া হাসিতে হাসিতে গ্রীবাটা ফণা-ধরার ফ্যাশনে আন্দোলিত করিয়া বলিলেন—'হ্যালো—আমি ভেবেছিলাম দেখব—তোমরা কাঁদচো !' বলিলাম—'সে কি কথা,—তোমাদের মত সহৃদয় সহযাত্রী বেঁচে থাকতে আমাদের কান্নার কোন কারণই ত আমি ভেবে পাই না ; তোমার এরূপ আশা করাই ভুল হয়েছে।' শুনিয়া তিনি হাসির সাহায্যে ও-পথটা ছাড়িয়া, গত বিভীষিকাময়ী রজনীর ঘাড়ে horrible, terrible, awful প্রভৃতি বিশেষণ চাপাইয়া চলিয়া গেলেন।

[১৪]

আমাদের আড্ডাটা অধিকাংশ সময়েই উপরের ডেকে জমিত। সারারাত্রি জাগরণের পর, আহারান্তে সকলেরই ঢুলুনি দেখা দিল। পঞ্চানন বেঞ্চে ঠেস দিয়া ঊর্ধ্বমুখ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বদ্ধ থাকিতে কেহই চায় না, স্বাধীনভাবে থাকিবার ইচ্ছা সকলেরই স্বাভাবিক। জাগ্রতাবস্থায় যে-দাঁতকে অনেক কষ্টে ও অনেক কস্তে বদনমধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে হইত,—বেহুঁস অবস্থায় তাহারা প্রস্ফুটিত কুমুদের (হেলা ফুলের) মত বাহিরে আসিয়া তখন সহাস্যে দেখা দিয়াছে ! পাছে তাহা পদচারণা-প্রিয় ইউরোপীয়ান ও ইউরেসিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও হাস্য পরিহাসের কারণ হয়, তাই পঞ্চাননকে শয্যায় পাঠাইয়া দিলাম। এইবার একটু ফাঁক পাইয়া জাহাজের ডাক্তারকে ধরিয়া ঊরুতটার উপায় করিয়া লইলাম ; তিনি টিংচার-আয়োডিন লাগাইয়া দিলেন।

একটু পরেই খাঁ-সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিশেষ করিয়া বড়বাবুকে (বোসজাকে) একটি প্রমাণ সেলাম ঠুকিলেন ও আমাদের উপর সেটা সাপটাভাব এক-ঝোঁকেই বুলাইয়া শেষ করিয়া দিলেন এবং ঐ সঙ্গে মেজাজ ও তবিয়ৎ সম্বন্ধেও তত্ত্বটা লইলেন। এটি তাঁহার নিত্য কর্ম ছিল ;—কারণ তিনি পলটনে রসদ (ration) প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয়ের Purchasing Agent (খরিদ-কর্তা) হইয়া চলিয়াছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে বড়বাবুরাই যে বঙ্গ-বিজয়ের বখতিয়ারের মত চীন-বিজয়ের চেঙ্গিজ খাঁ, সেটা তাঁহার সাতাশ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বিশেষ করিয়াই শিখাইয়া রাখিয়াছিল। লোকটি বয়সেও বড়, বিজ্ঞতাতেও বিশিষ্ট ;—পঞ্চাশের উপর বোধ হয় পাঁচ কদম ফেলিয়াছিলেন। স্বধর্মানুরাগী ও নেমাজী। তাঁহার হাতে পড়িয়া চাল বা চলম, কোনটিই বেগড়াইবার বাগ পায় নাই। ফল কথা, তাঁহাতে বাহুল্যদোষ মাত্র ছিল না। সেটা নাকি পারচেজিং এজেন্টের পক্ষে, অর্থাৎ তাঁহার পদাভিষিক্তের পক্ষে শোভন নয়, বা গুণবাচক নয়। কারণ একটা বড় রকম অভিযানের (যাহার খরচের খাতাটা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের হিসাবের সামিল বলিয়াই অনেকের ধারণা) ক্রয়-কর্তা হইয়া যাওয়া মানে—নাকি লক্ষপতি হইয়া ফেরা, আর সেই সঙ্গে মিষ্টান্নম্ ইতরেজনাদের বিতরণ করা। তবে বড়লোক হবার যেটা রাজপথ, সে পথে চলিবার সাহস সকলের থাকে না, এবং তাহারাই নাকি নির্বোধ ও লক্ষ্মীছাড়া। আমাদের খাঁ-সাহেবের সেটা না থাকাই সম্ভব ;—এই কথা লইয়া ইতিমধ্যেই আলোচনা চলিয়াছে। তাঁহার বয়স ও তাঁহার কপালে নেমাজের কালশিরাই কালস্বরূপ হইয়া এই সন্দেহটা তুলিয়াছে, এবং 'খোরাকিদের' একটু নিরুৎসাহও করিয়াছে।

কিন্তু প্রত্যহ আহারের সময় যখন ডেকের উপর জাজিম পাতা হইত ও তাহার উপর বড় বড় পরাতে মোটারুটীর মহানৈবেদ্য ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাণ্ডায় দাল ও সুরুয়া আসিয়া পড়িত, এবং খাঁ-সাহেব, গুণ, অবস্থা ও পদনির্বিশেষে তাঁহার সহচর ও সহধর্মীদের লইয়া একত্রে আহারে বসিতেন, তাহা অপর সকল যাত্রী ও জাতিরই দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় ছিল। সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে অধিকাংশই Menials and Followers (ছোটলোক মজুর) ; কেহ ভিস্তি, কেহ সইস, কেহ কসাই, কেহ বাহক, কেহ baker (রুটিকর), কেহ খচ্চর চালক, কেহ বয়েল চালক ইত্যাদি ইত্যাদি ; তাহারা ৯ টাকা বেতনে চীনে চলিয়াছে। সকলেই বিভিন্ন প্রদেশাগত। সে শ্রীক্ষেত্রে পরিচিত-অপরিচিতের বাধা ছিল না—মুসলমান মাত্রেই welcome (স্বাগত) ; সকলকেই ডাক দেওয়া হইত। রোগী, বিকলাঙ্গ, নোংরা—সকলেই একাসনে বসিয়া একই পাত্র হইতে স্বহস্তে ভোজ্য বস্তু লইয়া বেশ সহজে ও সানন্দে গল্পাদির মধ্যে

সকলের একত্রাহার সমাধা হইত। পরে একই বদনা সকলেরই বদনে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পিপাসা মিটাইত ; পরিশেষে একই গড়গড়ার নল, পর্যায়ক্রমে সকলকে এক এক টানের আরাম দিয়া, অর্ধঘণ্টাকাল ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া, এই নিত্য উৎসবের উপসংহার করিত। মহাপুরুষ মহম্মদোক্ত এই যে ধর্ম্মমূলক mandate (আদেশ), ইহাই আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোককে এক মহাজাতিতে, এক মহাপ্রাণে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। এই একাসনে একই পাত্র হইতে—আহূত অনাহূত রবাহূত, ধনী দরিদ্র রোগী ভোগী, মলিন ও সৌখীনের একত্র ভোজন,—অপর কোন সুসভ্য শক্তিশালী জাতির মধ্যে আছে কি না জানিনা। অনেকে জাতিভেদকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অবস্থাভেদ ও ঐশ্বর্যভেদকে বিলক্ষণ আঁকুড়িয়া থাকেন। আমাদের খাঁ-সাহেবের মজলিসে তাহা পাইলাম না ; এই ভীষণ টাইফুনের দিনেও সেই নিত্য-নিয়মিত প্রথা অক্ষুণ্ণই রহিল। তথাকথিত হিন্দুরা কে কাহার খোঁজ রাখে ! কেহ জাহাজের খানা, কেহ কাঁচা চানা খাইয়া এই দুর্যোগের দিনে জাতি রক্ষা করিল। সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভিসম্পাত করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

'মানুষের অধিকারে বঞ্চনা করেছ যারে'—ইত্যাদি।

আর আজ মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন ঃ—

'The existence of untouchability must remain an impassable barrier in the path of our progress, which we must break down with supreme effort.'

উভয়েই মহাপুরুষ,—বিপ্র সাবধান !

[১৫]

ঝড়ের বেগটা পূর্ববৎ থাকিলেও আমাদের ভয়ের বেগটা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গল্পাদির মধ্যে এক একবার সেদিকে নজর পড়িতেছিল মাত্র। কিন্তু অকালে সন্ধ্যার আয়োজন দেখিয়া প্রাণটা কিছু দমিয়া গেল। ঠিক এই সময় মজুমদার ভায়ার ভৃত্য 'মহাদেব' একখানি গামলি হাতে করিয়া আসিয়া বলিল,—'বাবু খাচ্চি, গরম গরম ঘি আছে, কুড়কুড়া ঘি আছে।' আমি বলিলাম—'কি খাচ্চিসরে মহাদেব ?' সে উত্তর করিল—'আপনি খাচ্চে,'—এই বলিয়া পাত্রটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিল।

এই মহাদেবটিকে দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইত। বেচারা মজুমদার-সংসারে

একাদশ বর্ষ চাকুরী করিয়া, দু'কূল খোয়াইয়া বসিয়াছিল। তাহার বাড়ী গয়া জেলায়, কিন্তু দীর্ঘকাল বাঙ্গালীর বাড়ী থাকিয়া বাংলা বুলির প্রতি বিশেষ প্রীতি-পরায়ণ হইয়া পড়ে। তাহাতে গয়ার বুলিও কতকটা বেহাত হইয়া গিয়াছে, এবং বাংলাটাও বাগে আসে নাই ; কাজেই সে গয়ার ভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যাহা হউক, গামলিতে হাত দিয়া দেখি,—বেসমের গরম গরম বড়া বা পশ্চিমাঞ্চলের পকুড়ি। সকলকে বণ্টন করিয়া দিলাম, দত্তকেও কতকগুলি দিয়া আসিলাম : কারণ আহার সম্বন্ধে কস্মিন্‌কালে তাঁহার আপত্তি বা অরুচি দেখি নাই। লঙ্কা জিরে পলাণ্ডু প্রভৃতি সহযোগে বস্তুটা এমন প্রস্তুত হইয়াছিল ও এমন সময়মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যে, সকলেই তাহা ইমন-কল্যাণের মত উপভোগ করিতে আরম্ভ করিল, পঞ্চানন পঞ্চমুখে তাহা পাচার করিতে লাগিল—তাহার অস্ত্রও সর্বাংশে ও সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল, সুতরাং তাহার ক্ষিপ্রকারিতার পুরস্কার দিতে সকলকেই কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হইল। কেবল চাটুয্যে এই শেষ ফলটা অনুমান করিয়া লইয়া নীচে সরিয়া গিয়াছিল। পকুড়ির মহিমাও মন্দ নয়, দেখিলাম। কিছুক্ষণ বেশ নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিল, টাইফুনের টুঁ শব্দটি পর্যন্ত কেহ কানে করিবার অবসর পান নাই।

সকলেই নিদ্রাতুর ছিলেন, রাত্রি আটটার পর চা খাইয়া শয্যা লইলেন—আহারের দিকে ঘেঁসিলেন না ; কেবল দত্তজা ও চাটুয্যে নিয়ম ভঙ্গ করিলেন না। মজুমদার ভায়া বলিল—'বাঁড়ুয্যে তুমি ত ঘুমুচ্চনা, তেমন তেমন দেখ ত সময় থাকতে ডেকে দিও।' ঘণ্টা দেড়েক পরে চাটুয্যে আসিয়া বলিল, 'ভয় নেই ত বাঁড়ুয্যে মশাই, শুতে পারি ?—ঘুমুচ্চিনা।' আমি বলিলাম—'তবে আর কি, জগদম্বা মালিক, শুয়ে পড় !' দেখিতে দেখিতে টাইফুনের তর্জন ভেদ করিয়া, বোসজা, দত্তজা ও চাটুয্যের নাসিকা গর্জন শ্রুত হইতে লাগিল। রাত্রি একটার পর ঝড় প্রবলতর মূর্তিতে দেখা দিল, এক একবার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল ; কিন্তু যাঁহারা নিদ্রিত, তাঁহারা এই দ্বারস্থ মৃত্যুদূতের কোন সংবাদই রাখেন নাই। দুর্গা দুর্গা করিয়া তিনটা বাজিল : কাপ্তেন সাহেব ও মাল্লারা সবাই সজাগ, সকলেই ব্যস্ত। রাত্রি সাড়ে তিনটা আন্দাজ,—সে ভাবটা যেন সহসা সরিয়া গেল, তাহার পর ঝড় ক্রমশই দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। নিদ্রায় সর্বশরীর কাতর ও অভিভূত ত' ছিলই। একটু উদ্বেগমুক্ত হইতেই, সে যে কখন আমাকে আপন অধিকারের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই।

নিদ্রাভঙ্গে দেখি, সূর্যদেব প্রতিরন্ধ্রে উঁকি মারিতেছেন,—উপরে মহা কোলাহল।

অপার-ডেকে গিয়া দেখি, সব মূর্তিই সেখানে উপস্থিত ; আকাশ মেঘমুক্ত, সেই প্রবল বাত্যা সমীরণে দাঁড়াইয়াছে। জলের সে উন্মত্ত মাতুনি নাই,—অল্প আপ্‌সানি আছে মাত্র। ঝড়ের ভৈরব মূর্তি দেখিয়া জাহাজের যে-সব যন্ত্র, আসবাব ও তোড়জোড় খুলিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন তাহাদের যথাস্থানে ফিট (সংযুক্ত) করা হইতেছে ; পালগুলি শুকাইয়া লইবার জন্য তাহাদের স্ব স্ব স্থানেই প্রলম্বভাবে মেলিয়া দেওয়া হইতেছে। কলকব্জায় চর্‌বি লাগান চলিয়াছে ; হড়্‌ হড়্‌ ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে নঙ্গর উঠিতেছে :—হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কাপ্তেন, চিফ্‌ ও সহকারীরা খুবই ব্যস্ত ;—আটটা বাজিলেই জাহাজ ছাড়িবে।

জাহাজের বাহিরে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সেই দুর্যোগে কখন যে কয়েকখানি ঝড়-নড়া জাহাজ, আমাদের আশে-পাশে গা-ঘেঁসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। একই অবস্থাপীড়িত Strange bed companions দেখিয়া ভয় বিস্ময় ও দুঃখ হইল। কি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে তাহারা যে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তাহা তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়। কাহারো উপরের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে ; কাহারো মাস্তুল,—কে যেন মাঝখানে মোচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ; কাহারো চিম্‌নি সটান শুইয়া পড়িয়াছে। কাহারো পার্শ্বসংলগ্ন জলিবোট কক্ষচ্যুত হইয়া গিয়াছে। একখানি ফরাসী জাহাজের হালের দিকটা—হাল ও পতাকা সমেত নিশানদণ্ড, এবং মূল জাহাজের খানিকটা,—উপযুক্ত পুত্রের গন্ধমাদন উৎপাটনের পাল্‌টা জবাব হিসাবে স্বয়ং প্রভঞ্জন টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছেন ! এত বড় প্রলয় শক্তি যে প্রকৃতির কোন্‌ প্রকোষ্ঠে প্রচ্ছন্নাবস্থায় থাকে, তাহা মানুষের ধারণার অতীত। সকল জাহাজেরই যেন ঝোড়োকাকের চেহারা,—সব সরঞ্জামই ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। এই দেখিয়া—দূরে মহাসাগরস্থিত জাহাজগুলির পরিণাম ভাবিয়া সকলেই ভীত হইলাম। সকলেরি মনে হইল—'ভাগ্যে জাহাজ বন্দরে ছিল।' এবং সেই সঙ্গে সারেংজির পাণ্ডিত্যের প্রশংসাটা শত মুখেই চলিল ! পঞ্চানন বলিল—'আমি তখুনি বলেছিলুম—বেটা বকেয়া বয়ার !'

জাহাজগুলির ত' এই দশা ; নাবিক ও আরোহীদের হৃৎপিণ্ডের উপর দিয়া যে ধাক্কাগুলা গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের হাত-পা ছড়াইয়া সপ্তাহখানেক শয্যায় শুইয়া সামলান ও বিশ্রাম লওয়াই উচিত ছিল। আশ্চর্য এই যে আমাদের শয্যাত্যাগের পূর্বেই, নিকষানন্দনেরা দড়ির ভারা ঝুলাইয়া, কেহ জাহাজে রং লাগাইতে, কেহ চর্‌বি ঘষিতে, কেহ করাত হাতুড়ি লইয়া মেরামতের কাজে লাগিয়া গিয়াছে !

শুনিতে পাই, আমাদেরও একদিন ছিল, আমরাও ঐরূপ ছিলাম ;—বহুত আচ্ছা। কবি বলিতেছেন ঃ···

'আসিবে সেদিন আসিবে,'···

বোধ হয়···রক্তভেদান্তে। অধুনা কিন্তু শুনিতে পাই,—শিক্ষানবিসীরও স্থানাভাব,—বর্ণে বাধে !

[১৬]

বেলা সাতটা হইতেই চেষ্টা চলিতেছিল, পরে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, নানা প্রকার সুর ভাঁজিয়া, বেলা আটটার সময় জাহাজ ছাড়িল। আমরা দুর্গা দুর্গা বলিলাম ; আমার ইউরেসিয়ান বন্ধুটি সদলে ও সবলে তিনবার হিপ হিপ হুররে হাঁকিলেন। জাহাজ মন্থর গতিতে পূর্বমুখে চলিল। পনের মিনিটের মধ্যেই হংকং সহর পশ্চাতে পড়িয়া গেল ; কেবল তৎ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি-বিরল পর্বতমালা, দুই দিনের অতিথিদের সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর পথ দেখাইয়া চলিল।

বন্দরের অপর পারটা ইংরাজ-সেনা-নিবাস, সে দিকটায় মাঝে মাঝে ও দূরে দূরে ইতব সাধারণের বসতি দেখিলাম। এই পারটাই চীনের দক্ষিণ সীমা, এখান হইতে সোজা উত্তরেই চীনের ক্যান্টন্ সহর। পঞ্চানন বলিল—'মশাই, এখানে একটা 'ভায়া ব্রিন্ডিসি' থাকলে কি মজাই হ'ত,—চায়না সি'তে (চীন সমুদ্র) প্রাণ হাতে ক'রে পাড়ি মারতে হ'ত না।' মজুমদার বলিল,—'এখানে 'ভায়া'-টায়ার সম্পর্ক নেই পঞ্চানন, এই খুড়ো 'ক্লাইভ' (জাহাজই) যা করেন।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মহাসমুদ্রের সম্মুখীন হওয়া গেল। তাহাতে সোজাসুজি ঝাঁপ দিবার উপায় কাহারও নাই। মোহানার মুখেই একটি ছোটখাটো পাষাণ-স্তূপ বা পাহাড়, মাথা তুলিয়া পথটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন—কোন এক অজ্ঞাত যুগে, মহাদেশ হইতে মহাদেশান্তরে শত্রু-প্রবেশের এই পথে, কোন এক দৈত্যকে প্রহরায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পরে কোন এক অপরাধে অভিশপ্ত দৈত্য পাষাণে পরিণত হইয়া মুক্তির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। অহোরাত্র অনবরত তরঙ্গাঘাতে সেই পাষাণ-পঞ্জরে কয়েকটি রন্ধ্রপথ ও একটি গহ্বর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উত্তাল তরঙ্গের তান্ডব লীলা চলিয়াছে। তাহারা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া গহ্বর-মুখ দিয়া খলখল মুখর হাস্যে মহাসাগরেই অনন্তকাল—

'তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত'
বলিতে বলিতে মহোল্লাসে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে! আনন্দময়ের এই আনন্দ-খেলার স্রষ্টাও যিনি, দ্রষ্টাও তিনি!

খানিক অগ্রসর হইয়াই মাটির জগৎ হারাইয়া ফেলিলাম! আবার সেই তরল বিশ্ব, সীমাহীন বিপুল জলরাশি। ভূগোল-পরিচয়েই পৃথিবীর পরিচয়টা পাই—তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। কিন্তু চক্ষে দেখিয়া মনে হয়—আমাদের পৃথিবীটি ইহার সমক্ষে বালকদের খেলিবার একটি বর্তুলের মত এবং তাহা সহজেই সমুদ্র-গর্ভে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে। এইটিই নাকি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রারম্ভ। শান্ত বটে, কিন্তু তাহা দেখিয়া উদরস্থ প্লীহা শুষ্ক হইয়া যায় ও চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। তাহাতে বঙ্গোপসাগরের দুর্দান্ত দাপট, লম্ফঝম্ফ—তাড়কাবৃত্তি নাই; কিন্তু তাহার গুরুগাম্ভীর্যই শোণিত শুষিয়া লয়। আমরা হলাম—বকুল-গন্ধামোদিত কোকিল-ডাকা ছায়াশীতল দেশের লোক,—আমাদের ফুরফুরে হাওয়া, ভুরভুরে গন্ধ, ফিনফিনে কাপড়, মিনমিনে সুর, ফিকফিকে হাসি, ধুকধুকে বুক লইয়া কারবার; এ গাম্ভীর্য আমাদের মুহূর্তকে যেন চাপিয়া আড়ষ্ট করিয়া দেয়। এখানে প্রত্যেক তরঙ্গটি দীর্ঘে-প্রস্থে 'উপেনের সেই দুই বিঘা!' কিন্তু কোনটিই মাথা উঁচু করিয়া চলে না, মহা বিনীত, পরম ভক্তের মত মেরুদণ্ড দেখাইয়া বেড়ায়। বোসজা দেখিয়া বলিলেন—'যেন সব অতিকায় কচ্ছপ ভাসছে।' পঞ্চানন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল—'যে-সে কচ্ছপ নয় বড় বাবু, বোধ হয় স্বয়ং কুর্মাবতার এই পানিতেই ডিম ছেড়ে গিছলেন।' বাস্তবিক সেইরূপই বটে।

যাহা হউক, প্রশান্ত মহাসাগরের এই ভীম-গম্ভীর ভাব সত্যই প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া আমাদের অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। মনে হইতেছিল, এই বিরাট ময়াল ক্ষুধা-ক্ষিপ্ত হইলে ব্রহ্মাণ্ড কবলিত করিতে পারেন। ভাবিলাম, এ-সব ভাবের মূলে আমার নার্ভাসিনেসই (দুর্বলতাই) কাজ করিতেছে! এমন সময় চাটুয্যে বলিয়া উঠিল—'বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনার ভয় করচে না? এ সমুদ্দুরটার দিকে চাইতে ভয় করে।' আমি বলিলাম—'চেয়ে কাজ কি।' বোসজা বলিলেন,—'গাম্ভীর্যটাও যে এত বড় **awful** (ভয়ানাক) জিনিস তা জানতুম না।' আমি বলিলাম—'জানতেন বই কি, মনে পড়ছে না।' বোসজা বলিলেন—'আপনাদের কথা বুঝতে দুনিয়া খুঁজতে হয়।'

এই সময় আহারের ঘণ্টা পড়িল, ক্রমে পেটেও কিছু পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে পূর্বভাবের পরিবর্তনও দেখা দিল। যত বিভীষিকার বীজ এই পেটে; পেট খালি থাকিলে সে

খেলাইবার স্থান পায়। স্বদেশী আমলের বড়লাট কার্জন সাহেব তর্জন করিয়া সার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়কে বলিয়াছিলেন—তোমাদের জন্য আমি এত করি, তবু দেশের লোক সন্তুষ্ট নয়! তাহাতে সার ঘোষ মহোদয় বলেন—My Lord, hunger is the worst counsellor—হুজুর পেটে যে অন্ন নেই! ক্ষুধাই কুমন্ত্রণা দেবার ভাঙ্গা-মঙ্গলচণ্ডী! দেখিলাম—পেটে কিছু পড়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের বিভীষিকাময় প্রকোপ অনেকটা পাতলা হইয়া পড়িল। তখন অন্যান্য প্রসঙ্গ সহজেই পথ পাইল। দিনটা মামুলি ভাবেই কাটিয়া চলিল।

[১৭]

এই অবকাশে একটা অন্য বিষয় সারিয়া রাখি। এই যে Follower (ফলোয়ার) বা সহচর-শ্রমিক নামক জীবগুলি চীন-অভিযানের সঙ্গী হইয়াছে, ইহাদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সকলেই জানেন—ভৃত্যেরাই বড়লোকদের হাত-পা। একদিন যদি পাচক, চাকর, দাসী, কোচম্যান, খানসামা, কি মেথর না আসে, ত সংসার অচল, আর বাবুয়ানা কানা হইয়া পড়ে। যুদ্ধাদি অভিযানক্ষেত্রে ফলোয়ারেরাই সেই হাত-পা। যুদ্ধ করাটি ছাড়া অফিসার ও গোরাদের আহারের আয়োজন হইতে আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থাই ইহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা না থাকিলে গোরাদের হাতের হাতিয়ার অচল হইত। আমাদের গ্রামের জনৈক বিশিষ্ট বড় লোকের বাড়ীতে বোসকে হাড়ী বলিয়া একজন মাইনে-করা মেথর নিযুক্ত ছিল। পান-দোষটা রসিকের বরাবরই অভ্যাস। একবার ঝোঁকের মাথায় সে তিন তিন দিন পানেই মত্ত থাকে। বড় লোকের বড়-সংসার—অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু রসিক রসোন্মত্ত; দরোয়ানের ধমক ভাঙ্গাইতে পারিল না। চতুর্থ দিন যথাসময়ে রসিক আসিয়া হাজির। বাবু চটিয়া এই মারেন ত এই মারেন। রসিক তখনো সরস; সে হাত জোড় করিয়া বলিল,—'রসিককে ছোঁয়া যার তার কাজ নয় প্রভু, এমন ভদ্রলোক ত' দেখতে পাই না; কেন মিছে মাখন-খেগো মাথাটা গরম করচেন? আমি ত' বারমাস তিরিশ দিন ময়লা সাফ করে আসছি, হুজুর দয়া করে তিনটে দিন আর চালিয়ে নিতে পারেননি! যান তামাক খানগে।—যার জোড়া মেলে না, তার কি অপরাধ নিতে আছে প্রভু,—বড়লাট একজনই থাকে!' গ্রামের মিউনিসিপালিটি তখনো এ জিনিসটি মাথায় করেন নাই।

ফলোয়ারগুলিও, স্বভাবে ও সামর্থ্যে সেই রসিক। ইহাদের মধ্যে মেথর, মুচি,

ধোপা, ছুতার, কামার, কসাই, বাবুর্চি, রুটিকার (বেকার), Muleteer (খচ্চর-সওয়ার), টেণ্ট লশকর, ভিস্তি, মায় ব্রাহ্মণ বর্তমান। ইহাদের কাজকর্ম বা জাতির কথাটাই বড় কথা নয় ; বিশেষত্বটাই বলি। ইহাদের মধ্যে Permanent servant (পাকা চাকর) কেহই নয় : যুদ্ধের গন্ধ পাইলেই ইহারা হাজারে হাজারে আসিয়া জমায়েৎ হয়। কাজ পড়িলেই ইহাদের ডাক পড়ে ; কারণ বারমাস এত কুপোষ্য পোষা সরকারের পক্ষে সহজ নয়। এ ছাড়া, Normal বা Peace condition-এর (শান্তির অবস্থার) বারমেসে লোকও আছে। এই যে জীবগুলি, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই Second Kabul War (দ্বিতীয় কাবুল অভিযান) হইতে, বংশাবলীক্রমে লড়ায়ের লোভে লালায়িত হইয়া আছে। তাহার কারণ, ইহাদের বাপ খুড়ারা সম্ভবতঃ নিজেদের পক্ষের হতাহতদের পকেট মারিয়া মানুষ হইয়া ফিরিয়াছিল। ডুলিবাহক, স্ট্রেচারবাহক ও ভিস্তিদের লড়াই-লাইনের খুব নিকটেই থাকিতে হয়। হতাহতদের তৎক্ষণাৎ সরানো বা হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া এবং পিপাসিতদের জলখাওয়ানই ইহাদের কাজ। কোন কোন 'কাহার'কে বা ডুলিবাহককে গল্প করিতে শুনিয়াছি—তাহার বাপ 'চিত্রাল' অভিযান হইতে আংটি, ঘড়ি, চেন, গিনি, টাকা ও নোটে দশ-বার সের লইয়া ফিরিয়াছিল। খুড়ো বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে সে আজ তালুকদার হইয়া বসিত। কেহ বলিতেছে —তাহার বাপ 'টিরা' অভিযানে গুলি লাগিয়া মারা যায় ! মৃত্যুকালে সম্বন্ধী উপস্থিত ছিল : গলা হইতে গিনি-ভরা বটুয়া, আর কোমর হইতে আংটি আর চেন ভরা গেঁজে খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া, আমাকে দিবার জন্য শপথ করাইয়া লয়। বেইমান আমাকে তিনখানি গিনি আর দুইটি আংটি মাত্র দিয়াছিল। তাহাদের সে ঝগড়া এখনো চলিতেছে . পঞ্চায়ৎ মিরাট হইতে বুদ্ধু-কাহারকে তলব করিয়াছে,—সে সে-সময় উপস্থিত ছিল ; ইত্যাদি।

ফল কথা,—হতাহতদের পকেট পরিষ্কার আর লুটে লক্ষপতি হইবার পরোক্ষ প্রত্যাশা ছাড়া প্রত্যক্ষ লাভটাও ইহাদের পক্ষে কম লোভনীয় নহে। বিনা ব্যয়ে পর্যাপ্ত আহার, সরকারী উর্দী (অর্থাৎ—কোট, কামিজ, পাজামা, পাগড়ি, টুপি, ওভারকোট, কম্ফটার, জুতা, মোজা, দুখানা কম্বল ইত্যাদি) ; তদ্ব্যতীত দেড়া মাইনে, —সেটা সম্পূর্ণই জমার খাতে থাকিবার কথা,—কারণ বাজার না থাকায় বাজে ব্যয়ের বালাই নাই। কাজের সময় খাটুনি আছে বটে, সেটা নিত্য নয় ; অধিকাংশ সময়টা গান, গল্প, গুড়ুক আর সুবিধামত নেশা-ভাং !

কেহ বলিতে পারেন,—প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কি আছে, সেই প্রাণইত সর্বক্ষণ শমনকে উৎসর্গ করিয়া রাখিতে হয়। সে চিন্তাটা তাহাদের নাই বলিলেই হয় ;

তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথম, ফলোয়ারমাত্রকেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয় না ; তাহাদের অধিকাংশকেই পাঁচ সাত মাইল পশ্চাতে base-এ (প্রধান আড্ডায়) থাকিতে হয়। দ্বিতীয়, সৈন্য নির্মূলান্তে সহচর-সাফাই, এমন সময় তাহাদেব জ্ঞানে ইংরেজের আমলে ঘটে নাই ; Doctor Brydon (ডাক্তার ব্রাইডন্) মুখ-নিঃসৃত doleful (খেদাত্মক) কাহিনীও তাহারা ইতিহাসে পড়ে নাই। আর তৃতীয়, অভাবে স্বভাব নষ্ট, কি ঘটিবে না ঘটিবে, বা কি ঘটিতে পারে, সে-সব চিন্তা সম্বন্ধে তাহারা বেজায় বে-পরোয়া। তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি অবতার বিশেষ, এমন মন্দ কাজ নাই, যাহা করিতে তাহারা পশ্চাৎপদ,—কেহ জেলখালাসী, কেহ গাঁয়ের terror-(আতঙ্ক) স্বরূপ। সকলেই মোড়ল, সবাই সবজান্তা, প্রত্যেকেই ওস্তাদ ;—লড়ায়ে যাওয়াটা তাহাদের সখ বা নেশা এবং বড়ায়ের বস্তু।

অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে ইহারা দিনকতক ভাল খায়-দায়, কাঁসি বাজায়, আর মাতব্বরি করিয়া বেড়ায় ; তখন বেশ দিল্‌দরিয়া মেজাজ। ক্রমে প্রাপ্ত পোশাক পরিচ্ছদ বিক্রয়ান্তে ঋণগ্রস্ত হইয়া পুনর্মূষিক হয়। কিন্তু প্রাণটা ষোল আনাই লড়ায়ের প্রত্যাশায় পড়িয়া থাকে। শকুনীরা সুদূর আকাশ হইতে একবার ভাগাড়গুলা দেখিয়া লয়—কোথাও কিছু আছে কিনা ; ইহারাও সেইরূপ সুদূর হইতে, প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার কোন **cantonment**-এর (সেনা-নিবাসের) আপিসে, লাইনে বা রেজিমেণ্টে সংবাদ লইতে আসে—কোথাও লড়ায়ের সম্ভাবনা আছে কিনা, অন্ততঃ কতদিনে সম্ভব। সামান্য একটু আশ্বাস পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না। নিজেরাই তখন বলে—'কোই না আওয়ে তো—রুশ তো জরুর আওয়েগা ; জার্মানী ভি তৈয়ার হো রহা হ্যায়। আরে ভাই,—আফ্রিদি জিতা রহে তো—জলসা লাগাই রহেগা ;'···ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে এই আলোচনাই সর্বক্ষণ চলিয়া থাকে এবং ইহাতেই পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

হুজুগ, রগড়্ আর মজায় মস্‌গুল থাকাই ইহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। পেটে অন্ন নাই, কিন্তু পাগড়ির মধ্যে ও কানে সর্বদাই রেড-ল্যাম্প সিগারেট গোঁজা আছে : তাহা নেশার ফাউ হিসাবে চলে ! ইহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচ-সাত জন মাত্র—সত্যই পেটের দায়ে, আর সংসার প্রতিপালনার্থ, যুদ্ধযাত্রার সঙ্গী হয়। তাহারা প্রায়ই নিরীহ ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য এবং তাহাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। সরকারী কাজ ছাড়া ঐ-সব জাল-ছেঁড়া পোলো-ভাঙ্গাদের খিদমত খাটিতে ও তাঁবেদারী করিতে, আর মন জোগাইয়া চলিতে তাহাদের প্রাণান্ত হয়। ফলোয়ার-রূপী জীবগুলির পরিচয়—সংক্ষেপতঃ এই।

কিন্তু চীনযাত্রা সংশ্রবে এবার তাহাদের বহু নূতনত্ব আছে; কারণ এবার লীলাক্ষেত্রটা ভারতের বাহিরে,—কাজেই তাহাদের প্রচুর সরঞ্জামে পা বাড়াইতে হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত সরকার বাহাদুর কেবল মামুলি তামাকের ব্যবস্থাই করিয়াছেন,—চরস্, গাঁজা ও ভাংয়ের কথাটা সরকারী সুবুদ্ধিতে জোগায় নাই! ইহারা সে-ভুলটা সম্যক্‌রূপেই সুধরাইয়া চলিয়াছে। এবার—গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে, ভাঁড় (রহস্যকার) জমায়েতভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। মন্দিরা, খঞ্জনি, ঢোলক, তবলা, বাঁয়া, হুড়ুক, ঘুঙুর, সারেঙ্গী,—কিছুরই অসদ্ভাব দেখিলাম না,—রামরাজ্য বলিলে হয়!

জাহাজের নাবিক ও ভৃত্যদের মধ্যে চাটগাঁয়ের মুসলমান ও গোয়ানিজ এই দুই জাতিই ছিল। দেখি—এই শ্রীমান ফলোয়ারেরা ডেক্-প্যাসেঞ্জার হইলেও এক আদ পাপ্‌ড়ি গাঁজা ছাড়িয়া সকল সুবিধাই করিয়া লইয়াছে,—বরফ্ লিমনেড, এমন কি বিয়ারও চলিয়াছে। গাঁজার মহিমা অতলস্পর্শের বক্ষেও ফুটিয়া উঠিয়াছে!

সরকার-নিযুক্ত এই রণযাত্রার রংমহলের এক প্রকার প্রধান পাত্র ছিলেন 'আবদুল্লা'; ইনি খাস্ লক্ষ্ণৌয়ের আমদানী—চতুর-চূড়ামণি, রহস্যরসিক ও অনুকরণ-বিদ্যা-বিশারদ। আকার-প্রকার ভাবভঙ্গীতে, ছিপ্‌ছিপে ও ছুঁচোলো—খাঁটি-রজার্-মেকার্! এক দিনেই সে একটা সহর-শুদ্ধ লোকের পরিচিত হইবার ক্ষমতা রাখে।

[১৮]

সন্ধ্যার পর আমাদের চায়ের বৈঠক্ বসিয়াছে, দত্তজাও উপস্থিত আছেন। তিনি যে কেবল বক্তৃতায় চা'পানের বিরোধী ছিলেন তাহাই নহে, বাড়ীতে চায়ের চিহ্নমাত্রও রাখিতেন না। পরের ধন বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক,—অধুনা জাহাজে ওটা আহার হিসাবেই গ্রহণ করেন—পরিমাণও ভোজনানুরূপ। (তখন দেশে—'চা পান করিলে হয় তৃষ্ণা নিবারণ' ইত্যাদি লিপ্‌টন্ সাহেবের চতুর্দশপদীর পদার্পণ ঘটে নাই, নচেৎ দত্তজা কখনই বাড়ীতে সাহেবের কথার অবমাননা করিতে পারিতেন না।)—আমাদের চায়ের মজলিস চলিয়াছে, এমন সময় আবদুল্লা আসিয়া খুব আদব-কায়দা-দুরস্ত অভিনব অভিবাদন নিবেদন করিয়া বড়বাবুকে বলিল—'হুজুর কদরদান হাঁয়, গুস্তাকি মাফ কিজিয়ে—হুকুম্ হোয়ে তো আজ কুছ দেখায়েঁ—শুনায়েঁ'। 'আবদুল্লার উপর দত্তজার বিষদৃষ্টি ছিল। আবদুল্লার কথায় হাড়ে চটিয়া চাপা গলায় 'রাস্‌কেল্'

বলিয়াই তিনি মুখ ফিরিয়া বসিলেন। আবদুল্লার এই অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে বোসজা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া তাড়াতাড়ি খুব মোলায়েম সুরে বলিলেন—'আবদুল্লা, আজ আমার শরীর ভাল নেই, এখুনি শোব ভাবছি, আজকে থাক বাবা। তুমি দুঃখিত হয়োনা, চীনে পোঁছে যত পারো শুনিয়ো ;—আমার এসব শোনবার খুব সখ আছে।' ইত্যাদি বলিয়া আবদুল্লার নিকট রেহাই পাইলেন ও তাহাকে বিদায় করিয়া বাঁচিলেন। বুঝিলাম—বোসজার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। আমিও চঞ্চল হইয়া উঠিযাছিলাম, বাঁচিলাম। বোসজা তখন হাসিয়া বলিলেন—'আমাকে আজ সকাল সকাল শুতেই হবে!' শুনিয়া দত্তজা উত্তেজিতভাবে বলিলেন—'আপনি ঐ beastকে (পশুটাকে) ভয় করেন নাকি ? বেটাকে হাঁকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।' বোসজা বলিলেন—'শুধু আমরা নয় দত্ত, স্বয়ং যম ভয় করেন, ওদের ঘাঁটাতে নেই।'

যাহা হউক এই শ্রেণীর জীব বাংলা দেশে বিরল। গৌরব কি অগৌরবের কথা—ঠিক বলিতে পারি না,—কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে আজিও কেহ ফলোয়ার বা কুলি হইয়া, কোন অভিযানের সহিত গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। হইতে পারে—তাহাদের তেমন অন্ন-কষ্ট নাই ; হইতে পারে—তাহারা তেমন adventurous (ডানপিটে) নহে, বা অপেক্ষাকৃত ভীরু ; হইতেও পারে—বঙ্গদেশের ইতর সাধারণের আত্ম-সম্মান জ্ঞানটা একটু সজাগ, কারণ বাংলাদেশের মুটে-মজুরকেও ইহাদের 'মেড়ো' বলিয়া উপেক্ষা ও উপহাস করিতে শুনিতে পাই। যে কারণেই হউক, বাংলার ইতর-সাধারণ ও শ্রমিকেরা আজিও অতটা চরিত্রহীন হইবার সুযোগ পায় নাই।—বাঙ্গালী-রেজিমেণ্ট থাকিলে সম্ভবতঃ ইহাদেরও ফলোয়াররূপে দেখিতে পাইতাম। ঊনপঞ্চাশের উমেদারি-উপসর্গটা উবিয়া গিয়া সে বালাই ঘুচিয়া গিয়াছে।*

গত জর্মান-যুদ্ধে উক্ত মূর্তিমানেরা নিশ্চয়ই ফলোয়াররূপে গিয়া থাকিবে। এই ফক্কড়েরা ফ্রান্সে যে কি ফার্স অভিনয় করিয়াছে, ও ভারতের কি পরিচয় রাখিয়া আসিয়াছে, তাহা অবশ্যই কেহ না কেহ লিপিবদ্ধ করিবেন। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ফরাসী ফলোয়ারদের মধ্যে ইহারা অন্ততঃ দশ-বিশজনকেও গেঁজেল না বানাইয়া ফেরে নাই।

* **Dr. S. K. Mullick's No. 49 Bengali Regiment.**

কখন যে সেই প্রলয়-পয়োধি—বিশ্বের বিরাট ঐশ্বর্য—প্রশান্ত মহাসাগর সরিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতেও পারি নাই ! প্রাতে দেখি—ইনি ত তিনি নন, এ-যে দেখি শ্যামা সুনীলবরণা ! সে বিশ্বগ্রাসী বারিধির চিত্ত-বিহ্বলকারী গাম্ভীর্য কোথায় ! এ-যে গায় পড়িয়া ঝগড়া করিতে আসে ! তরঙ্গগুলি বঙ্গোপসাগরের অনুকরণেচ্ছু, কতকটা তাঁহারই cheap edition (সস্তা সংস্করণ) ; -ইনিই Chinese Sea বা চীন সমুদ্র।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। অনুকূল বায়ু পাইয়া পাল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বায়ু ও বাষ্প সাহায্যে জাহাজও দ্রুতবেগে চলিয়াছে, দুরন্ত তরঙ্গ তাহার গতিভঙ্গ করিতে পারিতেছে না। কলের জাহাজে (Steamship-এ পাল তোলাটা নিত্য কর্মের মধ্যে নহে, তাহা অনুকূল বায়ুর অপেক্ষা করে ; এই ২২।২৩ দিনের মধ্যে ৫।৭ দিন মাত্র পালের সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে, আকাশটা স্বচ্ছ পাইয়া সকলের মনগুলাও আজ যেন স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিতেছে। ইউরেসিয়ান group (দল) শিস্ দিয়া বেড়াইতেছে ; মাঝে মাঝে পেণ্টেলুনের পকেটে হাত পুরিয়া ডিঙ্গি মারিয়া মোড় ফিরিতেছে—কেহ সুর তুলিয়া দু'পা নাচিয়াও ফেলিতেছে, সকলের মুখেই হাসি ফুটিয়াছে ; অনেকেই গুণ্ গুণ্ রব তুলিয়াছে, জাহাজ যেন আজ মধুচক্র ! আমাদের লক্ষ্ণৌয়ের আবদুল্লা ভৈরবী ধরিয়াছে—'মো-রি নেইয়া পা-রে লাগা'। সময় সুর ও ভাবের সম্মিলনে অনেকেরি কানে ও প্রাণে টান পড়িয়াছে। এই—মেঘ বৃষ্টি, বজ্র বায়ু ও কুয়াসার রাজ্যে, বাস্তবিকই এমন দিন অল্পই আসে।

স্নানান্তে জলযোগ ও চা-পান সারিয়া উপরের ডেকে বসিয়া কথাবার্তা চলিয়াছে ; এমন সময় চাটুয্যে আসিয়া তাহার হাত দেখিবার জন্য মজুমদারকে ধরিয়া বসিল। মজুমদার বুঝিল, এ পঞ্চাননের কান্ড। সে কোনরূপ প্রশ্ন বা ইতস্ততঃ বা ওজর না করিয়া অতি সহজ-গম্ভীর ভাবেই বলিল,—'দেখ চাটুয্যে, যদি হাসি-তামাসার কথা না হয়—যথার্থই কিছু জানতে চাও ত' বাঁড়ুয্যেকে হাত দেখাও। আমি ও'রই কাছে দু'চারটে রেখা সম্বন্ধে কিছু শুনেছি মাত্র,—সে বিদ্যেতে কারুকে কিছু বলা চলেনা ভাই, উচিতও নয়।' কথাগুলি মজুমদার এমনভাবে বলিল যে তাহার উপর চাটুয্যেরও কথা চলে না, আমারও অব্যাহতি মেলে না, কাজেই অবস্থাটা অনুমান করিয়া লইয়া, চাটুয্যে কিছু বলিবার পূর্বেই তাহার হাতটা টানিয়া লইয়া বলিলাম—'দেখি'।

চাটুয্যে মহা খুসী হইয়া বলিল—'বাঁড়ুয্যে মশাই জানেন—তবে আর কি!' পঞ্চানন বলিল—'কেন? উনি কি বলবেন—তুমি রাজা হবে!' চাটুয্যে বলিল—'না, তা কেন, তাহলে যখন তখন'—কথা শেষ করিতে না দিয়াই, পঞ্চানন বলিল—'হ্যাঁ, তা বটে, আয়েসার হাত কিনা, উনি যখন-তখন না-দেখে থাকতেই পারবেন না। 'হাত ত নয়'—কর-কণ্টকমল, যেন এক ছড়া কাঁচ্‌কলা পোড়া!'

পঞ্চাননের জন্য মধ্যে মধ্যে সকলকেই মহা অশোভন অবস্থায় পড়িতে হইত, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল,—বড়বাবু পর্যন্ত বেসামাল হইয়া পড়িলেন। চালা ঘরে আগুন লাগিলে বাঁশের গাঁটগুলো যেমন মাঝে মাঝে সশব্দে ফাটে, হাসিটাকে চাপিতে গিয়া সেটাও মধ্যে মধ্যে নানা সুরে ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আমার অবস্থাটা বলিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা বুঝিয়া লইতে বলাই ভাল। একটু ক্রুদ্ধভাবে পঞ্চাননকে বলিলাম—'তুমি উঠে যাও ত', সামুদ্রিকটা ঠাট্টা-তামাসার সামগ্রী নয়।' সে বলিল—'মাপ করুন, আর আমি একটি কথাও কইব না।' পঞ্চাননের বিদ্রূপটা চাটুয্যেকে বড়ই বাজিয়াছিল, সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'উঃ, নিজে কি কাশ্মীরী কানাই!' চাটুয্যের মুখে এই অপ্রত্যাশিত পদটি পাইয়া আমরা সকলে আশ্চর্য ত' হইলামই, পরন্তু, অবস্থাটা সামলাইয়া লইবার জন্য ততোধিক হাসিলাম ও বাহবা দিলাম এবং বলিলাম—'খুব বলেচ চাটুয্যে,—'বিলিতী বলরাম' বলতেও পার।' তাহাতে চাটুয্যের নির্বাণোন্মুখ উৎসাহটাকে ফিরিয়া পাওয়া গেল; নচেৎ আমার সামুদ্রিক বিদ্যাটা আজিকার মত সমুদ্রেই ডুবিয়াছিল। আর অধিক বাড়াবাড়ির অবসর না দিয়া বলিলাম—'আহারের পব বারবেলা পড়ে যাবে, এখন অমৃত যোগ যাচ্ছে—তার গা ঘেঁশে রয়েছেন সুতহিবুক, শুক্রও গোচরে আছেন, এই সময় দেখাই ভাল।' চাটুয্যে তাড়াতাড়ি বাঁ-হাতটা বাড়াইয়া দিল! তার বহুভাগ্য যে পঞ্চানন সেটা লক্ষ্য করে নাই।

একটা কথা পূর্বে বলা হয় নাই; মূর্তিটা সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও চাটুয্যের কথাবার্তা ও স্বভাবে কতকটা মেয়েলিভাব ছিল। 'ওমা!'···'কি হবে মা!' 'মুখপোড়া', প্রভৃতি মহিলাসুলভ শব্দ সে সর্বদাই ব্যবহার করিত। আমি সত্বর তার ডান হাতটা টানিয়া লইয়া নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। দেখার ত' কোন প্রয়োজনই ছিলনা, প্রয়োজন ছিল নিজের ফাঁড়া কাটানোটা। চাটুয্যের 'চেটোর' প্রতি চাহিয়া, চক্ষু দেখিল—কোম্পানির আমলের সেই সিংহাদির আস্ফালিত লাঙ্গুল আর পদাদি পল্লবিত একটি ডবল পয়সার মক্স! জমিটা তাম্রবর্ণ, আর রেখাগুলি কৃষ্ণাভ। কখন একাগ্র, কখন তীব্র দৃষ্টির পর, ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া বলিলাম—'একি, মস্ত বড় জলে ডোবার ফাঁড়া যে! কেটে গেছে ত!' চাটুয্যে আশ্চর্য হইয়া বলিল—'সে—পুনর্জন্ম বল্লে হয়,—

ঘোষালদের পুকুরের ওপারে একটা শজনেগাছ ঝুঁকে পড়েছিল ; শজনে খাড়া পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙ্গে গভীর জলে একদম তলিয়ে গিছলুম। সাঁতার জানি না, একেবারে পাঁকে গিয়ে ঠেকি!' পঞ্চানন ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—'কেউ আবার তুল্লে নাকি?' শুনিয়া ভাবিলাম—আবার কি ঘটায়। চাটুয্যে কিন্তু সহজ ভাবেই উত্তর করিল,—'নিমে কাওড়ার বউ ভাগ্যিস দেখতে পেয়েছিল, সে ছুটে এসে অনেক কষ্টে তোলে।' এই পর্যন্ত শুনিয়াই নিতান্ত নারাজ ভাবে 'হা—রাম্‌জাদি!' বলিয়াই পঞ্চানন উঠিয়া গেল। কথাটার ভাবগ্রহণে বাধা দিয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—'দেখে আমি বড় ভয় পেয়েছিলুম চাটুয্যে ; ও মারাত্মক ফাঁড়াটা যদি পুকুরেই কাটিয়ে না আসতে, তা হলে সকলকেই আজ ফাঁশিয়েছিলে আর কি ; এই অকূল সমুদ্রে ওটা সকলকেই মাথা পেতে নিতে হ'ত। সূর্যসিদ্ধান্ত-মতে—সঙ্গের প্রভাব বড়ই প্রচন্ড, ওতে 'সঞ্চারীগ্রহ সঙ্গম' অনিবার্য ; তখন বিপদটার সঞ্চার সকলের মধ্যেই সমান ভাবে হয়। যেমন নিজে চুরি না করলেও, চোরের সঙ্গে থাকলেই সমান সাজা ভোগ করতে হয়,—যাক্ ভগবান রক্ষে করেচেন।' এই সময় মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা পড়িল, আমি বাঁচিলাম। কেবল চাটুয্যের প্রীত্যর্থে বলিলাম—'এসব বিষয়ের আলোচনা প্রাতে শুদ্ধচিত্তে করাই প্রশস্ত, পঞ্চাননের মত অবিশ্বাসীর সামনে একেবারেই নিষিদ্ধ। চীনে না পেঁছুলে একান্ত হতে পারব না, সেই সময় দেখিও।' চাটুয্যে আমার বিদ্যাবত্তায় আশ্চর্য ত' হইয়াইছিল, এখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—'সেই ভাল বাঁড়ুয্যে মশাই, ও অনামুকোর সামনে আর নয়।' বড়বাবু গম্ভীরভাবে কথাটা অনুমোদন করিয়া বলিলেন—'শাস্ত্রীয় বিষয়ে তা' করাও উচিত নয়।' তখনকার মত আসর ভাঙ্গিল। দত্ত কিন্তু আমাকে একান্তে পাইয়া বলিল—'তোমার যে Chiromancy জানা আছে তা জানতুম না—আমার হাতটাও একদিন দেখতে হবে, কারুর সামনে কিন্তু নয়। ও সায়েন্সটায় আমার বিশ্বাস আছে।' আমি একটু হাসিলাম মাত্র। দত্তর মত লোকের কাছে আমি এটা আদৌ আশা করি নাই।

[২০]

জাহাজে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত রাজনীতি চর্চাটাও চলিয়াছিল ; মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই শয্যা লওয়া যাইত, আজও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বেলা তিনটার পর পঞ্চানন ব্যস্তভাবে আসিয়া সংবাদ দিল—'সুবিধে নয়, উঠে পড়ুন ; আকাশ আর বাতাসের আয়োজন দেখে বোধ হচ্ছে একটা বড় রকম কিছু আসছে ; ওপরে হৈ চৈ পড়ে গেছে।'

পঞ্চাননের কথায় হঠাৎ কেহ প্রত্যয় করিয়া ঠকিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু চাহিয়া দেখি যেন সন্ধ্যা উপস্থিত : জাহাজও গা-নাড়ার রিহার্সেল্ আরম্ভ করিয়াছে। এই ভাবটা নিদ্রোত্থিতের প্রাণে সহসা ও সহজেই একটা ভয়ের ছায়াপাত করিল। সেই অসংযত অবস্থাতেই সকলে সত্বর উপরের ডেকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে ত্রাসে তটস্থবৎ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মাথার উপর স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে

'দানবী এলায় তার মেঘময় বেণী।'

চপলা ছুটাছুটি করিয়া আকাশকে ফালা-ফালা করিয়া চিরিতেছে, আর মুহুর্মুহু গুরু গর্জন! বায়ুর গতির মতিস্থির নাই, প্রবল ঘূর্ণীর মত এক একবার সাড়া ও নাড়া দিয়া যাইতেছে; বৃষ্টি আসন্ন। নীচে সমুদ্র রুদ্রমূর্তিতে সাজিতেছেন। জাহাজের উপর মানুষের শিক্ষা ও সামর্থ্য মত সময়োচিত সাবধানতা অবলম্বিত হইতেছে। উপরের ক্যাম্বিসের ছাত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, কল-কব্জা ভাল করিয়া কসা হইতেছে, কোথাও শক্ত বাঁধন দেওয়া হইতেছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব স্বয়ং পরীক্ষায় ও পরিদর্শনে ব্যস্ত।

সকালে স্বচ্ছ আকাশ ও অনুকূল বায়ু পাইয়া যে পাল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বৈকালে সহসা বিপৎসঙ্কুল প্রতিকূল বায়ুর আবির্ভাবে সত্বর সেই পাল গুটাইবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত। এ-ত আর পান্সির পাল নয় যে, যে-কেহ তাহা একাই মাস্তুল সমেত তুলিয়া সামলাইয়া নিশ্চিন্ত হইবে। যিনি যত বড়, তাঁর বিপদ আর ঝঞ্ঝাটও তত বড়। এঁরা একখানি যেন জটায়ুর ডানা। দেখি, সেই ঝড় ও আসন্ন বিপদের মুখে বোধ হয় বিশ জন লোক—কেহ দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া, কেহ রশি ধরিয়া, কেহ অভ্রভেদী মহাদ্রুমে যাত্রা করিয়াছে,—মহাযাত্রা বলিলেই ভাল হয়। এই সঙ্কটসঙ্কুল কার্জটির জন্য boyএরাই (ছেলে ছোকরারাই) অধিক উপযোগী। 'ডান্পিটে' আখ্যাটা এস্থলে পুরো প্রশংসাবাচক ও গৌরবাত্মক! জাহাজ ঘন ঘন পাশমোড়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে; মাস্তুলগুলি এক মুহূর্তও আর যথারীতি সমকোণের উপর থাকিতেছে না,—স্থূল ও সূক্ষ্ম কোণই টানিতেছে। ভাব দেখিয়া মনে হয়, ক্রমে সমুদ্র-চুম্বনের চেষ্টা পাইতে পারে। এই অবস্থায় নাবিকেরা কিন্তু মাস্তুলের বাহুর উপর উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে ও দড়ি টানিয়া ভাঁজে ভাঁজে সেই অতিকায় পাল-গুলিকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া সংক্ষেপ করিয়া আনিতেছে! সন্নিকটে পাইবামাত্র সেই বাহুদণ্ডে বুক এবং শূন্যে হস্তপদ, এই অবস্থায় প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে, জল হইতে ন্যূনাধিক ৬০ ফিট ঊর্ধ্বে, সেই ভীষণ পালগুলিকে,—যথাসম্ভব নয়, যথারীতি

সুসংযত ও শোভন করিয়া গুটাইয়া বাঁধা আরম্ভ হইল! এই ব্যাপার অতিবড় সাহসীর পক্ষেও স্থিরচিত্তে দেখা সম্ভব নয়। এমন সময় 'বেয়নেট চার্জ' বা শর-নিক্ষেপের মত সবেগে বৃষ্টিধারা আসিয়া পড়িল। একে ত মাস্তুলের উপর মানুষ-গুলিকে মর্কট পরিমাণ দেখাইতেছিল, এখন বৃষ্টির মধ্যে তাহাদের লক্ষ্য করাই দুষ্কর হইল। ভাবিলাম, এ-ঝড়ে তাহারা স্খলিত ও স্থানচ্যুত হইবেই ; যদি জলে পড়ে ত তুলিবার চেষ্টা চলিতেও পারে ; জাহাজের উপর পড়িলে মাত্র পাজামাটির পাত্তা পাওয়া যাইবে। এই কথা মনে হইতেই মাথাটা বোঁ করিয়া উঠিল, ঊর্ধ্বে চাহিবার আর সামর্থ্য রহিল না। পঞ্চানন বলিল,—'বেটারা কি মুখ্যু, হুস্ ক'রে টেনে নিয়ে পুঁটলি পাকিয়ে রেখে নেবে আয়না বাপু!'

আমরাও সামরিক বিভাগে কাজ করি, সে-বিভাগের আদেশ আর নিয়মানুবর্তিতা যে কিরূপ কড়া তাহাও জানি ; কিন্তু নৌ-বিভাগ নাকি এ-সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ—'তেকার্ বাপ্।' শমনের সন্নিকটবর্তী এই মাস্তুল-মর্কটগুলির এমন ক্ষমতা বা সাহস নাই যে, পালগুলিকে রীতিমত সৌষ্ঠব-দুরস্ত চোস্ত ও শোভন করিয়া না-বাঁধিয়া নামিয়া আসে। এই আসন্ন মৃত্যুমুখেও পালের কোনখানে একটু কোঁচ্ বা ঝুল রাখিয়া অর্থাৎ অশোভন অবস্থায় রাখিয়া নামিবার যো নাই। যে জাতের মৃত-দেহ গোরস্থ করিবার পূর্বে প্রসাধন অপরিহার্য, চুল ফেরানো চাই, কামিজের কফ্ কলার না মোচড় খায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা চাই, তাহাদেরই এই ভীষণ ভব্যতা সাজে ;—ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ক্লিওপেট্রা মৃত্যুমুহূর্তেও তাঁহার মুকুট না তিলমাত্র স্থানচ্যুত হয় বা বে-মানান ভাবে একচুল বাঁকে, সে-সম্বন্ধে সম্যক সজাগ ছিলেন। আর আমাদের? পরম আত্মীয় ও সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমই আমাদের শ্রীমুখে খড়ের নুড়ো জ্বালিয়া দিয়া এবং শ্মশান-পক্ক পিণ্ড, (যাহা বোধ হয় কুক্কুরেরও অভক্ষ্য) তাহাই বদনে দিয়া বিদায় করে। নিশ্চয়ই ইহার শাস্ত্রীয় তাৎপর্যের এবং তারিফের অভাব নাই—তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও থাকিতে পারে। মিথ্যা স্বপ্নের আবার এত রোশনাই, এত সৌষ্ঠবসাধন কেন? কিন্তু "পোড়ারমুখো দেবতার ঘুঁটের ছাই নৈবিদ্যিই শোভন,"—এই প্রবচনটাই বোধ হয় সুপ্রয়োগ। ক্ষমা করবেন,—না হয় একটা সত্য ঘটনা শুনুন :—

জমিদার বাড়ির সম্মুখ প্রাঙ্গণে মতি রায়ের যাত্রা। ক্ষুদ্র গ্রামখানি আনন্দান্দোলিত। আসর দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। সুন্দর সামিয়ানামোড়া ম্যারাপ, ম্যারাপের থামগুলিতে সালুর উপর দেবদারু পাতার বেড়, তাহাতে জোড়া-সেজের দেলগিরি,—তন্নিম্নে পুষ্প-মাল্য বেষ্টনে সুন্দর চিত্র সকল। আসরের মধ্যে ষোলটি ঝাড় ও তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে বিবিধ বর্ণের বেললাণ্ঠান। মাথার উপর বেল-ফুলের মালারজাল (net-work)। নীচে মেঝেয় ৪।৫ মণ ওজনের প্রকাণ্ড একখানি মূল্যবান গালিচা পাতা। গ্রামস্থ ইতর ভদ্রেরা খুবই হামরাই ;—পান গুড়ুক আতর গোলাপের ছড়াছড়ি। চারিদিকেই প্রফুল্লতা, কেবল গ্রামের দেবদারুগাছগুলি যেন প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া ফিরিয়াছে।

অভিনয়—'রাবণবধ'। অনিন্দ্যসুন্দর আসর আর সমঝদার শ্রোতা পাইয়া, মতি রায় মহাখুসী হইয়া অষ্টাদশ পুরানের কোন কথাই বাদ দিলেন না ! লম্বা লম্বা উপদেশ ও 'সার্মনে' যুবকদের সুধরাইয়া বৃদ্ধদের কাঁদাইয়া, বালকদের বিরক্ত করিয়া, বাহবা আর বায়নার টাকা লইয়া বিদায় হইলেন।

কোন বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, বা কোন কাজের কথা কওয়া বা শোনা, জমিদারদের রীতি নহে ; তাহা লজ্জার কথা, তাহাতে সম্মান সম্ভ্রম খাটো হয়। তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যখন জরিজড়ানো বৃহল্লাঙ্গুল সদৃশ ফুরশির নল লোকের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল, আসরে তখন বেলফুলের মালা ছেঁড়াছেঁড়ি ও কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। তাহাতে দু'তিনটা ঝাড়ের অঙ্গহানি ঘটিল, কয়েকটা লাণ্ঠান ভাঙ্গিল, দু'চারখানা ছবি অন্তর্হিত হইল। পরে পাইক, ভৃত্য, ইতর ভদ্র অনূ্যন পঞ্চাশ জন মিলিয়া যে-যেখানে পাইল, সেই মহা-গালিচাখানি ধরিয়া, একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে-পিণ্ড পাকাইয়া ফেলিল, এবং হৈ হৈ শব্দে তাহাকে টানিয়া আসর-সংলগ্ন নহবৎখানার নীচে তাহার মহাযাত্রা সমাধা করিল। সদ্‌গতির উপায়গুলি তাহার মধ্যেই রহিয়া গেল, যথা ছেঁড়া মালা, টাকপড়া ফুলের তোড়া, সশাখা দেবদারু পত্র, গুড়ুকের গুল, টিকের ছাই, আর সহস্রাধিক লোকের জাতি-সমন্বয়ানুকূল পদ-রজ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফরাশেরা ঝাড়-লাণ্ঠান প্রভৃতি খুলিয়া গুদামে পুরিল, —বিকলাঙ্গগুলির কোন ব্যবস্থাই হইল না,—কখন হইবার আশাও নাই, কারণ তাহা বাতিল হওয়াই গৌরবাত্মক। সপ্তাহখানেক রোদবৃষ্টি হিমে পাকিবার পর দশভূতে টানাটানি করিয়া, সামিয়ানাখানায় লম্বা লম্বা ফাড়া দিয়া নামাইয়া সেই নহবৎখানার নিম্নতলেই সমাধি দিয়া আসিল।

গ্রামের লোকের ক্রিয়াকর্মে জমিদার বাড়ীর জিনিসপত্রই আসিত; এ-সম্বন্ধে তাঁহাদের ঢালা হুকুম ছিল। মাস পাঁচছয় পরে একটা বিবাহ উপলক্ষে আবশ্যক হওয়ায়, গালিচা ও সামিয়ানার খোঁজ পড়িল। কবর হইতে টানিয়া বাহির করিবার পর, (resurrection-এ) দেখা গেল, উভয়েরই প্রায় তৃতীয়াংশ উই-এর উদরস্থ হইয়াছে। তদুপরি ফালার লম্বা লম্বা দৌড় দেখিয়া, সামিয়ানাখানিকে ফাজিল গুদামে ফেলিবার হুকুম হইল। গালিচাখানির গর্ভে ঊনিশ অক্ষৌহিণী উই; পদ-রজ ও উইমাটিতে মণদেড়েক্; আদমণটাক্ জঞ্জাল; সর্বোপরি রাজজোটক—একটি আস্ত সচর্মক কুকুর-কঙ্কাল পাওয়া গেল। মতি রায়ের যাত্রায় মুগ্ধ হইয়া কুকুরটি বোধ হয় গালিচার উপরই গা-ঢালিয়া দিয়াছিল। সেখানি গুটাইবার সময় কোন হাম্‌রাই রসিক একটা মস্ত মজা হিসাবে সেই ভীম-গালিচার কতকটা বোধ করি তাহার উপর চাপা দেয়, অন্যান্য রথীরাও সত্বর এই পুণ্যকার্যে যোগদান করিয়া নিজ নিজ অঞ্জলি দিয়া থাকিবেন। অসহায় নিরপরাধ জীবটি তাহার মধ্যেই জীবলীলা সমাপ্ত করিতে বাধ্য হয়;—তাহার কাতর নিবেদন সেই ইরাণী-ব্যূহ ভেদ করিয়া বিজয়ী বীরগণের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অপর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই।

এই বীভৎস দৃশ্য প্রকাশ হওয়ায় অশিক্ষিতে 'আহা'ও বলিল, 'ছি-ছি' ও করিল। শুনিয়া একজন ভদ্রপণ্ডিত বলিলেন—'ভগবানের কার্যকলাপ মনুষ্যবুদ্ধির অনধিগম্য; হইতে পারে—পরস্ত্রী-হরণরূপ মহাপাতকের জন্য রাবণ কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। মহাভক্ত মতি রায় তাহা জানিতে পারিয়া রাবণ-বধের ছলে এই কুক্কুরটি বধের পথ করিয়া দিয়া রাবণের উদ্ধারোপায় করিয়া গিয়াছিলেন'—ইত্যাদি। যাহা হউক, পরিশেষে গালিচাখানি গো-শকটারোহণে যাত্রা করিয়া গঙ্গাগর্ভে সদ্‌গতিলাভ করে। মহতের সঙ্গে থাকায় কুক্কুরটিও যে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে হিন্দু মাত্রেরই সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারেনা।

শূন্যে প্রবল ঝঞ্ঝামুখে, মৃত্যুদোলায়, নাবিকদের পাল গুটাইবার পারিপাট্য, আর ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া আমাদের গালিচা গুটাইবার দুর্দশাটা আমাদের কর্তব্যনিষ্ঠার অনুমান সৌকর্যার্থে পাশাপাশিই দিলাম। এটা আমাদের অসীম ঔদাস্য, কি অযোগ্যতা ও অক্ষমতা, বা প্রকৃতির পরিচয় তাহা পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন।

যাহা হউক, এসব কথা সে-সময় মনে আসে নাই। বিপদটাও সারা বুকটা অধিকার করিয়া বসিবার সুযোগ পায় নাই; আমি কেবলই ভাবিতেছিলাম—'এরা নেবে এলে বাঁচি'। ইতিমধ্যে ঝড়বৃষ্টি এতই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ও সমুদ্র এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, চাটুয্যেকে সামলাইরা লইয়া বোসজা ও মজুমদার নীচে চলিয়া

গিয়াছেন। বিশেষ কোন উৎসব-রজনীর মত, বৈদ্যুতিক আলোগুলিকে উজ্জ্বলতর ও সংখ্যায় অধিক করা হইয়াছে। চিফ্ সাহেব ও কাপ্তেন সাহেবের সহকারী যুবকদ্বয় হাঁটুর উপর পেণ্টালুন গুটাইয়া খালি-পায়ে ছুটাছুটি করিতেছেন। ঝড় ও বৃষ্টির সমগ্র বেগটা তাঁহাদের শরীরের উপর দিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া এইরূপ জানাইল—কাপ্তেন সাহেব এতক্ষণ নিজেকে লোহার খুঁটির সহিত, চামড়ার বেল্ট্ দিয়া বাঁধিয়া এই ঝঞ্ঝার মধ্যে 'টাওয়ারে' দাঁড়াইয়া দূরবীণ কসিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে ড্রম-পাইপে মুখ দিয়া সহকারীদের কি বলিতেছিলেন। দূরবীক্ষণ আর কাজ করিল না, সার্চ্ লাইটের অর্ডার দিয়া যে কোথায় গেলেন, দেখিতে পাইতেছি না। চিফ্সাহেবও দেখিতেছি মাস্তুলের উপর হইতে মাল্লাদের সত্বর কাজ সারিয়া নামিয়া আসিবার জন্য ঘন ঘন বলিতেছেন।

ঠিক এই সময় মাল্লারা আদ্মরার মত অবস্থায় নামিয়া আসিল ; চিফ্ সাহেব তাহাদের সঙ্গে লইয়া নীচে গেলেন। আমার বুকের উপর হইতে যেন একখানা পাথর সরিয়া গেল ; চমক্ ভাঙ্গিয়া পরমুহূর্তেই সমস্ত দৃশ্যটা আপাদমস্তক কাঁপাইয়া দিল, আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। সঙ্গীদের সান্নিধ্য পাইবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। লোকে বিপদের সময় আপনজন খোঁজে ; এই স্বজনহীন সুদূর সমুদ্রবক্ষে সঙ্গীরাই পরমাত্মীয়। লোকে যখন তখন বলিয়া থাকে, 'আমরা কি জলে প'ড়ে আছি ?' হায় রে মানুষের দর্প ! সেদিন আমরা যে কতখানি জলে পড়িয়াছিলাম, তাহা অন্যের অনুমানের বহু ঊর্ধ্বে। আমার নিজের স্মৃতিই আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

[২২]

তখন আর কাহারো ওঠা-নামার সাধ্য ছিল না ; বহু কষ্টে সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া নীচে নামিলাম, পঞ্চানন আমার আগেই নামিয়া গেল। সিঁড়ির নীচেই একজন নাবিককে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি রকম বুঝচো,—এটা গোলমেলে ঝড় নয় ত ?' উত্তর পাইলাম,—'এই ত আসল টাইফুন্, চীন সমুদ্র ত এই দুষমনের জন্যেই মসুর ; এখানে টাইফুন্ হামেশাই লেগে আছে। জানের মায়া রেখে এ-সব দরিয়ায় আসা চলে না।' আমাকে পশ্চাতে না পাইয়া এই সময় পঞ্চানন ফিরিয়া আসিল। সে ফিরিবার সময় দেখিয়াছিল,—আমাদের কথা হইতেছে ; তাই আসিয়াই বলিল—'কি আপদ, করেছেন কি ? পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন ; এ যে সেই আপনার

হংকং-এর কলম্বস !' লোকটা পঞ্চাননের কথা বুঝিতে পারে নাই ; আলো-আঁধারে লাগায় আমিও লোকটাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই। যাহা হউক, এবার মিঞা নিজেই বলিয়া চলিল,—'আমাদের কাপ্তেন সাহেব খুব পাকা লোক, এই 'ক্লাইভ'কে তিন-তিনবার সাংঘাতিক ঝড় থেকে বাঁচিয়েছেন, সে-সব ঝড়ের একটা আওয়াজেই লোক অজ্ঞান হয়ে যায়। 'ক্লাইভ' নিজেও খুব লক্ষ্মীমন্ত—ডুবতে জানে না ; তানা ত আজ ৪।৫ বছর আগে আরব-দরিয়ায় সে ঝড় থেকে বেঁচে এসেছে, সে এক আজব কথা। সে-দিনের কথা মনে হ'লে আজো বুকের পাঁজর কেঁপে উঠে।'

এই সময় একটা ঝাপ্‌টায়, রেলিং ধরিয়া কোন প্রকারে সামলাইয়া গেলাম, পঞ্চানন পড়িয়া গেল। সারেংজি থামিল না, বলিল—'ঝড়টা মামুলী রকমের হ'লে এ-সময় কাপ্তেন সাহেব গির্জাঘরে ঢুকতেন না, এটা আমরা বরাবরই লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি।' পুনরায় একটা গোঁ গোঁ শব্দে জাহাজকে মিনিট দুই একপেশে করিয়া রাখিল, আমরা কাঠ হইয়া রহিলাম ; জাহাজ সোজা হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস পড়িল ! সারেংজি গম্ভীরভাবে বলিল—'হুঁ, সেই জাতেরই বটে।' পঞ্চানন আমাকে আর দাঁড়াইতে দিল না, যাইতে যাইতে বলিল,—'যত দাঁড়াবেন, ও বুড়ো ততই অন্তরটিপুনী দেবে, ওর স্বভাবই ঐ। আমি ওর কথায় বিশ্বাস করি না ; সে-দিন ও-ই না বলেছিল—ঝড়ের সময় বন্দরে থাকাটাই বেশী বিপজ্জনক ! বেটা জাহাজী দুর্বাসা !' ভয় পাইলেও পঞ্চানন তখন তার ভাষা বদলায় নাই।

আত্মীয়ের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে যেমন তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দালানে বা রোয়াকে আনা এবং সকলে বিমর্ষমুখে ঘিরিয়া বসাটাই নির্বাণ-পর্বের প্রথম চ্যাপ্‌-টার, নীচে আসিয়া দেখি, আমার সঙ্গীরা চাটুয্যেকে ঘিরিয়া কেবিনের বাইরে সেইভাবে জমায়েত্‌ ! আমরা উপস্থিত হইতেই, সকলে যেন একটু সাহস পাইলেন ; আমিও দল পাইয়া বল পাইলাম। বোসজা বলিলেন,—'খুব যাহোক্‌ চাটুয্যেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে কোথায় ছিলেন বলুন দিকি ? এখন নিন্‌ আপনার Charge,—কেঁদেই অস্থির, বলে—আমার যে পাঁচটি মেয়ে ! হরিপদ সবার ছোট, সেও স্থির রয়েছে। বিপদ ত অস্বীকার করবার যো নেই, কিন্তু কেঁদে কি কোরব।'

আমার অপেক্ষা ভীতুলোক এক চাটুয্যে ছাড়া জাহাজে আর কেহ ছিল কি না জানি না। লোকের অন্তরের কথা অনুমান করিবার স্পর্ধা আমার নাই ; হইতে পারে চাটুয্যেও আমার চেয়ে সাহসী Strong nerve-এর লোক। যাহা হউক, অবস্থাটা অনুমান করিয়া লইয়া বোসজাকে বলিলাম,—'বিপদ, কে বল্লে ? ঝড়জল্‌ ত সমুদ্রে লেগে থাকবারই কথা, চিরকাল লেগেও আছে,—সেটাকে বিপদ বলে বোঝা নিজের নিজের

দুর্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। মন তাকে যতবড় ইচ্ছে ভাবতে পারে, আবার কিছুই নয় বলে অগ্রাহ্যও করতে পারে। সমুদ্রের চরম বিপদ ত কেবল একটা, ডাঙ্গায় যে আমরা সহস্র বিপদের মধ্যে বাস কোরে থাকি! সেগুলো ভাবি না বলে কি বিপদ নয়? ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, বাড়ীচাপা, প্লেগ, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, দস্যু, সাপ, বাঘ, ভালুক, চোর, ডাকাত, বরের বাপ—ইত্যাদি ইত্যাদি কোন্‌টা বিপদ নয়! যাক্—আমিও খুব ভয় পেয়েছিলুম, কাপ্তেন সাহেবকে না জিজ্ঞাসা কোরে স্থির হ'তে পারছিলুম না, তাই তাঁর অপেক্ষা কোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।' আমার প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে বল্লেন—'ভয়ের কথা তোমাকে কে বল্লে? এসব ঝড় কেবল খানিকক্ষণ জ্বালাতন কোরে চ'লে যায়;—যাও, এক পেগ্ হুইস্কী, না হয় এক কাপ চা খেয়ে শুয়ে থাক্‌গে।' এই বলে চলে গেলেন; আমি তাঁর সহাস্য ভাব দেখে আর সহজ কথা শুনে নিজেকে যেন ফিরে পেলুম। আমার বক্তৃতাটা সকলকেই একটু সজীব করিয়া দিল। ভাবিলাম হায়রে 'মিথ্যা কথা' তুমি না থাকিলে সংসার, সমাজ, এমন কি শাসনযন্ত্র অচল হইত;—কিন্তু শেষরক্ষার তুমি কেহ নও। চাটুয্যে কাতরকণ্ঠে বলিল—'তা হলে কোন ভয় নেই বাঁড়ুয্যে মশাই?' আমি বলিলাম—'কাপ্তেনের চেয়ে আর এ-সব বিষয় কে বেশী বোঝে।' যখন এই সব কথা হইতেছিল, তখন বাহিরের গোঁ গোঁ শব্দে আমার নিজেরই প্রাণটা বুকের মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দে ছুটাছুটি করিয়া নিরাপদ স্থান খুঁজিতেছিল।

কাপড় জামা সবই ভিজিয়া গিয়াছিল, পরিবর্তন করিতে গেলাম, পঞ্চাননও সঙ্গে আসিল। সে এত ভিজিয়াছিল যেন অবগাহন করিয়া আসিয়াছে, ভয়ে বা ঠাণ্ডায় কাঁপিতেছিল। সে বলিল—'ওঁদের ত যা হয় বুঝিয়ে এলেন, কিন্তু ও-কথায় আমার প্রাণ ত বুঝবে না।' আমি বলিলাম—'আমারি কি বুঝেছে পঞ্চানন? তা ছাড়া, ও বোঝায় ফল কি? প্রাণ যে সত্যটা প্রতিপলেই অনুভব করচে। সেবার সারেংজিই সার কথাটা শুনিয়েছিল—'খোদা মালিক।' এই প্রলয়ের মুখে, এই কূলহীন বিপুল সমুদ্রে, একমাত্র সেই অসহায়ের সহায়, সদাজাগ্রত ভগবানেই ভরসা। এ-সময়ে কোন নেল্‌সনই হালে পানি পান না।' পঞ্চানন একটু নীরব থাকিয়া বলিল—'এমন জানলে কল্‌কেতায় কুলপীর বরফ বেচতুম, না হয় চায়ের দোকান খুলতুম; কি ভুলই করেচি!' বুঝিলাম, এতক্ষণে পঞ্চানন পৌছিয়েছে, কিন্তু ভাষা বদলায়নি। বলিলাম—'ভয় কিহে, সত্যই কি এতগুলো লোকের ভাগ্য এক কলমে লেখা! সেখানে আজ ফাউণ্টেন্‌পেন্ পৌঁছয়নি;—ও-সব ভাবতে নেই, চল।' চলিব কি, জাহাজ তখন মত্ত মাতঙ্গের চাল ধরিয়াছে, শব্দে প্রাণ স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে; প্রভঞ্জনও মধ্যে মধ্যে ভীষণ হুঙ্কারে

জাহাজকে উৎক্ষিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সেই দু'এক মিনিট সকলকে তটস্থ করিয়া রাখিতেছে ; সকলেই 'অটোমেটিকেলি' কলের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। সে সময়টা কাহারো নিশ্বাস পড়িতেছে না !

এই অবস্থায় ২।৩ জন লোক 'Cooper' যন্ত্রাদি লইয়া আসিয়া জাহাজের গবাক্ষ-গুলি আরোহীরা কেহ না খুলিতে পারে এমন ভাবে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। আবার তাহাদের উপরে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ির পথ বা ফাঁক, উপরের ডেকের মেঝের সঙ্গে এক হইয়া বন্ধ হইয়া গেল ! অর্থাৎ আমাদের বেশ মোড়ম্বা করিয়া (Hermetically sealed) মোড়া হইল। কোন ছিদ্রান্বেষীর জন্য আর অবকাশ মাত্র রহিল না, কেবল উপর হইতে নিম্নতল পর্যন্ত প্রলম্ব বায়ুনালি (Venti-lator) গুলির কণ্ঠরোধ করা হইল না ; আলোটাকেও কালো করা হইল না। আমরা বাঁধা-রোশনায়ের মধ্যে বন্ধ হইলেও যেন ফাঁসীর আসামীর মত বোধ করিতে লাগিলাম। আলিবাবার গল্পের গুহায় একটা 'Open Sesame' বলিয়া উপায় ছিল, এখানে শত 'সিসেমেও' সাড়া পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। এইবার প্রকৃতই একটা ভীতির সুস্পষ্ট ছায়া সকলের মুখেই দেখা দিল ; সকল সম্প্রদায় মধ্যেই হৈ চৈ পড়িয়া গেল, পড়িবারই কথা। স্বাধীন ভাবটা আমাদের বহুদিন হইতেই অসাড় ও অর্থহীন, তথাপি এই বন্ধন দশায় প্রাণটা একটু ফাঁক পাইবার জন্য আঁকু-পাঁকু করিতে লাগিল। কিন্তু ইউফ্রেটিসের এপারের জন্ম-পাট্টাধারী ইউরেসিয়ানরা অনেকেই পুরো স্বাধীনতার স্বাদ না জানিয়াও, ফ্রিডমের্ ফয়তা দিতে Forward (তৎপর) ; তাঁহাদের এই বন্দী অবস্থার অপমান অসহ্য হইয়া উঠিল এবং অভিমানটা অনবরত আঘাত করিয়া তাঁহাদের উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আমার পরিচিত মিস্টারটি রাগে মেটে-সিদুঁর হইয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন—I must walk up with impunity (কার সাধ্য রোধে মোর গতি) ; কিন্তু অগ্রসর হইয়া সিঁড়ি আর খুঁজিয়া পান না ; তাহা উপরের ছাদের সহিত শয়ান অবস্থায় সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল ! সুতরাং দুই চারিবার হাঁক্-ডাক্ করিয়া গালিবর্ষণ করিতে করিতে ও শাসাইতে শাসাইতে ফিরিলেন।

উঃ, প্রাণটা কি প্রিয় বস্তু, এবং আসন্ন অপঘাত মৃত্যুর অপেক্ষা করাটা কি ভীষণ ! চাটুয্যে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিল,—'বাঁড়ুয্যে মশাই, সব বন্ধ ক'রে দিলে কেন ?' উঃ, সে কি কাতর দৃষ্টি ! তাহা যেন আমার বক্ষ ভেদ করিয়া মর্মে গিয়া আশ্রয় খুঁজিল। আমি তখন নিজে যে কোথায় তাহা জানি না,—কিন্তু সে-দৃষ্টি আমাকে মুহূর্তের জন্য টানিয়া আনিল ; বোধ হয় বলিলাম—'বন্ধ করাই ত উচিত, তানা ত এতক্ষণ জলে যে জাহাজ ভরে যেত। এ-সময় অপার ডেকের উপরেও এক

একটা ঢেউ উঠে পড়ে, উপরে গেলে হঠাৎ ভাসিয়ে নে' যেতে পারে ;' ইত্যাদি কি যে বলিয়াছিলাম নিজের কান তাহা শোনে নাই। সকলেরি তখন এক অবস্থা ; বড় বাবু বলিলেন—'সুবিধে পেলে একটা (Sleeping draught) নিদ্রাকর্ষক ঔষধ খেয়ে ফেলি, না হয় Morphia injection নি।'

এখন রাত্রি বোধ হয় দশটা, ঝড়েরও রুদ্রাবস্থা। এই সময় হঠাৎ 'Sir-John-Lawrence' জাহাজের কথা আমার মাথায় ঢুকিয়া বসিল। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্বে উক্ত 'সার-জন্-লরেন্সের' আট শত আরোহী এইরূপ বদ্ধাবস্থায় বঙ্গোপসাগর-তলে অন্তিম-শয্যা লইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই বিপদের সময়, আমার মাথার মধ্যে কবি-সুলভ কল্পনাস্রোত বিদ্যুদ্বেগে সেই আটশত নরনারীর অসহায় অবস্থা—চাঞ্চল্য, কম্পন, ক্রন্দনরোল, ছুটাছুটি, জননী-অঙ্কে শিশু, কণ্ঠ-সংলগ্ন স্বামী-স্ত্রী, প্রভৃতি নিদারুণ চিত্র সকল (Panorama র মত) প্রকট করিতে লাগিল। সর্বশরীর শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিছু পূর্বে পঞ্চাননকে বলিয়াছিলাম—'সকলের ভাগ্যই কি ভগবান এক কলমে লিখেছেন !' এরি মধ্যেই 'Sir-John-Lawrence' বিকট পরিহাস করিয়া গেল !

ফলোয়ারদের দৃশ্য অন্যরূপ। দেখি তাহাদের কেহ বমন করিতেছে, একজন ব্রাহ্মণ 'আরে রামজি বাচাও' বলিয়া বালকের মত কাঁদিতেছে। আবদুল্লা এক ছিলিম তয়েরি গাঁজা লইয়া তাহাকে বলিতেছে—'লেঃ—পি-লে, ক্যা তুহি একেলা মরেগা ? আল্লা মালিক ;—লেঃ, খিঁচ্‌কে পি-লে।' সকলেই জড়সড় ; তবু তাহাদের মণ্ডলী মধ্যে তিন-চার ছিলিম গাঁজা, মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে ! তাহাদের লোটা বালতি লইয়া জাহাজ যেন ভাঁটা খেলিতেছে ; rolling এর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি জাহাজের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে সশব্দে যাতায়াত করিতেছে। প্রথম প্রথম সকলেই তাহাদের ধরিবার ও সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল ; বাড়াবাড়ি আরম্ভ হওয়ায়—'যাঃ শরো,—জান্ বচে তো দেখা জায়গা' বলিয়া তাহাদের ছাড়িয়া নিজেরা গাঁজা লইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে বোধ হইতে লাগিল,—এই অসম সমরে, জাহাজ আর যেন যুঝিতে পারিতেছে না,—জখম হইয়া পড়িয়াছে। মহিষাসুর বধের সময় মহামায়া যেমন—'তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ় যাবন্মধু পিবাম্যহম্' বলিয়া ক্ষণকাল বিরত ছিলেন, প্রভঞ্জনও সেইরূপ শাসাইয়া, যেন এক একবার সরিয়া যায়, পরে দ্বিগুণ বেগে আসিয়া আক্রমণ করে। ঐ সময়টুকু জাহাজ থর্‌থর্ করিয়া সুস্পষ্টই কাঁপিতে থাকে। আমাদেরও ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ হইতে ক্রমশঃ বক্ষ কম্পন আরম্ভ হইয়াছিল, এখন সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

হস্ত-পদ অধর-ওষ্ঠ শীতল, কপাল স্বেদ-সিক্ত, বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কাহারো মুখে কথা ত ছিলই না ; কেহ কহিলেও তাহা জড়তাপূর্ণ, কানেও পৌঁছায় না। মৃত্যুর ছায়া ভিন্ন চক্ষের সম্মুখে তখন কিছুই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছিল না। সে ছায়া নীলাভ, হইতে পীতাভ, পরেই ধূম্র, এইভাবে আসে-যায়। এইটাই আমাদের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ ছিল।

নানা নামে ভগবানকে সকলেই ডাকিতেছিলাম, শরণ লইবার সামর্থ্য ছিল না, কারণ মন ভয়ের কাছেই বন্দী ছিল। বোধ হয় ডাকিতে ডাকিতে না কাঁদিলে একাগ্রতা আসেনা সমর্পণও সম্পূর্ণ হয় না। সকলেই কাঁদিলাম, বুঝিয়া নয়,—ভয়ে, প্রাণের জন্য ; তবে তাঁহার নাম করিয়া ও তাঁহার নিকট বটে। তাহাই যথেষ্ট হইল ! যাহার কিছুরই অভাব নাই, যিনি স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্যপতি ত্রিভুবনেশ, তাঁহাকে মানুষ আবার কি দিবে ? কিন্তু যিনি পূর্ণ, তাঁহাতে 'চাওয়াটা'ও থাকা চাই, নচেৎ তাঁহাতে অভাব থাকিয়া যায়। সেইটুকু পূরণের জন্যই বোধ হয় এই অশ্রুটুকুই তিনি চান। কিন্তু এ অশ্রু মেলা বড় কঠিন, তাই তাঁহাকে এত অল্পেই তুষ্ট হইতে হয়, (Beggars have no choice) ভিক্ষুকের ভালমন্দ বা কম বেশী বলিবার অধিকার নাই।

হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত হাসির শব্দ সকলকে সেইদিকে আকৃষ্ট করিল। চাহিয়া দেখি,—ইউরেসিয়ান দলের একজন উদ্ভট নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত হাস্য ;—বাহিরে যেমন উন্মত্ত ঊর্মি, তাহারও তেমনি উন্মাদ নৃত্য ! পড়িতেছে, উঠিতেছে, কিন্তু কামাই নাই,—সুর বজায় আছে। আবার গাহিতে গাহিতে নানা ভঙ্গিতে সঙ্গীদের মুখের কাছে হাত নাড়িতে নাড়িতে যেন আরতি করিতেছে। সঙ্গীরা যতই রুষ্ট হইতেছে ও বিরক্ত হইয়া পিছাইতেছে, সে ততই তাহাদের ঘিরিতেছে —ততই উৎসাহে সুর চড়াইতেছে। ঘন ঘন আছাড় খাইতেছে, কিন্তু তাহার আনন্দের বিরাম নাই। কখন পোল্কা, কখন ওয়াল্ট্জ্—অর্থাৎ সবটাই ওলট পালট ! ভাবিয়াছিলাম 'হিস্টিরিয়া' (Hysteria) ; কিন্তু বেহুঁশ্ নয়, গানের অর্থেই সেটা ধরা পড়ে। ভাবটা এইরূপ ঃ—

কেঁদনা আমার শিষ্টু ছেলে,—
খাও টানো মজা করে নাও,
কি লাভ আর ট্রেঙ্কে রেখে,
বোতলটা বার করে দাও।
হাঙ্গরে তার স্বাদ বোঝে না,
বা বোঝে তা মাছে,

সদ্ব্যবহার করে' ফ্যালো—
যরি যা পুঁজি আছে।
যেতেই যখন হবে দেখ্‌ছি,
করতে নেই তার অপমান,
খাঁটি মাল্‌টা পেটে পুরে
লোনা জলের কমাও স্থান !

এই বাদামী রংয়ের যুবা ইউরেসিয়ানটিকে নিত্যই দেখিতাম, এটি একটি সিলোনী ক্রিস্টান ; সঙ্গীরা ইহাকে মিস্টার সিঙ্গালী (সিংহলী) বলিয়া ডাকিত। দুর্বল্‌ ফ্যাকাশে রুগ্ন বলিয়াই মনে হইত। তাহাকে লইয়া দলের সকলেই রহস্য করিত, সে নিজেও রঙ্গ-রহস্য লইয়া থাকিতে ভালবাসিত। ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে এমন কথাও হইয়াছে, 'ওটি ওদের দলের পঞ্চানন'। আজ তাহার বেপরোয়া ভাব দেখিয়া, ও Strong nerve-এর পরিচয় পাইয়া, অবাক্‌ হইয়া গেলাম। যে-ঝড়ের এক ঝাপ্‌টায় বেহুঁশ মাতালের নেশা ছুটিয়া যায়, সেই ঝড়ের প্রচণ্ডতাই যেন ইহাকে উৎসাহ জোগাইতেছিল ! এই অবরুদ্ধ মরণ-মন্দিরে আসন্ন অপঘাতের মুখে, তাহার এই আনন্দাভিনয়, অন্যূন অর্ধঘণ্টাকাল, আমাদের আকৃষ্ট ও অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রভঞ্জনের সেই প্রচণ্ড তাড়না ও ভৈরব হুংকার যে কোন্‌ ঐন্দ্রজালিকের ইঙ্গিতে কখন কমিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারি নাই, কেবল সমুদ্রের আস্ফালন ও ভীম জলকল্লোল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে ! জাহাজ এখন যেন হাঁপাইতেছে আর সামলাইতেছে।

রাত্রি দুইটা আন্দাজ অনেকটা সাম্যভাব আসিল। অত বড় প্রলয়-তাণ্ডবের পর সকলে সহজেই সেটা লক্ষ্য করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইল ; দু'একটা কথা ফুটিল,—ভগবান রক্ষা করিলেন। ঐ যে মিস্টার সিঙ্গালীর অভিনয়, আমার আজিও দৃঢ় বিশ্বাস—সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের ত্রাসিত মুমূর্ষু চিত্তকে তদ্দ্বারা সত্বর ভাবান্তরে আকৃষ্ট করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ; নচেৎ একটা বিষম অনর্থপাত হইত, এবং আমরা ঠিক তাহার পূর্বমুহূর্তে উপস্থিতও হইয়াছিলাম। মান্দ্রাজীদের মধ্যে একজন অজ্ঞান হইয়া যায় ; আমাদের চাটুয্যের ফিটের মত হয়।

আমাদের গোয়ানিজ্ স্টুয়ার্ডটি বড় ভদ্রলোক ছিলেন ; ঝড় থামিতেই আসিয়া বলিলেন—'আজ সব কি খাবেন, রান্নার ত সুবিধা হয় নাই।' আমরা বলিলাম—'যা ধাক্কা খেয়েছি আজ আর কিছুরই আবশ্যক নেই।' তিনি হাসিয়া বলিলেন—'এ ধাক্কা অনুমান কাল রাত্রে থামতো ; মনে করবেন না ঝড় থেমেছে। কাপ্তেন সাহেব প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা জাহাজকে পিছু হাঁটিয়ে Safe wateরএ (নিরাপদ জলে) এনে ফেলেছেন। তিনি বলছিলেন—তাঁর ধারণা ছিল, স্থির সমুদ্র পেতে রাত তিনটে বেজে যাবে, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবেই এত সত্বর পাওয়া গেছে। ঝড়টা বাঁকা গোছেরই ছিল। যাক্ তাকে ত এড়ানো গেছে, এখন দু'চার স্লাইস্ (টুক্‌রা) রুটী কি খান-কতক বিস্কুট আর এক কাপ্ করে চা খেয়ে শুয়ে পড়ুন। নিশ্চয়ই শরীর-মন দুইই অবসন্ন হ'য়ে থাকবে, এক বোতল ক'রে বীয়ারেও (Beer) খুব উপকার পাবেন,—নিদ্রাও ভাল হবে, কি বলেন?' আমরা এক কাপের স্থলে দু'কাপ করে চা'টাই চাইলুম। রাত্রে এক বোতল করিয়া বীয়ার আমাদের প্রত্যেকের প্রাপ্যের মধ্যেই ছিল,—পরিবর্তে সোডা। বীয়ারটাই লইতাম, তাহাতে বহু উপকার ছিল ;—ম্যাথর ও ফলোয়াররা তাহার জন্য ও তাহার প্রত্যাশায় বিশেষ বাধ্য ছিল, অনেক কাজ পাইতাম।

সকলেই আধ-মরা হইয়া পড়িয়াছিলাম, চা-পানান্তে সত্যই যেন শরীরটা ফিরিয়া পাইলাম। রাত্রি সাড়ে তিনটা আন্দাজ সকলে শয্যা লইলাম। ঘটনাগুলো তখনো মাথায় ঘুরিতেছিল, কিছুতেই নিদ্রা আর আসে না। সারেংজির সেই 'খোদা মালিক' কথাটাই বারবার স্মরণ হইতে লাগিল, ঐ সঙ্গে তাহার সেই সার্থক উক্তি 'ক্লাইভ' খুব লক্ষ্মীমন্ত 'ডুবতে জানে না' মনে পড়িল। 'ক্লাইভ যে লক্ষ্মীমন্ত—ডুবতে জানে না'—সেটা আমাদের কাছে নূতন কথা নয় ; কিন্তু দুই শতাব্দী পরে, লৌহ-পরিচ্ছদে কাষ্ঠের ক্লাইভ যে আজ এতটা মেহেরবানী করিবেন তাহা ভাবিতে পারি নাই ; কারণ অনেকেই নিজে ডুবিতে জানে না,—কিন্তু ডোবাতে মজবুৎ। তাহার পর মনে হইল স্টুয়ার্ড্ বলিতেছিলেন, জাহাজ ৭।৮ ঘণ্টা পাছু হাঁটিয়া জান্ বাঁচাইয়াছে ;—এটা আমরা বদ্ধাবস্থায় বুঝিতেই পারি নাই। সে বিশাল বারিবেষ্টনের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ বুঝিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা ; সেখানে এগুলেও যা, পেছুলেও তাই। জমি নাই,—আছে কেবল জল আর জাহাজ !

নস্য লইবার জন্য উঠিলাম। পঞ্চানন বলিল—'আমারো ঘুম হচ্চেনা মশাই ;

পুনর্জন্মের পর যেন কেমন ভোম্‌লা মেরে গিছি ! চাকরীতে নমস্কার মশাই ; ডাঙ্গা দিয়ে পথ থাকে ত পায়ে পায়ে ফিরি !' আমি বলিলাম—'এ রকম ঝড় ত নিত্য লেগে নেই, আমাদের পেঁছুতে আর ৪।৫ টা দিন,—কোন রকমে কেটেই যাবে !' পঞ্চানন পুনরায় বলিল—'এদিকে যে চারমিনিটে চৌদ্দুড়ি মাৎ হয়ে যায় মশাই ! কি ভুলই করেছি, এ-পথে যে আবার ফিরতে পারি এমন ত বোধ হয় না।' আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—'যত সাবধানই হই আর যে পথেই যাই, মানুষ ভগবানকে ঠকাতে পারে না ; ভয় কি ! তাঁর জিনিস তিনিই আগ্‌লাবেন, যাঁর মাল তিনিই সাম্‌লাবেন ; এখন ঘুমিয়ে পড়—কাল আর্ এ ভাব থাক্‌বেনা।' সে আর কথা না কহিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, আর সাড়া-শব্দ পাইলাম না। আমার একই অবস্থা পাঁচটা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল ; যখন উঠিলাম তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে, মজুমদার ভায়া তখনো নিদ্রিত।

উপরে গিয়া দেখি, সবই পূর্ব্ববৎ মামুলিভাবেই চলিয়াছে ; বেশীর মধ্যে মাঝে মাঝে এক একবার horrible, terrible, awful ; কোথাও ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভৈরব প্রভৃতি শব্দ কানে আসিতেছে মাত্র। অভিধান তাহার অধিক আয়োজন রাখেন না। স্নানাহারের পর সেটাও থামিয়া গেল, অনেকেই শয্যা লইল। চাটুয্যে ও পঞ্চানন কিন্তু তখনো অন্যমনস্ক। আমরা পাকা খাতায় নাম-লেখানো নকোর, আমাদের আড়াই পা অন্তর, বিভীষিকাগুলো ভুলিয়া যাওয়াই আদত (অভ্যাস), কারণ উপায়ান্তর নাই। বাল্যকালে ভুতের ভয়টাই জানিতাম ; বয়সে সাপের ভয়ে বাঘের ভয়ে সাবধান হইতে শিখাইয়াছে ; কিন্তু সংসারে অনটন ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেখানে আশ্রয় লইয়াছি সে-ই যথার্থ ভয় (dread) কাহাকে বলে তাহা শিখাইয়াছে,—ভয়ের প্রকট মূর্ত্তি সেইখানেই দেখিয়াছি। তাহাতে এই ধারণাই দৃঢ় হইয়াছে—কোন ভয়ই এত ভয়ঙ্কর নয়,—বোধ করি মৃত্যু-ভয়ও নয়। লোকবিশেষে ও প্রবৃত্তি-বিশেষে—চাকুরী অপেক্ষা বড়ও কিছু নাই, ওর চেয়ে ভয়েরও কিছু নাই, ছোট কাজও কিছু নাই,—ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের এই জাহাজী জীবন-সঙ্কটটার দশ বৎসর পরে সুবিখ্যাত 'White Star Line' কোম্পানীর অভিনব সৃষ্টি, একাধারে দুর্গ ও প্রাসাদ,—সুদৃঢ়, দুর্ভেদ্য, বিপুলকায়, অদ্বিতীয় ও অমর আখ্যাপ্রাপ্ত, স্বনামখ্যাত Titanic (টাইটানিক) জাহাজ, প্রায় তিনকোটি টাকায় তৈয়ার হইয়া, বিপুল সোর্-সমারোহে সমুদ্রবক্ষ আলোকিত করিয়া ভাসে, এবং সাউদাম্‌টন্ বন্দর হইতে নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করে। জগতের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ ও মাতব্বরেরা সার্টিফিকেট্ দিলেন,—ইহা জলে ডুবিবে না, আগুনে

পড়িবে না, অর্থাৎ বৃত্রাসুর বা হিরণ্যকশিপুর একজন! সপ্তম দিবসের রাত্রে, এই তার প্রথম সফরেই,—পাষাণ নয়, তুষার-শৈলের সংঘর্ষে পড়িয়া অতগুলি বিশেষণের বোঝা আর ২১৯৬টি নরনারী লইয়া, তিন ঘণ্টার ভিতরেই আট্‌লাণ্টিক্‌ মহাসাগর মধ্যে আত্মসমর্পণ করে। মানুষের গর্বের মূল্য এই! শুনিতে পাই যখন আর প্রাণরক্ষার কোন পথই ছিল না তখন কেহ কেহ নিজেকে নিজেই গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন। এটার অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু, বাকি সব নাকি নিরুদ্বেগে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন,—এটা বোঝা কঠিন। আবার কাপ্তেন স্মিথ্‌ শেষ মুহূর্তে সকলের সহিত অপার ডেকে দাঁড়াইয়া ব্যাণ্ডের সুরে সুর মিলাইয়া 'Nearer to Thee O God' গাহিতে গাহিতে একত্রেই নাকি ইহ জগতের শেষ অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহা যেমনি করুণ, তেমনি বীরোচিত ও দুঃশো বাহবার জিনিস।

দশ বৎসর পরে ভাবিয়া দেখিলাম, ওরূপ স্থলে processটা (পদ্ধতিটা) এক না হইলেও আমাদেরও শেষ ফলটা সমানই দাঁড়াইত,—অর্থাৎ—মরা। অবশ্য process-এর জন্য কিছু নম্বর কাটা যাইত বটে। কারণ ব্যাণ্ডও ভাল লাগিত না, বিদ্রূপের মত বোধ হইত। ভূপালী ভাঁজিতেও পারিতাম না, স্বর বন্ধ হইয়া যাইত। যাহা হউক, সে-সময় উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের প্রধানতম চিত্রশিল্পী যিনি কল্পনাকে যথাসম্ভব রূপ দেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর C. I. E. মহাশয় 'প্রবাসী'তে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই ঢেরাসই রহিল।

বৈকালিক চায়ের মজ্‌লিসে বোঝা গেল, সকলের ঝড়ের ঝোঁক্‌ কাটিয়া গিয়াছে—স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে—সকলেই পূর্ববৎ কথাবার্তায় ও হাস্যপরিহাসে যোগ দিয়াছে।

মজুমদার-ভায়া কি কারণে নীচে গিয়াছিল, উপরে আসিয়াই বলিল—হরিপদর এমন গলা, তা'ত জানতাম না! নীচে এমন গান লাগিয়েছে—লোক জমা হয়ে গেছে; —দেখছি—এদের দু'টিকে (পঞ্চানন ও হরিপদকে) পেয়ে রত্নলাভ করা গেছে।'

আমাদের বড়বাবু (বোসজা) বড়-জোর তিন চার বৎসর হইবে—চল্লিশ পার হইয়া থাকিবেন,—সুতরাং সকল সখই বর্তমান,—আবার নিজে গাইয়ে। 'তবে চল হে একটু শুনে আসা যাক্‌,'—বলিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন;—আমরা ত প্রস্তুতই ছিলাম। কেবল আমাদের প্রোজেইক্‌-প্রবর দত্তজা উঠিল না।

মজুমদার বলিল,—'সিঁড়ির নীচে থেকেই শুনতে হবে,—হরিপদ আমাদের দেখতে পেলেই থেমে যাবে।' তাহাই করা হইল,—উঁকি মারিয়া দেখি—মজ্‌লিস্‌ বটে! প্রায় পঞ্চাশজন উপস্থিত,—মধ্যস্থলে হরিপদ, পঞ্চানন ও চাটুয্যে; আর সকলে তাহাদের

ঘিরিয়া বসিয়াছে। আবদুল্লা সহাস্যবদনে ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া সারেঙ্গী বাজাইতেছে ; খুব মৃদু ঠেকাও চলিয়াছে। গত রজনীর ঝড়ের উপযুক্ত retort (পাল্‌টা জবাব) বটে। গান এমন জমিয়াছে যে, কাহারও মুখে টুঁ-শব্দটি নাই। ধাতুময়-বস্তু-বহুল জাহাজের মধ্যে,—হরিপদর সুকণ্ঠে,—ভানুসিংহের—'কো তুঁহু বোলবি মোয়্‌' ; —এমন সুমধুর লাগিল যে, আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ফলোয়ার্‌দের সঙ্গে বসিয়া এরূপভাবে ভদ্র সন্তানের গান গাওয়াটা যে কতটা অভব্য ও অশোভন, তাহা ভাবিবার অবকাশই রহিল না। কিছুক্ষণ পরে 'বাঃ বাঃ, বাহবা বাহবা, আর—ওহো ওহো'-র মধ্যে সঙ্গীত শেষ হইল। গীতটির সুন্দর ভাব ও ভাষা, সকল শ্রেণীর শ্রোতারই সম্যক উপলব্ধি হওয়ায় উপভোগে কাহারও বাধে নাই। 'আহারের সময় সন্নিকট, —বড় বাবু এখনি নীচে আসিবেন,'—এই বলিয়া হরিপদ নীরব হইল। সকলেই অনিচ্ছায় উঠিল ও তারিফ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিল। আবদুল্লা জোর্‌-সেলাম ঠুকিয়া—'আচ্ছা বাবু চীন পহুঁছকে ছোড়েঙ্গে নেহি,' বলিয়া গেল।

আমরা সিঁড়িতে উঠিতেছি, পশ্চাৎ হইতে পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'এই-যে আপনারাও এসেছিলেন দেখ্‌চি ! ফার্স্ট্‌ না দেখে ফিরবেন না,—চাটুয্যেকে অনেক ক'রে গাইতে রাজি করেছি। হরিপদ না গাইলে সে গাইবে না, তাই হরিপদকে গাইতে হ'ল। গান্‌টা হিন্দি-ঘেঁশা ব'লে ভিড় হয়ে পড়েছিল। যা হ'ক তাদের তাড়ানো গেছে, এইবার চাটুয্যের পালা। আপনাদের কিন্তু শুনতেই হবে, আমি চল্লুম, একটু গা-ঢাকা থাকবেন।' এই বলিয়া পঞ্চানন দ্রুত চলিয়া গেল। এ ব্যাপারটা শুধু শুনিবার নয়—দেখিবারও জিনিস ; তাই আমরা যতটা সম্ভব অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলাম।

পঞ্চাননের অনেক সাধ্য-সাধনায় এবং হরিপদ যখন স্মরণ করাইয়া দিল—'এই বড় গঙ্গার উপর কথাটা স্বীকার করেছেন,—একটা যা হয় গেয়ে সেরে দিন,'—চাটুয্যে মহাসঙ্কটে পড়িল। পঞ্চানন পুনরায় বলিল—'উনি একটা ঠাকরুণ-বিষয় গাইবেন বলেচেন।' রেহাই কোন প্রকারেই নাই দেখিয়া চাটুয্যে তখন কয়েকবার কাসিয়া —'কার সাধ্য' হুঁ 'কার্‌ সাধ্য', দু' চার বার বলিতেই, পঞ্চানন বলিল—'ও কি কথা ! কার্‌ সাধ্য আবার কি ! যখন বলেচেন,—একটা গাইতেই হবে। আপনার কথায় হরিপদ আধঘণ্টা কষ্ট ক'রেচে ;—এখন 'কার্‌ সাধ্য'—কি রকম কথা ?' চাটুয্যে বলিল—'কলকেতার ম্যাড়া কিনা,—গান বোঝ না কথা কও ;—আমি ত গান আরম্ভই করে দিচি।' এই বলিয়া পুনরায়—'কার্‌ সাধ্য' হুঁ—'কার্‌ সাধ্য ও মা' হুঁ 'কার্‌ সাধ্য ও মা সীতে' হুঁ—'তব রন্ধন দূষিতে' হুঃ—হুঁ' ইত্যাদি। পূর্বেই বলিয়াছি চাটুয্যে একটু লাজুক—মেয়েলি ভাবাপন্ন মানুষ ; তাহার সহিত কাসি ঘড়্‌ঘড়ানি ও হরদম্‌

হুঁ মিশিয়া, একদম্ চমৎকার চচ্চড়ি দাঁড়াইয়া গেল। পঞ্চানন উৎসাহ দিবার জন্য প্রথম দু'চার বার 'বাঃ বেশ্' বলিয়াছিল,—শেষ থামাইতে পারিলে বাঁচে,—বিশেষ করিয়া নিজের হাসিটা। সেটা যেরূপ রুকিয়া আসিতেছিল, তাহাকে না রুখিলে, একটা রপ্চারের সম্ভাবনা। তাই নিজেকে সামলাইবার জন্য পঞ্চানন উত্তেজিতভাবে বলিল—'এই বুঝি আপনার ঠাকরুণ-বিষয় ?' চাটুয্যেও খুব উত্তেজিত হইয়া বলিল—'আইরিটোলার আহাম্মুক কিনা, বোঝ না আবার গান শুন্তে চাও ! এর চেয়ে একটা খাঁটি ঠাকরুণ-বিষয় শোনাতে পার ত নাক্ কেটে ফেলে দেব। দাশুরায় রন্ধনের কথাটি পর্যন্ত খুলেই ব'লে দিয়েছেন,—যাতে মুখ্খুতেও বুঝতে পারে।' পঞ্চানন বলিল—'রন্ধনের কথা বলেচেন ত কি হয়েছে ! তা'হলেই বুঝি ঠাকরুণ-বিষয় হ'ল ?' চাটুয্যে এইবার রাগ করিয়াই বলিল—'ঠাকরুণদের কাজটা তবে কি শুনি ? লোকে তাদের কি করতে রাখে ? কলকেতার মুখ্খু কিনা—সকল কথাতেই ঠোকর মারতে আসেন !'

ঠাকরুণ-বিষয়ের এই গভীর গূঢ়তত্ত্বের মধ্যে আমরা কেহই ঢুকিতে পারি নাই,—শুনিয়াই যাইতেছিলাম। এতক্ষণে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল,—এখন অর্থটা সকলের কাছেই হাত-পা বার ক'রে দেখা দিলে ! ভিতরে পঞ্চানন ও বাহিরে মজুমদার—এক সঙ্গেই,—'ওরে বাবা রে !' বলিয়া হাসির ফোয়ারা ছাড়িয়া দিল। পরে মজুমদার ভায়া হাঁকিয়া বলিল—'পঞ্চানন পালিয়ে এস,—পালিয়ে এস। ইনিই সেই ভারবী,—মরেননি,—আমাদেরই মারতে এসেছেন !' পঞ্চানন বলিল—'না মশাই,—ইনিই সেই আমাদের হাতীবাগানের পণ্ডিত মশাই ;—তিনি সহজ আর সোজাসুজি অর্থই করতেন। 'সিংহনাদ' মানে বলে দিয়েছিলেন—'সিংহের মল্',—যেমন হাতীর নাদ, ষাঁড়ের নাদ, অর্থাৎ বড় বড়দের মল্‌কে 'নাদ' বলে।'

মজলিস্ ভাঙ্গিয়া চার টুকরা হইয়া গেল ; হরিপদ হাসিতে হাসিতে গিয়া শয্যা লইল। পঞ্চানন—চাটুয্যের পদধূলি লইয়া পলাইল ! চাটুয্যে বসিয়া বসিয়া 'যত সব চ্যাংড়ার দল্',—এই পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিল। আমি জাহাজের এক প্রান্তে গিয়া 'ঠাকরুণ-বিষয়ের' অর্থগৌরবটা উপভোগ করিতে লাগিলাম। কেবল বড়বাবু ধীরে ধীরে উপরে গিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

রাত্রে গরম বোধ হওয়ায় অপার ডেকে গিয়া একখানা ছোট সতরঞ্চি পাতিয়া শুইলাম—তখন রাত দুইটা। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি—ঊষার উন্মেষ ;—জাহাজ তখন একটি সুন্দর দ্বীপের নিকট দিয়া চলিয়াছে। আমরা দ্বীপটি হইতে আন্দাজ পনের গজ দূরে। সমুদ্রবক্ষে অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপ বা পাহাড়,—পাথর আর গুল্মাদি লইয়া মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছে। এটি যেন বড় লোকের একটি সখের (tastefully) সাজানো বাগান ;—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নানা বর্ণের পুষ্পে ও ফলে, এবং মনোমুগ্ধকর পারিপাট্যে পরিশোভিত। ঊষার রঙ্গিন আভা তাহার উপর এক অপূর্ব আলোকপাত করিয়াছে। উঠিয়া বসিলাম ;—সে কি অনির্বচনীয় দৃশ্য ! মনে হইতে লাগিল—এ সেই রূপ-কথার রাজ্য ! কিন্তু সূর্যোদয়ে কুয়াশার মত, অরুণালোকের আভাস মাত্রেই—তাহা নভে বিলীন হইয়া গেল ! আমি অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম ; সমস্তটা স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। জাগ্রত অবস্থায় দেখা, এতটা শৃঙ্খলাময় সুস্পষ্ট দৃশ্য যে অলীক, তাহা আজিও মনকে বুঝাইতে পারি নাই।

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপর একটি ঘটনায় সন্দেহটা বাড়াইয়া দিয়া গেল। তখন একটি জনপদের নিকট দিয়া চলিয়াছি। এটিও একটি দ্বীপ। তটভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত সুন্দর সুহরিৎ ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ; কিনারায় ছোট ছোট ডিঙ্গি। কৃষক ও ধীবর জাতীয় লোকই এ ক্ষুদ্র দ্বীপটির অধিবাসী বলিয়া বোধ হইল। সান্ধ্য-গাম্ভীর্যে স্থানটি আমার নিকট ক্রমেই ভাবময় হইয়া উঠিতেছিল,—আমি কেবিনে বসিয়া তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম। এমন সময় দেখি—সহযাত্রীরা দ্রুতপদে উপরের ডেকে ছুটিয়াছে। ব্যাপারটা কি তাহা জানিবার জন্য আমিও উপরে গেলাম। দেখি—জাহাজের স্থানে স্থানে কে-যেন হিঙ্গুল ছড়াইয়া দিয়াছে। সকলেই দেখি, পশ্চিমের ডেকে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে। আমিও চাহিলাম,—যাহা দেখিলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না ; সে এক বর্ণনাতীত দৃশ্য ! সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ ক্রমোচ্চ পার্বতীয় জনপদটি যেন সোপানের মত উঠিয়া গগন স্পর্শ করিয়াছে ! উপরে—ঠিক তাহার দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকা সকল (দেব-ভবন সকল) নানা বর্ণে ও স্বর্ণচ্ছটায় শোভা পাইতেছে। আবার দুই পার্শ্বের অট্টালিকাগুলির পাদদেশ হইতে দুইটি প্রশস্ত পথ সমরেখায় নামিয়া আসিয়া সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। পথ দুইটিতে আবিরের ছড়াছড়ি,—

দেবাঙ্গনারা এই মাত্র যেন 'হোলি' খেলিয়া গিয়াছেন ! তাহারই আভা—জলে ও জাহাজে প্রতিবিম্বিত হইতেছে ।

যিনি এদৃশ্য না দেখিয়াছেন, তিনি যেন সহজেই বলিবেন—'ওটা মেঘের মেলা।' যিনি দেখিয়াছেন, এমন কেহ ও-কথাটা বলিলে—শ্রুত-সংস্কার বশেই বিজ্ঞতাটা করিবেন। কিন্তু আমি তাহা পারিতেছি কই ! আমরা যে এই দৃশ্যটা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া দেখিয়াছি ; আর এই দীর্ঘ সময়-মধ্যে তাহার তিলমাত্র পরিবর্তনও ঘটিতে দেখি নাই ; তাই এই নিখুঁত সুশৃঙ্খল ব্যাপারটা প্রহেলিকার মতই রহিয়া গিয়াছে। নিসর্গলীলা ত বটেই, অথচ হাসির কথা হইবে যদি বলি,—বোধ হয় গগনের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া, এই নিভৃত নিকুঞ্জে, দেব-সম্পদের কণামাত্র আভাস দেখা দিয়াছিল। পূর্বে পূর্বে অনেক কথাই ত আজ্ডার আবিষ্কার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি ;—পরে যখন অচেতন গ্রামোফোন্ গান শুনাইল, টেলিফোনে বাক্য-বিনিময় চলিল, বে-তার্ বার্তাবহ সংবাদ বহন করিল, মানুষ আকাশে উড়িল,—তখন আবার অবনত মস্তকে সে-সব স্বীকার করিয়া লইতেও বিলম্ব হয় নাই। যাহা হউক, যে-দেশে 'বিটিশ্' ছাপ্ মারা—পায়ের জিনিসটাও ষোল আনা সম্মান পায়, সে-দেশে একজন ব্রিটিশ বিদুষীর কথা, অসম্মান না পাওয়াই সম্ভব। তাই একটু উদ্ধৃত করিলাম ;—

'....You, absorbed in the gathering together of such perishable trash as you conceive good for your self on this planet, you dare, in the puny reach of your mortal intelligence to dispute and question the everlasting things invisible ! You, by the Creator's will are permitted to see the Natural Universe,—but in mercy to you the vail is drawn across the Supernatural ! For such things as exist there, would break your puny earth-brain as a frail shell is broken by passing wheel—and because you cannot see, you doubt !—'

পঞ্চানন আসিয়া বলিল—'কি বলুন দিকি মশাই ?' আমি অন্যমনস্কভাবেই বলিলাম—'তোমার কি বোধ হয়।' পঞ্চানন উত্তর করিল—'এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে পরীর-দেশ নয় ত ?' আমি হাসিয়া বলিলাম—'ঐরূপই কিছু হবে,—চাটুয্যেকে সাবধান !' ভাবিলাম,—কেবল আমারই নয়,—দৃশ্যটা সকলেরই মনে প্রশ্ন তুলেছে।

এক জাতের কথাগুলো এক জায়গায় শেষ করাই ভাল। কলিকাতা ছাড়িয়া ক্রমে সাত-সমুদ্রের জল দেখিলাম। কখন বাদামী, কখন ফিকে নীল, কখন গাঢ় নীল—পরেই কালো, আবার আশমানী,—কখন সবুজ, কখন গৈরিক! আশ্চর্য এই—যখনি যখনি জলের রং বদল হইয়াছে, তখনি লক্ষ্য করিয়াছি—এক জল অন্য জলের সীমা-রেখা কোথাও এক চুল অতিক্রম করে নাই! যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিয়াছি সেই সুদীর্ঘ বিভাগ, সদা-চঞ্চল উত্তাল-তরঙ্গ-তাড়নে কোথাও বাঁকে না; এত যুদ্ধেও কেহ কাহাকে আপনার সূচ্যগ্র অংশ ছাড়ে না! যখনি কেহ কাহারও উপর চড়াও হইয়াছে, অমনি trespasser-কে (অনধিকার প্রবেশকারীকে) অপরটির রংয়ে পরিণত হইতে হইয়াছে, মুহূর্তের জন্যও সীমারেখার নড়্‌চড়্‌ হয় নাই। সে যেন রুল্‌টানা লাইন বা আইন। দেখিলে বড় বড় বিস্‌মার্কের বাক্‌রোধ হয়।

সে-দিনকার সন্ধ্যাটা ঐ-সব কথা লইয়াই কাটিল।

[২৫]

পাড়িটা খুব লম্বা হ'লেও হংকং ছাড়ার পর আমাদের সরাসরি উত্তর চীনে—অর্থাৎ নির্দিষ্ট মোকামে পেঁ৺ছিবার কথা ছিল। টাইফুন্‌—মাঝে পড়িয়া প্রাণটা লইল না বটে, কিন্তু ১০।১২ ঘণ্টার কয়লা লইয়া যায়;—জান্‌ বাঁচিল, কিন্তু হিসাবের কয়লায় টান্‌ ধরিল। কাজেই তাহার জন্য জাহাজকে চীফু বন্দরে যাইয়া নঙ্গর করিতে হইল। বন্দরটি সহুরে সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের বেড়া দিয়া ঘেরা নয়; জাহাজের ভিড় কম। Battle-ship-এর বালাই নাই man-of-war-এর মোড়লীও দেখিলাম না। যেন একটি শান্ত পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সময়টাও সন্ধ্যার প্রাক্কাল ছিল,—বেশ উপভোগ্য বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

কয়েকখানি ছোট গরিবী হালের ডিঙ্গী, আর দু'একখানি ছোট লঞ্চ্‌, আমাদের জাহাজের চারিদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডিঙ্গিগুলিতে বালক ও যুবকেরা পিচ্‌, অ্যাপেল, আঙ্গুর, চীনের-বাদাম প্রভৃতি ফল আর দেশী মদ বেচিয়া বেড়াইতে লাগিল। পিচ্‌গুলি ভারতের পিচ অপেক্ষা তিনগুণ বড়, বর্ণও চিত্তাকর্ষক। অ্যাপেলগুলি ছোট—টকটকে লাল, যেন মোমের খেল্‌না, স্বাদু ও সুমিষ্ট। দশ পয়সায় (ten cent) পঁচিশটি হিসাবে অনেকেই কিনিল। দিশী-মদ দশ পয়সায় এক বোতল (pint)—আবদুল্লার দল ঝুঁকিয়া পড়িল! চীফ সাহেব হুকুম দিলেন—কেহ এক

বোতলের বেশী কিনিতে পারিবে না। আবদুল্লা বিনীতভাবে তথাস্তু বলিল এবং যাহারা মদ ছোঁয়না এমন সব I, thou, he, she, it, খাড়া করিয়া খরিদ আরম্ভ করিয়া দিল ও যজ্ঞের আয়োজন জড় করিয়া ফেলিল।

বিক্রেতারা সমুদ্রকূলবর্তী জঙ্গলী বা অসভ্য চীনে বলিয়াই বোধ হইল,—তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উলঙ্গ, কাহারো কাহারো নাম মাত্র লেংটি আছে। মাল বেচা শেষ হইলে তাহারা ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিল—'সমুদ্রে টাকা পয়সা ফ্যালো,—আমরা তোমাদের সাক্ষাতেই ডুব মারিয়া তাহা তুলিয়া দেখাইতেছি, অর্থাৎ তুলিয়া লইতেছি।' তামাসা দেখিবার জন্য অনেকেই কিছু কিছু ফেলিতে লাগিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও ডুব মারিয়া তাহা তুলিয়া দেখাইতে লাগিল ও নিজের নিজের ডিঙ্গিতে সেগুলি ফেলিতে লাগিল। হায়-রে পয়সা! যাহার জন্য আজ আমরা সমুদ্রে ভাসিতেছি, তাহারই জন্য এই বালকেরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছে! জগতে সর্বত্রই তোমার জয়। অন্যান্য বন্দরেও এই পয়সা তোলার অভিনয় ছিল; কিন্তু সহর দেখা আর পত্র পোস্ট করার ঝোঁকটা মাত্রায় বেশী থাকায়, এটা দেখার তেমন অবসর হয় নাই। আশ্চর্য বটে—ক্ষুদ্র দুয়ানিটি পর্যন্ত তাহাদের এড়াইয়া যাইতে পারে না।

যাহারা লঞ্চে আসিয়াছিল, তাহারা চীফুর সওদাগর শ্রেণীর লোক,—বেশ সভ্য, তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদও সুন্দর। লঞ্চে বিবিধ বিলাস-সামগ্রী—সাবান, বাতি, ছবি, সিগারেট, চা, চীনামাটির বাসন, চায়ের Set প্রভৃতি ত ছিলই,—কিন্তু তাহাদের পণ্যের মধ্যে রেশমী বস্ত্রই প্রধান;—নানা রংয়ের রেশমের থান, রুমাল, সুন্দর কারু-কার্য-করা টেবিল দর্পণ প্রভৃতির আচ্ছাদন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সস্তাও বেশ;—যে রুমাল কলিকাতায় পাঁচ সিকে দেড় টাকা, এখানে অনেকেই তাহা চার পাঁচ আনা করিয়া কিনিলেন। সাধারণ ব্যবহারের বা কর্মস্থানে (আপিসে) ব্যবহারের সুট্ প্রস্তুত করিবার যে রেশম দেখিলাম, তাহা ash-colour-এর (ছায়ের রংয়ের)। চার পাঁচ টাকা হইতে দশ এগার টাকার এক থান পাওয়া যায়। সার্টিন-জিনের মত খোল, সার্জ বা রিবের বুনোন্, খুব টঁ্যাক্‌সই। এক থানে একটি সম্পূর্ণ সুট্, অথবা দুইটি কোট ও একটি ওয়েস্ট-কোট হয়।

সুটের জন্য চার পাঁচ টাকা করিয়া থান—আমরা অনেকেই লইলাম; কারণ, পরিচ্ছদের আবশ্যকটা যে আমাদের কতখানি, তাহা যতই অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল ও পীড়া দিতেছিল। দামী রেশমের বয়ান্, অনাবশ্যক বোধে বাদ দিলাম। ফল কথা—চীফু জায়গাটি রেশমী কাপড়ের জন্য ও রেশমের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। ইতিপূর্বে যে, কায়চু ও শ্যান-টংএ (Kao-chiu-Shan-

tungএ) জার্মানরা বেশ বাঁশগাড়ী করিয়া বসিয়াছিল ও বিগত জার্মান-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, জাপান যাহা অবরোধ ও অধিকার করে এবং যেখানে হইতে জার্মানীর জাহাজ 'এমডেন্' সরিয়া আসিয়া দিন কয়েক আমাদের হিম্‌সিম্ খাওয়ায়,—এই চীফু সহরটি তাহারই ঠিক উত্তর পার্শ্বে—পিচিল উপসাগরের তীরেই অবস্থিত।

পরদিন প্রাতেই জাহাজ ছাড়িল। এইবার আমাদের যাত্রাপথটা (Gulf of Pichili-র) পিচিল উপসাগরের উপর দিয়া এবং তখনকার রুশের অধিকারগত পোর্ট আর্থারের (Port Arthur-এর) ঠিক দক্ষিণ বা নীচে দিয়া। সিঙ্গাপুর পার হইয়া পর্যন্ত এক প্রকার চীনের জলেই চলিয়াছি। চীফুতে নামা ঘটে নাই, তবে পত্র পোস্টিংটা, সরকারী ডাকের সামিল করিয়া দিয়া সমাধা করা হইয়াছে। সুতরাং জলে জলেই আছি,—জল ছাড়া কথা নাই,—ঘুরিয়া ফিরিয়া সমুদ্রের উপরই তাল রাখিতে হয়। বাল্যকালে দেখিয়াছি—পোটো প্রতিমা চিত্র করিতেছে। কার্তিকের গায়ে রং দিতেছে, কিন্তু গণেশের পেটে তুলি মুছিতেছে,—লক্ষ্মীকে টিপ্ পরাইতেছে—গণেশের পেটে তুলি মুছিতেছে ; মা দুর্গার পায়ে আল্‌তা পরাইল,—গণেশের পেটে তুলি মুছিল ; সরস্বতীর চোখ চান্‌কাইল,—গণেশের পেটে তুলি মুছিল ; সিঙ্গির জিহ্বায়, ময়ূরের ঠোঁটে, ইঁদুরের ল্যাজে রং দিল,—তুলি মুছিল গণেশের পেটে! অথচ গণেশের পূজাই সর্বাগ্রে। দেখিতেছি আমারও এ-ক্ষেত্রে সমুদ্রই গণেশের পেট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে—কূলের কাছাকাছি হইয়াছি ; আজ আর কাল,—এই দুইটা দিন কাটাইতে পারিলে, এই মহান্ ও বিরাট বিভূতিকে প্রণাম করিয়া তীরস্থ হই।

চীন-সমুদ্রের হরিদ্রাংশ (Yellow-sea) উত্তীর্ণ হইয়া, পিচিলি উপসাগরের (Gulf of Pichili-র) প্রবেশ-পথের কিঞ্চিৎ উত্তরেই উই-হাই-উই (Wei-hai-wei)। এটি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই উই-হাই-উই দ্বীপটির এমন চোটের-জায়গায় স্থিতি যে, হাত বাড়াইলেই—উত্তরে পোর্ট আর্থার, পূর্বে কোরিয়া, আর পশ্চিমে চীন,—সকলগুলিই সন্নিকট। এটি ইংরাজের ইজারা-মহল, কি চীনের নিকট হইতে খেসারৎ (Indemnity) আদায়ের চাপ্ দখল, তাহা নাকি খোলসা কেহ জানেন না। তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে—প্রশান্ত মহাসাগর শীর্ষক প্রবন্ধে—চীন-জাপান যুদ্ধে পরাজিত চীনের ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের সন্ধির সংস্রবে ও তাহার পরবর্তী তিন বৎসর মধ্যে বিবিধ ঘটনার অন্যতম রূপে, উই-হাই-উই সম্বন্ধে এই মাত্র বলিয়াছেন—'ইংরাজও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়াই উই-হাই-উই দখল করিয়া তথায় বৃটিশ পতাকা উড়াইলেন।' তাহার পরেই জার্মান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ—জার্মানীও দুইজন

মিশনরী হত্যার অজুহাতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে গায়ের জোরে কিয়াও-চাও বন্দরে ও সমগ্র শ্যান্-টং প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

কোথাও কোন দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিলে সভ্য শক্তিশালী প্রবল জাতিরা অনুগ্রহ করিয়া—নয় সালিশীরূপে, না হয় সাক্ষীরূপে, অযাচিত ভাবেই, শান্তিরক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। পরে কষ্ট স্বীকার, সময় নষ্ট, প্রভৃতি খাতে কিঞ্চিৎ লাভ বা খরচা আদায় না করিয়া ফেরেন না। ইহার নাকি একটা মস্ত উপকারিতা আছে ;—কোন যুদ্ধমান পক্ষ বে-আইনী বা অন্যায় কিছু করিতে সাহস পান না। এই দয়ার কাজের জন্য পাঁচ হাজার মাইলের পাল্লা মারা অল্প উদারতা নহে, ত্যাগস্বীকারটাও ততোধিক।

চীন বোধ হয় মিনতি জানাইয়া জার্মানী হইতে মিশনরী আমদানী করে নাই। যাহা হউক, এই সব ব্যাপারে কাশীর এক সম্প্রদায় দালালদের কথা মনে পড়ে। কেহ কাশীর চকে কোন দোকানে কিছু কিনিতেছেন তাঁহার অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে কোন দালাল, দোকানদারকে একবার দেখা দিয়া বা একটা সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। তাহার অর্থ আমার প্রাপ্যটা যেন তোলা থাকে! দোকানদারও তাহা তামিল করিতে বাধ্য। তবে দোকানদার দালালিটা নিজের ঘর হইতে দেয় না—খরিদ্দারের মুণ্ডেই চাপাইয়া লয়।—আর এসব ক্ষেত্রে দুর্বলকেই সব চাপটা সহিতে হয়,—প্রভেদ এই।

শুনিয়াছি, কোন কোন নামী এটর্নী মহোদয় যখন মোটরে যান, পথে বে-আক্কেল মক্কেল যদি নমস্কার করিয়া সাধারণ-সৌজন্য হিসাবে কুশলটা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে এবং তিনি চলন্ত-গাড়ী হইতে ঈষৎ হাস্য-সংযুক্ত মুখ ও মাথাটা নাড়া-না-নাড়ার মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যান, পরদিন এটর্নীর সেই অর্থহীন অনুগ্রহ,—তজ্জনিত শ্রম,—সময় নষ্ট,—চোষ্য-চিন্তা-স্রোতে বাধা প্রভৃতি দৈনিক মানসিক ও শোষিক ত্যাগ-স্বীকারের জন্য, একখানি অন্ততঃ পঁচিশটাকার পরোয়ানা (bill) মক্কেলের সেই সৌজন্যরূপ অপরাধে আক্কেল-সেলামী আদায় করিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। এসকল বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতা অনুমোদিত, সুতরাং অবশ্যস্বীকার্য।

[২৬]

আজ শয্যা ত্যাগ করিতে আমার একটু বেলা হওয়ায়, উপরের ডেকে গিয়া দেখি—বড়বাবু (বোসজা) জাহাজের এক প্রান্তে, রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া উদাসভাবে শূন্যে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে এরূপ স্থানচ্যুত হইতে এক দিনও দেখি নাই,—নিজের ক্যাম্বিসের চেয়ার খানিতে অচল বিগ্রহের মতই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাই

নিকটে গিয়া বলিলাম,—'অকস্মাৎ আজ আপনার আসন টোল্‌ল যে ?' তিনি উদাস-ভাবেই উত্তর দিলেন,—'যখন বুঝতেই পারচি—চেয়ারে বসা চুক্‌তে আর বেশী দিন নয়, তখন দিন থাক্‌তে ত্যাগের তালিম নেওয়াই ভাল।' তাঁর কথার মধ্যে অনুপ্রাসের অসদ্ভাব না থাক্‌লেও আওয়াজে রহস্যের রসমাত্রও ছিলনা। ভাবলুম, জাহাজবাসের এই শেষ দুটো দিন mean করচেন। //

এই সময় মজুমদার ভায়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত, সঙ্গে দত্তজা। ভায়ার হাসি দেখিয়া বোসজা একটু বিরক্তির স্বরেই বল্লেন—'আর হাসির সময় নেই, আমিও তোমাদের সঙ্গে আজ একমাস হেসেই কাটিয়েছি, কোন কথাই গায়ে মাখিনি। কিন্তু কাল বাদে পরশু যে-যার সব কাজে বসতে হবে,—সাহেবরা ত আর আমাদের ঠাকরুণ-বিষয় শোনবার তরে তলব করেনি।'

বোসজার সহিত আমার এই পাড়িতেই প্রথম পরিচয়। তাঁকে বেশ আমুদে আর মিশুক বলেই জেনেছি। এইভাব এই প্রথম পেলুম্‌! অকস্মাৎ আপিসের আর সাহেবের নাম শুনে যেন চট্‌কা ভাঙ্গলো ; বুকের ভিতরটা যেন 'গিলে' বুলিয়ে কে কুঁচ্‌কে দিলে ! ভাবিলাম—এইবার বোধ হয় স্বরূপের সাড়া দিতেছেন,—বড় বাবুত্বের ভূমিকা ভাঁজা আরম্ভ করলেন।

আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি একটু কড়ি-মধ্যমে নামিয়া বলিলেন—'বাঁড়ুয্যে মশাই বুঝি জানেন না,—আমার গোরের মাটি পর্যন্ত এসে গেছে !' মজুমদার ভায়া বলিলেন,—'বাঁড়ুয্যের ত এই ঘুম ভাঙ্গলো ! আমরা ওঁর অপেক্ষায় subject (বিষয়টা) ফাঁশ্‌ করিনি ; চায়ের মজলিসের জন্যে reserved (জীইয়ে) রাখা হয়েছে।' আমি ত একদম্‌ বোকা ব'নে গেলুম।

চা এসে গেল,—কিন্তু চাটুয্যে আসে না। হরিপদ বলিল—'তিনি ট্রঙ্ক্‌ গোছাচ্চেন্‌, এখন আসতে পারবেন না, পাঁচু-দা তাঁকে সাহায্য করছেন। আমি তাঁর চা নিয়ে যাই, আর পাঁচু-দাকে পাঠিয়েদি।' বোসজা বলিলেন—'সেই ভাল।' পরক্ষণেই সহাস্য পঞ্চানন—তার দ্বিরদ-রদ-লাঞ্ছিত বিকশিত দশনগুলি সামলাইতে সামলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বোসজা বলিলেন—'আজ সকালের ব্যাপারটা বাঁড়ুয্যে মশাইকে একবার শুনিয়ে দাও পঞ্চানন।' শুনিয়াই পঞ্চাননের দশনগুলি সহসা যেন শিমুলের কোষ ফাটিয়া শুভ্র সৌন্দর্যে বিকাশ পাইল। এখন তাহার পক্ষে একই সঙ্গে দাঁত সামলানো আর কথা কওয়া কঠিন হইয়া উঠিল ;—দ্বৈতবাদের ঐ দোষ।

উত্তেজনার তোড়ে সে যাহা বলিয়া গেল, তাহাতে বুঝিলাম,—সে মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে, শয্যা ত্যাগান্তে চাটুয্যে তাড়াতাড়ি একবার নিজের ট্রঙ্ক্‌টা খোলে। আজ

বোধ হয় তার শৌচের বেজায় জোর তলব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই ট্রাঙ্ক্‌টা বন্ধ করা ত হয়ই নাই, এমন কি তাহার ডালাটি পর্যন্ত ফেলিয়া যায় নাই। এ সুযোগ সামলাইবার মত সংযম না থাকায়, পঞ্চানন উঁকি মারিয়া তন্মধ্যে অর্ধাধিক স্থান জুড়িয়া এক পুঁট্‌লি মাটি ও তাহার উপর একটি দেয়ালির প্রদীপ আবিষ্কার করিয়া ফেলে! এই অসীম অতলস্পর্শ সমুদ্র-বক্ষে এক পুঁট্‌লি মাটির অস্তিত্ব বিস্ময়ের হইলেও, পঞ্চানন স্থিরই করিতে পারে নাই—সেটা তুক্‌ কি যক্‌! আমাকে নিদ্রিত পাইয়া রহস্যভেদের জন্য পুঁট্‌লি-সমেত তাই বড়বাবুর নিকট উপস্থিত হয়।

এইখানে পঞ্চাননকে বিরাম দিয়া বোসজা স্বয়ংই সুরু করিলেন,—'আমি ঘুম্‌ ভেঙ্গে সেইমাত্র বিছানায় উঠে বসেছি, আর পঞ্চানন, তিরিশ সের আন্দাজ সেই স্বর্গাদপি গরীয়সীর গুঁড়ো এনে হাজির করলে। আমাদের আনরপুর পরগনায় বাড়ী, অনেক লোকের অনেক কূট সমস্যা solve (সমাধান) করতে হয়েছে, কিন্তু এ মাটির খাঁটি তত্ত্ব মাথায় ঘেঁশছিল না। এমন সময় মুক্তকচ্ছ চাটুয্যে, ঝড়ের মত এসে পোড়ল। পঞ্চাননের প্রাণ নেয় আর কি! অনেক ক'রে সে আগুন নেবালুম। পঞ্চানন তখন বিনীতভাবে করজোড়ে চাটুয্যেকে বল্লে—'আমাকে কেটে ফেলুন,—দুখ্‌খু নেই—আপনাকেই প্রাচিত্তির করতে হবে; কিন্তু আগে দয়া করে বলুন প্রভু—এ বিরাট্‌ বোঝার ব্যাপার ওটা কি?' চাটুয্যে তার কথার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে ফিরে বল্লে,—'আপনারাও ত এসেছেন; এ মুখ্‌খুকে বুঝিয়ে দিন্‌।' সর্বনাশ! আমার অবস্থাটা তখন বুঝুন! ফশ্‌ ক'রে বলে ফেল্লুম,—'কেন—বাঁড়ুয্যের দ্যাখনি পঞ্চানন! তাঁর যে দুটি ট্রাঙ্ক্‌ ঠাশা! চাটুয্যে তুমিই ওকে ব'লে, কান মলে দাও।' চাটুয্যে খুব খুসী হয়ে বল্লে—'বাড়ুয্যে মশাই একটা গোটা মানুষ, আর কলাপোড়া-খেগো-বুদ্ধি নিয়ে, এটা বলে কি না,—ও'র কলকেতায় বাড়ী! চীনে চলেছেন, আর খোঁজ নেই চীনের মাটি বস্তুটা কি; মুখ্‌খু—হাতে মাটি দেবে কিসে!' এই বলে, পঞ্চাননের হাত থেকে পুঁট্‌লিটি কেড়ে নিয়ে বিজয়ীর মত চলে গেল।'

শুনিয়া মজুমদার ভায়া—'ওরে বাবারে মেরে ফেল্লে'—বলিয়া, উঠিয়াই লাফাইতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—'বাঁড়ুয্যে, আমাকে ধর—জলে পড়ে না জান্‌টা যায়। ওরে বাপ্‌—জার্মানীতে জন্মেছিলেন বিশ্‌মার্ক আর বঙ্গের ভাগ্য অন্ধকার ক'রে চীনে চলেছেন আমাদের এই ত্রিশমার্ক! হায় বঙ্গমাতা—কি দুঃখে এই ওরেবাদ-বুদ্ধি সাগরে ভাসিয়ে দিলে মা!' একটা হাসির ঝড় বয়ে গেল। পঞ্চাননের কবলে এক ঢোক্‌ চা থাকায়, তাহা সবলে ও সশব্দে এক ঝাপ্‌টা বৃষ্টির মত বর্ষিয়া গেল।

বোসজাকে বলিলাম—'সেদিন এক ঠাকরুণ-বিষয় শুনে, অক্ষয় দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ' পর্যন্ত টান্ ধরেছিল, আর আজ ?'

বোসজা বলিলেন—'আর আজ আমার চাকরী পর্যন্ত টান ধরেছে ; আর দ্বিতীয় দত্তটির কথাই স্মরণ হচ্ছে—

'দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ?'

বড় বড় বিলিতী কেউটেকে ধুলোপড়া দিয়ে কেঁচো বানিয়ে এলুম কি চাটুয্যের জন্যে চাকরী খোয়াতে ? তোমরা হেস না। পরশু না হয় তরশু, আমাকেই ত লোক বুঝে আর লোক বেছে কাজের ভার দিতে হবে! চাটুয্যে আবার store-keeper (গমস্তা বা ভাঁড়ারী) ; কেরানী নয় যে পাঁচজনের ভেতর চালিয়ে নেব। তার বোধ করি হাজার টাকা security-ও (জমানতও) আছে। field-এর (অভিযানের) সব দামী জিনিসই গুদামে ঠাশা। শুনেছি শীতের আয়োজন খুব বেশী ; প্রায় সব পোশাক-পরিচ্ছদই ক্যানাডা হতে আমদানী। কোন গুদামেই লাখটাকার জিনিসের কম নেই। তার কোন একটির ভার ত ঐ মাটির-মুরোদকে দিতেই হবে! তারপর ? ঐ ব্রাহ্মণের জামানতের টাকা জল্ আর চাকরী খতম্,—হাতে দড়ির আশাও দুরাশা নয় ;—ঐ সঙ্গে আমারও চেয়ার-চ্যুতি! এ অভিযানে বিলাতের সংস্রবে (imperial connection-এ) কাজ-কর্ম, সাহেব-সুবোও অচেনা ;—তার ওপর field-এর (যুদ্ধক্ষেত্রের) আইন-কানুন মানেই—মহাপুরুষদের মর্জি।'//

বোসজার এক একটি কথা যেন (এক মাস ম্যানিনজাইটিসের পর) ধাক্কা দিয়া দিয়া চাক্‌রির পাকা মূর্তি প্রকট করিতে লাগিল ও পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতে লাগিল। ফাঁক পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কি চাটুয্যের চাকরীর ভালমন্দ ভেবে চিন্তিত হচ্চেন !'

বোসজা বলিলেন—'ভাল ত আদৌ নয়, মন্দটা ভেবেই ভয় পাচ্চি ; আর কেবল চাটুয্যের নয়—নিজেরও।'

বলিলাম—'এ-চিন্তার জন্মটা কি ঠাকুরুণ-বিষয়ের অর্থগৌরবের মধ্যে না—চীনে-মাটি ফুঁড়ে এর অঙ্কুর দেখা দিলে ?'

বোসজা সবিস্ময়ে বলিলেন—'আপনি কি তবে বল্‌তে চান,—আমার ভাবনাটার ও-গুলো অন্যতম কারণও হ'তে পারে না !'

আমি বলিলাম—'চাটুয্যে যদি ঐ ঠাকুরুণ-বিষয় সত্ত্বেও সাত আট বছর চাকরী বজায় করে এসে থাকে ত আজ সেটাকে এত বড় ভয়ের কারণ ভাব্‌চেন কেন ?

'সরকারী কাম্ আপসে্ চল্‌তা হায়,—' এ কথাটা অর্থহীন নয়। ঐ যে boiler room-এ (তাপ্ কামরায়) অগ্নিমূর্তিটি বসে থাকেন তাঁর তাতে কাজ শুধু চলে না—ছুটে চলে। তাঁর হুংকারে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পথ পায় না।'

আমার কথা শুনিয়া বোসজা বলিলেন—'আপনার কথায় চাটুয্যে-সম্বন্ধে বিশেষ আশ্বস্ত হ'তে না পারলেও, আপনার কৃষ্ণপক্ষ সমর্থনের পরিচয় পেলেম বটে। কিন্তু ঐ লোকের হাতে লাখ টাকার মাল, আর সেই অসংখ্য জিনিসের আদান-প্রদানের হিসাবের ভার দিয়ে যে কি করে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, তা এখনো আমি বুঝতে পারচি না।'

বলিলাম—'আপনি এত সত্বর fresh frui'-এর (ফলের) কথা ভুলে গেলেন নাকি? জাহাজে ব্যবহারের জন্য আমরা সকলেই কিছু কিছু ফল (আঁব, ডাব, আনারস প্রভৃতি) এনেছিলুম। পাঁচ দিনেই তার পনের-আনা চাটুয্যের পেটেই পেঁ'ছে গেল! আমি বল্লুম,—'অন্ততঃ সিঙ্গাপুর পর্যন্ত চলা উচিত ছিল, এর মাঝে ত কোথাও কিছু পাব না।' তাতে চাটুয্যে চট্ উত্তর করে,—'ভাবচেন কেন, আমার fruits (ফল) সবই মজুদ রয়েছে।' পর দিন পঞ্চানন যখন সেই প্রপঞ্চের টুকরি মজলিসের মধ্যে এনে হাজির করলে, সকলেই দেখে নয়ন জুড়িয়েছিলেন,—একটা তাল, দুটো চাল্‌তা, আর শুকিয়ে তেউড়ে যাওয়া কতকগুলো শিক্‌ড়ে-মুলো, বর্‌বটি আর কাঁচা লংকা! অধিকন্তু গোটা ছয়েক গোঁড়া নেবু, আধপাকা কাঁচকলা, আর আদ্‌খানা পচা কাঁটাল! মনে পড়ে কি?'

শুনিয়াই পঞ্চানন বলিয়া উঠিল—'ওরে বাবারে, আবার সেই শৈবলিনীর নরক দর্শনের স্মৃতি!' প্রথম দর্শনে পঞ্চাননই বলিয়াছিল—'If these be thy fresh-fruits, O Israel!' etc

বোসজা বলিলেন—'সেই দিনই ত 'ফলেন পরিচীয়তে' কথাটার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি, আর ফলের মধ্যেই ত চাটুয্যের প্রথম পরিচয় পাই।'

বলিলাম—'সবটা আগে শুনুন; তারপর এই দীর্ঘ এক মাসকাল চাটুয্যের একটি পয়সাও খরচের খাতে দেখেছেন কি? এক দিন তার মোজা দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, এক-পাটিরও তলা নেই! শুনলাম, সে-জোড়াটি এই সবে সাত বছরে পড়েছে। যে-লোক গুদামে থাকে, তার ত মোজার অভাব হবার কথা নয়, অনায়াসে পুরাতন জোড়াটির বদলে নূতন একজোড়া নিতে পারে। কিন্তু পয়সা বা জিনিস সম্বন্ধে সে যক্ষ। তাকে ও-দুটিতে ফাঁকি দেবার লোক আজো জন্মায়নি জানবেন। আমি সে-সম্বন্ধে আপনাকে অভয় দিতে পারি, আপনি বে-ফিকির থাকুন।'

পঞ্চানন উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল—'আমি স্বচক্ষে দেখেছি মশাই—মাছের কাঁটা ফেলে না, একদম্ হুলো-cat (হুলো বেরাল)।'

এই কথায় ঐক্যতান হাস্যের মধ্যে চাটুয্যে আসিয়া মুখভঙ্গীসহ পঞ্চাননকে বলিল—'আর হাস্মার্তে হবে না, কলকেতার মুখ্খু। আজ বিদ্যেবুদ্ধি বেরিয়ে পড়েছে। বাঁড়ুয্যে মশাই শুনেছেন ত?'

বলিলাম—'আরে ছিঃ—ওটা অপদার্থ! ও যে এতটা নিরেট্—তা জানতুম না।'

এই সময় জাহাজের স্টুয়ার্ড্ 'গুড্মর্নিং' করিলেন ও নিজেই চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। এতদিন একত্র বাসে পরস্পরের প্রতি যে একটা ভালবাসা জন্মিয়াছিল তাই লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন, ও বলিলেন—'আমাদের জীবনটাই এইরূপ;—বিচ্ছেদের কষ্টটা প্রায়ই ভোগ করিতে হয়,—কত লোক আসেন, যান, কত চিহ্ন কত স্মৃতিই রাখিয়া যান! তবে,—চাকুরী এমন Jealous জিনিস, যে চাবুকের মত সর্বক্ষণ উদ্যত থাকিয়া, মনকে (তা ছাড়া) অন্য চিন্তা করিবার অবকাশই দেয় না,—সব ভুলাইয়া দেয়' ইত্যাদি। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইরূপ আলাপ আপ্যায়নের পর, তিনি বলিলেন,—'আমি আর আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আজ রাত্রে আপনারা আমার guest (নিমন্ত্রিত অতিথি), কাল রাত্রে আপনাদের আর পাইব কিনা সন্দেহ। আপনাদের ইচ্ছা ও আদেশ মত আজ রাত্রের আহার্য প্রস্তুত করাইবার বাসনা করিয়াছি। আপনারা অসঙ্কোচে আমাকে আপনাদের ফরমাজ্টা বেলা তিনটার মধ্যে জানাইলে সুখী হইব।' এই বলিয়া তিনি বিনয় ও সৌজন্য বিনিময়ের মধ্যে উঠিয়া গেলেন। আমাদের মনগুলাও যেন কেমন ভিজে-ভিজে হইয়া গেল। বিপদ-সঙ্কুল পথের সঙ্গীরা অল্পেই আপনার হইয়া পড়ে।

ব্রেক্-ফাস্টের ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বৈঠকও ভাঙ্গিল।

[২৭]

পিত্তনাশের পর সকলেই আবার উপরে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল; কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ব পূর্বদিনের স্ফূর্তিটা আজ আর ফিরিয়া পাইলাম না। দেখিলাম, সকলেরি সুর যেন নাবিয়া গিয়াছে। কথাবার্তায় আগেকার সে উত্তেজনা নাই,—সবই ঢিলে-ঢিলে। মন জিনিসটার মত ভাঙতে গড়্তে মজবুত আর কিছুই দেখিনা; সে তুলতেও যেমন, ফেলতেও তেমনি; ভাবান্তর সৃষ্টিই তার কাজ। সকলে আসা

গেল, বসা গেল, কিন্তু তেমন হাসা গেল না। আজ আর যেন একটা কোন বিশেষ বিষয় কেহ খুঁজিয়া পাইল না—যাহা লইয়া সমবেত উৎসাহে সকলে তাহাতে যোগ দেয়! তাই সকলেই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন হইল,—কেহ কাহারো মুখের দিকে তাকায় না। হরিপদ দু'পা আসে, কিন্তু কাহারো মুখে কথা নাই দেখিয়া অপরাধীর মত ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। পঞ্চানন খানিকক্ষণ উস্‌খুশ্‌ করিয়া চাটুয্যের সন্ধানে চলিয়া গেল। চাটুয্যে break-fast (ব্রেক্‌ফাস্ট্‌) বুঝিত না, সে পুরাপুরি break-belly-র মত (পেট্‌ ফাঁশার মত) load (বোঝাই) লইত, ও আসন ছাড়িয়া শয্যাও লইত।

পূর্বোক্ত ভাবটা আমাকেও পাইয়া বসিয়াছিল। ভাবিলাম—এমন কি ঘটিয়াছে যে, অকস্মাৎ এই অবসাদের আমদানি করিয়া বসিলাম! 'ক্লাইভের' কবলে যখন আশ্রয় লইয়াছিলাম, তখনি ত জানা ছিল—প্রভু স্বধর্ম ভুলিবেন না,—পরবাসীও করিতে পারেন, পরলোকেও পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। ফল কথা—এতদিন যে বিক্রমাদিত্যের বৈঠক বসান হইয়াছিল, তাহার চৌহদ্দির মধ্যে চাকুরীর চিন্তা বা সাহেবের সংহার-মূর্তি প্রবেশ-পথ পায় নাই। কিন্তু আজিকার প্রভাত সেটাকে নানা রূপে বর্ণে ও ছন্দে বারবার প্রকট করিয়া প্রাণে একটা অব্যক্ত আতংক আঁকিয়া দিয়াছে। তাই—সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, কারণে অকারণে, মন তাহারই উপর রং চড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে ;—কে কোথায় ও কোন্‌ কাজে posted হইবে, কার ভাগ্যে কিরূপ মুনিব্‌ জুটিবে ; জাহাজ ছাড়িয়াই বোধ হয় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইবে। মামুলী (station duty) কাজ হইতে সমরক্ষেত্রের (active service-এর কাজ স্বতন্ত্র। আবার এ অভিযানটির সহিত বিলাতের সংস্রব Imperial connection) থাকায়, কাজকর্মের ধারা ও নিয়ম-কানুন বিভিন্ন হওয়াই সম্ভব ;—সেটা আমাদের পক্ষে বিলাতী বিস্ফোটক্‌ হইয়া না দাঁড়ায়,—ইত্যাদি ইত্যাদি—সত্য মিথ্যা, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ভাবনা, ভিতরে ভিতরে বিভীষিকার বীজ ছড়াইতেছিল। স্বজনহীন অপরিচিত দেশে, শত্রুপুরীমধ্যে পা বাড়াইতে বড় বড় সাহসী বীরেরও বুকটা কাঁপিয়া উঠে,—আর আমরা ত বাঙ্গালী কেরানী! পরাজয়ক্ষেত্রে পয়জার-প্রাপ্তি, না হয় মৃত্যু ; আর বিজয়ে—বেতনটি ছাড়া লাভের বা আশার কিছুই নাই।

সম্ভবতঃ এই সব চিন্তাই, ভাগাভাগি করিয়া আজ সকলের মনকে অধিকার ও আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু যে দুইটি তরুণ যুবা, চাকুরির আশায়—সখ্‌ করিয়া সঙ্গী হইয়াছিল, তাহারা ত এসব চিন্তার কারণও বোঝে না, স্বাদও জানে না, সুতরাং—সহসা সকলের এই ভাবান্তরটা তাহাদের আঘাত করিয়া মন্‌মরা করিয়া দিতেছিল।

তাহারা খোঁজে—হাসি খুসী, গান গল্প, আমোদ-প্রমোদ। তা' ছাড়া জীবনটাকে যে কত কাঁটাবন বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া শেষ-বোঝা নামাইতে হয়, সে-সংবাদ এখনো তারা পায়ও নাই, তাহার খোঁজেও রাখে না। তাহাদের পা ঘসিতে ঘসিতে মলিন মুখে নীচে নামিয়া যাইতে দেখিয়া মনে হইল,—তাহারা আজ যেন প্রতিমা দেখিতে আসিয়া, শূন্য দালান দেখিয়া ফিরিল। প্রাণটায় বড় ব্যথা বোধ করিলাম। মনে হইল—আজ ওরা ভাবিতেছে—এঁদের কি এখন এই ভাবই চলিবে? তবে কেন আসিলাম? এর চেয়ে কলিকাতার পথে পথে ঘোরাও ভাল ছিল!

হায়—বালকেরা জানে না চাক্‌রী কি বস্তু। চাক্‌রেদের—কেতাদুরস্ত চুল ছাঁটা, বেশবিন্যাস, স্বহস্তে বুন্যাঙ্কো লাগানো ডেভেন্‌পোর্ট শু, কোটের home-cut (বিলাতী) ছাঁট্‌ আর সিল্কের রুমালে—পাঁচটি ন্যাংড়া বা ছয়টি কমলা বেঁধে, ছ'খিলি ছাঁচি পান্‌ আর কাঁচি সিগারেট্‌ মুখে দে' বাড়ী ফেরা—তারা এইটাই দেখিয়াছে ও বাবুদের বাহিরের বড় বড় বাঘ্‌-মারা বাক্য আর হাস্য-পরিহাসই শুনিয়াছে। অতুল বাবুকে গোঁফ্‌ কামাইয়া গিরিজায়া সাজিতে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে 'মথুরা-বাসিনী' শুনিয়া, ঠিক ঐরূপটি হইতে ও করিতে না পারিলে যে জীবনটাই একদম্‌ মাটি, সে-সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হইয়া আছে। এগুলি যে দিন-মজুরদের দাঁড়া-গ্লাস্‌ বা তাড়িরই রূপান্তর মাত্র, তরুণেরা তাহা বোঝে না। তাহারা জানে না যে, উহার ঠিক পশ্চাতেই—সর্বক্ষণ একটা ভয়মিশ্রিত ভাবনা, অশান্তি ও অনটন বাসা বাঁধিয়া আছে।

আমার চরিত্রের নানা দুর্বলতার মধ্যে—তরুণদের আব্দার সওয়া, এমন কি তাহাদের আস্কারা দেওয়া অন্যতম। তাহারাও তাই আমার কাছে অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করিত। সেই কারণে আমার সমবয়স্ক সঙ্গীদের কাছে সময়ে সময়ে আমাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছে, আর উপার্জনের মধ্যে চিরদিন 'উপদেশ' উপার্জনই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় না হইলেও, আজ তাই পঞ্চানন ও হরিপদর অবস্থা দেখিয়া কষ্ট বোধ করিতেছিলাম। তাহারা চাকুরী লইয়া চীনে চলে নাই; তবে কি লইয়া থাকিবে,—কিসের উপর দাঁড়াইবে? সমুদ্র-যাত্রা, জাহাজ-চড়া, বিদেশ দেখা,—এই সব আনন্দ লইয়া কাটানো, এইরূপ একটা তরুণ-সুলভ বাসনার ধাক্কাই, তাহাদের ঘরের বার্‌ করিয়াছে; চাকরীটা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। তাই, মজার বাজার মন্দা দেখিলেই, তাহারা ত মন্‌মরা হইয়া পড়িবেই। কিন্তু এ'তো বর্ধমান বেড়াইতে বাহির হওয়া হয় নাই যে, ভাল না লাগিলেই—তিন ঘণ্টায় পাড়ি জমাইয়া বাড়ী ঢোকা চলিবে।

মন্‌টা মিইয়ে থাকায়, আহারান্তে দেড়টার পর,—অভ্যাসমত উপরের ডেকে না গিয়া, আজ নিজের কেবিনে গিয়া শয্যা লইলাম। শুইয়া শুইয়া উদাসভাবে একটা সিগারেট টানিতেছি, পঞ্চানন আসিয়া বলিল—'আপনাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্চি,—আজ যে উপরে যাননি ?' বলিলাম—'কি জানি আজ যেন ভূতে পেয়েছে, কিছু ভাল লাগছে না।' পঞ্চানন বলিল—'আমরাই ত পেয়ে থাকি—পাবার জন্যে ছট্‌ ফট্‌ করে বেড়াচ্চি—আবার নতুন কোন্‌ ভূত এল !' বলিলাম—'চাকরী জিনিসটাকে ছোটখাটো ভূত ঠাউবো না পঞ্চানন। বড়বাবু আজ সেই বিচিত্র চ্যাপ্‌টার (অধ্যায়) খুলে,—সকলকে চম্‌কে দিয়েছেন !' পঞ্চানন সভয়ে বলিল—'এখন কি তবে আপনাদের এই ভাব-ই চল্‌বে নাকি ? তা হ'লে ত বাঁচব না মশাই। এ-তো তা'হলে আমাদের দ্বীপান্তরের রূপান্তর দাঁড়িয়ে যাবে ! তার চেয়ে—ফির্‌তি জাহাজে ফিরিয়ে দিন্‌।'

তার কথার সুরে অসত্য ত ছিলই না, বরং কাতরতাই বেশী। বুঝিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। বলিলাম—'লোকের কত কারণে অমন অবসাদ আসতে পারে ; এক আধ্‌ দিনের ভাবান্তরে অমন চঞ্চল হ'লে চল্‌বে কেন ? একটা কত বড় প্রাচীন দেশে চলেছ—দেখবার শোনবার শেখবার কত কি আছে ; এমন সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ? জীবনটার মূল্য বাড়িয়ে নিয়ে ফেরা চাই।' পঞ্চানন বলিল—'তবে আপনি এখন ওপরে চলুন ; সকলেই চুপ্‌-চাপ বসে আছেন, মনটা বড়ই খারাপ হয়ে যাচ্চে, কিছু বলবেন চলুন।' জিজ্ঞাসা করিলাম—'চাটুয্যে নেই ?' পঞ্চানন বলিল—'আছেন ত, কিন্তু নাড়া দিতে সাহস হচ্চে না।' বুঝিলাম—পঞ্চাননের ধাত ফির্‌চে। উঠিয়া পড়িলাম ও উভয়ে উপরে গেলাম। গিয়া দেখি—সব দিকে দিকে চাহিয়া, চুপ্‌ চাপ্‌ বসিয়া আছেন ! আমরা একটু তফাতে আসন করায়, চাটুয্যে আর হরিপদ আসিয়া হাজির হইল। চাটুয্যে আসিয়াই বলিল—'বাঁড়ুয্যে মশাই কি রাগ করেছেন, কোন কথা কইচেন না !' বলিলাম—'পঞ্চাননের মুখ্‌খুমী আর পরাজয় নিয়ে সকালে এত কথা হয়ে গেছে যে, পাঁচ দিন এখন কথা না কইলেও চলে !' চাটুয্যে শুনিয়া খুবই খুসী হইল। বড়বাবু হাঁকিয়া বলিলেন—'বাঁড়ুয্যে মশাই কি মহেশ চক্রবর্তীর ভাঙ্গা-দল বানালেন, আমরা বাদ পড়লুম নাকি ?' বলিলাম—'লোকসেনে মাল নিয়ে ব্যবসা চলে না ; না করেন হাঁ, না আছেন দোয়ারকীতে, আছেন কেবল খোরাকীতে ! না আছে সাজবার সুরৎ, না আছে চেহারার চটক্‌। তয়েরি ছেলেরা তাই বিগড়ুতে বসেছে, তাদের সামলাতে হবে ত ?'

জনার্দন নায়ডুকে (মান্দ্রাজী ক্লার্ক্) বটুয়া খুলিতে দেখিয়া, চিকি সুপারির প্রত্যাশায় 'আর্সাচ' বলিয়া চাটুয্যে তাহার কাছে ছুটিল।

বড়বাবু বলিলেন—'চাটুয্যে কি আমাদের চেয়ে বেশী খোল্‌তাই-দার!' আমি বলিলাম—'অমন সাজন্ত চেহারা হাজারে একটা মেলে না। জাহাজে ত এত দেশের এত লোক রয়েছে, চাটুয্যের মত অমন আকর্ণবিস্তৃত 'হাঁ' একটা বার করুন দিকি।' বড়বাবু বলিলেন—'কিন্তু 'হাঁ' হিসেবে চাটুয্যেকে আপনি কি সার্টিফিকেট দিতে চান তা'ত বুঝলাম না যাত্রার দলেই বা তার সার্থকতা কি?'

বলিলাম—'লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, অধুনা বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে রক্তবর্ণ বৃকোদর Letter Box-এর শুভ-প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায়, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পত্রের প্রবল বন্যা দেখা দেবেই, তখন উক্ত বড় রাস্তার ব্যবস্থা বঙ্গের অলিতে গলিতে বাহাল করতে হবে; ক্রমে চলন্ত Letter Box-এর (চিঠি ফ্যালা বাক্সর) দরকার স্বতঃসিদ্ধ। সে অবস্থায় নট-লাট্ অমৃতবাবু যে নাটক লিখবেন, তাতে চলন্ত লেটার বক্স অবশ্যই থাকবে এবং তার সাজবার লোক দরকার হবেই। গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা লাল সালুর গেলাপ্ আঁটা, মাথায় একটা টক্‌টকে কাবুলী কুল্লা পরা, আর কপালে সাদা অক্ষরে Letter Box ছাপা, একটি এমন লোক চাই—যে হা ক'রে আগন্তুক পত্রগুলিকে কবলে নেবে। আমাদের মধ্যে কে এমন বাহাদুর আছেন, যিনি এই পার্ট নিতে পারেন?'

বড়বাবু বলিলেন—'সর্বনাশ! মাপ্ করুন মশাই।' একটা হাসি পড়িয়া গেল। চাটুয্যেও ছুটিয়া আসিল। পঞ্চানন হাত জোড় করিয়া বলিল—'এমন সৃষ্টিছাড়া সংয়ের কথা ত কখন idea-তেই (কল্পনাতেই) আসেনি মশাই?'

মজুমদার ভায়া সলম্ফে বলিয়া উঠিলেন—'It beggars imagination',—কল্পনা এখানে ফতুর।

চাটুয্যে কিছু না বুঝিয়াই হাসিটায় যোগ দিয়াছিল; প্রাবল্যটা একটু কমিলে নিম্ন কণ্ঠে পঞ্চাননকেই জিজ্ঞাসা করিল,—'ব্যাপারটা কি?'

পঞ্চানন কিন্তু উচ্চকণ্ঠেই বলিল—'এই আপনারই গুণের কথা হচ্ছিল, সেদিন যে-কথা বলেছিলেন,—বাল্যকালে আস্তো একটা চাল্‌তা খেতে গিয়ে, দু'কস্ কেটে হাঁ-টা কি ক'রে অমন ফ্যালাও হয়ে পোড়ল!'

চাটুয্যে,—'চ্যাংড়া কিনা, প'্যাচাকে কোন কথা বলবার যো নেই।'

পঞ্চানন,—কেন, এতে নিন্দের কথা কি আছে? জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন, বাল্যকালেই তাঁদের কাজে কর্মে সেটা প্রকাশ পেয়েছে। কেউ সূর্যদেবকে গিল্‌তে

গিয়েছেন ; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কড়ে আঙ্গুলে গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কই—কেউ ত তাঁদের মন্দ বলে না। তবে কেষ্টর কাজটায় আমাদের একটা অনিষ্ট হয়েছে বটে। তাঁর বইবার আর সইবার শক্তিটা প্রমাণ হওয়ায়,—পৃথিবীর পাপের বোঝাটা বেপরোয়া বেড়ে চলেছে।

মজুমদার—Bravo (বাহবা) পঞ্চানন !

বোসজা এতক্ষণ ভাবী লেটার-বক্সের কথাই ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাঁড়ুয্যে মশায়ের লেখাপড়াটা করা হয়েছিল কোন ইস্কুলে ?'

আমি আশ্চর্য হইলাম,—বলিলাম—'তা হ'লে বুঝতে হয়—আমি যে ইস্কুলে গিয়েছিলুম, আর লেখাপড়া করেছিলুম, সে-সম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহ নেই। বদনামের কথা হলেও এটা আমি মেনে নিতে বাধ্য ; কারণ বাবার ভুল চুকে সে কুকাজ একবার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনেই মাস্টারদের দয়া আর দূরদর্শিতা—সে ভুল সুধরে দেয়।'

ঘটনাটা সবিস্তারে শুনিবার জন্য মজুমদার ভায়া আড় হইয়া পড়িলেন, অন্য সকলেও সবেগে ঝুঁকিলেন।

কোন বিষয়ের বাড়াবাড়িতে আমি নারাজ ; বিশেষতঃ ঐ ইস্কুলের সংস্রবে একটি ভুল, সিঁদুরে মেঘের মত আমাকে সাবধান করে দেয়। আজ আবার সেই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল ! কিন্তু সকাল থেকে যে মানসিক গুমোট্টা জমাট বেঁধে সকলের বাক্রোধ করিয়া রাখিয়াছিল,—সেটা সবেমাত্র শনৈঃশনৈঃ সরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কত ডিগ্রি উত্তাপে যে সেটা একদম বাষ্প হইয়া বিদায় লইবে, তাহা জানা নাই। ভিজে কাঠ ধরান হইয়াছে—ফুঁ থামিলেই আবার না শোল্-পোড়া হয় ! তাই প্রসঙ্গটা কিছুক্ষণ বজায় রাখাই বিহিত ভাবিলাম।

বলিলাম—'ইস্কুলে পদার্পণ ক'রে পাঠারম্ভেই মন খিঁচ্ড়ে গেল—প্রারম্ভেই অশুভ দর্শন ! One morn I met a lame man ! কেনরে বাপু,—সরকার মহাশয়ের কি অন্য কোন man জোটে নি ? noble man, honest man,—অন্ততঃ bad manও ত জুট্তে পারত,—দেশে তার ত অভাব নেই ! এ কিনা সক্কাল বেলা একেবারে মুখোমুখী বিকলাঙ্গ দর্শন,—যাত্রা-ভঙ্গের দেবতা ! তখুনি বুঝলাম—সুবিধা নয়,—বড় এগুতে হবে না ! ঘটনাটা আবার গোলাবাড়ীর পাশে ;—অথচ বিদ্যেটা হচ্ছে—গোলাবাড়ী ঘুঁচিয়ে সাহেববাড়ী ঢোক্বার ! আবার দেখাটা কিনা ঘোড়ায় চ'ড়ে,—যে জাতের দেব-সেনাপতি চড়েন পক্ষীতে ! এই সব অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের মধ্যে আমার পড়াশুনো দোর্কুচে উঠ্তে লাগল।

এমন সময় আমাদের গোবর্ধন পন্ডিত মশায়ের গৌহাটিতে বদলি হ'ল। তাঁকে Farewell (বিদায়) দেবার প্রস্তাব হওয়ায়, হুজুক্ পেয়ে হাম্‌রাই হয়ে পড়লুম। পাছে পান্‌সে হয় তাই কবিতা রচনার ভারটা নিজেই নিলুম। উৎরেও গেল। একদম করুণ রসের কুজ্ঝটিকা! তার মধ্যে এমন মড়াকান্না ফেঁদেছিলুম যে, কোন শ্রোতাই অশ্রু-সম্বরণ করতে পারেননি। ছেলেরা হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনয়ের সময়—শ্মশানে শৈব্যার মুখে সেই কবিতাটি দেয়। কান্নার জন্যে এত এন্‌কোর্ বাংলা দেশে নাকি ইতিপূর্বে কেউ আদায় করতে পারেনি। তাতে গোবর্ধন-গৃহিণী আমাদের বাড়ী পর্যন্ত তেড়ে এসে বলেছিলেন,—হতভাগা ছোঁড়া কোন কথাই বাদ দেয়নি,—একটা কথাও আমার তরে রাখেনি :—উনি ম'লে আমি যে কাঁদবার আর নতুন কথা খুঁজে পাব না!'

কবি নিরঙ্কুশ, তাই তোড়ের মুখে একটা সেরা (poetry) পোইট্রী প্রকট হয়ে পড়েছিল। সেটা গোবর্ধন মাস্টারের বদলির স্থাননির্বাচনে কর্তাদের সূক্ষ্ম রস-বোধের প্রশংসা করতে গিয়ে। সেইদিনই বৈকালে বাবা হেডমাস্টার পশুপতি বাবুর এক পত্র পেয়ে আমাকে বল্লেন—'তোর আর ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই, তুই বাড়ীতে ব'সে হাতের লেখা পাকা।'

'ভাবলুম,—সত্যিকার বিদ্বান্ আর বড় হ'তে হলে, ইস্কুল-কলেজে যাবার কোন দরকারই দেখি না;—'জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্'—রস্‌কিন্, কার্লাইল ও-কারখানার গড়ন্ নন্। প্রৌঢ়ে বুঝলুম—মস্তিষ্কটা খুবই উর্বর ছিল,—ভাবাটায় ভুল করিনি,—দেশে কি বিদেশে রবীন্দ্রনাথ ক'জন?'

বহু উৎসাহ বাক্য ও আমার সর্বাঙ্গে পঞ্চাননের মুখ-নিঃসৃত হাস্য-রসামৃত সিঞ্চনের বাধার মধ্যে—মদীয় শিক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে সমাপ্ত করিলাম।

[২৯]

হায়—আজ ঠিক্ বিশ বৎসর পরে সন্দেহ হইতেছে, আমার সেই গোবর্ধন-গৃহিণী-প্রদত্ত পাট্টা বুঝি খসিয়া পড়ে! তিনি কান্নার জন্য নূতন কথার অভাব অনুভব করিয়া ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়াছিলেন। আর আজ দেখিতেছি বঙ্গ-সাহিত্য তাহা অপেক্ষা সঙ্গীন সমস্যার সম্মুখীন! যেমনি হউক না কেন—রঙ্গিন চিত্র-চাকচিক্যে—সিল্কের মলাট মোড়া বই বাহির হইলেই, তাহার বাহাদুরীর বিজ্ঞাপনে, বিশেষণের

যেরূপ বৃষোৎসর্গ আরম্ভ হইয়াছে, যথার্থ একখানি ভাল বইয়ের ভাগ্যে যে কি জুটিবে, তাহা সত্যি ভাবনার কথা। বোধ হয় এরূপ অবস্থায় ভাল বইগুলি, বিশেষণের বিদ্রূপ হইতে রেহাই ও রক্ষা পাইলেই মঙ্গল। সেগুলি যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত সাদা মলাটেই শোভা পায়; নচেৎ তাহাদের বাচাই বা কি করিয়া সম্ভব হইবে, ও কে তাহা করিয়া দিবে? যাঁহাদের নিকট বাংলা দেশ সে-আশা করিয়াছিল এবং যাঁহাদের তাহাতে ন্যায়-সঙ্গত অধিকার তাঁহারা অশোক আর আদিশূরের ইঁট্ পাথর উদ্ধার করিতে এবং কোন্ মনসার ভাসানখানি খোদ্ বিভীষণের নিজের হাতের লেখা, তাহা নির্ণয় করিতে ব্যস্ত। একটি বন্ধু বলিতেছিলেন—'শুনিয়াছি তাঁহাদের মজলিসে—একেবারে খাঁটি তিব্বতদেশীয় স্বর্ণঘটিত ষড়জাড়িত বিশুদ্ধ মকরধ্বজ বনিতেছে।' আশার কথা।

চাটুয্যে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—'হ্যাঁ মশাই, শুনেছি চীনে নাকি আমাদের মা কালী, শ্রীরাধা প্রভৃতি দেবীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে;—সত্যি কি?'

বলিলাম—'আমিও শুনেছি—বশিষ্ঠদেবের প্রতিষ্ঠিতা কালী নাকি সেখানে আছেন।'

কথাটায় বড়বাবুও যোগ দিয়া বলিলেন—'লোক নিজের নিজের দেশের ঠাকরুণদের চেহারা আর সাজসজ্জার অনুরূপ, দেবীদের মূর্তি গড়ে ও তাঁকে সাজায়। পুরুষরা এর চেয়ে বড় model (আদর্শ) মাথায় আনতেই পারেন না। যা হোক—আমি কিন্তু শুনেছি—চীনে মেয়েদের পা লোহার জুতো দিয়ে আঁটা! তা হ'লে সেখানকার দেবীদের পায়েও লোহার জুতো জুটে থাকবে।'

বলিলাম—'ডিঃ গুপ্ত ত প্রায় হাতের কাছেই এসে পড়েছেন,—ফলেন পরিচীয়তে।'

পঞ্চানন মুখ চোখাচ্ছিল, সে বলিল,—'কবিতা লেখবার পক্ষে—Subject-টা (বিষয়টা) খুব গ্র্যান্ড্! লিখতে পারলে—বঙ্গ-সাহিত্যকে একটা নূতন জিনিস দেওয়া হয়।'

বড়বাবু বলিলেন—'তা বটে। আজকাল বঙ্গ-কবি-কুঞ্জে বিষয়ের বড়ই অভাব;—ললিত-লবঙ্গলতা থেকে—পাহাড়ী ময়না,—স্থলপদ্ম থেকে—জলহস্তী,—সবই তাঁরা ফুরিয়ে ফেলেচেন! প্রেমের পান্ দেওয়া আল্না আলমারী আলতা পর্যন্ত তাঁদের খাতায় পাওয়া যাবে। দেশটা প্রেমের পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট। মুড়ি-মুড়কির কবিতাতেও ময়রাণীর মুখে মধুর আলাপ গুঁজে দিয়ে কবিরা প্রেমের পরোয়ানা জারি করেন। বিষয়টা দুর্লভ হ'লে কি হবে, যিনিই লিখুন—ঐ লোহার জুতোর মধ্যেই প্রেম তার পথ খুঁজে নেবে;—কি বলেন বাঁড়ুয্যে মশাই?'

ভণিতা ভাঁজার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম—এঁদের একটা মতলব আছে। থাকুক,—আজ আমার কিছুতেই 'না' ছিল না। বলিলাম—'স্ত্রীলোকের পায়ে লোহার জুতো বাস্তবিকই মহাকাব্যের বিষয়! কারণ, গুণে সেটা চামড়ার জুতোর চেয়ে শতগুণ টঁ্যাক্‌সই,—আবার আবশ্যক হলে—উনুনে চড়িয়ে তেল্ ছেড়ে দে' মাছ ভাজাও চলতে পারে। তবে, বদ্‌রাগীর পক্ষে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। চীনেরা প্রাচীন পণ্ডিতের জাত, তাই ওটা মেয়েদের জন্যেই ব্যবস্থা করেচেন ;—তাতে আমার কিন্তু মনটা দমে গেল। এতে ক'রে প্রমাণ হ'য়ে পড়ে—হয় চীনেরা ভারতবাসী অপেক্ষা নির্ভীক, না হয় চীনা রমণীরা পাতিব্রত্যে প্রধানা।'

মজুমদার ভায়া বলিল—'না, তামাসা নয় বাঁড়ুয্যে, আর ব্যাখ্যা বাড়িও না ; এখন এ-সম্বন্ধে তোমাকে একটা কবিতা লিখতেই হবে ; এটি আমাদের সকলেরই অনুরোধ।'

এইটিই ছিল খোলসা কথা,—বলিলাম—'আপত্তি ছিল না, কিন্তু পূর্বেই দেখেছ ও জিনিসটে আমার সয়না, ওর ওপর এমন এক দেবতার দৃষ্টি আছে, যিনি একটা কিছু না নিয়ে নড়েন না। তিনি বরাবরই গোচরে আছেন,—এবার তা'হলে চাকরিটারই উপর তাঁর শুভদৃষ্টি পড়া সম্ভব।'

বোসজা হাতজোড় করিয়া বলিলেন—'মাপ্ করুন,—তিনি কিন্তু আমি নই!' হাসিটা একটু উচ্চগ্রামে উঠিয়া পড়িল।

মজুমদার বলিল—'ইস—আজ যে তোমার চাকরির মায়া মহীয়সী হ'য়ে দাঁড়াল! কই—এ অপবাদ ত তোমার কস্মিন্ কালে ছিল না।'

বলিলাম—'জলধি আর যুদ্ধক্ষেত্র, দুই-ই যমের বারবাড়ী। সেখানে পা বাড়াতে হলে, মিথ্যা থেকে পা তুলতে হয়। ভদ্রলোকের সম্ভ্রম ব'লে জিনিসটে বজায় রেখে চলবার মিথ্যেটাই বোধ হয় সেরা আশ্রয়, চাকরিতে ঢুকে সেটার খরচ প্রচুর পরিমাণেই করা হয়েছে ; অশিক্ষিতের ও-বালাই নেই বল্লেই হয়।'

'লোকের ধারণা—বাংলা দেশটা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার 'ডিপো', সেটা চিরকালই অজীর্ণের আড়ৎ ;—বদ্‌হজমের বদ্‌নাম তার বুকে-পিঠে। পাহাড়ী-কুঞ্জের কথা ছেড়ে দিলেও,—বাবুরা পশ্চিমে মধুপুর থেকে আরম্ভ করে ডিহিরি, মায় মসুরী, দক্ষিণে পুরী থেকে ওয়ালটেয়ার প্রভৃতির হাওয়া খেয়ে চোঁয়াঢেঁকুর চাপা দিতে যান। কিন্তু আমাদের এই কেরানী-ক্লাস্‌টি—হজমের হারকিউলিস্, এরা বড় বড় বিলিতী জিনিস অবলীলাক্রমে হজম করে থাকে ;—নীলকণ্ঠও সে গরল গিলতে পারতেন না। ভায়া!—সেটা আমাদের চাকরির মায়ায় সুপাচ্য হয়েছে, কি মোহে সুমিষ্ট লেগেছে,

সেটা ভাববার কখন দরকারই বোধ করিনি। গিরিজায়ার ঝাঁটা না খেলে যেমন দিগ্বিজয়ের মনটা দোমে যেত, বোধ হয় এও ক্রমে সেই formulaরই (নিয়মেরই) অন্তর্গত হয়ে যায়। দেখচি, বড়লাট-দপ্তরের একজন ক্লার্ক ('Autobiography of a clerk' শীর্ষক প্রবন্ধে) লিখচেন—'It kills the soul in those who had it'. মুশকিল এই যে, এর মজ্জাগত ভাবটা প্রকাশের একটা যুত্ মাফিক কথা মিলচে না।'

(আজ দেখিতেছি আমাদের সে অভাব ঘুচিয়াছে। 'Slave mentality' কথাটি, মায় উপসর্গ—রোগটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। 'দাস্য-ভাব' কথাটি, হাজার বৎসর হাতের কাছে হাজির থাকিলেও তার দুর্বলতার দোষে—পদাবলীতেই পড়িয়া রহিল ! এখন অনেকের নাকি ধারণা, রোগটা যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন আরোগ্যের আশা আছে। অভিজ্ঞেরা কিন্তু একমত নন ;—তাঁরা বলেন—এ যে রাজ-যক্ষ্মা !)

শুনেছি রাজা রামমোহন রায়ও এই রোগের মুল্লুকে গিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু 'মানুষের জন্মগত অধিকার' ব'লে কি একটা জিনিস নাকি আছে,—সেটা বাড়ীতে রেখে যেতে ভুলে গিছলেন,—কাজেই কর্তার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইতে বা তাঁর কথা শুনতে, রাজি হননি—চেয়ার চেয়েছিলেন ; তাই রোগের সূচনাতেই রেহাই পান।

ভায়া ! ওটা একেবারে রাধার প্রেম,—নিধু বাবুর টপ্পা—'ভাল বাসিবে ব'লে—ভাল বাসিনে !'

মজুমদার ভায়া বলিলেন—'এমনটা কবে থেকে হ'ল ! বরাবরইত দেখে এসেছি—তোমার বৈঠকী-চাক্‌রি।'

বলিলাম—'সেটা শুনতে হলে একটু সহিষ্ণু হ'তে হবে।'

বোসজা বলিলেন—'নিশ্চয়ই শুনতে হবে, auto-biography (স্বলিখিত আত্ম-জীবনী) বড় মিঠে জিনিস।'

বলিলাম—'তথাস্তু। আমার চাকরির উপর মায়া সম্বন্ধে কি ক'রে যে অবহিত হলুম—সেই কথাটাই বলি। তবে সেটা সহজে হয়নি,—তাতেও তোপের দরকার হয়েছিল !'

পঞ্চানন বলিল,—'ওরে বাবা—তোপের ? চাকরির পায়ে নমস্কার !'

বলিলাম—'সব শুনলে—'শত কোটি' বলতে হবে, থাক্। গত বুয়োর যুদ্ধের ব্যবস্থা আর পদ্ধতি দেখে, বড় বড় বাবাজীদের বুদ্ধি ঠিকানায় পৌঁছয় ;—সকল মানুষ-মারা (যুযুৎসু) সভ্যদেশেই একটা সাড়া প'ড়ে যায়। তারপর বুয়োরদের অনেক কায়দা কানুন, সমরদক্ষ জাতিরা নিজের নিজের দলে চালাবার জন্যে কড়াকড়ি

আরম্ভ করেন। ভারতের পল্টনগুলি প্রাতঃকালে একবার খিদে বাড়াবার মত—সখের কুচ্‌কাওয়াজ্ (parade) সেরে, সারাদিন খস্-টাটির খাস-কামরায় পাখার হাওয়া খেয়ে কাটাতো। সুদান-সুদেন কিচেনার সাহেব জঙ্গীলাট হয়ে এসে, সেই বিলাস-বাবুয়ানার বৈকুণ্ঠে বহ্নি প্রয়োগ করলেন। সকাল-সন্ধ্যা লম্বা লম্বা কদম্-মার্চ্, ছুট্-মার্চ্ (running march) প্রভৃতির চোটে, তাদের নাক্‌কে দম্ করে দিলেন। আজ ঝুটোলড়াই (mock fight), কাল অমুক নদী পার হয়ে অমুক জায়গা আক্রমণ,—পরশু অমুক পাহাড় দখল ;—আবার এই সব ঝুটো ঝঞ্ঝাটের অভিনয়—অধিকাংশই রাত্রে ! উদ্দেশ্য—পল্টন্‌কে সর্বক্ষণই লড়ায়ের তরে সতর্ক, অভ্যস্ত ও প্রস্তুত রাখা আর বিলাসের বদ্‌হাওয়াটা বার ক'রে দেওয়া।

ক্রমে তার ধাক্কা আমাদের উপরেও এসে পেঁছুলো ! দেখলুম—জেনারেল্ সাহেব হুকুম দিয়েছেন—কামান্ তিনবার দ্রুত দাগ্‌লেই (in quick succession) সামরিক বিভাগের সকল শাখার লোককেই, (৫-১০ মিনিটের মধ্যেই), তাদের নিজের নিজের নির্দিষ্ট স্থানে ও কাজে হাজির হয়ে, হুকুমের প্রতীক্ষা করতে হবে, অন্যথা—সাজা খুব কঠিন। ব্যাপারটা যে কবে কোন্ সময়ে ঘট্‌বে তার স্থিরতা নেই !

কি সর্বনাশ ! একে ত ভাগ্যদোষে কেরানী হয়ে দেশের বুদ্ধিমান মাত্রেরই বিরাগভাজন হ'য়েছি ;—বক্তৃতার বোলে, আর কলমের খোঁচায় 'জর-জর',—তায়, রাতকানার উপর এই 'রোঁদের' ভার্ ! শুনেই রক্ত শুকিয়ে গেল। ভাবলুম—এতদিনের চাকরিটা দেখ্‌চি—তিন আওয়াজেই ফর্সা হবে ! পথের দুধারে যাকে পেলুম তাকেই আর পাড়াপ্রতিবেশীদের অনুরোধ জানিয়ে বাসায় ফিরলুম—তিন তোপ্ দাগলেই যেন খবরটা দেয়, ঝি-চাকরকে হুঁসিয়ার থাকতে বল্লুম। শুনে ব্রাহ্মণী বল্লেন—'অত ভাবনা কেন,—না যেতে পারলে কেউ ত আর ফাঁসী দেবে না !' যেন ফাঁসী ছাড়া আর সব সাজাই সহজ ও আমার তা' সইতে পারা উচিত,—আর তাঁরও সেটা সইবে ! যা'হক্—দু'তিন রাত্রি মিথ্যা জাগরণের পর—চিন্তাটা ফিকে মেরে এল,—চর্চাও থেমে গেল।

সেটা কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি। মেঘ-ঝড়ের আয়োজন দেখে, বন্ধুরা তাস ফেলে বৈঠকখানা ছেড়ে উঠলেন। তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। আমিও শুতে গেলুম। বাসাটা বে-মজবুত ; বাইরে ঝড়-বৃষ্টি, মেঘগর্জন ; ভিতরে দোর-জানালার ফাঁক ব'য়ে বংশীধ্বনি আর বিদ্যুতের খেলা ! আবার সর্বোপরি নাসিকা-নিনাদ ! সাত বছরের মেয়েটা ভয়ে আড়ষ্ট,—আমি বিপদাশঙ্কায় বিনিদ্র। এমন সময় সেই তিন তোপ ! রাত তখন দুটো বেজে দশ মিনিট। বাসার লাগাও এক ঘর গয়লা থাকতো,

—তাদের ঘর তখন জলে ভেসে যাচ্ছে,—কাজেই কর্তা জেগে ব'সে ছিল। সে দেখি চেঁচাচ্ছে—'বাবুজি,—বাবুজি,—সয়তান্ বোলা হ্যায়।' বারাণ্ডায় বেরিয়ে বল্লুম—'শুনতে পেয়েছি সর্দার।'

ব্রাহ্মণীর সেই ভাত-ঘুম—সহজে ভাঙতে চায়না,—ঠেলে তুলতে হ'ল। চাকরটা বাইরের ঘরে থাকত,—তাকে ডেকে, বারাণ্ডায় থাকতে বল্লুম। জুতোটায় পা ঢোকাতে ঢোকাতে—কোট্‌টা বগলে আর ছাতাটা হাতে নিতেই, ব্রাহ্মণী বল্লেন—'চল্লে কোথায় ?' বল্লুম—'রোদ্ পোয়াতে !' বুঝলেন—কোন কথাই এখন চলবে না, বল্লেন—'আমাদের কাছে থাকবে কে ?'—'সেটা জেনে আসব ;—রামলাল (ভৃত্য) বাইরের দরজা দিয়ে নে,'—বলতে বলতে একেবারে রাস্তায় ;—মেয়েটা কেঁদে উঠলো।

বাইরে তখন তুমুল ব্যাপার ;—ঝড়ের ঝুঁটি ধরে ধরে শত শত ঘোড়-সওয়ার্ (Cavalry) ছুটেছে ; ত্রিশ বত্রিশখানা Ambulance Cart (চল্‌তি হাঁসপাতাল), তোপখানার সঙ্গে সওয়ার শুদ্ধু শতাধিক artillery horse (তোপটানা ঘোড়া), mule-cart, bullock-cart (খচ্চরের গাড়ী, বয়েল গাড়ী) পদাতিক পল্টন্, Followers প্রভৃতি, সেই ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করে দ্রুত দৌড়েছে। যেন রামের বে'র Procession (সমারোহ-যাত্রা),—কেবল জল ঝড়ে আলোটা নিবিয়ে দেছে। তাদের ঝন্‌ঝনানি আর ঘড়্‌ঘড়ানিতে ঝড়ও যেন ঝান্ খেয়ে। তখন ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারটা যেন কারুর মনেও নেই, গায়েও ঠেক্‌ছে না।

বাইরে পা বাড়াতেই—ছাতাটা উল্টে খাস্-গেলাস হয়ে গেল,—'সখি উপলক্ষ্য মাত্র'—কেই বা সে দিকে মন দেয় ! সেই অবস্থাতেই চোঁ-চা ছুট্। ভাগ্যে আপিসটা দূরে ছিল না,—দেড়্-পো পথ হবে। পেঁাছে দেখি—প্রায় সকলেই হাজির,—সাহেব সর্বাগ্রে। আলো জ্বালবার হুকুম নেই, সব—(শুধু ভূতের মত নয়) ভিজে ভূতের মত বসা গেল। শীতকাল হ'লে বাঙ্গালীর সাবু খাওয়া প্রাণটা বেরিয়ে যেত, জুলাই মাস বলেই কেবল কাঁপুনি আর হাঁপানীর ওপর দিয়েই গেল। কেউ কারুকে চিন্‌তে পারছিলুম না, আওয়াজে বুঝলুম, তিনকড়ি বল্‌চে,—'ছোট্‌বার সময় জুতোর তলাটা বাজপাই বাবুর বাড়ীর সামনেই ছেড়ে গেল,—খোল্‌টাই পায়ে রয়ে গেছে ;—চাকরির চরম !' নীরদ বল্‌ছে—'অন্ধকারে টেবিলের পায়াটা লেগে, হাঁটুটা ছেঁচে গেছে,—কত পাপেই যে লোকে চাকরি করে ! লোকে জানে—কেরানীরা কেবল কলম চালায়,—মলমও যে লাগায়—তা' মালুম নেই !' এত কষ্টেও হাসতে হ'ল।

ঝড় বৃষ্টি কমে এল,—গায়ের কাপড়ও গায়ে শুকিয়ে এল ; কিন্তু জেনারেল্ সাহেব স্বয়ং এসে হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত কারুর সরবার যো নেই। তাঁর ঘোড়ার

খ্রুরের শব্দ-প্রতীক্ষায় কান খাড়া ক'রে,—হাই তুলতে আর ঢুলতে লাগলুম। শ্যামের বাঁশরী-রব শোনবার জন্যে ব্রজ-সুন্দরীদের চৌদানী আর ঝুমকো-পরা কান কখনই অতটা খাড়া থাকতে পারতনা। প্রভু তোপখানা (artillery), রেশালা (cavalry), পদাতিক পল্টন (infantry), হাঁসপাতাল, Godown (গুদাম্), Transport line (বাহন-কুঞ্জ) প্রভৃতির পরিদর্শন শেষ করে,—উষার আলোয় এই উপেক্ষিতদের সেলাম নিয়ে, বল্লেন—'disperse' (সরে পড়)। বাঁচলুম।

তারপর বাইরে এসে—যে যার মুখ দেখে—ত্রেতায় হনুমানের first and success-full Ceylon trip-এর, পাল্‌টা পাড়ির পর, কপি-কটক সহসা স্ব স্ব শ্রীমুখ দেখে যেমন চম্‌কে উঠেছিল—আমরাও মনে মনে তেমনি আঁৎকে উঠলুম ; আর ছাড়া পেয়ে তাদেরই মত মুখভঙ্গী সহকারে—তাদেরই ভদ্র ভাষায় আস্ফালন করতে করতে বাসায় ফিরলুম। সবার সম্মিলিত অভিভাষণের ভাবার্থ মোটামুটি এইরূপ ছিল ঃ—'ঢের হয়েছে আর নয় ! বেটারা কোন্ দিন কাবুলে নে গে কমোড্ বইতে, না হয় Trench কাট্‌তে (খানা খুঁড়তে) বলবে নমস্কার চাকরির পায়,—কুতিয়া বোলালেরে বাপ্ ;—বেলা থাকতে সরে পড়াই ভাল। পিসে মশাই কত সাধ্যসাধনা করেছিলেন,—সওদাগরী আপিস ব'লে গেলুম না। এতদিনে দেড়শ' টাকা কেউ ঘোচাত না, আর উপ্‌রি ত ছিলই ! হায় হায়,—কলা-পোড়া-খেগো কপাল কি না, তাই তখন মনে ওঠেনি। আজই চিঠি লিখচি।' উমেশ বল্লে—'সব নিজের নিজের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত, গুরুজনের বাক্য অমান্য করেছি—আর কি ভালোই আছে ! ইশা শ্বশুর মিলেছিল—তা এ শিলে-খেগো কপালে সইবে কেন ? পই পই করে বলেছিলেন—'গিলেণ্ডার্-হাউসে' গচিয়ে দি, পাঁচ বচরে মানুষ হয়ে যাবে।' তখন শোনে কে ? সেই ফাঁকে শনি এসে পাকড়ালে,—এই তিরিশ টাকার তালুক মিল্‌লো ! ক্রমে সে রন্ধ্রগত হয়ে three hundred horse powerএ ঘুরতে লাগ্‌লো ;—দুম্ করে মুগুরের মত পরিবারটা মরে গেল,—সব ফর্সা ! উমেশের 'উ' উড়ে গেল, কেবল 'মেশ' টুকু রেখে গেল ! এখন পোছে কে ?—চুলোয় যাক্—চাকরি আর নয় ! শুনেছি সিধু খুড়ো চৌরঙ্গী-কোয়াটারে 'সল্‌তের' কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছেন, তাঁকে ধরে কেল্লায় একখানা হাঁড়ির দোকান খোলবার চেষ্টাই চালাই ;—রাজপুত্তুর আসছেন,—বেশ দু'পয়সা 'ফেচ্' করতে পারে।' বিভূতি বল্লে—ভাগ্যে বাবা বেলাবেলি বে' দিয়েছিলেন—রাত্রে আজো একা উঠতে পারি না। উঃ, মিলিটারী লাইনে এসে কি ভুলই করেছি, পথে আজ রথের ভিড় না থাকলে—কি ক'রে যে যেতুম কেবল তাই-ই ভাবছি। মামা শিবকেষ্ট দাঁর shopএ ধাঁ ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন,—মাইনেতে কি করে ? নেটিবের চাকরি ব'লে মনে ধোরল না ; আক্কেলে

এল না যে নামটারই মূল্য কত ? দিনের মধ্যে দশবারও নামটা করা হ'ত,—তা হবে কেন ? তা হ'লে রক্তচক্ষু মেজার্ হর্নের ঘুঁতুনি সামলাবে কে ? প্যারীচরণের পীরিতে প'ড়ে যে পরকাল ঝর্ঝরে হয়ে গেছে ; শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলে 'হর্নে'র' গুঁতো খাবে কে.—তাঁরা ত 'শৃঙ্গিণাং দশহস্তেন' সাফ্ কয়ে দিয়েছেন। যাক্—বড় ভগ্নীপতি ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের বড় বাবু,—horde (ডাঁই) করে ফেলেছেন। লিখলেই চাকরি ;—আজ পিটিশন্ (দরখাস্ত) পাঠিয়ে তবে চা গ্রহণ।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাসায় ফিরে এসে দেখি—চাকরটা উঠেছে। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। দালানে একখানা খাটিয়ার ওপর ব্রাহ্মণী—গুম্ হয়ে বসে আছেন,—বদনে বেশ থর্ নেবেছে। ভাবলুম—রাত্রের ঝড়ে ত রক্ষা পেয়েছি ; কিন্তু প্রাতে এ যে প্রলয়ের পরোয়ানা ! সকালের শিরঃপীড়া সুবিধের জিনিস নয়—বেলার সঙ্গে সঙ্গে তার শূলুনীও বাড়বে। কি করি, আপনা-আপনিই আরম্ভ করলুম—'উঃ—এখনো বুকটা ধড়াস্-ধড়াস্ করছে ;—মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। পথে বাজপাইজী না ধরে ফেল্লে,—সে টাল্ সামলাতে পারতুম না,—কি ঘট্তো, তা' ভগবান জানেন। কে আর কবে এ সব দেখেছে ! পাঁচ মিনিটের দেরীর জন্যে—তিন তিনটে লোককে, চোকের সামনে তোপে উড়িয়ে দিলে ! পাঁটা কাটা দেখতে পারি না, আর এই নরহত্যা দেখতে হ'ল ! যেন মগের মুল্লুক ! হায়, হায়, হায়, জল্-জ্যান্তো গরিবরা ছুটতে ছুটতে এল—আর গোলার মুখে গেল ! একটা কথা পর্যন্ত কেউ শুনলে না। আহা হা ! মনে হচ্ছে আর মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে।' এই বলে দেলটা ধ'রে ফেলতেই ব্রাহ্মণী ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—'তুমি আগে বিছানায় বোসবে এস।' বিছানায় বসে বল্লুম—'উঃ জাতটাকে চেনা দায়'—

ব্রাহ্মণী,—'আবার চেনা দায় কি রকম ! কাটোয়া জাত,—দত্তি। আর তোমার আপিসে যাওয়া হচ্চে না,—চাকরিতে কাজ নেই।'

বল্লুম—'সবটা শোনো, আবার দয়াও আছে, 'গরু মেরে জুতো দান' যাকে বলে। জেনারেল্ সাহেব যাবার সময় হুকুম দিয়ে গেলেন,—যারা সময়ে এসেছে, তাদের এমাস থেকে দশ টাকা করে মাইনে বাড়্লো !'

ব্রাহ্মণী একগাল হেসে বল্লেন—'পোড়ারমুখোরা সব পারে ! তা না ত আর রাজ্জি আছে ;—ওদের কাছে অবিচারটি নেই। সে হতচ্ছাড়ারা দেরী ক'রে মোলো কেন ? তবে,—তোপের মুখে,—ওঃ মা—গা শিউরে উঠে ! তা অদেষ্টের লেখা ত খণ্ডাবে না, সাহেবরা কি করবে। হাঁগা, বল্লে—'এ মাস থেকে'—আচ্ছা জুলাই মাসের আর ক'টা দিনই বা আছে, তাতেও পুরোপুরি বাড়তি দশ টাকা দেবে ?'

বল্লাম—'তা দেবে—'

ব্রাহ্মণী—'ওরা এক-কথার জাত কি না,—কথার নড়্ চড়্ হয় না। এখন তুমি একটু শুয়ে পড় ত দেখি।'

বল্লাম—'আর এখন ঘুম হবে না, কাজ ত কিছুই করতে হয়নি,—টেবিলে মাথা রেখে দু' ঘণ্টার ওপর ঘুমিয়েছি। তোমারও যে-কষ্ট গেছে, বলতে প্রাণ চায় না,—কোন রকমে একটু চা'র জোগাড় হ'লে শরীরটা ঝর্‌ঝরে হয়ে যায়;—কেবলি সেই তিনটে লোকের চেহারা মাথার মধ্যে ঘুরেছে—'

ব্রাহ্মণী—'তোমার ও-সব ভাবতে হবে না, তাদের অদেষ্টে ঐ লেখা ছিল; তা না ত হতচ্ছাড়ারা—দু' ঘণ্টা ঘুমুতে যাবে, তাও পারে না ত মরবে না ত কি? আমি এখুনি চা করে দিচ্ছি—'

বাঁচলুম,—চাকরটাকে ভাল ক'রে এক ছিলিম তামাক দিতে বলে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলুম। চাকরি সম্বন্ধে অনেক চিন্তাই মাথায় জোগান দিতে লাগল। দশ মিনিটের মধ্যেই রামলাল (চাকর) চা এনে দিলে,—সঙ্গে সঙ্গেই তাওয়াদার গয়ার পিণ্ডি।

দর্শনেই প্রাণটা যেন ফিরে পেলুম। মাথাটা নিরেট মেরে গিয়েছিল,—চায়ে চুমুক দিতেই খাজার মত তার পরদা খুলতে লাগল,—সট্‌কায় টান্ দিতেই যেন ভূত ছেড়ে গেল,—ধাতোদ্ধার হ'ল। আবার মানুষের মত হতেই—চিন্তাগুলো পুরো সাত্ত্বিক-পথ ধ'রে ঠেল্ মারতে লাগলো। ভাবতে বসলুম—রাত্রে যা করে এলুম, সেটা চাকরি, না নকুরী, না কুকুরী? কলম পেসারই ত পেশা—কিন্তু আজ যার মওলা দেওয়া হ'ল, তার কওলা ত কেরানীরে সব করেনি। তবে যাই কেন? আপত্তি উত্থাপন করি না কেন? চাকরির মায়ায় করি না—না মোহে করি না? মায়া-মোহটা এখানে জ্ঞান-ভক্তির মতই জড়াজড়ি ক'রে থাকে;—দুই-ই অবিচ্ছেদ্য আর sympathetic,—একদম্ চিনির পানা।

জ্ঞানেতে ক'রে পাচ্ছি,—চা-বাগানের recruit (নব-নিযুক্ত) কুলির,—কাজের পূর্বে পেশ্‌গি বা আগাম টাকা পাবার মত, আমাদের বাল্য-বিবাহের ফলটা, চাকরি বা রোজগারের আগাম, ফলতে আরম্ভ হয়। পণ্ডিতেরা স্থির করে গেছেন,—সংসার-বিষবৃক্ষের 'মধুরে ফলে'—মাত্র দু'টি; কিন্তু বিবাহস্য ফলের সংখ্যাটা শাস্ত্রকারেরা ঠিক্ ক'রে দেননি এবং সেটা 'মধুরে ফলে' কি বিদ্‌কুটে 'ফলে'—তাও বলে দেয়নি। বিষবৃক্ষস্য ফল দুটি—না খায়, না পরে, না বায়না ধরে, অর্থাৎ—লোকশেনে নয়। কিন্তু বিবাহস্য ফলগুলির সংখ্যা ত নেই-ই,

উপরন্তু—খাবে, পরবে, ডাক্তার ডাকাবে ইত্যাদি। আবার মহাশ্বেতার মনোবাঞ্ছাটা, অব্যক্ত স্থলেও সুব্যক্ত ঠাওরানই সমীচীন। অতএব দেখা যাচ্চে,—মায়া-মোহটার জড় ভিটেতেই মজুদ,—বাড়ীতেই বাড়চে। চাকরির উপর তার চাপ্‌টা sympathetic, যেহেতু চাকরিটাই direct feeder (প্রত্যক্ষ-পোষক), বোধ হয় তাই সেইটার উপরই মায়াটা জড়ায়,—যেমন আত্মাটাকে অন্তরালে ঠেলে,—দেহ-বুদ্ধিটাই বাড়তে থাকে। কিন্তু মাইনে ত অধিকাংশেরই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, তখন উপরির উপায় উদ্ভাবনে অনেকেরই মস্তিষ্ক ক্রমে উর্বর হয়ে উঠে। সেই রোজগারটাই নাকি বড় মিঠে,—কারণ সেইটাই বাহ্যিক সম্ভ্রম আর বাবুয়ানা রক্ষার বাহন—চাকরির চারপেয়ে মায়ামৃগ।

দরজি মরজিমত সুট জোগায়; ময়দা নিয়েই মহোদয় মুদী দয়া ক'রে ঘি-টাও লিখে রাখেন,—কারণ কেরানীদের ঋণই লক্ষ্মী; তাঁরা তাই মাথা-কেনা মুদীর উপর সন্দেহ করা বা তাঁর হিসাব দেখা অকৃতজ্ঞতা বলেই ভাবেন। মেওয়াওলা মেওয়া, ময়রা মিষ্টান্ন গচিয়ে দেয়; গয়লা তাঁদের প্রীত্যর্থে নিত্য কলসী উচ্ছুগ্‌গু করে; স্বর্ণকার বউ-বাহার হার দিয়ে যায়, মণিহার ল্যাভেন্ডার মাথায়,—কেউ দাম চায় না! এই মোহের মওড়া সাম্‌লানোই শক্ত। তারা কেবল মাসকাবারে সেলামটা জানায়,—আর সেই সেলামেই গোলামের গায়ের মাস কাবার করতে থাকে! যেমন তিথি-জ্বর, পালা-জ্বর আছে, তেমনই কেরানী-জ্বরের পালা—প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাটা। সেটা কাটাতে পারলেই—কেরানী গা-ঝাড়া দে' আবার জবাকুসুম মাখে!

বক্তব্যটা বেজায় বেড়ে যাচ্চে—থাক্, শুনে—সেকেলে 'Human Understanding'-এর লক্ সাহেব, কবরে কেঁপে উঠতে পারেন। ফল কথা—গুড়ুকের টানে টানে গবেষণা ঘোরালো হ'য়ে, শেষ এমন একটা সত্য আবিষ্কার ক'রে ফেল্লে,—যার বিরুদ্ধে কারুর কথাটি কওয়া চলে না। প্রারম্ভেই নিবেদন করেছি—সম্ভ্রম রক্ষার্থে বাগ্‌জাল বিস্তার চলতে পারে,—চলেও থাকে; কিন্তু চাকরের কাছে চাকরির আসন—মনিব ছাড়া সবার ওপর।

মহাত্মা Job (যোব) বলেছিলেন—'আমার কিছুই হয়নি,—আমি এখনো ঐ কুকুরটার মতও নিরভিমান সহিষ্ণু হতে পারিনি! ওকে শতবার দূর দূর করে তাড়ালে, এমন কি আঘাত করলেও, ও তখুনি এসে প্রভুর পায়ের কাছে ল্যাজ্ নাড়ে, আর কাতর চক্ষে ক্ষমা চায়। আমি তেমনটি হতে পেরেছি কই?" মহাত্মাকে কোন প্রভুত্ব-পরায়ণ (imperious) মনিবের চাকরী করতে হয়নি; তা'হলে বোধ হয় উক্ত ক্ষোভের কারণ থাকত না। আমাদের অনেকেরই সে ক্ষোভটা ত নেই-ই; বরং সগৌরবে বল্‌তে পারি,——'তবু ল্যাজ্ নেই!'

মজ্‌মদার ভায়া করজোড়ে বলিলেন—'আমার ঘাট হয়েছে বাঁড়্‌য্যে, এ bitter pill (তিক্ত বটিকা) আর গিলিও না,—have mercy (দয়া কর)'।

বলিলাম—'আর দ্‌টো কথা মাত্র। সংক্ষেপেই বলি,—তখন সট্‌কা থেমে গেছে, চিন্তা থামেনি ; ভাবচি,—গতরাত্রে যে-দ্‌র্যোগের মধ্যে ছ্‌টে বের্‌নো হয়েছিল, বাপ্‌ মা বল্লে (যদিও তাঁরা কখন এমন কথা বল্‌তেন না)—এই মিছে কাজে, বা অনিশ্চিত ভাবী বিপদের বির্‌দ্ধে তয়ের থাকবার তালিম্‌ নেবার জন্যে, ঐ সঙ্কট অবস্থায় কোন ছেলে বের্‌তেন কি ? আমার ত মনে হয় এমন বৃষকেতু আমাদের মধ্যে বিরল। আত্মসম্মান রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবানও এমন আদেশ করতে ভয় পেতেন, কারণ সে আদেশ অমান্য হবার আশঙ্কাই ষোল আনা। সকলেই বেশ জানেন—এঁদের কাছে ক্ষমা আছে। যে কারণেই হোক্‌, ও-ক্ষেত্রে কার্‌র কথাই যে থাকত না, সে-সম্বন্ধে ল্‌কোচুরি থাকতে পারে না, মনকে চোখ-ঠারাও চলে না। চাকরি যার জাত মেরেছে,—ধাত্‌ মেরেছে, তার কাছে ও-জিনিসটা যে, ভগবান কি বাপ-মায়ের ওপর, সে-কথাটা ত্রয়ীর ম্‌খে না শ্‌নলেও তোপের ম্‌খে শ্‌নে নিয়েছি।

ভাবনাটা আরো কত এগ্‌তো জানি না ; কিন্তু ব্রাহ্মণী বলে পাঠালেন—'পউনে দশটা।' ও-সংবাদে বাপ-মার শ্রাদ্ধ থেমে যায়। ভাবনাটা যেন স্প্রিং ছিঁড়ে কোথায় ছট্‌কে পড়্‌ল। উঠে পড়্‌ল্‌ম।

আপিসে গিয়ে দেখি সকলেই হাজির ! কার্‌র আর প্‌র্বভাব নেই ! আলোচনা আরম্ভ হয়েছে—তোপের আওয়াজটা কার কর্ণ-কুহর সর্বাগ্রে পবিত্র করেছিল, কে সর্বাগ্রে এসে হাজির হয়েছিল ;—আর সেই বাহাদ্‌রিটে নিয়ে, উঁচু স্‌রে কাড়াকাড়ি চলেছে। এ-কাজের আধ্যাত্মিকভাবই এই। কিমধিকম্‌-ইতি—

আমাদের বড়বাব্‌ ছিলেন গৌরবর্ণ প্‌র্‌ষ। হাসির মধ্যেও তাঁহার বদনমণ্ডলে মাঝে মাঝে নীলের আভায্‌ক্ত ঈষৎ লোহিত ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন—'খ্‌ব বলে নিলেন বাঁড়্‌য্যে মশাই ;—আমরা কিন্তু hide-bound (ছালপ্‌র্‌) হয়ে গিছি। সন্ধ্যা না হয়ে গেলে ম্‌ক্তিস্নানের চেষ্টা পেতুম, এখন তার আর সময় নেই, too late।'

পঞ্চানন বিনীতভাবে জানাইল—এঁরা যে এটাকে ট্রাজিডির দিকেই টানচেন ! কলকেতায় ফিরতে পারলে, এই ফলহরি ঠাকুরের (চাটুয্যের) পায়ের ধ্‌লো নে' ফলের দোকান খ্‌লব। আপনার পা ছ্‌ঁয়ে বলচি—চাকরী কোরব না। এখন দয়া ক'রে সেই কবিতাটা—

মজ্‌মদার ভায়া সোৎসাহে বলিল—'Thank you পঞ্চানন ; আমাদের আসল

কথা ত সেইটেই ছিল। উঃ—বাঁড়ুয্যে এতক্ষণ কি হিপ্‌নোটাইজ্‌ই ক'রে রেখেছিল! না—তা হচ্ছে না ভায়া! কি জানি কোথায় ঠেলে দেবে, এমন দিন আর পাব না।'

দত্তজা বলিলেন—'সেটা ঠিক বটে। আর সকলেরি যখন ইচ্ছে সেটাকে snub করা (দমিয়ে দেওয়া) তোমার nature-এর (প্রকৃতির) অনুরূপ কাজ হবে না বাঁড়ুয্যে।'

দত্তজাকে একথায় যোগ দিতে দেখিয়া আমি ত অবাক! বোসজা এত বড় pleaটা (ওছিলে) পেয়ে বল্লেন,—'নাঃ—আর আপনার 'না' বলা উচিত হবে না। দত্তজার এই অনুরোধটিকে তাঁর maiden speech (লজ্জাভাঙ্গা লেক্‌চার) বলা চলে। এটা আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে নেওয়াই উচিত।'

কথাটা মিথ্যা নয়। দত্তজাকে হাসিতে বা কথা কহিতে কদাচ কোন ভাগ্যবান্‌ দেখিয়াছেন। আর দ্বিরুক্তি করা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া বলিলাম—'বেশ, আজ স্টুয়ার্ড সাহেব আমাদের ভোজ দিচ্ছেন, সেই আসরেই এক টুক্‌রো পেশ করা যাবে;—কিন্তু শেষ রক্ষার ভার বোসজা মশায়ের।'

মহোল্লাসে মজ্‌লিস্‌ ভাঙ্গিল। পঞ্চানন আর হরিপদকে কি একটা ইঙ্গিত করিয়া চাটুয্যে চট্‌ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। তাহারাও অবিলম্বে অনুসরণ করিল। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। আমি আজ এই অসময়েই নিজের কেবিনে ঢুকিলাম।

[৩০]

আজ আমরা স্টুয়ার্ড সাহেবের guest (অতিথি)। রাত্রি নয়টার সময় সেই বিশেষ ভোজে হাজির হওয়া গেল। আজ সকল বন্দোবস্তই first class (প্রথম শ্রেণীর), সাজসজ্জা সবই সুন্দর,—table-cloth (টেবিলে ঢাকা কাপড়) খানা যেন বড় বাড়ীর বরাসন;—একেবারে রাজত্তি! বেজায় অনভ্যাসের ফোঁটা,—না আছে পিঁড়ে যে, উঁবু হয়ে বসি, না আছে উলঙ্গ-ছেলেমেয়ের পাল যে, পাতের সন্নিকটেই কোনরূপ ত্যাগের দ্বারা ভোগের বাহার বাড়ায়; মাথার উপর বাঁশের আল্‌নায় না আছে নিশি-গন্ধা কন্থা যে, সত্বর আহার সমাপ্তির পন্থা করিয়া দেয়। এই সময় ফ্রাইডের মত চাটুয্যের প্রবেশ ও তৎ-পশ্চাতে প্রকাশিতদন্ত পঞ্চানন—অনেকটা relief (স্বস্তি) দিল, একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করিলাম।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। আজিকার রাত্রিটি, আমাদের

এ-যাত্রার জাহাজ-বাসের শেষ রাত্রি ;—কাল কূল পাইবার দিন,—এ বিভীষিকাময় সুখের রাজ্য খসিয়া যাইবে। তাই আজিকার রাত্রিটা তরুণদের কাছে যেন বিজয়ার রাত্রের মতই উপস্থিত হইয়াছে। তদুপরি এই জামাই-ভোজ ! কাজেই তাহাদের আনন্দ-বাহুল্যটা আজ একটু ক্ষমার চক্ষে (charitably) দেখিতে অনুরোধ করি।

পাকস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন আকারে প্রকারে ও বর্ণে মৎস্য-মটনের মহোৎসব আরম্ভ হইল। তাহাদের বর্ণনাটা বাদ দেওয়াই ভাল, নচেৎ আবার একখানি পাশ্চাত্য পাকপ্রণালী ফাঁদিতে হয়। শ্রুত ছিলাম—আমাদের দত্তজা বাল্যকালে 'খোরায়' খাইতেন, অন্যথা তাঁহার খর্পর খালি থাকিত। জাহাজে পদার্পণের পর তাহার কিছু কিছু পরিচয়ও পাই। কিন্তু আজ এই ভোজ-সভায় দত্তজার খোরাকের বিপুল বহর দেখিয়া, সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে তাঁহাকে খেতাব দেওয়া হইল 'খোরাশানী'। তন্ময় চাটুয্যে তখন আড়াই সের আন্দাজ উদরস্থ করিয়াছেন, চপ্ ছাড়িয়া ফ্রাই try করিতেছিলেন। এমন সময় 'খোরাশানী' খেতাবটা কর্ণে প্রবেশ লাভ করায়, তাহার চট্‌কা ভাঙ্গিল, সঙ্গে সঙ্গে হরদম ঐ কথার আবৃত্তি ও হাস্য আরম্ভ হইল। হরিপদও তাহাতে যোগ দিল। আমি অবাক হইয়া গেলাম, কারণ হরিপদ আদৌ বে-আদব্ ছিল না—বিশেষ আমাদের সমক্ষে।

দেখি, পঞ্চানন বেশ গম্ভীরভাবে জ্যামের (মোরব্বার) পাত্রটা ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। তখন চাটুয্যের বৈকালিক ইঙ্গিত এবং পঞ্চানন ও হরিপদর তাহাকে অনুসরণের কথাটা স্মরণ হইল ;—বুঝিলাম, নিশ্চয়ই আবদুল্লার আড্ডায় গিয়া ভোজপুরী ভাং খাইয়া মরিয়াছে। পঞ্চানন তাহাদের আরো পাকাইয়া তুলিবার ইচ্ছায় জ্যামের পাত্রটি সহজলভ্য করিয়া দিতেছে। আমি পাত্রটি অন্যত্র চালান করিয়া দিলাম। কিন্তু 'খোরাসানের' অবসান নাই। অনেক করিয়া তাহাদের আবার আহারের দিকে মোড় ফেরান হইল। ইতিপূর্বেই চাটুয্যেকে 'ভোজ-ভৈরব' খেতাব দেওয়া হইয়াছিল ;—আজ বোধ হয় সেই উপাধির উপদেবতা তাহার উদরে আসন গাড়িয়াছিলেন। সে নিমেষমধ্যেই প্রচুর cake (পিষ্টক) ও pudding (পায়েস্) ধ্বংস করিয়া পুনরায় পাকিয়া দাঁড়াইল। কেবল হাসে আর ব'লে— 'আচ্ছা,—বাঁড়ুয্যে মশায় 'পিনাং' কি ?'

পঞ্চানন এতক্ষণ অতিকষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিতেছিল ; ভিতরে ভাংয়ের টান-ধরায়, Jockey-Cap-এর কার্ণিসের মত তাহার উপর পাটির দন্তগুলি বদনের বহির্দেশে হাজির হইয়াছিল। সে আর পারিল না ; টেবিলের নীচে মাথা গুঁজিয়া, হাসির ধাক্কায় টেবিল কাঁপাইয়া তুলিল। ক্রমে লম্বা ময়দানব-ছন্দ আরম্ভ করিয়া দিল।

কেবলি বলে—'ওঃ বাবা, লিহংচং-এর প্রেতাত্মা গোর ফুঁড়ে বেরুল নাকি? বলে —'পিনাং কি?' চীনে পা না-দিয়েই চীনে বুলি চালিয়ে দিলে রে বাবা! সবাই 'র‍্যাংচ্যাং' বলুন—'র‍্যাংচ্যাং' বলুন;—চীনে ভূতে চেপেছে!' আর বেদম্ হাসি।

মজুমদার ভায়া না-দেয় তাহাদের করিতে, না-দেয় তাহাদের থামাইতে। তাহার ইচ্ছা—আনন্দ বা মজাটা পুরো মাত্রায় উপভোগ করা। কিন্তু শ্রাদ্ধ বহুদূর গড়ায় দেখিয়া, বোসজার সাহায্যে সেটাকে দমন করিতেই হইল। তবুও এক একবার ভিজে ছুঁচোবাজির মত, অকস্মাৎ দমকা-বেগে তাহা ফর্‌ফর্ ভর্‌ভর্ শব্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এ-সম্বন্ধে এই পর্যন্তই ভাল।

যাহা হউক, ভোজের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। সে-সম্বন্ধে সকলেই প্রায় সমান সচেতন ছিলেন। টেবিল্ সাফ্ হইল; এইবার দ্বিতীয় চ্যাপ্‌টার চলিবার কথা। আমোদের ঝোঁকে সকলেই সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম—'আজ চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার পর কোন subject-ই (বিষয়ই) জমিবে না।'

বড় বাবুর বক্তব্যে বুঝিলাম,—বিষয়টা (কবিতাটা) সে-ক্ষেত্রে বিমলিন হইয়া মাধুর্য হারাইবে, কারণ, কাল চরণার্পণে চীনকে চরিতার্থ করিবার বন্দোবস্তে সকলকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। চীনে উপস্থিত হইলে, কিরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাও অনুমান করা কঠিন;—সুতরাং এ সুরলোকের সুর, যে গোলামলোকে কতটা বজায় থাকিবে, সে-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ। আজিকার এই অধীর আগ্রহটা মাটি হইয়া যাইলে,—কবিতাটাও তার যোগ্য সম্মান পাইবে না—ইত্যাদি। সম্মান সম্বন্ধে আমি এক প্রকার নির্ভয়ই ছিলাম।

দত্তজা খুব গম্ভীরভাবে, বড়বাবুর অভিমতটা অনুমোদন করিলেন। মজুমদার ভায়া ত মুলগায়েন ছিলেনই, পঞ্চানন ও চাটুয্যে চিতেন ধরিলেন। ফল কথা— আমি রেহাই পাইলাম না। বলিলাম—'একটু মুখবন্ধ আছে; শুনেছি পরকীয়া প্রেমের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতই নাকি সব্‌সে মিঠে; তেমনি কবিতার সারাংশ সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই ইঙ্গিতের কাজ করে। সময়াভাবে, আমার বক্তব্যটাও তাই সঙ্গীতেই বদ্ধ করিতে বাধ্য হয়েছি। দ্বিতীয় কথা, যখন দেবীদের পা নিয়ে আলোচনা, তখন বিষয়টা 'মানভঞ্জনই' নিতে হয়েছে। তিনের নম্বর,—বিষয়টা যখন রাধার প্রেমই দাঁড়িয়ে গেল, তখন পদকর্তা মহাজনদের সম্মানরক্ষার্থে, প্রথম লাইনটা তাঁদেরি পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রজ বুলিতে আরম্ভ করেছি। ইতি—

এই বলিয়া, কাগজখানা মজুমদার ভায়ার হাতে দিলাম। পঞ্চানন তাহার

উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রথম লাইন পড়িতে গিয়া ভায়া নিজেই পড়িয়া গেলেন, কথাটা অনুচ্চারিতই রহিল।

বোসজা গম্ভীরভাবে বলিলেন—'কি সব ছেলেমানুষী কর, দাও, বাঁড়ুয্যে মশাই নিজেই পড়ুন।' মজুমদার করজোড়ে বলিল,—'মাপ করুন বড়বাবু, পড়াটা যেন উপরের ডেকে গিয়ে হয়, এখানে ডিগ্‌বাজি খাবার জায়গা পাব না।' বোসজা বলিলেন,—'না-না, তোমাদের এ-সব বাড়াবাড়ি; একটু স্থির হয়ে শুনতে দাও।' পঞ্চানন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—'দিন্, আমিই পড়্‌চি।' দত্তজা বলিল—'নাঃ বাঁড়ুয্যেই পড়ুক, তানা ত motion ঠিক হবে না।' মজুমদার বলিল—'সে-বিষয়ে আজ কারুর দুখ্‌খু থাকবে না।'

বোসজা বিরক্ত হইয়া কাগজখানা লইয়া আমার হাতে দিলেন। আমি বলিলাম—'এটা ঠিক্ ঠাকুরুণ-বিষয় না হলেও, দেবী-বিষয় বটে;—এতে হাসি-তামাসা চল্‌তে পারে না। জানি না, মজুমদার ভায়া পূর্ব্ব হ'তেই কেন আপনাদের prejudiced ক'রে দিচ্ছেন।'

শুনিয়া সকলেই গম্ভীর হইয়া বসিলেন। সুরু করিলাম—

'একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!'

সর্ব্বনাশ! বড়বাবু হইতে ছোটবাবু পর্য্যন্ত হাসির একটা হুল্লোড়্ পড়িয়া গেল। বলিলাম—'তবে মাপ করুন, এ রইল।' চেষ্টা করিয়া সকলে একটু স্থির হইলেন।

"একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!"

অত ঘেঁসে যেওনাকো,—মরিয়া এখন রাধা প্যারী॥

চীনের রাধা পা' চালালে,
চোট্‌কে তোমার যাবে পীলে,
বেটক্করে লেগে গেলে
একেবারে যাবে মরি॥

একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!
ও-নহে পদ-পল্লব,—
বিশুদ্ধ লৌহ ভৈরব;
হাত বুলুতে সাধ্ যদি হয়—
(হরি) কর সে কাজ উকো (file) ধরি।
একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি॥

সমঝে কেষ্ট কর কাজ,
রাধার এখন্ পুরো ঝাঁজ,
ঐ steel frame-এর *—প্রেমের গুঁতো—
(তোমার) সইবে না হে বংশীধারী !
একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি ॥

পড়াটা কোন প্রকারে শেষ করিলাম। সে-সময়টার ও তাহার পরবর্তী কিছুক্ষণের কথা বর্ণনা না করাই সভ্যতা-সম্মত। আমাদের দারুভূত দত্তও যে এতটা মত্ত হইতে পারে, তাহারও প্রমাণ পাইলাম। যাহা হউক, আজ সকাল হইতে যে উদাস ভাবটা সকলের বুকে ভারের মত চাপিয়াছিল, সেটা হট্টগোলের মধ্যে হার্ মানিয়া একদম্ হটিয়া গেল।

জগতে সকল জিনিসের সারটাই টিকিয়া থাকে, যেমন সংসারের সার 'যন্ত্রণা' ;—তেমনি চাটুয্যের 'পিনাং' ও মদ্দৃশ সাঁচ্চা কবির—'একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি,'—আমাদের সুদীর্ঘ চীন-প্রবাসের অবসন্ন ও অবসাদিত মুহূর্তগুলির মকরধ্বজ হইয়াছিল।

রাত্রি বারটার পর যে-যার শয্যা লওয়া গেল ; চাটুয্যে তৎপূর্বেই লাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

[৩১]

রাত্রি আন্দাজ দুইটা হইবে ; রজনীর নিস্তব্ধতায় সহসা সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন কানে আসিয়া, ভাসা-ভাসা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। সবিস্ময়ে বালিস হইতে মাথা তুলিতে হইল। জাহাজখানা স্বয়ং স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক হইলেও, তাহার গর্ভমধ্যে কোনদিন কন্যারাশির গন্ধ পর্যন্ত পাই নাই ; —এ কেমন হইল ! তবে কি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেমসাহেব সঙ্গেই আছেন ! সম্ভবতঃ গর্ভবতী লজ্জায় নেটিভ্-নয়নের অন্তরালে বাস করিতেছিলেন ; কারণ ঐ কদর্য উপসর্গটা বিলক্ষণ সৌন্দর্যহানিকরও বটে। ভগবানের এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমেরিকায় নাকি মেয়েরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। বোধ হয় সেকালে এইরূপে একটা বিভ্রাটের সূত্রপাত দেখিয়া, আমাদের দেবাদিদেব স্বয়ং এ-বিপদটি পেটে ধরিয়া, মামলাটা আপোসে মিটাইয়া লইয়াছিলেন। একালের প্রেসিডেন্ট তা পারিবেন কিনা জানি না।

---

* লোহার জুতোর—

অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি ;—বড়বাবু আসিয়া ডাকিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখি—সঙ্গে আমাদের খাঁ-সাহেব (Purchasing Agent)। তবে ত মামলা সহজ নয় ! জিজ্ঞাসা করিলাম—'ব্যাপার কি—এত রাত্রে !' বড়বাবু বলিলেন—'কিছু শোনেননি কি !' 'কচি ছেলের কান্নার কথা বলচেন ! ও বোধ হয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পুত্ নামক নরক হতে উদ্ধার হলেন,—আমাদের আর একটি মালিক বাড়্লো।—মুখ দেখতে হবে নাকি ?'

বড়বাবু—তামাসার কথা নয় বাঁড়ুয্যে মশাই—

আমি—না হয় আনন্দের কথা হল ; এখন করতে হবে কি ?

বড়বাবু—ওপরে হুলস্থূল পড়ে গেছে,—চারদিকে পাহারা মোতায়েন্ ! একজন একজন করে সাহেব সঙ্গে, খানাতল্লাসী খালাসির দল (search party) বেরিয়েছে ! খাঁ-সাহেব খুবই ভয় পেয়েছেন,—আমার কাছে ছুটে এসেছেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম—'অত বড় দাড়ি—ওঁর আবার ভয়ের কারণটা কি ?—সমুদ্রের হাওয়ায় এমন হয় নাকি ?'

খাঁ সাহেব অতি কাতরভাবে বলিলেন—'হাসি মস্করার বাত নয় বাবু,—আমি বড়ই বিপদ বোধ করচি।'

তাঁর বলিবার ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর আমাকে থামাইয়া দিল।

বড়বাবু—আপনি জানেন না ! ফলোয়ারদের ভার (charge) যে ওঁর, উনি যে তাদের কাজ-কর্মের জন্য responsible (দায়ী)।

আমি—তা ত জানি, তাঁর সঙ্গে ছেলে-কাঁদার সম্পর্কটা কি !

খাঁ-সাহেব—বাবু সাহেব, আপনি ও বেইমানদের চেনেন না, এমন কাজ দুনিয়ায় নেই যা ওদের অসাধ্য। কম্বক্তরা স্ত্রীলোককে পুরুষের পোশাকে 'চিত্রাল্' অভিযানে পর্যন্ত (Chitral Expedition-এ) নিয়ে গিছলো ! সে কি বিপদ ! শেষ, দুজন ফলোয়ারের Court-martial (সামরিক আদালতে বিচার) হয়। তাতে বদ্মাইস্রা বল্লে কিনা—'এজেন্ট্ অনন্তরামবাবুর জন্যে তাদের এ কাজ করতে হয়েছে, তানা ত চাকরী পায় না।' মাগীটাও তাতে সায় দিলে ! অনন্তরামবাবু বৃদ্ধ প্রাচীন লোক, অতি সজ্জন ; তিনি ছিলেন গমস্তা (agent), হুলস্থূল পড়ে গেল। কর্ণেল সাহেব তাঁকে ভাল রকম জানতেন, তাই অনেক করে বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু বদনামের বাকি রইল না। তিনি retire করলেন (পেন্সন্ নিলেন) আর সেই আঘাতে এক বৎসরের মধ্যে মরেও গেলেন। বেইমানরা কিন্তু বেত খেয়ে, নাম বদলে, বরাবর বেশ বাহাল হচ্ছে। এ দলেও যে সে জালিমরা নেই, তা কে জানে। আল্লা-

মিঞার কি মর্জি জানি না—' বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। তিনি স্বধর্মপরায়ণ নেমাজী মুসলমান, নির্বিরোধী এবং শান্তপ্রকৃতির লোক।

তাঁহার কথা শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া, ছেলে-কাঁদার গুরুত্বটা উপলব্ধি করিয়া ভীত হইলাম। দেখি বড়বাবুর মুখও পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম—তিনিও ভয় পাইয়াছেন,—পাইবারই কথা; কারণ, বড়দের ধরিয়াই লোক বাঁচিবার চেষ্টা করে। বদমাইসরা কাহার উপর কৃপা করিবে কে জানে; এক্ষেত্রে তিনিই সবার বড়।

বলিলাম—"আবদুল্লাকে একবার ডাকান্।" বুঝিলাম,—কেহই সে সাহস পাইতেছেন না। জাহাজের লোক্ নেটিভ্‌দের উপর নজর রাখিয়াছে; আবদুল্লাকে ডাকিয়া শেষে সন্দেহে না পড়িতে হয়, ফ্যাঁসাদ না ডাকিয়া আনা হয়। একটু দৃঢ় ভাবেই বলিলাম—'আপনার নিজেরই ত তদন্ত করা উচিত; আপনি হচ্ছেন এ-জাহাজের non-combatant যাত্রীদের মধ্যে সবার উপর, পাঁচশ' টাকার অফিসার, আপনার authority (অধিকার)-ও আছে, responsibility (দায়িত্বও) আছে—যান্ সরাসরি চীফ্ সাহেবের কাছে চলে যান্; তাঁকে সাহায্য করা ত আপনারই কাজ।'

শুনিয়া বোসজা একটু যেন সামলাইলেন, বলিলেন—'তা আমি রাজি আছি, কিন্তু কি বলব!' বলিলাম—'বলবেন আমরা সকলেই অপ্রত্যাশিত শব্দে চম্‌কে গিছি, কিছু ঠাওরাতে পাচ্চিনা, তাই আপনার কাছে এলাম। কারণ এ সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব সবার চেয়ে বেশী। আমি ফলোয়ারদের মধ্যে একজনকে ডেকে private enquiry (গোপন অনুসন্ধান) করতে চাই; আপনি কি বলেন? এই রকম যা-হয় একটা বলবেন; ছোট হবেন না। গোড়াগুড়ি ঐ সাত-সিকে জোড়ার ধুতি পরেই ত সব মাটি করে রেখেছেন।'

তাঁর মুখে একটু হাসি ফুটিল, বলিলেন—'তার পর? আবদুল্লা যে কিছু বলবে, তার ঠিকানা কি? তাকেই আপনি ডাকতে বলচেন কেন? বরং একজন নির্বোধ গো-বেচারাকে ডাকা ভাল নয় কি?'

বলিলাম—'আমার ধারণা—ধারালো অস্ত্র ছাড়া এ-সব মামলায় সুবিধে হয় না। ভোঁতা অস্ত্রে মামলা থেত্‌লে বিগড়ে যাবে! এর মধ্যে যদি কিছু থাকে ত তা আবদুল্লার অগোচর থাকতেই পারে না। মাটির মুরোদ্‌গুলিকে সে তার পাত্তাও দেবে না;—সে লোক চেনে।'

বোসজা—তবে আমি যাই?

আমি—নিশ্চয়ই, দেখচেন না চারদিকে কানাঘুসো চলছে—

বড়বাবু দুর্গা বলিয়া পা বাড়াইলেন। খাঁ-সাহেব 'আল্লা মালিক' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন।

তখন জাহাজময় একটা বিস্ময় ও রহস্য-ভেদের আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। ভয়-ভাবনার ভাবটা কেবল খাঁ-সাহেব আর বড়বাবু ভাগাভাগি করিয়াছেন। কোথাও কোথাও জমায়ৎ-মধ্যে হাসি-তামাসাও চলিয়াছে।

বড়বাবু যখন আপার-ডেকের সিঁড়িতে উঠিতেছেন, দেখি আমাদের পূর্বপরিচিত 'মউজী' মিস্টার সিঙ্গালী, অসম-পদে উপর হইতে নামিতেছে।

কিছু পূর্বে প্রায় সকলেই কেবিনের বাহিরে আসিয়া ব্যাপারটা লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়াছিল। আমার জাহাজে জোটা ইউরেসিয়ান মিস্টারটি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'তোমাদের heroineটি (নায়িকাটি) কোথায় ? I have come to congratulate (আমি আনন্দ জানাতে এসেছি)। New let me bless the child (নবজাত শিশুটিকে আশীর্বাদ করতে দাও)।' বলিলাম—Just come to the mirror and you will find her (আর্সির সামনে দাঁড়াইলেই তাঁকে দেখতে পাবে)।

মিস্টারটির বয়স বিশ বাইশের বেশী নয়, গোঁফ্ গজায়নি, হাতটা কিন্তু সেইখানেই থাকে, সর্বক্ষণ টানাটানিও চলে।

মিস্টার সিঙ্গালী সোজাসুজি আসিয়া, মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল,—'Be not afraid Mr.—Keep yourself ready and steady to meet the Chief. He will be here presently to examine you'—(চীফ্ সাহেব এখনি এখানে আসচেন তোমায় পরীক্ষা করতে, ভয় খেওনা)।

মিস্টার—(সবিস্ময়ে) To examine me,—what for ? (আমাকে পরীক্ষা করতে !—কারণ !)

মিস্টার সিঙ্গালী—They have taken vou for a—disgraceful indeed ! Cheer up, we are all with you. (ছিঃ তাঁরা তোমাকে কি দেখে এমনটা ঠাওরালেন ! আমরা সব তোমার পক্ষে রইলুম, কিছু ভেব না)।

ঠিক এই সময় চীফ্ সাহেবকে সিঁড়ির উপর বড়বাবুর সহিত কথা কহিতে দেখা গেল। কথায় কথায় চীফ্ সাহেব একবার নীচের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করিলেন ; ইঙ্গিতটা ঠিক্ যেন আমার মিস্টারটির প্রতিই হইল ! মিস্টার সিঙ্গালী বলিল—'Have you noticed ? I can swear'—(লক্ষ্য করেছ !—আমি শপথ করতে পারি—)

যেই এই পর্যন্ত শোনা, আমার মিস্টারটি কতকগুলি bloody বুলি উচ্চারণ

করিতে করিতে চীফ্ সাহেবের কাছে ছুটিল। মিস্টার সিঙ্গালীও 'a funny fool' (মজাদার নির্বোধ) বলিয়া, নিজের দলে গিয়া হাসি-তামাসা জুড়িয়া দিল। সে অধিকাংশ সময়টাই এই ভাবে কাটাইত!

বড়বাবু আসিয়া বলিলেন—'আপনার ইউরেসিয়ান মিস্টারটি কি পাগল! চীফ্ সাহেবকে বলে কিনা—'আপনি কি নজিরে আমাকে মেয়েমানুষ ঠাউরেছেন?' শুনে তিনি ত অবাক! তাঁদের মধ্যে একটা হাসি পড়ে যাওয়ায়, পূর্বের দৃঢ় ভাবটা একটু শিথিল হয়ে আসতেই, সেই ফাঁকে আমি অনুমতিটা আদায় করে নিছি। এখন যা হয় করুন।'

[৩৩]

ফলোয়ারদের আস্তানায় বা আড্ডায় গিয়া দেখি, স্ফূর্তির ঊনিশ-বিশ ঘটিয়াছে। দু' এক জন গাঁজা টিপিতেছে বটে কিন্তু উৎসাহ কম। আবদুল্লা আসিয়া সেলাম করিল, আমি হাসিয়া বলিলাম—'কি সর্দার, খবর কি, সব খ্যায়ের (কুশল) ত?' আবদুল্লা আমার সহাস্য স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া, একটু যেন বল পাইল; বলিল—'মামলা কেয়া হায় হুজুর?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'মামলা আবার কি? তোদের সে ভাবনা কেন?'

আবদুল্লা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—'তোভি বাত ক্যা হায় হুজুর?'

বলিলাম—'ওরা ত আমাদের চেনে না, একটুতেই ভয় পায়। বাইরে বন্দুক নিয়ে হুট্পাট্ করতে পারে, আর বাড়ীতে মেম সাহেবের গোলামী করতেই জানে! বলে—'জাহাজে বাচ্চার কান্না এল কোথা থেকে,—ভূত্য নয় ত!' এই বলিয়া আমি হাসিতেই, আবদুল্লা হাসিয়া বলিল—'এই বাত্! বাচ্চাকে টেঁ টেঁ শুনতৌহি এহি,—আভি বুড্ঢাকে নেহি শুনা! শুনোদে হুজুর?'

হঠাৎ আমার ভিতরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ভাবনা উৎকণ্ঠার টানগুলা সহসা শিথিল হইয়া পড়িল। তাই নাকি? আবদুল্লা ত সকল বিদ্যাতেই ওস্তাদ;—ব্যাপারটা কি তারই অনুকরণবিদ্যার ফল! এতবড় গুরুতর বিষয়টা কি তার 'হরবোলামী' ছাড়া আর কিছু নয়?

বলিলাম—'এখন নয় আবদুল্লা; কিন্তু কাপ্তেন সাহেবকে ঐ কান্নাটা না শোনালে তাঁর ভয় ভাঙ্গবে না, লোকটা ভারি ভীতু আর কিছু বড়িয়া মাল থাকে ত, তারও দু-একটা শুনিয়ে সকলকে খুস্ করে দিতে হবে। পারবি ত?'

আবদুল্লা বুক ঠুকিয়া বলিল—'ওস্তাদ্‌কে কৃপাসে হাজ্জারো হায় হুজুর,—আপ হুকুম দিজিয়ে না।'

হাসিয়া বলিলাম—'তোমার আবার ওস্তাদ্‌ আছে নাকি?' আবদুল্লাও হাসিল। সকলকে উৎসাহ দিয়া ও 'মউজ' করিতে বলিয়া ফিরিলাম।

আসিয়া দেখি খাঁ-সাহেবের মুখ বিবর্ণ, বড়বাবুও বিশেষ চিন্তাকুল। সকলকে অভয় দিয়া রিপোর্ট দাখিল করিলাম। উভয়ে যেন বদ্ধ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলেন। খাঁ সাহেব আমার মস্তকে বাছাবাছা ফারসী 'লফ্‌জের' আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন ও খোদাকে বারবার স্মরণ করিয়া বাষ্পাকুলনেত্র হইলেন। ক্ষণিক স্তব্ধ-বিস্ময়ের পর বড়বাবুর মুখে হাসি দেখা দিল,—বলিলেন—'বেটা ওস্তাদ বটে।'

বলিলাম—'এখন আপনি যা হয় করুন; চীফ্‌সাহেবকে রিপোর্টটা দিয়ে আসুন। কিন্তু দেখবেন—আবদুল্লার উপর কোনরূপ কটাক্ষ না আসে। তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন—তারা গাঁজার নেশায়, নিজেদের মধ্যে আমোদ-প্রমোদ করছিল মাত্র, তাতে যে এতটা দাঁড়াতে পারে, তা তাদের মাথায় আসেনি। তা' ছাড়া—জাহাজে আজকের রাত্রিটাই শেষ রাত্রি, এ হাঙ্গাম আর তাঁদের পোহাতে হবে না।'

বড়বাবু এবার উৎসাহের সহিত যাত্রা করিলেন।

জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে নেটিভ ক্রিশ্চান ছাড়া সাহেববেশধারী ইহুদি, পার্শী প্রভৃতিও ছিলেন। সকলেই একটা বড় রকম development (বাড়াবাড়ি) ও finding-এর (ধরপাকড়ের) আশায় হাঁ করিয়া ছিলেন, এবং নেটিভদের নাকাল হইবার ও লাঞ্ছনার মজাটা উপভোগের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াও উঠিয়াছিলেন। জানি না এমনটা কেন হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন—'আমরা এক আত্ম-বিস্মৃত জাতি।' বোধ হয় পোশাকের মধ্য দিয়াই এই ভাবান্তরটা ঘটিয়া আসিতেছে, বেশান্তরই ভাবান্তর আনিয়াছে। //

বোসজা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—'কাপ্তেন সাহেব আর চীফ সাহেব কান্নাটার পুনরাভিনয় না শুনে, বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন; তাঁরা সব দল বেঁধে আসছেন। আপনার আবদুল্লাকে ডাকুন।'

ভাবিয়াছিলাম, এরূপভাবে পরীক্ষা দিতে আবদুল্লা ভয় পাইবে। দেখি—সে যেন তাহাই চাহিতেছিল; স্ফূর্তির সহিত আসিয়া হাজির হইল; সাহেবেরাও উপস্থিত হইলেন। সে তখন এক মিলিটারি সেলাম ঠুকিয়া চীফ্‌ সাহেবকে বলিল—'হুজুর, আমাকে একটু পর্দার পেছনে থাকতে হুকুম দিন্‌, সামনে ইয়ে কামকা মজা উড়্‌ যাতা।' সাহেবেরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, বিশেষ পরীক্ষান্তে, একটা খালি কেবিন্‌ তাহাকে দিলেন।

আবদুল্লা পুরাতন পাপী। কাহারও নিকট তাহার শঙ্কা-সঙ্কোচ কমই ছিল। সে সেলাম করিয়া কেবিনে প্রবেশ করিবার সময় সাহেবদের বলিল—'হুকুম হোয়ে তো আউর ভি কুছ্ শুনায়েঙ্গে হুজুর।'

* * * * *

আবদুল্লা আসিবার সময় বোধ করি কেহ কেহ তাহার উপর আসামীর উপহাস বর্ষণের আনন্দ ও লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এইবার নেটিভদের nasty (নোংরা) রহস্য রাষ্ট্র হইবার ও তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, দু-একজন এক-এক পদ অগ্রসর হইতেছিলেন,— এতক্ষণ সাহস পান নাই। পরে আবদুল্লাকে কেবিনমধ্যে অবরুদ্ধ করায়, অনেকেই 'ডবল্-মার্চ' করিয়া, আবদুল্লা-সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশ করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন।

আবদুল্লার সদ্যোজাত শিশুর কান্না এতই স্বাভাবিক হইল যে, সকলেই এদিক ওদিক, উপর নীচে, পরে পরস্পরের মুখের প্রতি, নির্বাক্ বিস্ময়ে তাকাইতে লাগিলেন। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে, কোন কোন মিস্টারের মুখ ফ্যাঁকাশে, আর উৎসাহটা ফিকে মারিয়া গেল।

তাহার পর দুষ্ট, এক অভিনব অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল। বিষয়টা—'মিস্টার ডি-মার্টিন ও বিবি—সুখীয়া ধোবিন্!' তাহা এতই উপভোগ্য হইয়াছিল যে, কড়া-মেজাজের কর্মচারীরা পর্যন্ত ছেলে-মানুষের মত হাসি ও হাততালি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ণনাটা সকল বর্ণের সমান প্রীতিকর নহে বলিয়া বাদ দিলাম।

আবদুল্লা কিছু পুরস্কারও পাইল। একজন বলিলেন—In Europe he could have earned forty pounds a month (য়ুরোপে হলে লোকটা মাসে হাজার টাকা উপায় করতে পারত।)

যাহারা প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের—'হোগিয়া—যাও' বলিতে বলিতে চীফ্ সাহেব উপরে চলিয়া গেলেন।

জগতে সকলেই একটা শাসালো কিছু চায়। এত বড় আয়োজন আর উৎসাহের পর, ব্যাপারটা যে এমন ফাঁকা দাঁড়াইবে, কেহ তাহা আশা করে নাই; তাই উপ-সংহারটা উপভোগ্য হইলেও, দেখা গেল—অধিকাংশের কাছেই সেটা যেন বাঞ্ছনীয় ছিল না। তাহারা ক্ষুব্ধও হইল।

খাঁ-সাহেব নিশ্চিন্ত মনে নেমাজে গেলেন; আমরা শয্যা লইলাম। তখন ভোর হয় হয়।

আমাদের চীন-যাত্রার শেষ রাত্রি কখন শেষ হইল জানি না। যখন অপার ডেকে আসিলাম তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গের ভৈরবদের ঘুম ভাঙ্গিল সাড়ে আটটায়। আজ চায়ের মজলিস্ বসিল নয়টার পর।

রাত্রের ঘটনা লইয়া আলোচনা চলিল। এমন মজাটা উপভোগ করা হইল না বলিয়া মজুমদার ভায়া ক্ষতি বোধ করিলেন ও বলিলেন—'হায় হায়—কান্নাটা আমার কানে গিয়েছিল হে!' পঞ্চানন পস্তাইতে লাগিল।

বলিলাম—'খোদ্ কর্মকর্তা—আমাদের সঙ্গেই রহিল, কত শুনবে শুনো।'

আবদুল্লার উল্লেখ পর্যন্ত দত্তজার অরুচিকর ছিল। তাঁর এই অসার খলু সংসার পার হইবার একমাত্র কর্ণধার যে, 'হক্স্লী-স্পেন্সার্' এইটাই তিনি সকল আলোচনার মধ্যে গুঁজিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেন। তাই সাজপুরা সাহেবদের প্রতি আবদুল্লার ইঙ্গিত সম্বন্ধে, তিনি বেজায় চটিয়া সেই সার্মন্ (sermon) সুরু করিতেই, যথা— What is life but reputation and character' (চরিত্র আর খ্যাতিই জীবন) মজুমদার ভায়া শূন্যে তাকাইয়া একটু নীচু গলায় উচ্চারণ করিলেন—'শুধু একটা 'ইঃ' আর একটা 'উঃ' আর একটা 'আঃ,' এ ছাড়া জীবনটা কিছুই নাঃ!' 'Nonsense' বলিয়া দত্ত বড়-কথায় ঝুঁকিতেই বোসজা বলিলেন—'দত্ত, এখানে তোমার ও-সব বড়-কথা কেউ বুঝতে পারবে না ভাই, বৃথা অপব্যয় কোরোনা; বরং ভারতচন্দ্রের ভাঁড়ার থেকে কিছু শোনাও। আবদুল্লা অশিক্ষিত লোক,—শিক্ষাভিমানীরা তাকে না ঘাঁটালে—মেড়ার শিংয়ে হীরের ধার ভাঙ্গে না। ও হীরের কদর বুঝবে কি?'

মজুমদার ভায়া মজা-লোলুপ লোক, সে বলিল,—'তবে, শিক্ষিতমণ্ডলীর ভিতরে আমার একটা আবেদন আছে। গত রাত্রের দু'টো কথা এখনো লজ্জা দিচ্চে, অর্থ ঠাওরাতে পারচি না। লেখাপড়া শিখে, অর্থ বুঝলাম না অথচ হাসলুম, এটা আত্ম-প্রবঞ্চনা করা, আর অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হ'ল না কি? কথা দুটো যখন কাজে লেগেছিল, তখন বাজে হতেই পারে না।'

বলিলাম—'কি এমন কথা হয়েছিল? কই কিছু ত মনে পড়ে না ভায়া।'

মজুমদার ভায়া বলিল—'সে কি হে? চাটুয্যে ত তোমাকেই বার বার প্রশ্ন করেছিল—'বাঁড়ুয্যে মশায় 'পিনাং' কি?' কই, সে উত্তর পায়নি ত। আবার পঞ্চানন চীনে-ভূতের ভয় থেকে বাঁচবার রক্ষা-কবচ বাতলেছিল—'র‍্যাংচ্যাং'! সবাই তখন হেসেছিলুম। লোকে অর্থ বোধান্তেই হাসে। আমায় মুখ্খু বল দুঃখু,

নেই, আমি কিন্তু না বুঝেই হেসেছিলুম। এখন অর্থটা কেউ দয়া করে বলে দিন্।'

শ্রবণান্তে 'সাধু সাধু' রব পড়িয়া গেল। 'বলিলাম—বর্তমানে এরূপ বিনয় বড়ই বিরল! ভায়ার মতলবটা—পুনরায় পিনাং আর র‍্যাংচ্যাং চর্চ্চা!'

অনেক আলোচনা আর আঁচাআঁচির পর—'হক্স্লী' হটিয়া গেলেন—দত্ত অশক্ত হইলেন। শেষে বলিলেন—rubbish (রাবিস্)।

'পিনাং' ও 'র‍্যাংচ্যাং' শব্দগুলি অনুস্বর লইয়া উপস্থিত হইলেও 'শব্দকল্পদ্রুম' ইহাদের অল্পই সংবাদ রাখেন।

গত রাত্রের শব্দগুলির প্রয়োগকর্তারা উপস্থিত থাকিলেও, নিদ্রান্তে এখন তাঁহারা সে প্রতিভা হারাইয়াছেন। মজুমদার ভায়াও মজলিস্ ভাঙ্গিতে নারাজ,—মহা মুশকিল!

অবস্থা, সময় ও স্মৃতি এই ত্র্যহস্পর্শ সংঘর্ষে মস্তিষ্ক মথন করিয়া, শেষ রোগীরাই অর্থোদ্ধারে সাহায্য করিলেন।

বুঝিলাম—'পিনাং' শব্দটি ইংরাজি 'oponion' শব্দের অপভ্রংশরূপে তৎপরিবর্তেই উপস্থিত হইয়াছিল।

আর 'র‍্যাংচ্যাং' চীনের-'রামচন্দ্র'-জ্ঞাপক! (অবশ্য,—অনুমানসিদ্ধ)

তখন উচ্চ হাস্যে সভা ভঙ্গ হইল। বলিলাম—'আমাদের ইতিহাসে নবাবী-আমলের আজ এই খতম্। এইবার আহারান্তে—'যে যার ঘটিবাটি সামলা'!'

[৩৫]

মধ্যাহ্নিক আহারাদি সমাপনান্তে উপরের ডেকে আসিয়া দেখি,—চতুর্দিকেই একটা ব্যস্ততার হাওয়া বহিয়াছে, নাবিকেরা পাল গুটাইতেছে—মাল সামলাইতেছে; একটা কেমন পরিবর্তনের ভাব! ইউরেসিয়ান সাহেবরা সশব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিতেছেন; —দেখি বুটে ব্রঙ্কো লাগাইয়া, কেশ আঁচড়াইয়া বেশ বদলাইয়া আসিলেন। ঘন ঘন কোটের-মুড়ো টানিয়া কোঁচ্ মারিতেছেন, আর পা'গুলো নানা angleএ ফাঁক করিয়া অস্বস্তির টান্‌গুলো শিথিল করিতেছেন।

আমাদের সব কাজই 'কাল' বলিয়া কথাটার আশ্রয়ে আরাম লাভ করে। 'কাল' আছে তাই 'আজ' কাটে। 'কালের' দোহাইটাই রেহাই পাবার রাজপথ! সুতরাং

বিনা amendment-এই স্থির হইল—'কাল কাপড় ছাড়া যাবে।' অর্থাৎ কে আর নড়ে-চড়ে।

দেখি ফলোয়ারেরা যে-যার তল্‌পি-তল্‌পা বাঁধিয়া প্রস্তুত! সেগুলি শিবলিঙ্গের মত সম্মুখে রাখিয়া, হরদম্ গাঁজা চড়াইতেছে।

যে দিকে চাই—দশমীর দশা, বিজয়ার ভাঙ্গা উৎসব। একটা ঘোলাটে ভাব। আনন্দ অপেক্ষা নিরুৎসাহের মাত্রাই অধিক। মধ্যে মধ্যে পক্ষীর সাক্ষাৎও পাইতেছি। ভূরাজ্য নিশ্চয়ই সন্নিকট।

আমরা সাতটি বাঙ্গালীতে, জাহাজে আজ মাসাবধি কাল ঘরকর্‌না করিতেছিলাম। আজ নড়িতে হইবে, এ আবার কি উৎপাৎ;—এইটাই যেন বোধ হইতেছিল। মানসিক অবস্থাটা এমন দাঁড়াইল, যেন আমাদের জাহাজ হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। ডাকিয়া খাওয়ায়,—বাকি সময়টা—বিচরণ, উপবেশন, গল্পগুজব আর শয়নে ইচ্ছামত কাটে। এর মমতা কাটাইতে একটু ক্ষমতার খরচ হয় বই কি। সংসার, সমাজ, বিষয়-কর্মাদি কিছুই ছিল না; 'চাল নাই'—এ কথা কেহ বলে না; মেয়েটার জ্বরও হয় না! একেবারে পরমহংস অবস্থা।

ঘন ঘন বংশীধ্বনির পর, জাহাজের ক্রমে মন্থর গতি আরম্ভ হইল। জেলেরা দূরে-দূরে ডিঙ্গিতে পাল তুলিয়া, জাল ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কয়েকখানি আধা-ইস্টিমার, ফ্ল্যাট্, বোট—আমাদের দিকে আসিতেছে দেখিলাম। জাহাজের গতি মন্দ হইয়া জাহাজ থামিল, সেগুলিও আসিয়া পেঁাছিল।

কিনারার চেহারা ত চক্ষে ঠেকিল না, কিন্তু হড়্ হড়্ শব্দে নোঙ্গর নামিয়া পড়িল। আগন্তুক স্টিমার হইতে একটি উচ্চ ইংরাজ কর্মচারী ও একটি কোট-প্যাণ্টের উপর Cap-ধারী, আমাদের জাহাজের উপর আসিয়া উঠিলেন। শেষেরটিকে বাংলাদেশের বস্তু বলিয়াই বোধ হইল। চারি চক্ষু এক হইতেই অপাঙ্গে যেন একটু সাদর-আভাস পাইলাম। ভাবটা—'আসুন্, সুখ-দুঃখটা ভাগাভাগি করা যাক্।' আমাদের অনুমান ভুল হয় নাই; পরিচয়ে জানিলাম, ইঁনি লাহিড়ী মশাই। ওজনে মোনটাক্ হইবেন। এই শরীরে—দাদখানির চাল আর রাজধানীর মাল ছাড়িয়া কি সাহসে যে চীনে মাল-সামাল করিতে Tally-Clerk হইয়া আসিয়াছেন, বুঝিলাম না। পাকা-চাকরীও নয়, বয়সও কম। পেটের জ্বালায় কালাপানী পার হইয়াছেন কি adventurous spirit-এ (দেশ-বিদেশ মারা রোগে) আসিয়াছেন, জানি না। যদি শেষেরটি হয় ত আশার কথা এবং 'বাঢ়ম্'।

জাহাজের কাপ্তেন আর চীফ্-সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আগন্তুক

অফিসারটি একবার উপর-নীচে দ্রুত ঘুরিয়া যাত্রীদের বলিয়া গেলেন—'জাহাজসে জল্‌দি উতর্‌ পড়ো ?'

কোথায় 'উতর্‌ পোড়বো,'—জলে নাকি ? জাহাজ ত সমুদ্রে, সীমারও সন্ধান নেই। এই অস্তমুখী সময়ে, উৎসাহশূন্য অবস্থায় একটা কথা মনে পড়িল, কিন্তু অনুচ্চারিতই রহিয়া গেল। ফতেপুরে এক ফিরিঙ্গি সাহেব কোন এক আপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ ছিলেন। মেম সাহেবের সঙ্গে টিফিন্‌ করিতে রোজ বাংলায় যাইতেন। একদিন একটা জরুরি কাজ পড়ায় ক্লার্ক্‌ নীলকমল বাবু কাগজপত্র লইয়া টিফিনের সময় বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। নীলকমল বাবু সরাসরি দ্বারে উপস্থিত হইতেই সাহেব হাঁকিয়া বলিলেন—'নীলকমল, নীচু যাও।' বাঙ্গলার দরজা রাস্তার সঙ্গে একই level-এ (সমক্ষেত্রে) ছিল ;—নীলকমল 'নীচু' খুঁজিয়া পায় না ; মহা মুশকিলে পড়িয়া বলিল,—'এর চেয়ে নীচু যে খুঁজে পাচ্চিনা সার্‌।' সাহেব আগুন। 'হাম দেখাতা হায়' বলিয়া যেই ওঠা, নীলকমল—টেনে ছুট্‌। এখানে সে সুযোগও নাই।

যাহা হউক, লাহিড়ী মশাই বলিলেন—'ফলোয়ারের ফ্ল্যাটে নেবে পড়ুক। তারপর আপনারা junk-এ (চীনে-স্টিমারে) গিয়ে বসুন। আমি আপনাদের মালপত্র নাবিয়ে দিচ্চি।' বলিলাম,—'আমাদের মালই বলুন, আর মালের মালিকই বলুন, ঐ চাটুয্যে মশাইটি ; ওঁর ট্রাঙ্কটি একটু সাবধানে নাবিয়ে দেবেন, সেটিকে নমস্কারও করতে পারেন, সেটি আমাদের মাতৃ-মন্দির, খাঁটি মাতৃ-ভূমিতে ভরা।' লাহিড়ী মশাই একটু অবাক্‌ থাকিয়া বলিলেন—'আপনারা ভাববেন না, আমি খুব সাবধানে নাবিয়ে দেব,—কি ঠাকুর বল্লেন্‌ ?' বলিলাম 'সে ক্রমশঃ শুনবেন্‌ ; আগে বলুন ত এখন যেতে হবে কোথায় ?' লাহিড়ী মশাই বলিলেন—'আপাততঃ Hsinho-এ (সিন্‌হোয়), সেটা আমাদের out-post (বাহিরের আড্ডা), তারপর কাল ট্রেনে Tienstin (টিয়েন্‌সিন্‌) যাবেন,—সেটাই Head Quarters (মূল আড্ডা)। বলা বাহুল্য, সিন্‌হোও যত বুঝিলাম, টিয়েন্‌সিন্‌ও ততই। তবে এটা বুঝিলাম বটে যে আপাততঃ টিয়েন্‌সিনে আমাদের ড্রপ-সিন্‌ (যবনিকা) পড়িবে।

দেখি ইতিমধ্যেই সরকারী-কুর্তি পরিয়া, ফুর্তি করিয়া Haver-sack (রসদের ঝুলি) সহ নবশাখ্‌ নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য ;—কাহারো হাতে, কাহারো কাঁধে, ঝোলা-ঝুলি, প্যাঁট্‌রা-পুঁটলি, সারেঙ্গি, বাঁয়া, তবলা, হুড়ুক, মাদল্‌, গোপীযন্ত্র ; আর সকলেরি হাতে হুঁকো-কল্‌কে,—এক একটি কল্কি-অবতার। যেন বক্কেশ্বর পাইনের যাত্রার দল গাওনা বায়না পাইয়া পদ্মা-পারে রওনা হইতেছে। জবর সমর-যাত্রা বটে ! এই ভাবে ফলোয়ারেরা গিয়া ফ্ল্যাট ভরাট করিয়া ফেলিল।

এইবার আমাদের পালা। তার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। জাহাজের স্টুয়ার্ড বট্‌লার হইতে অপরাপর কর্মচারী পর্যন্ত আপনার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক মাসের ঘরকন্না ও আলাপ-পরিচয়ের পর বিদায় লইতে উভয় পক্ষকেই কষ্ট অনুভব করিতে হইল। ব্যথা-বোধটাই সাধারণ বিদায়ের প্রধান অঙ্গ,—তাহা ক্ষুন্ন হইতে পাইল না। 'ক্যাইভ'কে সাত সেলামান্তর আমরা জাহাজ ছাড়িয়া একে একে 'জঙ্কে' নামিলাম। এত দিনে বত্রিশ সিংহাসন ভাঙ্গিল। কেবল,—খালি একখানা শূন্যেগর্ভ লোহার-খোল ভাসিতে লাগিল।

[৩৬]

একমাস বাঁধা-খোরাকে থাকিয়া ও বিক্রমাদিত্যের বৈঠকখানা বজায় রাখিয়া, যখন জঙ্কে ও ফ্ল্যাটে নামিয়া নূতন ব্যবস্থায় যাত্রা করা গেল, তখন গুড়ের নাগরীর অবস্থাই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তখনো ঘণ্টা খানেক বেলা আছে ; কিন্তু কূলের কোন পাত্তা নাই,—তিনি কাছে কি গাছে তাহাও বলা কঠিন। শুনিলাম, এখানে জল অগভীর বলিয়া বড় জাহাজ চলিতে নারাজ বা অচল ; তাই সাত মাইল থাকিতেই আমাদের বিদায়ের এই ব্যবস্থা। এই সজল সাত মাইল জলমগ্ন কিনারাটিকে Taku Bar (টাকু বার) বলা হয়। ইনিই এখানে হার্‌বারের (বন্দরের) কারবার করেন ;— জাহাজকে অগ্রসর হইতে বাধা দেন বলিয়াই 'Bar' উপাধি পাইয়াছেন।

ফ্ল্যাট লইয়া জঙ্ক্‌ কখন বক্র কখন চক্র গতিতে চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা, পরে অন্ধকার,—সঙ্গে সঙ্গেই ফিকে মেঘ আর হাওয়া। এই নূতন যাত্রা একমাসের সুখপুষ্ট শরীরে দুঃখের মাত্রা ক্রমেই বাড়াইতে লাগিল ; কখনও উঠা, কখনও বসা, অস্বস্তির একশেষ !

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনের তেজটাও যেন নিবিয়া গেল। সকলে অবসন্ন আর মনমরা হইয়া পড়িলাম। টুক্‌রো টুক্‌রো এলোমেলো চিন্তা, আর দুর্বল দুর্ভাবনাগুলো আসিয়া অবস্থাটাকে অসহনীয় করিয়া তুলিল। সকলেরই মনে হইতে লাগিল— জাহাজে বেশ ছিলাম। অতবড় ভীষণ অতলস্পর্শ জলধির পারে পেঁীছিবার আনন্দ একটুও অনুভব করিতে পারিলাম না। পুরো পাঁচ ঘণ্টা একটানা হাওয়া, একঘেয়ে জল-কল্লোল, আর ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার, যম-পুরীর পথের আভাসই দিতে লাগিল।

এই অবস্থায়—সেই আকূল পারাবার, বিপুল ব্যবধান, পার হইয়া সকলেরই চিত্ত এক-একবার ক্ষিপ্তের মত, নিজ নিজ পল্লীভবনে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া শান্তি

খুঁজিয়াছে ; আবার মুহূর্তেই অসহায় মুমূর্ষুর মত হাত পা ছাড়িয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এইখানেই দিনে আর রাতে তফাৎ। দিনের আলোটা যে মানুষের কত বড় বল, মানুষের মনে সে-যে কতটা শক্তি সঞ্চার করে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কবি সকলের ভাবনাই ভাবেন,—সহৃদয় সত্যেন্দ্রনাথ তাই আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

'আশা রেখো মনে, দুর্দ্দিনে কভু
নিরাশ হ'য়োনা ভাই,
কোন দিনে যাহা পোহাবেনা হায়
তেমন রাত্রি নাই।'

কথাটা কাহারো অজানা কথা নয় ; কিন্তু কবির নিকট হইতে সেটা দৈববাণীর মত আসিয়া, সহস্র সহস্র হতাশ প্রাণে বীর-বাতাসের মত কাজ করিয়াছে।

ফল কথা—এটা লক্ষ্মীমন্তের স্বইচ্ছায় সখের দেশভ্রমণ ছিল না। সময় তামিল করিতে চীনে চলা,—হুকুমের হায়রাণী।

[৩৭]

কখন যে সমুদ্র-সফর শেষ হইয়া গিয়াছে, কখন যে আমরা 'পি-হো' (Pi-ho) নদীতে আসিয়া পড়িয়াছি, কেহই তাহা বুঝিতে পারি নাই। কেবল বহুদূরে একটা ক্ষীণ আলো আমাদের যেন আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। সেটা ক্রমেই পাছু হাটিয়া চলিল। রাত্রি দশটার পর তাহার সন্নিকট হইলাম। দেখি—দু'ধারে ক্ষেত, অদূরে পাঁচ-সাতখানা বড় বড় আটচালা ধরনের বাড়ী, আর আলোটা জ্বলিতেছে একটা জেটির উপর। জঙ্ক্ সেইখানে পৌঁছিয়া যাত্রা-শেষের শঙ্খ-ধ্বনি করিল,—কয়েকটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল। আমরা 'দুর্গা' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—কোমরটা যেন 'আঃ—' বলিয়া উঠিল।

তল্পি-তল্পা লইয়া উচ্চকণ্ঠে 'জয় কালীমাইকি জয়' বলিয়া, ফলোয়ারেরা সবেগে জেটির উপর উঠিয়া পড়িল। ফ্ল্যাটেও তাদের গান-গল্প-গঞ্জিকা বজায় ছিল, স্ফূর্তি ফিকে মারে নাই,—জিত তাহাদেরই।

আমরা যেন আধমরা-অবস্থায় উঠিলাম ; সম্পূর্ণ উদ্যম-উৎসাহ-শূন্য ! ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অবসন্নতা মিশ্রিত একটা অবসাদ আমাদের এমনই করিয়া ফেলিয়াছিল। মনে হইল,—এতদিন পরে আমরা সর্বপ্রকারেই যেন 'তীরস্থ' হইলাম !

সহসা একটা দমকা হাওয়ায় জোটির আলোটাও নিবিয়া গেল। সকলে যেন একখানা বৃহৎ কাল কম্বল চাপা পড়িলাম! গুঁড়ুনি বৃষ্টিও গায়ে পড়িল। সবাই নিঃশব্দ—কেবল মজুমদার ভায়া Corunna-র সেই করুণ কথাগুলি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন ঃ—

'Not a drum was heard, not a funeral note,

Not a soldier discharged his farewell shot'—

কথাগুলি সে-সময়ে বে-সুরো লাগে নাই। আমরাও অভিযানের আসামী এবং শত্রুপুরীর সীমানার মধ্যেও উপস্থিত। বোসজা বলিয়া উঠিলেন,—'appropriate (উপযোগী) বটে,—বৃষ্টিও এসে গেছে। তবে এটাকে আমাদের চীনে পদার্পণে পুষ্প-বৃষ্টি বলেও নেওয়া চলে।' বলিলাম—'এখন আমাদের ইন্দুমতীর শরীর দাঁড়িয়েছে, এ পুষ্পের আঘাত সইলে বাঁচি!'

হঠাৎ কান্নার সুর কানে এলো, দেখি চাটুয্যে কাঁদিতেছে,—(এতক্ষণ বোধ হয় ভাঁজিতেছিল)—'অনু-মা আর তোকে দেখতে পাব না,—তুই জেনেছিলি বলেই অত কেঁদেছিলি।' চাটুয্যের ছোট মেয়েটির নাম অন্নপূর্ণা, তার জন্মদিনে চাটুয্যের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল। মুখে বলিলাম—'ওকি চাটুয্যে, ভগবান কৃপা করে এই অকূল সমুদ্র উত্তীর্ণ করে কূল দিলেন, এখন আবার ওকি?' চাটুয্যে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আমি যে কেবলি তার সেই কান্না শুনতে পাচ্ছি। এ সুমুন্দর কি কেউ দু'বার পার হতে পারে!' তার কথাটা আর ব্যথাটা দুই-ই সত্য।

কবিরা সর্বজ্ঞ ও দূরদর্শী। তাঁরা দুনিয়ার ভাবনা বেদনা পূর্বাহ্ণেই ভাষায় বুনিয়া রাখিয়াছেন। মনে পড়িল—

'—চারিদিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি'
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা-কণ্ঠস্বরে।'

চাটুয্যের মুখে ইহারই প্রতিধ্বনি পাইলাম। তাহাকে সামলানো বরাবরই আমার একটা বড় কাজ ছিল;—বলিলাম—'তুমি কি কোন খবরই রাখনা,—আবার সমুদ্র পার হতে হবে কেন? তা হলে এ শর্মাও আসতেন না। তিন মাসের মধ্যে 'হোয়াংহো বর্মা রেলওয়ে' খুলে যাবে, তখন রেঙ্গুন পেঁছিতে বড় জোর চারদিন নেবে। যখন এসে পড়া গেছে, মাস ছয়েক দেখে শুনে নেওয়া যাক্ না। তারপর অন্নপূর্ণার তরে যত ইচ্ছে চীনের পুতুল, চীনে-পটকা নিয়ে ফিরো।' চাটুয্যের অনেকগুলি আগ্রহপূর্ণ

প্রশ্নোত্তরের পর, এ তাল সামলানো গেল ; Ignorance is bliss, আর—অন্ধকারে কেহ কাহারো মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল না,—তাই রক্ষা।

ফল কথা, জেটিতে উঠিবার পর-মুহূর্তেই involuntary shock-এর মত অনেকেরি প্রাণটা অনুভব করিয়াছিল—'এতদিনে সত্যই স্বদেশ হইতে বিচ্যুত হইলাম, স্বদেশ এখন স্বপ্ন-কথা!' সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও কেমন করিয়া উঠিয়াছিল। যতক্ষণ সমুদ্রের উপর ছিলাম,—একটা যেন যোগ-সূত্র ছিল ;—ডাঙ্গায় পা দিতেই সেটা ছিন্ন হইয়া গেল। এই নাড়ী-ছেঁড়া আঘাতটা চাটুয্যে চাপিতে পারে নাই।

মৃত্যুর পূর্বে নাকি কাহারো কাহারো অস্বাভাবিক লক্ষণ সকল দেখা দেয়। স্মরণ-শক্তির সহিত কস্মিন্‌কালেই আমার সদ্ভাব ছিল না, দেখি হঠাৎ আজ সে হাজির! রবিবাবুর লেখা, আর বহুদিন দেখা—

"একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতি-শঙ্খ
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে, উঠিবে ঝিল্লির রব
অরণ্য গভীরে,
দিনান্তের শেষ আলো, দিগন্তে মিশায়ে যাবে,
ধরণী আঁধার,
অনন্তের যাত্রা পথে, সুদূরে জ্বলিবে শুধু
প্রদীপ তারার"—ইত্যাদি

আমার মগজে কেবলি সাড়া দিয়া উঠিতেছিল, আর মনে হইতেছিল,—এতদিন পরে সেই 'একদা'টা আজই নয় ত! সমাবেশগুলি সবই ত তুঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

মামীর লোকান্তর ঘটিলে, আমার মাইনর-পড়া মাতুলের মুখেও একদিন কবিতা কুহরিয়া উঠিয়াছিল। বোধহয় সাধারণ কথিতভাষা মথিত-প্রাণের ভাষা নয়। আবেগের ভাষার বেগবান হইবার দিকেই ঝোঁক্। দেখি—পত্নী-বিরহ-বিধুর মাতুল আমার একাকী শয্যায় পড়িয়া আওড়াইতেছেন—

"হায় রে যেমতি বরজে সজারু পশি"—ইত্যাদি। আমাকেও তাই আজ পোইট্রিতে পাইয়া বসিয়াছে।

বাঙ্গালীর 'ঘরকুণো' অপবাদটার বিপক্ষে আজকাল কেহ কেহ ব্রিফ্ লইয়াছেন দেখিতেছি। ভালমন্দ জানি না, তবে বাঙ্গালী যে 'ছায়া-ঢাকা কোকিল-ডাকা' দেশে, মায়ার শরীর লইয়া জন্মায়, আর চন্ডীমন্ডপের চৌকাঠ ছাড়িতে বেদনায় নিশ্বাস ফেলে, সে-কথাটা অস্বীকার করা কঠিন। এ জাতের নিকট 'মনিষ্যি না পক্ষী' কথাটার

উদ্ভব, নিশ্চয়ই in anticipation (কাজের আগেই) হইয়াছিল। জাতটা জন্ম-ভাবুক,—ভাবতে আর ভাঁজতে জন্ম কেটে যায়। কোন কিছু না ক'রে, কেবল ব'সে ব'সে ভাব্-ভেঁজে—এত কান্না আর কোন জাত কাঁদেনি। Imagination-কে (কল্পনাকে) এমন সূক্ষ্মতম সীমায় টানিয়া লইয়া যাইতে, আর শরীরে ও মনে তার প্রভাব বা ফল ভোগ করিতে, জগতে এমন আর-একটি জাত আছে কিনা জানি না। দেশটি পর্বতবহুল না হলেও ঝরণাবহুল। কবি-সম্রাট্ বোধ হয় তাই আমাদের একটু সরমের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া সুফল লাভের আশায় লিখিয়াছিলেন—

"যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
তা'রেই আঁখিজল সাজে গো!"

চোখের নমুনা নির্দেশ করিয়া দিলেও এক 'যমুনা'র নাম শুনিলেই আজো ছোটবড় অনেক আঁখিই সজল হইয়া উঠে ও সেই দ্বাপর যুগের যমুনায় যতটুকু জল ছিল, তার এক ফোঁটাও কমিতে দেয় না; কদম্বমূলে ঘেঁসিয়াই রাখিতে চায়।

যাহা হউক, চাটুয্যের চোখের জলটা সশব্দে পড়ায় সে ধরা পড়িয়াছিল মাত্র।

পরক্ষণেই পট-পরিবর্তন! চাটুয্যে বলিল 'খিদেয় দাঁড়াতে পাচ্চি না!' এই—'ম্যায় ভুখা হুঁ' সুরটা তখন সকলের নাড়ীতেই সমান বাজিতেছিল।

* * * *

যেখানে জল ছাড়িয়া উঠিলাম—এইটিই সে লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শ্রুত 'সিন্‌হো',—কিন্তু অন্ধকারে রূপ দেখিলাম না। বিশ গজ তফাতেই কমিসেরিয়েট্ (রসদ্) গুদাম ছিল। উক্ত গুদামের ভারপ্রাপ্ত একটি পার্শী ভদ্রলোক এজেণ্টরূপে পরিচারকবর্গ লইয়া তথায় থাকিতেন। তিনি লোক ও লাণ্ঠান-সহ উপস্থিত হইয়া, মহা সমাদরে সকলকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। এতদিনে জাহাজী মাল ঘরে উঠিল।

দেখি, চাটুয্যের অন্নপূর্ণা, ছপ্পর্-ফোঁড়া আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। চা, চপ্, রুটী, লুচী, পোলাও, কালিয়া সবই প্রস্তুত;—যেবা ইচ্ছা হয়। পেটে কিছু পড়িতেই, আমাদের দুর্বহ অবস্থাটা কাটিয়া গেল, ক্লান্তিটা শান্তিলাভ করিল,—যাত্রাটাও 'মধুরেণ' শেষ হইল।

কাশীর কিঞ্চিৎ

উৎসর্গ পত্র

শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথ

শ্রীপাদপদ্মেষু

কে নেবে আর এমন জিনিষ, কারু চড়ে না হাঁড়ি,
কোপ্‌নি কাঁথাও জোটেনিক'—চাল্‌-চুলো না বাড়ী ;
যা কিছু অস্পৃশ্য আর—যা কিছু জঞ্জাল্‌,—
ছাই ভস্ম মড়ার মাথা, অস্থি হাড়-মাল,
গলায় ফণী, কণ্ঠে গরল—বেড়াও ঘুরে ফিরে,
গাঁজার গরম্‌ কাটবে বোলে গঙ্গা ধর' শিরে,
কপালেতে আগুন ধর'—দুনিয়ার বারু,—
এমন পাত্র—মনে ধোরে ছিল শুধু মা'র।
এতেই যদি বিশ্বনাথ, হর বিশ্ব হিতু,
পাত্র বটে পেতে তুমি—"কাশীর-কিঞ্চিৎ"।

চির-সেবক—

নন্দি শর্ম্মা

ভূমিকা

ভগবানকে দেওয়া যেমন, গুণের-সার্টিফিকেট্,—
"ব্রাহ্মণ" বোলে বশিষ্ঠের—ভালে মারা টিকিট্,
কাশীর গুণ ব্যাখা করাও—সেইরূপই ধৃষ্টতা,
পরিহাস মাত্র সেটা,—বাহুল্য শিষ্টতা।
মহাজনে যে মাহাত্ম্যের প্যান্নিক' সীমা,—
"কাশী-খণ্ডে" যে ক্ষেত্রের প্রকাশে মহিমা,
কি জানি শেষ আমার মত মূর্খ অকিঞ্চন—
বড়-লাটকে বোলে বসে—"দারোগা-সাহেব হন্,"
কিম্বা পাছে শিব গোড়্তে—বানর গোড়ে বসি,
দুর্লভ মাহাত্ম্যে পাছে—মাখাই শুধু মসী—
তাই,—অমৃতা "অমৃত" আর কৈবল্য "কৈবল্য"
নূতন কোরে বল্‌বার কিছু দেখিনা সাফল্য ;
চিরকালই আছেন কাশী,—ক্ষেত্র অবিনাশী,
আমি সেটা বোলে কেন'—বাড়াই শুধু হাসি।
কাশী সেই কাশীই আছে—থাক্‌বেও চিরদিন,
মানুষই স্বভাব দোষে হ'চ্ছে ক্রমে হীন।
সে দোশ কাশীর নয়—মানুষেরই সেটা,
হেথাও সে "বিষয়" খুঁজে বাঁধিয়েছে এই লেঠা।
বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, জাহ্নবী চরণে—
শ্রদ্ধায় নির্ভর কর'—জীবনে মরণে।
আমিও আজ এই সুযোগে, করি তাঁদের প্রণাম্—
লিখ্‌তে দুচার অন্য কথা মঞ্জুরিটা নিলাম্।

৺ কাশীধাম
বড়দিন, ১৩২২

নন্দী

দোমেটের-দু' কথা

বিলিতি লঙ্কাকাণ্ডের দাপটে কাগজের আড়তেও আগুন লেগে সেটার মূল্য ত' তিন গুণ বেড়েচেই—তার মন্দ সময়টা সঙ্গী ছাড়া আসে না, পুস্তকের কলেবরও সময় বুঝে ফর্ম্মাখানেক এগিয়ে ব'সেছে! যজমানরা যতই কেন সিগারেট্ খান্‌না, দক্ষিণা বাড়লেই দোমে যাবেন! তবে, এক কাপ্ চা'য়ের দাম্ তাঁরা বিনা কৈফিয়তেই ফেলে দিতে পারেন। তাই দামটা সোজাসুজি ছ' আনা ক'রতে সাহসী হ'লাম।

(২)

"কাশীর-কিঞ্চিত" এর প্রথম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তার "দ্বিতীয় খণ্ডের্ জন্যে অনুরোধ ও অনুসন্ধান ক'রেছিলেন। আজও কারো কারো তাগিদ্ আসে। ভাবতাম,—অদ্বৈত-সিদ্ধির সাধনক্ষেত্রে, বেদান্ত,-বিরুদ্ধ এই "দ্বিতীয়-খণ্ড"রূপ খণ্ড-প্রলয় আর ঘটাব না। কারণ,—একমাত্র "দার-পরিগ্রহ" ক্ষেত্রে "দ্বিতীয়" ছাড়া যাজ্ঞ্যবল্কাদি ঋষিগণ—"দ্বিতীয়ের" আর অন্য প্রমাণ রেখে যাননি! কিন্তু জবরদস্ত" যজমানেরা বলেন,—"হনুমানের চেয়ে কম্ নম্বর পেলেও আপনি সেবকশ্রেষ্ঠদের মধ্যে গণ্য—(স্বপ্নেও কখন' জ্ঞানের গোয়াল মাড়ান্‌নি;)—সেবকমাত্রেই ত' "দ্বিতীয়ের" উপাসক। তা-ছাড়া, "বেদান্তে" আর "ভেদান্তে" যদি কিছু প্রভেদ থাকে ত'—সেটা আছে "পাণ্ডিত্যে," খাঁটি খবরটা দেহান্তেই জ্ঞাতব্য। এই বোলে, একটা "অনুষ্টুপ্" ক্রপ্ কোরে, আমায় চুপ করিয়ে দিলে ঃ—

"যদীশ্বর বসোভক্ত স্তদীশ্বর বসো বুধঃ।
অভাবৈক রসস্যোতৌ রসকাতরতাং গতৌ ॥"

আমিও বাঁচলুম; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের, একটা "নন্-অফিসিয়েল্" মীমাংসা হ'য়ে রইলো। যজমানদের সুমতি বজায় থাকে ত' পরে সে চেষ্টা পাব।

কাশীধাম

১লা বৈশাখ, ১৩২৭

শ্রীনন্দি শর্ম্মা

তেরোস্পর্শ

"কাশীর-কিঞ্চিৎ" দু'দুবার কাশীতে জন্ম নিয়ে, শিবের রাজ্যে কৌপিন সম্বলেই বে-পরোয়া কাটিয়েছিল। এবার তার কলিকাতায় উদ্ভব।

ঠাকুর বল্‌তেন,—নারকোল গাছের বাল্‌দো খসে গেলেও দাগটা বজায় থাকে। স্বয়ং সম্রাটও সে দিন বলে গেছেন,—খেতাবটা খসে গেলেও কল্‌কেতা চিরদিনই রাজধানীর সম্মান পাবে।

'ক্যাপিটেলে' কিন্তু কৌপীন অচল। কাজেই কাশীর-কিঞ্চিৎকে একটু ভব্যবেশে সভ্য সেজে কল্‌কেতায় দেখা দিতে হ'ল।

এই বাবুয়ানার বিড়ম্বনায় দু আনা সেলামী বেড়ে গেছে।

দক্ষিণেশ্বর
জন্মাষ্টমী, ১৩১৩

মন্দি শর্ম্মা*

---

* (নরদেহে শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বর)

চতুর্থে-অথর্ব্ব

"কাশীর-কিঞ্চিৎ" নন্দিশর্ম্মার সেবক-জীবনের—দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ফসল্‌। তিন চাষের পর রেহাই পাবার আশায়—১৬ বৎসর আর তাকে ঘাঁটাইনি। কিন্তু ষোড়শ বর্ষে মিত্রদের শাস্ত্রীয় বদ্‌-আচরণের তাড়ায় চতুস্পদ হতেই হয়,—বলেন—"প্রথম ফলটি দেব-সেবার্থে যত্নে রেখে দিতে হয়, নচেৎ বেইমানী করা হয়।"

বাল্যকালে শুনেছিলুম—দেখিনি, "কামাক্ষায়" গেলে, কেহ বড় আর ফেরেননা (মরেণ-না নিশ্চয়ই)—তবে কলকেতার 'রস—দেহ মন একবার দখল করলে, বাঁধা-আয়ের লোক বড় একটা নড়তে চাননা—এটা দেখা আছে বটে।

"কাশীর-কিঞ্চিৎ" তৃতীয় ছাপ্‌টা কলকেতায় নিয়ে, কাশী মুখো আর হতে' চাননা, মুক্তির মায়া কাটিয়ে ফেলেছেন। মনোভাবটা "—এই তো খাঁটি বেদান্তভূমি, "একাকার" সাধনার এমন ক্ষেত্র কোথায় পাবো।—ভেদের বালাই নেই।"

এখন চতুর্থে-"অথর্বে" পেঁাছে তিনি নড়তে নারাজ। তাই কলকেতাতেই পুনঃ প্রকাশ। তবে বয়েস হলে বহির্শোভার সখটা বোধ হয় বাড়ে, অভাব মেটাতে কায়াকল্পাদি অবান্তরের সাহায্য খুঁজতে হয়, তাই (গতর) ওজন কিছু বেড়েও গেছে। গো-বর্দ্ধনের পরিবর্দ্ধন ঘটেছে!

যাঁরা দয়া করে পড়বেন—পরিশিষ্টে তাঁদের জন্য কাশী সম্বন্ধে কতকগুলি সঙ্গীতও দেওয়া রইল ('এপিটোম্‌' কাজ দিতে পারে।) ভক্তির তাড়নায় অ-গায়কও গুণ গুণ করে থাকেন।

পূর্ণিয়া
দোল পূর্ণিমা, ১৩৪৭

নন্দি শর্ম্মা

অতিরিক্ত কয়েকটি কথা

তখন কাশীতেই থাকি। "কাশীর-কিঞ্চিৎ"এ আমার pen name—"নন্দিশর্ম্মা"ই ব্যবহার করি। লেখকের প্রকৃত নাম গোপন থাকায়, অনেকেই নিজেদের ধারণা মত লেখকের নাম ঠিক করেন বা অনুমান করেন।—শ্রদ্ধেয় রসরাজ ৺অমৃতলাল বসু তখন কাশীতে ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—"তিনিই লিখেছেন।" অমৃতবাবু লেখককে জানতেন। আমাকে তাই নামটি প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। বলেন—"প্রকাশ যোগ্য না হ'লে আমি এ অনুরোধ করতাম না,—আমার খুবই ভালো লেগেছে—ইত্যাদি।"—"প্রবাসী" মন্তব্য করেন—"এ লেখা ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের।" পরে ললিতবাবু—"কাশীর-কিঞ্চিৎ" এর একটি দীর্ঘ সমালোচনা "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশ করেন, এবং তিনি যে উক্ত পুস্তিকার লেখক নহেন, সে কথাও জানিয়ে দেন।

সেই সময় আমার "পরিচিত—কাশী-প্রবাসী জনৈক ধর্ম্মভীরু আলাপির মুখে শুনতে পাই—"কাশীর নিন্দা করাই লেখকের উদ্দেশ্য।" বুঝলাম—বইখানি স্বয়ং তিনি পড়েন নাই, কারো কাছে শুনেই উক্ত ধারণা করে' নিয়েছেন, এবং "নিন্দা" পাঠের পাপ হ'তে আত্মরক্ষা করেছেন। তা'তে একটু ক্ষুব্ধও হই। পরে কাশী সম্বন্ধে কয়েকটি গান লিখে—"কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি" নামে প্রকাশার্থে, কাশীর "বিশ্বনাথ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে" ছাপতে পাঠাই। ছাপাও হ'য়ে যায়। প্রেসের সত্ত্বাধিকারী, আমার প্রীতিভাজন মনিভূষণ নাথ, এক সন্ধ্যায় আমাকে সে সংবাদ দিয়ে যান,—খান-ছয়েক ছাপা "সঙ্গীতাঞ্জলি"ও দিয়ে যান।—প্রাতে দুঃসংবাদ পাই—"গত রাত্রে সিনেমা দর্শনান্তে ফিরে, "ব্লড্ প্রেসারে" মণি-ভূষণ সহসা মারা গিয়াছে।"—বড়ই ব্যথা লাগে। কয়েকদিন পরে সংবাদ পেলাম,—ছাপা হাজার কপি সঙ্গীতাঞ্জলিগুলির চিহ্নমাত্রও প্রেসে নাই, না আমার 'ম্যানস্‌ক্রিপ্টের'। মণিভূষণের পত্নী অল্প-বয়স্কা, ছেলেরা বালক। বিশ্বাসী স্বজাতি কোনো কর্ম্মচারী, কাশীতে ধর্ম্মরক্ষার বা সঞ্চয়ের এমন সুযোগ ছাড়তে পারেননি।—মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার চটি বই, আমি আর তা' নিয়ে—অনুসন্ধান বা উল্লেখ পর্য্যন্ত করতে পারলুম না। তাদের ক্ষতির কথাতেই মন তখন আচ্ছন্ন। নিজের ক্ষতি—নগণ্য,—ক্ষতি বলেই মনে হয়নি।

মণিভূষণের দেওয়া কাপি কয়খানি তৎপূর্ব্বেই বন্ধু বান্ধবদের পাঠিয়ে দেওয়ায়, নিজের হাতে নিজের লেখার চিহ্ন মাত্রও থাকল না,—ক্ষতি হয়েছিল ওইটুকু।—অত পাতলা কয়েক পৃষ্ঠার চটি বই কারো আলমারিতে রাখবার বা থাকবার মত জিনিষও নয়, সুতরাং তার এক-কাপি ফিরে পাবার আশাও রাখিনি।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন, হিতৈষী বন্ধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গ্রন্থকীট। বটতলার দু'পয়সা দামের চটি বইও তাঁর আদরের বস্তু ছিল—প্রায়ই কণ্ঠস্থ ছিল। তাদের মার্জিনেও তাঁর correction ও note দেখতে পাওয়া যায়। এরূপ পুস্তক-নিষ্ঠা অন্য কারো দেখি নাই।

বঙ্কিম শতবার্ষিকী বর্ষে কলকাতায় যাই। ললিতবাবুর পুত্র কল্যাণীয় ও প্রিয় সলিলকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রসঙ্গক্রমে সলিলকুমার আমার "কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি"র কথা উল্লেখ করেন ও বলেন—"সে খানিও বাবা যত্নে রক্ষা ক'রে গেছেন," ইত্যাদি। ইহা আমার অভাবনীয় প্রাপ্তি। প্রিয় সলিলকুমারের সাহায্যেই আজ সেই "কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি"র পুনর্জন্ম। ওরূপ চটি বই স্বতন্ত্র প্রকাশের আর বিশেষ সার্থকতা নাই, তাই তাকে "কাশীর-কিঞ্চিৎ"এর অন্তরঙ্গ ক'রে রাখতে বাধ্য হলাম।

শেষ কথা।—"কাশীর-কিঞ্চিৎ"এর দ্বিতীয় সংস্করণ "দোমেটের দু'কথা"য়, দশের ইচ্ছায়, মনকে চোখ ঠেরে, "দ্বিতীয় খণ্ড" লেখবার সঙ্কল্প করি এবং লিখিও। কিন্তু প্রকাশ করি নাই,—সে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতো। সহসা "বেরিবেরি" দেখা দিয়ে জোর মড়ক আরম্ভ হয়। বাধ্যতঃ বাসা ছেড়ে তাঁদেরি একখানি ঘর নিয়ে সংসারের অনেক কিছুই তার মধ্যে বন্ধ কোরে সরে আসি। নানা কারণে ফেরা আর ঘটেনি। সংবাদ পাই—সে সব উয়ে উদরস্থ করেছে—নষ্টও করেছে। নিজের শারীরিক অবস্থা ও অবহেলাই সে জন্য দায়ী। অন্য কিছুর জন্য না হলেও—ক্ষতি হ'ল ও কষ্টও হ'ল,—কতকগুলি বই আর নিজের লেখা অনেকগুলি খস্ড়া কাগজ পত্রাদি যাওয়ায় এবং সেই সঙ্গে—"দ্বিতীয় খণ্ডে"র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিও।

এখন ভাবি—ভালই হ'য়েছে। "দ্বিতীয় খণ্ড" প্রকাশে বরাবরি আমার মন সায় দেয় নাই। নচেৎ তার 'নোট' আমার হাতে যা আছে, তা থেকেই সে কাজ হ'তে পারে বা পারতো। কেবল আবশ্যক বিবেচনায়, এই "অথর্ব" সংস্করণে, তার কয়েকটি বিষয় মাত্র, ভাষা বদলে, সন্নিবিষ্ট করলুম। বাজে গুলির বোঝা আর বাড়ালুম না।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণিয়া

সূচী

প্রথম দফা

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় দফা

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় দফা

দফা—রফা

বিষয়			পৃষ্ঠা

কাশীর-কিঞ্চিৎ

১ম দফা

সঙ্কল্পের কারণ

অনেক দিনের জড়ো করা অগাধ পাপের রাশি—
নিয়ে ভাবলুম কোথা যাই,—মনে পোড়্‌লো কাশী।
স্থানটা কিন্তু হওয়া চাই কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যকর,
তার,—অকাট্য নজীর মজুদ্‌—"তিলভাণ্ডেশ্বর"।
"কেদারনাথ"ও কাহিল নন ;—কেন ভাবি আমি ?
সেদিনকার জ্যান্তো সাক্ষী—"ত্রৈলঙ্গ স্বামী"।
"হান্দোরের" আসামী যবাই—ওজন হন না "মোণে",
"ক্রেণেতে" কাৎ ফির্‌তে হয়—কেউবা চড়েন "টনে"!
দুশো একশো তুচ্ছ কথা,—দু'দশ হাজার আয়ু,
তাতেই বুঝে নিলুম কেমন, কাশীর জল বায়ু।
ষাঁড়গুলোও গোঁসায়ের মত নিরামিশ খেয়ে—
ফুল্‌চে,—বেশ্‌ পূজার ফুল আর বিল্লিপত্তর পেয়ে।

কাশী রওনা

তাই, "দুর্গা" বোলে টিকিটখানা কিন্‌লুম্‌ কপাল ঠুকে,
"মহিলা-প্রদত্ত পাস্‌" যত্নে রাখ্‌লুম্‌ বুকে।
বাঙ্গালীর বিদেশযাত্রা বিচিত্র কেমন—
সেই বোঝে—যে ক'রেছে "ট্রেণে" আরোহণ!
যে জাতের "ঘর হ'তে আঙ্গিনা বিদেশ",
আজ তার রহিল না সোয়াস্তির লেশ্‌।
সঙ্গে ছিল হুঁকো-কোল্কে, আর—গয়াধামের পিণ্ড,

হবে কিনা হবে ছেলে, আর হয় যদি কুষ্মাণ্ড !
তাই, দিন থাক্‌তে স্বপাক কোরে দিলাম নিজ মুখে,
দেখি, অনেক ভূতই লালায়িত্‌ গন্ধ তার শুঁকে !
মাথার উপর শূন্যে ঝুল্‌তোছিলো নারকোল,—
কি আশ্চর্য্য—নীচে পোড়ে হোলো হুঁকোর খোল !
পায়ের নীচে ছিলো মাটি—কোল্কে হোয়ে উঠে—
নারকোলের মাথায় শেষে বোস্‌লো গিয়ে ছুটে !
আজ দেশ, কাল বিদেশ, আশ্চর্য কি তায় ?
"ইভলিউসন্‌ থিওরিটা" এতেই বোঝা যায় ।
এইরূপ দার্শনিক চিন্তাস্রোতে ভেসে—
উপনীত হইলাম কাশীধামে এসে ।

রেলের কুলী

ইষ্টিসনে নেবে দেখি—কুলীর জুলুম্‌ ভারি,—
এক এক ব্যাটা নবাবজাদা—মথুরার দ্বারী ।
কোম্পানীর কুপুত্র সব—বেজায় তাদের বাড়্‌,
দেড়-পয়সার বাজু* যেন—যাত্রী লোট্‌বার ছাড়্‌ !
সস্ত্রীক্‌-ভদ্রেরে এরা বড়ই করে দিক,
যা চাইবে তাই নেবে, এমনি এদের "ক্লিক্‌" ।
গরজেতে দু'চার টাকাও দিতে হয় তারে ।
কোম্পানী কি কৃপাদৃষ্টি কোরবেন্‌ এধারে ?

কাশীর চুঙ্গী

ইষ্টিসনের বাইরে এসে না ফেল্‌তে শ্বাস—
দেখি, আর এক ক্ষুধার্ত্ত জীব পেতে আছে গ্রাস !

* নম্বর লেখা পিতলের চাকতি, যাহা কুলীদের হাতে বা গলায় থাকে ।

"দুর্গা" বোলে পা বাড়াতেই—চৌকাট্ ধাঁ কোরে—
মাথায় লেগে চোম্‌কে দেয়,—তেমনি সে হাঁ কোরে—
লুঙ্গীপরা চুঙ্গীর-চর বলে কাছে এসে—
"দেখ্‌তে চাই বাক্স পঁ্যাটরায় কি এনেছো ঠেশে!
সরকারকে মাশুল দিয়ে, ঘাঁটী হও-পার";
সস্ত্রীক ভদ্রেরা শুনি—দেখে অন্ধকার।
রেলের কষ্ট, অনিদ্রা আর অনাহারের উপর—
কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে যখন—বেজে গেছে দুপর্,—
আচম্‌কা তাদের এই বিদ্‌কুটে বাধা—
গায়ের রক্ত জল্ কোরে দে'—লাগিয়ে দেয় ধাঁধা।
প্রাণটা তখন বলে, দেখে লোলুপ্ বাঘের থাবা—
"ঘাট্ হয়েছে বিশ্বনাথ—ছেড়ে দাও বাবা"!
পরে,—হদিস্ বুঝে ঝক্‌মারির মাশুল দিলে কিছু,—
হাসি মুখে সেলাম করে—হোয়ে বেজায় নীচু।
মোর আসবাব্ হুঁকো কোল্‌কে, তাই ছিল' রক্ষা,
নবাব য্যানো,—কোন মিয়ার কোর্‌তে হয়নি তক্কা।

পরে, এক্কায় বোসে ধাক্কা খেয়ে, হিঁদুর মক্কায় আসি—
হেরিলাম বিশ্বনাথের পুরী অবিনাশী।

এক-নজরে কাশী-দৃশ্য

দেখি,—কাশী কি কাঁটালপাড়া বুঝে ওঠা ভার,
সর্ব্বাঙ্গে মন্দিরগুলো কাঁটা যেন তার।
বিচি চাও, তাও পাবে—প্রত্যেকের মাঝে,
শিবলিঙ্গ হোয়ে তারা ভিতরে বিরাজে।

রাস্তা ও গলি

বিশ্বনাথ কাঁকড়া যেন—মধ্যে আছেন বোসে,
রাজ্য জুড়ে, ঘুরে ঘুরে, ডিম্ পেড়েছেন কোসে।
দাড়া দুটি বড় রাস্তা—গেছে দুদিক্ চলি,
ঠ্যাংগুলো সব ছড়িয়ে পোড়ে হ'য়ে আছে গলি।
সুইজ্‌ল্যাণ্ডের ম্যাপ্‌খানা ঠিক্ মনে হয় যেন,
হিলি বিলি কিলি কিলি, গলির গুতো হেন।
ইঞ্জিনারের সাধ্য নাই "ডিজাইন্" তার দিতে,
বৃথা ঘুরবেন্ সার্‌ভেয়ার হাতে কোরে ফিতে।
এক জনমে চিনে ওঠা, কারো সাধ্য নাই,
পুরো ওয়াকিফ হ'তে হোলে দু'চার জনম্ চাই॥
সূর্য্যদেবের নাই ক্ষমতা পশেন সে সব স্থানে,
ছাতের উপর উঁকি মেরে, পালান্ মানে মানে।
গলির মাঝে স্তূপাকার—চুণ সুরকী কাদা,
তার দুধারেই ইমারৎ তুলেচে কেবল মাথা।
পাশাপাশি চলা দায়, গাড়ির প্রবেশ বারণ,
মালমশলা নে'যাবার গাধাই মাত্র বাহন।
তার উপরে, ষাঁড়গুলোর অব্যাহত গতি—
গলির কণ্ঠরোধ করি—বাড়ায় দুর্গতি।

বিদেশ না বাংলা দেশ

বাংলা কি বিদেশে এলাম্—কিছু বুঝতে নারি,
যে দিকে চাই—বাংলা দেশের মেয়েমদ্দের সারি।
দোকানে চাই—নেড়ির মা ভেন্‌খোলা খুলেচে,
পাশেতেই পুঁটির পিসী—চরকা নে ব'সেছে ;
পাট কাট্‌চে মেনির মাসী—পান বেচ্‌চে পাঁচি,
চুণ বেচ্‌চে চাঁপাদাসী, কামার গিন্নী কাঁচি ;

হোটেল খুলে বোসে আছে হরিশেঠের শালী,
উল্টোডিঙ্গির ডোমের মেয়ে সাজায় পুজোর ডালি ;
পদ্ম বেচে পাথর বাটী, মণি ভাজে মুড়ি,
ঢেঁকি পেতে কুট্‌চে থাকী, সেদ্দো চালের গুঁড়ি ;
তিনকড়ি কড়ায়ের চাক্‌তি, পাটায় ফেলে কাটে,
মনোরমা মুড়্‌কির মোয়া ব্যাচে বোসে হাটে !
বিলাসিনী সময় কাটান "বিষবৃক্ষ" পড়ি,
বরদা তাঁদের তরে—হাটে ব্যাচে বড়ি।
দয়াবতী পাসকরা দাই—এসেছেন কাশী,
নির্ভাবনায় তীর্থবাস—করুন সবাই আসি।
"না বিইয়ে কানাইয়ের মা"—আছে বটে প্রবাদ্‌,
"ডিপ্লোমা" রয়েছে যখন,—ভাববেন্‌ না প্রমাদ্‌।
নানা-গুণের কম্‌পিটিসন্‌—বাড়্‌ছে যেরূপ ফি-সন্‌,
এটাও মাহাত্ম্যের মধ্যে, একটুও নয় ভীষণ্‌।
মনের দুখ্যে অনেকেই অপুত্রক বোলে—
হতাশ হ'য়ে কাশী এসে,—পুত্র করেন কোলে।
এখানকার জল-বাতাসে—এগুণটাও আছে,—
বল্‌তে হয়,—যদি কারুর লেগে যায় কাজে।
'নাবি' হলেও দিয়ে থাকে—এই পুত্র মুখ,
বিষয় আর বংশ রক্ষার—সুদুর্ল্লভ সুখ।

বিলাসী, সারদা, ক্ষ্যান্তো, কাঞ্চন, গোলাপী—
বড় বাড়ির দাসী এরা—বড়ই আলাপী।
নীরদা, ক্ষীরদা, শ্যামা—লক্ষ্মী, হরিমতী—
বারাণসীর গেজেট্‌ এরা—সর্ব্বত্রই গতি।
কি স্বপ্ন দিয়েছে কবে—কোন্‌ দেবতা কারে,
কার্‌ বাড়িতে কি হয়েচে—সব বোল্‌তে পারে।
হেথাও নিস্তার নেই—নিস্তারিণী এসে—

বারাণ্ডা কোরেছে আলো বড়-রাস্তা ঘেঁশে।
মামার মোকাম, চাটের দোকান, সবই শোভা পায়,
যাত্রীদের কষ্ট না হয়—এইটে অভিপ্রায়।

বাঙ্গালীর বিষয়কর্ম্ম

পুরুষদের ব্যাসাতের অন্ত দেখি নাই,—
সেতো, পাণ্ডা, চা, চপ্, সকল তাতেই পাই।
স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, ময়রা, মনিহার,
ঘড়ি-সাজ, চিত্রকর—মায় ফটোগ্রাফার;
ডাক্তার, বৈদ্য, হোমিওপ্যাথ্, কেতাব-বিক্রেতা,
বেনে, মুদী, টেলার, কাটার,—ইস্তক্-অভিনেতা।
ঝুনো নারকোল, খেজুরে গুড়, কেহবা পান তামাক,
কেউ রুদ্রাক্ষ, খেলনা ব্যাচে—কেউবা শাঁখা শাঁখ;
লোহালক্কড়, চুণ সুরকী কেউবা ইট্ কাট্,
কয়লা কেউ, পাথর কেহ, কেউবা ব্যাচে চাট্;
কাপড়, কামিজ, কাটা-পোষাক, ঘটি, বাটি, থাল,
কেউ,—ভাঙ্গা-বাসন, টিনের ট্রেংক লাগাচ্চে রাং-ঝাল;
গুরু উপগুরু কেউ—কেউ পুরোহিত,
"অব্যয়" কারবারী এঁরা—এঁদের পুরো জিত্।
হুঁকো, কোল্কে, খড়ম, মাদুর, বিড়ি সিগারেট,
কেউ মদ্, কেউবা যোগান গরম কাটলেট্,—
আয়ুর্ব্বেদ অস্থিভেদ্ কোরেছে কাশীর,
বিজ্ঞাপনের বর্ণনায় সবাই অস্থির।
নানারূপ শক্তিবৃদ্ধির—ওষুধ থাকেন আগে,
যেন,—কাশীবাসে ঐগুলোরই আবশ্যক লাগে।
মিস্লেনিয়াস্ রাখেন কেউ, কেউবা চাল ডাল,
দুধের যোগান, বিদ্যুৎ-আলো, কত দিব হাল।

ডিস্‌পেনসারী, ছাপাখানা, বাইসিকেল্‌ ভাড়া,
আরো বা কত কি আছে এই সব ছাড়া।
এ দেশের দোকানদারে ছেয়েছে কোল্‌কেতা,
ডেসিমেল্‌ অংশ তার আদায় হোচ্চে হেথা।
লাউ কুম্‌ড়ো ব্যাচে কেউ বাজারের মাঝে,
কথকতা করেন কেউ—কারো বাড়ী সাঁঝে;
কুষ্ঠী লিখে গুষ্ঠিবর্গ করেন কেউ পালন,
ঠাকুর পূজা করেন কেউ, কেউবা রন্ধন;
বাড়ী ভাড়া দেন কেউ—কেউবা জমীদার,
উকীল কেউ, মাষ্টার কেহ, কেউ অলস বেকার;
কেউ মোক্তার, কেউ দোক্তার—হ'ন কারবারী,
রেশ্‌মী-রোজগারীর কাছে—সবাই আছে হারি।
কেউ জ্যোতির্ব্বিদ, কারুর বা—চশমা ব্যাচা ব্রত,
সাধারণের হিত চিন্তায়—সবাই বিব্রত।
আছেন নাকি বড় বড়—ওস্তাদ আর গুণী,
বশীকরণ উচাটনে—সিদ্ধহস্ত, শুনি।
তা ছাড়া কত যে আছেন টাকা খাটান্‌ সুদে,
মাসকাবারে গলা টিপে ধরেন চক্ষু মুদে।
বড় একটা নাইকো হেথা কেরাণী বেচারা,
দেশহিতৈষী নেতাদের চক্ষুশূল যারা;—
বে-ওয়ারিস্‌ ভাঙ্গা-কুলো—বাংলা দেশের মাল,—
যাদের উপর—বক্তা, লেখক, ঝাড়েন যত ঝাল,—
চাক্‌রী ছেড়ে তারা যেন' কাস্তে নিলেই হাতে—
ভারতের সকল দুঃখ ঘুচ্‌বে এক রাতে!

পথে

পার্কে, ঘাটে, রাস্তায়, বা যাও দশাশ্বমেধ,
ইডেন্‌, বিডেন্‌, হেদোর তরে রবেইনাকো খেদ।

সেই ফ্যাশানের চুল ছাঁটা,—সেই অলষ্টার বুকে,—
টাই বাঁধা আর কলার আঁটা, সিগারেট মুখে,—
হাতে ছড়ি চশমা পরা, চোস্ত মোজা পায়—
যুবা যত' চিম্‌নির মত' ধোঁ ছেড়ে বেড়ায়।
পাশ দিয়ে যাও শুন্‌তে পাবে—তিন ভাগ ইংরাজী,
বুঝতে হবে মানে তার—বহু ঘসি মাজি!
"ব্যাকরণ-বিভীষিকার"—হরদম্‌ "বিষম্‌" লাগে,
ইংরাজের বীণাপাণি—"বেগ্‌পার্ডন্‌" মাগে।
কাঁচা পাকা গোঁফে প্রৌঢ় আছেন তায় ঢের,
তাঁদেরি চটক্‌ বেশী—ঢাকিবারে জের্‌।
রিফ্রেস্‌মেণ্ট, চায়ের আড্ডা, আশ্রম, হোটেল—
পথের দুধারে তারা মেরে আছে ঠেল।
চা খাও, চপ্‌ খাও, খাও কাট্‌লেট্‌ আর,—
এসেই হুকুম দাও—যেবা ইচ্ছা যার;
দুবেলাই খোলা জ্বলে—সকালে বিকালে,
মান্‌ বাঁচাতে বিশ্বনাথ—থাকেন আড়ালে।
পথে দেখি হেঁকে যাচ্চে—কোরে উচ্চ রব—
"বিশুদ্ধ পবিত্র গরম—কাবাব্‌, কাট্‌লেট, চপ্‌"।
দ্যালে ডালে হোটেল হলে—বিরাজে "লিপ্‌টন্‌"
অন্নপূর্ণা সবার তরেই রাখেন আয়োজন।

বাঙ্গালীর বাড়ী

পঞ্চক্রোশী কাশীর মাঝে রাস্তা কি গলিতে—
বাড়ী দেখে হয় না আর পরিচয় নিতে।
যাইনা কেন অলি গলি কিম্বা সোনারপুরে,
শুকুচ্চে বারাণ্ডা জুড়ে নক্কা পাড় আর ডুরে।
কোথাও বা নামাবলী—সহস্র নাম বুকে,—

আল্‌সে থেকে নিম্ন মুখে, পোড়ে আছে ঝুঁকে ;
কোথা বা ঢাকাই, কোথা শান্তিপুরে সাড়ি,
চিন্‌তে না হয় দেরী কারো বাঙ্গালীর বাড়ী।
আদ্‌খানা বেনারস অধিকার করি—
প্রাসাদ বা অন্ধকূপে আছে তারা ভরি।
তার মধ্যে স্থান যেটী—নাম বাঙ্গালী-টোলা,
যে দেখেচে একবার—বড় শক্ত ভোলা।
বাংলা দেশের সব নমুনো ঠাশাঠাশি কোরে—
এক মাইলের মধ্যে তারা সবাই আছে ভ'রে।
জেলা, পল্লী, সহর, নগর যা আছে বাংলায়,—
সকল স্থানের মানুষ পাবে এইটুকু জায়গায়।

বৌমার ব্যবস্থা ও বিচক্ষণতা

মেয়ের ভাগই অধিকাংশ—প্রৌঢ়া বৃদ্ধাই বেশী,
খোপে যেন পায়রা আছে—কোরে ঘেঁশাঘেঁশী।
গরীব থেকে আছেন হেথা লক্ষপতির মা,
পাঁচ, সাত, দশ, মাসোহারা—বৌ করেছেন যা।
"বড় কষ্ট দিছ্‌লো মাগী—'কোনে-বউ' যবে,—
জান্‌তোনাকো দু'দিন বাদে আমারো দিন হবে।"
কাশী গেলে বাঁচে বেশী—বউ জানেন হিসাব,—
"মোলে সেথা শ্রাদ্ধ নাই—সেটাও তো লাভ"।
"সাত টাকাটা বেজায় বেশী—চার টাকায় যায় চোলে,
মাগী কেবল সুদ্‌ খাটাবে, ভূতে লুট্‌বে মোলে।
কুল্লে ত' এই দেড়শো টাকা মাসিক তোমার আয়,—
টের পাবে এর পরে যখন ঠেক্‌বে কোনো দায়।
ভাগ্যে তোমার মতি আছে গয়না গড়াবার,
এ সুমতি থাক্‌লে বাঁচি ভাগ্যেতে আমার ;

ঐ গুলোই সেরা বিষয়,—সম্পত্তির পাকা—
আমার নামের কাগজগুলো, বাড়ী আর টাকা।
এই বেলা সব লিখে দাও—আর যা কিছু আছে,।
ভয় শুধু—ভাই ভাইপো—পাঁচ ভূতে খায় পাছে
কবে আছো কবে নেই সেটাও ভাব্‌তে হয়,
এক মিনিটে ঠাণ্ডা হাওয়া বেশী কথাও নয়।
শুনেছি "ব্লড্‌-প্রেসার্‌" বলে' কি-একটা রোগ্‌—
কথা কইতেও দেয়না নাকি,—দেখায় পরলোক।
শরীর যত পুষ্ট হয় ততই সেটার ভয়,
নইলে আর বলচি কেনো, ভাগ্‌গি তেমন নয়!
চিরকাল কি গুণ্‌তে হবে মায়ের গুদোম ভাড়া?
ওসব লক্ষণে হয়—হাড়্‌-লক্ষ্মী-ছাড়া।
কাশীর যদি পুণ্য চিহ্ন রাখ্‌তে চাও বাড়ী,
সেরা দেখে আনো বরং বেনারসী সাড়ি।
সাচ্চা হ'লে অসময়ে দেবেনা সে ফাঁকি;
ভেবে তখন বল্‌বো যা যা রইলো আর বাকি।"

দৈববাণী

সাবধান,—তুমিও ত' বউ এনেছ ঘরে,
এসব কথা তুলে তিনি রাখ্‌ছেন তোমার তরে।
তুমি যখন কাশী যাবে—বৌ-ব্যবস্থা করি—
তিনটি টাকা মাসোহারা দিবেন তোমায় ধরি!
দিন থাক্‌তে বলি তাই—মনে কোরে রেখো—
এখনও সে পরের মেয়েয় আপন কোর্‌তে শেখো।

বাঙ্গালীটোলা

বাঙ্গালীটোলার পথে যেতে ভয় পাই,
ছড়াছড়ি বিল্বপত্র পোড়ে ঠাঁই ঠাঁই।
সূক্ষ্ম আচারীর হেথা বড়ই দুর্গতি,
পূজার পুষ্প মাড়িয়ে চলা সুকঠিন অতি।
স্থান হ'তে স্থানান্তরে—পায়ে পায়ে সোরে—
পূজার ফুল আর বিল্বপত্র, বেড়ায় ভ্রমণ কোরে।
ষাঁড়গুলো তার কতক খেয়ে করে উপকার,
না হ'লে এসব পথে চলা হোতো ভার।
কাটান্ ছিড়েন্ আছে শুনি,—"পুষ্পদন্তেশ্বরে"—
দর্শনে পূজনে, এপাপ স্পর্শ নাহি করে।
শাস্ত্রে বলে ফর্দ্দা বাড়ি, রোদ আর বায়ু—
স্বাস্থ্য দেয়, আর তায় বেড়ে যায় আয়ু।
তা'হলে বাঙ্গালীটোলা শূন্য হ'য়ে আজ—
নিৰ্জ্জন শ্মশান সম করিত বিরাজ।
ছাতে উঠলে দেখ্‌তে পাবে—"বিশ্বরূপে"র ছাপ্,
দ্বাপরে যা দেখে পার্থ—ব'লেছিলেন "বাপ্" !
পঞ্চভূত—চুণ সুরকী লোহা ইট্ কাট্—
মিলিয়ে, অখণ্ড রাজে—শ্রীমূৰ্ত্তি বিরাট।
দশাশ্বমেধ থেকে দৌড়—ইস্তক "অসি" রোড্,
কাশীর কণ্ঠ চাপি যেন—করে শ্বাস রোধ।
এ বিপুল দেহ মধ্যে—জন্ম মৃত্যু বিয়ে,
মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ নিয়ে,—
নাওয়া শোয়া বেচা কেনা,—আহার বিহার রান্না,
গীত বাদ্য আমোদ প্রমোদ—হাসি খুসি কান্না,
দেব দেবী মসিদ মন্দির—জীব জন্তু, ভোগী,
শত পেসা, ছত্রিশ্ জাত—রোগ আর রোগী,
ইত্যাদি সকলি যেন একই দেহের অংশ,
গলিগুলি শিরারূপে—সুষুম্নার বংশ।

তার মধ্যে সূর্য্যদেবের—নাইক কোথা দখল,
বজায় সেই ত্রেতাযুগের হনুমানের বগল !
সাক্ষাৎ আঁধার কূপ নিম্নতলগুলো,—
দিনেতে প্রদীপ জ্বালি দেখতে হয় চুলো।
গন্ধময়,স্যাঁৎসেঁতে, ছুঁচো আর মশা—
সেৎখানার সহযোগে ঘটায় দুর্দ্দশা।
উঠানেতে এঁটো কাঁটা মাছের পোঁটা আঁশ্
বাড়ীময় দুর্গন্ধেরে দিয়েছে ‘ফ্রি-পাস্’।
এক বাড়ী, তার মাঝে বাইশ উনুন্,
একত্রে ধোঁ ছাড়ে যবে—জ্যান্ত করে খুন।
নানা পক্ষী একই বৃক্ষে বাসা বেঁধে থাকে,
রাত দিন কোলাহল কে থামাবে কা'কে ?
সবেগে জলের কল করে উপকার,
কলহ,—কদাচ কেহ বোঝে এ উহার !
“দ্বিতলে ত্রিতলে আছে—কলের বন্দোবস্ত”,—
শুন্তে ভাল,—ভাড়াটের আশার কথাও মস্ত।
সেটা কিন্তু “কাটের বেড়াল”—ইন্দুর না ধরে,—
নীচের বাসিনী যদি—কৃপাটা না করে।
ফি-হাত্ চীৎকারে চলে,—“খোলা” আর “বন্ধ”,
নিত্য-কর্ম্ম সকাল সন্ধ্যা—জলের তরে দ্বন্দ্ব।
চার-তলার ছাত থেকে ছটাক্ খানেক উঠোন্,—
দেখলে বোধহয় পাহাড়েতে—কূপ করেছে খনন।

রুটিন্

চা'র্‌টে রাতে ওঠে সবে—থাকতে অন্ধকার,
দারুণ শীতেও দেখি সবাই বেশ্ 'রেগুলার্' !
কি বৃদ্ধা কি প্রৌঢ়া—ল'য়ে সাজি নামাবলী—
ঘাটে ঘাটে গঙ্গাস্নানে যায় সব চলি ।
ঘাট দেখ্‌লে জোয়ান লোকের বুক শুকিয়ে যায়,—
পইটে বুকে পোড়ে আছে মৈনাকের প্রায় ।
কঠোর তপস্যা রত—প্রায় শতেক্ ধাপ্—
সদা লয় পদধুলি,—মুক্ত হ'তে শাপ !
তাতে আবার পইটেগুলো উঁচু উঁচু বেশ,
পাথরের মন্বন্তর কভু দেখেনি এ দেশ !
সোত্তর আশী বয়েস যাঁদের—লাঠি আছে ঠেঙ্গে,
তারই ভরে ওঠা নাবা করেন ধাপ্ ভেঙ্গে ।
তারপরে, সব স্নান করে সেই বরফ-গলা জলে,
আমরা দেখে কেঁপে মরি—দাঁড়িয়ে থেকে স্থলে ।
সেইখানেতে ঘণ্টাখানেক সন্ধ্যা বন্দন সেরে—
রাজ্যিশুদ্ধু দেবতার মাথায় জল ঢেলে শেষ ফেরে ।
বিশ্বনাথ থেকে সুরু—এস্তোক হনুমান্‌জী,
নিত্য এ দু' চোকো ব্রতর সংখ্যা দিব কি !
কেউবা আরো দু' তিন মাইল অধিক ঘোরার পরে—
দু' পয়সার বাজার কোরে ফিরে আসে ঘরে ;
তার মধ্যে বেড়াল দু'টোর মাছের অংশও আছে,
পাখীর তরেও প্যায়রা আসে—রাগ করে সে পাছে !
তার পরেতে জপ আর স্বহস্তে পাক চলে,
আহারান্তে পাঠে কিম্বা কাটে কোলাহলে ।
উঁরি মধ্যে রুচিমত যার যেমন অভ্যাস,—
কেউবা করেন কারো নিন্দে, কেউবা খেলেন তাস ;
কেউবা আবার দেনা পাওনা বিষয়ে হন রত,
হিসেব করেন বোসে বোসে—সুদ্‌টো হোলো কত ।

সেইটেই তাঁর বল্ ভরসা—তাইতে কাশীবাস,—
উপযুক্ত ছেলের কাছে, নাইক কড়ির আশ।
কেউ,—নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দেন কেঁপে ওঠে খাট,
কেউবা "কথা" শুনতে যান, কেউ ভাগবত পাঠ।
অতি বুদ্ধি যাঁদের তাঁরা—ত্বরায় মেজে বাসন—
স্বামীজিদের কাছে ছোটেন—শিখ্‌তে যোগের আসন।
নিজের সম্পত্তি যাঁর—আছে কোন' বাটী,
আহারান্তে ভাড়ার তরে করেন হাঁটাহাঁটি।
ফুর্‌সুৎটুকু কাটে কারো স্বর্ণকারের বাড়ী,
নাতি নাত্‌নির গয়না গড়ান্, জপ্ তপ্ ছাড়ি।
বিবাহের ঘটকালীটাও করেন কেহ কেহ,—
অভ্যাস না যাবে কভু—থাক্‌তে এই দেহ।
বৈকালেতে দশাশ্বমেধ কিম্বা "কেদার" ঘাটে—
সন্ধ্যা বন্দনেতে কারো সন্ধ্যা-বেলা কাটে।
ফির্‌তি মুখে বিশ্বনাথের আরতি দর্শন,
ন'টার মধ্যে সকল সেরে—যে যার শয়ন।
রাত চা'রটায় উঠে এই ন'টা রাতে শেষ,
এতটা শ্রমেও তারা মানেনাক' ক্লেশ।
নাইকো তাদের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া—নাইকো বুক জ্বালা,
খুঁজতে হয় না মধুপুর কিম্বা শিমুলতলা ;
শিরঃপীড়া, হিষ্টিরিয়া, না হয় তাদের বাত,
শৈলে কি সমুদ্রতীরে যাবার নাই উৎপাত।
আমাদের লক্ষ্মীরা সব বোনেন বোসে উল্,
পরিশ্রমের মধ্যে শুধু বাঁধেন নিজের চুল ;
নভেলে নিমগ্ন কেউ, কেউবা খেলেন তাস্,
কেউবা নিয়ে থাকেন শুধু নিল্জলা বিলাস ;
করেন বটে তাতে তাঁরা—একটা উপকার—
তুষ্ট আর পুষ্ট হন বদ্দী ও ডাক্তার।

মেয়ে মজ্‌লিস্

বৈকালেতে মজ্‌লিস্‌টা জমে গঙ্গাতীরে,
কেদারঘাটে, কিম্বা বসি শীতলা মন্দিরে ;—
কোন্ স্যাক্‌রা কেমন,—কত নতুন গুড়ের দর,
পোড়ারমুখো ধোপা ছিঁড়ে দেছে নেপের ও'ড়
সোনারপুরের সাধুটিকে এলুম আজ দেখে—
শরীরের তাঁর ছায়া নেই,—থাকেন মুখ ঢেকে ;
কিবা ভুরু, কিবা নাক্, কিবা তাঁর চোক্,
আকাশেতে উড়্‌তে তাঁরে—দেখেচে কত লোক ;
দেখেচে ডুব দিতে তাঁরে—নেড়ির-মা নিজে,
কি আশ্চর্য্য—কোপ্‌নিটেও যায়নি জলে ভিজে !
মেচুনী হারামজাদী তার ভালোর মাথা খাবে—
তিন-আনা সের নিলে মাগী,—অধঃপাতে যাবে ।
ছেলেকে পর কোর্‌লে আমার, সর্ব্বনাশী আসি,
কি বলিস্ লো, তানাত' আজ কে আস্‌তো কাশী ?
"মা" বোল্‌তে অজ্ঞান মোর হোতো বাছা আগে,
পাঁচ টাকা পাঠাতে আজ—হাতে আগুন লাগে !
ইত্যাদি সব ধর্ম্মচর্চ্চা—চলে সে আসোরে,
হাতে কিন্তু জপের মালা অবিশ্রান্ত ঘোরে !

সাধুর-হাট

বিশ্বনাথের দরবারেতে নাইক অভাব কিছু,—
উঁচু থেকে নেবে এসো যত পারো নীচু ।
জটার ঝোড়া, কেউবা নেড়া, কারো লম্বা চুল,
কেউ দণ্ড, কেউ চিম্‌টে, কেউ ধরে ত্রিশূল ;
হাড়ের মালা মৃগছালা রক্ত ফোঁটা কা'রো,
ফটিক্ গলে "রগ্" বগলে, চশমাটা সোনারও ;

পট্টবাস কেউ উলঙ্গ—কেউবা ঊর্দ্ধ বাহু,
রক্ত আঁখি ভস্ম মাখি—কেউবা যেন' রাহু ;
কেউ নেংটি কেউ সংটি, কেউবা জানেন যাদু,
কেউ মৌনী কেউ বক্তা, হরেক রকম সাধু ।
কারো,—জুতো মোজা ওভারকোট—গেরুয়া রং করা ,
কারো,—দাড়ি গোঁপ জটার মাঝে—এক-গা গয়না পরা
—শরশয্যায় শয়ন কারো, কেউ ঝোলে নিম্নশিরে,
কারো হাতে মড়ার খুলি—ওষুধ দিয়ে ফিরে ।
ত্রিশূল হাতে সিঁদুর মাথে—ভ্রমেণ ভৈরবী,
কপালে ত্রিপুণ্ড্র কারো,—নানা ভক্তের ছবি ।
কেউবা আলেখ্, কানফাটা কেউ, কেউ "ম''কারে রত,
কবীর নানক সুরদাস—পন্থী কবো কত !
বন্ধকী-কাজ করেন্ কেউ—কেউবা সাধক "চোটার"
বৈকালে কেউ হাওয়া খান—চড়ি নিজের "মোটার্" ।
মোটা সুদে টাকা দেন—গেরুয়া-কারবারী,—
ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করেন মুখে,—কিছু বুঝতে নারি !
বিষয় প্রসঙ্গে এঁরা নহেন কেহ ব্যাজার,—
বাদ্ দেননা "টার্ফ, ডার্বি কিম্বা সেণ্ট্লেজার" ।
গিরি, পুরী, পরমহংস—পরমার্থ-কামী—
সকলেই "মহারাজা", অনেকেই "স্বামী" ;
এঁরাই প্রকৃত বটে—কাশীর অলঙ্কার,
সবারেই নত শিরে করি নমস্কার ।

ঘাটের দৃশ্য

যুধিষ্ঠিরের নরক দেখা আর, বরের "কিসের" সরা,—
তার পরেতে স্বর্গ আর "কোণে" লাভ করা ;
দশাশ্বমেধ ঘাটে নাব্বার আগে নর নারী—

উপরেই দেখে যান—ময়লার ঝুড়ির সারি !
বিশ ত্রিশ টুকরির সেথা প্রাতে অধিষ্ঠান—
দর্শনান্তে স্নানলাভ করেন ভাগ্যবান ।
ময়লার গাড়ী এসে শেষ্—পথটা মেরে দাঁড়ান্,
স্নানান্তে সব ফের্বার সময়, ঝর্তি মাল্ মাড়ান্ ।
গাড়ীর মধ্যে ঢালে যখন—আবর্জ্জনার ঝুড়ি—
স-গন্ধ ছাইপাঁশটা ঢোকে নাকে মুখে, উড়ি ।
মালিক বা মুন্সিপাল একটা উপায় কোরে দিলে,
ধর্মক্ষেত্রে সইতে হয় না এ বীভৎস লীলে ।

মণিকর্ণি দশাশ্বমেধ অহল্যার ঘাট—
কেদার,—রয়েছে যেন জুড়ি এক মাঠ ।
সকাল সন্ধ্যা নরনারী হাজার হাজার—
স্নান পুজা জপ্ তপ্ সন্ধ্যা করে আর ।
কেউ বেড়ায়, কেউবা বসি—শোভা তার দেখে,
ফটো নিয়ে "মাসিকে" কেউ বর্ণনা তার লেখে ;
কেউবা জাহ্নবী বক্ষে করেন নৌ-বিহার,
ঊর্দ্ধে চন্দ্র তারা—নিম্নে প্রদীপের হার !
দশাশ্বমেধেতেই অধিক সাধু ভক্তের হাট,
বাবুদের তৃপ্তি দেয় অহল্যার ঘাট ;
দেরাজ্ টান্লেই হাতে পান চুল ফেরাবার বুরুস্,
নবাগত বাবু তেম্নি চান্, মহাপুরুষ !
যাকে তাকে জিজ্ঞাসেন—"কোথায় থাকেন তাঁরা ?
এক্ষুনি দেখাটা চাই"—যেন' বাজার সারা !
অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক—কারু কি গুণ আছে,
তাক্ লাগিয়ে দেবেন—বলি বন্ধুদের কাছে ।
'তাঁরা' যেন' ইট্পাটকেল্, যেথা সেথা পড়ি—
সর্ব্বক্ষণ পথে ঘাটে যান গড়াগড়ি !

অনুরাগী কিম্বা দেখি গ্রহগ্রস্ত যাঁরা—
সাধু ঘেঁসে দুটি বেলা বসেছেন তাঁরা ;
কোন রূপে ফাঁকতালে হয় অভীষ্ট পূরণ—
সেই আশে দুটি বেলা ঘাটে হাজির হন।
কেউ চায় এক নিমেষে দেখ্‌বে ভগবান্,
সস্তায় মেরে দেবে কিস্তি, এই তার জ্ঞান !
কেউ চায়, দেখিয়ে দ্যান্ স্বর্গে যাবার সিঁড়ি,—
তুড়ি মেরে চ'লে যায়, খেতে খেতে বিঁড়ি !
কারো চেষ্টা, সোনা কর্‌বার বকাল্‌গুলো শোনে,
ভক্ত হ'য়ে গুঁড়ি মেরে বসে এক কোণে ;
কেউ চায় পরেশ পাথর,—ফ্যাঁসাদে যায় কে ?
বোসে বোসে ঠ্যাকালেই সোনা পাবে সে।
কারো বা দিদিশাশুড়ি—করেন আনা গোনা,—
কিসে নাৎনির ছেলে হবে—ইহাই প্রার্থনা !
বয়স এগারো হল আজও গর্ভ নাই,—
আবার না বিয়ে কোরে বসে নাৎ-জামাই !
বিষয়ের লোভে—কেহ ফাঁকি দিতে কারে—
"হোত্তে" দিয়ে ব'সে থাকে সাধুদের দ্বারে।
স্বামী বশ্ হয় কিসে তারো আর্জি আছে,
রোগ মুক্ত হইবারে—কেহ ফিরে পাছে।
এইরূপই মতলবেতে অধিকাংশের ম্যালা,
স্থানে স্থানে সাধুকাছে লেগে থাকে র‍্যালা।
কেউ,—কাজ জোটে না ভবঘুরে—সাধুর কৃপা খোঁজে,—
হঠাৎ ধনী হবার আশে গাঁজার পয়সা গোঁজে।
রুক্ষ-কেশ গোঁফের রেখা মাত্র দেখা যায়,
বিরাগী উদাসী যেন'—গেরুয়া চাদর গায় ;
আজই যদি ঐশ্বর্য্যের পায় সে সন্ধান,
অথবা উপায় মেলে হোতে ধনবান,—
রবে,—কোথায় গৈরিক বাস্ কোথা দীর্ঘ কেশ,
শিশ্ দিয়ে বাবাজী যাবে পোরে রাজবেশ !

হতাশ-বৈরাগ্য আর অনটন দায়—
চোদ্দআনা অভাব-সাধু কাশীতে বেড়ায়।
কুড়েমির এমন কেল্লা বড় শক্ত ভোলা,
যেথা,—অন্নপূর্ণার রান্নাঘর চব্বিশ ঘণ্টা খোলা।
ভাল' যাঁরা ভালই আছেন, তাই আজও কাশী—
হ'য়ে আছেন মহাক্ষেত্র তীর্থ অবিনাশী।

ফেরারের সন্ধান

পালানো ছেলের যদি কর্‌তে হয় খোঁজ্—
গঙ্গাতীরে বৈকালেতে এলে তিনটি রোজ,
অথবা চায়ের আড্ডা, কিম্বা বাজার বেলা,
নিঃসন্দেহ বাবাজীকে যাবে ধোরে ফেলা।

অহল্যা-ঘাটের বত্রিশ সিংহাসন

বৈকালে অহল্যাঘাটে বেজায় মজ্‌লিস্—
সপ্তমেতে চ'ড়ে যেন লাড়িছে মহিষ।
কোন' প্রৌঢ় উচ্চ কণ্ঠে পড়েন "রাজলক্ষ্মী"
বৃদ্ধেরা শোনেন বসি—হ'য়ে গরুড় পক্ষী!
শ্রীশঙ্কর, রামানুজ কিম্বা শ্রীচৈতন্য—
সর্ব্বদাই শশঙ্কিত ইহাদের জন্য;
কার্লাইল্, এমারসন্, হক্‌স্লী, টলষ্টয়—
এ ঘাটেতেই সকলের মুণ্ডপাৎ হয়।
গল্প গুজব মকোদ্দমা—বিষয়ের কথা,—
নিন্দা আর সমালোচন, এই শুনি তথা।
নিষ্কর্ম্মারা বৈঠকে কার্ প'ড়ে এসে "ডেলি"

তারি বক্তৃতায় ঘাট গরম ক'রে ফেলি,—
ওয়েডার্‌বরণ কি ক'য়েছে—বাঁড়ুয্যে কি বলে,
এরোপ্লেন কতখানি—ক'মিনিটে চলে ;
নবশাখে কোমোর বেঁধে—পোর্‌চে গলায় দড়ি,
চিহ্ন তরে ব্রাহ্মণেরা বাঁধবে কাণে কড়ি ;
আজকাল 'সায়েন্সে'র্‌ চরম উন্নতি,
অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার হয়েছে সম্প্রতি,—
কাপাস্‌ তুলোর গোটাগাছ কলে ফেলে দিন্‌,
তিন সেকেণ্ডে বেরিয়ে আস্‌বে ঢাকাই মসলিন্‌ ।
দধি খেলে মানুষেরা অমর হবে সব,
চড়্‌ চড়্‌ বেড়ে যাবে গয়লার বিভব ;
গোবধ প্রথাটা তখন আপনি হবে ক্ষীণ,
আর কোন চিন্তা নাই, নিকট সে দিন ।
সিগার্‌, ট্যাব্‌, থ্রীকাসেল্‌ আদি সিগারেট্‌,
বড়ই বেড়ে গেছে তাদের প্যাকেটের রেট্‌ ।
ভারতেতে এক ভাষা শীঘ্র হ'য়ে যাবে,
গালাগালি বুঝতে কেহ—কষ্ট নাহি পাবে ।
খাঁটি ও বিশুদ্ধ বাংলায়—"বীণাপাণি বধ"—
মহাকাব্য লিখবেন নাকি বঙ্গ-পরিষৎ ।
এলা'বাদ্‌ "এক্‌জিবিসনে" গিছলো গহরজান,—
তাতে খুবই বেড়ে গেছে—বাংলা দেশের মান ।
ইত্যাদি ইত্যাদি যাহা পুঁজি যাঁর আছে,
চতুর্ম্মুখে বক্তারা কন্‌ শ্রোতাদের কাছে ।
ঘেটোকুমীর সম এঁদের নিত্য আবির্ভাব,
বিজ্ঞ সেজে' বোল্‌-চালেতে লোক জোটানই লাভ ।
বৈকালেতে আলো করেন বত্রিশ্‌-সিংহাসন,
মধ্যিখানে বসেন—যিনি বেদব্যাস হন ।
অহল্যা ঘাটের এই আজব্‌-তর্কবেদী—
কনাদ্‌ কপিলের দেয়—নাক্‌ কান ছেদি' !
অপড়া পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্র নাড়া চাড়া,

যেন,—বেনের হাতে বেদান্ত আর ধোপার হাতে খাঁড়া।
উঁকিমেরে যায় কেউ, কেউ শুনে হাসে,
ব্যস্ত হ'য়ে যোগ দিতে, কেউ ভালবাসে।
কেউবা সহিতে নারি—তর্ক দেন জুড়ে,
উচ্চ কণ্ঠে বক্তা দেন—ইংরেজিতে তুড়ে।
এরাই দেখি অনাহূত কাশীর "রিফর্মার",
জ্যেষ্ঠ বা সাধু পণ্ডিতের নাহিক নিস্তার।
যতই কেন ন্যায্য আর সত্য কথা হয়,—
অবান্তর আলোচনার কাশীর ঘাট নয়।
জীবনটা কাটিয়েছে যারা—আফিসের কাজ ঘেঁটে,—
ঘাটে বোসে আজো তার—মরে জাব'র কেটে!
কেউ বলে—"পঁচিশখানা রিটার্ণ্ এক দিনে—
করুক্ দিকি পেশ্ কে পারে—এই শর্ম্মা বিনে?
মুখ্‌দেখে আর দেড়্‌শো টাকা— দিত' নাক' সরকার,
সে কাজেতে তিনজন লোক—হয়েছে এখন দরকার।"
কেউ বলে—"এক দিনেতে সাঁইত্রিশ হাজার কামাই,
সাহেবের ডানহাত ছিলুম্,—কণ্ট্রাক্টর জামাই!
যা ক'রেছি তাই হ'য়েচে,—পোল্‌কে পোল্ গাপ,—
পাস্ করিয়ে নিলুম বিল্—দেখিয়ে শুধু মাপ্!"
যার যেমন সংস্কার—তার তেম্‌নি ঢেঁকুর;—
কাশীর ঘাটে বোসেও তাই—বোকে যায় বে-সুর।
নিরীহ ব্রাহ্মণে করে সন্ধ্যাদি বন্দন,
তাঁদের কিন্তু হ'তে হয় বড় জ্বালাতন।
হিঁদুর ছেলে, বাজে কথায় তর্ক করে কসি,
ভক্ত মুসলমানেও ঘাটে—মালা জপে বসি!
ফুলবাগানের মালিরাও সব, রুচি বুঝে নেছে,—
ফুলের তোড়া, "বটন্ ফ্লাওয়ার" ঘাটে এসে বেচে।
কুল্‌পির বরফ, চপ্ চেনাচুর—হেঁকে যায় ঘাটে,
বুঝে নিতে হবে তায়,—তাদেরও মাল্ কাটে।

খেড়ে-রোগ

চিরকালটা বিলাসিতা ছিলেন যাঁরা ভুলে,—
মোর্‌তে কাশী এসে—এখন কলপ্‌ লাগান্‌ চুলে।
না খেয়ে না পোরে যাঁরা—জমিয়ে ছিলেন টাকা,—
দেশ্‌ ছেড়ে এখানে এসে গজায় তাঁদের পাখা।
দেখে শুনে, ডেণ্টিষ্ট্‌ হাজির্‌—হ'চ্ছে দাঁত বাঁধা,
হাড় চিবিয়ে মাংস খাবার—নাইক' আর বাধা।
হেয়ার-কাটার কাটছে চুল ইলেক্‌টিক্‌ লাইটে,
শেভিং, স্যাম্পুইং চলে, অনেকেরি "নাইটে"।
কেউবা কোন' উপায়ে—পরের ধনের মালিক—
হঠাৎ দেখে নষ্ট চন্দ্র, দুষ্ট হরিতালিক্‌।
দেশে ছিল সমাজ ভয়ে অসম্ভব যেটা,—
এখানেতে অনায়াস-সাধ্য হয় সেটা।
কেবা খোঁজ রাখে হেথা—কাহার হিঁয়ালী,
দেশে হ'লে বালকেরা দিত করতালি।
দেশের দৈন্য ভাবেনা কেউ একটি দিনের তরে,
ঘরের কড়ি এনে হেথা—লুটান্‌ অকাতরে।
মুখ্‌খু হ'লে দুখ্‌খু তায় ছিলনাক' কিছু,
অনেকেই তাঁদের মধ্যে শিক্ষায় নন্‌ নীচু।
কারো আছে বাঁধা আয়, দেশ লাগেনা ভাল'
ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে হেথা, কাশী ক'র্‌ছেন আলো।
হংস মধ্যে বক' যথা, থাক্‌তে হয় সেথা,
বিদেশেতে অনায়াসে—হওয়া যায় নেতা।
কেউ বা বলেন বিদ্যাসাগর—ছিলেন আমার অমুক,
কেহ বলেন মিথিলাতে—ভেঙ্গেছিলাম ধনুক,
ভাঙুন কিম্বা ডিঙুন—তাতে নাইকো কারো ক্ষতি,
অভাগা দেশের কেন বাড়ান্‌ দুর্গতি?
টাকা গুলোর সদ্ব্যবহার করেন যদি দেশে—
আত্মীয়েরা ফেরে না আর—চোখের জলে ভেসে।

পেন্‌সনার ও বিপত্নীকের পিঁজরাপোল্

পেন্‌সনার আর বিপত্নীকের পিঁজরাপোলের মত—
কাশীধামের অনেক অংশই—হ'চ্চে পরিণত।
বিপত্নীক কাশী এলে—থাকেন শুনি বেশ,—
অনেকেরই ভুগতে হয় না—অনেক রকম ক্লেশ।
বেশ্যারাও এখন দেখি—বয়স গেলে পর—
দেশ ছেড়ে এখানে এসে, ক'র্‌চে ভরন্তর।
অভাগা বাঙ্গালীর টাকা—আস্‌ছে হেথা ভেসে,
ন-দেবায় ন-ধর্ম্মায়—ডুব্‌তেছে বিদেশে!
বিরাগ ভরে বিলাস ছেড়ে—আসেন কাশীধাম;—
এমন ভক্তেরে করি সহস্র প্রণাম।

সংক্রামক বাই

সম্প্রতি এই দেখ্‌তে পাই—সংক্রামক হ'য়ে—
বাড়ী করা বাইটা ক্রমে, বোস্‌চে আসন ল'য়ে—
বাঙালীর মাথার মধ্যে,—প্রবল বেগ ধরি,—
বাপ পিতামোর ভিটেটার অন্তর্জ্জলি করি।
বাইরে কিন্তু সবাই ভক্ত,—গোলে যান শুনি—
গ্রামোফোনে ডি, এল, রায়ের—"আমার জন্মভূমি"।
যে আসে এখানে, তারই চেগে ওঠে বাই,—
যত টাকা লাগুক্‌না—বাড়ী করা চাই।
গন্ধ না পেতেই জোটে দালালের দল,
বাবু ঘোরেন সঙ্গে তার—ছেড়ে অন্ন জল।
যেখানে বেড়াতে যাই—যেদিকেই ভ্রমি,—
পাড়ার লোকে ডেকে সুধায়—"বাড়ী চাই, না জমি?"
বাঙালী পেলে যে তারা—আর কারেও না চায়,
বেশ বোঝে—চতুর্গুণ হইবে আদায়।

জানে তারা—এরা শুধু বাড়ীর খোঁজেই আসে,—
গলা বাড়িয়ে আমাদেরই ফাঁশ্ কলেতে ফাঁশে।

"কাশীর পথ্ না "ক্লাইভ ষ্ট্রীটে"—এসে প'ড়লুম ভুলে' ?
থোম্‌কে লোক চোম্‌কে ভাবে,—সটান্ মাথা তুলে।
সৌধ চুড়া দেখ্‌তে বুড়ার—ভাংতে পারে খাড়্,
বৃদ্ধাদের মেরুদণ্ডে—পোড়্‌বে বিষম্ চাড়্।
অনভ্যস্ত গেঁও লোক্—তীর্থ ক'রতে এসে—
এক্কা চাপা, না হয় যাবে—ষাঁড়ের শিংয়ে ফেঁশে।
বছরে এক আধ্ বার কেহ—আস্‌বেন হাওয়া খেতে,
পোশাকি-আসবাব্ একটা—রাখ্‌ছেন তাই গেঁথে !
বড় বড় বোনেদ্ গেঁথে—তুল্‌তেছে সব বাড়ী,—
উঠ্‌ছে তারা বিশ্বনাথের স্বর্ণচূড়া ছাড়ি।
ইঞ্জিনিয়ার কন্‌ট্রাক্‌টার—জুট্‌চেন্ সব এসে,
বাবু কেবল "অর্ডার" দিয়ে—চ'লে যাচ্চেন দেশে।
মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাবেন—প্রকাণ্ড সব বাটী,—
জায়গা জুড়ে পোড়ে আছে—দখল্ ক'রে মাটি !
কর্ত্তাদের আর খবর নেই,—কখন' কেউ আসে,—
দরোয়ানটা বোসে বোসে—মাইনেটা নেয় মাসে।
আয়েস্‌টা তার ভোগ করে সেই—ভাগ্যবান দ্বারী,
এমন চাক্‌রী জোটেনি তার—মথুরাটা ছাড়ি।
কাপ্তেন্ পেলে ভাড়াও দেয়,—মওকা যেমন দ্যাখে,—
বাবুদের তার খোঁজ নেই,—গোঁজে সেটা ট্যাঁকে !
এত টাকার কবর্ গেঁথে—কোর্‌চেন কাশী পাকা,
নিজেদের জন্মভূমি—হ'য়ে পোড়্‌চে ফাঁকা।
কলকেতাতেও রাখেন একটা সখের আস্থানা,
পল্লীবাসে কে যোগাবে "পেলেটির" খানা !
"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং"—কেবল মুখের কথা,
"বেশ্ লিখেচে" বলার বেশী—নাইক' মাথা ব্যথা !

গ্রহণেচ কাশী

চিরদিনই শোনা ছিল—"গ্রহণেচ কাশী"
স্বচক্ষে তার প্রভাব আজ দেখলাম হেথা আসি।
বিস্ময়-স্তম্ভিত হয়ে সেই দৃশ্য দেখে,—
আপনি উচ্ছ্বসি উঠে—স্তব্ধ প্রাণ থেকে—
—"একি কাণ্ড ওহে নাথ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
গ্রহণে করিতে স্নান আসিয়াছ নামি!
কত রূপে কত ভাবে, কত ক্লেশ সয়ে,—
একি মেলা একি খেলা, এত রূপ হয়ে!
দুখী ধনী, রোগী ভোগী, অন্ধ খঞ্জ রূপ্,
এ লীলা কিসের লাগি ওহে বিশ্বভূপ?
কারো দেহে সাধু, কাহে লম্পট তস্কর,
কারো মাঝে নরহন্তা নিষ্ঠুর শবর!
কেবা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ, কেবা রাহু তার,
কে পুণ্য সলিলা গঙ্গে, এ স্নানই বা কার?
দাতা হয়ে কর দান, ভিক্ষু হয়ে লও,
ক্রেতা হয়ে কেনো সব, মুটে হয়ে বও!
জন্মাও আবার মর, মাতা হয়ে কাঁদো,
পত্নী হয়ে কত ক'রে এ সংসার বাঁধো।
পুত্র হয়ে মাতৃকোলে কর স্তন পান,
মাতা হয়ে পুত্র লয়ে কর স্তন দান!
পতি পত্নী সবই তুমি, তব এ সংসার,—
বিধবা হইয়া নিজে দেখগো আঁধার!
একি লীলা কি প্রপঞ্চ হৃদয়ের ভূপ্
এই কি তোমার সেই মহা "বিশ্বরূপ?"
সবেতেই আজ তোমা ওহে বিশ্বনাথ,
হৃদয় আমার করে শত প্রণিপাত।

কাশীর-কিঞ্চিৎ

২য় দফা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পুণ্য অনুষ্ঠান—
অসহায় রোগীদের করে শান্তিদান।
ধন্য সে মহাপুরুষ, ধন্য সেবক যত—
নিঃস্বার্থ ভাবেতে যাঁরা নর-সেবা-রত।
বিরাগী সেবক—আত্মসুখে "তুচ্ছ" বোলে—
রোগী আর দুস্থে তুলে নিয়েছেন কোলে।
ভিক্ষা করি অন্যে সুখ দিতে চান যাঁরা,
অনাথের মাতৃসম হ'তেছেন তাঁরা।
দেশ কিন্তু মুক্তহস্ত আজও তাহে নন্,
যক্ষ সম কপর্দ্দকও আঁকুড়িয়া রন্।
ইচ্ছামত' সেবা, তায়—সম্ভব নয় কভু;
এ কাজেও নিন্দা থেকে—রেহাই নাই তবু!
প্রয়োজন মত' "ওয়ার্ড"—বাড়্‌চে ধীরে ধীরে;
সমর্থেরা যথাসাধ্য—চান্ যদি ফিরে,
তবেই সার্থক হয়—এ সব প্রতিষ্ঠান,
সাধারণের সাহায্যই—এ-সবার প্রাণ।
তীর্থে এসে, যৎকিঞ্চিৎ—এতেও দিয়ে গেলে,—
সেবিতের আশীর্ব্বাদ—নিশ্চয়ই তায় মেলে;

কেদারেশ্বর, চারুচন্দ্রের প্রাণান্ত চেষ্টায়,
দুস্থদের আত্মজ্ঞানে একান্ত সেবায়,
ধীরে ধীরে ঠাকুরের এই প্রতিষ্ঠান

তীর্থে আজি পরিণত—কীর্ত্তি সুমহান।
চন্দ্র মহারাজ এর ছিলেন ভার নিয়ে,—
যাতে পঙ্গু কর্ম্মবীর গেছেন প্রাণ দিয়ে।
মহারাজের শেষ কাজ ঠাকুর মন্দির
সঙ্কল্প সম্পূর্ণ করি রাখেন শরীর।
অদ্বৈত আশ্রম আর সেবাশ্রম দুই
সবার নমস্য আজ করেছে এ ভুঁই।

সারনাথ

সদা আগমন হেথা, রাজ-রাজড়ার,—
সম্পাদক সাহিত্যিক নাট্যাচার্য্য আর।
শিক্ষিতের হুড়াহুড়ি করিতে সাক্ষাৎ—
অশোকের মহাকীর্ত্তি—তীর্থ সারনাথ।
সে অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ—অতীতের স্মৃতি—
হৃদয়ে জাগায় আজ শত শোক গীতি।
সরকারের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করি—
পঙ্গু সম উঠিতেছে,—শ্বেত-হস্ত ধরি।
ভূগর্ভ সমাধি ত্যজি—ভাবে, কোথা এনু,—
হায়—কেন হই নাই ধূলি সাথে রেণু।—
কুতূহলী দর্শকের ক্রীড়নক হ'য়ে—
তাহাদের মিথ্যাময়ী অনুমান সোয়ে—
মূর্খেরও বহিতে হবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ,
হা অমিত। ভাগ্যে কি গো এই ছিলো শেষ?
কে বুঝিবে সে যুগের—সে মহাপ্রাণতা,—
সে কি হ'তে পারে কভু—ইতিবৃত্ত কথা?
বিদেশী "টুরিষ্ট্" কিম্বা—শাঁসালো কেউ এলে,-
দেখাবার বোঝাবার—'গাইড্' তাঁদের মেলে।
প্রায়ই তারা মুসলমান—কায়দাটা দুরন্ত,

সার্টিফিকেটের তারা—তাড়াও রাখে মস্ত !
প্রশ্নের উত্তরে তারা—সাক্ষাৎ 'জ্যাড্‌কীল্',
অধিকাংশই অন্ধকারে—ছুঁড়ে থাকে ঢিল্ !
ঐতিহ্যের পুরো ঐরি,—কুড়িয়ে পাওয়া এলেম্,
ইতিহাস শিউরে ভাবে—একেবারেই গেলেম্ !
ঘরে ফিরে, বই লেখেন কেউ—সেই সব 'নোট্' লয়ে,
ভারতের অভিজ্ঞতায়—'অ্যারিষ্টটল্' হ'য়ে !
অভিজ্ঞ শিক্ষিতে যদি—করেন এই কাজ,
দেশ-বিদেশে ভারতের লাঘব হয় লাজ !
মাত্র কিছু কিছু তার হ'য়েছে উদ্ধার,—
ভূগর্ভে বিলুপ্ত আজও—তেহাই তাহার ।
লব্ধ শিল্পাদি কিছু প্রদর্শনী ঘরে—
রক্ষিত হয়েছে যত্নে—দর্শকের তরে ।

জাপাণির গুরুগৃহ—তাদের দৃষ্টি পড়ে
দেখিবার মত কীর্ত্তি উঠিতেছে গড়ে ।
এঁরাই যদি করেন কিছু তবেই আশা হয়
"অতীত" ভূগর্ভ ত্যাজি হবেন উদয় ।
আমরা দেখে "বাহবা দেবো" যেটা মোদের পুঁজি,
অপরেতে কোরে দেবে সেইটাই বেশ বুঝি ।
বহুদিন পরাধীন থাকলেই এটা হয়,
সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দোষের কিছু নয় ।
কতই এমন পোড়ে আছে ভারতবর্ষ জুড়ে
সমাধি-উদ্ধার তার কে করবে খুঁড়ে ।
কার এতো মাথা ব্যথা, অর্থ-ই বা কোথা,
বেশ আছেন সমাধিস্থ—থাকুন তাঁরা পোতা ।

———

মানমন্দির

মানমন্দির—নাম মাত্রে হ'য়ে পরিণত—
সাক্ষ্য দিচ্চে—কি ছিল আর, কি হয়েছে গত ।
মান হারিয়ে "মান-মন্দির" নামটি নিয়ে স্থিতি,
খেতাবী রাজার মত পোশাক পরেই প্রীতি !
রাজাদের কীর্ত্তি এসব ছিলেন যাঁরা মহৎ
"ট্রিটির" দোহাই দিয়ে এখন কাটে তাঁদের বখৎ ।
হঠাৎ দেখলে মনে হয়—গুদোম্ আর বাসা,—
অমার্জ্জিত অবজ্ঞাত—আবর্জ্জনা ঠাসা ।
কয়েকটি বিদ্যার্থী হেথা—থাক্‌তে পান স্থান,
লাভের মধ্যে এইটুকুই—দেখি বর্ত্তমান ।
থাকেন যদি অভিজ্ঞ কেউ—জ্যোতির্ব্বিদ হেথা,
বোঝেন্ বোঝান্ হ'য়ে এই—রেখাঙ্কের নেতা,
ঊর্দ্ধমুখে পাষাণহৃদে—পোড়ে অর্থহীন্—
নীরবে অবজ্ঞা বহি—কাটেনা এর দিন ।
এত বড় কীর্ত্তিটার—এই অসম্মান্—
আমাদের অভাগ্যের—দৃষ্টান্ত মহান্ ।
কোনো যুগে যদি কভু ভক্ত এর জোটে,—
আবার সে সগৌরবে খাড়া হ'য়ে ওঠে ।
মাত্র এখন পোড়ে আছে—অতীত গৌরব,
কখনো কেউ দ্রষ্টা জোটে—বোঝে-না সৌরভ ।
কর্জ্জনের কেরামতি, নেক্-নজরে আর—
হ'য়েছে সে পূর্ব্ব কীর্ত্তির কিছু পঙ্কোদ্ধার ।

হিন্দু ইউনিভার্সিটি

দেব-দেবী দর্শনান্তে—পুণ্য ক্ষেত্রের পরিচয়—
পারেন, যদি দেখে আসেন "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়"।

জাহ্নবীর তটভূমে এই প্রতিষ্ঠান,
বীণাপাণির রাজ্য যেন হয়ে মূর্ত্তিমান
বিদ্যা বিতরণে সদা আনন্দ চঞ্চল,
অসংখ্য বিদ্যার্থী যথা লভে ইষ্টফল।
বিরাট সব সৌধমালা—দৃশ্য কি সুন্দর!
জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলি সদাই তৎপর
মানব গঠনে সুধী সাধনায় রত
বিবিধ বিভাগে বিদ্যা দানেন সতত।
সাত মাইল স্থান জুড়ি সপ্ত স্বর্গ সম
বাণীর সদনগুলি মনে হয় মম।
ভবিষ্য আশার বীজ হতেছে বপন,
ভারতের চিরারাধ্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধন।
এ বিরাট মহাকীর্ত্তি একের চেষ্টায়
হতে যে পারে কখনো দুস্থ দেশটায়,—
স্বপ্ন সম ছিল যাহা, সত্যে পরিণত
করেছেন "মালবীজি"। এবে দিন গত,
সাধনে বিরাম নাই, কি অধ্যবসায়,
ব্রাহ্মণের চির বৃত্তি কেবলি ভিক্ষায়!
এ আদর্শ স্বর্ণাক্ষরে সুউজ্জ্বল রবে
বিজয় পতাকা সম অসীম গৌরবে।

ভারত-মাতার মন্দির

উঠেছে "মাতৃ-মন্দির", দেখে যেও গুণী,
সে এক অপূর্ব্ব বস্তু,—দেখি নাই শুনি।
একটি মাত্র ভক্তের দীর্ঘ সাধনায়
বিজ্ঞান-সম্মত অভিনব প্রতিমায়
"ভারত মাতার" রূপ করি প্রতিষ্ঠিত

সাধনা সফল এবে ভকতের চিত।
সহস্র শিক্ষিতে দেখি গুণ গায় তার
এমন কীর্ত্তির পদে করি নমস্কার।

ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল

এটি একটি এমন ধারা বৃহত্তর কাণ্ড—
ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যেই—উব্‌চে গেছে ভাণ্ড।
"ভারত-ধর্ম্মে" বাঁচিয়ে রাখ্‌তে আছে এঁদের মন্‌টা,
শুন্‌তে পাই লোক নাই, গলায় বাঁধে ঘণ্টা।
সামর্থে আর সঙ্কল্পেতে খাচ্চেনাক' খাপ্‌,
কাজেই সেগুলো বিষম হয়েছে বুক্‌চাপ্‌।
অতিকায় অজগর্‌, কষ্টে নড়ন্‌ চড়ন্‌,—
আপনার ভারেতেই আপনি জখম্‌।
যে সন্ন্যাসী, এ বিপুল দেহমধ্যে, প্রাণ,
ইচ্ছা, যত্ন, চেষ্টা তাঁর অবশ্য মহান্‌,
ত্যাগ শ্রম উদ্যমের নাহি তাঁর সীমা—
উজ্জীবিত করিবারে—হিন্দুর গরিমা।
কিন্তু এত বড় কাজ—একের সাধ্য নয়,—
আরো এতে চাই বহু—যোগ্য মহোদয়,—
কর্ম্মী ধর্ম্মী শাস্ত্রদর্শী মহা মহা রথী—
প্রত্যেক শাখার ভার নিলে,—এর গতি—
নিশ্চয় উদ্দেশ্য-পথে—চলে অবহেলে—
বর্ত্তমান বাধা বিঘ্ন অন্তরায় ঠেলে।
তবু বহু শুভকার্য্য হ'চ্চে এঁদের দ্বারা,
সঙ্কল্প প্রকাণ্ড ব'লে—অল্প ঠ্যাকে তারা।

শালগ্রামের কাশীবাস

ইংরিজি আর চাকরির চোটে, মোদের,
পৈত্রিক শালগ্রাম্—
পূজার নামে, ক্রমে যখন—ছোটালো কালঘাম্,—
সঁপি তাঁদের গঙ্গাগর্ভে—কিংবা দেবালয়ে,—
হাঁপ্টা ছেড়ে বাঁচলুম যেন—ঝাড়া হাত-পা হ'য়ে ;
গরুর মত পোষানি দে'—পুরুত বাড়ী কেহ,—
ভদ্র-চালে পাপ তাড়িয়ে—শুদ্ধ ক'র্লেন দেহ ।
হেন 'বয়কটে'র যুগে—ব্রাহ্মণ এক্ দেখি,
"শালগ্রামশিলা" গলায় বেঁধে উপস্থিত, একি !
পিতা মাতায় কাশীবাস করান্ ভাগ্যবান,
কেহবা পত্নীর রোষে, পেতে পরিত্রাণ ।
কিন্তু এই ব্রাহ্মণের—জবর দেখি নিষ্ঠা,
বিশ্বনাথের পথে তিনি করিলা প্রতিষ্ঠা,—
"লক্ষ্মীনারায়ণশিলা"—বাংলা থেকে এনে ;
ভক্তদের এ কথাটা—রাখা ভাল জেনে ।
এ খবরটা কাশীখণ্ডের—খ'তেনেতে নাই,
"নিউ এড্মিসন্" নোট্ করলুম্—প্রণাম ক'রে তাই

মহাজন

তুলসীদাস প্রভৃতি

কাশীতেই কতই কীর্ত্তি কে করিবে সীমা,
কেহ সংগোপনে কেহ প্রকাশে মহিমা ।
চির পূজ্য তুলসীদাস যাঁর 'রামায়ণ',
অতুল গৌরব যার বিদিত ভুবন,
চাষী, মুটে হতে যাহা বাল বৃদ্ধ নারী
হিন্দুদের কণ্ঠে রাজে পশ্চিমে সবারি,

কাশীর জাহ্নবী কূলে যে ঘাটেতে বসি
গোঁসায়ের প্রাণধারা প্রকাশে উচ্ছ্বসি,
সে কুটীর হয়ে আছে চির স্মরণীয়
স্মৃতি তাঁর আছে সেথা, ভক্তেরা দেখিয়ো।
আজ কাল অনেকেরি—জন্মমৃত্যুর অনুষ্ঠান
বর্ষে বর্ষে দেখতে পাই,—বড় দুঃখ সইত প্রাণ
না পেয়ে এ মহাজনের কোনো সাড়া শব্দ,
এত দিনে আসছে কানে হয়েছে আরব্ধ
উৎসবের আয়োজন। "মেলা" বসাও চাই
এ দেশের প্রথা সেটা,—বোঝেও সবাই।
কবীরের 'চৌ'রা আছে, 'ভাস্কর' * মন্দির,
ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মাত্র আছে গঙ্গাতীর!
এঁরা হন সকলেই স্বনামেতে ধন্য,
এঁদের তরে কিছুরই দরকার নাই অন্য।
তবু এটা বলতে হয়—যুগ যে সেটা চায়,
মার্কামারা 'মেমোরিয়েল্'—মান্ নাকি বাড়ায়।
বলি কেবল—ভক্তদেরও কর্ত্তব্য ত' থাকে,
নব্য প্রথা রক্ষা হবে—সম্মান দিলে তাঁকে।

রয়ে গেল যাঁদের কথা তাঁদের ক্ষমা চাই,
সবার কথা এ অধমের বিশেষ জানা নাই।

ধর্ম্মশালা

ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠাটি মাড়োয়ারিদের প্রধান ধর্ম্ম,
তীর্থ ক্ষেত্রে বিশেষ করি এইটি তাঁদের মহৎ কর্ম্ম।
তা ছাড়াও বহু স্থানে এটি তাঁরা করে থাকেন,

* ভাস্করানন্দ স্বামীর মন্দির।

বড় বড় ধনী তাঁদের—এ কাজে না কুণ্ঠা রাখেন।
বিদেশে বিভূঁয়ে যাত্রীর কি অভাব যে মেটে তায়
সেই জানে ভালো মতে যে কভু ঠেকেছে দায়।
তীর্থস্থানে বাঙালির বহু কীর্ত্তি দেখতে পাই
ধর্ম্মশালার নাম শুনিনি দেখেছি "চটি, সরাই"।
বড় বড় জমিদারের ছিল দেশে সদাব্রত,
থাকে যদি নামে আছে সে কীর্ত্তিও ক্রমে গত।
তাঁরাই ছিলেন দেশের রাজা—দেশের শোভা দেশের প্রাণ,
কলকেতার হাওয়া লেগে ত্রাহি ত্রাহি এখন জান্।
তবুও কি নেশা কাটে—চৌরঙ্গি চেপেছে মাথায়,
ঠাট্ বজায় অনেকের চলে—খৎ লিখে আর কর্জ্জ খাতায়।
কি ছিল আর কি হোলো দেশ পল্লীলক্ষ্মী ছেড়ে এসে,
কারে দুঃখ জানায় প্রজা,—মা-বাপ্ আর নাইকো দেশে!
তাইতো আজ রব উঠেছে—"বিদায় করো জমিদার,
মাঝখানেতে তাদের রেখে হতেছে কোন্ উপকার?"
হেন কালে উদয় হয়ে বঙ্গবাসী মহাপ্রাণ
বাঙালির কষ্ট দেখে যাত্রীদের দিতে স্থান,
অসহায় বাঙালিদের মেটে যাতে বিপন্নতা
স্বোপার্জ্জিত ধনের তাঁরা করি সার্থকতা
কাশীতে প্রতিষ্ঠা করি দেছেন ধর্ম্মশালা,
তাতে এখন অনেকের ঘুচেছে সে জ্বালা।
স্বনামধন্য মহেশ ভট্ট, পাঁড়ে মনমোহন
এসব কীর্ত্তির কর্ত্তা তাঁরা—সবার আশীষ ভাজন।

শুনিতেছি—ধর্ম্মপ্রাণ—আর এক বাঙালী
'এড্ভোকেট্' ছিলেন তিনি,—বৈরাগ্য কাঙালী।—
সাধুসঙ্গ করেন, বেড়ান্ তীর্থে তীর্থে ঘুরি,
উপনীত হ'য়ে শেষে—শ্রীদ্বারকাপুরী—
দেখি সেথা যাত্রীদের থাকার কষ্ট অতি,—
যথা সম্ভব যতটা হয়—ঘুচাতে দুর্গতি,

প্রশস্ত এক ধর্ম্মশালা করে' দেছেন তিনি ;
নমস্কার সে মহাপ্রাণে—দাতা এর যিনি ।

অন্নকুট

"অন্নকুট" মস্ত কথা—অন্নপূর্ণার ঐশ্বর্য্য,
জীব-জগতের প্রাণ বীজ, যার তরে সব অধৈর্য্য ।
উদরের যা প্রধান দাবী—জগৎ যাতে সচল,
থেমে যেতো সকল কাজ—জড়ের মত অচল
স্থাণু হয়ে থাকতো সবাই । ক্ষুধাই তাকে নড়ায়,
পেটের তরেই ঘোরে সব,—কর্ম্মসূত্রে জড়ায় ।
মায়ের অন্নকুটে তাই—এতো লোক আসে,
দর্শনে, গ্রহণে শুনি—অন্নকষ্ট নাশে ।
জীবন বীমা যেমন কতক শান্তির উপায়,
মায়ের স্থানে "অন্ন বীমা" সবাই কোরে যায় ।
বিশ্বাসীর কাছে তার ফল্ থাকে বাঁধা,—
মনে শান্তি নিয়ে ফেরে,—দ্বিধা ক্ষেত্রেই ধাঁধা ।
সহস্র নয় লক্ষ লোকের অঙ্গাঙ্গী জনতা
ভিড়ের মাঝে পেষাপিষি, কুলবধূ তথা
অশীতিপর বৃদ্ধা আছেন—তরুণী ষোড়শী,
কাঁধে কাঁকে শিশু লয়ে চলেছে রূপসী ।
ঢুকে যে পড়েছে সেই স্রোতে একবার,—
অঘটনে—ফেরবার পথ থাকেনাকো তার ।
সঙ্গে কর্ত্তা পাইক লস্কর—থাকেন যে যেথায়
সহায় হবার পথ নাই—সুধুই হায় হায় !
সর্দ্দিগর্ম্মি, মূর্চ্ছা কারো, কারো যায় গয়না,
কাপড়খানা খসে গেলেও—কোনো উপায় হয়না ।
তবু লক্ষ লোক আসে, অন্ন-দেবী টানে,
বিশ্বাসী হিন্দুর প্রাণ—বাধা নাহি মানে ।

ছত্র

অনেক্ ছত্রই, ছত্র ধরেন আত্মীয় স্বজনে,—
বাজার গুজব এইরূপ,—অনেকেই ভণে ;
ভালবাসার-লোক আর বেকারের পেটে—
লোকে বলে—ছত্রের সার হয়েচে এক-চেটে।
দেশ হ'তে আসে যখন—চেনা পঙ্গপাল,
মধুপুরীর লোক আর আছে যার মাল্—
তখন ছত্রের অন্ন পায়না বাজে লোকে,
থাল্ থাল্ ক্রমে গিয়ে তাদের বাসায় ঢোকে।
পরিচিত কেহ আছেন—পান্ পেনসন্,
ছত্রে কিন্তু বাঁধা তার নিত্য নিমন্ত্রণ।
যাদের তরে ছত্র, তাদের অল্পই সাক্ষাৎ,
বেগতিক দেখে তারা—ফিরেচে পশ্চাৎ।
মহতের প্রতিষ্ঠিত পুণ্য-কীর্ত্তিধাম্—
ভূতে পেয়ে, এখন শুনি এই পরিণাম।
সম্পূর্ণ এ অপবাদ সত্য নাহি হবে,
হয় না বিশ্বাস তাই এই জনরবে।
বোধ হয়, থাক্‌তে পারে সেথা এমন চাকর দাসী—
চোকে ধুলো দেয়,—এলে বোনপো কিম্বা মাসী।
রাঁধে যারা, তাদেরও ত' আছে পাটরাণী,
সম্ভব তাদের বাড়ী—হয় কিছু আমদানী ;
বেচ্‌তেও পারে গোপনে,—আছে বাঁধা ঘর,
হাসেন মন্দিরে বসি একা বিশ্বেশ্বর।
জালছেঁড়া আর পোলাভাঙ্গা, বকেয়া ঘুঘু যারা,—
নাম-লেখান ভোক্তার মধ্যে প্রায়ই থাকে তারা।
পয়সা ভিক্ষে করে আর ছত্রে তারা খায়,
আবগারী আর আয়েব নিয়ে সময়টা কাটায়।
অনেকগুলি ছত্র হেথা পূর্ব্ববঙ্গবাসীর,
বারেন্দ্র-বংশের তাহা—মহাকীর্ত্তি কাশীর।

পূবের লোকের প্রাধান্য তাই—স্বাভাবিক সেথা,
খেতে এসেও কর্ত্তা সেজে—অনেকেই হন নেতা।
অকারণ বিদ্বেষ আর—কোরে ঘোঁট্ গোল,
ক্ষুধার্ত্ত "রাঢ়ীদের" শুনি—দেন্ নাক' আমোল্।
বোঝেন্ না পেটের জ্বালায়—তাঁরাও সেথা হাজির,
সবারি সেই একই রোগ,—অন্নকষ্টই নজির।
এই হীন্ বাহাদুরী,—মিথ্যা খয়েরখাই,—
বুঝেও কি বোঝেন্না—ম্যানেজার মশাই ?
যেথায় বাঙ্গালী, সেথা—থাক্‌বে কি এই গুণ ?
দেশের যে ফুরিয়ে এলো—বেবাক্ কালি চুণ।
সকল্ কাজেই মহত্ত্বের—আছে অবকাশ,
ক্ষুধার্ত্তকে বঞ্চি' কেন—বীরত্ব প্রকাশ ?
এখন কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখ্‌চি বছর বছর,
ধীরে ধীরে কর্ত্তাদের পোড়্‌চে কিছু নজর।
গরীব বিদ্যার্থী আর অসমর্থ যাঁরা,—
চেষ্টা হ'চ্ছে, সর্ব্বাগ্রে যায় খেতে পান তাঁরা।

শ্রীষাঁড় মহাশয়

হৃষ্ট পুষ্ট ক্ষুদ্র হাতী,—ফির্‌তেছে ষাঁড়গুলো,
যার পেলে খেলে, আর যেথা পেলে শুলো।
জমীদারের ছেলে যেন', চিন্তা নাইক' কিছু,
বে-পরোয়া চলে যায়, চায়না আগু পিছু ;
অলি গলি রাস্তা ঘাটে—ভাগীরথী তীরে—
কেউ দাঁড়ায়ে কেউবা শুয়ে,—কেউবা বেড়ায় ফিরে।
আদরে আহারে বেশ নাদুশ্ নুদুশ্,
কে আসে কে যায়, তার নাহি কিছু হুঁস্।
কথা বার্ত্তায় "কেয়ার" নেই—চড়ে বা চাপড়ে,—
বাদশাহী চালে থাকে—কিছুতে না নড়ে।

দক্ষ ডিপ্লোম্যাট্ সম, ঘুতুঁতে চাহে না,
মতলব হাসিল্ তরে মাথাটি নাড়ে না ;
চোরেরাই পুঁট্লি সরায়,—পাওনাদারে টানে,
পূর্ব্বাপর এই রীতি—সকলে বাখানে।
এঁরা, কিন্তু বেমালুম—কামড়্ মেরে তাতে—
টেনে ছিঁড়ে খান, আর—ছড়ান্ রাস্তাতে।
গরীবের কাপড় আর—কষ্টের চাল ডাল,
সপ্রতিভ ষণ্ডরাজ—করেন পয়মাল!
ছোটোখাটো পুঁট্লিগুলো—একেবারেই গেলে,
অগস্ত্যগমন তার,—পাত্তা নাহি মেলে।
গোল্দারী আড়তের পাশে—যাঁদের সদা স্থিতি,
এ কাজেতে তাঁরাই হন—দস্তুরমত কৃতী।
পেটের জ্বালায় সবই সম্ভব,—কাজকি এঁদের দুষে,
অভাবে তো এ-কর্ম্মটা কর্চেও মানুষে!
বাজারে ভিড়ের মাঝে ঘোরে শতবার,—
সেও যেন' একজন ব্যস্ত-খরিদ্দার!
আহার্য্য দেখেই তারা অনায়াসে টানে,
ভ্রূক্ষেপ নাহিক কিছু,—তাড়না না মানে!
ভক্তেরা কেউ স্পর্শ করি,—করে নমস্কার,
কেউ গায়ে হাত বুলায়, দেয় বা খাবার।
বাবার-রাজ্য ব'লে তাদের, নাইক' কোন' গোল্
ঘেঁশ্তে সেথা পারেনি তাই—মুন্সীপালের জোল্!
সে ভার্ এখন দেখি মহিষাসুরে বয়,
যুগধর্ম্ম দেখে শুনে মনে লাগে ভয়।
কিন্তু তাঁদের ঠ্যালা ঠেলি—শিং ঘশাঘশি—
ঘাটে পথে দেখে,—সোরে যেও সাত রশি!
একটি কথা মনে রেখো—দেবদর্শনে গেলে,
পাণ্ডারা সব গাঁদার মালা গলায় দেয় ফেলে।
মালা গলায় দিয়ে যেন বেরিয়ো নাকো রাস্তায়,
ষণ্ডরা সব তাড়া কোরে, গলা থেকে টেনে খায়!

দেখলেই তা ফেলে দিয়ো, পার্‌বে নাকো রুক্‌তে।
ধাক্কায় পড়ে গিয়ে শেষ, হবে কেবল ধুঁকতে।
আদর কোরে ছেলের গলায় দিওনাকো ভাই,
বিপদ ঘট্‌তে পারে তায়,—দিলাম জানাই।
বৃষবর শ্রীশর্ম্মার—চিরদিনই পূজ্য,
পৃষ্ঠে তাঁর, প্রভুর আসন—সদাই দেখি উহ্য।
চৌচাপটে চার খুরে তাই—করি নমস্কার,—
বলি, "বাবার কাছে মুক্তির কথা—পেস্‌ কোরো আমার"।

শ্রীমান্‌ বানর

ত্রেতাযুগে পোষ্যপুত্র নিলা রঘুমণি,—
অনিষ্টের অবতার—দুষ্ট শিরোমণি!
অমর হইল সবে, সেতু বেঁধে তাঁর,
এখন সে কেতু হ'য়ে ভাঙে ঘর দ্বার।
বাঙালীটোলার তারা নিয়েছে ইজারা,
যাত্রিদের শান্তি নাই,—সশঙ্ক বেচারা।
কেউ ছিঁচ্‌কে-চোর আর, কেহ বা ডাকাত,
কিছুতে এড়াতে নারি—তাহাদের হাত।
ক্ষণমাত্র অসাবধান হই যদি ভুলে,—
সাম্‌নে থেকে ভাতের থালা নিয়ে যায় তুলে!
বাঁদরগুলো শেকোল্‌ খুলে ঘরে এসে ঢোকে,—
অতি-বড় চতুরের—ধুলো দেয় চোখে।
এমন্‌ অপকারী জীব অধিক আর নাই,
হিঁদুর দেশ বলেই যাদু পেয়েছে রেহাই!
সহরের রস্‌ পেয়ে সব—গরীবের ছেলে,—
গ্রামেতে ফেরেনা যেমন—পীরু পম্‌সু ফেলে;
না জুটুক অন্ন পেটে,—না থাকুক আয়,—

পাঁচ আড্ডায় ঘুরে তবু—চা সিগারেট্ পায় ।
ঘাড় ছেঁটে আর খালি পেটে—ক্রমে লম্বা মারে,
ধারে আর পরের মুণ্ডে—অর্দ্ধাসনেই সারে ।
সহর পেয়ে বানরগুলোর—ধরেচে সেই নেশা,
ছাতে উঠে যাচ্চে ভুলে—গাছে ওঠার পেশা ।
ফাঁকের ঘরে হাতিয়ে কিছু—প্রাণটা করে ধারণ,
"মার্ মার্ দূর্ দূর্",—সইচে শত তাড়ন্ ।
সত্যই আধপেটা জোটে—তার বেশী নয়,
বলিহারি সহর, তবু—মাটি কাম্ড়ে রয় !
ঘেঁশেনা সে শ্বেতাঙ্গের বাংলা কি বাগানে,
সেটা যে যমের বাড়ী তাহা বেশ জানে !
এঁরাই যদি "ডার্উইনে"র্—ভবিষ্য মানব,
বিশ্বনাশই বিশ্বনাথের একান্ত মতলব !
ছেলেটাকে দেখে কিন্তু সন্দ যায় চলি,
আর যেন' আস্তে না হয়—বিশ্বনাথে বলি ।

"ডারউইনে"র্ প্রিয়দের ভক্তও বহু মেলে,
তাঁরা নাকি বেঁচে যান—'রামরাজ্য' পেলে ।
তাঁদের 'অটোনমি' হলে শতনমি তায়,
দিন থাকতে বুদ্ধিমানে ঘুচাতে সে দায়
বন্দী করি বাছাদের চালান দিচ্ছেন দূরে,
নিশ্চয়ই অনেকে তার আসবে না আর ঘুরে ।
ইংরাজি পড়েছে হিঁদু,—বাঁচোয়া আর নাই,—
উঁচুতে বসিবে তারা—তোমারে বিদাই ।

মহামান্য চাকর দাসী

মুনসেফ্ ডেপুটি পাই সহজে এখানে,
দাসী চাকর মেলে কিন্তু অনেক সন্ধানে।
কানা গরু, নাদে পাত্‌লা, খেতে চায় খোল্,
তার চেয়ে শতবার ভাল শূন্য গো'ল্।
"কাহারে"ও গলায় পৈতে কোমোর বেঁধে নেছে।
পৈতে নিয়ে বড় হবার—আপদ্ চুকিয়ে দেছে।
এখন, গেঞ্জী পরে, গুড়ুক খায়, বাজার কোরে থাকে,
তামাক টেনে—পোড়া কোল্‌কে—বাবুর হুঁকোয় রাখে।
বাবুদের হাত-পা খোঁড়া, পঙ্গু তাঁরা সবাই,
পোড়ে পোড়ে এই দ্বিজদের হাতে হন্ জবাই।
•নতুন "স্কীমে" অনেকেই হবেন্ তাঁরা ভোটার,
বাবুরা নে'যাবেন তখন চড়িয়ে নিজের মোটার্।
কুঁদের মুখে ত্বরায় সোজা হতেই হবে ব্যাঁকে,
দেখি এই বাবুয়ানা ক'দিন আর ট্যাঁকে ?
সকাল সন্ধ্যে চা খায় একটু, দুধ চিনি তায় চাই,
এঁটো নেওয়া, বাসন মাজা—তাদের কাজ আর নাই।
সে কাজ তরে—জুদো আবার চাই একটা ঝি,
এঁটো যদি খেতো মোদের,—পাতে চাইত' ঘি।
সে মাগিও স'রে পড়ে—সন্ধ্যা দ্বীপ জ্বেলেই,—
কাজ তোমার পড়েই থাক, বা কাঁদুক্ তোমার ছেলেই।
দুদিন তরে আসেন যাঁরা—সিকন্দরী চালে,—
এসব কথা বুঝ্‌বেন না, তাঁরা কোন' কালে।
সুখের-পায়রাদের কাছে—যা চায় তারা পায়,
লুচি, মাংস, রাবড়ী মেরে—বক্‌সিস্ দিয়ে যায়।
গৌরীসেনের নবাবীতেই—এদের এত' গরম,
মধ্যবিত্ত কাশীবাসীর—সকল দিকেই মরণ।

"কাহার" জাতি। পশ্চিমাঞ্চলে ইহারাই চৌকা দেওয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি ভৃত্যের কাজ করিত।

তবুও এখানে বড়—কল্-কারখানা নাই,
স্বস্তি চাওত' সঙ্গে করে লোক এনো ভাই।

হিতৈষী গোয়ালা

দুধওলা গয়লা,—পরম হিতৈষী মোদের,
নাম-মাত্র জল দেয়—এক সেরে আদ্‌সের!
কিম্বা দেয় পরিষ্কার মাঠা-তোলা দুধ,
পরম দয়ালু আর ধার্ম্মিক অদ্ভুত।
খাঁটি দিলে,—পাছে মোদের হয় বদ্‌হজম্,
কৃপা কোরে তাই—এই নিঃস্বার্থ নিয়ম্!
টাকায় পাঁচসের লও—কিম্বা আট সের,—
ধর্ম্মক্ষেত্রে নিয়মের হবে না হের্‌ফের্।
মহিষটাই গরজ বুঝে—গাভী কভু হয়,
বৈদ্যের যেমন একই ভাণ্ডে,—সকল তৈলই রয়।
বেদান্তচর্চ্চার দেশে সবাই বৈদান্তিক,
গরু আর মোষ একই, কোরে নেছে ঠিক্।
যাহোক্, তবু গয়লা ভালো—গয়লানীর চেয়ে,
তাদের যোগান্ নেওয়া মানে—মরাটা জল্ খেয়ে!
পুরাণে এ কথাটা কেহ বলেননি মুখ ফুটে,—
কেন' যে মথুরায় কৃষ্ণ—পালিয়ে ছিলেন ছুটে।
নিশ্চয় ব্রজ-গোপিনীদের—জোলো দুধের তাড়া,—
শ্রীগোবিন্দে কোরেছিল বৃন্দাবন-ছাড়া!
কষ্ট দেখে, কোর্‌তে একটা প্রতিকার এরি,
ভদ্রলোকে ধীরে ধীরে—খুল্‌তেছেন "ডেরি"।
দশাশ্বমেধ বাজার পাশে, খুলেছেন দোকান,—
সকাল সন্ধ্যা সেইখানেই, দেন সবারে যোগান্।
সরবরাটা প্রচুর হ'লে,—পাবেন যখন সবাই,—
জল-দোষটায় রেহাই দিতে—পারেন গয়লা মশাই।

অথ ধোপা

পাছে দুঃখ করেন ধোপা, তাদের কথাও বলি,
তিন-ক্ষেপ কাপড় দিলেই,—একখানা যায় চলি।
ভাঁটি দিয়ে পাড় জ্বালিয়ে, জীর্ণ ক'রে আনে,
সেরেফ্, চূণ আর সাজির ঠ্যালায়, ক'দিন বাঁচে প্রাণে?
অধিকন্তু, প্রাণপণে আছাড়টা দেয় তায়,
কাপড় মেরে—পাটা খানা, ভাংতে যেন চায়।
ওপারেতে পোড়ে আছে—সাজিমাটির মাঠ্,—
দাম্ তার নাম মাত্র;—ঘাটে পাষাণ পাট্;
কাপড়ের তায় হাড়গুঁড়ো হয়—দানবের দাপে,
সভয়ে কাপাসের গাছও—জড়্সুদ্ধ কাঁপে!
ভালো ভালো বোতাম্গুলো, ফেরে না আর ঘরে,
যে কারণেই হোক্,—তারা ধোপার হাতেই মরে।
যখন দেখে পেড়াপিড়ি,—সুবিধে নয় আর,—
দু তিন্খানা নতুন কাপড় সেই ধোপেই পাচার;
তার পরে আর দেখা নাই,—না আছে তাগাদা,
অতি শিষ্টু ছেলে,—তাদের এই নিয়মই বাঁধা।
বিশেষ যাঁর ধোপানিদের সঙ্গেতে কারবার,—
উক্ত নিয়ম হ'তে কভু রক্ষা নাইক তাঁর।
এ সব যা নিয়ম, তা বাঙ্গালীরই তরে,—
চিনেছে তায় এদেশের—এ'ড়া বাচ্চা নরে।
গঙ্গাতীরের ফাঁকা জমী,—মল-মূত্রের ময়দান্,
তাইতে কাপড় মেলিয়ে শুকোয়—এই সব সয়তান্।
সাক্ষাৎ বিষ্ঠার তারা—সংঘর্ষেতে আসে,
কিছুতেই দ্বিধা নেই—এ জাতের পাশে।
ধুয়ে এলে কাপড়গুলো—পোরো ঘরে কেচে,
বহু রোগ, আর, অনাচার থেকে যাবে বেঁচে।
ঘরে কিন্তু ধুতে বলা—"কফ্ আর কলার্"
"টেরিব্বল্" বটে সেটা,—একদম্ ফলার্।

বাছা ইন্দুর

বানর আর ধোপা ছাড়া, আর এক প্রভু আছেন,—
অতিশয় নির্ব্বিকার,—কিছুই না বাছেন।
কি গুণে যে গণেশ দাদা, করেছিলেন বাহন্,
গুণের মধ্যে দেখ্‌তে পাই—আগা গোড়াই দাহন।
চেপে তারে থাকতেন বসি,—বোধ হয় ডিপ্লোমেসি,—
যাতে ইঁনি নড়াচড়া—না করেন বেশী।
তানাতো, তালপাতার পুঁথির—থাক্‌তো নাক' পাতা,—
কুচি কুচি ক'রে তার—খেয়ে দিত মাথা।
বাঁদর আর ধোপার হাতে—যদি কিছু বাঁচে,—
রক্ষা কিন্তু নাই তার ইঁহাদের কাছে।
বিনা আবাহনে আর বিনা প্রয়োজনে—
সতত নিবিষ্ট ইঁনি অনিষ্ট সাধনে।
এক একটা এমন ধারা—সুপুষ্ট গতরে,—
বেড়াল, এদের ধর্‌বে কি—এরাই বেড়াল ধরে।
"পদ্যপাঠে"ই প্রথম এঁদের পাই পরিচয়,
এখন দেখি,—এদের জ্বালায়, কাশী ছাড়্‌তেও হয়।

কাশীর মাটি

"কাশীখণ্ডে" দেখ্‌তে পাই—কাশীর মাটি স্বর্ণ,
দেখে শুনে বুঝেছি তা—মিথ্যা নয় একবর্ণ।
এক ঝুড়িতে সের পনেরো মাটি মাত্র থাকে—
দু-তিন আনার কমে কেউ দেয় নাক' তাকে!
সস্তায় যদি এ দেশের তৈরী বাড়ী কেনেন্—
ছাল্ ছাড়ালেই দেখ্‌তে পাবেন—কাদায় গাঁথা খিলেন্।
দ্যাখগুলো সব—ইটের থাপ্,—মধ্যে মাটি ঠাশা,
"কাদাকামে" চুণ ফিরিয়ে—মানিয়ে দেছে খাশা।

বাঙ্গালীর মাথাটায় বেশ হাত বুলুবে বোলে—
তিনশো টাকার মধ্যে তারা—দ্বিতল বাড়ী তোলে,
ডালপালা আর নুড়িনাড়াই মাল মশলা তার,—
আর্ ঐ কাশীর সোনাটার—এন্তার ব্যাভার।
সব ক্ষেত্রে এ নিয়ম—না থাক্তেও পারে,
ক্ষতি কি তায়—দেখে যদি লন্ খরিদ্দারে?
অনেক স্থলেই পাবেন এই খোলোশ্ ঢাকা সোনা,
ভাল নয় কি—পরীক্ষান্তে টাকাগুলো গোণা?
কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে তাতে থাক্তে যদি হয়,—
বর্ষায় গোরস্থ হবার থাকেনা আর ভয়।

ফসল দেখে মনে হয় সোনাই বটে মাটি,
ফলের প্রাচুর্য্যে তার প্রমাণ পাই খাঁটি।—
শাক থেকে আম জাম লেবু প্যারা কুল্
মুলো, বেগুন, কপি লীচু সকলি বিপুল;
নাগপুরী কমলার মত আমলকীর "সাইজ্"
পেস্ করলে,—প্রদর্শনী দেবেই দেবে "প্রাইজ্"।
দেখতে যেমন বাড়ও তেমন, কোন্টার কথা কই,
মাটিতেও সোনা ফলে দেখে অবাক্ হই।
এই সব আকর্ষণে টেনে আনে লোকে,
ছুটি পেলেই ছুটে আসে, কে তাদের রোকে।
ভুলিয়ে দেয় বিশ্বনাথ দর্শনের কথা,
Back ground এ পড়ে যান কাশীর দেবতা।

বেলগাছের বেহাল্

বড়লোকের আওতা যেমন—সয়নাক' গরীবে,—
একদিন—গ্রাসেতে তাঁর—নিশ্চয় মরিবে;
মাথা তুল্তে গেলেই হয়—অশেষ দুর্গতি,

ভিটে বেচে পালায় যে— সে বুদ্ধিমান অতি।
পাড়াগাঁয়ে ঘোড়া পেলে—বালামচী তার ছেঁড়ে—
ছোঁড়াগুলো, করে দেয় দুদিনে তায় বেঁড়ে ;
এখানে বেলগাছের দেখি, দুর্দ্দশাও সেই,—
না গজাতে পাতা—তার একটিও নেই !
যত দেখি তাদের,—যেন বাজপড়া সবাই,
তবু দিনেকের তরে—নাই কাহারো রেহাই।
এক লক্ষ শিবতরে—শত লক্ষ পাত্—
দিতে পারে,—বিউতে সে পার্লে দিন রাত !
চিরদিনই, এ রোগের নাইক' কোন' ঔষুধ,
গরজেতে বলদ্ দুয়ে, দিতেই হবে দুধ !
জাপান, একবার যদি খোঁজ পায় আজ,—
বার্ণিস্ করা বেলপাতার পাঠাবে জাহাজ।

কালীতলায় নরবলি

বলিদানের, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটাও হাজির,—
কালীতলায় দাঁড়ালেই, পাবেন তার নজির্।
সেথা দেখি, ফলওলারা'—দিন রাত বোসে—
খরিদ্দার পেলেই তারে,—কোপ্ মার্চে কোসে।
দু পয়সার জিনিসটারে—দু আনাতে ছাড়ে,
বাবু দেখ্লে, আরও একটু—উঁচিয়ে কোপ্ ঝাড়ে।
শুনতাম্, নরবলি নাকি—ভারত ছেড়ে গেছে,
দেখি,—মহাতান্ত্রিক্ ফলওলা তায় সহজ করে নেছে

গোয়েবী

কোশ্খানেক দূরে কুয়া—"গোয়েবী" নাম তার,
অজীর্ণাদি সারে,—জল ক'রলে ব্যবহার।

খোকার মায়ের "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" সারাবার তরে—
অনেকে বিশ্বনাথ ফেলে—তারই সেবা করে।
লোক ধোরে মজুরী দিয়ে—আন্‌তে পাঠান জল,
দুদিন পরে, কোঁৎপেড়ে কন্‌—"হোলোনাকো ফল"।
দ্যাখেন না—সে মজুর মিন্সে—কোথাকার জল আনে,
ভাবেন—যখন পয়সা দিচ্ছি—ভয় নেই কি প্রাণে।
বেশ কোরে আদ্‌ব্যালা ব্যাটা, কোসে গুড়ুক ফুঁকে—
কানাচের্‌ "কোর্‌" জল্‌ নে এসে—দাঁড়ান্‌ সাধু ধুঁকে।
জানেন না যে, কি জাত এরা কোন্‌ ধাতুতে গড়া,—
ডাইনের কোলে ছেলে, আর এদের হাতে ঘড়া।
শুন্‌চি, এখন সেখানকার লোক, জল দিয়ে যায় নাকি,
আশাটা করা যায় তাতে,—ক'ম্‌তে পারে ফাঁকি।

স্মৃতি-মন্দির

কাশীর মধ্যে বড় বড় কীর্ত্তি দেখি যাহা,—
দাতা বা দাত্রীদের—মহা পুণ্যসৌধ তাহা।
দর্শকেরা দেখে শুনে গুণ গায় তার,—
একটি মাত্র দেখিলাম এ নিয়মের বার।
"স্মৃতি-মন্দির" বোলে লেখা ফটকের গায়,
সাধ্য কি একটা পা কেহ অন্দরে বাড়ায়;
বাঙ্গলা, ইংরাজি, উর্দ্দু আর দেবনাগর,—
প্রচারে নিষেধবাক্য—ডাগর্‌ ডাগর্‌।
চারটি ভাষায় লেখা দেখে—"প্রবেশ বারণ",—
না পায় দর্শকে ভেবে—ইহার কারণ।
বুঝ্‌তে নেরে চ'লে যায়, ভাব্‌তে ভাব্‌তে সবে।
নিশ্চয় এ একটা কিছু—নূতন রকম হবে।

সভা-সমিতি ও আড্ডা

হরিসভা, ব্রাহ্মণসভা, চক্র, চতুষ্পাঠী,—
সন্ধ্যা হ'লে স্থানে স্থানে, বাঁয়ায় পড়ে চাঁটি ;
হারমোনিয়ম্ গ্রামোফোন্—বৈঠকেতে বাজে,
নব্য-নিয়ম সবই হেথা—অক্ষুণ্ণ বিরাজে ।
ইস্কুল কলেজ আছে—আছয়ে বোর্ডিং,—
ক্রিকেট্, ফুটবল্,হকি, আছে 'এন্ড্রিথিং' ।
"সাহিত্য-সমাজ" আছে—আছে পাঠাগার,—
নাই শুধু লোক—করে ব্যবহার তার ।
দু পাঁচ জনের প্রাণটা বোধ হয় কাঁদে ব'লে তাই—
প্রতিষ্ঠানগুলি আজও কাশী পায় নাই ।
মহারাষ্ট্রী আর এদেশবাসীর দেখি কিছু টান্,
"কারমাইকেল্" লাইব্রেরীতে তাঁরাই নিত্য যান্ ।
বাঙালিরা ক্ষীণ হয়ে আসছেন যেন ক্রমে,
ফুটবল কি হকির ম্যাচে থাকেন বটে জমে ।
নেশাটা ঝুঁকেছে এখন 'স্পোর্টের' দিকে,
খুবই ভালো, অন্যদিকটাও না মারে ভাই ফিকে ।
বান্ধবাদি সমিতিতে আছে কিছু প্রাণ,
এ অঞ্চলে বাদ্য গীতে—এঁরাই প্রধান ।
সত্তর হাজার, বাঙ্গালীর সংখ্যা শুনতে পাই,—
তাতে আবার ছেলেদের পালিয়ে আসার ঠাঁই ;
নাট্যশালে ঘটেছে তাই—গ্রহস্পর্শ যোগ্,
লোক ভাঙ্গাভাঙ্গি আর—দলাদলি রোগ ।
মাঝে মাঝে দেন তাঁরা নানা অভিনয়,
মোটের উপর বোল্‌তে গেলে—কেহ মন্দ নয় ।
টিকিট্-কোরে কভু তাঁরা দর্শনীও নেন্,
শুভকার্য্যে সাহায্যার্থে—"বেনিফিট্"ও দেন ।

সাময়িক পত্র

শিবের হাতে ত্রিশূল ছিল—মহা বিষ্ণুভক্ত,
নিতান্ত নিরীহ ছিল—দেখেনি সে রক্ত ;
এখন তাহা গেছে দেখি, পঞ্চভূতে মিলে,—
"অম্লশূল্" নামে অংশ—বঙ্গনারী মিলে ;
একাংশ "দিক্‌শূল" হ'য়ে—গেল' পঞ্জিকাতে,
কতকাংশ "মাশূল্" হোলো চুঙ্গী আদায় খাতে ;
বউগুলো "চক্ষুশূল্" হোলো শাশুড়ির—
আর, বঙ্গ-কেরাণীরা—আপিস্ কর্ত্তাটির ;
বাকি অংশের নিয়েছেন সম্পাদক ভার,—
"ত্রিশূল" পত্রের তাতে, কাশীতে প্রচার ;
শিবের সৌরফ্ সম চারিবার মাসে,—
সনাতন ধর্ম্ম আর টিপ্পনী প্রকাশে।
তবে কিনা,—জোগাড় কোরে সত্যযুগের রশি,—
তাই দিয়ে বাঁধ্‌তে গেলে, এ কাল্‌কে কসি,—
অনাদি কালের সেই রোদে জলে জীর্ণ,
অসমর্থপ্রায় রজ্জু,—হয় শত ছিন্ন।
গত তরে গাত্রদাহ পত্রে যদি ফোটে,—
মনে হয় না, আহত কেউ হবে তার চোটে।
ত্রিশূল কেবলি যদি, হুলের ধর্ম্ম পোষে—
আর, "খুব বিঁধেচে" ভেবে কেবল আপনাকেই তোষে,
এ যুগেতে সেটা বোধ হয় সাফ্ পণ্ডশ্রম,
ত্রিশূল যেন চিত্তে তেমন রাখেন না সে ভ্রম্।
ক্ষুদ্র জীবেই হুল্‌টা ধ'রে, থাকেও সে পশ্চাতে,
মুখ-ধর্ম্মী * ত্রিশূল, যেন বয়না সে অখ্যাতে।

---

* যাহার ধার সম্মুখে বা ডগায়।

অবধূতের অব্যর্থ মহৌষধ

শুনতে পাই আছেন হেথা, বড় বড় সব অবধূত,
বড় বড় রোগের জানেন, বড় বড় সব ওউষুধ ।
বড় বড় "ভস্ম" আর, আজব্ আজব্—"রস",—
বড় বড় রাজা রাজড়া লক্ষপতি বশ ।
নিত্য তাঁদের এসে থাকে, লম্বা মণি-অর্ডার,
ঘেঁশবার্ পথ নাইক' সেথা রামা শামা গদার ।
বড় লোকের বংশরক্ষা করেন দিয়ে পুত্র,
বড় বড় ভাগ্যবানের—সারেও বহুমূত্র ;
সে সকল লক্ষ্মী-পুত্রের—একাধিক রাণী,
তাঁরাও নাকি ওষুধ আর পান আশার বাণী ।
দুরারোগ্য রোগগুলোকে ক'রেছেন গোলাম,
গোঁসাই একবার কৃপা করুন, ম্যালেরিয়ায় মোলাম ।
বঙ্গের প্রতি নেক্‌নজর্ করেন যদি স্বামী,—
লক্ষ লক্ষ অনাথার কান্নাটা যায় থামি ।
ধর্ম্ম আর পরের হিতই, আপনাদের ব্রত,
শ্রীপদে জানাই তাই, মাথা করি নত—
গরীব তারা, হাওয়া খাবার নাইক' তাদের কড়ি,—
দক্ষিণা নেই,—ডাক্তার যে আস্‌বে মোটর চড়ি ।
নাইক' যে সব মহাত্মার পার্থক্যের চাপ্,—
তাঁরাই তাদের আশা ভর্‌সা, তাঁরাইত' মা বাপ ;
পাঁচ মহাপুরুষে মিলি, দ্যান যদি নজর,—
বাংলা-দেশটা ছারে-খারে যায় না বছর বছর ।
কৃপাটা একচেটে ক'রে, আছে যে-সব কাত্‌লা,—
টাকায় যাদের জোমে আছে, সাত-পুরুষের ছাত্‌লা—
ব্যবস্থা, বিতরণ, খরচ,—থাকুক্ সে-সবার,—
অব্যর্থ ওষুধটা দেবার, আপনারা নিন্ ভার ;
তা হ'লেই এ মহাব্রতের ফলে মহৎ ফল্,
লক্ষ লক্ষ মা বাপের ঘোচে চোখের জল ।

আপনারা সব আদেশ আর উৎসাহ দেন যদি,—
বহু-মূল্য পাথরদের, ফিরতে পারে মতি।
অব্যর্থ ওষুধটা যদি লক্ষপতিই পায়,—
বর্ষে দশ লক্ষ—বঙ্গে মরে ম্যালেরিয়ায়!—
সে "অব্যর্থ"—অর্থশূন্য অসমর্থ কাছে,
নিরুপায়, অসহায়, যদি না তায় বাঁচে।

কাশীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জিনিস

এখানে বিখ্যাত বটে বেনারসী সাড়ি,
হিঁদুদের দেয়না ভেদ, এম্নি শিল্পীর আড়ি।
সবাই হেথা কাঠের খেল্না ছেলেয় কিনে দেয়,
মন্দ নয় তা,—ঠুকেঠাকেও ভাংতে দুদিন নেয়।
ভাল বটে হয় এখানে—জরি, পেতলের কাজ,
বিলেতেও গিয়ে হয় তা, গৃহশোভার সাজ।
জর্ম্মান্-সিল্ভারের বাসন, আসন্ নিচ্চে কেড়ে,
কাস্তে নেবে কাঁসারিরা জাত্-ব্যবসা ছেড়ে।
কাশীর চুড়ি, ল্যাংড়া আম, বেগুন, পেয়ারা,—
আম্লকীর মোরোব্বাদি উল্লেখের তারা।
"ল্যাংড়া"র চেয়ে "গোদা" কিন্তু দেখি যথা তথা,—
ডাক্তার বন্দীর এটা ভাবিবার কথা!
কাশীর চিনিটা বটে, নাম কিনেছে প্রচুর,
মূলে সেটা,—জলশূন্য শুষ্ক তালপুকুর!
দোক্তার্ ভোক্তা বেশী বিশ্বনাথের দেশে,
তামাক, নস্যি, সুরতি, জরদা আছে দোকান্ ঠেসে।
হুঁকো কোল্কে পান তামাক, এক পয়সা ফেলে—
সস্তার মধ্যে দেখতে পাই,—একত্রেতে মেলে।
তা ছাড়া, এ কাশী নয় মধ্যবিত্ত তরে,—

রেখেছে "বসন্ত-পাখী" সবই আক্রা ক'রে ।
পোষায় এখানে বাস—যাঁহারা আমীর,—
অথবা যে সব ছেড়ে হ'য়েছে ফকির ।
এখানে সকলি প্রাপ্য, কিন্তু সোনার দরে,
সস্তা ঠ্যাকে কোল্‌কেতার বাবুদের ঘরে ।
তিরিশ্‌ টাকায় বাড়ী পেয়ে বলেন "ড্যাম্‌ চীপ্‌"—
এত দিন দশ টাকায় তায় থাকিত গরীব ।
এক' বড় হিঁদুর তীর্থ, ভূতে করচে মাটি,
তারাই মোলো—তীর্থবাস করে যারা খাঁটি ।
হয়েছে সব ক'ল্‌কেতার দর, বাকি ছিল বাড়ী,
তার ভাড়াটাও উঁচোয় বুঝি—কোল্‌কেতারে ছাড়ি !
বড়' জোর কয়েক বছর দেরী আছে তার,
তা হলেই বাবুদের একচেটে বিহার !
গরীবদের তুল্‌তে হবে কাশীবাসের পাট্‌,
কার্ত্তিক্‌ আর কুবের মিলে ভাংবে শিবের হাট !
"ইম্‌প্রুভমেণ্ট্‌ স্কীম্‌"টা তখন হবেই হবে পেস্‌,
হোটেল্‌ আর মামার দোকান—বেড়ে যাবে বেশ ।
সব চেয়ে তাই বলতে হয়—বিশ্বনাথই ভালো,—
অন্নপূর্ণা মা আমার কোরে আছেন আলো ।
চৌদিকে যখন ওঠে—সানায়ের সুর,—
প্রাণে মিষ্ট সাড়া দেয়, চিন্তা করে দূর ।

জঙ্গম মঠ

কাশীতে জঙ্গম-মঠ—খ্যাত প্রতিষ্ঠান,
দক্ষিণের যাত্রীদের—এইখানেই স্থান ।
সন্ন্যাসী পরম্পরায়—মোহন্ত হন্‌ হেথা,
প্রধান শিষ্যই গদি পান—এইরূপই কেতা ।

বাড়ী, জমি, জমিদারী আর তেজারতি,—
এই সব সম্পত্তিতে এ'রা কোটীপতি।
শত্‌করা আট-আনা সুদে হেথায় রেখে টাকা—
অল্প-পুঁজির লোকেদের—হয় কাশী থাকা।
"জঙ্গমে"র বাড়ী, জমি,—যেখানে যা আছে—
ক্রেতা পরম্পরা তাহা, যাক্ যার কাছে,—
দামের চতুর্থাংশে জেনো, জঙ্গমের দাবী—
বরাবরই আছে—পরে খেয়োনাক' খাবী!

কাশীর-কিঞ্চিৎ

৩য় দফা

আত্মীয় ও আলাপীর উপদ্রব

এখন্ ত' আর নয়ক' এটা পূর্ব্বের কাশী আসা,
আস্তে হয়না উইল্ কোরে—ভেঙ্গে চুরে বাসা।
এখন যদি কাশী আস্তে চায় একবার মন্টা,
চাই কেবল পাঁচ' টাকা—আর, ষোল'টা মাত্র ঘণ্টা।
রেলের কৃপায় নিত্য এখন যাত্রী আনা-গোনা,
"কন্সেসন্" যোগ্টা হ'য়ে, সোহাগায় সোনা!
বাংলার, সব পল্লীর লোকই—আছে কাশী জুড়ি,
কারুর কেহ মাসী পিসী, কারুর খুড়্-শাশুড়ী;
কারুর বা কেউ পরিচিত, কিম্বা গ্রামবাসী,—
আলাপী বা পূর্ব্ব-বন্ধু—বাস করচেন্ কাশী।
অবস্থাটা একাহার—কষ্টে বেঁচে থাকা,
বধূ-মাতার কৃপায় পান বজেটের চার টাকা।
এটাও দেখ্তে পাবেন হেথা—বিরল নয়ক' সেটা,
পাপ এড়াতে, মা বাপকে কাশী পাঠিয়ে বেটা—
দু-চার মাস দিয়েই কিছু, তার পরেতেই চুপ্,
দেশে কিন্তু ফুলকপি আর, ফজ্লী চলে খুব।
এখানেতে বুড়ো বুড়ী ভিক্ষে ক'রে খায়,
সকাল-সন্ধ্যে ছেলের তবু—মঙ্গলটা চায়!
এক বাড়ীতে ষোল' জনে, করেন তাঁরা বাস,
একটি ঘর তিন হাত দালান, দাঁড়িয়ে ফেরেন পাশ।
দুটী ঘর নেছেন, যাঁদের অবস্থাটা ভালো,
আয়টা যাঁদের দশ পনেরো, তাঁরাই শাঁশালো!
তা ছাড়া যা দেখ্তে পান বড় বড় বাবু,

মুখ বদলাতে আসেন তাঁরা, খেলে বেড়ান গ্রাবু।
আজ আস্‌চে সম্বন্ধী, কাল ভায়রা-ভাই,
ওটা তাঁদের আদিখ্যেতা, কথায় কাজ নাই।
কেউ আসে চশমা চোখে, বড় বাবুর "কজিন্‌,"
শালী আসেন সেকেণ্ড্‌-ক্লাসে—খান "সেনাটোজিন্‌"।
সে-সব বড় বড় কথা, লিখ্‌বেন যাঁরা রথী,
মধ্যবিত্ত গরীব নিয়েই কথাটা সম্প্রতি।
রেল-কোম্পানী ক'রেছেন সবার উপকার,
কাশীবাস ওঠে কিন্তু গরীব বেচারার।
দিনান্তে এক-বেলা খেয়ে মাথা গুঁজে থেকে—
আনন্দেতে আছে যারা বিশ্বনাথে ডেকে,—
তাদের উপর বেজায় জুলুম্‌, বাড়্‌ছে প্রবল বেগে,
আত্মীয়ের অত্যাচার, আছেই তাদের লেগে।
তৃতীয় প্রহরে হঠাৎ এসে হাজির "পিসে",
কোথায় বসায়, কিবা খাওয়ায়, লাগিয়ে দেয় দিশে!

অকস্মাৎ গাড়োয়ান এসে, পাড়া ক'রে মাথায়,—
মহা গরম হ'য়ে মিঞা চেঁচায় আর শাসায়।
ছাতের উপর বাক্স প্যাটরা—বিছানার মোট,
গাড়ীর মধ্যে, কর্ত্তা গিন্নী—ছেলে মেয়ের ঘোঁট।
"কোথায় থাকে ক্ষ্যান্তোদাসী—ছিনাথ মামার শালী"?
গাড়োয়ান খোঁজ করে আর রেগে পাড়ে গালি।
সাত্‌ পাড়া ঘুরে শেষ ফুট্‌পাথেতে নাবিয়ে—
চ'লে যায় গাড়োয়ান—তিনটি টাকা হাতিয়ে।
(এদের জুলুমের কথা, লিখে মরা বৃথা,
কুলিদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীসুগ্রীব মিতা।)
যে যায় তারে—সুধান্‌ বাবু, ক্ষ্যান্তদাসীর পাত্তা,
"দেড় হাজার ক্ষ্যান্ত আছেন" শুনে শুকায় আত্মা!
কেউ বলে, "কোথাকার পাগল" কেউ বলে "ন্যাকা",
ভাগ্যে কোনো গেজেট্‌-গিন্নীর সঙ্গে হ'লে দেখা—

জজের মত জেরা কোরে, চোক্ বুজে দেন রায়—
"ফরিদ্পুরী ক্ষ্যাস্তো থাকে—এওর বট্তলায়—
ঠিক্-ঠিকানা জানা নেই—পুরুষ ত তুমি আচ্ছা,
তিন-পোর বেলা হোলো—মোলো কাচ্চা বাচ্চা,
চলো এখন আমার সঙ্গে" ;—মুটে ডেকে তখন,
পাঁচসিকে সেলামী দিয়ে, বাবু করেন গমন।
ভাতে-ভাত রেঁধে মাত্র, খাচ্ছিলো ক্ষ্যাস্তো !
খবর পেয়েই অঙ্গ-হিম্,—রইল'না সে জ্যান্তো।
বলে,—"আমার তিনকুলে কেউ থাক্লে চরকা কেটে—
দিনান্তে এই ভাতে-ভাত দেবো কেনো পেটে ?
সাত পুরুষের কুটুম্ আমার—কে এলেন্ না জানি"
বোলে গরীব উঠে পড়ে—সরিয়ে থালা খানি।
সাতটি প্রাণী, পাঁচটি মোট্—দেখেই চোম্কে যায়,
এমন সময় বাবু এসে—প্রণাম করে পায়।
"তুমি আছ, সেই ভর্সায় এলুম মোরা কাশী,
অনেক খোঁজ কোরে তোমায় বার-করেছি মাসী,
হপ্তা তিনেক থাক্বো মাত্র,—পার্বোনা তার বেশী,—
তবে যদি আরাম বোধ করেন "এলোকেশী"—
তখন না হয় দেখা যাবে" ; বোলে, গৃহ প্রবেশ—
কোরে দেখেন্—পা বাড়াবার নাইক' স্থান লেশ।
বলাটা বাহুল্য মাত্র—ঘটে যা তার পর,
আড়ালেতে এ ওর নিন্দা করে পরস্পর।

"আপকারের" বড় বাবু উমেশ পেতো "আশী,"
খুবই তখন উদার ছিল এবং মিষ্টভাষী ;
নিত্য সাঁজে বৈঠকে তাঁর—উড়্ত' চা আর পান্,—
গল্প গুড়ুক পঞ্জা ছক্কা—বাজ্না আর গান !
খুব আলাপী ভদ্র এবং মিশুক্ ছিল' উমেশ,
পরের উপকারেও তার—চেষ্টা ছিল' বিশেষ।

"না" বোল্‌তে জানত'না সে হাতে কিছু থাক্‌তে,—
কাজেই—পারেনি কভু এক পয়সা রাখ্‌তে।
বৃদ্ধ হ'য়ে, মাকে নিয়ে, কোর্‌লে কাশীবাস—
কুড়ি টাকা পেন্‌সনেতে—যতক্ষণ শ্বাস।
বারো আনায় একখানি ঘর, ভাড়া নিয়ে থাকেন,
ঠাকুর চাকর নাইক'—নিজেই র'াধেন, বাসন মাজেন।
তাতেই তাঁর বেশ আনন্দে—কেটে যেত' সময়'—
আত্মীয় আর আলাপী না হ'তেন যদি উদয়!
গ্রহের মত হঠাৎ তাঁদের কাছেই আবির্ভাব,
বোঝেনা কেউ—উমেশের যে কত'টা অভাব।
কেউ বলে—"বুড়ো বয়সে হিসিবি হ'লে নাকি,—
ঠাকুর চাকর সবাইকে যে—দিচ্চো বেশ ফাঁকি?
এই ঘরে কি মানুষ থাকে—জুতো রাখি কোথা?
টাকাগুলো ভূতেই খাবে—পোড়ে থাক্‌বে পোতা;
পান তামাক চা'র ব্যবস্থা কিছুইত' দেখি না,
আমার কিন্তু একটি দিনও—চোল্‌বেনা তা বিনা।
শুনেছি নাকি মাছ মাংস—সস্তা হেথা খুব?
বেশ্ ক'রে ঝোল্‌টা রাঁধো—দিয়ে আসি ডুব!
রাত্রে শুধু ক্ষীরের লাড্ডু, রাবড়ী, বালুসাই—
এই খেয়েই থাকা যাবে, রেঁধে কাজ নাই।
আর দ্যাখ,—মাংসের হাঙ্গাম্ কাল্ হবে তখন,
আজ কেবল আদ্‌পো খানেক—এনে রেখো মাখন।
আর এক কথা—যা হয় কিছু ফলটা নিত্য খাই,
আঙ্গুর আর আপেল্ হ'লেই চ'লে যাবে ভাই।
দেখ্‌লুম তখন বাজারেতে—কিছু যায়নি বাদ;—
এক একদিন এক এক রকম নিতে হবে স্বাদ্"।
উমেশের অঙ্গ জল, ভেবে কিছুনা পায়,—
পুরাতন্ শাল্ জোড়াটি বাঁধা রাখ্‌তে যায়।

কেউ বা আসেন দুপুর রাতে,—হাঁকাহাঁকির ধুম,
পাড়া-পোড়্সী জ্বালাতন,—ভেঙে যায় ঘুম।
এণ্ডা বাচ্চা শালী শালাজ্—গাড়ীর পা-দান্ ঠাশা,—
এক্টা রাতে খুঁজে বেড়ান—উমেশের বাসা।
উমেশের আপিস-বন্ধুর নিয়ে এক চিঠি—
উদ্ধারিতে উমেশেরে,—এসেছেন ইটি!
বলেন্—"এই পত্র আছে—দেছেন রমেশ নাগ,"
উমেশ বলে,—"নেবে আসুন্ পত্র এখন থাক্"।
উমেশের দুরবস্থা—সবার নজর পড়ে,
কিন্তু এতই অনুগ্রহ—কেউ তবু না নড়ে!
ভাবে তারা, আজো বুঝি তেম্নি আছে ঠাট্—
টাকা কড়ি লোক লস্কর—মজলিস্ জমাট,
আজো বুঝি বৈঠকেতে—"জুয়েল্ল্যাম্প" জ্বলে,—
চা লিমন্ বরফের, ফাই ফরমাজ চলে!
কি বুঝে, যে ভাবেন এটা, পাই না খুঁজে কারণ,
যিনিই আসেন তাঁরই দেখি—একই ধরণ ধারণ।
ভাবুন্ বুঝুন্ ক্ষতি নাই,—ভদ্রতাটা থাকে—
আস্বার আগে জানান যদি পত্র লিখে তাকে—
"আসচেন কবে, কোন্ ট্রেণেতে, ক'জনই-বা তাঁরা,"
তবু কতক্ আসান পায়, উমেশ বেচারা।
ভদ্রতর' হয়—আগে পত্র ব্যবহারে—
"সুবিধা কি অসুবিধা" জিজ্ঞাসিলে তাঁরে;
পরে,—পত্রোত্তর মত' করেন যদি যাত্রা,—
ভদ্রতম' হয়—বাড়ে আনন্দের মাত্রা।
ভদ্রলোক সাধ্যমত করেই একটা ব্যবস্থা,
তা হ'লে আর কোন' পক্ষের হয় না এমন অবস্থা।

"কন্‌সেসনে" কাশী

যেই দেবে আশ্বিনে হাওয়া রেলের কন্‌সেসন্‌,
উপ্‌রি আয়ের অনেক বাবুই বাংলাতে না রন্‌।
এমন বেগে নিত্য সবাই আসেন রাশি রাশি,
তিলেক বিলম্বে যেন—উবে যাবে কাশী!
সে স্রোত কিছু কম প'ড়েছে—এসে কাল্‌ সমর,*
জগতের সব অনিত্য,—কিছুই নয় অমর।
অমন যে "খুকির-মা"—সেও যায় চোলে,
দুঃখ মিছে, কন্‌সেসন্‌টা—তুলে দেছে বোলে।
শুধু গৌর্‌ নয়, আবার—দেখ্‌চ গৌর্‌-হরি,
ভাড়াটাকেও চাড়া মেরে,—দেছে দেড়া করি।

•

"মহৎ" "পবিত্র" আদি চার আশ্রমই মজুৎ,—
সকাল সন্ধ্যা আবির্ভাব যার যেখানে যুৎ।
তা ছাড়া মেয়ে-হোটেল—তাও এখানে আছে,
চক্ষুষ্মানে খুঁজে নেয়—আনাচে কানাচে।
তার উপরে সান্নিপাৎ—হ'লে ছুটি ছাটা—
হাল্‌দারের হোটেলে তখন—দোলে পড়ে পাঁটা!
বাংলার আদালত্‌গুলো—বন্ধ হবে যেই—
চোদ্দআনা উকীল মোক্তার—বাংলাতে আর নেই!
ঘরের কড়ি লুটিয়ে তখন—কে যোগাবে "ফীজ্‌,"
কাজেই কাশীতে আসা—পেতে একটু "ঈজ্‌"।
যিনি যত' সম্বৎসরে—মুড়িয়েচেন মাথা,—
বিশ্বনাথের মাপ্‌ চেয়ে যান—খুলে খুলে খাতা।
বর্ষান্তে মড়ক ভয়ে,—এলে ম্যালেরিয়া,—
কেউবা সারাতে আসেন "ক্রণিক্‌ডিস্‌পেপ্‌সিয়া";
ছেলেরা অসুস্থ তাই বদ্‌লাতে "জল হাওয়া"—

* ১৯১৪ সনের মহাসমর।

এই বোলে,—সরেচেন নিয়ে এণ্ডা বাচ্চা বেওয়া।
অনেকেই শ্রীমান্ তাঁরা—বেশ্ আমদানী আছে,
দুর্গোৎসব কোর্তে লোকে—বোলে বসে পাছে!
বাপ্ পিতাম্' কষ্ট ক'রে—কোরে গেছেন যা,
হাল শিক্ষায় প্রতিপন্ন—বাজে খরচ তা।
হ'তেই হবে এখন মোদের—খুব উন্নতিশীল,
তাই, তাস খেলি, পশ্চিমে বেড়াই—সুধি সেক্রার বিল্,
আরো উঁচু হ'তে হলে—সস্ত্রীক্ যাই হিল্,
কিম্বা টেবিলেতে চালাই—বিলাতী "বভ্রিল্"।

গরজী মহাপ্রসাদ

বাবুরা কাশীতে এসে, সর্ব্বাগ্রে সুধায়—
মাংসের সের কত ক'রে কোথা পাওয়া যায়?
ওরি মধ্যে চক্ষুঠেরে—ধর্ম্ম রাখেন যিনি,
উঁচু গলায়—"মহাপ্রসাদ"—খোঁজ করেন তিনি!
মাইল খানেক দূরে অবস্থিত—দুর্গাবাড়ী,
সেথা নাকি পাঁঠা কাটে—দু-এক ঘর হাড়ি;
মা-দুর্গা আর যূপকাষ্ঠে—যে দূরে সম্বন্ধ,
"বার্ড্ বাই লিমিটেসন্"—বোলে হয় সন্দ।
কাট্তি বুঝে কোপ্ হয়—পাঁঠার ওজন এঁচে,
খরিদ্দার জুট্লে—আবার কোপ্ করে কেঁচে!
এ মহাপ্রসাদের অর্থ খুঁজে নাহি পাই,
সুবিধাটা মন্দ নয়, তাতে সন্দ নাই।
ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি, এতে লক্ষ্মী যদি,—
এতেই আট্কে থাকে যদি ভারত উন্নতি,
তবে,—এই মহাপ্রসাদ অবশ্য মহান্,—
ব্যবসার বীজটা এতে আছে মূর্ত্তিমান্।

বাবুদের খাতির

তর'-বেতর' সাজ্ সজ্জা, চেনা বড় কঠিন্—
কোন্ দেশ্ থেকে এলেন্—সকোট্রা না কোচিন্ ?
কেউবা যেন' নবাব বংশ—মীরকাসিমের কেউ,—
এম্নি ভাবে চলেন্ আর—তুলে বেড়ান্ ঢেউ।
দোকানী পসারী সবে—বেজায় মেরে ঝিঁকি—
"আইয়ে বাবুজী" বলে জানায় "বন্দিকি"।
বাবুর মেজাজ্ তখন—আড়কাটায় ঠ্যাকে,
দুদিন পরেই জোয়ার মোরে—ভাঁটা পড়ে ট্যাঁকে।
যেই বাবু ফিরেছেন্ পেছন্, অম্নি হেসে বলে—
"চিনে নিছি বাংলা দেশের—বেওকুবের দলে"।
দেঁড়ে-মুষে নেয় যারা—মাথায় বুলিয়ে হাত,—
আড়ালে "সম্বন্ধী" ছাড়া—কয়না তারা বাত্।
আপোসে আলাপ-কালে—মোদেরই প্রসঙ্গ,
পথে ঘাটে কোরে থাকে—ঠাট্টা আর রঙ্গ।
তারাই ভাবে সং আমাদের—যাদের ভরাই পেট্,
যেচে খোয়াই জাতের মান,—দেশের মাথা হেঁট।
দিন থাক্তে পূজার আগে—চোকায় সবাই চাকু,
ফির্তি বেলায় হেসে বলে—"ভঁ্যা করতো বাপু"!

বাজারে বসন্ত-পাখী

ছুটিতে ছেড়েছে যারা, বাংলার নীড়,—
হাজারে হাজারে করে বাজারেতে ভিড়।
কাঁচা-তেঁতুল, সজ্নে খাড়া, ডেঙো আর ডুমুর,—
নিমেষে অদৃশ্য হয়—সয় না তাদের সবুর্।
থোড় মোচা শাক্ কচু—যা কিছু জঞ্জাল্,
লুঠে যেন ল'য়ে যায়—ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গাল্।

চিন্তা নাই—ওই ঝুড়িতেই থাকেও পাখীর ডিম্,
একদম্ ফার্ষ্টক্লাস্—ভরা ভিটামিন্ !
মাছের বাজারে যাও—অপূর্ব্ব সে হাট্,
মেচো বলে "ছ' আনা সের"—বাবু দেন্ আট্ !
বড় শঙ্কা এত সস্তা পাছে অন্যে নেয়,—
দূরে থাক্ দর্—তারা বেশী ফেলে দেয় !—
ভিড়্ বাড়াতে দর চড়াতে, আছে আর এক জাত,—
বেকার মালগুজার গুষ্ঠী—আমলা থাকে সাথ ;
পরের মুণ্ডে কাঁটাল ভোক্তা,—কাপ্তেন বাবুর "স্কন্ধী"*—
আর,—বেগ্ড়া-ছেলে বড় লোকের, নিষ্কর্ম্মা সম্বন্ধী।
কারো বা পয়সায় আছে—প্রজার রক্ত মাখা,
কাহারো বা মক্কেলের মাথা মুড়োনো টাকা ;
কেউ বা পরের ধনে—আমীর সেজেছে,
কেহ বা শ্বশুর-দত্ত—বিষয় পেয়েছে ;
পড়েনি মাথার ঘাম্—রোজগারেতে কারো,
সাধু-শ্রমে আসেনি যা,—ফ্যালো যত পারো !
কিন্তু ভাই করিতেছ—বড় শক্ত পাপ,
দরিদ্র দুঃখীর শুধু—কুড়াইছ শাপ।
দিনান্তের শ্রমে তারা, দশ পয়সা পায়,—
তাহাতে সংসার পালে—পরে আর খায়।
তাদেরও স্ত্রী পুত্র আছে, তারাও মানব,
গাড়ি ঘোড়া গয়না নাই—আর আছে সব,
ক্ষুধা আছে লজ্জা আছে—মর্ম্ম আছে তারো,
ভাই হ'য়ে কেন' তায়, অনাহারে মারো ?
তারা যা প্রচুর পেতো—কড়ির দরেতে,
পয়সা ফেলে, অংশ তার কেনো আদরেতে।
কোথায় উপায় তুমি, করিবে তাদের,—
না হ'য়ে,—হরিছ অন্ন নিরন্ন দীনের !

---

* যাহারা কাপ্তেনবাবুর স্কন্ধে ভর করিয়া থাকে।

ইতি "ভ্যাকরণ বিভীষিকা"।

ধর্ম্মক্ষেত্রে এই কর্ম্ম তোমাদেরই সাজে,
কলঙ্কে ভারতে আর ডুবোয়োনা লাজে।
মধুপুর ওয়াল্‌টেয়ার, আছে দেওঘর,—
দার্জিলিং দেরাদুন্, শিমলা শিখর,—
তোমাদের তরে সবই, রয়েছে ত' ভাই,
এটা শুধু তীর্থবাসী গরীবের ঠাঁই,
বৃদ্ধ আর বিধবার—শেষ আশা-স্থল্,
ঐশ্বর্য্য আঘাতে তাহা—কোরো না অচল;
পাঁচ সাত টাকা,—কারো, ভিক্ষাই ভরসা,
কামনা মরণ শুধু, মুক্তিই লালসা।
এ পবিত্র ধামে আর এ উদাস হৃদে—
অনটন্-শেল্ আর দিওনাক' বিঁধে।

মোদের ধর্ম্ম,—কথার কথা, বসন্তের পাখী,—
যে কদিন্ লাগে ভালো, আরাম কোরে থাকি;
জমী কিনি বাড়ী করি—বিষয় আশয় বোধে,
তিলমাত্র নহে তাহা ধর্ম্ম উপরোধে।
তার সঙ্গে গঙ্গা স্নান—বিশ্বনাথ দেখা—
হোলো ভালই, হ'তেই হবে—নাইক' এমন লেখা!
কাশীবাসীর অনুরাগ আর—নিষ্ঠা ভক্তি যা,—
মনকে চোখ্ ঠার্‌লে কি ভাই—পেতে পারি তা?
দর-বাড়িয়ে গরীব মেরে, নাইকো বাহাদুরী,
নির্দ্দোষ নির্ধনের শুধু গলায় দেওয়া ছুরি।
কোরলে কাশী বাবুয়ানার বিলাস ভবন,—
তীর্থবাসীদের হবে জীয়ন্তে মরণ।

বঙ্গনারীর বাহাদুরী

ভারতের সকল জাতই, কাশীধামে আসে,—
সবাই কিন্তু হার্ মেনেছে বাঙ্গালীর পাশে;

সকল তাতেই দেখতে পাই এঁদের বাড়াবাড়ি,—
সবার কাছে জয়-পতাকা নিয়েছেন কাড়ি।
চা, চপ্, চাট্ থেকে—কোরে এসে সুরু,—
মকার বকার ফোঁটা জটা, সব বিষয়েই গুরু!
মেয়েদেরও বাড়াবাড়ি, চোড়েছে সপ্তমে,—
বাসায় তাদের মন্ বসেনা, পথে পথেই ভ্রমে!
রাস্তাই হ'য়েছে তাদের সখের বৈঠকখানা,—
দল্ বেঁধে সব—ঢেউ তুলে যায়—মেলে সিল্কের ডানা!
পান চিবিয়ে অট্টহাসি, খোশ্ গল্প পথে,
ভদ্রেরা সব পাশ কাটিয়ে—সরেন্ কোন' মতে।
সেলাই-সর্ব্বস্ব আর জমি-শূন্য জ্যাকেট,—
হাইকলার ঘুরে হার্—ঝুলচে তায় লকেট্,—
দুধারেতে হাতা দুটো—হাতীর কানের মত'—
লট্ পট্ কোরে শুধু—দুল্‌চে ক্রমাগত।
"নাদিরশা" বেড়ান যেন দিল্লীর রাজপথে,—
বিজয়-গৌরব তাঁর—ঘোষিয়ে জগতে।
কিম্বা যেন' কনুই থেকে, বাদুড় দুটো ঝোলে,
প্রমীলার মত' বেশে—বেড়ান সব চ'লে।
যে দেশে এসেছ' দ্যাখ'—তাদের মহিলারা—
কি বেশে বাহির হয়,—কি তাদের ধারা।
বেহায়ার মত সব পথে ঘাটে ফিরে—
পরিহাসের পাত্র হেথা—কোর্‌লে বাঙ্গালীরে।

"নাচিতে চামুণ্ডারূপে"—মথিয়া অবনী—
"সাইকেলেতে" সাড়ি পরা—ছুটিছে রমণী;
রাস্তা চিরে, মসীকৃষ্ণ—বিদ্যুতের ছটা—
প্রকাশি, চলেছে যেন—কলির ত্রিজটা!
"মোটারে"ও দেখিতেছি—সুভদ্রা সারথী,
কাশীতে অলীক্ আর্—নহে এ ভারতী।

কবির আশা—"না জাগিলে ভারত ললনা,—
আজো কি অপূর্ণ আছে ?—তোম্‌রাই বলনা ?"

বৌ-ঝিদের সখের বাজার

পোড়া বাঙ্গলায় যত মিহি—তত তার খ্যাতি,
কাপড়ে ক্রমে উলঙ্গ—হ'য়েছে এ জাতি !
ভাগ্যে হয়েছিল দেশে সেমিজের চাল্‌,—
রক্ষাটা হ'য়েছে তায়—কতক জঞ্জাল্‌ ।
ঘোমটা হীন; "পিন্‌"*-পেয়ারী—আল্‌তা পরা পায়,—
হাল্‌ ফ্যাশানে বগল বেড়ে সিল্কের চাদর গায়,—
অলঙ্কারের-আড়ৎ যেন'—চলেন ঘরের ঝি,
পশ্চাতে রন্‌ পাকের মত—সঙ্গী কর্ত্তাটি ।
কর্ত্তারা দুদিকে যেন'—মোটর গাড়ির চাকা,—
সাড়া শব্দ সবই তাঁদের– গাড়ির শব্দে ঢাকা !
পাথর বাঁধানো গলি, আছে বুক পেতে,—
তানাত' পাতালে যেত'—লাথি খেতে খেতে ।
কাঠের খেল্‌না চুড়ির দোকান—বাসনের বাজার—
দেখ্‌লেই দাঁড়াতে হবে,—বেচারারা নাচার !
জার্ম্মান্‌-সিলভারের বাসন, নিকটস্থ হ'লে—
কর্ত্তা স্মরণে—"বিশ্বনাথ শূন্য হোলো থ'লে" !
তিন-পুরুষের ফর্দ্দ—মায় মাস্‌তুত' মা'র মাসী,—
তাঁরো তরে চাই একখানা, জার্ম্মান্‌-চাঁদরী কাঁসী ।
সিগারেট্‌ মুখে কর্ত্তা, ভাবেন মনে মনে—
"ঝক্‌মারীর মাশুল আজ দিতে হবে গ'ণে" ।

---

* "সেফ্‌টি পিন্‌" ।

অপক্ক বৌ-ঝিরা সব, সাজেন্ ছাড়া পাখী,
চোখ্-বুজে কর্ত্তারা ফেরেন—মান সম্ভ্রম ঢাকি।

বিশ্বনাথের আরতি দর্শনার্থিনী বঙ্গ-অবলা

আট্‌টা রাতে বিশ্বনাথের—হয় যখন আরতি।
দেখ্‌বেন সেথা বেশীর ভাগই, বাঙ্গালী যুবতি।
অন্য রমণীরা আছেন—নাইক' এতো আটা,
নাইক এমন ধর্ম্মে মতি—এতটা বুকের পাটা।
আদ্ মাইল্ গলির পথ, বৌঝির দল মেলে,—
সঙ্গে কারো ছোট ভাই—ন'বছরের ছেলে,
কিম্বা তাঁদের বাসাউলী—বিখ্যাত আদ্-বুড়ি,—
অথবা সে-পাড়ার কোন' নাম্‌জাদা এক খুড়ি,—
চলেছে সব সৌখীন ভাবে বেশ বিন্যাস সারি,—
পোদ্দারের দোকান্ যেন'—অলংকারে ভারি।
পুরুষের ভিড়ে যখন, রাস্তা সরগরম্,—
ঠাশা ঠাশি ঘেঁশাঘেঁশি,—সম্ভ্রম সরম—
বিসর্জ্জিয়া চলে যেন—স্বাধীন জানানা,—
আশায় বুক দশ হাত হয়, দেখে ব্যাপারখানা।
এত নিষ্ঠা এমন শ্রদ্ধা। এইত হিন্দু ধর্ম্ম,
এ আরতি দেখা নয় যার তার কর্ম্ম!
বাঙ্গালীর বৌঝি ব'লেই—পার্‌চে এরা সেটা,
এই তো এত' জাত রয়েছে—পারুক্ দেখি কেটা!
ব্রাহ্ম বা আর্য্যসমাজী, কিম্বা হলে খৃষ্টান্—
ছিলনাক' কোন' কথা,—জানেন্ তাঁরা সম্মান্—
কি ক'রে বাঁচাতে হয়,—রাখেনও ক্ষমতা,
পর্দ্দানসীন্ হ'য়ে একি সখের বর্ব্বরতা।

সাধু সাবধান

শুন্‌তে পাই চল্লিশের পর, চুল্‌টা কাটেন্‌ খাটো
রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন—কথাটা কন্‌ মাটো ;—
উপদেশটা দেন শুধু—লন্‌না সেটা কানে,—
মুখে মুখে শ্লোক আউড়ে শুনান গীতার মানে ;—
"রুদ্রজামল্‌, পাতঞ্জল্‌—ডামর", জানা আছে ।
হঠযোগের আসন দেখান যুবতিদের কাছে ;—
মাছ মাংস বেড়াল তরে, কিনে নে'যান নিত্য,—
ভৈরবেতে সদাই নাকি ভ্রমে এঁদের চিত্ত ;—
পরিধানে দেখ্‌তে পাবেন—গেরুয়া কিম্বা মট্‌কা,
আচ্ছাদন নামাবলী,—সেইখানেই খট্‌কা !
অনেকেই বাড়ী রাখেন—নিজের কিম্বা ভাড়ার,
এমন চালে চলেন, ঠিক কর্ত্রী যেন পাড়ার ;
মুফ্‌লিস্‌ যুবা কি প্রৌঢ়—তাঁদের খোঁজ করে,
যাত্রীদেরও সমাদরে তোলেন নিজের ঘরে ;
সাবধান,—কভু এদের মিষ্ট কথায় ভুলে—
নিশ্চিন্তে বোঁঝি রেখে বিশ্বাসের দ্বার খুলে—
গায়ে ফুঁদে বে-পরোরা—যাবেন নাক' দূরে,—
বিশেষ রবেন খবরদার—সন্ধ্যা কি দুপুরে ।
নানা রকম বিপদ্‌ আপদ্‌—শুনুতে পাই ঘটে,
একেবারে মিথ্যা নয় যে কথাটা রটে ।
বড় বড় ওস্তাদের—কান্‌ কেটে দেয় এরা,
ক্ষতি, কি অপযশ নিয়ে, হয় শেষ ফেরা ।
অবশ্য—নয় সকল ক্ষেতের এক রকমই চাষ,
ভাল' ক'রে তত্ত্ব নিয়ে—ক'র্‌বেন বিশ্বাস ।
কেহ কেহ আছেন যাঁরা মায়ের মতই ঠিক্‌,—
সাহায্য যত্ন আদর সেথায় আন্তরিক ।
মন্দটার সংখ্যাধিক্য—কোথাই বা নয়,
হেথায় কিছু বাড়াবাড়ি—বোলতে তাই হয় ।

জুতো কই !

বড় দুখ্‌খু রইল' মনে, মোরে গেল সব্‌ 'রিফর্ম্মার"
চিরদিনই কেঁদে গেল'—হ'ল না ভারত উদ্ধার।
অনেকেরই দুখ্‌খু ছিল—"বেড়ায় না কেউ ঘোম্‌টা খুলে,
ঘোম্‌টা হেথা অতীত কথা,—রাস্তায় এরা কুষোয় চুলে !
আহারান্তে দুপুর-বেলা—এ-ওর্‌ বাড়ী খেল্‌তে তাস্‌—
পথের মাঝে এলোচুলে—যাত্রা এদের বারোমাস।
মা আমাদের চিরকাল্‌টা—গায়'দে মোলেন্‌ মোটা চাদর,
শাল্‌ দোশালা দিইনি তাঁরে—এম্‌নি তখন ছিলুম বাঁদর ;
ভাগ্যে এখন মানুষ হ'য়ে—পরিবারকে দিচ্ছি সেটা,—
ভবিষ্যতে লজ্জাটা আর—পাবে নাক' মোদের বেটা !
জুতোটা পরালে আরও—হয় একটা উপকার,—
পথে ঘাটে পুঁজোর ফুল্‌টা—ঠ্যাকে না চরণে তাঁর !

দুঃখটা মোর ঘুচে গেছে হয়ে গেছে সেটার চলন্‌
স্যাণ্ডেলে ছেয়েছে দেশ,—অভাবটা হয়েছে মোচন্‌ !
এটা কিন্তু হয়নি মন্দ ; আসছে স্বাধীন হবার দিন,
যখন, বিয়ের কথা ভাবেনা বাপ—দস্তুর মত উদাসীন !
দুশ্চিন্তারো নাইক কিছু, উঠে গেছে ঠাকুর ঘর্‌,
ভাতের হাঁড়ির ভার নিয়েছে উড়িষ্যার দ্বিজবর।

কাশীর-কিঞ্চিৎ

দফা—রফা

উপাধি না ব্যাধি

উপাধিটা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা হেথা অতি,
অনেকেই শিরোমণি, বহুৎ বাচস্পতি,
কেউ বা হেথা কবিরত্ন, কেহ সাংখ্যভূষণ,
ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যারত্ন, স্মার্ত্ত, তর্ক-পঞ্চানন ;
চূড়ামণি, কেহ শাস্ত্রী, কেহ বেদান্তবাগীশ,
অনেকেরই নামের ওটা, চটক্‌দার্ পালিস্ ।
এইরূপ খেতাবের নাহিক অবধি,
"রতনের" ছড়াছড়ি—বিপুল জলধি ।
কার্ দত্ত উপাধি যে—পাইনাক' খুঁজি !
অনেকেরই "চাণক্য-শ্লোক" "স্তবমালা" পুঁজি !
"মনুটো" যাঁর দেখা আছে, কে পায় তাঁর নাগাল্,
উঁচু গাছে জড়িয়ে উঠে—ঝোলেন্ যেন মাকাল্ ।
তার উপরে ক্রিয়াকাণ্ড—কতক জানেন যিনি,—
অস্থানে অনুস্বার দিয়ে—বাহবা ন্যান্ তিনি ।
ইহাতেই "স্মৃতিরত্ন" বলেন তিনি নিজে,
শোলা হয় কি রসগোল্লা—চিনির জলে ভিজে ?
ঘুঁতিয়ে টোল্ ভেঙে কেউ—বেরিয়েছে রাস্তায়—
বিধান্ দিতেও পরিপক্ক সৃষ্টিছাড়া অবস্থায় !
জুতো মোজা র‍্যাপার কোট—সবই ওঠে অঙ্গে,
একালের নিন্দা কিন্তু—আছে তার সঙ্গে ।
পণ্ডিত হ'লে রসিক হয়—সেটাও বেশ জানেন,—
বে-তালেও "রসরাজের"—শ্লোকগুলো ঝাড়েন্ ।

মাইকেল নামেতে এক সম্ভ্রান্ত সুজনে—
জিজ্ঞাসে নামের অর্থ—জনৈক ব্রাহ্মণে
তিনি ক'ন—"কিছু নয়, ওটা একটা টাইটেল্,—
"কুন্তলীন্" ব'ল্‌লেই যেমন বুঝায়—সুগন্ধী তেল।
"মাইকেল্" শুনিলে বুঝো—"মধুসূদন দত্ত,"
"আকাশ" ব'ল্‌লে বোঝায় যেমন—মস্ত একটা গর্ত্ত।
বিপ্র বলে—না বুঝিনু এ বিচিত্র খেল্,
"মাইকেল্"ও বুঝিনু যত'—তত্তই টাইটেল্" !
আমিও বুঝিতে নারি—না পোড়ে কেতাব,
কেমনে মিলিছে এত'—দুচোকো খেতাব !
সন্দ হয়,—এইগুলো উপাধি কি ব্যাধি,
অ-কৃত্রিম্ মৃগনাভি কিম্বা ইঁদুর-নাদি।
যথার্থ পণ্ডিত যাঁরা,—থাকেন নীরবে,
কাশীতে কৈবল্য চিন্তা করেন তাঁরা সবে।
তাঁদের তরেই বিশ্বমান্য—বিদ্যা-কেন্দ্র কাশী,
দেশ দেশান্তরের লোক—মাথা নোয়ায় আসি।

"বাড়ী" বিসর্জ্জন

বড়দের বাড়ী খুঁজতে বড়ই লাগে ধোঁকা,
অপমান না হও যদি, হবে কিন্তু বোকা।
ছোটরাই বাসায় থাকে, বাজার করে খায়,
সর্ষের তেল মাখে আর ডুব দেয় গঙ্গায়।
সম্ভ্রান্তেরা সৌধে থাকেন, কারো অট্টালিকা,
তাঁরা সবাই মার্কামারা, নহেন গড্ডালিকা।
পণ্ডিতদের মুখস্পর্শে—"হাওয়া" যেমন হন্ "পবন"
কোর্টের গন্ধ থাকলেই যেমন নোটিশগুলো হয় "সমন।"
কাশীতে ইট্ গাড়্‌লে তেম্‌নি,—বোদ্‌লে গিয়ে নাম্,

কেউ "আশ্রম" কেউবা "ভবন্"—কেউ হয়ে যায় "ধাম"।
কেউবা "নিবাস্" কেউ "নিকেতন," হয় বা কেউ "কুটির"
এদ্দিন্ পরে "বাড়ী" গুলোর—পালা প'ড়েছে ছুটির।
শুদ্ধিপত্র পেয়ে এখন বাড়ী আর নাই,
"ট্যাবলেট্" যা বলে এখন বলতে হবে তাই।
বাঁক্ড়ো জেলার যাত্রীরা ত'—রাখেনা এ খবর্,
পাথরের-গায় লেখা দেখে জিজ্ঞাসে—"কার্ কবর্"?

ধর্ম্মরক্ষা ও সমাজসংস্কার

ধর্ম্ম আর সমাজরক্ষার—সহস্র প্রস্তাব,—
বহুৎ মন্তব্য দেখি,—নাহিক' অভাব।
কণ্ঠে আর কাগজেতে, দেখ্তে তাদের পাই,
কেবল মাত্র কার্যক্ষেত্রে—সাক্ষাৎটা নাই।
আছে বটে কতক্গুলো—কচু আর ওল্,
"আচারে" প্রবেশ পেয়ে—বাধিয়ে দেছে গোল।
কে কোথা বিদায় নেছে—চেপে ধরো তাকে,
অমুকের পুত্র কেন'—টিকি নাহি রাখে?
কে কার ব্যবস্থা দেছে—রাখো তাঁরে ঠেলে,
সে দিন অমুক কেন'—হাঁসের ডিম খেলে?
কোন্ ব্রাহ্মণ ভুলে গেছে—পৈতে দিতে কানে,
সপ্তরথী মিলে তায়—বোধ্তে হবে প্রাণে!
এই সব অশ্বডিম্ব—ল'য়ে দিন রাত—
টিকি নেড়ে ঝাড়েন শুধু—বকেয়া সব বাত।
মাছি কেবল ব্রণ খোঁজে—মধুকরে মধু,
স্বভাব দোষে শ্রীক্ষেত্রেও দ্যাখে কেউ কদু!
ভাবেন তাঁরা এই উপায়ে—আন্বেন সত্যযুগ,
যত আছে মাসকড়াই—হবে সোনামুগ।

সে আর হবে না প্রভু সেদিন গেছে চলে
পারেন নিজে করে যান—প্রাণ যেটা বলে।
নিছাঁক্ সেকালের কথা—একালেতে ছাপি,—
আচারের প্রভেদগুলো—প্রাচীন মাপে মাপি,
পাছু হ'টে ফিরে আবার—যেতে মনুর বাড়ী,
কোপ্‌নি প'রে হাঁতড়াতে—সেই পরাশরের হাঁড়ি ;
আসল ধর্ম্ম চাপা দিয়ে, আচার নিয়ে থেকে—
শ্লোক তুলে যতই কেন'—মরিনাক' হেঁকে,
মনে মুখে লুকোচুরি—কার্যে ধরা পড়ে,
কাল্-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে—মন্‌টা আগে নড়ে।
গভীর সমস্যাগুলো ঐ ছাঁচেতে ফেলে—
ঠাট্টা বা টিট্‌কিরির ভাষায়—হাজার লিখে গেলে,
হ'তে পারে তায় চরিতার্থ—লেখার কণ্ডুয়ন্,
দু'দশ কথা বলে নেবার—আনন্দ পোষণ,
কিন্তু তাতে নদীর স্রোতে—ফিরিয়ে বিপরীতে,
কথার জোরে হিমালয়ের—শিরে তুলে দিতে,—
হয় হোক্ সম্ভব তা—পণ্ডিতদের ঠাঁই,
আমার মত মূর্খের তা—বোঝ্‌বার জো নাই।

শিব-বিবাহ

গন্ধর্ব্বাদি বিবাহটা—মনু খুঁজলে পাই,
"শিব-বিবাহ" বোলে সংজ্ঞা বড় দেখি নাই।
শিবের রাজ্যে সৃষ্টিছাড়া—হওয়াটা চাই সব,
"শিব-বিবাহ" প্রথারও তাই এখানে উদ্ভব!
মনু থাক্‌লে অভিমানে—ডুব্‌তেন্ গঙ্গা-জলে,
ফাঁকের ঘরে অনেক প্রথাই যাচ্চে সটান্ চ'লে।
কুল্ শীল্ করণ কারণ—ঘর দেখা নাই এতে—

ঘটকের কুলুজী নাই—না মন্ত্র না পৈতে ।
না আছে তার জাতি বিচার—বিধবা সধবা—
কুমারী স-পুত্রা কিম্বা—কোন্ বংশোদ্ভবা ।
"ম্যারেজ" কিম্বা 'নিকের' চেয়েও, দেখ্চি এটা সোজা,
সুবিধাটাও ততোধিক, বওয়াও সহজ বোঝা ।
ঘর কিম্বা দালান উঠোন্—চাইনা কোন' স্থান,
কন্যা কি বরবর্ত্তা নাই—নাইক' সম্প্রদান ।
শিবের মাথায় হাত দিয়ে—এই রাজিনামা হয়,
মন্দিরের দ্যালগুলো সব—সাক্ষী তার রয় ।
কোনো এক মন্দিরে ঢুকে, প্রেমিক প্রেমিকা—
মঞ্জুরটা কোরে ফ্যালেন্—সখের এই ঠিকা ।
"সুতহিবুক্" যোগাদির—নাইক' পাঁজির ফ্যাসাদ,
পুরো মাত্রায় নয়ও এটা—প্রেমের পীড়ার ব্যাসাৎ ;
"এ" ভাবে "ওয়ে" অভিভাবক—আর, দোনোই ভাবে মনে
"ভাব্চো যা তা মোটেই নয়"—এই ভাবই দুজনে ।
পত্নীর চেয়ে পয়সার দিকেই—বরের বেশী নজর,
পস্তান্ শেষ "শিব-পত্নী"—না ফির্তে বছর ।
সত্য প্রেম যে কোথাও নাই—কে বোল্তে পারে,
শর্ম্মা ওতে চিরমুর্খ,—বিধাতাও হারে ।

ফুট্পাতের মর্ম্মকথা

কিছু দিন পূর্ব্বে হায় । ভাবিত' ফুট্পাথ্—
উৎপাতের মধ্যে সহা—নর-পদাঘাত ;
চিৎপাৎ হইয়া পড়ি—ভাবে সে এখন—
বেঞ্চি টুল টেবিল্ চেয়ার—সবারই চরণ—
বৈকালী-বৈঠকে তার বুকে চেপে বসে,—
বাবুরা তায় সওয়ার হ'য়ে—পমশু কেবল ঘসে ।
আয়েস্ পান্ ত' ঘসুন্ বাবু—তাতেও ক্ষতি নাই,

যে-সব কথা কন বসি সব—আঁক্‌ড়ে যদি পাই।
দেশের বুকে কি যে ব্যথা—কত আঁখি ঝরে,
স্মরি আমার মাটির বুক—ফাটি ফাটি করে;
কিন্তু এদের হাসি ঠাট্টা—লম্বা চওড়া কথা—
পান সুর্‌তি সিগার্‌ সনে জাগায় শুধু ব্যথা!
কেউ বোধ হয়, এই সে দিন—ছেড়েছেন্‌ ভ্রূণ,
আজ দেখি তাঁর পথে বসি—"চপ্‌" চিবোবার ধুম্‌!
এটাও যেন' বাহাদুরী—মস্ত একটা কাজ,
বঙ্গমাতার মাথায় এঁরাই—পরিয়ে দেবেন তাজ।
কাশীতে প্রকাশ্য পথে এ সব বাহাদুরী—
বাঙ্গালী আর বাংলার কি বাড়াবে মাধুরী?
নিজে মাটি—ধর্ম্ম আমার—মাটির খবর রাখি,
মানুষ কিন্তু শুন্‌চে' নাক—ভাই মোর্‌চে ডাকি!
বাংলায় দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট *—লক্ষ নর নারী,
তোমারি যব ভাই বোন্‌—অন্নের ভিখারী;
কত' মা বাপ ছেলে মেয়ে ভীষণ অন্নাভাবে—
ধড়্‌ফড়িয়ে যাচ্চে মোরে,—আরো কত যাবে!
তুমি হেথা ফুর্ত্তি ক'রে—এসেছ বেড়াতে,
মুখ বোদ্‌লে এক-ঘেয়েমী—কতকটা এড়াতে।
আজ যদি কৃপা ক'রে—সে সব দিকে যেতে,—
পুজোর ফুর্ত্তির এই টাকাটা—ভাগ কোরে সব খেতে।
বেশী নয়—রেল ভাড়াটার—অর্দ্ধেকটাও দিলে—
দশ হাজারও বাঁচতো, যারা মোর্‌চে তিলে তিলে।
আজকাল দেখি ছেলেছোকরাই কাশী আসেন বেশী,
আর আসেন উকীল মোক্তার—প্রকৃত স্বদেশী!
দেখ্‌লে কিন্তু বাবুদের, হাওয়া খাবার বাই,—
কে বোল্‌বে অন্নাভাবে, দেশে মোর্‌চে ভাই?

---

* ১৩২২ সালের পূর্ব্ববঙ্গ, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষ।

কাশীর মাছ মাংস দুধ—রাবড়ী আর মালাই—
রাখেনি কি বাঙ্গালীর—দয়া ধর্ম্মের বালাই।
দু'চার মুটো মোটা ভাত,—যা হয় একটা ডাল,
এ টুকুও ত্যাগের আজও—আসেনি কি কাল্?
এই সব দেখে কেবল—অন্নপূর্ণা হাসেন,—
নিভৃতে নীরবে কিন্তু—চোখের জলে ভাসেন।
একটা বছর নাইবা এলেন্—বাঁচান গিয়ে ভায়ে,
সেই খানেই নিয়ে যান—অন্নপূর্ণা মায়ে,
অন্নকূট্ অন্নমেরু—করুণ গিয়ে সেথা,
আপনি ছুটে যাবেন মাতা—ছেলে ডাক্‌বে যেথা।
দেখ্‌বেন তায় কত তৃপ্তি—টাকার সার্থকতা,
স্বদেশীর চরম সিদ্ধি—পরম সফলতা।

বড়রাও বার্ দিয়ে—বসেছেন দেখি,—
কেহ বা বিশিষ্ট, কেহ—ঢেঁকি কিম্বা মেকি।
"গুড়ের সের পাঁচ আনা—গ্যালো এবার দেশটা,
বেশ কোরে টিকে দিয়ে—তামাক দেতো কেষ্টা"।
"চার আনা পালমের সের—শুনেছ' কি বে'ই?
বাজারে আর আমাদের—ঢোক্‌বার যো নেই"।
"আমরাই দেখেচি ভাই—টাকায় এক মণ চাল,
কোথায়ই বা গ্যালো সে দিন,—হায় রে সে-কাল"!
এই সব কথা—আর জোটে-বুড়ির ল্যাজ্—
কে কতটা ছিঁড়েছেন,—জি-পি-নোটের ব্যাজ্।
আজকাল কত' কোরে? প্রভৃতি প্রভৃতি,
সন্ধ্যা ছ'টা থেকে ন'টা,—পরেতে নিষ্কৃতি!
বহু ভাগ্যে ঘটে ভালে কাশীক্ষেত্রে আসা,
সর্ব্বপাপহন্ত্রী গঙ্গা—সর্ব্ব তাপনাশা,
এ বয়েসে নিষ্ঠা সহ, সেখানে একবার
সন্ধ্যাকালে বোস্‌লে, পান আনন্দ অপার;

সময়টা কাটাবার তরে—এই "কথা-বাজী,"
আরো কি ভাল দেখায়—এ বয়সে আজি ?
দুটো কথা একটু হাসি, গুড়ুক্ দু-এক কোল্‌কে,
এরি মোহে এখনও কি—প্রাণটা ওঠে চোল্‌কে ?
আমার তাতে নাইক' ক্ষতি—পা'র্-ধুলো ত' পাই,
বুকটা পেতে পোড়ে থাকি,—ধর্ম্ম আমার তাই ।

দেখে তাঁদের লজ্জা হয়, এ উন্নতির যুগে,
মাটির রাস্তা ধুলোর কাঁড়ি, কাদায় যারা ভুগে ।
"৭ টাকার জুতো জোড়া—দুর্দ্দশা তার একি !
বুকটা করে চড়্ চড়্—তার পানেতে দেখি !
তিন হাজারের মোটরখানা হোলো দেখছি নষ্ট !"
Tarred Road হবে কবে, ঘুচ্‌বে এঁদের কষ্ট !
দুর্ভাবনা ছাড়ো বাছা ব্যবস্থা হয়েছে তার,
মায়ের মুখে 'টার' মাখাতে বিলম্ব নাহিক আর !
আরম্ভ হয়েছে তার, সুপুত্র সব আছেন যখন,
থাকবে কেবল তাদের বাকি, অন্ন যারা যোগায় এখন ।
তারাই আমার পেটের ছেলে—মাটি যাদের আপন মা,
বেঁচে থাকুক ধুলোয় কাদায়,—না হ'লে দিন চলবে না !
ভাই বলে তাদেরও দেখো, 'অটোনমির' স্বপ্ন মিছে,
মনে মনে পুঁটুলি বাঁধা,—ফস্কা গেরো বুঝবে পিছে ।

মোণ্ডা-খেগো কাশীবাসী

সন্দেশাদি মিষ্টান্নের দোকানের সারি,
বাঙ্গালীটোলার পথে—শোভিছে দু'ধারি ।
তিরিশ খানার কম নয়,—বিশ মণ মাল,—
কাটে নিত্য নিয়মিত,—সন্ধ্যা কি সকাল ।

কাশীবাসী কৃপা করি—চোয়ালেতে চূর্ণ—
করি তায়,—করেন্ তাঁর বৃকোদর পূর্ণ।
ক্ষীরমোহন চম্-চম্ রসগোল্লা আর—
রাব্ড়ি প্রভৃতি হয় সাত্ত্বিক আহার ;
কাজেই—এ ধর্ম্মক্ষেত্রে—প্রাচুর্য্য তার'চাই,
তানাত' চ'লেই যেত'—চানাটা চিবাই।
কি বহরের "বাসী" আছেন, কিরূপ তাঁদের ওজন্,
বুদ্ধিমানে বুঝে নিন্—দেখে এই ভোজন।
অনেক বিধবায় রাতে—তিন-পো মাত্র খান,
এইরূপ একাহারে—জীবনটা কাটান্।
"কি কঠোর"। ভেবে—পেটে হাত্ পা যায় সেঁদিয়ে,
লোভে পুত্রী ত্বরা না দেন—ধরা থেকে মোয় খেঁদিয়ে।
দ্বাদশীর প্রাতে—কিন্তে গেলে রাবড়ি মালাই,—
দেখ্বে, যেন কাশী ছেড়ে—গেছে সে সব বালাই।
দশমীর দাপট্ দেশে—ভাবে আফিম্খোর,—
"ব্রজ ছেড়ে কাশীতে কি—এলো ননী-চোর ?
যাঁরা আছেন বড়লোকের—বড়-পায়ার গুরু,
তাঁদের বরাদ্দ'গুলো "সের্" থেকে সুরু ;
সম্বন্ধী কি ম্যানেজার—ষ্টেটের চার্জ্জে থাকেন,
তাঁরাও রীতিমত এই—সাত্ত্বিকতা রাখেন ;
বাকি খান—যাঁরা সব পরের মুণ্ডেই সারেন,
অবশিষ্ট যেটা—সেটা বাবুরাই মারেন।
এইরূপ কষ্টে হয়—সাত্ত্বিকতা রক্ষা,
কেউ খায় ম্যাওয়া ফল্—বেদানা মনক্কা।
সন্দেশের বিজ্ঞাপনও—বিলি হয় হেথা,
ক'লকেতার ভীমনাগও—জানতো না সে কেতা।
'অবাক্' অবাক্ হয়ে—থাকে গুঁড়ি মেরে,
'নবাব্-ভোগ্' 'মোহনচূড়া',—স্থান নিচ্ছে কেড়ে।
'পানফলে'র আকার ক্রমে—ধ'রেছে 'সিঙ্গাড়া',
দেড়-টাকা সের হেঁকে সেও—দিতেছে শিং-নাড়া।

বড় বড় যোগীদেরও—শুনতে পাবেন্ পতন্,
টেক্স, বয়েস, বাজার-দরের,—উত্থান্‌টাই চলন্।

কাশীতে শিব-প্রতিষ্ঠা

কাশীতে শিব-প্রতিষ্ঠা—অনেক ভাগ্যে ঘটে,
মহাপুণ্য-কীর্ত্তি ইহা—কাশীখণ্ডে রটে।
মহা মহা পুণ্যবান—পুণ্যবতী আর—
মর্ত্তধামে ঐশ্বর্য্যের—যাঁরা অবতার ;
তা ছাড়া অতীতের কত'—সাধু মহাজন,
এই মহাকীর্তিস্তম্ভ—করিয়ে স্থাপন,—
অর্চ্চনার সুব্যবস্থা—ক'রে গেছেন সবে,
নির্ব্বিঘ্নে তা বর্ত্তমান—আছে সগৌরবে।
প্রাতে পূজা, সায়াহ্নেতে—শঙ্খ ঘণ্টারতি,
ধূপ্ দীপ্ সর্জ্জরসে—শান্তিপ্রদ অতি।
দেখে শুনে—রামা শামা পাঁচী, পুঁটি, চেগে—
দু-চোখো শিব-প্রতিষ্ঠা—কোরেছে সবেগে !
ভাড়ার আশায় বাড়ী কোরে,—কষ্টে সৃষ্টে অতি,
একফুট্ স্থান শিবকে দিয়ে—বাড়িয়েছে দুর্গতি,
ভাড়া আদায়, কাশীবাস, শিব-মন্দির দান,—
এক ঢিলেতে তিন পাখীই—মারেন বুদ্ধিমান !
বাড়ীর ডাইনে শিবের কোটর্—লাগানো তায় চাবি,
অন্ধকূপে দিন রাত্তির—থাচ্ছেন্ তিনি খাবি।
মাকর্শা উইচিংড়ে মশা—ইঁদুর তাঁর সাথী,
দিনান্তে চকিতের ন্যায়—দেখেন্ কেহ বাতি !
এটা—যাঁর বহু ভাগ্য, তাঁরই ব'লচি কথা,
দিনে দুটো চাল জল, এই সাধারণ প্রথা।
বহু আছেন পান্‌না যাঁরা—পূজারীর বার্,
পক্ষান্তে বা হপ্তায় কেহ—খোলে একবার দ্বার।

মাসিক এক টাকা—কার' আট আনা বরাদ্দ,
তারির মধ্যে মাইনে আর মহাদেবের খাদ্য ।
কাজেই এই আদ্য-শ্রাদ্ধ—এই ভাবেই চলে,
জানি না উভয়ের ফল্—কার্ কতটা ফলে ।
কর্ত্তার এটা সুরতি-খেলা—এক টাকা নয় যাবে,
ভাগ্যে যদি লেগে যায়—সস্তায় স্বর্গ পাবে ।
পক্ষান্তরে পাইখানাটা—বামদিকেতেই শোভে,—
সেটার আছে মেরামত—মেথরাণী রোজ্ ধোবে ।
সিঁড়ির নীচের ফাঁকটাই প্রায়—শিব দিয়ে হয় ভরাট্,
কাঠ কয়লা ঘুঁটেও থাকে,—শিবের যেমন্ বরাত ।
অষ্টপ্রহর পায়ের শব্দ—জুতোর মশ্মশানি—
মাথার উপর চলে নিত্য,—নিম্নে শূলপাণি ।
দেবতাদের সঙ্গে এই—নিষ্ঠুর বিদ্রূপ—
সশঙ্ক হৃদয়ে দেখে,—থাক্‌তে হয় চুপ ।
বিলাসে বিষয়ে ডুবে—মালিক থাকেন দেশে,
শিবের দুর্গতি কেহ—দ্যাখে নাক' এসে ।
ভক্তে যেন' ভবিষ্যতে, সুব্যবস্থা করি—
প্রতিষ্ঠা করেন শিব—এ সকল স্মরি ।

খালাস্-পাওয়া ডাক্তার

চুল্ পাকিয়ে খালাস্ পেয়ে—বহু ডাক্তার আসি,—
পুঁজি আর পেন্সন্ নিয়ে—বাস করেন কাশী ।
সত্ত্ব কত্ত্ব থাক্‌তে কভু—ছাড়ে নাক' কেহ,
রক্তটা জল কোরে দিয়ে—ভেঙে পোড়্‌লে দেহ,—
ওপার্ থেকে "ফাষ্ট্‌বেল্"—দিচ্চে যখন শমন,—
কর্ম্ম থেকে প্রায়ই দেখি—রেহাইটা-হয় তখন ।
তবু হেথা পোষাক এঁটে—গলায় দিয়ে "কলার্"—
কেঁচে আবার পুজেন যদি—"অলমাইটী ডলার্"

প্রবীনে নবীন সেজে—"প্যাণ্টে" দিয়ে তালি—
আবার তোলেন "সাইন বোর্ড্" —মাখিয়ে চুণ কালি,
কেমন্ কেমন্ দেখায় ;—বরং খালাস ক'জন জুটে—
খুল্‌লে একটা "গ্রাটিস্ হল্",—গরীব, অনাথ, মুটে,—
সাহায্যটা পায় সেখানে—যতটা সম্ভব ;
সার্থকও হয় কাশীবাস,—সকলে গৌরব—
সহস্র মুখেতে ঘোষে ;—এবং এ আদর্শ—
ভবিষ্যতে অন্যদেরও—করেই-করে স্পর্শ ;
কৃপা কোরে ক'জন মিলে—হন যদি অগ্রণী,—
ক্রমে সাহায্যও করে—হৃদয়বান ধনী।
নেই-যে নয় তিন চারিটি—"দাতব্যের স্থান"
অসহায় গরীব গেলে—ওষুধ সেথা পান।
যতই তার আড়ম্বরে—থাকুক্ না দীনতা,
দুস্থেরাই বোঝে তার—কতটা মিষ্টতা।
মহাপ্রাণ লোকের এ সব—ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান্,
বিদুরের খুদ্ সম—চির মহীয়ান্।

স্যাকরার দোকান

চাল্‌ডালের দোকান তবু, খুঁজে দেখ্‌তে হয়,
স্বর্ণকারের দোকান হেথা কোথাও বিরল নয়।
যে গলিতে যাই আর যে ঘুঁজিতে ঢুকি,—
দিন্ রাত স্যাকরার দীপ—মার্‌চে সেথা উঁকি।
শুন্‌তে পাই—অষ্টপ্রহর খোলা রেখেও দোকান,—
তবু নাকি দিতে নারে—"বাসিনী"দের যোগান।
আংটি অনন্ত বালা, মাক্‌ড়ী আর হার,
প্যাটের্ন দেখে মেয়ে মদ্দে—দিতেছে অর্ডার।

প্রজাপতিগুলো আগে—মধু খেতো ফুলে,
আহার নিদ্রা ছেড়ে এখন—বোসে থাকে চুলে।
চিকের বাইরে মাছিগুলো—কোর্‌তো জ্বালাতন্‌,
এখন তারা নাক ছাবিতে—নিয়েছে আসন।
চিরদিনই বিশ্বনাথের—"স্ত্রৈণ" অপবাদ,
তীর্থক্ষেত্রেও গয়না জোটান্‌—মেটান্‌ সবার সাধ!

সার্ব্বজনীন 'বিশ্‌কর্ম্মা'র হয়নি আজো উদয়—
কেনো যে, তা বুঝতে নারি। শীঘ্র হবে বোধহয়।
উৎসাহী বেরুবেই কেহ—এ প্রস্তাবটা নিয়ে,
বেইমানী আর করা কেনো—দেবতায় ফাঁকি দিয়ে!
"এক্‌জিবিসন্‌" * দেখে এবার—এসেছে নিতাই,
পুরানো-যা বাতিল্‌ হবে,—সাবধান ভাই।
নূতন "ইন্‌ডষ্ট্রী" শিখে—হয়েছে সে পাকা,
ভারতের ভাগ্যাকাশে—ওড়াবে পতাকা।
এমন হার গোড়্‌বে এবার—ক্ষ্যাস্তো দিয়ে গলে—
জ্যাস্তো না আর রাখবে কারেও—বুকের উপর চোলে।
বালার পাক্‌ দেখে তাক্‌, লাগবে দামিনীর,
সমগ্র ধরণী এসে—নত কোর্‌বে শির।
জড়োয়া চুড়ি পোরে বুড়ী—লভিবে যৌবন,—
আর না ভারত-মাতা—করিবে রোদন!
"ইন্‌ডষ্ট্রী"র মেডেল্‌ নেবে—বঙ্গদেশ তেড়ে,
বিলাতের বণিকেরা—যাবে দেশ ছেড়ে।
প্রয়াগে এবার দেশ—মুড়ুলে যে মাথা,
সেই পুণ্যে ভ'রে যাবে—বৈকুণ্ঠের খাতা।
কোমর বেঁধে "ফাইন আর্ট"—শিখ্‌চে ভারতবাসী,
দেশটাকে পরাবে নাকি—বিনি সুতোর ফাঁসী।

---

* ১৯১০ সালের এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনী।

লোক-লৌকিকতা, পূজা-পার্ব্বণ

তীর্থ-ধামে এসে দেখি—আগে আগে ছুটে—
যে ভয়ে পালাও তুমি—তারা আছে জুটে !
লোক-লৌকতা তত্ত্ব-তাবাস—পৌষ-পার্ব্বণ,
কোন'টারই অভাব নেই—সবই বিলক্ষণ।
কি পাপ ! হেথাও দেখি, কুম্ভকারের পোলা—
বেচ্‌চে বোসে হাজার হাজার—আস্কে-পিটের খোলা !
খেজুর-গুড়ের নাগরী আর ঝুনো-নারকোলের ডাঁই—
বাবু, ব্যায়রা, বৃদ্ধা, বেওয়া, কিন্‌তেছে ঠাঁই ঠাঁই।
সকল ছেড়ে কাশী এসে—মরণ প্রতীক্ষায়,—
সাধ্‌গুলো সব ষোলো আনা—রেখেছে বজায় !
এখনো র'য়েছে তাদের—বাউনী বাঁধার ধুম,
শাঁখের শব্দে ভেঙে যায়—পাড়াপোড়্‌সীর ঘুম্‌।
উৎসাহে জ্বেলেছে সব—চিতুয়ের খোলা,
পার্ব্বণে জেগেছে যেন'—বাঙ্গালীর-টোলা।
ষষ্ঠী মাকাল্‌ মন্‌সা ইতু—ঘেঁটু অরন্ধন্‌,
নাগাৎ সে দুর্গোৎসব—রটন্তী-নোটন্‌ !
অনন্ত, সাবিত্রী আদি—ব্রত দুর্ব্বাষ্টমী ;
বাদ্‌ দেয় না রাস্‌ দোল—সারদা বষ্টুমী।
গন্ধেশ্বরী ইত্যাদি আর—সুবচনীর চটক্‌—
রথও আছে, বুঝ্‌লাম না—নাইক' কেন "চড়ক্‌" ?
সতেরো টাকায় দুর্গোৎসব, সেরে ফেলে সাফ্‌,
জ্যান্তে ফুরিয়ে ফেল্‌তেছে সব, স্বর্গের সিঁড়ির ধাপ্‌ !
ত্যাগ নয়, এ ভোগের রাজ্য—হ'চ্চে ক্রমে ক্রমে,
কাশী এখন সুখের তীর্থ—বিষয়ী লোক জোমে।
"সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ"—পুরাণ দেছে ক'য়ে,
সে কথা কেউ ঠেল্‌তে নারে—হিঁদুর ছেলে হ'য়ে !
তাতে আবার স্বাস্থ্যকর—কাশীর জল বাতাস,
কাজেই আছে ষষ্ঠীর কৃপা,—আঁতুড় বারো মাস !

দেশ-ছাড়া বাঙ্গালীর আড্ডা—হ'য়ে পোড়ে শেষে,
কাশী এখন পরিণত—বঙ্গোপনিবেশে।

বেরিবেরির তাড়ায় বটে লাগিয়ে ছিল গোল্।
বছর দুই আসত' কানে—পালাই পালাই বোল।
বাঙালী-টোলায় বাদ্ ছিলনাকো বাড়ী,
কতই যে মুক্তি পেলে—ইহলোক ছাড়ি!
আশ্চর্য্য সে বেছে বেছে বাঙালিকেই ধরে,
কারো চক্ষু গেল—কেহ "হার্টফেলে" মরে।
কারণটা তার আজো নাকি পড়ে নাই ধরা,
বাঙালির চাল্ আর তেলে—হোলো দোষী করা!
টমেটো আর পালম শাকের পড়্‌লো মন্বন্তর,
সবাই খোঁজে, সময় বুঝে হোলো সোনার দর,
সখের "সফরী" আর হননা কাশী মুখো,
কাশীর বাজারে যেন ধরলো ক্রমে শুকো।
সময় বুঝে ঘাটশিলা হোলো গুলজার,
কাশীর ভোগ মিলবে কোথা—কোথা সে বাহার!
এখন সে-ভাব কেটে গেছে, আসছেনও সবাই
বেরিবেরির সে দুর্যোগ শুনতে না আর পাই।

বিবাহোৎসব

তেম্‌নি কুটুম্ কুটুম্বিতা—ঘট্‌কী আনাগোনা,
মেয়ের বাপের সঙ্গীন্ বিপদ—ছেলের ওজ'ন্ সোনা!
আগু পিছু সাত পুরুষের—নমস্কারী চাই,
পাছা-পেড়ে গরদ্ নেবে—নাড়ী কাটা দাই।
জড়োয়া কাজের সোনার রিংয়ে—আছে বেয়ানের দাবী,
অ্যাকে তাঁর শেষের ফল্—ফ'লেছে তায় নাবি।

"বিলাত" বরুণ্ হ'লে আজ—নিতেন লিখে ভিটে,
"কাশী"-বরুণ্ বোলে গেল—তিলকাঞ্চনে মিটে !
বোধ হয় বিশেষ চক্ষুলজ্জা,—হয়নি তাই চলন্,
তা ব'লে কি ক'নের বাপের—করা উচিত্ ছলন্ ?
সোনার একটা গাঁজার কোল্‌কে, কিম্বা "কাক্‌ইস্‌কুরু"
বরাভরণ সঙ্গে দেওয়া—নয়কি উচিত সুরু ?
শুভদৃষ্টির সোনার চশমাও—ভুল বাঁচাতে দরকার,
"বউ" দেখতে ঝাপ্‌সায় না—দ্যাখে "নিমাই সরকার !"
ছেলেত' নয়, পাপীয়া সব,—"চোখ্ গেল" এই বোল্,
কলেজ চোষ্‌তে তাইত' নাকে—চাই সোনার জোল্ । *

পথে ঘাটে শাঁক বাজিয়ে—জল-সওয়াটাও আছে,
নারাণী আর নয়নতারা—বাসর ঘরেও নাচে ।
ক'নের বাড়ী গেটের মাথায়—"ওয়েল্‌কম্" লেখে,
আসরে দেয় সোনার জলে—"হ্যাপী-ম্যাচ্" এঁকে ।
মেয়ের মাসী পদ্য লিখে—দেন উপহার,
নানা বর্ণে সিল্কে ছাপা—বিচিত্র বাহার ।
"ওয়েল্‌কম্" "হ্যাপী-ম্যাচ্"—বাহিরের চাল্,
মনে মনে বলে—"ব্যাটা কোর্‌লে হাড়ির হাল্ ।"
মেয়ে নিয়ে কসাই, আমার—টুকনি দিলে হাতে,
কুটুম্বিতা কোরে এবার—মলুম মোরো ভাতে !
"উপহার-লেখক"—কেহ—সাইন্‌বোর্ড তুলে,—
বাঙ্গালীটোলায় যদি—বসে আড্ডা খুলে,
নিশ্চয়ই তার চোল্‌বে ভাল,—দেখচি যেরূপ টান্
(প্রেসে খবর নিতে পারেন,—প্রমাণ যদি চান্ ।)
"সুষমা, সুরভী,চারু—মলয়ের" খবর,—
"কৌমুদী, সীমন্ত, ইন্দু,"—থাকলেই হবে জবর ;—

---

* জোয়াল্

"জোছনা আর মাধুরীটে,"—স্থানে বা অস্থানে—
জুড়ে দিতে পারলে, লক্ষ্মী—চাইবেনই তার পানে।

শুনেছি হয়েছি নাকি—"স্বদেশী" আমরা,
না লিখ্‌লে "ওয়েল্‌কাম্‌"—হয় না খাতির করা!

তত্ত্ব-তাবাস

তত্ত্ব-তাবাস্‌ লৌকিকতার—নাইক' কোন' খুঁৎ,
এলেই হেথা ঘাড়ে চাপে—বিশ্বনাথের ভূত।
ষষ্ঠী-বাটা, আম কাঁঠাল—ইলিসের সওগাদ,
পূজার তত্ত্ব পোষের তত্ত্ব—দোল্‌ আর সাধ,—
ইত্যাদি ইত্যাদি, নাই—কোনটাই ফাঁক্‌,
তীর্থবাসের ত্যাগটা দেখে—লেগে যায় তাক্‌।
রাস্তায় চ'লেছে দেখি—এক পাল্‌ দাসী,
গাল্‌পোরা পান্‌ আর—এক-মুখ হাসি।
কারো হাতে দেখি মাত্র—একখানি থালা,
কেউ বা নিয়েছে মাথায়—মাঝারি এক্‌ ডালা ;
খোপ্তেপোষ্‌ ঢাকা সব,—ইতি নব্য ঠাট্‌,
আজকাল্‌ অন্দরের ওটা—প্রধান "ফাইন্‌ আর্ট"!
মেয়েদের প্রাচীন শিল্প—ছিল "চন্দ্রপুলি",
দোকানেতে অর্ডার্‌ দিয়ে,—দিচ্চে সে-পাঠ তুলি।
মায়েরা সব মন দিয়েছেন—কবিতার খাতায়,
পুরুষেরাই ক'রবে ক্রমে—বরণ-ডালা মাথায়।

পাপের যাদুঘর

ভারত ঝেঁটিয়ে যত ছিল—সেরা সেরা পাপ—
শিবের রাজ্যে ছাই চাপা সব—হ'য়ে আছে গাপ।
কেউ বা ঢাকেন্ শাল রুমালে—কেউ মুড়িয়ে মাথা,
কারুর খোলোস্ অলষ্টার, কারুর বা কাঁথা।
কেহ বা নিয়েছে মালা, কেউ বা ব্যাচে হাঁড়ি,
কেউ হয়েছে দোকানদার, কেউ রাঁধে কারুর বাড়ী।
কেউ খায় ছত্তরে আর—কেউ খায় গাঁজা,
বাগ্ পেলেই চুল ফিরিয়ে—"বিদ্যে-সুন্দর" ভাঁজা।
বস্তা বেঁধে পাপের বোঝা—এনেছে সব সাথে,
কোথায় চাপাবে,—চাপিয়ে দেছে বিশ্বনাথে।
তিনিও পাষাণ প্রায়—বহন করেন সব,
লোকের যা ত্যজ্য তাই—তাঁহার বিভব।
ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণের ভেকে আছে যারা,
দান দক্ষিণা নিমন্ত্রণ—নিত্য পায় তারা।
একবার ছত্তরে কোন'—নাম লিখিয়ে দিয়ে—
নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেড়ায়—ছাড়পত্তর নিয়ে।
রাজভোগ খায় আর—পাপাচার পোষে,—
শাঁশালো কাপ্তেন পেলে—নানা মতে শোষে।
ছত্র খুলে রাজা আর—রাণী পুণ্যবতী,
বহু মূর্খ নিষ্কর্ম্মার—ক'রেছেন গতি।
দুঃখ নাই ;—ভাগ্যহীন বিদ্যার্থী যাঁহারা,
আর অসমর্থ বৃদ্ধ,—পান যদি তাঁরা।
কোনো শ্রীমান—প্রতিবেশীর কোরে সর্ব্বনাশ—
ফেরার হ'য়ে কাশীধামে—কোরেছেন বাস।
ইয়ার্কি আর মদে কেউ, ফুঁকে পৈত্রিক বিষয়—
ইন্সল্ভেণ্ট্ দাঁড়িয়ে হেথা—নিয়েছেন আশ্রয় ;
স্বভাব কিন্তু যায় না মোলে—লুকিয়ে থাকে বুকে,
এখনও বেড়ায় তারা—এদিক্ ওদিক্ শুঁকে।

জাল-ছেঁড়া পোলোভাঙা, হরেক রকম জীব—
রুদ্রাক্ষ ধারণ কোরে—সেজে আছেন শিব !
বসিয়েছে এখানে তারা—সকল পাপের হাট্,
সহজে ঠাওরানো শক্ত—গেরুয়া ঢাকা ঠাট।
বলিহারি কাশীবাস—রেশ্মী নামাবলী !
নিবৃত্তির নামটি নাই, প্রবৃত্তি কেবলি।
বাহাদুর ছেলে বটে—বৃদ্ধ বিশ্বনাথ,—
সবারেই ক'রেছেন—কৃপা দৃষ্টিপাত।
যে যা চায়, যেমন খোঁজে—মিটান্ সবার সাধ,
সাধু কিম্বা পাপী বোলে—নাইক' বিচার-বাদ।
সবার তরে অন্নপূর্ণা—অন্ন বাঁটেন ভূরি,
তবু পাপী পাপ করে—চোর করে চুরি।
সকাল থেকে সারাদিনটা—খেয়েছে যে মুলো,
সন্ধ্যায় কি এলাচের—উঠবে ঢেঁকুরগুলো ?
রাত্র জেগে পড়ে যেমন—পরীক্ষার পড়া,
মিথ্যা কথা তেমনি তাদের—আছে রপ্ত করা।
পাঁচ-মিশুলি পাপের এরা—খুলে প্রদর্শনী !
প্রাধান্য ক'রতেছে যেন'—রন্ধ্রগত শনি !
তক্কা নাইকো,—জানে তারা ম'লেই হেথা মুক্তি,
"কাশীখণ্ডে" আছে লেখা, শিবের এই চুক্তি !
এটাও জানে—পাবে তারা অখণ্ড প্রমাই,
পাপক্ষয়ের পূর্ব্বে কারো—মৃত্যু হেথা নাই।

যা-চাও পাবে

দেখি,—শ্রাদ্ধ সভায় বোষ্টামেরা বেজায় টিকি নেড়ে—
খোল্ বাজাচ্চে তেড়ে—আর গাচ্চে গলা ছেড়ে !
কোথাও কথক্—হনুমানকে ক'রছেন সাগর পার,
নাকি সুরে সূর্পনখার—শোনাচ্চেন চীৎকার।
মোট কথা—এই তীর্থে, কিছুর অভাব নাই,
বিশ্বনাথের দরবারের বলিহারি যাই !

নষ্ট চাও, দুষ্ট চাও—সাধু কিম্বা শঠ,—
মূর্খ বা পণ্ডিত চাও, অথবা লম্পট,—
যোগী চাও ভোগী চাও, রোগী বা আতুর,
পাপী চাও তাপী চাও, চোর বা চতুর,—
ন্যায় চাও নীতি চাও, চাও নিধুর টপ্পা,
নেসা চাও নটী চাও, চাও গাঁজার গপ্পা,
স্মৃতি শ্রুতি শাস্ত্র চাও, চাও ব্যাকরণ,—
কাব্য বা জ্যোতিষ চাও, চাও বা দর্শন,
আস্তিক নাস্তিক চাও—অঘোরী কাপালী,
শৈব শাক্ত ভক্ত চাও, আছে ধুনি জ্বালি !
কেহ কন বেদান্তের—লম্বা চওড়া কথা,
নিজে যেন শ্রীশঙ্কর,—মূর্খ সব শ্রোতা ;
একদম্ যে "সোহং" তিনি—তারি দেন প্রমাণ,
বিন্দু মাত্র দেহবুদ্ধি—না রাখেন শ্রীমান !
গ্রহের-বশে কেহ যদি—প্রতিবাদ করে,
রেগে হন জ্ঞানশূন্য—দেহে আগুন ধরে !
ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী—দেখিবে সিদ্ধাই,
ভেকী পাবে ভণ্ড পাবে—অভাব কারো নাই।
সেবা ধর্ম্মে কেহ কেহ, আছে প্রাণ সঁপি,
যোগাঙ্গ নির্ঘণ্ট করে—নব্য থিওজফি।
চক্রী আছে চক্র আছে—তন্ত্র মন্ত্র আর,
পরকীয়া সাধনার—রয়েছে বাহার।
বড় বড় বীর,—কথায় বাঘ মারেন নিত্য,
বোঝা ভার শেরখাঁ কি প্রতাপআদিত্য।
মাটীর হুঁকোর মত' হেথা বাক্যবীরও সস্তা,
মাল্ তাঁদের অফুরন্ত,—বাক্যের সব বস্তা।
তেজস্বিতা ওজস্বিতা—সহ অঙ্গ ভঙ্গী—
বোলে যান, শ্রোতায় ভাবে হবেন কোনো জঙ্গী !
যে যেমন চায় আর যেমন—ম'নে আসা,
বিচিত্র এ ক্ষেত্র তার—মিটায় পিপাসা !

মা গঙ্গার নাভিশ্বাস

অনেক হিন্দু রাজা রাণী—আলো করেন হিন্দুস্থান,
অনেকেরি অনেক কীর্ত্তি—কাশী ক্ষেত্রে বর্ত্তমান।
কারো ঘাট কারো প্রাসাদ—মন্দির মঠ অতিথশালা,—
চারি দিকে সানাই বাজে,—পূর্ব্ব কীর্ত্তির যশোমালা।
গ্রহণে বা যোগে যাগে—পূণ্য করতে আসেন তাঁরা,—
গরিব দুঃখী পায়ও কিছু—আশা করি থাকে যারা।
তাঁরাই আজো গর্ব্ব মোদের—মুখচাওয়া-ধন ভারতের,
ঋণ করেও দান করে' থাকেন—নাম রাখতে অতীতের।
কি জানি কেউ দেখেন নাকি—"গঙ্গামায়ী"র বুকের পানে,—
বালির স্তূপ পাষাণ সম—শ্বাস রোধ তাঁর কোরে আনে!
চড়ায় যে মা ঢেকে গেলেন,—চলবার পথ পাননা খুঁজে,—
জমিদারের দীঘীর মত'—ক্রমেই যে এলেন্ বুজে!
বিখ্যাত সব ঘাট যে তাঁদের—মাঠমুখো শেষ দাঁড়িয়ে রবে,
কেমন কোরে এ দুর্দ্দশা দেখছেন তাঁরা বেশ নীরবে?
কাশীতে গ্রহণের গুমোর, মাও কি হলেন রাহুগ্রস্ত,
যে "স্থানে"র উঠেছে কথা—শেষ্ কি হবেন তায় গোরস্থ?
ভাব্ দেখে সেই শঙ্কাই হয়—দ্রুত বাড় দেখে "চড়া"র—
অভিমানে ভাবেন দেবী—মানে মানে সরে' পড়ার।
একদিনে তো পড়েনি চর্, বেড়ে আসছে বছর পঞ্চাশ,
অন্ধ সম অবহেলা—সইবেন কতো মা বারমাস?
আছেন আজো 'মালবী'জি, ছিলেন মস্ত 'এড্ভোকেট্'
'রিফ্টা' নিলে কাজটা হয়, হয় না হিঁদুর মাথা হেঁট।
বড় বড় সব মহাপুরুষ—স্বাধীনতা আনবেন শুনি,—
ফুস্-মন্তর জপ করছেন—তা-বড় সব মহাগুণী;
নিদ্রা ভঙ্গে দেখবেন বুঝি—শ্বেত হস্ত সব জোড় করে—
সাধাসাধি করছে তাঁদের—রাজ্যটা দেবার তরে!
ত্যাগের দেশের হরিশ তখন—গর্ব্বে বলবেন—"নেই মাংতা"।
ধন্য ধন্য পড়ে যাবে, থাকবে যখন—"কেয়া রাংতা"!

থাকলে গঙ্গা গরিবেরা—তবু একটু জল পেতো,
অন্ন তো গিয়েছেই ঘুচে—"ফ্ল্যাগ্" নিয়ে সব স্বর্গে যেতো।
যাবার বেলা শুনবো বোধহয়—"একদম্ go—back to village"
কি আনন্দ ;—পেটের তরে—ঘরে ঘরে চলবে pillage!
মা গঙ্গা জানতেন সবই,—তাই উত্তর বাহিনী—
আগে থেকেই হয়ে' আছেন ;—রবে কেবল কাহিনী।

কুইন্স্ কলেজ্

চিরদিনই দিশী "অক্স্‌ফোড্" ছিলেন মোদের কাশী,
ভিন্ন প্রদেশ হতেও বহু বিদ্যার্থীরা আসি—
নানা শাস্ত্রে "ফার্ষ্ট-হ্যাণ্ড্" জ্ঞানার্জ্জন্ করি—
দেশে ফিরি প্রার্থীদের দিতেন তা বিতরি।
ছিলনা ঘরের মাপ্—লম্বা চওড়া কত'
জানালার কম্-ফাঁকে—শ্বাসরোধ না হ'ত!
জ্ঞানার্জ্জনই ছিল লক্ষ্য, আর সবই অবান্তর্,
সীমার বেড়া ছিলনা যে ফুরিয়ে যাবে এম্-এর্ পর।
এবে,—যুগোচিত বিদ্যাস্থলী হয়েছেন কাশী,
তার কমে, পেতেন এখন অবজ্ঞার হাসি!
সুন্দর সুদৃশ্য সৌধ—চক্ষু জুড়ায় দেখে,—
"জরাসন্ধের রাজবাড়ী"—কেহ কয় হেঁকে!
ওটা একটা কথার কথা, ওর বেশী নাই মাথে,—
সোনার 'কাঁন্নকে' লাট্—এদের ভিত-গাঁথে।
কুইন্স্-কলেজ দেখে—চেয়ে থাকতে হয়,
ছবি যেন মাটি ফুঁড়ে হয়েছে উদয়!
ঐতিহ্যের ঐরাবৎ—ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্
এই সৌধেই বসি মোদের সেধেছেন হিত।
ভারতের বহু তত্ত্ব দৌলতে তাঁর পাই,
বহু ক্লেশ করেছেন—ঋণী আছি তাই।

অ্যাংলো-বেঙ্গলী হাই স্কুল্

বড় কথা থাক্—দুটো ছোট কথা কই,—
স্মরিলে যা সমধিক অবাক হ'য়ে রই।
শিক্ষা দানই ব্রত যাঁর—তৃপ্তি ও সন্তোষ,—
আচির কুমার—প্রিয় "চিন্তামণি ঘোষ";—
বাঙালির ছেলেদের শিক্ষার ব্যাঘাৎ—
করেছিল প্রাণে তাঁর সুতীব্র আঘাৎ।
এক ভাষা শিক্ষা তরে আর এক ভাষা শেখা,—
বাঙালী বালকের ভাগ্যে—এই কি ছিল লেখা!
'Kindness' বুঝতে হবে—শিখে 'মেহেরবাণী',—
ভাংতে দুটি ভিন্ন ভাষা ঘুরবে দেহের ঘানী
সময়, শ্রম, রক্ত দিয়ে সুকুমার সব ছেলে—
দু'দুটো পরের ভাষা—শিখছে, নিজের ফেলে।
দুমুখো সাপের সঙ্গে—যুদ্ধ কোরে তারা
যুঝে যাচ্ছে আজো, কিন্তু হচ্ছে স্বাস্থ্যহারা।
বাংলা যেন ভাষাই নয়, ঠেলে ফেলে তায়—
দক্ষিণ-অয়ন পথে তাদের চলায়।
এই দুঃখ নিবারণে—বিষম চিন্তায়—
সর্ব্বদা ভাবেন কিসে হবে সে উপায়।
নিজেই স্কুল্ খুলি—যথা সাধ্য তাঁর—
দিনে পড়ান্,—রাতে হ'ন ভিক্ষায় বার্।
যে যা দেন্—স্বাগতম্, 'এক-আনাই' চান্,—
প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর—সেই লব্ধ দান্—
চিন্তামণি চিন্তাহর—জীবনের আশ—
সাধনার সিদ্ধি আজ—স্বরূপে প্রকাশ।
মুক্তহস্তে কাশীরাজ করি ভূমি দান—
ভিখারীর এ কীর্ত্তিরে দেছেন সম্মান।
বিদুরের খুদ্ মাঝে—অনেকেরি কণা—
সোনা হয়ে আছে, যার যাহিক তুলনা!

সার্থক সে চিন্তা তব, ধন্য 'চিন্তামণি',—
অসাধ্য সাধন বলি এ কীর্ত্তিরে গণি।
কাশীস্থে তোমার কীর্ত্তি মূর্ত্তি ধরি র'বে,
ব্যথার বারতা তব—ইতিহাস ক'বে।

পুণ্যের জয়

বেদান্তের ব্যাখ্যা ভূমি—পাণ্ডিত্যের পীঠ ;
বর্ণি তাহা,—আমি কোন্ কীটাণু সে কীট।
কত মহাত্মার হেথা—আছে পদধূলি,
দীন্ আমি,—সম্ভ্রমে তা—শিরে লই তুলি।

ভাল মন্দ চিরদিনই—কোন্ দেশে বা নাই,
কেমন্ কেমন্ ঠ্যাকে, মুক্তিক্ষেত্র বোলে তাই!

অসাধু লম্পট মিথ্যা—মন্দ মতি আর,—
চোদ্দো-আনা জুড়ে রাজ্য—ক'রেছে বিস্তার।
পাপ ভাবে মোরই জয়—আমি বাহাদুর,
বোঝেনা পুণ্যেরে তাতে—করিছে মধুর।
যতই সে দলে বেড়ে—ভাবে বলীয়ান,
অলক্ষ্যে ততই করে—পুণ্যে মূল্যবান।

বিদায়

রইল আর্' যে-সব কথা—তাতে শর্ম্মা নাই,
যার, মাথার উপর মাথা আছে,—লিখ্‌বে তারা তাই।
এখন তাড়াতাড়ি প্রণাম করি, বিশ্বনাথের পায়,—
কানে আঙুল্ দিয়ে নন্দী—নিলেন্ বিদয়।

খতম্

পরিশিষ্ট

কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি

কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে

১৩২৩ সনে, কাশীর বিশ্বনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে,—"কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি" প্রথম ছাপা হয়, এবং উক্ত প্রেস্ হতেই তার সমগ্র ছাপা (সহস্রাধিক) সংখ্যা, বেমালুম সরে' যায়। সে সম্বন্ধে—"কাশীর-কিঞ্চিৎ"-এর এই চতুর্থ সংস্করণের—"অতিরিক্ত কয়েকটি কথা" দ্রষ্টব্য। তাই—দ্বিতীয় জন্মে তাকে "কাশীর-কিঞ্চিৎ"-এর আশ্রয়ে রাখতে বাধ্য হলাম।

আমার প্রিয় পেন্টার, কাশীবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ কর্ম্মকার ভয়া, সঙ্গীতগুলির সুর—রাগ, রাগিণী, তাল্ ঠিক করে' দিয়েছেন। সে জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

রচয়িতা

বিষয় সূচী

ভঁয়রো—কাওয়ালী

(১)

শিব শিব হর হর—দেব বিশ্বেশ্বর,
ভব দিগম্বর শ্মশানচারী ;
বিকার রহিত—যোগ মগন চিত,
ভস্ম বিভূষিত—পিণাক-ধারী।
শিখা ধক' ধক' ভালে, আসন নরকপালে,
কণ্ঠে ধর গরলে, ভোলা ত্রিপুরারী।
ধরেছে পিঙ্গল জটা বিষধর নৃত্য ঘটা,—
জাহ্নবী রজত ছটা,—ত্রিতাপহারী।
হে ত্রিনেত্র ত্রিশূলী কপর্দ্দী চন্দ্রকপালী,
প্রণমি রুদ্রাক্ষমালী শ্রীপদে তোমারি।

সিন্ধুড়া—ধামার

(২)

কোথা হে শঙ্কর ভোলা,—বেলা যে মোর চলে যায় ;
খেলাত' এসেছি ভেঙে (এখন) চরণ-ভেলা দাও আমায়।
সময় হ'ল পারে যাবার,—সামনে দেখি অকুল পাথার,
ঘনিয়ে আসে নিবিড় আঁধার,—সবাই মিলে আমায় শাসায়।
নিয়েছি তাই তোমার শরণ—হে শিব অ-শিব হরণ,—
তুমি দিবে অভয় চরণ,—আসা আমার সেই আশায়।

রামকেলী—কাওয়ালী

(৩)

অগতির গতি শিব—ওহে পতিত-পাবন,—
আমি যে এসেছি শূলি—তুমি ত্রিতাপ-নাশন।

ত্রিবিধ তাপ তাপিত—বিষয় বিষে জর্জ্জরিত,
মায়া বশে মুগ্ধ চিত,—চরণে যাচি শরণ।
যৌবন গেছে বিলাসে—প্রৌঢ়ে সংসার পাশে,
(এখন্) বার্দ্ধক্যে ভাবি হতাশে—বিফলে গেছে জীবন।
শেষের দুর্দ্দিনে যাবে—আঁখি তারা মলিন হবে,
কেহ না স্ববশে রবে,—ভরসা তুমি তখন।

ভৈরবী—পোস্তা

(৪)

বিশ্বনাথ হে, তুমি নাকি মুক্তি দাও সবে ?
সত্যাসত্য বুঝ্‌ব এবার—আমায় যদি তরাও হে তবে !
আমার সমান পাতকী—পাওনি তুমি হে পিণাকী,
আমার যদি কর উপায়—তবেই তোমার গরব রবে।
তেমন পাপ করেনি তারা—তরে গেছে সরল যারা,
আমার মত কঠিন পাপী—কাশীতে কে আসে কবে ?
তাইত' তোমার শরণ নিলাম—আমাকে তোমারে দিলাম,
আজ হ'তে তোমারি হ'লাম—তুমিই আমার রইলে ভবে।

ভৈরবী—কাওয়ালী

(৫)

কোথা কাশীনাথ,
একবার দেখা দাও আমারে,—ক'রে যাব প্রণিপাত।
আমার যদি হয় হে গতি,—তোমার তাতে কিবা ক্ষতি,
মোক্ষ পাবে মূঢ়মতি—বারেক পেলে সাক্ষাৎ।

আমি যে এসেছি শুনি—তুমি হে পরশ-মণি,
দরশে পরশি তোমা—ঘুচাব চির বিষাদ।
মলিন ব'লে তাইত' স্বামী—তোমার কাছে এলাম আমি,
স্বচ্ছ করি লওহে তুমি—দীনে বিতরি প্রসাদ।

কাফি—কাওয়ালী

(৬)

যদি—আসা হ'ল কাশীধাম,
কৃপা করি হে বিশ্বনাথ—পুরায়ো মোর মনস্কাম।
চির সন্তাপিত আমি—আজন্ম হে জ্ঞানহীন,
পাপ-তাপিত তনু—হৃদয় অতি মলিন,
তুমি সে বিশ্বের নাথ—আমি সে বিশ্বের দীন,
এসেছি জুড়াতে তাই—শুনিয়ে তোমার নাম।
আমি সে অতি দুষ্কৃত—চরণে আশ্রয় চাই,
মোর সম পাতকীর—তোমা বিনা গতি নাই,
জগৎ ত্যজেছে মোরে—তুমি মাত্র মোর ঠাঁই,
ওহে বিশ্ব-দুঃখহর—পতিতে হ'য়োনা বাম।

কীর্ত্তন

(৭)

আমি,—বহু আশা হয়ে', তব মুখ চেয়ে
এসেছি সকল ফেলি হে ;
আমার,—পুরাও গো আশা—মিটাও পিপাসা,
আমি,—ত্রিবিধ জ্বালায় জ্বলি হে।

আমায় ভুলাবার তরে—দেছিলে যা তুমি,—
বন্ধু দারা সুত গৃহ ধন ভূমি,
অলক্ষ্যে তা ল'য়ে—কেটে গেছে কাল,
এখন,—বেলা যে পড়েছে ঢলি হে ॥
খেলার সময় নাহি যে গো আর,
পারের সময় হয়েছে আমার,
সন্ধ্যা দেখে ডাকি—কোথা কর্ণধার,
লায়েতে লহ গো তুলি হে।
বালকের মত, সারা বেলা গেছে,
বেলা অবসানে, চমক্ ভেঙেছে,
তাই ঘাটে এসে, বসে আছি কাছে,
তুমি,—যেওনা আমায় ফেলি হে।
শুনিয়ে তোমার প্রিয়ভূমি কাশী,
তাই বিশ্বনাথ পদাশ্রয়বাসী
হয়েছে তনয়, হে মঙ্গলময়
থেক'না আমায় ভুলি হে।

খাম্বাজ—যৎ

(৮)

অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী—হেথা, ত্যজ্য ব'লে কিছু নাই,
কি পাপী কি পুণ্যবানের, আছে হেথা সমান ঠাঁই।
সত্য শিব নির্ব্বিকার, বহেন তিনি সবার ভার,
যে নেছে আশ্রয় তাঁর, সব জ্বালা গেছে জুড়াই।
শুধু বিশ্বনাথে ডাকি, তাঁরি চরণ হৃদে রাখি,—
সকল ভয়ে দেয় সে ফাঁকি, দেহান্তে যায় মোক্ষ পাই ॥
কৃপা মাত্র মোর ভরসা, সেই আশে অধমের আসা ;
শ্রীপদে বেঁধেছি বাসা, রয়েছি তাঁর মুখ চাই।

বেহাগ খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

(৯)

কাশী যে কি—কজন জানে,—
ও ভাই,—কেই বা তায় ধারণায় আনে ?
কেউ বা তারে দেখে সহর—ভোজ্য পেয়ে করে আদর,
কেউ বলে সস্তা বাড়ীঘর—কেউ বা জল-হাওয়া বাখানে।
কেউ বলে ভাই যা চাই তা পাই—মাছ মাংস মোণ্ডা মেঠাই,
আরো যা যা ভস্ম আর ছাই—যে যা রুচি রাখে প্রাণে।
অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী—দেবারাধ্যা অবিনাশী,
"জাহ্নবী বরণা অসি"—বিরাজে সদা এখানে।
শ্রদ্ধাতে যে শরণ লয়—ভাগ্যবান সে সুনিশ্চয়,
মুক্তি দেন শিব হ'য়ে সদয়—তারক-ব্রহ্ম মন্ত্র দানে।

ভৈরবী—কাওয়ালী

(১০)

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বসি কে বিতরে অন্ন ঐ ?
করুণা-কোমল আঁখি, রূপেতে ভুবন-জয়ী।
শ্রীকরে সুবর্ণ থালে, অন্ন উথলি পড়ে,
মার্জ্জিত মুকুতা সম, শিবাঞ্জলি-পরে ঝরে,
শ্রদ্ধায় শঙ্কর তায়, সম্ভ্রমে ধরেন করে,
স্বহস্তে পালন-ভার, নেছেন্ মা ব্রহ্মময়ী।
কিরীট-কিরণে মা'র, ফণি ঝলসিত আঁখি,—
ঘন-গরজন ভুলি, অবনত ফণা ঢাকি,
নীরব-আনন্দে শুদ্ধ, ভাবে নন্দী দূরে থাকি—
"এ শক্তি সম্ভবে কার, আমার জননী বই!"

টৌড়ি—ত্রিতালা

(১১)

বেলা হ'লে অন্নপূর্ণা, শ্রীকরে লন্ অন্ন-থালা,
পুণ্য ক্ষেত্র কাশী তখন—অন্নপূর্ণার যজ্ঞশালা।
(বলেন্)—আতুরের অন্ন দেহ—অভুক্ত না থাকে কেহ,—
কাশীবাসী নর-নারী, কেউ পায় না যেন ক্ষুধার জ্বালা।
আপনি লন্ সন্তানের ভার, সকলেরি যোগান আহার,
মঠে বা মন্দিরে তখন—অন্নসত্র থাকে খোলা।
গৃহীরা সব যথাসাধ্য, অতিথিরে যোগায় খাদ্য,
তখন,—যন্ত্রীরূপে তাদের প্রাণে, আপনি বসেন বিমলা।
কাশীশ্বরী কৃপা করি, ভার নেছ মা সকলেরই,
ওমা,—তোমার দুটি রাঙা চরণ, হয় যেন মোর জপমালা।

পিলু—পোস্তা

(১২)

দেখ না কে অন্ন যাচে—অপরাহ্নে আমার কাছে,
ক্ষুধার্ত না হ'লে কেন—অঞ্জলি পাতিয়া আছে।
মস্তকেতে জটাভার—ভস্ম লেপন তাঁর,
যোগ-অচঞ্চল-আঁখি—বিশ্ব যেন ছেড়ে গেছে।
কে মহা উদাসী এই—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি"—
মধুর ভাষেতে কহি—বিচলিত করিয়াছে ?
অন্ন উথলি পড়ে, হৃদি আবাহন করে,—
আদরে আন সত্বরে,—বিলম্বে না ফেরে পাছে।
বুঝি ভব দুঃখ-হর—ভবানী হৃদয়-হর,—
আপনি পাতিয়ে কর—মোরে উতলা ক'রেছে।

পিলু—পোস্তা

(১৩)

কাশীতে অন্নদা হ'য়ে, অন্ন বিতর হাতে,
বুঝি না গো মহামায়া, নূতন কি আছে তাতে।
জগত-জননী হ'য়ে—জীবে চির অনুকুল্,
প্রকৃতি রূপে প্রসব—ধন ধান্য ফল মূল্,
আকুল ক্ষুধিত তরে—কবে না ছিলে ব্যাকুল্,
নিরন্নে অরণ্যে তুমি—অন্ন দাও অর্দ্ধ রাতে।
আজন্ম ভিখারী আমি, ভিক্ষা চাব তব কাছে,—
শ্মশান-বিহারী হরে, কি তায় সরম আছে ?
নহি ত' নব-অতিথি—আজিকে তোমার ঠাঁই,
তুমি বিনা কে পারে গো—এ ভব ক্ষুধা মিটাতে।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

(১৪)

গঙ্গে—কাশীতল বাহিনী,
স্বচ্ছ সুনির্ম্মল পূত প্রবাহিনী।
কত অতীত যুগান্ত গেছে—তোমারে দেখিয়ে,
রাজ্য হ'য়েছে মরু, মরু গেছে ভাসিয়ে,
কত সৃষ্টি কত লয়—কালে গেছে মুছিয়ে,
সকলেরি সাক্ষ্য তুমি, অনাদি জননী।
পাপী বা সন্তাপ-দগ্ধ তাপিতের—তুমি ঠাঁই,
তপ্ত হৃদয় আমি জুড়াতে এনেছি তাই,
শীতল অঙ্কে তোমার আমি যে আশ্রয় চাই,
সন্তানে কর মা কৃপা—সন্তাপহারিণী।

মিশ্র খাম্বাজ—পোস্তা

(১৫)

বহু পুণ্যফলে ঘটে ভালে—গ্রহণেচ কাশী, *
প্রবাহে ত্রিধারা যথা—জাহ্নবী বরুণা অসি।
কত সাজে কত রূপ—অরূপ ধরিয়ে রূপ—
কাশীতে রাজেন বিভু—আপনা বিকাশি।
দাতারূপে করি দান—ভিক্ষু রূপেতে লন্,
পীড়িত রূপে রোদন,—ভোগীরূপে হাসি।
মাতারূপে স্তন দান—শিশুরূপে স্তন পান,
কোথাও দরিদ্ররূপে—কোথা বা বিলাসী।
ক্রেতারূপে পণ্য লন্—মুটেরূপে তাই বন্,
পতিরূপে স্বামী হন্—পত্নীরূপে দাসী।
নানা রূপে নানা রঙ্গ—কি মহা জীব তরঙ্গ!
বন্দে সাধু ভক্ত যোগী—মহিমা প্রকাশি।
কাশীতে গ্রহণ কালে—বিশ্বরূপের আভাস মেলে,
প্রণমামি বার্ বার্—ধন্য অবিনাশী।

ত্রিবণী—ত্রিতালী

(১৬)

সন্ধ্যা সমীরে—তোমারি মন্দিরে,
আকুল অন্তরে—ধায় হে প্রাণ,
তোমারি আরতি—তোমারি বিভূতি,
কি শকতি মোরে—করে হে দান।
পশিলে শ্রবণে—শঙ্খ কাংস্য ধ্বনি,
হৃদয় পরশি টানে সে অমনি,
হর হর রব—স্তব্ধ হ'য়ে শুনি,
প্রাণ করি উঠে—শিব শিব গান।

---

* বিষয়টিকে "কাশীর-কিঞ্চিৎ" এর মধ্যেও—"গ্রহণেচ কাশী" নামে পদ্যাকারে বিষয়ভুক্ত করিয়াছি
—নন্দি

সুবাসিত ধূপ—কর্পূর প্রদীপ—
টানি লয় প্রাণ—তোমারি সমীপ,
ক্ষণেকের তরে—হে বিশ্ব অধীপ
ভুলি—লোভ মোহ বৃথা অভিমান।
শত কণ্ঠে যবে—শম্ভু শিব হর—
নিনাদে আবেশে—শত নারী নর,
বম্ বম্ বম্ ধ্বনি নিরন্তর—
গভীর আরাবে—পরশে বিমান।
সে শুভ সময়ে—পাতকী নিষ্ঠুর,
শান্তি ধারা সেও—পায় হে প্রচুর,
বিশুষ্ক হৃদয়—হয় হে মধুর,
অবশে কপটী ভুলে যায় ভান।
সে সময়ে যেন এ বিশ্ব পাসরি—
নিবেদি সকল চরণে তোমারি,—
সেই ভাব মোর—দেহ দৃঢ় করি,
শ্রীপদে মিনতি—হে দেব-প্রধান।

টৌড়ি—কাওয়ালী

(১৭)

হেথা,—ধূ ধূ ক'রে জ্বলে যায়—কত মানবের দেহ।
ছিল,—রাজা কি ভিখারী যতি,—ধনী বা দরিদ্র কেহ।
দম্ভী, বিষয়ী, দুঃখী,—সরল, বিরাগী, সুখী,
সুন্দর কুরূপ কিবা—অন্তিমে হেথা নির্ব্বাহ।
শিক্ষিত, মূর্খ, বিজয়ী—আসে হেথা সকলেই,
এ মহা-শ্মশান ভূমে—বহিছে সম প্রবাহ।
সত্য ভূমি সে এই—সম সবে দেখে যেই,
সবারে অঙ্কেতে লহে—করেনা কারে সন্দেহ।

আলো করি পুণ্য ভূমি—আছ মণিকর্ণী তুমি,
চিতা নহ,—সত্য মাতা—অন্তে যদি কোলে লহ।

যোগিয়া—যৎ

(১৮)

গভীর বিলাপ ব্যথা, আজো হেথা প্রাণে ঠেকে,
অতীত যুগের কথা—ধরা দেয় আপনাকে।
দেখি যেন আঁখি পরে, মৃত পুত্র বুকে ধোরে—
কাঁদে হরিশ-মহিষী, পড়িয়ে ঘোর বিপাকে।
পুত্র হারা পাগলিনী, অভিভূতা শৈব্যারাণী,—
শ্মশান ভূমেতে পড়ি, আর্ত্তস্বরে কারে ডাকে!
বলে,—কোথা পাব কড়ি, লহ গো দিতেছি ধরি—
অমূল্য রতন বলি—অভাগী ভাবিত যাকে।
হরিশের কীর্ত্তি কথা,—সে মহা দান বারতা,—
কাশীতে কণকাক্ষরে—শ্মশান রেখেছে লিখে।

মুলতান—যৎ

(১৯)

ভাগ্যে যদি এলাম কাশী, আবার কেন বাড়ীর কথা?
এখন আমার অন্নদা মা, বিশ্বনাথই আমার পিতা।
চির-দিন ত' বিষয় কূপে, মোহের ঘোরে ছিলাম ডুবে,
বিধিমতে জেনেছিত'—বিষয়ের যে কত ব্যথা।
কি দিয়েছে বিষয় মোরে, বিষ দিয়েছে মুখে ধোরে,
সুখ ব'লে তায় নেশার ঘোরে, বৃথা দিন কেটেছে সেথা।
আর যেন মা দূরে দূরে, রাখিস্‌নে তোর এ দুঃখীরে,
কৃপা ক'রে স্থান দে মোরে, থাক্‌ব' আমি মা বাপ্‌ যথা।

খাম্বাজ—মধ্যমান

(২০)

মন—এই কি তোমার কাশী আসা ?
তুমি, ভিটে ছেড়ে উঠে কেবল—দ্রেতে বেঁধেছ বাসা।
তোমার—সখ্ রয়েছে ষোলো আনা,
অন্তরে সে দিচ্ছে হানা,
ডুব্ দিয়ে জল খাইয়ে তুমি—আমারে কর তামাসা।
বাইরে আমায় সাধু সাজাও, ভিতরে ভিতরে মজাও,
আবার হাতে নাতে ধোরে দেখাও,—
আমার ঘোচেনি কোনো পিপাসা।
প্রবৃত্তিরে রাখ জাগাই, মুখে বলাও নিবৃত্তি চাই,
আমি হার মেনেছি তোমার কাছে,
তুমিই, আমার কর্ম্মনাশা।
এক ঘরের আসামী হ'য়ে, কাল কেটেছে বিরোধ ল'য়ে,
আর যেন মন অপ্রণয়ে—কোরোনা আমার নিরাশা।
এখন—এস মন দু'জনে মিলি,
দিন থাক্তে করি বিলি,
আবার যেন ধরা পোড়ে, দেহের মধ্যে হয়না ফাঁপা।

ভৈরবী—যৎ

(২১)

যদি সকল ফেলে কাশী এলে, কেন বিষয়ের খোঁজ কোরে মর,
হেথা, চাই যদি ভাই বিষয় বিভব, পায়ে ধরি দেশে ফের'।
আবার যদি পোক্তা পাকা—চাই, আস্তাবল আর অট্টালিকা,
মিছে কেন কাশী এসে—গরীব দুঃখীর অন্ন মারো।
দেশের কড়ি থাকলে দেশে, যাবে না বিফলে ভেসে,
তাতে,—আত্মীয় স্বজনের কত', নয়ন ধারা মুছতে পার'।

বিশ্বনাথের দোহাই দিয়ে, সাজ সজ্জার বোঝাই নিয়ে,—
আশ মেটেনা বিলাসেতে, তাস্ খেলে দিন কাবার কর'।
প্রাণে যদি দেখ বুঝে, অন্তরেতে দেখ খুঁজে,
মনে মুখে লুকোচুরী—রবে না ভাই গোপন কারো।

রামপ্রসাদী—একতালা

(২২)

সবাই কি কাশীতে আসে,
সেকি সবার কাছে সুপ্রকাশে?
কোঠা বাড়ী, রাস্তা ঘাট, পুতুল পট আর বাজার হাট,
হাঁড়ি-কুঁড়ি, ওড়না সাড়ী,—এই দেখে আনন্দে ভাসে।
গলার চুড়ি, পেতল কাঁসা—এনে বোঝাই করে বাসা,
চাঁদির-বাসন কিনে তারা—হাতে যেন পায় আকাশে!
সত্য যে এসেছে কাশী, জেনেছে তায় অবিনাশী,—
শিবময় সে হেরে সবই—মোক্ষ লভে অনায়াসে।

রামপ্রসাদী—একতালা

(২৩)

(মোলে) কাশীতেই, কি মুক্তি হবে?
এই বাদানুবাদ রয়েছে ভবে।
নানা লোকের নানা উক্তি, পণ্ডিতেরা করেন যুক্তি,
শিব-বাক্যে বিনা ভক্তি, তর্কে না তার তত্ত্ব পাবে।
মেনেছেন যা মহাজনে, ব্যাস বশিষ্ঠ যা সম্মানে,
মোদের বিদ্যা অভিমানে—সেটা কি আজ উড়ে যাবে।
স্থান-মাহাত্ম্য আছেই আছে, প্রভাব দেখ একই গাছে—
কোথাও বা তায় প্রচুর ফলে, কোথাও কেন বন্ধ্যা সবে?

কেন সে চন্দনের বাস—সকল কাষ্ঠে নয় প্রকাশ ?
সিন্ধুতে অসংখ্য শুক্তি—সবাই কি মুক্তা প্রসবে ?
প্রেত-মুক্তির পিণ্ড দিতে, (লোকে) যায় না কেন বোম্বাইতে ?
সকল স্থানই সমান যদি—যায় কেন সব গয়ায় তবে ?
স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ার আশে, যায় কেন লোক স্থান বিশেষে ?
দেহের রোগ তায় সারে যদি, ভবরোগের ভার কাশী লবে ।
সাধকে সাধনের জোরে, যেথা-সেথা গেছেন তোরে,
সেই নজিরে কাশীর 'পরে, সন্দ করি কোন্ হিসাবে ?

সিন্ধুড়া—একতালা

(২৪)

আর, ডরিনা মরণে, শঙ্কা কি শমনে,
আমি কাশীতে এখানে, লয়েছি আশ্রয়,
এযে অবিনাশী, মোক্ষধাম কাশী,
শিব-বাক্য মোরে দিয়েছে অভয় ।
মরিলে এখানে—মোক্ষ হয় তার,
পুনর্জন্ম ভয় থাকে নাক' আর,
তারক-ব্রহ্ম নামে করেন উদ্ধার,—
স্বয়ং শঙ্কর শিব কৃপাময় ।
এ কল্যাণ-বাণী মিথ্যা ভাবে যারা,—
বিদ্যা অভিমানী—অবিশ্বাসী তারা,
নিজ ক্ষুদ্র জ্ঞানে—হ'য়ে আত্মহারা,—
দেব-বাক্য বৃথা—প্রকাশ্যে সংশয় ।
ভিখারী শঙ্কর, কিঙ্করের তরে,—
কৃপায় এ বিধি—রেখেছেন কোরে,
সমর্থ সে যারা—দ্বিধা ভাব ধরে,—
হর হৃদে তারা—হয়নি উদয় ।

দেব-বাক্যে যদি মিথ্যা জ্ঞান হবে,
কার কথা তবে সত্য বলি লবে?
অটুট শ্রদ্ধায় আমি যেন ভবে—
ভক্তি ভরে সেবি—শিব মৃত্যুঞ্জয়।

জীবন কথা

১। শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের কয়েকটি কথা।

২। নিবাস ও বাড়ী—দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা।

৩। জন্ম—৪ঠা ফাল্গুন ১২৬৯ সাল, রবিবার শিবত্রয়োদশী (শিবরাত্রের পূর্বদিন) ইংরাজি ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৩, রবিবার।

৪। পিতা—৺গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেকার ব্রাহ্মণ, পূজা পাঠ সন্ধ্যাহ্নিক নিয়ে থাকতেন। অবশিষ্ট সময় কাটত রামায়ণ মহাভারত দাশু রায় আর 'সংবাদ প্রভাকর' নিয়ে।

শুনেছি—কাজ চালাবার মত (তখনকার) ইংরাজি লিখতে পড়তে জানতেন। তীর্থে বেরিয়ে লাহোরের সান্নিধ্যে আটকে যান। তখনকার দিনে ধর্মশালায় (চটিতে) ইংরাজি জানা বাঙালী এলে না-কি স্থানীয় সাহেবকে জানাতে হ'ত, সেই সূত্রে ধরা প'ড়ে—ফিরোজপুরে চাকরি স্বীকার করতে হয়েছিল।

অত্যধিক নেশা ছিল—কবির গানের, কবিসঙ্গীত রচনার চর্চাও রাখতেন। আমার বয়স যখন মাত্র ৯ বৎসর, তখন তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর কয়েক দিন (সম্ভবতঃ ৫।৭ দিন) পূর্বে আমাকে ডেকে, হাতে লেখা একখানি কবিগানের খাতা আমার হাতে দিয়ে বলেন, "এখানি যত্ন ক'রে রেখো, এর পর দেখে খুব আনন্দ পাবে।" তিনি যেন আসন্ন মৃত্যুর সাড়া পেয়েছিলেন।

তাঁর পরলোকগমনের পর—সংসারের নানা পরিবর্তন ও বিশৃঙ্খলায় সে খাতার কথা একদম ভুলে যাই। দীর্ঘকাল পরে (সাহিত্যের স্বাদ পাবার পর) সে খাতার খোঁজ পড়ে। পেলুম না, কেবল অসহনীয় বেদনাই পেলুম। সেই মনোকষ্টে অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ—বহু চেষ্টায় ও বহু কষ্টে প্রায় তিন শত প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করি।

৫। ভ্রাতা—আমরা ছিলাম তিন ভাই—জ্যেষ্ঠ ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মিঁয়ামিরে আচার্য্য কেশব সেনের ব্রাহ্মমিশনের উচ্চশিক্ষিত রামচন্দ্র সিংহের ছাত্ররূপে লেখাপড়া করতেন—এবং ক্লাসিক লিটারেচর প্রায় সবই তাঁর দেখা হয়েছিল। পড়ার বিশেষ অনুরাগ থাকায় ঐ সঙ্গে উর্দুও ভাল রকম শিখেছিলেন। তাঁর উপর কেশব-

বাবুর বিশেষ টান থাকায় এ-সব সংযোগ ঘটে। কিন্তু সাংসারিক অবস্থার জন্য চাকরি স্বীকার করতে হয়। পড়ার নেশা কিন্তু ছাড়েন নি। সংস্কৃত না জানলে নিজেদের অমূল্য ভাণ্ডার সম্বন্ধে অন্ধ থাকা হবে, তাই তাঁকে ৩৮ বৎসর বয়সে চাকরি করতে করতে পণ্ডিত রেখে রাত ২টা পর্যন্ত ব্যাকরণ মুখস্থ করতে দেখেছি।

৬। শিক্ষা—দক্ষিণেশ্বর বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেবার পূর্বেই দাদার আদেশমত উত্তরপাড়া এইচ. ই. স্কুলে ভর্তি হই।

নিত্য পারাপার থাকায়, মা এ ব্যবস্থা কোন দিনই সমর্থন করেন নি। তাই দু-বৎসর পরে কুটিঘাটা স্কুলে চ'লে আসি। সেখানে বছর আড়াই কাটে। এই সময় দাদা মিরাটে বদলি হওয়ায়, সাংসারিক কারণে বাড়ীর সকলকেই মিরাটে চ'লে যেতে হয়।

তখন পশ্চিমাঞ্চলে—বিশেষ পাঞ্জাবের সন্নিকটে, বাঙালীর ছেলেদের লেখাপড়ার কোন সুবিধাই ছিল না। স্কুল থাকলেও উর্দু বা হিন্দী অপরিহার্য থাকায় সহসা উচ্চশ্রেণীতে যোগ দেওয়া সম্ভবই ছিল না।

কোন্নগর-নিবাসী কেদারনাথ দত্ত বাঙালীর ছেলেদের এই অভাব দূর করবার জন্যে একটি স্কুল খোলেন। ইংরেজ হেড মাষ্টার, একটি বাঙালী শিক্ষক ও নিজে পড়াতেন। সেই স্কুলেই ঢুকে পড়ি।

বৎসর দুই পরে দাদা আম্বালা বদলি হওয়ায় সেখানে যেতে হয়। সেখানে গোরার ছেলেদের জন্যে একটি কোচিং ইনষ্টিটিউট্ ছিল। অনেক চেষ্টা ও সুপারিশে আমি আর বেলঘর নিবাসী শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে তাতে ঢুকতে পাই। সেখানে পড়াবার ধারা রীতি যত্ন যে কতটা আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল, আজও তা মনে হ'লে শিক্ষক দুটির উদ্দেশে মস্তক নত করতে হয়।

পথে পথে বিদ্যার্জন চলছিল। তার পূর্বেই তখনকার এন্ট্রেন্স দেওয়ার দরকার ছিল, নচেৎ পড়া বেকার হয়ে যায়। পরীক্ষায় যোগ দেবার আশায় তাই লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজিয়েট স্কুলে গিয়ে ভর্তি হই। সংস্কৃত ছাড়া কিছুই বড় দেখতে হ'ত না। আর কয়েক মাস থাকলেই উদ্দেশ্য এগোয়। কিন্তু লেখাপড়ায় আরম্ভ থেকেই ব্যাঘাত সঙ্গ নিয়েছিলেন। বাড়ীতে আকস্মিক এক অভাবনীয় বিপদের টেলিগ্রাফ পেয়ে দক্ষিণেশ্বর রওনা হ'তে হয়।

দাদার এক বন্ধু আমার জন্য চাকরি স্থির ক'রেই এ কাজ করেছিলেন। বললেন, "গোপালের এই বিপদ, চাকরি থাকে ব'লে মনে হয় না, এখন তোমার চাকরি না করলে নয়। তোমার লেখাপড়ার উদ্দেশ্য তো জীবিকার্জন"—ইত্যাদি।

স্কুলে পড়ার এইখানেই শেষ।

(দাদা তখন ২৫০ টাকা বেতন পান। তাঁর নামে একটা চার্জ দিয়ে তাঁকে সস্‌পেন্ড ক'রে রাখা হয়েছিল। ছয় মাস পরে অফিসারের ভুল ধরা পড়ায় দাদা আবার সেই কাজেই প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তিনি আমাকে চাকরি ছেড়ে পড়তে বলেন। কেঁচে সে কাজ আর করা হয় নি।)

দাদা তখন 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন আর আমাকে দিয়ে কাপি করাতেন। কখন বা বিষয়টা বাংলায় ব'লে দিয়ে ইংরাজিতে সেটা লিখতে বলতেন, পরে কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিতেন। ক্রমে নিজের লেখার ঝোঁক চাপে। কয়েকবার নিজেও লিখেছিলুম—তিনি অবশ্য দেখে দিতেন।

দাদা গোড়া থেকেই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা নিতেন। বাংলা বই তখন অল্পই ছিল, এবং পশ্চিমে সে সব দেখবার উপায় বা সুবিধা ছিল না। 'বঙ্গদর্শন'ই আমার এক মাত্র বাংলা পাঠ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমি তার প্রত্যেক লেখাটি বার বার পড়তুম। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে "বিষবৃক্ষ" "চন্দ্রশেখর" "কমলাকান্ত" প্রভৃতি কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তখনকার দিনে ইংরাজিতে লেখা শিক্ষিতদের অপরিহার্য ফ্যাশন ছিল, পত্রাদি লেখা তো বটেই। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন,' বিশেষ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল, ইংরাজি লেখার মোহ একদম মুছে গেল। সেজন্য দাদা দুঃখও করেন, তিরস্কারও করেন। বলেন, "বাংলা লিখতে নিষেধ করি না, কিন্তু ইংরাজি আমাদের জীবিকার্জনের ভাষা, তার উপর কর্মজীবনের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে, ওটা একেবারে ছেড়ো না।" কথা সত্য হ'লেও আমাকে তখন 'বঙ্গদর্শন' টেনেছে, বিশেষ 'কমলাকান্ত" স্বয়ং।

আমার সাহিত্য-সংগ্রহের প্রথম অধ্যায়

তাই প্রারব্ধ-যৌবনের অপরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে 'সংসারদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী হই। ছেলেখেলা হ'লেও 'সংসারদর্পণ' একাদশ শতাধিক গ্রাহক পেয়েছিল। দুই বৎসর চালিয়ে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে সম্পাদন বন্ধ করতে বাধ্য হই। কারণ ছিল, তখনকার দিন ছিল লেখক-বিরল; সম্পাদকদের পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা পূরণের ভার নিতে হ'ত বা নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হ'ত। তখন লেখক থাকলেও তাঁরা ছিলেন অল্পসংখ্যক, বোধ হয় এখনকার মত সাহসীও ছিলেন না (বে-পরোয়া বলছি না)। বর্তমান যুগকে পাঠক-বিরল না বললেও এটা লেখক-বিরল যুগ তো নয়ই।

রোগমুক্ত হ'লেও সাহিত্যচর্চা ছাড়ল না। সেইটাই রোগ হয়ে রইল।

কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি কতকটা শান্তির জন্য। 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' নাম দিয়ে আড়াই বৎসরের শ্রম ও চেষ্টায় প্রায় তিন শত প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে ১৩০১ সালে প্রকাশ করি। কবি হেমচন্দ্র তার বহু প্রশংসা ক'রে পত্র লেখেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাধনা'য় [জ্যৈষ্ঠ ১৩০২] একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে তার প্রয়োজনয়ীতা স্বীকার করেন।

অনুমান ১৩০২।৩ 'রত্নাকর' নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক লিখে প্রকাশ করি। অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রকাশের পর পরম শ্রদ্ধেয় নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে দেখাই। তিনি দয়া ক'রে দেখে দু-একটি দোষ সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং আনন্দ প্রকাশ ক'রে উৎসাহও দেন। ষ্টেজে ব্রহ্মহত্যাটি ছিল প্রধান দোষের এবং নিষিদ্ধও।

এই সময় 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ব্যঙ্গরসিক শ্রদ্ধাস্পদ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "পঞ্চানন্দ" লিখতেন, এবং 'দৈনিক চন্দ্রিকা'য় ও মধ্যে মধ্যে 'বঙ্গবাসী'তে নন্দিশর্মার 'নোট' বা ডায়ারি নামে আমার হাস্যরসাত্মক 'চুটকি', প্রায় তিন বৎসর দেখা দেয়। ক্ষোভের (সম্ভবতঃ সুখের) বিষয়, নিজের 'ফাইল কাপি' নষ্ট হওয়ায়, সে সব আর পুস্তকাকারে প্রকাশ পায় নাই। নির্বাচনান্তে প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, সে সম্ভাবনা আর নাই।

ওই সময় ঠাকুর-বাড়ী হ'তে 'বালক' নামে একখানি পত্রিকা দেখা দেয়। এক সংখ্যায় "লাঠি" ব'লে একটি লেখা বাহির হয়। সেই সংপ্রবে বোধ হয় মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [রবীন্দ্রনাথ] ঠাকুর "লাঠির উপর লাঠি" চালান। আমি "লাঠালাঠি" লিখে [আষাঢ় ১২৯২] সেটা শেষ ক'রে দি। পরে রবীন্দ্রনাথের "চিরঞ্জীবেষু" ব'লে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রতি ঠাকুরদার উপদেশ দেখা দেয়। আমি "শ্রীচরণেষু" ব'লে তার উত্তর দি [অগ্রহায়ণ ১২৯২]। বিষয়টি উভয়েই দু-তিন সংখ্যায় চালাই। তখন কে জানত যে, কার সঙ্গে এই বাচালতা করা হচ্ছে।

এখন দক্ষিণেশ্বরকে আমাদের সময়কার পল্লীগ্রাম বলা আর চলে না। তখন কলকেতায় চাকরি করতে যাওয়া মানে কাজ করতে যাওয়া অপেক্ষা যাতায়াতের চাকরিই ছিল বড় চাকরি। সে কাজে চার ঘণ্টা নিত, প্রস্তুত হবার হাঁপানি আর বিবিধ অসুবিধা বাদে। সুতরাং আমি ছিলাম তখনকার পাড়াগেঁয়ে, শহরের "চোখোলো মুখোলো" তীক্ষ্ম বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা না থাকায় সহজেই আমার দুখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সুমধুর মিষ্ট ভাষার মোহে পরহস্তে অগস্তগমন করে। কিছু দিন পরে তাদের রূপান্তরে ও নামান্তরে দেখতে পাই। আবার দাদার এক পরিচিত লোকের হাতে একখানি ছাপানো গ্রন্থের পঞ্চশতাধিক কাপি উই আর ইঁদুরের গর্ভে না-কি লোপ পায়। অসম্ভব নয়, 'পদ্যপাঠে' তাঁদের পরিচয়ও পড়া ছিল।

এই সব আঘাতই আমার সাহিত্যচর্চা বা সাহিত্যসেবা থামিয়ে দেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি লিখে প'ড়ে স্বেচ্ছায় বদলি বরণ ক'রে জব্বলপুর চ'লে যাই। ব্যথাটা বড়ই লেগেছিল,—প্রিয়বস্তুর সঙ্গে বিচ্ছেদ অতি সামান্য কারণে, অকারণেও ঘ'টে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

জব্বলপুরে সাত বৎসর কাটে। মানুষ একটা কিছু না নিয়ে থাকতে পারে না, পড়াটাই বন্ধ হয়ে রইল। ক্যান্টনমেন্টে বাঙালীদের দুর্গোৎসব বা থিয়েটর ছিল না। দত্তপুকুর-নিবাসী ৺নৃত্যগোপাল লাহিড়ী ছিলেন কর্মী, উৎসাহী ও অভিনয়দক্ষ, তাঁকে অবলম্বন ক'রে দুর্গাপূজা আরম্ভ করা হয় এবং উৎসবের দিক্‌টা সফল করা হয় থিয়েটরে।

চীনে 'বক্‌সার' হাঙ্গামা সম্পর্কে আদেশমত ১৯০২ খৃঃ জুলাই মাসে চীন যাত্রা করি। ইতিপূর্বে যুদ্ধ-সংস্রবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যাবার আদেশ চার বার পাই। নানা ছলে সে-সব এড়িয়েছিলুম, কারণ মা তখন বেঁচে ছিলেন। বার বার যুদ্ধে যাবার আদেশ অমান্য করায় তার কঠিন সাজাও স্বীকার করতে হয়েছিল, চাকরিতে আমার উন্নতির সকল পথই বন্ধ করা হয়। তা আমার গায়ে লাগেনি, মায়ের শান্তিবিধানের জন্য চাকরির মায়া ত্যাগ করতেও আমি প্রস্তুত ছিলুম। এখন মা ও দাদা উভয়েই পরলোকে, তাই চীনযাত্রাটা স্বেচ্ছায় করি। তাতে জগতের সমস্ত সভ্য (?) জাতিকে এক ক্ষেত্রে দেখবার সুযোগ পাই। তাঁরা বক্সার হাঙ্গামা উপলক্ষ্য ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে চীনের বুকে চেপে ব'সে ছিলেন।

লেখার উপর অভিমান ক'রে দিন কাটানো কঠিন ছিল। তাই চীনেও একটা কিছু নিয়ে থাকবার তরে অফিসারদের সাহায্য নিয়ে টিন্‌সিন শহরে ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন ক্লাব খোলা হয়। সেখানে নিত্য নিজেদের বসা, দাঁড়ানো, খেলা, বক্তৃতাদি ছাড়া ভারতের লোকেরা সেখানে guest হ'তে পারতেন, এবং হতেনও। তার মধ্যে মিঃ ছত্রে। ইনি তাঁর মহারাষ্ট্রী সার্কাস নিয়ে আসেন। তাঁকে নানা প্রকারে সাহায্য করা হয়েছিল। যা পূর্বে কোনও 'ফরেনারে'র ভাগ্যে কোনও দিন ঘটে নাই, বোধ করি ভারতীয় ব'লেই, পিকিন (Forbidden City) হ'তে তাঁদের সার্কাস দেখাবার জন্য ডাক পড়ে। রাজপরিবারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী উক্ত ক্লাবে এসে ব্যবস্থা ক'রে যান। মিঃ ছত্রে ফেরবার সময় ক্লাবকে একটি ঘড়ি ও একটি অর্গান উপহারস্বরূপ দিয়ে যান। আমরাও তাঁকে অভিনন্দনপত্র ও স্বর্ণপদক (মেডেল) দি।

১৯০৫ আগষ্ট অর্থাৎ তিন বৎসর পরে ভারতে ফিরে কানপুরে ষ্টোর অফিসের ভার গ্রহণ করতে হয় এবং ওই সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রলোকদের ইচ্ছা ও অনুরোধে সেখানকার "বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ" লাইব্রেরির সম্পাদকত্ব স্বীকার করতেও হয়। স্থানীয় সর্বপ্রিয়

যশস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট। প্রবাসে—উৎসাহী, উদ্যমী, কর্মপ্রাণ, উদার, মুক্তহস্ত মনীষীদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম বললেও যেন সবটা বলা হয় না।

আমাদের উভয়ের প্রীতির বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল, বাঙালীদের জন্য তিনি একটা কাজের মত কাজ খুঁজছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চিন্তা-চর্চা চলছিল, পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাব করি—এ প্রদেশে বাঙালী যুবকদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপনের চেষ্টার আবশ্যক হয়েছে; কিন্তু অগ্রণী হয়ে সহসা নিজেরা কিছু করতে গেলে সকলের সহানুভূতি পাওয়া সহজ হবে না। সব শহরগুলির চিত্তাকর্ষণ করতে হ'লে তাঁদের সামনে একটা সমষ্টিগত শক্তিমান্ প্রতিষ্ঠানের বলিষ্ঠ আদর্শ একবার ধ'রে দিতে হবে। এই বৎসর এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন, আমার প্রস্তাব ছিল সেই মণ্ডপের সুযোগ নিয়ে প্রথমে কলিকাতার "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ"কে এ প্রদেশে আহ্বান ক'রে বাঙালীদের মধ্যে বাংলার ভাবধারা ও বঙ্গভাষার শক্তি-সামর্থ্য ও মাধুর্য সংক্রামিত করা এবং তাঁদের চিত্তে বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। প্রস্তাবটি ডাঃ সেন সোৎসাহে সমর্থন করেন।

পরে উদ্দেশ্যটি বিশদ ও বিস্তারিতভাবে এবং উদ্দেশ্যের কারণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত সুগঠিত ক'রে প্রধান প্রধান শহরগুলির লাইব্রেরি বা ক্লাবের সম্পাদকের নিকট পাঠাই ও তাঁদের অভিমত আহ্বান করি। বিশেষ শ্রমসাধ্য হ'লেও সে সুযোগ না নষ্ট হয় সেই চেষ্টাই পাই।

সকলের অভিমত সংগ্রহের পর পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট আবেদন উপস্থিত করি। তাঁর আন্তরিক সমর্থনও পাই। কিন্তু তৎপূর্বে ময়মনসিংকে কথা দেওয়া হয়েছিল, তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও ময়মনসিং অধিবেশন স্থগিত রাখতে রাজি হ'তে পারলেন না, যেহেতু তাঁরা বহু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

এই আশাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমি কলিকাতায় বদলি হওয়ায়, সকলেই, প্রধানতঃ ডাঃ সেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। আমি কথা দি—কলিকাতা অবস্থানকালে পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলবার সুযোগ পাব। আমার তিন মাস ছুটি পাওনা আছে, সেই সাহায্যে এ কাজটি ক'রে যাব।

তা আর করতে হয় নি। আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা—উদ্দেশ্যের দিকে ধীরগতিতে আপনি রূপান্তরিত হয়ে থাকে। পূর্বচেষ্টার ফলে ও প্রভাবে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেও একটা নীরব জাগরণ—সঙ্ঘবদ্ধ হবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কয়েক বৎসর পরে

সেই আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন বিদ্যাকেন্দ্র কাশীধামে—"প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী" নামে প্রথম দেখা দেয়, এবং তাতে পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

চাকরি কোন দিনই আমার ভাল লাগে নি। অথচ অফিসাররা সকলেই চাইতেন ও ভালবাসতেন। পুত্র হয় নি। কন্যা একটি মাত্র, সে সুপাত্রেই পড়েছিল। জামাই ছিলেন এল. এম. এস ডাক্তার। ভাবলুম—কেন আর ভূতের ব্যাগার খাটা! এ ইচ্ছা কানপুর থেকেই প্রবল হয়। কিন্তু চীনের ও পশ্চিমের জলহাওয়ার গুণে স্বাস্থ্য তখন নিখুঁত। নির্দিষ্ট কার্যকাল পূর্ণ হতেও বছর সাতেক বাকি। আমাকে চাকরি হ'তে অবসর দেবে কে? মন কিন্তু চাকরি-বিমুখ। আমার অফিসার মেজর স্মিথ ডি. এস. ও. বন্ধুর মত ভালবাসতেন। তাঁকে সব কথা খুলে বলি,—ছেলে নেই, কন্যাদায়মুক্ত হয়েছি, জীবন কিন্তু নিষ্ফল। জীবিকার্জন করেছি মাত্র, নিজের কাজ কিছুই করা হয় নি। আমি ব্রাহ্মণসন্তান, পরমার্থচিন্তা আমার অবশ্যকরণীয় কাজ। সেটা র'য়ে গিয়েছে। সব সত্য কথা বললুম ও আমাকে কর্ম হ'তে অবসর নিতে সাহায্য করতে অনুরোধ করলুম। তিনি শুনে অবাক্! পরে আমার প্রস্তাবের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা বুঝতে পেরে বললেন—"পাঁচটা বছর থাকলে, এখন যা পাবে তার তিনগুণ পাবে, নির্বোধের মত এরূপ ত্যাগস্বীকার কেন?" বললুম—সারাজীবন comfort-seekingএ (আরাম খুঁজে) কেটেছে, এ কাজে ত্যাগই প্রথম সোপান,—আমি যদি অল্পে চালাতে না পারি, ত্যাগের আনন্দ আমাকে সাহায্য না করে, তবে বুঝব—আমার এ সঙ্কল্পের মধ্যে সত্য নাই। বললেন—"আমার বদলি আসন্ন, সেই সময় মনে ক'রে দিও।" তাঁর সাহায্য ছাড়া কর্ম হ'তে অবসর লওয়া আমার সম্ভব ছিল না।

কাশীগমন

১৯০৯ এর নবেম্বরে ছুটি নিয়ে কাশী যাই, পরে ১৯১০ এর মে মাসে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের সাহায্যে রিটায়ার করি।

Habit is the second nature ব'লে একটা কথা আছে, আমরাও ব'লে থাকি "অভ্যাস যায় না ম'লে।" জোর ক'রে লেখার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলুম। যদিও বিশ বৎসরের মধ্যে চীন হ'তে "চীনপ্রবাসীর পত্র" নামে 'ভারতী' পত্রিকায় দুই বার [চৈত্র ১৩১০, বৈশাখ ১৩১১] মাত্র লিখি, শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তা থেকে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব উদ্ধৃত ক'রে নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' লেখেন ও সেই অত্যাবশ্যকীয়

কথাগুলিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে ছিল, মেয়েদের অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করাই চাই, এমন কি compulsory হ'লে ভাল হয়।

তার বছরখানেকের মধ্যে তা নিয়ে দেশে সাড়া পড়ে, বোধ করি শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস উদ্‌যোগী হন।

অন্তরে কিন্তু সাহিত্য-প্রীতির আসন পাতাই ছিল। কোথাও না লিখলেও, বাড়ীতে একখানা খসড়া খাতা খোলা থাকত, অবসর-বিনোদনের উপায়চ্ছলে। দশাশ্বমেধে সাধু সন্ত দেখে বেড়াই, সুযোগ হ'লে সঙ্গও খুঁজি। তদ্ভিন্ন বিশেষ কিছু চোখে পড়লে বাসায় ফিরে অন্তরকণ্ডূয়ননিবৃত্তি হিসেবে লিখে রাখি। খাতাখানি ক্রমে পুষ্ট হ'তে থাকে।

ইতিমধ্যে কলকেতার প্রেস তুলে এনে, মণিভূষণ নাথ ব'লে একটি ছেলে কাশীধামে প্রেস প্রতিষ্ঠা করে। আমার বৈঠকখানা চিরদিনই প্রিয় তরুণদের কাছে অবারিত থাকত। মণিভূষণও আসত যেত। সেই খসড়া খাতাখানির উপর তার নজর পড়ে ও আমার উপর তার আব্দার পড়ে। কোনও আপত্তিই কাজ দিলে না। শেষ সর্ত হ'ল আমার নাম ব্যবহার করতে পারবে না। মণিভূষণ আমার 'বঙ্গবাসী' ও 'দৈনিক চন্দ্রিকা'য় ব্যবহৃত pen-name—"নন্দিশর্মা" ব্যবহার করে, পুস্তকের নামকরণ হয় 'কাশীর-কিঞ্চিৎ'।

শ্রদ্ধেয় রসরাজ অমৃতলাল বসু তখন কাশীধামে ছিলেন। লোকে তাঁকেই লেখক ব'লে ঠাওরায়। 'প্রবাসী' পত্রিকা লেখেন—এ লেখা হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কাহারও নয়। তখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'কাশীর-কিঞ্চিৎ-এর একটি দীর্ঘ সমালোচনাচ্ছলে ললিতবাবু ব লে দেন—লেখা তাঁর নয়। পরে বড়দিনের বন্ধে কাশী এসে আমাকে কেবল আবিষ্কারই করেন না, বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও স্থাপন করেন এবং বলেন, "বন্ধুদের বিতরণের জন্য আমাকে আপনি 'কাশীর-কিঞ্চিৎ-এর ষোল কাপি কিনিয়েছেন।" পরে নাছোড়বান্দা হয়ে, ভবিষ্যতে লেখবার (নিম্) রাজিনামা নিয়ে কলকেতায় ফেরেন। তার পর যত দিন জীবিত ছিলেন, আমাদের মধ্যে নিয়মিত পত্র-ব্যবহার ছিল। এমন রসগ্রাহী স্কলার সুধী বহু ভাগ্যে মেলে। তাঁর অনুরোধ এড়ানো আমার সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। তাঁর তাগিদেই আমার সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ।

নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী হ'তে 'প্রবাস-জ্যোতিঃ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদনভার আমার উপরই ন্যস্ত হয়। এক বৎসর পরে তা পাক্ষিক কি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হওয়ায় আমি সে সংস্রব ত্যাগ করি।

এখনকার 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশ চক্রবর্ত্তী হন সহকারী সম্পাদক। শ্রদ্ধেয় ললিত বাবুর বিশেষ আগ্রহে আমার সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়, কিন্তু শ্রীমান্ সুরেশের আন্তরিক চেষ্টা ও তাগিদ না থাকলে আমার এ কাজ দু-দিনেই থেমে যেত।

এই সময় আমাদের প্রিয় সাহিত্যশিল্পী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র কাশী আসেন। কাশীতেই তাঁর সহিত সাক্ষাতের ও আলাপের সৌভাগ্য আমার ঘটে। পরে তা বন্ধুত্বে দাঁড়ায়। প্রেমিক দরদী একবার আমার কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে একটি চাকর সঙ্গে কাশী এসে উপস্থিত। পাঁচ দিন থাকেন, অনেক কথাই হয়, পরে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে ষষ্ঠ দিন প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে কথা আজ কথা মাত্র বোধ হ'তে পারে, কিন্তু সে দিন তা ছিল না।

পরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে দেখা। রূপনারায়ণ-তীরে তাঁর সামতাবেড় ভবনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি।* নিজেই নিষেধ করেন, "পথ সুগম নয়—কষ্ট হবে।" পরে, উভয় কবির সঙ্গে দেখা করতে যাই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। ৩০০ মাইল থেকে যেতে হলেও তাঁর "বন্দনা"-সভায় না গিয়ে থাকতে পারি নি। শেষ দেখা—প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মীলনীর কলিকাতা-অধিবেশনে গিয়ে। সেই সময় একত্রে তাঁর 'বিজয়া' নাটকের অভিনয় দেখে আসি। তখন বলেছিলেন, "আর নয়, মাত্র দুখানি নাটক লিখে ছুটি নেব।" নিজে অত্যন্ত অপটু থাকায় তাঁর শেষ শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হ'তে পারি নি। বন্ধুত্বের নিদর্শনরূপে তাঁর কয়েকখানি পত্র রেখেছি মাত্র।

পেনশনের পর কাশীবাস ক'রে সাহিত্য নিয়ে থাকতে, মন মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ ক'রে উঠত, এ কি করছি! এ যে যেমন অশোভন, ততোধিক লজ্জার কথা! পূজনীয় কবি আহমদাবাদ যাবার পথে শ্রদ্ধেয় অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের লক্ষ্ণৌ নিবাসে বিশ্রাম করছিলেন। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মীলনীর নাগপুর-অধিবেশনে সাহিত্য-বিভাগে আমার অভিভাষণ অতুলপ্রসাদের না-কি বড় ভাল লেগেছিল। সে কথা শুনে কবি আমাকে দেখতে চান, আমি নাগপুর হ'তে কাশীতে ফিরেছি মাত্র—সহসা 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশ চক্রবর্ত্তীর নামে জরুরি টেলিগ্রামে অতুলবাবু কবির ইচ্ছা জানিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। কবিসকাশে নানা আলোচনায় পাঁচ দিন মহানন্দে কাটে। সেই সুযোগে কাশীবাসান্তে সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে আমার মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা কবিকে জানাই। তিনি মৃদু হেসে বলেন, "মুক্তি চাও,—না?" পরে এক কথায় আমাকে নীরব করে দেন। কথাটি এই,—"মুক্তি দিয়ে মুক্তি পেতে হয়। মুক্তি না দিয়ে কেউ মুক্তি পায় না। তুমি যদি মুক্তিকামী হও, আর তোমার

মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে, যা তোমার আত্মীয় হয়ে তোমার অন্তরে আছে, যার কথা তোমার মধ্যে বিক্ষেপ আনে, তোমার মনকে সহজভাবে জড়িয়ে থাকে ও টানে, তাকে মুক্তি না দিলে তোমার মুক্তি কোথায়? তাকে মুক্তি দিলে তবে তোমার মুক্তি।" ইত্যাদি। তার পর নাটক সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়ায় খুব উৎসাহের সহিত অনেক কথা বলেন। "তোমরা (শরৎ, তুমি) সামাজিক নাটক লিখলে অনেক জিনিস পাওয়া যায়।" বিষয়টি সারাদিন তাঁকে ত্যাগ করে নি, মধ্যে মধ্যে সে সম্বন্ধে নিজেই বহু উপদেশ দেন। নানা কারণে আমার দ্বারা তা আর হয়ে ওঠে নি। প্রধান কারণ ৫৬।৫৭ বৎসর বয়সে সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হওয়া, আর পত্রিকাদিতে কন্‌ট্রিবিউশনের তাগাদা। প্রতিভাবান্‌ ও বিশেষ শক্তিসম্পন্ন লেখক ভিন্ন, তাগাদা তামিল ক'রে কেউ কোন ওয়ার্ক রেখে যেতে পারেন কি না সন্দেহ। আমার স্বভাব ছিল স্বতন্ত্র। যতক্ষণ পেরেছি কাকেও ক্ষুণ্ণ করতে পারি নি, লিখতেই হয়েছে।

ললিতবাবুর তাড়ায় তখন আমি কেবল ভাবছিলুম—কি লিখব? আমার লেখা পড়বেই বা কে এবং কেন? উপদেশাত্মক কথা—'সার্ম্মন্‌' নিজেরই ভাল লাগে না, দেশে তার অভাব নেই। সে সব পৃষ্ঠাগুলি না দেখে বাদ দিয়ে যাওয়াই তো সাধারণ অভ্যাস। কি লিখি? শেষে অনেক ভেবে জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি যথাসম্ভব হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করবার পথ খুঁজি, তাতে যদি পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি পাই। প্রয়াসটি আমার পক্ষে সহজ ছিল না, অথচ অন্য পথে পাঠকদের আকৃষ্ট করবার ক্ষমতাও আমার ছিল না।

মধ্যবিত্ত ভদ্রদের ও ভদ্র পরিবারের কষ্টের জীবন আমাকে চিরদিনই বেদনা দিয়েছে ও দেয়, বিশেষ মহিলাদের দুঃখের জীবন, যা অন্তরে চেপে প্রসন্ন মুখে নীরবে তাঁরা বহন ক'রে চলেছেন ও চলেন। দুঃসাহসের কাজ হ'লেও আমাকে তা হাসির আবরণে ব'লে যেতে হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা ৪০।৫০ বৎসর পূর্বের বলা চলে। তার পর বহু পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে যে তাঁদের সংসারের বিশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে তা আমার জানা নাই। বাহ্যিক উন্নতিই চোখে পড়ে—তাও শহরে ও শহরতলিতে। তাই আমি আমার লেখায় কোথাও বিশেষভাবে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে সাহস পাই নি। কল্পনার উপর নির্ভর করি নি। গরীবদের লোক গরীব ব'লে এবং ধনীদের ধনী ব'লে জানে, মধ্যবিত্তদের সে আশ্রয় নাই, বাঁচোয়াও নাই। 'দেনা' আর 'উঠ্‌নো'ই তাদের মা-বাপ।……

প্যাষ্টিম্

১। তরুণত্বের কোটায় স্যাটায়ার সৃষ্টির সখ চেপেছিল। একেবারে না ছাড়লেও সেটা ত্যাগ হয় গ্রামস্থ একজন পদস্থ সম্মানিতকে ক্ষুণ্ণ ক'রে। লর্ড রিপন আমাদের সংক্ষিপ্ত স্বায়ত্তশাসন দেওয়ায় গ্রামে গ্রামে ভোট সংগ্রহের সাড়া প'ড়ে যায়। কমিশনার-পদপ্রার্থীদের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হয়। সেই সময় "ভোটভিক্ষা" নাম দিয়ে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখি। লেখাটি বোধ হয় সকলের হয়ে কথা কয়েছিল। তাই দেশময় তা নিয়ে সাড়া প'ড়ে যায় এবং বহু পত্রিকায় সেটি উদ্ধৃত হয়। শুনেছি, শ্রদ্ধেয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' পত্রিকাতেও তা উদ্ধৃত ক'রে আলোচনাও হয়েছিল। আমাদের সম্মানিত সে-কালের রায় বাহাদুর, সেটিকে নিজের ব'লে গায়ে পেতে নেন। বস্তুতঃ সেটি সম্পূর্ণ সাধারণভাবে লেখা হয়েছিল। আঘাতটা তাঁকে অতিরিক্ত লাগে। তাই গুরুজনদের একান্ত অনুরোধে সে পথ ত্যাগ করি।

২। তার পর "ফ্রেনলজি" আর "সামুদ্রিক" নিয়ে কিছু দিন কাটে।

৩। পরে. সাধারণতঃ কারও কারও জীবনে যে ঝোঁকটা ধরে,—সাধুসঙ্গ, প্রাণায়াম-প্রীতি এস্তোক মিস্‌ম্যারিক্‌-সার্কল। যাক, কোনটাই স্থায়ী হয় নি।

N.B. শেষ দেখলুম—(প্যাষ্টিম্ না বলতে পার) সবার বড় সাহিত্যের নেশা —যা পত্নীর সতীন।

সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ

জীবনে উল্লেখযোগ্য যদি কিছু থাকে, সেটি—

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণ দর্শন।

২। ধর্ম ও কর্মবীর শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর দর্শন লাভ।

৩। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর দর্শন লাভ।

৪। শ্রীযুক্ত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের দর্শন লাভ।

৫। বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের দর্শন।

পরলোকগত সাহিত্য-স্রষ্টা ও সাহিত্য-রথীদের সাক্ষাৎ লাভ।

১। সাহিত্য-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যাঁর লেখায় সর্বপ্রথম সাহিত্যের আস্বাদ পাই।

২। শ্রদ্ধাস্পদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

৩। শ্রদ্ধাস্পদ 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

৪। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
৫। নাট্য-সম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
৬। রসরাজ অমৃতলাল বসু।
৭। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
৮। সমাজ-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রিয় পাঠ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের লেখা নির্বাচনসাপেক্ষ নয়। সবই আমার শ্রদ্ধার বস্তু। তবে চয়নিকা (এখন সঞ্চয়িতা), নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, এগুলিকে "স্বাধ্যায়' বলা চলে। ছোট গল্প প্রবন্ধ ও সমালোচনা হাতের কাছে পেলে না পড়ে থাকতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ' ও 'সমালোচনা' সম্বন্ধেও যথেষ্ট মোহ আছে।

শরৎচন্দ্রের সব লেখাই আনন্দ দেয়। আগের দিকের লেখাগুলি তদ্ভিন্ন আরও কিছু দেয়। শেষের কয়েকখানির সঙ্গে মতের কিছু কিছু অমিল থাকলেও পাঠের আনন্দে তা বাধা দেয় না।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখা আমি সাগ্রহে ও শ্রদ্ধার সহিত প'ড়ে থাকি।

এ সবের সঙ্গে গীতা,রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অবশ্যপাঠের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তবে মহাপুরুষদের জীবনী আমার শ্রদ্ধার বস্তু ও সুখপাঠ্য।

ইংরাজি গ্রন্থের প্রিয়পাঠ্যের উল্লেখ নির্বাচনান্তে দেওয়া সম্ভব নয়।

কলেজের অধ্যয়নে আমি বঞ্চিত। মেজর বেনেটের "ফেয়ারওয়েল" লিখেছিলুম, তিনি খুশি হয়ে তাঁর নিজের লাইব্রেরিটি আমাকে উপহারস্বরূপ দিয়ে যান, তাই আমার বিদ্যার পুঁজি। পরে বিংশ শতাব্দীর কন্টিনেন্টাল লিটারেচার আমার অল্পই দেখা হয়েছে। তাই প্রিয়পাঠ্য যা ছিল তার কয়েকখানির কথা আজও যা মনে আছে তারই উল্লেখ করছি—

এডিসনের Spectator-এ তাঁর নিজের লেখাগুলি এবং Mr. Stell ও Mr. Swift-এর লেখা।

Charles Dickens (not all his books) ও Chrles Lamb-এর গ্রন্থ। টলস্টয় ও টুরগানিভের গ্রন্থ। থ্যাকারে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক Jerome K. Jerome এর humorous লেখাগুলি। Mark Twain Ruskin, Anatol France, Balzac-এর Atheist's Mass আর তার descriptive লেখা আমার বড় ভাল লাগে।

মনে ক'রে লিখতে গেলে detail বেড়ে যাবে। সব মনেও নেই।

শেষ এখন দাঁড়িয়েছে Amiel's Journals-এ। অর্থাৎ যাদের লেখা থেকে আমি সুর ও সাহায্য পেয়েছি তাঁদেরই নাম করলুম।...

আর বেশির দরকার কি? আজ (১৬.২.৪০) ৭৮ আরম্ভ হ'ল, জীবন-কথার কি শেষ আছে ভাই!

পত্নীবিয়োগ—২রা জুলাই ১৯৩৯। এই "মধুরেণ" পর্যন্ত থাকাই ভাল।

দুমকা, ১৫. ২. ৪০

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়